









# ফলিত চিকিৎসাবিধান ।

( নূতন সংস্করণ )

চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট, ভাবপ্রকাশ, শাঙ্গর, চক্রদত্ত, সারদীপিকা,  
রসসার, রসরত্ন-সমুচ্চয়, বোগরত্নাকর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ  
যাবতীয় পুস্তক ও আমাদের নিকট হস্তলিখিত যে বহু  
পুরাতন গ্রন্থাদি আছে ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বহু  
উৎকৃষ্ট সত্ত্বফলপ্রদ ঔষধ ও আমাদের অভিজ্ঞতা  
মূলে যে সকল ঔষধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া  
বুঝিয়াছি তদ্ব্যবহৃত ঔষধ এই পুস্তকে সরল  
বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে ।



প্রণীত

শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত কবিরাজ



পশ্চিমবঙ্গ দত্ত কবিরাজ কর্তৃক প্রকাশিত

পোঃ সাভার. কবিরাজ বাটী ।



সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত ।

মূল্য ৩ টাকা, বাঁধাই ৩।০ টাকা

প্রিন্টার—শ্রীসেখ আমলার আলি দ্বারা

ইষ্ট বেঙ্গল প্রিটিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে মুদ্রিত.

ঢাকা।



श्री ०५ नमः ०५ ५५  
०५ ५५



## উৎসর্গ পত্র ।

যাঁহাদের গৌরব ও আশীর্বাদে আমাদের মান,  
সম্ভ্রম, যশ—যাঁহাদের অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি ও  
অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর জন্য আমরা স্বদেশে ও  
বিদেশে সর্বসাধারণের নিকট আদরণীয়—যাঁহারা  
আজীবন আয়ুর্বেদের পরিচর্যা করিয়া আপনাদিগকে কৃত  
কৃতার্থ মনে করিয়াছেন—আমার সেই পরমপূজ্যপাদ  
পিতামহ সাতারের আদি কবিরাজ

ধনঞ্জয় দত্ত

খুল্লপিতামহ গুরুচরণ দত্ত ও পিতৃদেব

হরিচরণ দত্ত কবিরাজ

মহাশয় আজ শোক দুঃখ শূন্য শান্তিময় দেবরাজ্যে  
একত্রে বিরাজ করিতেছেন । আমি, তাই আমার বহু  
পরিশ্রমের

“ফলিত চিকিৎসাবিধান”

তাঁহাদেরই প্রীচরণ উদ্দেশ্যে ভক্তিতরে উৎসর্গ করিলাম ।

শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত কবিরাজ ।



## শিবেদন ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নানাবিধ গ্রন্থবহুল ও দুরূহ । কিন্তু এই মহাকল্যাণ-কর শাস্ত্রের আলোচনা আশানুরূপ হইতেছে না । আয়ুর্বেদে যে কত রত্নরাজি লোকলোচনের অগোচরে লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । চিকিৎসকগণ অনেক কষ্টে আয়ুর্বেদের তত্ত্ব যথাসম্ভব সংগ্রহ করতঃ ব্যবসায়ে ত্রুতী হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় অভিজ্ঞতা মূলে বা বিশেষ সুযোগে যে যাহা শিক্ষা করিতে পারেন, তিনি তাহাই অতি গোপনে স্বকীয় ধন রূপে রক্ষা করিয়া থাকেন ।

ঋষিতুল্য ভারতপ্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় নিলাম্বর সেন মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র মদীয় পরমপূজ্যপাদ পিতামহ স্বর্গীয় ধনঞ্জয় কবিরাজ এবং তদীয় অনুজ ৬গুরুচরণ দত্ত কবিরাজ মহাশয় ভেষজ উদ্ভিদাদির লীলাক্ষেত্র সাভার হইতে এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও অকৃত্রিম আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত দ্বারা বঙ্গের ঘরে ২ সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন । তাঁহাদের অসংখ্য মূল্যবান হস্ত লিখিত সংগ্রহ, অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি ও অকৃত্রিম ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব ভারতের নরনারী মাতেই স্বীকার করিয়া থাকেন ।

যে সমস্ত পরীক্ষিত ঔষধ দ্বারা আমরা বংশপরম্পরা আশাশীত ফল দেখাইতে সক্ষম হইতেছি, সেই সেই ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী, তাহার প্রয়োগ, রোগের লক্ষণ, পথ্যাপথ্য-ব্যবস্থা, ঔষধের অনুপান, জারণ মারণ বিধি, আরোগ্যের ও অরিষ্টের লক্ষণ,বিবিধ সহজ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ, কষায় পাক প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে বিশদ ভাবে সহজ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার চেষ্টা পাইয়াছি । অধুনা, এমন অনেক গ্রন্থ আছে যাহা কেবলমাত্র ঔষধপুঞ্জ পরিপূর্ণ । চিকিৎসাক্রম বিচার হীন সেই সকল গ্রন্থ ঔষধ নিষ্যাতার পক্ষে উপযুক্ত বটে কিন্তু



চিকিৎসা সৌকার্যার্থ তাদৃশ কার্যকারী নহে। কিন্তু এই গ্রন্থে দৃষ্টকল এবং মহোপকারী উৎকৃষ্ট ঔষধ সকলই সংস্কৃত শ্লোক হইতে বিশুদ্ধভাবে অনুদিত হইয়া লিখিত হইয়াছে এবং অনাবশ্যক বলিয়া অনুমিত বিষয়গুলি, পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে চরক, সূশ্রুত, ভাগভট্টাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ঔষধ সমূহ বিশেষ সাবধানতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যে সকল ঔষধ মুদ্রিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে নাই অথচ বিশেষ ফলপ্রদ তন্মধ্যে কতকগুলি আমাদের প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং অবশিষ্ট ব্যবহারলব্ধ ফলানুসারে সম্মিবেশিত হইয়াছে।

আমার ইচ্ছা ছিল যে, যে কেহ কেবল মাত্র এই পুস্তক খানির সাহায্যেই চিকিৎসা ব্যবসায়ে ত্রুতী হইয়া অন্য কোন গ্রন্থ বা চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়াই সাকল্য লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহাতে আমি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি গুণগ্রাহিগণ মাত্রেই তাহার বিচার করিবেন।

এই পুস্তকের মুদ্রণ কার্যের ভার আমার পরমহুহুদ শ্রীযুক্ত পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর অর্পন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে এই কার্য ভার দিলেও তাঁহার আত্মীয় এবং আমাদের পরমহুহুদ ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল জগত চন্দ্র গুহ মহাশয়ের সাংঘাতিক ব্যাধি ও তৎপর তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে ছাপাখানার চিরপ্রচলিত ভুল প্রমাদের জন্য তিনি বিশেষ সতর্কতা লইতে পারেন নাই।

স্ববোধ ও সতীশ বাবুর প্রসিদ্ধ “ইস্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউসে” ফলিত চিকিৎসাবিধানের মুদ্রণ কার্য আরম্ভ হইবার পরই গবর্ণমেন্টের আদম স্মারীর কার্য লইয়া প্রেশ অত্যন্ত বিব্রত থাকায় পুস্তকখানিকে গ্রাহকদিগের হস্তে সমর্পন করিবার সুযোগ শীঘ্র হইয়া উঠে নাই।

এই পুস্তকের ভূমিকা স্বর্গগত সাহিত্যরথী মহামহোপাধ্যায় রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় নিজে লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া

ছিলেন এবং কতক ফর্ম্যা পাঠ করিয়া তিনি আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কালের কঠোর শাসনে আমাদের পূর্ববঙ্গের সেই গৌরব রবি চিরদিনের তরে অস্ত গিয়াছেন । এই সময় তাঁহার অভাব আমার নিকট বড়ই হৃদয় বিদারক বলিয়া বোধ হইতেছে ।

ফলিত চিকিৎসাবিধানের প্রণয়ন ব্যাপারে মহামহোপাধ্যায় দ্বারকা নাথ সেন কবিরাজ মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র রঙ্গপুর নবাবগঞ্জের কবিরাজ আমার হিতৈষী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ রায় কবিরঞ্জন মহাশয় আমাদের কলিকাতাস্থিত ঔষধালয়ে থাকা সময়ে আমাকে অনেক সহায়তা করিয়াছেন ।

এই দুর্লভ কার্যে ত্রুটি হইয়া আমি কয়েক বৎসর যাবত যেরূপ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছি, তাহাতে চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ ও যাহারা আয়ুর্বেদকে প্রীতিনেত্রে দেখিয়া থাকেন তাঁহারা যদি আনার এই আয়াসলব্ধ পুস্তকখানি দ্বারা কোন বিষয়ে কথঞ্চিৎ উপকৃত হইয়াছেন বুঝিতে পারি, তবেই আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব । ইতি—

সভার  
ঢাকা ।

}

বিনীত  
শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত কবিরাজ ।

## প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক মুদ্রায়ন্ত্রের লৌহকবলে থাকা অবস্থাতেই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়াতে অনেকে অনুগ্রহ পূর্বক পত্র লিখিয়া ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এতদিন পরে তাঁহাদের শ্রীকরকমলে এই পুস্তক দিবার সুযোগ পাইয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই পুস্তক আমার নিকট বা গ্রন্থকারের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাইবেন। আমাদের অনুমতি না লইয়া যদি কেহ এই পুস্তক বা ইহার কোন কোন অংশও মুদ্রিত করেন তবে তাঁহাকে আমরা আইনের আমলে আনিতে বাধ্য হইব। নিবেদন ইতি—

সাভার, কবিরাজ বাটী।

১৩১৮ সন।



শ্রীশশিভূষণ দত্ত কবিরাজ

পোঃ সাভার, ঢাকা।

## সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণং .. ..	১
আয়ুর্বেদ শব্দের নিরুক্তি ...	১
অথ আয়ুর্বেদের বিষয় বর্ণনা	২
শ্লেষজ ব্যাধি ... ..	২
পিত্ত শ্লেষজ ব্যাধি ... ..	২
সন্নিপাতজ ব্যাধি... ..	২
আগন্ত ব্যাধি ... ..	২
মানসদোষ ... ..	২
রসজ ব্যাধি ... ..	৪
রক্তজ ব্যাধি ... ..	৪
বাংসদোষজ ব্যাধি .. ..	৪
মেদোদোষজ ব্যাধি ... ..	৪
অস্থিদোষজ ব্যাধি ... ..	৪
মজ্জদোষজ ব্যাধি ... ..	৪
শুক্ৰদোষজ ব্যাধি ... ..	৪
বায়ু প্রকুপিত হইবার কারণ	৫
পিত্ত প্রকুপিত হইবার কারণ	৫
শ্লেষ প্রকুপিত হইবার কারণ	৫
বাতনানান্নজ বিকার ... ..	৫
পিত্তনানান্নজ বিকার ... ..	৬
শ্লেষনানান্নজ বিকার ... ..	৬
বায়ু নাশক ক্রিয়া ... ..	৬
বায়ু বর্জক রস ... ..	৬
পিত্তনাশক ক্রিয়া ... ..	৬
পিত্তবর্জক রস ... ..	৭
শ্লেষনাশক ক্রিয়া ... ..	৭

শ্লেষবর্জক রস ... ..	৭
অথ উপক্রম প্রকরণ .. ..	৭
অথ জ্বর চিকিৎসা ১১-১৯।	
রামবাণ রস ... ..	১১
ধাত্তপটোল ... ..	১২
কষায় পার্কার্থ দ্রব্য ও নিয়ম	১২
অবিরেচ্য ব্যক্তিগণ ... ..	১২
ধাত্তচতুষ্ক ... ..	১২
বড়ঙ্গ ... ..	১২
ত্রিকটু ... ..	১৩
পঞ্চকোল ... ..	১৩
কফ চিন্তামণি ... ..	১৩
বৃহৎ কফ চিন্তামণি ... ..	১৩
বাল চতুর্ভ্রাবলেহিক। ... ..	১৩
চতুর্দশাঙ্গ ... ..	১৬
দশমূল ... ..	১৬
যে জ্বরে লজ্বন দেওয়া কৰ্তব্য	১৬
জ্বর নাশক দ্রব্য ... ..	১৮
বাহাদিগকে উপবাস করাইবেনা	১৯
অথ বাতজ্বর চিকিৎসা ১৯-২০	
হিসুলেখর ... ..	১৯
মৃত্যুঞ্জয় রস ... ..	১৯
ত্রিপুর ভৈরব রস ... ..	১৯
ত্রিফলাকল্প ... ..	২০
মুষ্টিযোগ ... ..	২০
সুপথ্য ... ..	২০
অপথ্য ... ..	২০

অথ পিত্তজ্বর চিকিৎসা ।

দ্রাক্ষাদি কাথ	...	২১
হীবেরাদি	...	২১
নাগরাদি	...	২১
মুষ্টিযোগ	...	২১
লোহিত চূর্ণ	...	২১

অথ কফজ্বর চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ	...	২২
ইচ্ছাভেদী	...	২২
নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস	...	২৩
মহালক্ষ্মীবিলাস	...	২৩
চণ্ডেশ্বর রস	...	২৪
ভাবনা বিধি	...	২৪
অপর চণ্ডেশ্বর	...	২৪
একাবটী	...	২৪
সত্ত্বজ্বর হর বটী	...	২৫
পথ্য	...	২৫
অপথ্য	...	২৫

অথ বাতপিত্তজ্বর চিকিৎসা ।

নারঙ্গ	...	২৫
বৃহৎ পঞ্চমূল	...	২৫
স্বল্পপঞ্চমূল	...	২৫
পঞ্চ ভঙ্গ	...	২৫
পথ্যাপথ্য	...	২৫

অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা ।

গুড়ুচ্যাদি কাথ	...	২৫
নাগরাদি	...	২৫
পঞ্চতিক্ত কষায়	...	২৬
বিশেষ্বর রস	...	২৬
পথ্য ও অপথ্য	...	

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা ।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা	...	২৮
স্বল্প কস্তুরী তৈরব	...	২৮
বৃহৎ কস্তুরী তৈরব	...	২৮
অপর বৃহৎ কস্তুরী তৈরব	...	২৮
কস্তুরী ভূষণ	...	২৯
বৃহৎ কস্তুরী ভূষণ	...	২৯
সৌভাগ্য চিষ্টামণি	...	২৯
অষ্টাদশাঙ্গ কষায়	...	২৯
পথ্য	...	২৯
অপথ্য	...	২৯

অথ শ্লেষ্মোন্মথ সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসা । ২৯-৩২

লক্ষণ	...	২৯
ধাতু পাক লক্ষণ	...	৩০
চিকিত্তরূপ	...	৩০
অষ্টাঙ্গ রূপ	...	৩০
বিষ প্রয়োগ	...	৩১
মেঘপর্বনি	...	৩১
নস্তাগ্রগণ	...	৩১
অষ্টাদশাঙ্গ	...	৩১
বৃহৎ আদিগণ	...	৩১
শেষকালানন্ত রস	...	৩২

অথ সন্ধিগ সন্নিপাত জ্বর চিকিৎসা । ৩২-৩৩

লক্ষণ	...	৩২
শটাদি কষায়	...	৩২
বচাদি	...	৩২
ব্রাহ্মাদি	...	৩২
শোণবৃন্ত সন্ধিগ্রানে প্রলেপ	...	৩৩

### ଅଥ ବିଷମ ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ	...	...	୩୩
ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଜ୍ୱର ହର ଲୋହ	...	...	୩୫
ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୱର ଚୂଡ଼ାମଣି	...	...	୩୫
ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ରସ	...	...	୩୫
ଚୂଡ଼ାମଣି ରସ	...	...	୩୬
ପୁଟିପାକ ବିଷମ ଜ୍ୱରାନ୍ତକ ଲୋହ	...	...	୩୬
ବିଷମଜ୍ୱରାନ୍ତକ ଚୂର୍ଣ	...	...	୩୬
ବ୍ରହ୍ମ ବଞ୍ଚେଶ୍ୱର	...	...	୩୬
ଭାବିତ ବିଷମ ଜ୍ୱରାନ୍ତକ ଲୋହ	...	...	୩୬
ଶୁଦ୍ଧ ଚି ମୋଦକ	...	...	୩୬
କୃଷ୍ଣଚୂର୍ଣ	...	...	୩୭
ଷଟ୍ ପଲକ ଘୃତ	...	...	୩୭
ପଥ୍ୟ	...	...	୩୭

### ଅଥ ସତତକ ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ	...	...	୩୭
ପଟୋଲାଦି କଷାୟ	...	...	୩୭
ସତତାମ୍ବି ରସ	...	...	୩୭
ଅପୁନରାବର୍ତ୍ତକ ଚୂର୍ଣ	...	...	୩୮
ହରୀତକୀ ବଟି	...	...	୩୮
ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ	...	...	୩୮

### ଅଥ ତୃତୀୟକ ଜ୍ୱର ଓ ତୃତୀୟ

### ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ	...	...	୩୮
ସୃଷ୍ଟିଯୋଗ	...	...	୩୮-୩୯
ମାଞ୍ଜିକ ଯୋଗ	...	...	୩୯
ଆୟାହିକାରି ରସ	...	...	୩୯

### ଅଥ ଚତୁର୍ଥକ ଜ୍ୱର ଓ ଚତୁର୍ଥକ

### ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ।

ସୃଷ୍ଟିଯୋଗ	...	...	୩୯
ଚତୁର୍ଥକାବି ରସ	...	...	୩୯

### ଅଥ ଅନ୍ତେହୁକ୍ତଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ	...	...	୩୯
କଷାୟ	...	...	୪୦

### ଅଥ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ	...	...	୪୦
ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୱରାନ୍ତକଲୋହ	...	...	୪୧
ଚନ୍ଦନାଦି ଲୋହ	...	...	୪୧
ମଧୁଜ୍ୱରାନ୍ତକ	...	...	୪୧
ଲୋହରାଜ ରସ	...	...	୪୨
ରସାୟନାୟୁତ ଲୋହ	...	...	୪୨
ଜ୍ୱରତ୍ରୟ ଚିନ୍ତାମଣି	...	...	୪୨
ମକରଧବଜ	...	...	୪୨
ମକରଧବଜର ଅନ୍ତପାନ	...	...	୪୩
ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଚୂର୍ଣ	...	...	୪୩
ଅନ୍ଧାରକ ତୈଳ	...	...	୪୩
କିରୀତାଦି ତୈଳ	...	...	୪୩
ପିପ୍ପଳାଦି ଘୃତ	...	...	୪୩
ବ୍ରହ୍ମବୃକ୍ଷଷଟ୍ପଲକ ଘୃତ	...	...	୪୪
ବ୍ରହ୍ମ ଡାଗ୍ଗାଦି କଷାୟ	...	...	୪୪
ନାସ୍ତାଦି କଷାୟ	...	...	୪୪
କଳିଙ୍ଗାଦି କଷାୟ	...	...	୪୪
ପଥ୍ୟ	...	...	୪୪
ଅପଥ୍ୟ	...	...	୪୪

### ଅଥ ପ୍ରଲେପକ ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ।

ଚିକିତ୍ସା	...	...	୪୪
ସର୍ଗତୋତ୍ତମ ରସ	...	...	୪୫
ବ୍ରହ୍ମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ	...	...	୪୫
ବୈଲୋକ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି	...	...	୪୫
ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ	...	...	୪୫

### ଅଥ ବାତବିଳାସକ ଜ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା

ଲକ୍ଷଣ	...	...	୪୫
-------	-----	-----	----

চিকিৎসা	...	...	৪৫
অথ পুনরাবর্তক জ্বর চিকিৎসা ।			
মুষ্টিযোগ	...	...	৪৬
চিকিৎসা	...	...	৪৬

### অথ বিষকৃত ওষধিগন্ধকৃত আগন্তু জ্বর চিকিৎসা ।

চিকিৎসা	...	...	৪৬
সর্কগন্ধ কষায়	...	...	৪৬
এলাদিগণ	...	...	৪৬
পথ্য	...	...	৪৬

### অথ দাহাদি জ্বর চিকিৎসা ।

পিত্তাস্তক রস	...	...	৪৭
মহাপিত্তাস্তক রস	...	...	৪৭
মটকটর তৈল	...	...	৪৭

### অথ শীতাদি জ্বর চিকিৎসা ।

রহচ্চিস্তামণি	...	...	৪৭
পথ্য	...	...	৪৭

### অথ রাত্রিজ্বর চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ	...	...	৪৭
বিবেচন রস	...	...	৪৮

### অথ অর্ধাঙ্গ জ্বর চিকিৎসা ।

লক্ষণ	...	...	৪৮
অর্ধনাড়ীজ্বর	...	...	৪৮
বৃহৎ চূড়ামণি রস	...	...	৪৮
নিমিদ্ধ	...	...	৪৮

### অথ রসাদি গত জ্বর চিকিৎসা ।

চিকিৎসা	...	...	৪৯
নিবিদ্ধ দ্রব্য	...	...	৪৯

### অথ প্রাকৃত বৈকৃত জ্বর বিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রণালী ৪৯ অথ কেশ সৌমন্তক জ্বর চিকিৎসা ।

লক্ষণ	...	...	৫০
-------	-----	-----	----

### অথ জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ ৫০

### অথ জ্বরের অবস্থা বিজ্ঞান ৫১

পাচক ঔষধ	...	...	৫১
শমন ঔষধ	...	...	৫১
দ্রব্য ভূত	...	...	৫১
অদ্রব্য ভূত	...	...	৫১
জ্বরের উপদ্রব	...	...	৫১

### অথ জ্বরাতিসার চিকিৎসা ।

লক্ষণ	...	...	৫১
চিকিৎসা	...	...	৫১
মুষ্টিযোগ	...	...	
বিষ্ঠা পরীক্ষা	...	...	৫২
কুটজ ছাল	...	...	৫৩
শোণের পাচন	...	...	৫৩
মিহ প্রাণেশ্বর	...	...	৫৩
পথ্য	...	...	৫৩

### অথ অতিসার চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ	...	...	৫৩
ধাতু পঞ্চক	...	...	৫৪
ভুবনেশ্বর	...	...	৫৪
কপূর রস	...	...	৫৪
আমরাবঙ্গী	...	...	৫৪
‘স্ত্রুপপটী’	...	...	৫৪
কুটজাব লেহ	...	...	৫৪
পথ্য	...	...	৫৪

## অথ বাতাতিসার চিকিৎসা

লক্ষণ ...	...	...	৫৪
বচাদি কথায় ...	...	...	৫৫
কণাদি কথায় ...	...	...	৫৫
বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ	...	...	৫৫
কুটজাষ্টক	...	...	৫৫
পথ্যাদি ...	...	...	৫৫

### অথ পিত্তাতিসার চিকিৎসা ।

ধাতু চতুষ্টয়	...	...	৫৫
বিল্লাদি কষায়	...	...	৫৫
কুটজাদি কষায়	...	...	৫৫-৫৬
পথাদি	...	...	৫৬

অথ শ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ	..	..	৫৬
পথ্যাদি কষায়	...	...	৫৬
চব্যাদি কষায়	..	...	৫৬

## অথ সন্নিপাতাতিসার চিকিৎসা

লক্ষণ	..	..	..	৫৬
সমস্রাদি কষায়	..	..	...	৫৬
কুটজ পুটপাক	...	...	...	৫৭
শ্রোণাক পুটপাক			...	৫৭
পথা	...	...	...	৫৭

অথ বাতশ্লেষ্মাতিসারচিকিৎসা।

চিত্রকাଢ଼ି କ୍ଷୟ ... ୧୭

अथ पिङ्गलश्रुतिसारचिकित्सा

শালপর্ণাদি কষায়	• ..	৫৭
মুস্তকাদি কষায়	...	৫৭
সমজাদি চৰ্ণ	... ..	৫৭

### অথ বাতপিত্তাতিসার চিকিৎসা

বালকাদি কবায় ...	...	৫৮
ইল্লাদি চূর্ণ ...	...	৫৮

অথ ভয়জ ও শোকজ অতিসার  
চিকিৎসা । ৫৮

बलादि कषाय ... .. ५८

অথ রক্তাতিসার চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ	৫৮-৬০
X নারায়ণ চূর্ণ	৬০
কুটজারিষ্ট	৬০
অহিফেনাসব	৬০
পণ্য ...	৬০

অথ প্রবাহিকা চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ	...	...	৬০
প্রবাহিকারি লেহ	...	...	৬১
রক্ত মিশ্রিত প্রবাহিকার মুষ্টিযোগ	৬১		
বিশেষের রস	...	...	৬১
পথ্যাদি	...	...	৬১

অথ গ্রহণী চিকিৎসা ৬২-৭১

লক্ষণ	...	...	৬২
মুষ্টিযোগ	...	...	৬২-৬৩
ভন্নাতক ক্ষার	...	...	৬৪
চিত্রকাদি গুড়িকা	...	...	৬৪
বার্তাকু গুড়িকা	...	...	৬৪
বিল্বগুৰ্ভ দ্ব্যত	...	...	৬৪
চাকেরী দ্ব্যত	...	...	৬৪
মহা বট্‌পলক দ্ব্যত	...	...	৬৫
চক্ৰ সন্ধান বিধি	...	...	৬৫



কাজি সন্ধান বিধি	৬৫
কল্যাণ বটী বা কল্যাণ গুড় বা কল্যাণ	
লেহ	৬৫
রস পর্পটী	৬৫
পঞ্চানন পর্পটী	৬৬
পঞ্চামৃত পর্পটী	৬৬
স্বর্ণ পর্পটী	৬৬
✱ নারিকাত্বর্ণ	৬৬
গ্রহণী শার্কুল চূর্ণ	৬৭
জীরকাদি চূর্ণ	৬৭
মেথী মোদক	৬৭
কামেশ্বর মোদক	৬৭
নৃন্তাত্তমোদক	৬৭
বৃহৎ জীরকাদি মোদক	৬৮
পৌষবল্লী রস	৬৮
গ্রহণী শার্কুল বটী	৬৮
গ্রহণী কপাট রস	৬৮
বৃহৎ মহাগন্ধক	৬৮
সংগ্রহ গ্রহণী কপাট রস	৬৮ ৬৯
মহারাজ নৃপবল্লভ	৬৯
দশমূল গুড়	৬৯
তক্রারিষ্ট	৬৯
আয়্যাম কাজিক	৬৯
কঞ্চটাব লেহ	৬৯-৭০
✱ শোণ ও জরগুস্ত গ্রহণীতে	
দুগ্ধ বটী	৭০
✱ লাল গুড়া	৭০
✱ লাল বটী	৭০
✱ অপর দুগ্ধবটী	৭০
✱ বিষ্ণুতৈল	৭০
দাড়িম্বাজ তৈল	৭০-৭১
মক্ষারিষ্ট	৭১

✱ গ্রহণী বজ্রকার	৭১
বৃহৎ গ্রহণী মিহির তৈল	৭১
পথ্যাপথ্য	৭১

### অথ রক্তার্শঃ চিকিৎসা ৭২-৭৬

নৃষ্টিযোগ	৭২-৭৩
কোটজ লেহ	৭৩-৭৪
কুটজ রস ক্রিয়া	৭৪
অনিয়মক চাক্ষেরী য়ত	৭৪
ক্ষার সূত্র	৭৪
অগ্নিমুখ লৌহ	৭৪
ভগ্নাতক লৌহ	৭৪-৭৫
রস গুড়িকা	৭৫
১ম গুড় ভগ্নাতক	৭৫
২য় গুড় ভগ্নাতক	৭৫
দন্ত্যারিষ্ট	৭৫
নিভ্যোদিত রস	৭৬
পঞ্চানন বটী	৭৬
চক্রাণ্য রস	৭৬
মাণাত্ত লৌহ	৭৬
অর্শ রক্ত তর বটী	৭৬
প্রাণদানবী	৭৬

### অথ শুষ্কার্শঃ চিকিৎসা ৭৬-৭৯

নৃষ্টিযোগ	৭৬-৭৭
ক্ষারোদক প্রস্তুত বিধি	৭৭
ফলবদ্ধি	৭৭
প্রাণদা গুড়িকা	৭৭
কাক্ষায়ন মোদক	৭৮
বৃহৎ শরণ মোদক	৭৮
চক্রপ্রভা গুড়িকা	৭৮
পিপ্পল্যাজ তৈল	৭৮
কাসীসাদি তৈল (স্বপ্নতৈল)	৭৮

রক্তার্শের মুষ্টিযোগ ৭৯

পথ্য ... ৭৯

অপথ্য ... ৭৯

অথ অগ্নিমান্দ্যাদি চিকিৎসা

৭৯-৮০

অথ বিষ্ণুক্রা চিকিৎসা ৮০-৮২

মুষ্টিযোগ. . . ৮০

সিন্ধু হরীতকী ... ৮১

শার্দূল কাজিক ... ৮১

অগ্নিমুখ চূর্ণ ... ৮১

ভাস্কর লবণ ... ৮১

পণ্যাজিক ... ৮১

বৃহৎ অগ্নিকুমার ... ৮১

শঙ্খ বটী ... ৮১

মহাশঙ্খ বটী ... ৮২

বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী ... ৮২

জুধা বটী ... ৮২

পথ্য ... ৮২

অন্নমণ্ড প্রস্তুত বিধি ... ৮২

অপথ্য ... ৮২

অথ বিদগ্ধা জীর্ণ চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ . . . ৮২-৮৩

হরীতকী যোগ ... ৮৩

বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ ... ৮৩

পথ্য... .. ৮৩

অপথ্য ... ৮৩

অথ আগাজীর্ণ চিকিৎসা ।

পঞ্চকোল যোগ ... ৮৪

ভতাশন রস ... ৮৪

অগ্নিকুমার রস ... ৮৪

চতুঃসম ... ৮৪

পথ্য ... ৮৪

অপ . . . ৮৪

অথ রসশেষাজীর্ণ চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ... ৮৪

পথ্যাপথ্য ... ৮৪

অথ অত্যগ্নি চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ... ৮৫

পথ্যাপথ্য ... ৮৫

অথ অকাল বুড়ুকা চিকিৎসা

পথ্যাপথ্য ... ৮৫

অথ বিসৃচী চিকিৎসা ।

লক্ষণ ... ৮৫-৮৬

✓ বনাদি বটী ... ৮৮

✓ শতনাথ রস ... ৮৯

✓ বিসৃচী বিধবৎস রস ... ৮৯

✓ ধ্বজী তৈল ... ৮৯

পথ্য ... ৮৯

অথ অলসক চিকিৎসা ৮৯

অলসক প্রলেপ ... ৮৯

• অথ ক্রিমি চিকিৎসা ৯০-৯৩

বিড়ঙ্গ ... ৯১

মুষ্টিযোগ ... ৯১

✗ তিক্ত বটী ... ৯২

ক্রিমি মৃদঙ্গ রস ... ৯২

কীট মর্দন রস ... ৯২

বিড়ঙ্গাদি লৌহ ... ৯২

পারিতদ্রাবলেহ ... ৯২

বিড়ঙ্গ তৈল ... ৯২

ধুস্তুর তৈল ... ৯২

বিড়ঙ্গ দ্রব ... ৯৩

অথ পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক

চিকিৎসা ৯৩-৯৬ ।

লক্ষণ ... ৯৩

মুষ্টিযোগ	...	...	২৩
ফলত্রিকাদি কষায়	...	...	২৪
নবায়স লৌহ	...	...	২৪
যোগরাজ	...	...	২৪
পুনর্নবা মণ্ডুর (পাণ্ডুশোথের)	...	...	২৪
বজ্রবটক মণ্ডুর	...	...	২৫
দ্রাক্ষাঘৃত	...	...	২৫
হরিদ্রাঘৃত	...	...	২৫
ব্যোষাঘৃত (মৃত্তিকার পাণ্ডুরোগে)	...	...	২৫
কামলার নিশালৌহ	...	...	২৫
ত্রৈলোক্য স্তম্ভর রস	...	...	২৫
পাণ্ডু পঞ্চানন রস	...	...	২৫
পুনর্নবা তৈল	...	...	২৫
পথ্য	...	...	২৫
অপথ্য	...	...	২৫

### অথ রক্তপিত্ত চিকিৎসা

লক্ষণ	...	...	২৬-২৭
মুষ্টিযোগ	...	...	২৭-২৮
ত্রিভুতাди যোদক	...	...	২৭
মহু	...	...	২৭
দ্রাক্ষাদি	...	...	২৮
তুণ পঞ্চমূল	...	...	২৮
যজ্ঞাস কষায়	...	...	২৯
বাসাদি কষায়	...	...	২৯
এলাদি গুড়িক	...	...	২৯
কুম্মাণ্ড খণ্ড	...	...	১০০
বাসা কুম্মাণ্ড খণ্ড	...	...	১০০
বাসা খণ্ড	...	...	১০০
খণ্ডকাষ্ঠ লোহ	...	...	১০১
হর্ষাষ্ঠ ঘৃত	...	...	১০১
বাসাঘৃত	...	...	১০১
সপ্তগ্রহ ঘৃত	...	...	১০১

বহু শতাবরী ঘৃত	...	...	১০২
কামদেব ঘৃত	...	...	১০২
হ্রীবেরাদি তৈল	...	...	১০২
অর্কেশ্বর রস	...	...	১০২
রক্ত পিত্তাস্তক রস	...	...	১০২
রসতালক প্রস্তুত বিধি	...	...	১০২
শত মূল্যাদি লৌহ	...	...	১০৩
উদীরাসব	...	...	১০৩
চন্দনাদি কষায়	...	...	১০৩
ধাতুকাদি শীত কষায়	...	...	১০৩
হ্রীবেরাদি কষায়	...	...	১০৩
পথ্য	...	...	১০৩
অপথ্য	...	...	১০৩
অথ যক্ষ্মাচিকিৎসা	১০৩-১০৫		
অথ ক্ষয়জ যক্ষ্মা চিকিৎসা	১০৫-১০৬		

অথ সাহসিক যক্ষ্মা চিকিৎসা	১০৬		
লক্ষণ	...	...	১০৬
বিসমাশনজ যক্ষ্মাচিকিৎসা	১০৭-১১০		
এয়েদশাঙ্গ	...	...	১০৭
অঙ্গগন্ধাদি কষায়	...	...	১০৮
নবনীত যোগ	...	...	১০৮
তালীশাদি চূর্ণ	...	...	১০৮
ছাগলাঘ ঘৃত	...	...	১০৮
চন্দনাদি তৈল	...	...	১০৮
মৃগাক রস	...	...	১০৮
মর্দঙ্গ স্তম্ভ	...	...	১০৯
বজ্র মৃগাক	...	...	১০৯
হিরণ্য গর্ভ পোটলী রস	...	...	১০৯
চানন প্রাশ	...	১০৯-১১০	
অমৃত প্রাশ ঘৃত	...	...	১১০

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বৃহৎ কাঞ্চনাল ...	১১০
মহামৃগাঙ্ক ...	১১০
পারদ বিরোধী জব্য	১১০-১১১
ক্ষয় কেশরী ...	১১১
মহাচন্দ্রনাথ তৈল ...	১১১
মাকিকাদি বটী ...	১১১
বিন্ধ্যবাসি যোগ ...	১১২
সর্পিগুড় ...	১১২
জাম্বাবত ...	১১২
রাজমৃগাঙ্ক ...	১১২
শিলাজহাদি লৌহ ...	১১২-
রাস্নাদি লৌহ ...	১১৩
বৃহৎ বাসাব লেহ ...	১১৩
সিতোপলাদি লেহ ...	১১৩
বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস ...	১১৩
বৃহৎ চন্দ্রামৃত লৌহ ...	১১৩
বৃহৎ বাসাবলেহ ( ২য় প্রকার )	১১৩
যক্ষ্মারোগীর দুর্লক্ষণ ...	১১৪
বল মাংস সম্পন্ন যক্ষ্মারোগী	১১৪
পথ্য ...	১১৪
অাজ্বরস ...	১১৪
অপথ্য ...	১১৫
অথ কাস চিকিৎসা	১১৫
অমৃতার্ণব রস ...	১১৫
পঞ্চানন রস ...	১১৫
অথ পিত্তকাস চিকিৎসা	১১৫
মুষ্টিযোগ ...	১১৫
পিত্তকাসান্তক ...	১১৫
অথ কফ কাস চিকিৎসা	১১৫-১১৬
মুষ্টিযোগ ...	১১৫-১১৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চন্দ্রামৃত রস ...	১১৬
চন্দ্রামৃত লৌহ ...	১১৬
অথ সাধারণ কাস চিকিৎসা	১১৬-১১৯
গুণমহোদধি ...	১১৬
বৃহৎ তরুণানন্দ রস ...	১১৭
সার্কভৌম রস ...	১১৭
বৃহৎ শৃঙ্গারাত্র ...	১১৭
অগস্ত্য হরীতকী	১১৭-১১৮
ব্যাস্ত্রী হরীতকী ...	১১৮
কাস কুঠার রস ...	১১৮
চন্দ্রনাথ তৈল ...	১১৮
বাস.চন্দ্রনাথ তৈল	১১৮
পথ্য ...	১১৯
অপথ্য ...	১১৯
অথ হিকাশ্বাস চিকিৎসা	১১৯-১২৫
মুষ্টিযোগ	১১৯-১২১-১২৫
শৃঙ্গাদি চূর্ণ ...	১২০
পিপ্পলাল লৌহ ...	১২০
ডামরেশ্বরাত্র ...	১২০
ভাগী শর্করাবলেহ	১২০
মহাভঙ্গরাজ তৈল	১২১
মুক্তাচূর্ণ ...	১২১
ভাগীগুড় ...	১২২-১২৩
কুলথ গুড় ...	১২৩
বাসক কল্যাণ গুড় ...	১২৩
মহাশ্বাসারি লৌহ ...	১২৩
শ্বাস কুঠার ...	১২৩
শ্বাসচিষ্টামণি ...	১২৩-১২৪
কন্তুরী ঘটত শ্বাস কাসচিষ্টামণি	১২৪

বিষয় ।	পৃষ্ঠা
খাস কাস চিন্তামণি ...	১২৪
বসন্ত ভিলক ...	১২৪
বৃহৎ চন্দ্রনাথ তৈল ...	১২৮
বৃহৎ কনকাসব ...	১২৮
হিকা ও খাস রোগীর হুল ক্ষণ	১২৮
পথ্য ...	১২৯
অপথ্য ...	১২৯

### অথ স্বরভেদ চিকিৎসা

১২৫-১২৬

মৃষ্টিযোগ ...	১২৫
চন্দ্রনাথ চূর্ণ ...	১২৬
ভৈরব রস ...	১২৬
স্বয়ম্ভু রস ...	১২৬
নির্দিষ্টকাদি লেহ ...	১২৬
কণ্টকারী ঘৃত ...	১২৬
ব্রাহ্মী ঘৃত বা সারস্বত ঘৃত ...	১২৬
অপথ্য ...	১২৬

### অথ আরোচক চিকিৎসা

১২৭-১২৮

মৃষ্টিযোগ ...	১২৭
বমানীষা হুল ...	১২৭
কল হংস ...	১২৭
তিষ্টিভীপানক ...	১২৭-১২৮
রসাল ...	১২৮
স্বলোচন ...	১২৮
পথ্যাপথ্য ...	১২৮

### ছদ্ম চিকিৎসা ( বমন )

১২৮-১৩০

মৃষ্টিযোগ ...	১২৮-১২৯
ছদ্মরোগীর হুল ক্ষণ ...	১২৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা
স্রোতজ্বাদি চূর্ণ ...	১২৯
কোলাদি চূর্ণ ...	১২৯
গুড়ুচ্যাদি কষায় ...	১২৯
এলাদি চূর্ণ ...	১৩০
মধুকাদিযোগ ...	১৩০
পথ্য ...	১৩০
অপথ্য ...	১৩০

### অথ তৃষ্ণা চিকিৎসা ।

মৃষ্টিযোগ ...	১৩০
কুমুদেষ্ণু ...	১৩০-১৩১
অপথ্য ...	১৩১

### অথ মৃচ্ছা চিকিৎসা ।

মৃষ্টিযোগ ...	১৩১
কুণ্ডল ...	১৩১
সুধানিধি রস ...	১৩১
কাল্যাণি রস ...	১৩১
অপথ্য ...	১৩১
পথ্য ...	১৩১

### অথ মদাত্মক চিকিৎসা ।

মৃষ্টিযোগ ...	১৩২-১৩৩
শতাবরী তৈল ...	১৩৩

### অথ দাহ চিকিৎসা ১৩৪-১৩৫

মৃষ্টিযোগ ...	১৩৪
কোঁরি বৃক্ষ ...	১৩৪
কুশাদি পঞ্চমূল ...	১৩৪
চন্দ্রনাথ কাথ ...	১৩৫
কাঙ্কি তৈল ...	১৩৫
হিমাবিন্দু রস ...	১৩৫
পথ্য ...	১৩৫
অপথ্য ...	১৩৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মথ উন্মাদ চিকিৎসা ১৩৫-১৪১	
লক্ষণ ... ..	১৩৫
মুষ্টিযোগ ... ..	১৩৬
ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত ১৩৭-১৩৮	
পানীয় কল্যাণ ঘৃত	১৩৮
মহা কল্যাণ ঘৃত	১৩৮
চৈতস ঘৃত ...	১৩৮
মহা পৈশাচিক ঘৃত	১৩৮
শিষাঘৃত ...	১৩৮
মহা চৈতস ঘৃত	১৩৮
ব্রাহ্মীঘৃত ...	১৩৯
সারস্বত চূর্ণ ...	
উন্মাদ গজাঙ্কুশ	
ত্রিকত্রয়াদি লৌহ	১৩৯
চতুর্ভুজ রস	
ভূতাক্ষর রস ... ১৩৯-১৪১	
মহা কল্যাণ ঘৃত (স্বপ্নভেদ) ...	
মহা চৈতস ঘৃত (ভাব প্রকাশ)	১৪০
উন্মাদহর তৈল ...	১৪০
মহা চৈতস তৈল ...	১৪০
ভীষনশ্রু ... ..	১৪১
অপথ্য ... ..	১৪১

### অথ অপস্মার চিকিৎসা

লক্ষণ	১৪১
	১৪১
মুষ্টিযোগ ... ১৪১-১৪২	
বৃহৎপঞ্চগব্য ঘৃত	১৪২
বিদর্যাদি ঘৃত	১৪২
পলঙ্কশাও তৈল	
শতভঙ্গ প্রযোগ	১৪২
বাত কলাস্তক	

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
চণ্ডভৈরব রস ...	১৪৩
অপথ্য ... ..	১৪৩
পথ্য ... ..	১৪৩

### অথ বাতব্যাধি চিকিৎসা ।

ব্যাধি জন্মিবার কারণ...	১৪৩
ভদ্র দার্কাদিগণ ...	১৪৪

### অথ কোষ্ঠস্থ বায়ুর চিকিৎসা ।

বাতহর চিষ্টামণি ...	১৪৫
বাত বিক্ষৎসি রস ...	১৪৫
অভয়াত্ত মোদক ...	১৪৬
ম্লেহ লবণ ... ..	১৪৬
নারায়ণ তৈল ...	১৪৬
মধ্যম নারায়ণ তৈল ..	১৪৬ ১৪৭
মহা নারায়ণ তৈল ..	১৪৭
বিষ্ণু তৈল ... ..	১৪৭
বৃহৎ বিষ্ণু তৈল ..	১৪৭
বৃহৎশ্রু চিষ্টামণি ..	১৪৭ ১৪৮
অপথ্য ... ..	১৪৮
প্রলেপ ... ..	১৪৮

### আমাশয় গত বায়ুর চিকিৎসা ।

মৃদুধরণ যোগ ... ..	১৪৮
রসোন তৈল .. ..	১৪৮
সৈন্ধবাচ্চ তৈল ... ..	১৪৮
মূলকাচ্চ তৈল .. ..	১৪৮
রসোন পিণ্ড ... ..	১৪৯
আদিত্য পান্ডু গুণ্ড ...	১৪৯
ত্রয়োদশাঙ্গ গুণ্ড ...	১৪৯
বৃহৎশ্রু গজাঙ্কুশ ..	১৪৯

### পক্ষাশয়গত বায়ুর চিকিৎসা ।

অপথ্য ... ..	১৫০
--------------	-----

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অপথ্য ... ..	১৫০
কল্যাণ লবণ ... ..	১৫০
হিজ্জাদিচূর্ণ ... ..	১৫০
কাণ্ডলবণ ... ..	১৫০
পত্র লবণ ... ..	১৫০
চিস্তামণি ... ..	১৫০
চিস্তামণি চতুর্শ্লুখ ... ..	১৫১
রহৎ চিস্তামণি চতুর্শ্লুখ ... ..	১৫১

### বস্তিগত বায়ুর চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ... ..	১৫১
বায়ুচ্ছায়া সুরেজ তৈল ... ..	১৫২
মহাকুকট মাংস তৈল ... ..	১৫২
মাষবলাদি তৈল ... ..	১৫২
ঝগ্গতে উপনাহ ... ..	১৫৩
মাংসগতে উপনাহ ... ..	১৫৩
রক্তগতে উপনাহ ... ..	১৫৩
শুদ্ধ বাতের প্রলেপ ... ..	১৫৩
নকুল তৈল ... ..	১৫৩
রহৎ বাতারি তৈল ... ..	১৫৩
রহৎ বাতারি তৈল(২য়) ... ..	১৫৩
মহা মাষ তৈল ... ..	১৫৪
কুর্শমাংস তৈল ... ..	১৫৪
কুর্শ চতুর্শ্লুখ ... ..	১৫৪
যোগেজ রস ... ..	১৫৫
রসরাক্ষ রস ... ..	১৫৫
নকুলান্ত ঘৃত ... ..	১৫৬
চাগলান্ত ঘৃত ... ..	১৫৬
রহৎ চাগলান্ত ঘৃত ... ..	১৫৬
মহা বলা তৈল (সুগ্রতোজ) ... ..	১৫৭
মহাবলা তৈল (চরকোক্ত) ... ..	১৫৭
পত্রক ... ..	১৫৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ত্রৈলোক্য চিস্তামণি ... ..	১৫৭-১৫৮
কেতক্যাদি তৈল ... ..	১৫৮
করভাদি শুড়িকা ... ..	১৫৮
চুতিহর রস ... ..	১৫৮
অক্রুধতি ... ..	১৫৮
নিষাদি বটী ... ..	১৫৮-১৫৯
শুক্ৰ নিবারিণী বটিকা ... ..	১৫৯
অশ্বগন্ধা ঘৃত ... ..	১৫৯
রহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত ... ..	১৫৯

গোধমাগ্ধ ঘৃত ... ..	১৫৯-
রহৎ শতাবরী ঘৃত ... ..	
কামদেব ঘৃত ... ..	

অমৃতপ্রাণ ঘৃত ... ..	
অমৃতপ্রাণ ঘৃত (চরকোক্ত) ১৬০-১৬১	
রহতী ঘৃত ... ..	১৬১

রহৎচন্দ্রোদয় মকরধ্বজ (১ম) ১৬১	
সিদ্ধ সূত ... ..	১৬১
মকরধ্বজ রসায়ন ... ..	১৬১

লাক্ষ্য কাক্ষিক তৈল ... ..	১৬২
শুক্ৰস্রবায়ু দ্বারা গভ শুষ্ক হইতে	
পাকিলে ... ..	১৬২

অশ্বগন্ধাতৈল ... ..	১৬২
বালকবালিকা বায়ুদ্বারা শুষ্ক হইতে	
পাকিলে ... ..	১৬২

মহালক্ষ্মীবিলাস তৈল ... ..	১৬২-১৬৩
রহৎ শাল্মলীঘৃত ... ..	১৬৩

### অথ বিরূতাস্ত্র হনুগ্রহ চিকিৎসা ।

লক্ষণ	১৬৩
-------	-----

### সংবৃতাস্ত্র হনুগ্রহ চিকিৎসা

লক্ষণ	১৬৩
-------	-----

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অথ অর্দিত চিকিৎসা	১৬৪
লক্ষণ ... ..	১৬৪
মাষ বলাদি কষায় ...	১৬৪
দশমূল ঘৃত ... ..	১৬৪
অর্দিত রোগীর দ্রলক্ষণ ...	১৬৪
অহিতকর ও হিতকর দ্রব্য	১৬৪

### অথ মন্যাস্তস্ত চিকিৎসা ।

লক্ষণ ... ..	১৬৫
পথ্য ... ..	১৬৫
কুজপ্রসারিণী তৈল ...	১৬৫

### অথ জিহ্বাস্তস্ত চিকিৎসা ।

কল্যাণকলেহ ... ..	১৬৬
অপথ্য ... ..	১৬৬
অববাহুক চিকিৎসা ...	১৬৬
মুষ্টিযোগ ... ..	১৬৬
বাতারি তৈল ... ..	১৬৬
বাতারি মর্দন ... ..	১৬৭

### অথ অংস শোষ চিকিৎসা ।

বাজিগন্ধাদি কষায় ...	১৬৭
মধ্যম নারায়ণ তৈল ...	১৬৭

### অথ পক্ষাঘাত চিকিৎসা ।

লক্ষণ ... ..	১৬৮
মাষাদি কষায় ... ..	১৬৮
হংসাদি মর্দন ... ..	১৬৮
শাঙ্কণ স্বেদ ... ..	১৬৮-১৬৯
বৃহৎ ধুতুরাজ ঘৃত ...	১৬৯
পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল	১৬৯-১৭০
অষ্টাদশ শতিক প্রসারিণী তৈল	১৭০
মহারাজ প্রসারিণী তৈল	১৭১-১৭২
বৃহৎ হংসাদি ঘৃত (মালিশের)	১৭২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
হংসাদি তৈল ... ..	১৭২
হংসাদি ঘৃত (মালিশের) ...	১৭৩
সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল বা	
বৃহন্মাষ তৈল ... ..	১৭৩
অথ অপতানক চিকিৎসা ।	

লক্ষণ ... ..	১৭৩
মুষ্টিযোগ ... ..	১৭৩
আক্ষেপ ... ..	১৭৩
অপতনক ... ..	১৭৩

### ধনুস্তস্ত বা ধনুষ্কারচিকিৎসা ।

লক্ষণ ... ..	১৭৪
সমীর গজকেশরী ...	১৭৪
দস্তাপতানক চিকিৎসা	১৭৫
ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল ...	১৭৫
পথ্য ও অপথ্য ... ..	১৭৫

### সর্বান্ধবাতব্যাদি চিকিৎসা ১৭৫

### অথ গৃধ্রসৌ চিকিৎসা ... ১৭৬

লক্ষণ ... ..	১৭৬
মুষ্টিযোগ ... ..	১৭৬
পথ্য ... ..	১৭৬

### অথ ক্রম্ভু শীর্ষ চিকিৎসা ।

লক্ষণ ... ..	১৭৬
মুষ্টিযোগ ... ..	১৭৬-১৭৭
পথ্যাপথ্য ... ..	১৭৭

### অথ বিশ্বচী চিকিৎসা ... ১৭৭

লক্ষণ ... ..	১৭৭
মুষ্টিযোগ ... ..	১৭৭
অপথ্য ... ..	১৭৭

### অথ খল্লী চিকিৎসা ... ১৭৭.

লক্ষণ ... ..	১৭৭
--------------	-----



ବିଷୟ । ପୃଷ୍ଠା ।

ସ୍ତୁତିଯୋଗ ... ୧୭୭

ଅଥ ସ୍ତୁତିବାତ ଚିକିତ୍ସା ୧୭୮

ସ୍ତୁତିଯୋଗ ... ୧୭୮

ତାଳକେନ୍ଦ୍ରର ରସ ... ୧୭୮

ମଳାମାଦି ବର୍ଗ ... ୧୭୮

ଅଥ ବେପଥୁ ଗାୟୁ ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୭୮

ଦ୍ବିଗୁଣାଧ୍ୟ ରସ ... ୧୭୮-୧୭୯

ପଥ୍ୟ ... ୧୭୯

ଅଥ ଅଗ୍ନିଶୋମ ଚିକିତ୍ସା ୧୭୯

ପଥ୍ୟାଦି ... ୧୭୯

ଅଥ କୁଞ୍ଜ ଚିକିତ୍ସା ୧୭୯-୧୮୦

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୭୯

କୁଞ୍ଜବିନୋଦରସ ... ୧୭୯

ସିଦ୍ଧାର୍ଥକ ତୈଳ ... ୧୭୯

ଅପଥ୍ୟ ... ୧୮୦

ଅଥ ତୃଣୀ ଓ ପ୍ରାତିତୃଣୀ ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୦

ମିମ୍ବଳାମାଦିଗଣ ... ୧୮୦

ସ୍ତୁତିଯୋଗ ... ୧୮୦

ସଞ୍ଜମେହ ... ୧୮୦

ଚତୁଃସ୍ତେହ ... ୧୮୦ ୧୮୧

ସହାସ୍ତେହ ... ୧୮୧

ସୁଷୁର ସ୍ତ ... ୧୮୧

ଅଥ ଆଧ୍ୟା ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୧

ସ୍ତୁତିଯୋଗ ... ୧୮୨

ଅଥ ପ୍ରତ୍ୟାଧ୍ୟା ଚିକିତ୍ସା ୧୮୨

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୨

ସ୍ତୁତିଯୋଗ ... ୧୮୨

ବିଷୟ । ପୃଷ୍ଠା ।

ଅଥ ପ୍ରତ୍ୟାଧ୍ୟା ଓ ଅଧ୍ୟାଧ୍ୟା

ଚିକିତ୍ସା ... ୧୮୨-୧୮୩

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୨

ଅପଥ୍ୟ ... ୧୮୩

ପଥ୍ୟ ... ୧୮୩

ଅଥ ପାଦଦାହ ଚିକିତ୍ସା ୧୮୩

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୩

ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ... ୧୮୩

ପାଦହର୍ଷ ଓ ବିନିଷ୍ଠାନି ବାତ

ଚିକିତ୍ସା ... ୧୮୩

ପାଦହର୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୩

ସ୍ତୁତିଯୋଗ ... ୧୮୩

ଅଥ ମିନିମିନ୍ ଗଦ୍‌ଗଦ୍ ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୩

ଅପଥ୍ୟ ... ୧୮୪

ଅଥ ମସ୍ତୁ, ଧୂଞ୍ଜ, କଳାୟଧୂଞ୍ଜ ଓ

ବାତକଟକ ଚିକିତ୍ସା ... ୧୮୪

ସ୍ତୁତିଯୋଗ ... ୧୮୪

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୪

ବାତବ୍ୟାଧିର ସାଧାରଣ ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ୧୮୪

ଅପଥ୍ୟ ୧୮୪

ଅଥ ବାତରକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ।

ଲକ୍ଷଣ ... ୧୮୫

ବିଦାହି ଧ୍ରୁବ୍ୟ ... ୧୮୫

ଅପଥ୍ୟ ... ୧୮୫

ଉତ୍ତାନବାତବ୍ୟାଧି ... ୧୮୬

ମନ୍ତ୍ରାଦିବାତବ୍ୟାଧି ... ୧୮୬

ଅଥ ଉତ୍ତାନ ବା ବାହ୍ୟ ବାତ-

ରକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ... ୧୮୬-୧୮୭

ସ୍ତୁତିଯୋଗ ... ୧୮୭

ବିଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଯୋଗେ ଖୁଲଝେର କ୍ରିୟାସ୍ତର	୧୮୭
ବାମା ଖୁଡ଼ୁଚାଦି କଷାୟ	୧୮୮
ପଟୋଳାଦି କଷାୟ	୧୮୮
ନବକାର୍ଷିକ କଷାୟ	୧୮୮
କୈଶୋର ଖୁଗ୍ ଖୁଲୁ	୧୮୯
ପୁନର୍ବବା ଖୁଗ୍ ଖୁଲୁ	୧୮୯
ବାତରଜ୍ଜାସ୍ତକ ଲୋହ	୧୮୯
ନିଷାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ	୧୮୯
ବାତରଜ୍ଜାସ୍ତକ ରସ	୧୯୦
ଅପର ବାତରଜ୍ଜାସ୍ତକ ରସ	୧୯୦
ଖୁଡ଼ୁଚାଦି ଲୋହ	୧୯୦
ଅଧୁତାହୁର ଲୋହ	୧୯୦
ହରିତାଳ ତନ୍ତ୍ର	୧୯୦, ୧୯୧
ମହାତାଳକେଶ୍ବର ରସ	୧୯୦
ଖୁଡ଼ୁଚି ଘୃତ	୧୯୧
କ୍ଷତାବରୀ ଘୃତ	୧୯୧
ଖୁଡ଼ୁଚି ତୈଳ	୧୯୧
ବ୍ରହ୍ମ ଖୁଡ଼ୁଚି ତୈଳ	୧୯୧
ବ୍ରହ୍ମ ଖୁଡ଼ୁଚାଦି ତୈଳ	୧୯୧-୧୯୨
ଦଶ ପାକ ବଳା ତୈଳ	୧୯୨
ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପଦ୍ମକ ତୈଳ	୧୯୨
ନାଗବଳା ତୈଳ	୧୯୨
ପିଣ୍ଡ ତୈଳ	୧୯୨
ପିଣ୍ଡ ତୈଳ ( ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରକାର )	୧୯୨
ମହାପିଣ୍ଡ ତୈଳ	୧୯୨, ୧୯୩
ପିଣ୍ଡ ତୈଳ ( ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର )	୧୯୩
ବାସାରୁଦ୍ଧ ଖୁଡ଼ୁଚି ତୈଳ	୧୯୩
ସହାରୁଦ୍ଧ ତୈଳ	୧୯୩
ବାତରଜ୍ଜାସ୍ତକ ଲୋହ	୧୯୩-୧୯୪
ପଥା	୧୯୪
ଅପଥା	୧୯୪

## ବିଷୟ । ପୃଷ୍ଠା । ଅଥ ଉତ୍କଳସ୍ତୁ ଟିକିଂସା ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ	୧୯୪
ଗନ୍ଧୀରାରିଷ୍ଟ	୧୯୪
ଯୁଷ୍ଟିଯୋଗ	୧୯୪-୧୯୫
ଅଷ୍ଟ କଟ୍ଟର ତୈଳ	୧୯୫
କୁଣ୍ଡାଳ ତୈଳ	୧୯୫
ଶୁକ୍ରାତଦ୍ରସ	୧୯୫

## ଅଥ ଆମବାତ ଟିକିଂସା ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ	୧୯୫-୧୯୬
ଯୁଷ୍ଟିଯୋଗ	୧୯୬-୧୯୭
ଆମବାତେର ବିଶେଷ ସ୍ବେଦ	୧୯୭
ଂ ଂ ଶ୍ରେଣୀ	୧୯୭-୧୯୮
ରାମାଦଶମୂଳ କଷାୟ	୧୯୮
ରାମା ପକ୍ଷକ	୧୯୮
ରାମା ସମ୍ପକ	୧୯୮
ବୈଶ୍ବନର ଚୂର୍ଣ୍ଣ	୧୯୮
ଯୋଗରାଜ ଖୁଗ୍ ଖୁଲୁ	୧୯୮
ସିଂହନାଦ ଖୁଗ୍ ଖୁଲୁ	୧୯୯
ଶିବା ଖୁଗ୍ ଖୁଲୁ	୧୯୯
ଆମବାତ ଗଞ୍ଜସିଂହ ଯୋନକ	୧୯୯
ବୁଦ୍ଧ ଦାରାଈ ଲୋହ	୧୯୯
ବାତାରି ଖୁଗ୍ ଖୁଲୁ	୧୯୯
ଆମବାତାରି ବଟିକା	୧୯୯
ଆମବାତେଶ୍ବର ରସ	୧୯୯-୨୦୦
ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗରାଜ ଖୁଗ୍ ଖୁଲୁ	୨୦୦
ତ୍ରିଫଳାଦି ଲୋହ	୨୦୦
ପକ୍ଷାନନ ରସ ଲୋହ	୨୦୦
ଆମ ପ୍ରମାଥିନୀ ବଟିକା	୨୦୦
ଆମବାତାଦି ବଞ୍ଜରସ	୨୦୧
ସୈନ୍ଧବାଦି ତୈଳ	୨୦୧
ବ୍ରହ୍ମ ସୈନ୍ଧବାଦି ତୈଳ	୨୦୧

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
আমবাতের বিশেষ তৈল...	২০১
প্রসারণী সন্ধান ...	২০১
বিজয় ভৈরব বা স্তত তৈল ২০১-২০২	
শুক্লযুত ...	২০২
শূলবেরাঙ্গ যুত ...	২০২
পথ্য ...	২০২
অপথ্য ...	২০২

### অথ শূল চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ...	২০৩-২০৪
যমানাদি চূর্ণ ( বাতশূলে )	২০৩
নাগরাদি কষায় ( আমশূলে )	২০৩
হিঙ্গাদি চূর্ণ ...	২০৩
নারিকেল খণ্ড ( বাতশূলে )	২০৩
ধাত্রী লৌহ ...	২০৪
পূগ খণ্ড ...	২০৪
দাধিক যুত ...	২০৪
বীজপূরাঙ্গ যুত ...	২০৪-২০৫
শূলগজেন্দ্র তৈল ...	২০৫
পথ্য ...	২০৫
অপথ্য ...	২০৫

### পিত্তশূল চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ...	২০৫-২০৬
শুক্লযোগ ...	২০৬
নারিকেলখণ্ড ...	২০৬
শতাবরী মণ্ডুর ...	২০৬
বৃহৎ শতাবরী মণ্ডুর ...	২০৬
সপ্তায়ুত লৌহ ...	২০৬
পথ্য ...	২০৬
অপথ্য ...	২০৬

### অথ কফশূল চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ...	২০৭
---------------	-----

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
হিঙ্গাদি চূর্ণ ...	২০৭
ধাত্রীলৌহ ...	২০৭
চতুঃসম ...	২০৭
হিঙ্গারাদি চূর্ণ ...	২০৭
হিঙ্গাদিচূর্ণ ...	২০৮
শূলহরণ যোগ ...	২০৮
বিজ্ঞাধরাত্র ...	২০৮
বৃহৎ বিজ্ঞাধরাত্র ...	২০৮
সর্দাঙ্গমুন্দর ...	২০৮
হরীতকীযোগ ...	২০৮

### অথ মিশ্র শূল চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ...	২০৯-২১০
বৃহত্যাদিগণ ...	২০৯
পটোলাদি কষায় ( পিত্তশূলশূলে )	২০৯
এরুণ্ড ছাদশক ...	২১০
শঙ্খাদি চূর্ণ ...	২১০
লৌহ হরীতকী ...	২১০
হিঙ্গাদি রজ ( প্রীহশূলে )	২১০
যকৃত শূলহরণ বটিকা ...	২১০
নিতম্ব শূলের মুষ্টিযোগ ...	২১১
হৃদয় শূলের লক্ষণ ...	২১১
পাণ্ড শূলের লক্ষণ ...	২১১
বস্তি শূলের লক্ষণ ...	২১১
পথ্য ...	২১১
অপথ্য ...	২১১

### পরিণাম শূল চিকিৎসা ।

লক্ষণ ...	২১১-২১২
বিড়ঙ্কাদি মোদক ...	২১২
শলুকাদি শুড়িকা ...	২১২
সামুদ্রাঙ্গ চূর্ণ ...	২১২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নারিকেল লবণ ...	২১২
খণ্ডামলকী ...	২১৩
লৌহামৃত ...	২১৩
নারিকেল খণ্ড ...	২১৩

### অথ অন্নদ্রব শূল চিকিৎসা।

অন্নদ্রবশূলে হিতকর দ্রব্য	২১৩
শঙ্খাদি চূর্ণ ...	২১৩
ত্রিগুণাখ্য রস ...	২১৪
অন্নপিত্তহর চটি ...	২১৪
হরীতকী খণ্ড ...	২১৪
শঙ্খজম্বীর গুড়িকা ...	২১৪
মুষ্টিযোগ ...	২১৫
শূলহরণযোগ ...	২১৫
শূলগজেন্দ্র মণ্ডুর ...	২১৫
শূলার বটী ...	২১৫
আহার বিধি ...	২১৫

### উদাবর্ত ও আনাহ চিকিৎসা

লক্ষণ ...	২১৬
পথ্য ...	২১৬
গ্রামাদিপণ ...	২১৬
হিঙ্গাদি চূর্ণ ...	২১৬
নারায়ণ চূর্ণ ...	২১৭
ইচ্ছাভেদী ...	২১৭
ত্রিযুগুড় পুরীষজ উদাবর্তে )	২১৭
ভুবনেশ্বর ...	২১৭
গুড়াষ্টক ...	২১৭
আনাহ সংজ্ঞা ...	২১৭
উদাবর্ত সংজ্ঞা ..	২১৭

### মূত্র নিরোধক উদাবর্ত চিকিৎসা

মুষ্টিযোগ ...	২১৮ ২২০
লক্ষণ ...	২১৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
বিজ্রমযোগ ...	২১৮
নিজ্রালু তৈল ...	২২০
হিঙ্গাদি চূর্ণ ...	২২১
বচাদি চূর্ণ ...	২২১
পাক লবণ ...	২২১
শুক মূল্যন্ত দ্রুত ...	২২১
স্থিরান্ত দ্রুত ...	২২২
পথ্য ...	২২২
অপথ্য ...	২২২

### অথ গুল্ম চিকিৎসা।

লক্ষণ	২২২
-------	-----

### অথ বাতগুল্ম চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ ...	২২৩
দস্তীহরীতকী ..	২২৩
কাঙ্কায়ন গুড়িকা ...	২২৪
হবুনান্ত দ্রুত ...	২২৪
ধাত্রীষট্পলক দ্রুত ...	২২৪
গুল্ম শার্কুল রস... ..	২২৪
রসায়নামৃত লৌহ ...	২২৫
শিথিবাড়ব রস ...	২২৫
হিঙ্গাদি চূর্ণ ...	২২৫
ক্ষীর ষট্পলক দ্রুত ..	২২৫
ভাগীষট্পলক দ্রুত ..	২২৫
পথ্যাপথ্য ..	২২৬

### বাতপৈত্তিক গুল্ম চিকিৎসা।

রোহিণী দ্রুত ...	২২৬
ত্রাণমাণ্ড দ্রুত ...	২২৬
ত্রাকান্ত দ্রুত ...	২২৬
অপথ্য ...	২২৬

### সন্নিপাত গুল্ম চিকিৎসা

বচাদি চূর্ণ ...	২২৭
-----------------	-----

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মুষ্টিযোগ ... ..	২২৭
পথ্যাপথ্য ... ..	২২৭
<b>রক্ত গুল্ম চিকিৎসা ২২৭-২২৯</b>	
লক্ষণ ... ..	২২৭
মুষ্টিযোগ ... ..	২৭-২২৮
মনোহর চূর্ণ ... ..	২২৮
ক্ষার ঘৃত ... ..	২২৮
অগদ ক্ষার ... ..	২২৮
হিঙ্গাদি চূর্ণ ... ..	২২৯
ক্ষারযোগ ... ..	২২৯
শরপৃষ্ঠা লবণ ... ..	২২৯
বজ্রক্ষার ... ..	২২৯
পথ্যাপথ্য ... ..	২২৯
জীবনীয় ঘৃত ... ..	২২৯
<b>অথ হৃদ্রোগ চিকিৎসা ২৩০</b>	
লক্ষণ ... ..	২৩০
আবরণিক হৃদ্রোগ ... ..	২৩০-২৩১
লক্ষণ ... ..	২৩০-২৩১
কোষ্ঠিক হৃদ্রোগ ... ..	২৩১-২৩২
লক্ষণ ... ..	২৩১
আয়ামিকা হৃদ্রোগ ... ..	২৩২
লক্ষণ ... ..	২৩২
ষষ্ঠাহর শতপাক তৈল ... ..	২৩৩
অগ্ন পরীক্ষয় হৃদ্রোগ ... ..	২৩২
লক্ষণ ... ..	২৩২
মেদ স্তন হৃদ্রোগ ... ..	২৩৩
লক্ষণ ... ..	২৩৩
অগ্ন বিক্ষেপিকা হৃদ্রোগ ... ..	২৩৩
লক্ষণ ... ..	২৩৩
উবন্তায় হৃদ্রোগ ... ..	২৩৩-২৩৪
লক্ষণ ... ..	২৩৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
মুষ্টিযোগ ... ..	২৩১
অপথ্য ... ..	২৩৪
<b>উরোগ্রহ ( অগ্র মাংস বা পাত ) ২৩৪</b>	
লক্ষণ ... ..	২৩৪
অপথ্য ... ..	২৩৪
পথ্য ... ..	২৩৪
মুষ্টিযোগ ... ..	২৩৪
পথ্যাপথ্য ... ..	২৩৪
<b>হৃদ্রোগের কতিপয় মুষ্টিযোগ ও</b>	
ঔষধ ... ..	২৩৫
হিঙ্গাদি চূর্ণ ... ..	২৩৫
পাঠাদি চূর্ণ ... ..	২৩৫
শুক্ল তাম্র ... ..	২৩৫
বল্লভ ঘৃত ... ..	২৩৬
হৃচ্চিস্তামণি ... ..	২৩৬
বলাগ্ন ঘৃত ... ..	২৩৬
অরুণ প্রস্তা ... ..	২৩৬
গোক্ষুরাগ্ন ঘৃত ... ..	২৩৬
জুগাদি বটী ... ..	২৩৭
জন্ময়রু বটী ... ..	২৩৭
জন্ময়রু বটী ... ..	২৩৭
বোম বটী ... ..	২৩৭
নাগাকুর্নাদি ... ..	২৩৭
অর্জুনঘৃত ... ..	২৩৭
শিলাজতু প্রয়োগ ... ..	২৩৭
ত্র্যামণাঘ্ন ঘৃত ... ..	২৩৮
লবণতৈল ... ..	২৩৮
পুনর্গবাদি তৈল ... ..	২৩৮
হৃদয়াবলেহ ... ..	২৩৮
<b>হৃদ্রোগে 'ও' শলে বিরেচক দ্রব্যের</b>	
<b>নিয়ম ... ..</b>	<b>২৩৮-২৩৯</b>

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পথ্য ... ..	২৩৯
অপথ্য ... ..	২৩৯
মূত্রকৃচ্ছ চিকিৎসা ২৩৯-২৪৫	
বাতপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ চিকিৎসা	২৩৯

অমৃতাদি কষায় ... ..	২৩৯
গোক্ষুরাদি কাথ ... ..	২৩৯
এলাদি চূর্ণ ( ১ম প্রকার )	২৩৯
এলাদি চূর্ণ ( ২য় প্রকার )	২৩৯
গোক্ষুরাণ্ড ঘৃত ... ..	২৪০
পুনর্নব্বাদি মিশ্রক ... ..	২৪০
এলাদি কাথ ... ..	২৪০
মূত্র প্রবর্তক প্রলেপ ... ..	২৪০
গোক্ষুরাণ্ড লেহ ... ..	২৪০
মুষ্টিযোগ ... ..	২৪০
সর্বতোভঙ্গা বটী ... ..	২৪১
সুকুমার কুমারক পুনর্নব্বাদি লেহ	২৪১
বলায়ুত ... ..	২৪১
মূত্রকৃচ্ছান্তক রস ... ..	২৪১
তারকেশ্বর রস ... ..	২৪১

### পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ চিকিৎসা ।

শত মূল্যাদি কষায় ... ..	২৪২
হরীতক্যাди ... ..	২৪২
মুষ্টিযোগ ... ..	২৪২
শতাবরী ঘৃত ... ..	২৪২
ত্রিনেত্রাণ্ড রস ... ..	২৪২
বরুণাণ্ড লৌহ ... ..	২৪৩
রহং ধাত্রাদি কষায় ... ..	২৪৩
অপথ্য ... ..	২৪৩

### কফপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ... ..	২৪৩-২৪৪
------------------	---------

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিদ্রমযোগ ... ..	২৪৩
এলাদি কাথ ... ..	২৪৩
এলাক্ষীর ... ..	২৪৪
ত্রিকটাদি গুল্মগুলু ... ..	২৪৪
সারসাস্থিযোগ ... ..	২৪৪
অপথ্য ... ..	২৪৪
গোক্ষুরাদি কাথ ... ..	২৪৫

### অথ মূত্রাঘাত চিকিৎসা

২৪৫-২৪৬

মুষ্টিযোগ ... ..	২৪৫
শিলাজতুযোগ ... ..	২৪৫
ধাতু গোক্ষুর ঘৃত ... ..	২৪৬
উপারাত্ত তৈল ... ..	২৪৬
সুকুমার কুমারক ঘৃত ... ..	২৪৬
অপথ্য ... ..	২৪৬

### অষ্ঠীনা চিকিৎসা ২৪৬

লক্ষণ ... ..	২৪৬
মুষ্টিযোগ ও স্নেহ ... ..	২৪৬

### বাতবস্তি চিকিৎসা ২৪৭

লক্ষণ ... ..	২৪৭
মুষ্টিযোগ ... ..	২৪৭

### মূত্রাত্ত চিকিৎসা ২৪৭

লক্ষণ ... ..	২৪৭
মুষ্টিযোগ ... ..	২৪৭

### মূত্রজঠর চিকিৎসা ২৪৭

লক্ষণ ... ..	২৪৭
পথ্য ... ..	২৪৭

### মূত্রক্ষয় চিকিৎসা ২৪৭-২৪৮

লক্ষণ ... ..	২৪৭
সুপথ্য ... ..	২৪৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ভদ্রাবহ স্মৃত ... ..	২৪৮
বিদারী স্মৃত ... ..	২৪৮
মুক্তেগ্রস্থি চিকিৎসা	২৪৮
লক্ষণ ... ..	২৪৮
নিবন্ধ ক্রিয়া ... ..	২৪৮
মুক্তে শুক্র চিকিৎসা	২৪৮-২৪৯
লক্ষণ ... ..	২৪৮
চিত্রকাঙ্ক্ষ স্মৃত ... ..	২৪৯
দৃশ্যীয়-বিষয় ... ..	২৪৯
মুক্তেসাদ চিকিৎসা	২৪৯
লক্ষণ ... ..	২৪৯
মুষ্টিযোগ ... ..	২৪৯
বিড়বিঘাত চিকিৎসা ।	
লক্ষণ ... ..	২৪৯
স্বপথ্য ... ..	২৫০
বস্তিকুণ্ডল চিকিৎসা	২৫০-২৫১
লক্ষণ ... ..	২৫০
ভারকেশ্বর রস ... ..	২৫০
লঘুলোকেশ্বর রস ...	২৫০-২৫১
মুষ্টিযোগ ... ..	২৫০
পথ্যাপথ্য ... ..	২৫১
অশ্মরী চিকিৎসা	২৫১-২৫৭
বাতাশ্মরী চিকিৎসা	২৫১-২৫৪
বীরতরাদিগণ ... ..	২৫১
বীরতরাদিগণ ... ..	২৫১
শুষ্ঠ্যাদি কষায় ... ..	২৫১
পাষণভেদাঙ্ক স্মৃত ... ..	২৫২
উষকাদিগণ ... ..	২৫২
পাষণভেদাঙ্কগণ ... ..	২৫২
বস্তিশোধন দ্রব্য ... ..	২৫২
মুষ্টিযোগ ... ..	২৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা ।
বরুণাদি কষায় ... ..	২৫৩
এলাদিকষায় ... ..	২৫৩
পাষণ ভেদাঙ্কচূর্ণ ... ..	২৫৩
কুলখাঙ্ক স্মৃত ... ..	২৫৩
বরুণ স্মৃত ... ..	২৫৩
বীরতরাস্ত তৈল ... ..	২৫৩
বরুণাঙ্ক তৈল ... ..	২৫৩
নারিকেল যোগ ... ..	২৫৪
আনন্দ যোগ ... ..	২৫৪
পাষণ ভিন্নরস ... ..	২৫৪
বরুণক শুড় ... ..	২৫৪

### পিত্তজ অশ্মরী চিকিৎসা ।

কুশাঙ্ক স্মৃত ... ..	২৫৪
কুশাদিগণ ... ..	২৫৪
শরাদি স্মৃত ... ..	২৫৫
বীরতরাদি তৈল ... ..	২৫৫

### অথ শ্লেষ্মাজাশ্মরী চিকিৎসা ।

বরুণাঙ্ক স্মৃত ... ..	২৫৫
বরুণাদিগণ ... ..	২৫৫
ত্রিবিক্রম রস ... ..	২৫৬
পুনর্নবা তৈল ... ..	২৫৬

### অথ শুক্রাশ্মরী চিকিৎসা ।

তিনাদি কাথ ... ..	২৫৬
পাষণ ভেদক যোগ ... ..	২৫৭
বরুণাদি চূর্ণ ... ..	২৫৭
পুনর্নবাদি বটী ... ..	২৫৭
তুণ পঞ্চমুলাঙ্ক স্মৃত ... ..	২৫৭
কুলাঙ্ক তৈল ... ..	২৫৭

### অথ শর্করা চিকিৎসা । ২৫৮

মুষ্টিযোগ ... ..	২৫৮
অস্থ্য ... ..	২৫৮
পথ্য ... ..	২৫৮

বিষয় । পৃষ্ঠা ।

**অথ প্রমেহ চিকিৎসা ।**

ঔপসর্গিক মেহের নিদান...	২৫৮
যাপ্য মেহ ...	২৫৯
অসাধ্য মেহ ...	২৫৯-২৬০

**উদক মেহ চিকিৎসা ।**

মুষ্টিযোগ ...	২৬০
সোমনাথ রস ...	২৬০
সোমেশ্বর রস ...	২৬১
বৃহৎ বজ্রেশ্বর ...	২৬১
প্রমেহ সেতু ...	২৬১
বসন্ত কুসুমাকর রস ...	২৬১
দেবদার্বরিষ্ট ...	২৬২
ধাত্তর ঘৃত ...	২৬২

**সান্দ্র মেহ চিকিৎসা ।**

মুষ্টিযোগ ...	২৬২
জ্যৈষ্ঠাদি গুগ্গু ...	২৬৩
শিলাজতু প্রয়োগ ...	২৬৩
শালসারাদিগণ ...	২৬৩
স্বর্ণ মাক্ষিক প্রয়োগ ...	২৬৩
এলাদি চূর্ণ ...	২৬৩
পূর্ণ চন্দ্র রস ...	২৬৩-২৬৪
মেহকেশরী ...	২৬৪

**পিষ্ট মেহ চিকিৎসা ।**

মুষ্টিযোগ ...	২৬৪
সর্কেশ্বর রস ...	২৬৪
মেঘনাদ রস ...	২৬৪
স্বর্ণাদি গুড়িকা ...	২৬৪
মেহ বজ্র ...	২৬৫
চন্দ্রপ্রভা বটিকা ...	২৬৫

বিষয় । পৃষ্ঠা ।

**অথ শুক্রমেহ চিকিৎসা ।**

লক্ষণ ...	২৬৫
দুর্ভাদি কষায় ...	২৬৫
দেবদার্বাদিকষায় ...	২৬৫
মুষ্টিযোগ ...	২৬৫
বজ্রেশ্বর ...	২৬৬
প্রমেহ চিন্তামণি ...	২৬৬
মেহবারণ সিংহ রস ...	২৬৬
স্বর্ণ বজ্র ...	২৬৬
স্বর্ণবজ্র ( ২য় প্রকার ) ...	২৬৭
চন্দ্রপুষ্টিরস ...	২৬৭
প্রমেহ গজসিংহ ঘৃত ...	২৬৭
বঙ্গাষ্টক ...	২৬৭
চন্দ্রকলা ...	২৬৭
ইন্দ্রবটী ...	২৬৭
সুরসুন্দরী বটী ...	২৬৭-২৬৮
বঙ্গাষ্টকতু ...	২৬৮
শাল্মলী ঘৃত ...	২৬৮
চন্দ্রনাসব ...	২৬৮
প্রমেহ ঔষধের অল্পপান নির্দোষ ...	২৬৮

**অথ সিকতামেহ চিকিৎসা ।**

মুষ্টিযোগ ...	২৬৮-২৬৯
শুক্ৰমাতৃকা বটী ...	২৬৯
অথ শীতমেহ চিকিৎসা ...	২৬৯
মুষ্টিযোগ ...	২৬৯
লোভ্রাসব ...	২৬৯

**অথ শনৈর্মেহ চিকিৎসা ।**

মুষ্টিযোগ ...	২৬৯-২৭০
মেহ মৃদগর বটী ...	২৭০
ত্রিকণ্টকাত্ত ঘৃত ও তৈল ...	২৭০
যমক পাক ...	২৭০



বিষয় । পৃষ্ঠা ।

অথ লালামেহ চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ... ২৭০

বিজ্ঞাবাগীশ রস ... ২৭১

অথ ইক্ষুমেহ চিকিৎসা ২৭১

মুষ্টিযোগ ... ২৭১

অথ সুরামেহ চিকিৎসা ২৭১

লক্ষণ ... ২৭১

মুষ্টিযোগ ... ২৭১

সুশ্রুতোক্ত কেনমেহচিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ... ২৭২

মেহ কুশাস্তক রস ... ২৭২

সুশ্রুতোক্ত লবণমেহ চিকিৎসা

লক্ষণ ... ২৭২

বৃহৎ বাসন্তর ( মতাস্তরীয় ) ২৭২

আনন্দ তৈরব রস ... ২৭৩

রক্ত মেহ চিকিৎসা ২৭৩

মুষ্টিযোগ ... ২৭৩

অগ্রোধ দিচূর্ণ ... ২৭৩

কুশার মেহ ... ২৭৩

হরিশঙ্গর রস ... ২৭৩

মঞ্জিকমেহ চিকিৎসা ।

লক্ষণ ... ২৭৪

মুষ্টিযোগ ... ২৭৪

হারিদ্ মেহ চিকিৎসা ২৭৪

লক্ষণ ... ২৭৪

মুষ্টিযোগ ... ২৭৪

ক্ষার মেহ চিকিৎসা ২৭৪

মুষ্টিযোগ ... ২৭৪

নীলমেহ চিকিৎসা ২৭৪

মুষ্টিযোগ ... ২৭৪

বিষয় । পৃষ্ঠা ।

অথ কাল মেহ চিকিৎসা ২৭৫

মুষ্টিযোগ ... ২৭৫

সুশ্রুতোক্ত অল্পমেহ চিকিৎসা

লক্ষণ ... ২৭৫

অগ্রোধাদিগণ ... ২৭৫

মুষ্টিযোগ ... ২৭৫

বাতজ মজ্জমেহ চিকিৎসা ।

সপি মেহ ... ২৭৫

পাঠাদি চূর্ণ ... ২৭৬

চন্দ্র প্রভা ... ২৭৬

দাড়িছাত্ত ঘৃত ... ২৭৬

বৃহৎ দাড়িছাত্ত ঘৃত ... ২৭৬

প্রমেহ মাহর তৈল ... ২৭৬-২৭৭

ক্ষৌদ্র ও বসামেহ চিকিৎসা ।

মুষ্টিযোগ ... ২৭৭

অথ হস্তিমেহ চিকিৎসা ।

লক্ষণ ... ২৭৭

পথ্যাপথ্য ... ২৭৭

বিশেষ পথ্য ... ২৭৭

পাঠাদি কষায় ... ২৭৭

মুষ্টিযোগ ... ২৭৭-২৭৮

কন্তুরী মোদক ... ২৭৮

সাধারণ মেহ চিকিৎসা ।

ফলত্রিকাদি কষায় ... ২৭৮

দার্দ্র্যাদি কষায় ... ২৭৮

মুষ্টিযোগ ... ২৭৮-২৭৯

নাগাজতু ... ২৭৯

নাগজতু ... ২৭৯

বজ্রজতু ... ২৭৯

বিবরণ ।	পৃষ্ঠা ।
পথ্য ... ..	২৭২
অপথ্য ... ..	২৭২
পিড়কা চিকিৎসা	২৮০
এলাদিগণ ... ..	২৮০
প্রমেহের আরোগ্যের লক্ষণ	২৮০
আগন্তু বা ঔপসর্গিক মেহ	
চিকিৎসা	২৮০-২৮২
মুষ্টিযোগ ... ..	২৮০-২৮১
প্রাণদা বটী ... ..	২৮১
সুরেন্দ্র বিনোদ রস ... ..	২৮১
যোগেশ্বর রস ... ..	২৮১
চন্দ্র সংজ্ঞা রস ... ..	২৮২
পথ্যাপথ্য ... ..	২৮২
অথ সোমরোগ চিকিৎসা ।	
মুক্তাতিসার ... ..	২৮২
বহুমূত্র ... ..	২৮২
আভিচারিক ক্রিয়া ... ..	২৮২
সোমরোগের লক্ষণ ... ..	২৮২-২৮৩
বহুমূত্রের শেষ অবস্থার লক্ষণ	২৮৩
মুষ্টিযোগ ... ..	২৮৩-২৮৪
মাষাদি চূর্ণ ... ..	২৮৪
ত্রিফলাদি যোগ ... ..	২৮৪
বহুমূত্রোক্ত লৌহ ... ..	২৮৪
ভারকেশ্বর রস ... ..	২৮৪
ভালকেশ্বর রস ... ..	২৮৪
বঙ্গাদি বটী ... ..	২৮৪
হেমনাথ রস ... ..	২৮৪-২৮৫
বসন্ত কুশুমাকর রস ... ..	২৮৫
কদল্যাদি স্নাত ... ..	২৮৫
বৃহৎকাজী স্নাত ... ..	২৮৫

বিবরণ ।	পৃষ্ঠা ।
ধাত্রী স্নাত ... ..	২৮৫
পথ্য ... ..	২৮৫
অপথ্য ... ..	২৮৫
অথ উদররোগ চিকিৎসা	২৮৬
উদরী ... ..	২৮৬
ইচ্ছাভেদী ... ..	২৮৬
মাণমণ্ড ... ..	২৮৬
অথ বাতোর চিকিৎসা ।	
সামুদ্রাচ্ছ চূর্ণ ... ..	২৮৭
নারায়ণ চূর্ণ ... ..	২৮৭
ত্রৈলোক্য সুন্দর রস ... ..	২৮৭
শোথোদরারি লৌহ ... ..	২৮৮
বঙ্গেশ্বর ... ..	২৮৮
পুনর্বাস্টিক কষায় ... ..	২৮৮
দণ্ডমূলষট্পলক স্নাত ... ..	২৮৮
বিল্ম স্নাত ... ..	২৮৮-২৮৯
পটোলমূলদি চূর্ণ ... ..	২৮৯
অথ পিত্তোর চিকিৎসা ।	
পিপ্পল্যাচ্ছ লৌহ ... ..	২৮৯
হবুবাচ্ছ স্নাত ... ..	২৮৯
কফোদর চিকিৎসা	২৯০
প্রলেপ ... ..	২৯০
চিত্রক স্নাত ... ..	২৯০
নীলিনী ছলকাচ্ছ চূর্ণ ... ..	২৯০
পিপ্পল্যাচ্ছ ক্ষার ... ..	২৯০
জ্বলোদর চিকিৎসা ।	
আজক ক্ষার ... ..	২৯১
অপথ্য ... ..	২৯২
দ্বীহোদর চিকিৎসা	২৯২-২৯৪
শিগ্ৰুপ্রলেপ ... ..	২৯২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
অর্কলবণ ... ..	২২২
পিপ্পল্যাদি চূর্ণ ... ..	২২৩
" " (দ্বিতীয় প্রকার) ...	২২৩
বিড়ঙ্গাকার ... ..	২২৩
যকৃদাল্যুদরের চিকিৎসা	২২৩
রোহিতকাদি চূর্ণ ... ..	২২৪
গ্নীহারি রস ... ..	২২৪
অথ বন্ধোদর চিকিৎসা	২২৪
মুষ্টিযোগ ... ..	২২৪
ছিদ্রোদর চিকিৎসা	২২৪-২২৫
মুষ্টিযোগ ... ..	২২৪

#### অথ গ্নীহ যকৃত চিকিৎসা ।

যমতাদি চূর্ণ ... ..	২২৫
পিপ্পলী ... ..	২২৫
বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ ... ..	২২৫
রোহিতক কষায় ... ..	২২৫
রোহিতক প্রলেপ ... ..	২২৫
মুষ্টিযোগ ... ..	২২৬-২২৮
ভাত্রের দোষগুণ ... ..	২২৬
মাণাত্তগুড়িকা ... ..	২২৬
বৃহৎ মাণকাদি গুড়িকা ...	২২৬-২২৭
অভয়া লবণ ... ..	২২৭
গুড় পিপ্পলী ... ..	২২৭
বৃহৎ গুড় পিপ্পলী ... ..	২২৮
অগ্নিপ্রভা বটী ... ..	২২৯
যকৃদরি লৌহ ... ..	২২৯
ক'ঙ্গমেষ ... ..	২২৯
রোহিতক তৈল ... ..	২২৯
রসরাজ রস ... ..	২২৯
গ্নীহারি বটিকা ... ..	২২৯

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গ্নীহাস্তক রস ... ..	৩০০
গ্নীহশার্দূল রস ... ..	৩০০
লৌহ মৃত্তাঞ্জয় রস ... ..	৩০০
মৃত্তাঞ্জয় লৌহ ... ..	৩০০
লোকনাথ রস ... ..	৩০০-৩০১
বৃহৎ লোকনাথ রস ... ..	৩০১
বৃহৎ লোকনাথ রস (মতান্তরীয়)	৩০১
গুহ্ম গর্পটী ... ..	৩০২
চিত্রকাদি লৌহ ... ..	৩০২
উদরাময় কুস্তি কেশরী ...	৩০২
যকৃত গ্নীহারি লৌহ ... ..	৩০২
অপথ্য ... ..	৩০৩
সুপথ্য ... ..	৩০৩
গ্নীহায়কৃতির বিশেষ নিদান লক্ষণ	৩০৩
গ্নীহার বিশেষ বিধি ... ..	৩০৩-৩০৪
গ্নীহারোগে পরিত্যাগ্য দ্রব্য	৩০৪
শোথ চিকিৎসা	৩০৪
অসাধ্য শোথ ... ..	৩০৪
অপথ্য ... ..	৩০৪
গরম পথ্য ... ..	৩০৪
বিশ্বাদি ... ..	৩০৫
বিদ্রুম যোগ ... ..	৩০৫
সাদাচটী ... ..	৩০৫
শোথের প্রলেপ ... ..	৩০৫
পুনর্গবাষ্টক কষায় ... ..	৩০৫
মুষ্টিযোগ ... ..	৩০৬
কার গুড়িকা ... ..	৩০৬
পুনর্গবাবলেহ ... ..	৩০৬
'দশমূল হরীতকী ... ..	৩০৭
কংস হরীতকী ... ..	৩০৭
চন্দ্রবটী ... ..	৩০৭

দুগ্ধবতী (অতিমরুতিত)	৩০৩	গাংগাচাঁদ কষায়	৩২০
লালপুঁড়া	৩০৭	নেপ	৩২৩
কপলজবতী	৩০৭		
শোখলাদুলাবতী	৩০৮		
শোখকলাবতী	৩০৮	বিদ্যাপন	৩২৪
মুখগোদি নৌহ	৩০৮	উপানাহ	৩২৪
অগ্নিহুগ্ন মল্লুর	৩০৮	শ্রোপ- (পাকাইবার)	৩২৪
শুষ্কমুলাদ্র তৈল	৩০৮	শ্রোপ- (শোখিনার)	৩২৫
বৃহৎ শুষ্কমুলাদ্র তৈল	৩০৮	রোপন যোগ	৩২৫
শোখলাদুলাবতী	৩০৯	গোঁরাড্র পুত	৩২৫
পূর্ণবদি তৈল	৩০৯	দুর্জাদ্র পুত (রোপক)	৩২৬
পূর্ণবদি ষ্ট	৩০৯	মবর্গকর শ্রোপ	৩২৬
ফলমিকারিষ্ট	৩১০	মুষ্টিযোগ	৩২৬
শিলাদ্র যোগ	৩১০	ভিজাদ্র তৈল	৩২৬
অগ্নিকার পুত	৩১০	জাত্যাদ্র তৈল	৩২৬
চৈবক পুত	৩১০	বৃহৎমিকারিষ্ট তৈল	৩২৬
শ্রোপ	৩১০	বর্ণরাক্ষস তৈল	৩২৭
পদ্ম্যাপদ্ম	৩১০	ক্ষতাত্তকমলম	৩২৭

পদ্ম্যাপদ্ম	৩১০
মুষ্টিযোগ	৩১০
দ্রাক্ষহরুরম	৩১১
বৃহৎ মৈকরাদি তৈল	৩১১

১৮ - ১৮

মুষ্টিযোগ	৩১১
গনসন্ত, গনসামান্য	৩১১
মুষ্টিযোগাদি	৩১২

মুষ্টিযোগ	৩১৭
হংস-পদী-তৈল	৩১৮
প্রগল্ভন শ্রোপ	৩১৮
বিভীক শ্রোপ	৩১৮
মেঘ তৈল	
সস্তাদি প্রগল্ভন	৩১৮
শ্যামা পুত	৩১৮
কুসুমক পুত	৩১৮
কচুর তৈল	৩১৮
নির্জলী তৈল	৩১৯
বর্ণরোপক তৈল	৩১৯
প্রতবকন বর্ণের পদ	৩১৯
পদ্ম্যাপদ্ম	৩১৯

শ্রোপ ও মুষ্টিযোগ	৩২২
মবদি শ্রোপ	৩২২
বর্ণগোদি ক্রাথ	৩২৩
শিখরাদি তৈল	৩২৩



[illegible]



অম্ম দত্ত বোণ চিকিৎসা

মদিরাদি বচী	৩৫৩
দলকবলি চূর্ণ	৩৫৩
দলুপকাকর চূর্ণ	৩৫৩
মহাবলি বচী	৩৫৩
বুলানচু তেল	৩৫২
মুখমুখনিদ্রাবনী চূর্ণ	৩৫২

চিকিৎসা বচী	৩৫২
নাম বচী	৩৫৩
কোম্বুদি শুভিকা	৩৫৩
কোম্বুদি শুভিকা (মল্লভে মল্লভে)	৩৫৩
মারেদি তেল (মল্লভে মল্লভে)	৩৫৩
কোম্বু তেল (মল্লভে মল্লভে)	৩৫৩
শিখর তেল ( )	৩৫৩
কিন্দ্রাদি চূর্ণ	৩৫৪

কর তেল (করনাদি মল্লভে)	৩৫৪
মল্লভে	৩৫৪
মুখি বোণ	৩৫৪
মল্লভে তেল	৩৫৪
মল্লভে তেল (মল্লভে মল্লভে)	৩৫৪
কিন্দ্র তেল (মল্লভে মল্লভে)	৩৫৪
মল্লভে তেল (করনাদি মল্লভে)	৩৫৪
মল্লভে তেল (করনাদি মল্লভে)	৩৫৪
মল্লভে তেল (করনাদি মল্লভে)	৩৫৪

অম্ম নিম্ন বোণ চিকিৎসা

অম্ম নিম্ন চিকিৎসা	
মুখি বোণ	৩৫৪
কিন্দ্র	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪

অম্ম বোণ চিকিৎসা

মল্লভে বচী	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪

অম্ম বোণ চিকিৎসা

মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪

অম্ম বোণ চিকিৎসা

মল্লভে মল্লভে	৩৫৪
মল্লভে মল্লভে	৩৫৪



[illegible]



ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
ধূতুর বীজত্বি ...	৩২৭
ওলা বীজ ত্বি ...	৩২৭
অরগাল বীজত্বি ...	৩২৭
নাদলীমূল ত্বি ...	৩২৭
রক্তচিত্তেমূল ত্বি ...	৩২৭
অহিকেন ত্বি ...	৩২৭
মুজা ত্বি ...	৩২৭-৩২৮
সোহাগার ব্যবহার...	৩২৮
কুচিলা ত্বি ...	৩২৮
হিং ত্বি ...	৩২৮
হীরক ভস্ম ...	৩২৮
ওশুভ ত্বি ....	৩২৮
রস মাণিক্য প্রস্তুত বিধি	৩২৮
অথ মান ভাষা	৩২৮
অভাবে দ্রব্য গ্রহণবিধি	৩২৮-৩২৯
মানের ও দ্রব্য গ্রহণের	
নিয়ম	৩২৯
মৃত ও তৈলের কাথ ও	
মূর্ছাপাক	৩২৯
তিল তৈলের মূর্ছা দ্রব্য	৩২৯-৪০০
কটু তৈলের মূর্ছা দ্রব্য	৪০০
এরু তৈলের মূর্ছা দ্রব্য	৪০০
মুতের মূর্ছা দ্রব্য ...	৪০০
পাকের কাল নিয়ম	৪০০
গন্ধপাক দ্রব্য	৪০০
মেহপাকে ককের পরিমাণ অম্লত্ব	
ধাকিলে	৪০০

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অথ পাকসিদ্ধি বিজ্ঞান	৪০০-৪০১
মোদক পাকবিধি ...	৪০১
তৈল ওষধাদি ব্যবহারের উপযুক্ত	
ধাকার কাল ...	৪০১
ওষধে নূতন পুরাতন জিনীস নির্কীচন	৪০১
অরিষ্ট ...	৪০১
আসব ...	৪০১
ভাবনাবিধি ...	৪০১
কীরপাক বিধি ...	৪০১
ভন্নাতক শোধন বিধি	৪০২
জীবনীয় দশক বা জীবনীয় গণ	৪০২
জীবকাদি অষ্টবর্গ, জীবনীয়াষ্টক বা	
অষ্টবর্গ ...	৪০২
বৃহৎ পঞ্চমূল ...	৪০২
কুশাদি পঞ্চমূল ...	১৩৪
পঞ্চবঙ্গল ...	১৫৩
দশমূল ...	৪০২
ত্রিকলা ...	৪০২
ত্রিকটু ...	৪০২
ত্রিজাতক বা ত্রিশুগন্ধি	৪০২
চতুর্জাতক ...	৪০২
ত্রিমদ ...	৪০২
তুণপঞ্চমূল ...	৪০২
পঞ্চতিক্ত ...	৪০২
পঞ্চপিপ্ত ...	৪০২
কারাষ্টক ...	৪০২

# সূচীপত্র ।

( বর্ণানুসারে । )

অর্ক লবণ ... ২২২

অর্কতৈল ... ৩২০

অকাল বুড়ুক্ষা চিকিৎসা ৮৫

অর্কেশ্বর ... ১০২

অগদাকার ... ২২৮

অগস্ত্য হরীতকী ... ১১৭-১১৮

অগ্নিকুমার রস ... ৮৪

অগ্নিপ্রভা বটী ... ২২৯

অগ্নিমুখ মণ্ডুর ...

অগ্নিকার ঘৃত ... ৩১০

অগ্নিমান্দ্যাদি চিকিৎসা ৭৯-৮০

অগ্নিমুখ লৌহ ... ৭৪

অগ্নিমুখ চূর্ণ ... ৮২

অঙ্গশোষ চিকিৎসা ১৭৯

অঙ্গারক তৈল ... ৪৩

অজুন ঘৃত ... ২৩৭

অজ্ঞানাঙ্গ লেপ ...

অতিসার চিকিৎসা ৫৩

অত্যগ্নি চিকিৎসা ৮৫

অদিত চিকিৎসা ১৬৪

অর্দ্ধ নাড়ীশ্বর ... ৪৮

অর্দ্ধাবভেদক ... ৩৬১

অর্দ্ধাঙ্গজ্বর ... ৪৮

অন্নমণ্ড প্রস্তুত বিধি ৮২

অশ্বেদক জ্বর ... ৩৯

অপতনক চিকিৎসা

অরিষ্ট ...

অপতনক ... ১৭৩

অপস্মার চিকিৎসা ১৪১

অপামার্গ তৈল ... ৩৬৪

অপুনরাবর্তক চূর্ণ ... ৩৮

অববাহক চিকিৎসা ১৬৬

অবিরেচ্য বান্ধিগণ ... ১২

অবিপত্তিকর চূর্ণ ... ৩৪১-৩৪২

অভয়া লবণ ... ২২৭

অভয়াত্ন মোদক ... ১৪৬

অন্ন মারণ বিধি ... ৩৯৩

অন্ন ভোজের অনুপান ... ৩৯৪

অমৃতপ্রাণ ঘৃত ১১০, ১৬০, ১৬১ ৩৮১

অমৃতার্ণব রস ... ১১৫

অমৃতাকুর লৌহ ... ১৯০, ৩৩২

অমৃতানু গুণ্ডুল ... ৩৩৫

অমৃতাকুর বটী ... ৩৪৯

অমৃতাদিকষায় ... ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৫

অমৃতকিরণ ... ৩৯৪

অম্লপিপ্ত চিকিৎসা ৩৪০

অম্লপিপ্তহর চটী ... ২১৪

অম্লপিপ্তান্তক গুড়িকা ... ৩৪২

অম্লপিপ্তান্তক মোদক ... ৩৪২

অম্লপিপ্তান্তক লৌহ ... ৩৪৩

অম্লপিপ্তার চূর্ণ ... ৩৪৪

অন্নমণিকা চিকিৎসা ৩৫০

অন্নপ্রভা ... ২৩৬

অরোচক চিকিৎসা ১২৭-১২৮

অলস চিকিৎসা ৩২৮

অশোক কাষ্ঠ ... ৩৬৫

অশোক ঘৃত ... ৩৬৬

অশোক্যরিষ্ট ... ৩৬৮

অর্ণরক্তহর বটী ... ৭৬

অগ্নী চিকিৎসা ২৫১-২৫৭

অম্বগন্ধাদিকষায় ... ১০৮

অম্বগন্ধায়ত ... ১৫২

অম্বগন্ধা তৈল ... ১৬১, ৩৮৩

অংশশোষ চিকিৎসা ১৬৭

অষ্টকটুর তৈল ... ১২৫

অষ্টধাতু ... ৩৭৬

অষ্টবর্ণ ... ৪০২

অষ্টাবক্র রস ... ৩৮৬

অষ্টাঙ্গাবলৈহিকা ... ২৮

অষ্টাদশাঙ্গ কষায় ... ২২

অষ্টাঙ্গ প্প ... ৩০

অষ্টাদশাঙ্গ ... ৩১

অষ্টাদশ শতিকা প্রসারিণী তৈল ১৭০

অষ্ঠীলিকা চিকিৎসা ১৮২

অসাধ্য শিথ্র ... ৩২৪

অস্ত্রিদোষজ ব্যাধি ... ৪

অহিফেনাসব ... ৬০

অহিফেন শুদ্ধি ... ৩২০

( অ )

আকারকরতাদি গুড়িকা ... ৩৮০

আগার ধূমাত্ত তৈল ... ৩২৫

আঙ্গুলহারা চিকিৎসা ৩৪৮

আগন্ত ব্যাধি ... ২

আজ রস ... ১১৪

আজক কা ... ২২১

আদিত্যপাক গুগ্গুলু ... ১৪২

আগ্নান চিকিৎসা ... ১৮১

আনন্দ যোগ ... ২৫৪

আনন্দভৈরব রস ... ২৭৩

আমবাত চিকিৎসা ... ১২৫

আমবাত গজসিংহ মৌদক ... ১২২

আমবাতারি বটিকা ... ১২২

আমপ্রমাথিনী বটিকা ... ২০০

আমবাতাদ্রি বজ্র রস ... ২০১

আমবাতের বিশেষ তৈল ... ২০১

আমরাঙ্গমৌ ... ৫৪

আমাজীর্ণ চিকিৎসা ... ৮৪

আরগবদাঘ তৈল ... ৩৩৮

আলকুশী বীজ শুদ্ধি ... ৩২৭

আর্যমকারজক ... ৬২

আসব ... ৪০১

আয়ুর্কেদ শব্দের নিকৃতি ... ১

আয়ুর্কেদের বিষয় বর্ণনা ... ২

( ই )

ইচ্ছাভেদী ... ২২, ১১৭, ২৮৬

ইন্দ্রবটী ... ২৬৭

ইন্দ্রলুপ্ত চিকিৎসা (টাক) ৩৪৯

ইন্দ্রাদি চণ ... ৫৮

( উ )

উদ্রান বাতব্যাধি ... ১৮৬

উদ্রাময় কুণ্ডিকেশরী ... ৩০২

উদরী ... ২৮৬

উদাবর্ত সংজ্ঞা ... ২১৭

উন্মাদ চিকিৎসা ১৩৫-১৪১

উন্মাদ গজাঙ্ঘ্র ... ১৩২

উন্মাদহর তৈল ... ২৪০

উপনাহ ... ৩১৭

উপদংশ চিকিৎসা	৩২০
উপদংশের কষায়	৩২২
উপক্রম প্রকরণ	৭
উণীরাশয	১০৩
উণীরাশ্য তৈল	২৪৬
উৎপাদি চূর্ণ	৩৬৬

## ( উ )

উরুস্তস্ত চিকিৎসা	১৯৪
উষকাদিগণ	২৫২

## ( ঋ )

ঋতু হরীতকী	৩৮৫-৩৮৬
------------	---------

## ( এ )

একাবটী	২৪
এরু শুদ্ধাদক	২১০
এলাদি চূর্ণ	১৩০, ২৩৯, ২৬৩
এলাদি কাথ	২৪০, ২৪৩
এলাক্ষীর	২৪৪
এলাদি কষায়	৪৬, ২৫৩
এলাদিগণ	২৮০
এলাদি গুড়িকা	২৯

## ( ই )

ইন্দ্র রসায়ন	৩৮৫
---------------	-----

## ( ঐ )

কচ্চু চিকিৎসা	৩২৮
কজ্জলী বিধি	৩৯১
ককটাবলেহ	৬৯-৭০
কণ্টকী পঞ্চমূল	৩৮৪
কণ্টকারী দ্রুত	১২৬
কণাধি কষায়	৫৫
কদল্যাধি দ্রুত	২৮৫
কমক বিশ্বরিষ্ট	৫৩২

কনকক্ষীরি তৈল	৩৩৪
কন্দর্পসার তৈল	৩৩০
কক চিকিৎসা	১৩
কফজ্বর চিকিৎসা	২২
কফ কাস চিকিৎসা	১১৫-১১৬
কফ শূল চিকিৎসা	২০৭

কচুর তৈল	৩১৮
করবীরাশ্য তৈল	৩২০
করঞ্জাশ্য তৈল	৩২৩
করবীর তৈল	৩২৫
কর্ণরোগ	৩৫৪
কপূর রস	৫৪
করভাদি গুড়িকা	১৫৮
কলহংস	১২৭
কল্ললতাবটী	৩০৭
কলিঙ্গাদি কষায়	৪৪
কলিঙ্গাদি চূর্ণ	৩৫৪
কল্যাণ বটী	৬৫
কল্যাণ শুড়	৬৫
কল্যাণ লেহ	৬৫
কল্যাণ লবণ	১৫০
কল্যাণক লেহ	১৬৬
কষায়	৪০
কষায় পার্কার্ভ ঔষ্য ও নিয়ম	১২
কন্তুরী ভূষণ	২৯
কন্তুরী যোদক	২৭৮
কংস হরীতকী	৩০৭
কাঙ্কায়ন গুড়িকা	২২৪
কাঙ্কায়ন যোদক	৭৮
কাঙ্কি সন্ধান বিধি	৬৫
কাজিক তৈল	১৩৫
কাণ্ড লবণ	১৫০

কাষলা	...	২৩
কাষদেব ঘৃত	...	১০২, ১৬০
কাষেশ্বর মোদক	...	৬৭
কাল মেঘ	...	২২২
X কালান্নি রস	...	১৩২
কালান্নিকুন্ড রস	...	৩৪৫
কাস চিকিৎসা		১১৫
কাসকুঠার রস	...	১১৮
কাসীসাদি তৈল	...	৭৮
কাংস্য মারণ বিধি	...	৩২৬
কিরাতাদি তৈল	...	৪৩
কীট মর্দন	...	২২
কুঙ্কটাস্ত ঘৃত	...	৩৬৪
কুঙ্কমাস্ত তৈল	...	৩৪২
কুচিলা শুদ্ধি	...	৩২৮
কুটজ ছাল	...	৫৩
কুটজ রস	...	৭৪
কুটজাবলেহ	...	৫৪
কুটজাষ্টক	...	৫৫
কুটজাদি কষায়	...	৫৫-৫৬
কুটজ পুটপাক	...	৫৭
কুটজারিষ্ট	...	৬০
কুটী প্রাণেশিক বিধি	...	৩৮৫
কুজ চিকিৎসা		১৭২-১৮০
কুজ প্রসারিণী তৈল	...	১৬৫
X কুজ বিনোদ রস	...	১৭২
কুমার কল্লক্রম ঘৃত	...	৩৭০
কুমারিকাবল্লি	...	৩৫৭
কুমুদেশ্বর	...	১৩০-১৩১
X কুম্ভ ঘৃত	...	১৩১
কুম্ভীকাস্ত তৈল	...	৩১৮
X কুম্ভমাংস তৈল	...	১৫৪

কুলথ শুড়	...	১২৩
কুলথাস্ত ঘৃত	...	২৫৩
কুলাস্ত তৈল	...	২৫৭
কুশাদি পঞ্চমূল	...	১৩৪
কুশাদিগণ	...	২৫৪
কুশাব লেহ	...	২৭৩
কুশাস্ত ঘৃত	...	২৫৪
কুষ্ঠ চিকিৎসা		৩২৪-২২৫
কুষ্ঠ হর প্রলেপ	...	৩২৫
কুষ্ঠ রাক্ষস তৈল	...	৩২৬
কুষ্ঠাস্ত তৈল	...	১২৫, ৩৫৫
কুম্মাণ্ড খণ্ড	...	১০০
কুম্ম চতুর্ভুখ	...	১৫৪
কুম্ম সর্প তৈল	...	৩৩৬
কুম্ম চূর্ণ	...	৩৭
X কেতক্যাদি তৈল	...	১৫৮
কেশসীমন্তক জ্বর	...	৫০
কৈশোর গুণ্ণুল	...	১৮২
কোলাদি চূর্ণ	...	১২২
কোষ্ঠস্থ বায়ুর চিকিৎসা		১৪৫
কোশাতকী তৈল	...	৩২৩
কোটজ লেহ	...	৭৩
X কোপ জল	...	৩২৩
ক্রিমি চিকিৎসা		৯০
ক্রিমি মূল্যার	...	৯২
ক্রম্ভ শীর্ষ চিকিৎসা		১৭৬

( ২২ )

খণ্ডকাস্ত লৌহ	...	১০১
খণ্ডকুম্মাণ্ডক	...	৩৪২
খণ্ডামলকী	...	২১৩
খদিরারিষ্ট	...	৩৩৮, ৩৪৮



খদিরাদি বটা	...	৩৫১
খর্পরমারণ বিধি	...	৩২৬
খল্লী চিকিৎসা	...	১৭৭
খল্লী তৈল	...	৮২
খুরুক পদ্মক তৈল	...	১২২

( প )

গজপুট	...	৩২৩
গজকযোগ	...	৩৩২
গজপাক দ্রব্য	...	৪০০
গজকশোধন বিধি	...	৩২১
গর্ভ প্রদ ঔষধ	...	৩৭০
গর্ভপীড়ষবলী রস	...	৩৭৩
গর্ভবিলাস তৈল	...	৩৭৩
গম্ভীর বাতব্যাধি	...	১৮৬
গম্ভীরারিষ্ট	...	১২৪

**গলৎকুষ্ঠ চিকিৎসা ৩৩৬**

গলৎকুষ্ঠায়ি রস	...	৩৩৭
গায়ত্র্যাদি কষায়	...	৩১৩
গুগ্-গুন্ প্রলেপ	...	৩১৮
গুগ্-গুন্ শুদ্ধি	...	৩২৮
গুজাবীজ শুদ্ধি	...	৩২৭
গুজাভঙ্গ রস	...	১২৫
গুণমহোদধি	...	১১৬
গুড়ুচ্যাদি কষায়	...	১২২

**গুন্ডা চিকিৎসা ২২২**

গুন্ডাশার্দূল রস	...	২২৪
গুড় পিঙ্গলী	...	২২৭
গুড়ুচি ঘৃত	...	১২১
গুড়ুচি তৈল	...	১২১
গুড়াষ্টক	...	২১৭
গুড়ুচ্যাদি কাথ	...	২৫
গুড়ুচ্যাদি লৌহ	...	১২০

গুড়ুচি মোদক	...	৩৬
গ্রহণী চিকিৎসা	...	৬২
গ্রহণী শার্দূলচূর্ণ	...	৬৭
গ্রহণী শার্দূল বটা	...	৬৮
গ্রহণী কপাট রস	...	৬৮
গ্রহণী বজ্রকার	...	৭১
গুড় ভল্লাতক	...	৭৫

**গৃধ্রসৌ চিকিৎসা ১৭৬**

গোধমাস্ত ঘৃত	...	১৫৯-১৬০
গোক্ষুরাস্ত ঘৃত	...	২৩৬, ২৪০
গোক্ষুরাদি কাথ	...	২৩৯, ২৪৫
গোক্ষুরাস্ত লেহ	...	২৪০
গোরাস্ত ঘৃত	...	৩১৫

( ঘ )

ঘনাদি বটা	...	৮৮
ঘৃতের মূর্ছা দ্রব্য	...	৪০০

( ঙ )

চক্রাধা রস	...	৭৬
চণ্ড তৈরব রস	...	১৪৩
চণ্ডেশ্বর রস	...	২৪
চতুর্দশাঙ্গ	...	১৬
চতুর্ধক জ্বর	...	৩২
চতুর্ধকারি রস	...	৩২
চতুঃসম	...	৮৪
চতুঃসাতক	...	৪০২
চতুর্ভূজ রস	...	১৩২
চতুঃস্নেহ	...	১৮০
চন্দনাদি পৌহ	...	৪১
চন্দনাদি কুষায়	...	১০৩
চন্দনাদি তৈল	...	১০৮
চন্দনাসব	...	২৬৮
চন্দনাস্ত তৈল	...	১১৮, ৩৫০

চন্দনাদি কাণ ...	...	১৩৫
চন্দ্রপ্রভা বটিকা ...	...	২৬৫
চন্দ্রপুষ্টি রস ...	...	২৬৭
চন্দ্রকলা ...	...	২৬৭
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা ...	...	৭৮
চন্দ্রপ্রাণ ...	...	২৭৬
✕ চন্দ্র সংজ্ঞা রস ...	...	২৮২, ৩২১
চন্দ্রপ্রভা বহি ...	...	৩৫৮
চন্দ্রামৃত রস ...	...	১১৬
চন্দ্রামৃত লৌহ ...	...	১১৬
চন্দ্রোদয় বহি ...	...	৩৫৭
চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ...	...	৩৮২
চব্যাঙ্গি কষায় ...	...	৫৬
চব্যাঙ্গি চূর্ণ ...	...	১২৬
চন্দ্রকুণ্ড চিকিৎসা		৩২৮
চন্দ্রদল চিকিৎসা		৩২৮
চ্যবনপ্রাশ ...	...	১০৯
চাঙ্গেরীঘৃত ...	...	৬৪
চিত্রক ঘৃত ...	...	২৯০, ৩১০
চিত্রকাদি কষায় ...	...	৫৭
চিত্রকাদি লৌহ ...	...	৩০২
চিত্রকাদি গুড়িকা ...	...	৬৪
চিত্রকান্ত ঘৃত ...	...	২৪৯
চিস্তামণি ...	...	১৫০
চিস্তামণি চতুর্থাংশ ...	...	১৫১
চুক্রসন্ধান বিধি ...	...	৬৫
✕ চ্যুতিহর রস ...	...	১৫৮
চুড়ামণি রস ...	...	৩৬
চৈতন্য ঘৃত ...	...	১৩৮
চৌদপদী মকরধ্বজ ...	...	৩৮৬

( ছ )

ছদ্দি চিকিৎসা ১২৮-১৩০

ছদ্দি রোগীর লুল্লংগ ...	...	১২৯
ছাগলাস্ত ঘৃত ...	...	১০৮, ১৫৬

( জ )

জঙ্গম বিষভুক্তি ...	...	৩৯৭
✕ জহাদি বটা ...	...	২৩৭
জয়পালবীজ ভুক্তি ...	...	৩৯৭
জয়মঙ্গল রস ...	...	৩৫

জ্বর চিকিৎসা ১১-১৯

জ্বরনাশক দ্রব্য ...	...	১৮
জ্বরতন্ত্র চিস্তামণি ...	...	৪২
✕ জ্বাতিসার ...	...	৫১
জ্বরের অসাধ্য লক্ষণ ...	...	৫০
জ্বরের অবস্থা বিজ্ঞান ...	...	৫১
জ্বরের উপদ্রব ...	...	৫১
জাতাঙ্গ ঘৃত ...	...	৩১৬

জিহ্বাস্তম্ভ চিকিৎসা ১৬৬

জীবনীয় ঘৃত ...	...	২২৯
জীবনীয় দশক ...	...	৪০২
জীবনীয়গণ ...	...	৪০২
জীবকাদি অষ্টবর্ণ ...	...	৪০২
জীরকাদি মোদক ...	...	৩৭২, ৩৭৫
জীরকাদি চূর্ণ ...	...	৬৭
জীর্ণ জ্বর ...	...	৪০

( বা )

ঝিন ঝিনি বাত চিকিৎসা ১৮৩

( ড )

ডাঃরেশ্বরান ...	...	১২০
-----------------	-----	-----

( ত )

তক্রারিষ্ট ...	...	৬৯
তাত্র ভাস্ববিধি ...	...	৩৯৪
তারকেখর রস ...	২৪১, ২৫০, ২৮৪	
তালকেখর রস ...	...	১৭৮, ২১৮

তালীশাদি চূর্ণ ...	১০৮
ভিভিডীপানক ...	১২৭
ভিক্তক ঘৃত ...	৩৩৩
X ভিক্তকদ্বারু তৈল ...	৩৩৪
ভিক্তবটপলক ঘৃত ...	৩৩১
ভিক্তান্ত ঘৃত ...	৩১৬
ভিক্ত বটী ...	২২
ভিলাদি লেপ ...	৩১২
ভিলাদি কাথ ...	২৫৬
ভীত্রনস্ত ...	১৪১
ভৈলের মূর্ছাদ্রব্য ...	৩২২-৪০০
ত্রয়োদশাক ...	১০৭
ত্রয়োদশাক গুণ্ণ্ডুল ...	১৪২
ত্রায়মানান্ত ঘৃত ...	২২৬
ত্রিকটু ...	১৩, ৪০২
ত্রিকত্রয়াদি লৌহ ...	১৩২
ত্রিকণ্টকান্ত ঘৃত ও তৈল ...	২৭০
ত্রিকটাদি গুণ্ণ্ডুল ...	২৪৪
ত্রিগুণাখ্য রস ...	২১৪
ত্রিজাতক ...	৪০২
ত্রিমেত্রীখ্য রস ...	২৪২
ত্রিপুর ভৈরব রস ...	২২
ত্রিফলাদি লৌহ ...	২০০
ত্রিফলা ...	৪০২
ত্রিফলা রসায়ন ...	৩৮৫
ত্রিফলাদি যোগ ...	২৮৪
ত্রিফলা ঘৃত ...	৩৩২, ৩৭২
ত্রিফলা কল্প ...	২০
X ত্রিফলাদি বটী ...	৩৮৫
ত্রিবিক্রম রস ...	২৫৬
ত্রিষুৎ গুড় ...	২১৭
ত্রিহৃতাদি ষোদক ...	২৭
ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল ...	১৭০

ত্রিশুগন্ধি ...	৪০২
ত্র্যাহিকারি রস ...	৩২
X ত্রৈফল ঘৃত ...	৩৫৮
ত্রৈলোক্য চিন্তামণি ...	৪৫, ১৫৭, ১৫৮
ত্রৈলোক্যসুন্দর রস ...	২৫, ২৮৭
ত্র্যযণান্ত ঘৃত ...	২৩৮
ত্র্যযণাদি গুণ্ণ্ডুল ...	২৬৩
ত্র্যযণাদি লৌহ ...	৩০৮
তুণ পঞ্চমূল ...	২৮, ৩৮৪, ৪০২
তুণ পঞ্চমূলান্ত ঘৃত ...	২৫৭
তৃতীয়ক জ্বর ...	৩৮
তৃষ্ণা চিকিৎসা ...	৯৩০

( দ )

দস্তাপতানক চিকিৎসা ...	১৭৫
X দস্ত সংস্কার চূর্ণ ...	৩৫১
দস্ত্যরিষ্ট ...	৭৫
দস্তী হরীতকী ...	২২৩
X দক্ষগজসিংহ প্রলেপ ...	৩২৫
দশমূল ...	১৬, ৪০২
দশমূলবটপলক ঘৃত ...	৪৪, ২৮৮
দশমূল গুড় ...	৬২
দশমূল হরীতকী ...	৩০৭
X দশনকাস্তি চূর্ণ ...	৩৫১
দশমূল তৈল ...	৩৫৫, ৩৬২
দশমূল ঘৃত ...	১৬৪
দশপাকবলা তৈল ...	১২২
দ্রব্যভূত ...	৫১
দার্ক্যাদি কষায় ...	২৭৮, ৩৬৫
দাধিক ঘৃত ...	২০৪
দারুযুষ শুদ্ধি ...	৩২৭
দাহ চিকিৎসা ...	১৩৪
দাহাদি জ্বর ...	৪৭

দার্কী রসাজন ...	...	৩৫৬
দাক্তাদি কবায় ...	...	৪৪
দাড়িভাঙ্গ ঘৃত ...	...	২৭৬
দাড়িভাদ্য তৈল ...	...	৭০
বাদশাজ রস ...	...	৬৬৮
জাক্সা ঘৃত ...	...	২৫, ১১২
জাক্সাদি ...	...	২৮
জাক্সাঘৃত ...	...	২২৬
✓ দ্বিগুণাখ্য রস ...	...	১৭৮-১৭৯
✓ দ্বিকারাদি চূর্ণ ...	...	২০৭
জুহু বটী ...	...	৭০, ৩০৭
জুলভ রস ...	...	৩৪ ৭
জুর্কাস্ত ঘৃত ...	...	১০১, ৩১৬, ৩৪৫
জুর্কাদি কবায় ...	...	২৬৫
দেব দার্কীরিষ্ট ...	...	২৬২
দেব দার্কাদি কবায় ...	...	২৬৫

## ( ৪ )

✓ খনেশাদি তৈল ...	...	৩৭৬
খমুস্তস্ত ...	...	১৭৪
খমুস্তকার ...	...	১৭৪
ফলভঙ্গ ...	...	৩৮০-৩৮৩
খাত্রী লৌহ ...	...	২০৪, ২০৭, ৩৪৩
খাত্রী ঘৃত ...	...	২৮৫
খাত্রীঘট পলক ঘৃত ...	...	২২৪
খাত্তপাক লক্ষণ ...	...	৩০
খাত্তকাদি শীত কবায় ...	...	১০৩
খাত্ত গোক্ষু - ঘৃত ...	...	২৪৬
খাত্ত চতুর্ক ...	...	১২, ৫৫
খাত্ত পটোল ...	...	৫২
খাত্ত পঞ্চক ...	...	৫৪
খাষস্তর ঘৃত ...	...	২৬২
✓ খুস্তুর ঘৃত ...	...	১৮১

খুস্তুর তৈল ...	...	২২
খুস্তুরাশ্ত তৈল ...	...	৩৫৫
খুস্তুর বীজ শুদ্ধি ...	...	৩২৭

## ( ৫ )

নকুল তৈল ...	...	১৫৩
নকুলাস্ত ঘৃত ...	...	১৫৬
নবনীত যোগ ...	...	১০৮
নবায়স লৌহ ...	...	২৪
নবায় ...	...	২৫
নব কবায় গুগগুলু ...	...	৩৪৫
নবকার্ষিক কবায় ...	...	১৮৮
✓ নয়নামৃত লৌহ ...	...	৩৫৮
নাগজতু ...	...	২৭২
নাগাত্র জতু ...	...	২৭২
✓ নাগবলা তৈল ...	...	১২২
নাগরাদি কবায় ...	...	২০৩
• নাগরাদি ...	...	২১, ২৫
নাগার্জুনাত্র ...	...	২৩৭
নাঙ্গলী মূল শুদ্ধি ...	...	৩২৭
✓ নারদীয় লক্ষ্মী বিলাস ...	...	২৩
✓ নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস ...	...	৩৮৭
নারায়ণ চূর্ণ ...	...	২৭১
নারায়ণ ঘৃত ...	...	৩৪৪
নারায়ণ তৈল ...	...	১৪৬
নারিকেল ঋণ ...	...	২০৩, ২০৬, ২১৩
নারিকেল যোগ ...	...	২৫৪
নারিকেল লবণ ...	...	২১২
নাসাবর্তি ...	...	৩৫৩
নাসা যোগ ...	...	৩ ২
✓ নায়িকা চূর্ণ ...	...	৬৬
নিদ্রিকাদি লৌহ ...	...	১২৬

নিত্যোদিত রস...	...	৭৬
নিতম্ব শুলের যুষ্টিযোগ	...	২১১
নিষাদিচূর্ণ	...	১৮২
X নিষাদি বটী	...	১৫৮
নিষাদি কষায়	...	৩৪৭
X নিজামুতৈল	...	২২০
নিম্বাণ্ডী তৈল	...	৩১২
নিশা লৌহ	...	২৫
নীলিনীছন্নকাষ্ঠ চূর্ণ	...	২২০
নীলিকা, তুচ্ছ, ব্যঙ্গ চিকিৎসা	...	৩৪২
অগ্রোধাদিগণ	...	২৭৫
অগ্রোধাদি চূর্ণ	...	২৭৩
অগ্রোধাশ্ম যুত	...	৩৬৭
নেত্রবহি	...	৩৭২
নেত্ররোগ	...	৩৫৬
নেত্রাশনি রস	...	৩৫২

( প )

পকাশয় পত বায়ুর চিকিৎসা	...	১৫৮
পঙ্কু, খঞ্জাদি চিকিৎসা	...	১৮৪
পঞ্চকোল	...	১৩
পঞ্চভদ্র	...	২৫
পঞ্চভিত্ত কষায়	...	২৬
পঞ্চকোল যোগ	...	৮৪
পঞ্চভিত্ত যুত	...	৩৩৩
পঞ্চভিত্ত যুত শুগ শুক্ল	...	৩৩৫
পঞ্চজীরক শুভ	...	৩৭৪-৩৭৫
পঞ্চভিত্ত	...	৪০২
পঞ্চপিত্ত	...	৪০২
পঞ্চনিষ	...	৩১২
পঞ্চানন পর্পটী	...	৬৬
পঞ্চামৃত পর্পটী	...	৬৬
পঞ্চানন বটী	...	৭৬

পঞ্চানন রস লৌহ	...	২০০
পঞ্চানন রস	...	১১৫
পটোলাদি কষায়	...	৩৭, ৩৩০
	৩৪০, ১৮৮, ২০২	
পটোলাদি যুত	...	৩৫৭
পটোল মূলদি চূর্ণ	...	২৮২
পত্রকঙ্ক	...	১৫০
পত্রলবণ	...	১৫০
পথ্যাদি কষায়	...	৫৬
পথ্যাত্রিক	...	৮১
পরিণাম শূল	...	২১১
পলঙ্কবাদ্য তৈল	...	১৪২
পলাশাদি বটী	...	১৭৮
পলিত চিকিৎসা	...	৩৫০
পক্ষাঘাত চিকিৎসা	...	১৬৮
পাকসিদ্ধি বিজ্ঞান	...	৪০০-৪০১
পাকলবণ	...	২২১
পাকের কাল নিয়ম	...	৪০০
পাচক ঔষধ	...	৫১
পাঠাদি তৈল	...	৩৫৩
পাঠাদি চূর্ণ	...	২৩৫-২৭৬
পাঠাদি কষায়	...	২৭৭
পাণ্ডু পঞ্চানন রস	...	২৫
পাণ্ডু চিকিৎসা	...	৯৩
পাদদাহ চিকিৎসা	...	১৮৩
পাদ হর্ষ চিকিৎসা	...	১৮৩
পানীয় কল্যাণ যুত	...	১৩৮
পামা ( পাচড়া )	...	৩২৬
পারদ বিরোধী দ্রব্য	...	১১০
পারদ শোধন বিধি	...	৩৯১
পারিভ্রমাবলোহ	...	৯২

পাষণ ভেদান্ত দ্রুত	...	২৫২
পাষণ ভেদান্তগণ	...	২৫২
পাষণ ভেদান্ত চূর্ণ	...	২৫৩
পাষণভিন্ন রস	...	২৫৪
পাষণভেদক যোগ	...	২৫৭
পিত্ত তৈল	...	১২২-১২৩
পিত্তশ্লেষ্মক ব্যাধি	...	২
পিত্ত প্রকৃপিত হইবার কারণ	৫	
পিত্ত নানান্তজ বিকার	...	৬
পিত্ত নাশক ক্রিয়া	...	৬
পিত্তবর্জক রস	...	৭
পিত্তজ্বর চিকিৎসা	২১	
পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর	...	২৫
পিত্তকাস চিকিৎসা	১১৫	
পিত্তকাসান্তক	...	১১৫
পিত্তলমারণ বিধি	...	৩২৬
পিত্তশূল চিকিৎসা	২০৫-২০৬	
পিত্তান্তক রস	...	৪৭-৩৪৩
পিত্তাতিসার	...	৫৪
পিপ্পলী	...	২২৫
পিপ্পলাদি চূর্ণ	...	২২৩
পিপ্পল্যান্ত ক্ষার	...	২২০
পিপ্পল্যান্ত লৌহ	...	১২০
পিপ্পল্যান্ত তৈল	...	৭৮
পিপ্পল্যান্ত দ্রুত	...	৪৩
পিপ্পলী লেহ	...	৩৪২
পিপ্পল্যান্তিগণ	...	১৮০
পীতদ্রব	...	৩২১
পীতভক্ষ বিধি	...	৩০২-৩২৭
পীতুধবলী রস	...	৬৮
পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ	৩৬	
পুনর্নবাতি তৈল	...	২৩৮-৩০২

পুনর্নবা তৈল	...	২৫, ২৫৬
পুনর্নবা মিশ্রক	...	২৪০
X পুনর্নবাদি বটী	...	২৫৭
পুনর্নবা গুগ্গুলু	...	১৮২
পুনর্নবা মণ্ডুর	...	২৪
পুনর্নবারিষ্ট	...	৩০২
পুনর্নবাবলেহ	...	৩০৬
পুনর্নবাষ্টক কষায়	...	২৮৮-৩০৫
পুনরাবর্তক জ্বর	...	৪৬
পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল	...	১৬২
পুষ্পরাজ চূর্ণ	...	৩৭৮
পৃগন্ধ	...	২০৪
পৃগচন্দ্র রস	...	২৬৩, ৩৮৩
পৃষ্ঠাঙ্গ চূর্ণ	...	৩৬৬
প্রতিভূণী চিকিৎসা	১৮০	
প্রত্যষ্ঠীনা চিকিৎসা	১৮২	
প্রত্যাখ্যান চিকিৎসা	১৮২	
প্রদর চিকিৎসা	৩৬৫	
প্রদরারি লৌহ	...	৩৬৭
প্রদরান্তক রস	...	৩৬৮
প্রবাহিকা চিকিৎসা	৬০	
প্রবাহিকারিলেহ	...	৬১
প্রমেহ চিকিৎসা	২৫৮-২৮২	
প্রমেহ সেতু	...	২৬১
X প্রমেহ চিস্তামণি	...	২৬৬
প্রমেহ গজসিংহ দ্রুত	...	২৬৭
প্রমেহ বিহির তৈল	...	২৭৬
প্রলেপক জ্বর	...	৪৪
প্রসারণীলেহ	...	৩৭৫
প্রসারণী সন্ধান	...	২০১
প্রাকৃত বৈরুত জ্বর বিজ্ঞানাদি	৪২	

প্রাণদা বটী	...	৭৬,২৮১
প্রাণদা শুড়িকা	...	৭৭
প্রিয়ঙ্গুদি তৈল	...	৩১৩,৩৬৮
শ্রীহারি রস	...	২২৪
শ্রীহারি বটিকা	...	২২২
শ্রীহাস্তক রস	...	৩০০
শ্রীহ শার্দূল রস	...	৩০০

( ফ )

ফলকল্যাণ স্রুত	...	৩৭০
ফলবর্ধি	...	৭৭
ফল ত্রিকাদি কষায়	...	২৪, ৭৭৮
ফল ত্রিকারিষ্ট	...	৩১০

( ব )

বকুলাস্ত তৈল	...	৩৫২
বঙ্গজতু	...	২৭২
বঙ্গ ভাস্মনিধি	...	৩২৫
বঙ্গভাস্মাঙ্গুগাম	...	৩২৬
বঙ্গাষ্টক	...	২৬৭
বঙ্গান জতু	...	২৬৮
বঙ্গাদি বটী	...	২৮৪
বঙ্গেশ্বর	...	২৬৬, ২৮৮
বচাদি	...	৩২
বচাদি কষায়	...	৫৫
বচাদি চূর্ণ	...	১১১, ২২৭
বজ্রকাঙ্কিক	...	৩৭৪
বজ্রকার	...	১২২
বজ্রস্রুত	...	৩৩৩
বজ্র বটক মণ্ড	...	২৫
বরুণাঙ্গ কাথ	...	৩১৩
বরুণাঙ্গ লৌহ	...	২৪৩
বরুণাদি কষায়	...	২৫৩

বরুণ স্রুত	...	২৫৩
বরুণাঙ্গ তৈল	...	২৫৩
বরুণাঙ্গ স্রুত	...	২৫৫
বরুণাঙ্গিগণ	...	২৫৫
বরুণাঙ্গি চূর্ণ	...	২৫৭
বরুণক শুড়	...	২৫৪
বলাদি কষায়	...	৫৮
বলাঙ্গ স্রুত	...	২৩৬
বলা স্রুত	...	৪৪১
বল্লভ স্রুত	...	২৩৬
বল্লী পঞ্চমূল	...	৩৮৪
বসন্তকুম্ভাকর রস	...	১৬১, ২৮৫
বসন্ত তিলক	...	১২৪
বচমূল	...	২৮২

বহুমূত্রাস্তক লৌহ	...	২৮৪
বাজীকরণ অধিকার	...	৩৮৪-৩৮৭
বাজী গন্ধাদি কষায়	...	১৬৭
বাত কুণাষ্টক	...	১৪২
বাতব্যাদি চিকিৎসা	...	১৪৩
বাতহর চিকিৎসা	...	১৪৫
বাত বিধ্বংসি রস	...	১৪৫
বাত রক্তাস্তক রস	...	১২০, ১২১
বাতরক্তাস্তক লৌহ	...	১৮২, ১২৩
বাতরক্ত চিকিৎসা	...	১৮৫
বাত শ্লেষ্মাতিসার	...	৫৭
বাত বলাসক জ্বর	...	৪৫
বাত শ্লেষ্মজ্বর	...	২৮
বাতজ্বর চিকিৎসা	...	১৯-২০
বাত নানাত্মক বিকার	...	৫
বাত পিত্তজ্বর	...	২৫
বাতাতিসার	...	৫৪
বাতারি শুণ্ণ	...	১২২

বাতারি তৈল ...	১৬৩ ১৬৬
বাতারি মর্দন ...	১৬৭
বার্তাকু শুড়িকা ...	৬৪
বাধকের কারণ ...	৩৭১
বাল চতুর্ভদ্রাব লেহিকা ...	১৩
বালকাদি কষায় ...	৫৮
বালক রস ...	৩৭৮
বালচতুর্ভদ্রাবলেহ ...	৩৭৮

### বালরোগ চিকিৎসা ৩৭৮

বালকল্যাণ রস ...	৩৭৮
বালক কল্যাণ শুড় ...	১২৩
বাসাচন্দ্রনাদ্য তৈল ...	১১৮
বাসারুদ্র শুড়ুচি তৈল ...	১২৩
বাসাশুড়ুচ্যাদি কষায় ...	১৮৮
বাসাশ্লত ...	১০০
বাসাধণ্ড ...	১০০
বাসাকুশ্মাণ্ডক ...	১০০
বাসাদি কষায় ...	২২
বায়ুপ্রকৃপিত হইবার কারণ ...	৫
বায়ুনাশক ক্রিয়া ...	৬
বায়ুছায়া সুরেজ তৈল ...	১৫২
বিজয় ভৈরব তৈল ...	২০১
বিদ্যাদি দ্রব্য ...	১৪২
বিদ্যাহি দ্রব্য ...	১৮৫
বিদ্যারি দ্রব্য ...	২৪৮
বিজ্ঞাধরাত্র ...	২০৮
বিজ্ঞাবাগীশ রস ...	২৭১
বিজ্ঞমযোগ ...	৩১৫, ২১৮, ২৪৩
বিন্দ্যবাসি যোগ ...	১১২
বিন্দু দ্রব্য ...	২৮৮-২৮৯
বিপরীত মলতৈল ...	৩২২
নিভীতক প্রলেপ ...	৪৩১৮

বিদ্যাপন ...	৩১৪
বিদ্যতৈল ...	৭০, ৩৫৫
বিদ্যগর্ভ তৈল ...	৬৪
বিদ্যাদি কষায় ...	৫৫
বিদ্যাজন ...	৩৫৬

### বিরূতাস্য হনুগ্রহ চিকিৎসা

১৬৩

বিদ্যাদি ...	৩০৫
বিশেষর রস ...	২৬, ৪৮, ৬১
বিশ প্রয়োগ ...	৩১
বিষমজ্বর চিকিৎসা ...	৩৩
বিষমজ্বরাস্তক চূর্ণ ...	৩৬
বিষকৃত ঔষধিগন্ধ কৃত আগন্তু জ্বর ...	৪৬
বিষ তৈল ...	৩২৬-৩৩৭
বিষহর ষটী ...	৩৮৯
বিষাধিকার ...	৩৮৭-৩৯০
বিষ্ঠা পরীক্ষা ...	৫২
বিষ্ণু তৈল ...	১৪৭

### বিসূচি চিকিৎসা ৮৫

বিসূচি বিধবৎসরস ...	৮৯
---------------------	----

### বিশ্ফোট চিকিৎসা ৩২৮

বিড়ঙ্গ ...	২০
বিড়ঙ্গ তৈল ...	২২
বিড়ঙ্গ দ্রব্য ...	২৩
বিড়ঙ্গাদি লৌহ ...	২২
বিড়ঙ্গ ক্ষার ...	২২৩
বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ ...	২২৫
বিড়ঙ্গাদি মোদক ...	২১২
বীজপূরাত্ত দ্রব্য ...	২০৪২-০৫
বীরতর্কাদিগণ ...	২৫১
বীরতর্কাদিগণ ...	২৫১
বীরতর্কাত্ত তৈল ...	২৫৩



বীরতরাহি তৈল	...	২৫৫	বৃহদগ্নি মুখ চূর্ণ	...	৮৩
বীৰ্য্যাস্তম্ভ চিকিৎসা	...	৩৮০	বৃহদংশমূল তৈল	...	৩৬০
বৃদ্ধ দারাক বীজ	...	৩২৭	বৃহৎ দাড়িম্বাশ্ব ঘৃত	...	২৭৬
বৃদ্ধ দারাদ্র লৌহ	...	১২২	বৃহৎ দাত গজাঙ্কুর	...	১৪২
বৃদ্ধিহর রস	...	৩১১	বৃহৎ দাত চিস্তামণি	...	১৪৭
বৃষ্যঘৃত	...	৩৮৩	বৃহৎ দাতী ঘৃত	...	২৮৫
বৃহৎ অধিকুমার	...	৮১	বৃহৎ ধাত্যাদি কষায়	...	২৪৩
বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত	...	১৫২	বৃহৎ ধুতুরাশ্ব ঘৃত	...	১৬২
বৃহৎ কনকাসব	...	১২৪	বৃহৎ দ্বৈত তৈল	...	১৭৩
বৃহৎ কফ চিস্তামণি	...	১৩	বৃহৎ পঞ্চমূল	...	২৫,৪০২
বৃহৎ কন্তুরী তৈরব	...	২৮	বৃহৎ পঞ্চগব্য ঘৃত	...	১৪২
বৃহৎ কন্তুরী ভূষণ	...	২২	বৃহৎ পিঙ্গলী ঋণ্ড	...	৩৪২
বৃহৎ কাঞ্চনাল	...	১১০	বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস	...	৩৮৬
বৃহৎ কিকিনী তৈল	...	৩৬২	বৃহৎ বৈষ্ণব	...	৩৬,২৬১.২৭২
বৃহৎ গন্ধাধর চূর্ণ	...	৫৫	বৃহৎ বাতাসি তৈল	...	১৫৩
বৃহৎ গুড় পিঙ্গলী	...	২২৮	বৃহৎ বিষ্ণাধরাল	...	২০৮
বৃহৎ গুড় চি তৈল	...	১২১	বৃহৎ বাসাবলেহ	...	১১৩
বৃহৎ গুড় চ্যাদি তৈল	...	১২১	বৃহৎ বিষ্ণু তৈল	...	১৪৭
বৃহৎ গ্রহণী মিহির তৈল	...	৭১	বৃহৎ ভার্গ্যাদি কষায়	...	৪৪
বৃহৎ চন্দনাদি তৈল	...	১২৪	বৃহৎ ভীমরুদ্র রস	...	৩৮২
বৃহৎ চন্দ্রামৃত লৌহ	...	১১৩	বৃহৎ মকরশ্বজ	...	৩৮২
বৃহৎ চন্দ্রামৃত রস	...	১১৩	বৃহৎ মরিচ্যাতি তৈল	...	৩২৬
বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরশ্বজ	১৬১, ৩৮২		বৃহৎ মহাগন্ধক	...	৬৮
বৃহৎ চিস্তামণি	...	৪৭	বৃহৎ মহালক্ষ্মী বিলাস	...	৪৫
বৃহৎ চূড়ামণি রস	...	৪৮	বৃহৎ মাগকাতি গুড়িকা	...	২২৬
বৃহৎ ছাগলাশ্ব ঘৃত	...	১৫৬	বৃহৎ যোগরাজ গুণ্ডুল	...	২০০
বৃহৎ জ্বর চূড়ামণি	...	৩৫	বৃহৎ রস শার্দূল	...	৩৭৬
বৃহৎ জ্বরাস্তক লৌহ	...	৪১	বৃহৎ লবঙ্গাদি বটী	...	৮২
বৃহৎ জ্বরাস্তিকাদি তৈল	...	৩১৬	বৃহৎ লোকনাথ রস	...	৩০১
বৃহৎ জ্বরকাতি মোদক	...	৬৮	বৃহৎ শতাবরী মণ্ডুর	...	২০৬
বৃহৎ জ্বরকাতি গণ	...	৩১, ২০২	বৃহৎ শতাবরী ঘৃত	১০২ ১৬০, ৩৬৭	
বৃহৎ তরুণানন্দ রস	...	১১৭	বৃহৎ শাল্মলী ঘৃত	...	১৬৩
			বৃহৎ শুক মূল্যাস্ব তৈল	...	৩০৮

বৃহৎ শূরণ মোদক	..	৭৮
বৃহৎ শৃঙ্গারাজ	...	১১৭
বৃহৎ সর্কজ্বর হর লৌহ	..	৩৫
বৃহৎ স্তিতিকারি রস	..	৩৭৫
বৃহৎ স্তিতিকা বিনোদ রস		৩৭৬
বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল	...	২০১, ৩১১
বৃহৎ সোমরাজি তৈল	..	৩২৮
বৃহৎ হংসাদি দ্রুত	..	১৭২
বৃহত্তী দ্রুত	...	১৬১
ব্যাক্তী তৈল	...	৩৫৩
ব্যাক্তী হরিতকী	..	১১৮

### বেপথু বায়ু চিকিৎসা ১৭৮

ব্যোম বটী	...	২৩৭
ব্যোষাদি গুড়িকা	..	৩৫৩
ব্যোষাঙ্গ দ্রুত	..	২৫
বৈক্রান্ত মারণ বিধি	...	৩২৩
বৈশ্বানর চূর্ণ	..	১২৮
ব্রণ রোপক তৈল	..	৩১২
ব্রণ রাক্ষস তৈল	...	৩১৭
ব্রহ্ম রস	...	৩৩৫
ব্রাহ্মী দ্রুত	...	১২৫, ১৩২
ব্রাহ্ম্য রসায়ন	...	৩৮৪

( ৬ )

### ভগন্দর চিকিৎসা ৩১৯

ভগন্দর হর রস	..	৩২০
ভদ্র দার্কাদি গণ	...	১৪৪
ভদ্রাবহ দ্রুত	...	২৪৮
ভগ্নাতক লৌহ	..	৭৪
ভগ্নাতক শোধন বিধি	..	৪০২
ভগ্নাতক ক্ষার	...	৬৪
ভাবনা বিধি	...	১৪
ভার্গী গুড়	...	১২২, ১২৩

ভার্গীঘটপলক দ্রুত	...	২২৫
ভার্গীশর্করাবলেহ	...	১২০
ভাবিত্ত বিবম জরাস্তক লৌহ		৩৬
ভাস্কর লবণ	...	৮১
ভীমরুদ্র রস	...	৩৮২
ভুবনেষণ	...	৫৪, ২১৭
ভূতাক্ষরস	...	১৩২, ১৪০
ভূনিষাঙ্গ দ্রুত	..	৩২৩
ভৈরব রস	...	১২৬

( ৮ )

মকরধ্বজ	...	৪২
মকরধ্বজের অহুপান	..	৪৩
মকরধ্বজ রসায়ন	...	১৬১
মঙ্গলাচরণ	..	১
মঞ্জরোহ	...	১৮০
মঙ্গদোষজ ব্যাধি	..	৪
মণ্ডুর ভ্রমবিধি	...	৩২৬
মধ্বরিস্ট	...	৭১
মধ্বাসব	...	৩৩২
মধ্যম নারায়ণ তৈল	...	১৪৬, ১৬৭
মধুকাদি যোগ	..	১৩০
মধুজরাঙ্কুর	...	৪১
মনঃশিলা গুড়ি	...	৩২৭

### মন্যাস্তস্ত চিকিৎসা ১৬৫

মনোহর চূর্ণ	...	২২৮
মহু	...	২৭
মরিচাদি তৈল	...	৩২৬
মলম	...	৩১৫
মহুরিকা	...	৩৪৬
ময়ূরাজ দ্রুত	...	৩৬৪
মহাকল্যাণক দ্রুত	...	১৩৮
মহাকল্যাণ দ্রুত	..	১৪০

মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা	৩২:
মহাকুষ্ঠমাংস তৈল	.. ১৫২
মহাখদির দ্রুত	.. ৩৩:
মহাচন্দ্রনাথ তৈল	১১১
মহাচৈতন্য দ্রুত...	... ১৩৮, ১৪১
মহাচৈতন্য তৈল	... ১৪০
মহাভালকেশ্বর রস	... ১২০
মহাভিক্রম দ্রুত	... ৩৩১
মহাভিক্রম তৈল	... ৩৫৮
মহা দশমূল তৈল	.. ৩৬১
মহানারায়ণ তৈল	... ১৫৭
মহানীল তৈল	৩৫০
মহাপিণ্ড তৈল	.. ১২২, ১২৩
মহাপিত্তাস্তক রস	... ৪৭, ৩৪৩
মহাপৈশাচিক দ্রুত	... ১৩৮
মহাবলা তৈল	.. ১৫৭
মহাভয়াক্ত গুড়	.. ৩১০
মহাভঙ্গরাজ তৈল	১২১০
মহামাষ তৈল	.. ১৫৫
মহামৃগাঙ্ক	... ১১০
মহারসায়ন দ্রুত	... ৩৮৫
মহারাজনপবন	৬২
মহারাজ প্রসারিণী তৈল	... ১৭১
মহাকুষ্ঠ তৈল	.. ১২৩
মহানন্দীবিলাস	... ২৩, ৩৬১
মহানন্দীবিলাস তৈল	১৫২
মহাশঙ্খবটী	... ৮২
মহাশাশরি লৌহ	... ১২৩
মহাশটপলক দ্রুত	.. ৬৮
মহাসিন্দূরাদা তৈল	৩২৭
মহাশতিকালক রস	... ৩৭৫
মহামেহ	.. ১৮১

মাণমণ্ড	... ২৮৬
মাণাদ্য লৌহ	... ৭৬
মাণাদ্য গুড়িকা	... ২৯৬
মাণিকা রস	... ৩২
মানভাষা	... ৩২৮
মানস দোষ	... ২
মানভাষা দ্রুত	... ৩৫০
মানবলাদি কষায়	... ১৬৪
মানবলাদি তৈল	... ১৫২
মানবদি কষায়	.. ১৬৮
মানবদি চূর্ণ	.. ২৮৪
মাংসগতে উপনাহ	... ১৫৩
মাংসদোষজ ব্যাধি	... ৪

X মাংসিকাদি বটী	... ১১১, ৩৫০
মাংসিকাদি যোগ	... ৩২

### মিশ্র শূল চিকিৎসা ২০৯

মুক্তাঙ্ক	... ৩২৭
মুক্তাঙ্ক চূর্ণ	... ১২১
মুখকত নিরুদনী চূর্ণ	... ৩৫২
মুদাশিখ শোধন বিধি	... ৩২০
মুস্তকাদি কষায়	... ৫৭
মুস্তাঙ্কগণ	... ৩১
মুস্তাঙ্ক মোদক	... ৮৭

### মূচ্ছা চিকিৎসা ১৩১

### মূত্র কৃচ্ছা চিকিৎসা ২৩৯-২৪৫

মূত্র কৃচ্ছাস্তক রস	... ২৪১
মূত্রা ঘাত চিকিৎসা	২৪৫
মূলকান্ত তৈল	... ১৪৮
মৃগাঙ্ক রস	... ১০৮
মৃত সঞ্জীবনী অগদ	... ৩৮৮
মৃত্যুঞ্জয় রস	... ১২
মৃত্যুঞ্জয় লৌহ	... ৩০০

মেঘধ্বনি	...	৩১
মেঘনাদ রস	...	২৬৪
মেঘী মোদক	...	৬৭
মেদো দোষজ ব্যাধি	...	৪
মেঘ তৈল	...	৩১৮
মেহ কেশরী	...	১৬৪
মেহ কুলাস্তক	...	১৭১
মেহবজ্র	...	২৬৫
মেহ বারণ সিংহ রস	...	১৬৬
মেহ মূলের চিকিৎসা	...	২৭০

য

যকদারি লৌহ	...	২৮৯
যকৎ পীহারি লৌহ	...	৩০১
যকৎ শলহন বটী	...	১১০
যমক পাক	...	১৭০
যমাতাদি চূর্ণ	...	১০৩-১০৭
যমানীমাড়ন	...	১০৭
যক্ষাজ কষায়	...	১০
যক্ষা চিকিৎসা	...	১০৩-১১৫
যক্ষারোগীর তুলসীগণ	...	১১৪
যোগবাজ	...	১০
যোগবাজ গুণ-গুণ	...	১০৭
যোগজ পক্ষক চূর্ণ	...	১০১
যোগেজ রস	...	১০৫
যোগেশ্বর রস	...	১০১
যো নব্যাপদ চিকিৎসা	...	৩৬৯

র

রজঃ প্রবর্তনা বটী	...	৩১১
রক্তচিত্তমূল ঝড়ি	...	৩১৭
রক্তজ ব্যাধি	...	৭
রক্তমাত্রী বাধক	...	৩১১
রক্তাসিয়ার	...	৭৮

রক্তপিড	...	৯১
রক্তপিডাস্তক রস	...	১০১
রক্তার্শ	...	৭২
রক্তার্শের ষষ্টিযোগ	...	৭৯
রক্তপ্রভা	...	৩৬৮
রসকপূর প্রস্তুত বিধি	...	৩৯২
রস শুড়িকা	...	৭৫
রসজ ব্যাধি	...	৪
রসতালক প্রস্তুত বিধি	...	১০২
রস পূর্ণটী	...	৬৫
রস মাণিকা প্রস্তুত বিধি	...	৩৯৬

রসরাজ রস	...	১৫৫, ২৯৯
রসসিন্দূর প্রস্তুত বিধি	...	৩৯১
রসাদিগুহ জ্বর	...	৪৯
রসায়নায়ুত লৌহ	...	৪২২, ২৪
রসালী	...	১১৮
রসালি শুড়ি	...	৩৪০
রসোন তৈল	...	১৪৩
রসোন পিণ্ড	...	১৪৯
রাজ মুগাঙ্গ	...	১১২
রাত্রিজ্বর চিকিৎসা	...	৪৭

রামরায় রস	...	১১
রাসাদিশমূল কষায়	...	১৯৮
রাসাদি	...	৩৩
রাসাদি লৌহ	...	১১১
রাসাপক্ষক	...	১০৭
রাসা সস্তক	...	১০৩
রোহিণী গুহ	...	১০১
রোহিতকাদি চূর্ণ	...	২০৬
রোহিতক কষায়	...	২০
রোহিতক প্রলেপ	...	২০১
রোহিতক তৈল	...	২০৩
রোহিতক	...	৩১০

রৌপ্য ষারণ বিধি	৩২৫
রৌপ্য ভস্মাস্ত্রপান	৩২৫

( ল )

লঘু লৌকেশ্বর রস	২৫০
লঘু চতুঃসম	৩৭৮
লবণ তৈল	২৩৮
লাল গুড়া	৭০.৩০৭
লাল বটী	৭০
লাক্ষ্য কাস্তিক তৈল	১৫২
লালাবিনাস রস	৩৪৩
লোকনাথ রস	৩০০
লোহাসব	২৬২
লোহিত চূর্ণ	১১
লৌহভস্ম বিধি	৩২৩
লৌহভস্মাস্ত্রপান	৩২৪
লৌহ মৃত্যুঞ্জয় রস	৩০০
লৌহরাজ রস	৪১
লৌহ হরীতকী	২১০
লৌহাসুত	২১৩

( ল )

লজ্জাক্ষয় গুড়িকা	২১৪
লজ্জাবটী	৮১
লজ্জা চূর্ণ	২১০.২১৩
লজ্জা কষায়	৩২
লজ্জা মূল্যাদি কষায়	২৪২
লজ্জা মূল্যাদি লৌহ	১০৩
লজ্জাবরী তৈল	১৩৩
লজ্জাবরী ঘৃত	১২১. ২৪২. ৩৪৪
লজ্জাবরী মণ্ডুর	১০৬
লজ্জা শুদ্ধ	৫১
লজ্জাকারি গুড়িকা	২১০
লজ্জাকারি তৈল	৩৪৪

লজ্জাকার তৈল	৩৫৫
লজ্জাধ রস	৮২

শয্যামূত্র চিকিৎসা ৩৫১

শরপুষ্টি কষায়	৩২২
শরপুষ্টি লবণ	২২২
শরাদি ঘৃত	২৫৫
শরকাত ঘৃত	৩৬৪
শরঙ্গ কাস্তিক	৮১
শালপর্ণাদি কষায়	৫৭
শালসারাদিগণ	২৬৩
শাল্লবস্বৈত	১৬৮
শাল্লবী ঘৃত	২৬৮
শাসক'স চিত্তামণি	১২৪
শাসক'স বটী	১২৪

শাসক'স	১২৩
শাস চিত্তামণি	১২১
শাসাদিগণ	২১৬
শাসাঘৃত	৩১৮
শিথিলভব রস	২২৫

শিথিল তৈল	৩৫৩
শিথিল প্রলেপ	২২২
শিথিল গুণ্ডুল	১২২
শিথিল ঘৃত	১৩৮
শিথিল	৩২০

শিরোরোগ চিকিৎসা ৩৬০

শিলাজহাতি লৌহ	১১২
শিলাজতু প্রয়োগ	২৩৭.২৬৩
শিলাজতু যোগ	২৪৫
শিলাজতু রসায়ন	৩৮৬
শিলাজতু শোধন বিধি	৩২৭
শিথিল, চিকিৎসা	৩৩৭
শিথিলপানন তৈল	৩৩৮

X শীতকল্যাণ স্তব	৩৬৭
শীতাদি জ্বর চিকিৎসা	৪৭
শীতপিত্ত	৩৩৯
শ্রীপণী তৈল	৩৭৭
শ্রীবিষ তৈল	৩৪৪
শ্রীমদনামন্দ যৌদক	৩৮১
শ্রীমদ্বাভ রস	৩৮০
শুক্টিষোণ	৩০৬
শুক্টিভারলা	৩২০
শুক্টিদোষজ ব্যাধি	৪
শুক্টিমুতি	১৪৮
X শুক্টিনিবারিণী বটিকা	১৫২
শুক্টিমাতৃকা রস	২৩২
শুক্টিয়াদি মণ্ড	৩৫১
শুক্টি স্তব	৩০৬
শুক্টিপর্পটী	৪৪, ৩০০
শুক্টি মূল্যাদ্য স্তব	২২১
শুক্টি মূল্যাদ্য তৈল	৩০৮
শুক্টিগজেন্দ্র তৈল	২৫
শুক্টিগজেন্দ্র মণ্ডুর	২১৫
শূল চিকিৎসা	২০৩
শূলহরণ মৌগ	৩০৮, ২১৫
শূলহর বটী	২১৫
শূলভক্ষ	২৩৫
শূল্যাদি চূর্ণ	১২০
শূলবেত্রাদ্য স্তব	২০১
শ্লেষ্মকালানল রস	৩২
শ্লেষ্মজ ব্যাধি	১
শ্লেষ্মানান্নজ বিকার	১
শ্লেষ্মান্নজ ক্রিয়া	১
শ্লেষ্ম পিত্তাশ্রক রস	৩৪০
শ্লেষ্ম পিত্তপিত্ত হইবার কারণ	৪

শ্লেষ্ম বন্ধক রস	৭
শ্লেষ্মাতিসার	৫৬
শ্লেষ্মোষণ সন্নিপাত জ্বর	২২-৩৩
শ্বেতাধি	৩৩৭
শোধ চিকিৎসা	৩০৪
শোধ শর্দি রস	৩০৮
শোধ শর্দি তৈল	৩০২
শোধযুক্ত সন্ধি স্থানে প্রলেপ	৩৬
শোধের পাচন	৫৬
শোধোদরারি লৌহ	২৮৮
শোণাক পুটিপাক	৫৭

( অ )

শতকটুর তৈল	৪৭
X শটপলক স্তব	৩১
X শটপলক শটপাক তৈল	২৩০
শটক	১০
শটক শুষ্ক শুষ্ক	৩৫
শটক বন্ধ তৈল	৩৬০

( জ )

সততক জ্বর চিকিৎসা	৩৭
X সত্ততার রস	৩৭
X সত্ততার হর বটী	২৪
সন্নিপাতক ব্যাধি	২
সন্নিপাতাতিসার	৫৬
সপ্তগ্রহ স্তব	১০১
সপ্ত গ্রহমহামাষ তৈল	১৭৩
সপ্তগ্রহ লৌহ	২০৬, ৩৫৮
সপ্তাদি শুষ্ক শুষ্ক	৩১৮
সবর্ধকর প্রলেপ	৩১৬
সমজাদি কষায়	৫৫
সমজাদি চূর্ণ	৫৭
X সমীর সন্ধি কেশরী	১১৮

সর্প বিষের প্রতিকার ...	৩৮৭	সারস্বতচূর্ণ ...	১৩৯
সপিণ্ড ...	১১২	সারস্বতি যোগ ...	২৪৪
সর্বগন্ধ কষায় ...	৪৬	স্রাববর্জি ...	৩৬৯
সর্বতোভদ্রাবটী ...	২৪১	স্রাবর বিষ ...	৩৮৭
সর্বতোভদ্র রস ...	৪৫	স্রাবর বিষ শুদ্ধি ...	৩৯৭
সর্বাত্ম বাতব্যাধি ...	১৭৫	স্থালী পাক ...	৩৪১
সর্বাত্ম সুন্দর ...	১০২-২০৮	সিতোপলাদি লেহ ...	১১৩
সর্বোৎকর্ষ রস ...	২৬৪	সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ...	৫৩
সহকার বটী ...	৩৫১	সিদ্ধহৃত ...	১৬১
সহচরাদি কষায় ...	৩৭৪	সিদ্ধার্থক তৈল ...	১৭৯
স্বল্পকন্তুরী ভৈরব ...	২৮	সিদ্ধিবীজ শুদ্ধি ...	৩৯৭
স্বল্প পঞ্চমূল ...	২৫	সিদ্ধ চিকিৎসা ...	৩২৫
স্বল্প মৃগাক ...	১০৯	সিদ্ধ হরীতকী ...	৮১
স্বর্ণাদি শুদ্ধিকা ...	২৬৪	সিংহনাভ গুণ গুলু ...	১৯৯
স্বর্ণপর্ণি ...	১১	স্বিরাজ্য হৃত ...	২২২
স্বর্ণবজ্র ...	২৬৬-২৬৭	সাসক ভাস্মবিধি ...	৩৯৬
স্বর্ণভাস্য বিধি ...	৩২৪	সুকুমার কুমারক পুনর্নবাবলেহ ...	২৪১
স্বপ্নদোষ ...	৩৮৭	সুকুমার কুমারক গুণ ...	২৪৬
স্বপ্নদোষ হর বটী ...	৩৮৭	সুখাবতী বর্জি ...	৩৫৭
স্বর্ণ ভাস্মের অস্ত্রপান ...	৩২৫	সুদর্শন চণ ...	৪৩
স্বর্ণ মাস্কিক প্রয়োগ ...	২৬৩	সুধাকর তৈল ...	৩৬৯
স্বর্ণ মাস্কিক মারণ বিধি ...	৩২৬	সুধানিধি রস ...	১৩১
স্বর্ণাক্ষমূল রস ...	৩৭৬	সুনিষক চাক্ষুরী দ্রুত ...	৭৪
স্বরভেদ চিকিৎসা ...	১২৫	স্বরসুন্দরী বটী ...	২৬৭
স্বরভু রস ...	১২৬	সুরেন্দ্র বিনোদ রস ...	২৮১
সংগ্রহ গ্রহণী কপাট রস ...	৬৮	সুলোচনাদ ...	১২৮
সংরুতাস্থিহ্রু গ্রহ চিকিৎসা ...	১৬৩	সুচিকান্তরণ ...	৩০
সংক্ষেপে স্বর্ণাদি মারণ বিধি ...	৩২৬	সুত তৈল ...	২০১-২০২
সাদাচটী ...	৩০৫	সুতভাস্ম প্রয়োগ ...	১৪২
সাধারণ কাস চিকিৎসা ...	১১৬, ১১৯	সূতিকা চিকিৎসা ...	৩৭৩
সামুদ্রাণ চূর্ণ ...	২১২, ২৮৭	সুতিকাদশমূল কষায় ...	৩৭৪
সাক্ষেভোম রস ...	১১৭	সুতিকাদশমূল তৈল ...	৩৭৬
সারস্বত হৃত ...	১২১		

মৃতিকাহেমাজ সুন্দর	...	৩৭৭
মর্য্যাবর্ত	...	৩৬১
মেকো শুদ্ধি	...	৩২৭
ম্নেহ লবণ	...	১৪৬
মৈকবাতি তৈল	...	২০১
মৈকবাতি তৈল	...	১৪৮
সোমনাথ রস	...	২৬০
সোমরাজি তৈল	...	৩২৬
সোমরোগ চিকিৎসা	২৮২-২৮৫	
সোমেশ্বর রস	...	২৬১
স্রোতোজাদি চূর্ণ	...	১২২
সোভাগ্য চিন্তামণি	...	২২
সোভাগ্য শুদ্ধি	...	৩৭৫

( হ )

হবিভাল ভস্ম	...	১২০
হরিদ্রা স্নাত	...	২৫
হারতাল শুদ্ধি	...	৩২৭
হারিদ্রা খণ্ড	...	৩৩২
হারিদ্রা তৈল	৩৪২-৩৫১	
হারিশঙ্কর রস	...	২৭৩
হারীতকী বটী	...	৩৮
হারীতকী যোগ	...	৮৩, ২০৮
হারীতকী খণ্ড	...	২১৪
হারীতকাণ্ডি	...	২৪২
হলীমক চিকিৎসা	...	৯৩
হবুলাত স্নাত	...	২২৪, ২৮২
হংসাদি মন্দন	...	১৬৮
হংসাদি তৈল	...	১৭২
হংসাদি স্নাত	...	১৭৩
হংসপালী তৈল	...	৩১৮
জালুয়ামোদক	...	৩৮১
হিকাশাস চিকিৎসা	১১২-১২৫	
হিকা ও শাস রোগীর ছলক্ষণ	...	১২৪
হিজাদি চূর্ণ	১৫০, ২০৩, ২০৭, ২০৮	
	২১৬, ২২১, ২২৫, ২২৯, ২৩৫	
হিজাদি রস	...	২১০

হিজুলশোধন বিধি	...	৩২৭
হিজুলেশ্বর	...	১২
হিমযিশু রস	...	১৩৫
হিরণ্যগর্ভ পোটলী রস	...	১০২
হিষ্টিরিয়া	...	১৪১
হিংগুজি	...	৩২৮
হীরক ভস্ম	...	৩২৮
জচ্চিস্তামণি	...	২৩৬
জদর রত্নবটী	...	২৩৭
জদরাব লেহ	...	২৩৮
জদয়েশ্বর রস	...	২৩৭
জলোপ চিকিৎসা	২৩০-২৩২	
জীবেরাদি কষায়	...	১০৩, ৩৭৪
জীবেরাদি	...	২১
জীবেরাদি তৈল	...	১০২
জতানন রস	...	৮৪
হেমনাথ রস	...	২৮৪

( ক্ষ )

ক্ষত শুক্রহর গুগ্গুলু	...	৩৫৮
ক্ষতান্তক মলম	...	৩১৭
ক্ষয়কেশরী	...	১১১
ক্ষার শুদ্ধি	...	৩০৬
ক্ষার স্নাত	...	২২৮
ক্ষারস্রজ	...	৭৪
ক্ষার যোগ	...	২২২
ক্ষার তৈল	...	৩৫৪
ক্ষারষ্টক	...	৪০২
ক্ষারোদক প্রস্তুত বিধি	...	৭৭
ক্ষীরকল্যাণ স্নাত	...	১৩৭-১৩৮
ক্ষীরপাক বিধি	...	৪০২
ক্ষীরবট পলক স্নাত	...	২২৫
ক্ষীরি যক্ষ	...	১৩৪
ক্ষুদ্ররোগ	...	৩৪৪-৩৪৮
ক্ষুধাবতী শুদ্ধি	...	৩৪১
ক্ষুধাবতী	...	৮২





# আয়ুৰ্বেদীয়া ফলিত চিকিৎসাবিধান ।



## মঙ্গলচৰণং

পুৰা প্রাণিস্বনুক্ৰোশং পুরোধায় মহৰ্ষয়ঃ ॥  
তপন্তেজোহতধ্বান্তা মহান্ত ইব বহুয়ঃ ॥  
সঙ্গম্য হিমশৈলস্ত পাদে দ্যুলোক সন্নিভে ॥  
যেহক্ৰবন্মায়ুষো বার্তাং রোগানীকজিহীৰ্ষয়া ॥  
ত্ৰৈকালজ্ঞানসম্পন্না নিঃস্বার্থা বিগতম্পৃহাঃ ॥  
ত্ৰিলোকগুৰবঃ সৌম্যা শ্চীৰবন্ধলধারিণঃ ॥  
তেষাং মুনীনাং পরমাজিদ্ৰু পদ্মং ॥  
তাতস্ত মাতুল্শ্চ শিবং শরণ্যং ॥  
বিস্মোপশাস্তৈস্ত্য শুভভক্তিপুট্পৈঃ ॥  
রাখালচন্দ্রঃ শতশোহভি বন্দে ॥

## আয়ুৰ্বেদশব্দের নিৰূপিত ।

আয়ুৰ্ম্মিন্ বিদ্বতে অথবা অনেন আয়ুৰ্বিন্দতি ইতি আয়ুৰ্বেদঃ । অস্ত্যৰ্থ—শৰীৰ, ইন্দ্ৰিয়, মন ও আত্মাৰ পৰস্পৰ সংযোগকে আয়ু এবং যে শাস্ত্ৰে তাদৃশ আয়ুৰ বিষয় বৰ্ণিত আছে তাহাকে আয়ুৰ্বেদ বলে । অথবা যে শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিলে আয়ুৰ বিষয় অবগত হওয়া যায় কিম্বা যে শাস্ত্ৰেৰ নিয়ম অনুসারে চলিলে দীৰ্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাকে আয়ুৰ্বেদ কহে ।

## অথ আয়ুর্বেদের বিষয় বর্ণনা ।

বায়ু, স্বৰ্য্য ও চন্দ্র যেরূপ পৃথিবীর উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে ও তাহাকে রক্ষা করে তদ্রূপ বায়ু, তেজোময় পিত্ত ও সৌম্য শ্লেষ্মা মানব শরীরে ক্রিয়া করে ও তাহাকে পালন করিয়া থাকে ।

শরীরস্থিত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বিকৃত হইলে শরীরকে বিনাশ করে । ইহারা শরীরকে দূষিত করে বলিয়া দোষ এবং মলিন করে বলিয়া মল ও ধারণ (পালন) করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয় ।

বায়ু এই দেহ যন্ত্রের চালক ; পিত্তই অগ্নি এবং শ্লেষ্মাই জল । এই জল, অগ্নি ও বায়ু দ্বারা দেহযন্ত্র অহিনিশি পরিচালিত হইতেছে । ইহারা সাম্যাবস্থায় থাকিলেই শরীর নীরোগ থাকে ।

বিকৃত বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই ব্যাধির উৎপাদক ; এই ত্রিদোষ ভিন্ন কোন ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে না । এক একটা পৃথক্ ২ দোষ ব্যাধিউৎপাদন করিলে তাহাকে বাতজ, পিত্তজ বা শ্লেষ্মাজব্যাধি বলা যায় ; দুইটী দুইটী দোষ মিলিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতপিত্তজ বা পিত্তশ্লেষ্মাজ ব্যাধি বলা যায় এবং দোষত্রয় মিলিত হইয়া যে ব্যাধি উৎপাদন করে তাহাকে ত্রিদোষজ বা সন্নিপাতজ ব্যাধি বলে ।

দোষ কুপিত না হইলে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে না । দোষ কুপিত হইবার পূর্বে হঠাৎ যে ব্যাধি উৎপন্ন হয় তাহাকে আগন্তুব্যাধি বলে । ভূতসংসর্গ, বিষসংস্পর্শ, বিষাক্ত বায়ু সংস্পর্শ, অগ্নিদাহ, অস্ত্রশস্ত্রাদির অভিঘাত, পতন, কাম, শোক ও ভয় প্রভৃতি দ্বারা হঠাৎ যে রোগ জন্মে তাহাকে আপত্তব্যাধি বলা যায় । যদিও ইহাতে পূর্বে কোন দোষের প্রকোপ হয় না কিন্তু পরক্ষণেই দোষের সংসর্গ হইয়া থাকে ; এজন্ম আগন্তু ব্যাধিকেও নির্দোষ ব্যাধি বলা যায় না । অধিকাংশ আগন্তুব্যাধিই বায়ুপ্রধান ।

রজঃ ও তমঃ নামে আরও দুইটী দোষ আছে । এই দুই দোষকে মনোদোষ বলে ; ইহারা মনকে দূষিত করে । নৃসংসর্গ ও তদ্বজ্ঞান মনোদোষের প্রধান ঔষধ ।

দেহস্থ বায়ু পাঁচ প্রকার । যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান । প্রাণবায়ুর স্থান হৃদয়, উহা হৃদয়ে থাকিয়া শ্বাস প্রশ্বাসাদিক্রিয়া নির্বাহ করে ; ইহা বিকৃত হইলে শ্বাসরোগ, হৃদ্রোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । অপান বায়ুর স্থান গ্রহণী নাড়ী ; উহা তথায় অবস্থান করিয়া মল মূত্রাদি নিঃসারণ করে ; ইহা বিকৃত হইলে অতিসার, গ্রহণী, গুদব্রংশ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ ও বহুমূত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । সমান বায়ুর স্থান—পকাশয়, উহা তথায় অবস্থান করিয়া পাচকাগ্নিকে গ্রাসিত করে এবং বিকৃত হইলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আত্মান প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশ ; উহা তথায়

অবস্থান করিয়া প্রাণবায়ুর ত্রায় ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং বিকৃত হইলে হিকা প্রভৃতি ব্যাধি উৎপাদন করে । ব্যানবায়ু সর্কশরীরব্যাপী; ইহা কুপিত হইলে সর্কান্নবাত, একান্নবাত, কম্প, আক্ষেপ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ।

পিত্ত পাঁচ প্রকার । যথা—পাচক, ভ্রাজক, সাধক, আলোচক ও রঞ্জক । পাচক পিত্তের স্থান পকাশয়; ইহার কার্য আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করা । ইহা বিকৃত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অন্নপিত্ত, অজীর্ণ, উদরস্তম্ভ, তীক্ষ্ণাগ্নি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । ভ্রাজক পিত্তের স্থান ত্বক্; ইহা শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং ইহার বিকৃতিতে বিস্ফোট, শীতপিত্ত প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । সাধক পিত্তের স্থান হৃদয়, ইহা অভীষ্ট কার্য সাধনকারী; বিকৃত হইলে হৃদ্রোগ, হৃদ্যাহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় । আলোচক পিত্তের স্থান চক্ষু; ইহা দর্শনকার্য্য নির্বাহক এবং ইহার বিকৃতিতে নেত্ররোগ উৎপন্ন হয় । রঞ্জক পিত্তের স্থান যকৃৎ ও মূত্রাশয়; ইহার কার্য্য রসকে রঞ্জিত করিয়া রক্তে পরিণত করা । ইহা বিকৃত হইলে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ।

শ্লেষ্মা পাঁচ প্রকার । যথা—ক্লেদক, শ্লেষ্মক, অবলম্বক, বোধক ও তর্পক । ক্লেদক শ্লেষ্মার স্থান আমাশয়; ইহা আমাশয়গত আহারীয় দ্রব্যকে ক্লিন্ন করে এবং বিকৃত হইলে বমন, প্রত্যাগ্নান, অর প্রভৃতি উৎপাদন করে । শ্লেষ্মকশ্লেষ্মার স্থান সন্ধি; ইহা সন্ধিস্থলের সংযোজক এবং দৃঢ়তা সম্পাদক । বিকৃত হইলে আমবাত প্রভৃতি উৎপাদন করে । অবলম্বক শ্লেষ্মার স্থান হৃদয়; ইহা স্ববীৰ্য্যপ্রভাবে অন্নরস দ্বারা হৃদয়ের স্বকার্য সাধনে সামর্থ্য প্রদান করে । বিকৃত হইলে—শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, শ্বাসক্লম্বতা প্রভৃতি উৎপাদন করে । বোধক শ্লেষ্মার স্থান কণ্ঠদেশ বিশেষতঃ জিহ্বামূল; ইহা রসের বোধ জন্মাইয়া দেয় এবং বিকৃত হইলে জিহ্বাস্তম্ভ প্রভৃতি উৎপাদন করে । তর্পক শ্লেষ্মার স্থান মস্তক; ইহা তথায় অবস্থান করিয়া সমস্ত শরীরকে সম্ভূর্তিত করে এবং ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া থাকে । বিকৃত হইলে—মালিষ্ঠ, জাড্য, আলম্ব, পীনস, মস্তকবেদনা, শরীরের শুষ্কতা প্রভৃতি উৎপাদন করে ।

গমনার্থ বা ধাতু হইতে বায়ু, সস্তাপার্থ তপ ধাতু হইতে পিত্ত এবং সংযোজনার্থ শ্লিষ ধাতু হইতে শ্লেষ্মা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ।

বায়ু চক্ষু, স্নায়ুশ্রোতচক্ষারী, শীতল, ক্লৃষ্ণ, বিশদ ও ধরগুণবিশিষ্ট । কেহ ২ ইহাকে শ্রাবণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করেন । আমরা দর্শনেজ্রিয়ে দ্বারা ইহার কোন রূপ গ্রহণ করিতে পারি না । ইহা পিত্ত ও শ্লেষ্মার চালক ।

পিত্ত—রাজিকামরিচাদির ত্রায় তীক্ষ্ণ, আগ্নেয়, তরল, পৃথিগন্ধবিশিষ্ট, নীলবর্ণ ( সাম্যাবস্থায় ), পীতবর্ণ ( নিরাম্যাবস্থায় ) . উষ্ণবীৰ্য্য, তিক্তরস ( প্রকৃত অবস্থায় ) . কটুরস ( বিকৃত অবস্থায় ) . স্নেহযুক্ত এবং সর্গুণবিশিষ্ট । পিত্ত বিদগ্ধ হইলে অন্নরস হয় ।

শ্লেষ্মা—শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধবীৰ্য্য, পিচ্ছিল, শীতল, মৃদু, স্থির ও মধুর রস এবং ইহা বিদগ্ধ হইলে লবণরস হয় । আমরা পিত্ত ও শ্লেষ্মা দেখিতে পাই । পিত্ত রক্তধাতুর এবং শ্লেষ্মা রসধাতুর মল । আমাদের দেহে বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মার ত্রায় আর ~ সাতটা ধাতু আছে ; তাহারাও দেহ ধারণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয় । যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও গুরু । দূষিত রসাদি ধাতু হইতে নানাপ্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে এবং তাহারা রসজ, রক্তজ, মাংসজ ইত্যাদি নামে কথিত হইতে পারে ।

### রসজ ব্যাধি ।

আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, অবিপাক, অঙ্গমন্দ, জ্বর, বিবমিষা, আহার না করিয়াই তদ্বিষয়ে পরিতৃপ্তিবোধ, অঙ্গগোরব, জদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, দেহের স্রোতোরুদ্ধতা, কাশ্য, মুখবৈরস্তু, অবসাদ, অকালপক্বতা ও দৃষ্টিশক্তিহীনতা ।

### রক্তজব্যাধি ।

কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা, মশক, নীলিকা, তিলকালক, ত্বচ্ছ, বাঙ্গ, ইন্দ্রলুপ্ত, গ্ৰীহা, বিদ্রবি, গুণ্ডা, বাতরক্ত, অর্শঃ, অর্কুদ, অঙ্গমন্দ, প্রদর, রক্তপিত্ত, গুদপাক, মুখপাক ও মেট্রপাক ।

### মাংসদোষজ ব্যাধি ।

অধিমাংস, অর্কুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্বা, উপজিহ্বা, উপকুণ্ঠ, গলগণ্ডিকা, অলজি, মাংস সংঘাত, ওষ্ঠপ্রকোপ, গলগণ্ড ও গণ্ডুমালা ।

### মেদোদোষজ ব্যাধি ।

গ্রন্থিরুদ্ধি, গলগণ্ড, অর্কুদ, ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমেহ, শ্বেতা, অতিঘৃণ্য ইত্যাদি ।

### অস্থিদোষজ ব্যাধি ।

অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ, অস্থিশূল, কুনথ ইত্যাদি ।

### মজ্জাদোষজ ব্যাধি ।

অন্ধকারদর্শন, মূর্ছা, ভ্রম, পর্কস্তলের গুরুতা, উরুভার, জজ্বার গুরুত্ব, ও নেত্রাভিঘ্নন্দ ।

### শুক্রদোষজ ব্যাধি ।

ক্লেবা, স্ত্রীসংসর্গে অনিচ্ছা, অশ্মরী, শুক্রমেহ ও শুক্রদ্রুষ্টি ।

অপিচ, চন্দ্রদোষে কুষ্ঠাদি ; মলাশয় দূষিত হইলে মলরোধ বা অত্যন্ত মল নিঃসরণাদি ; ইঞ্জিয়স্থান দূষিত হইলে ইঞ্জিয়ার অতিপ্রবৃত্তি বা অপ্রবৃত্তি ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

নিম্নলিখিত কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে । যথা—ব্যায়াম, উপবাস পতন, ভঙ্গ, ধাতুক্ষয়, রাত্রিজাগরণ মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোক, শীতলতা, ভয়, ক্রুদ্ধক্রিয়া, কষায়, তিক্ত বা কটুরস সেবন । বর্ষাকালে ও বৃদ্ধাবস্থায় ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইলে, এবং অপরাহ্ন সময়ে স্বভাবতই বায়ু কুপিত হইয়া থাকে ।

নিম্নলিখিত কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে । যথা—কটু ( কাল ) অন্ন, লবণ, উষ্ণবার্যদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, ক্রোধ, উপবাস, রোদ্র, স্ত্রীসংসর্গ, তিল, মসিনা, দধি, মণ্ড, শুক্ল ( সন্ধানবিশেষ ) . কাঁজি ইত্যাদি । শরৎ ও গ্রীষ্মকালে, যৌবনাবস্থায়, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় এবং মধ্যাহ্নে ও অর্দ্ধরাত্রিসময়ে স্বভাবতই পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে ।

নিম্নলিখিত কারণে শ্লেষ্ম প্রকুপিত হইয়া থাকে । যথা—মধুর, অন্ন, লবণ, গুরুদ্রব্য, স্নিগ্ধদ্রব্য, দ্রবদ্রব্য, হৃদ্র, ইক্ষুরস, দধি, দিবানিদ্রা, পিষ্টক ও ঘৃত ইত্যাদি । হেমন্তে, বসন্তে, বাল্যাবস্থায়, ভুক্তমাত্রে এবং দিবা ও রাত্রির প্রথমার্ধে স্বভাবতই শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় ।

বায়ু প্রকুপিত হইলে নিম্নলিখিত অশীতি প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে । যথা—

নখভেদ, বিপাদিকা, পাদশূল, পাদভ্রংশ, পাদস্ফুট, বাতখুড্ডতা, গুল্মগ্রহ, পিণ্ডিকোৎবেষ্টন, গৃধ্রসী, জাহ্নভেদ, জাহ্নবিল্লম্ব উরুস্তম্ভ, উরুসাদ, পাদশূল্য, গুদভ্রংশ, গুদার্তি, বৃষণোৎক্ষেপ, শিগ্রস্তম্ভ, বক্ষণানাহ, শ্রোণিভেদ, বিড়্ভেদ, উদাবর্ত, ধঞ্জহ, কুন্তহ, বামনহ, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, পার্শ্বশূল, উদরবেষ্ট, স্নোহ, স্ফুট, বক্ষুপরোধ, বক্ষুউদ্বর্ষ, বাহশোষ, গ্রীবাস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, কঠোদ্ধংস, হস্তস্তম্ভ, ওষ্ঠভেদ, দন্তভেদ, দন্তশৈথিলা, মুক্‌হ, বাগ্‌রোধ, মুখের কষায়তা, মুখশোষ, রসাজ্ঞান, ভ্রাণনাশ, কর্ণশূল, অশঙ্কপ্রবণ, উচ্চৈঃশ্রবণ, বাধির্গা, বয়্র্‌স্তম্ভ, বয়্র্‌সঙ্কোচ, তিমির, অক্‌শিশূল, নেত্রব্যাদাস, জব্যাদাস, শব্‌ভেদ, ললাটেভেদ, শিরঃশূল, কেশভূমিস্ফুটন, অর্দ্ধিত, একান্তরোগ, সর্কান্তরোগ, পক্ষাঘাত, আক্ষেপ, দণ্ডক, শ্রমবোধ, ভ্রম, কম্প, জৃম্বা বিষাদ, প্রলাপ, মানি, ক্রুদ্ধতা, মলকাঠিণ্য গ্রাববর্ণ বা অরুণবর্ণতা, অনিদ্রা ও চঞ্চলচিত্ততা । এই ৮০ প্রকার বাত বিকারকে বাত-নানাভাজ বিকার কহে ।

পিত্ত প্রকুপিত হইলে নিম্নলিখিত চল্লিশ প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে । যথা—

যথা—ওষ ( নিকটস্থ অগ্নিতাপের ঋয় তাপ বোধ ) প্লোম—(অগ্নিদাহজনিত জ্বালর ন্যায় জ্বালা ) দাহ, দবধু ( শরীর যেন ধক্‌ ধক্‌ করিয়া জলিয়া যাইতেছে এক্রপ বোধ, ) ধূমক ( ধূম নিঃসরণের ঋয় বোধ ) অল্লোদগার, বিদাহ, অন্তর্দাহ, স্বক্‌দাহ, উন্মার আধিকা, অভিষেদ অঙ্গগন্ধ, অঙ্গাবদরণ, রক্তক্‌দ, মাংসক্‌দ, ত্বক্‌দাহ, মাংসদাহ, ত্বক্‌ ও মাংসের বিদরণ, চর্মবিদরণ, রক্তবর্ণকোঠ, রক্তবর্ণ বিকোঠ, রক্তপিত্ত, রক্তমণ্ডল, হরিতবর্ণতা, হরিদ্রাবর্ণতা, নীলিকা, কক্ষা, ( বাহুরপার্শ্বে, স্বক্‌ ও কক্ষে যে কক্ষবর্ণ বেদনায়ুক্ত স্ফোটক হয় ) কামলা, মুখের তিক্ততা, পুতিমুখতা, তৃষ্ণাধিকা, অতৃপ্তি, মুখপাক, গলপাক, নেত্রপাক,

শুদপাক, মেট্রপাক, জীবক্ষয় (জীবশোণিতেরক্ষয়) তমঃপ্রবেশ, মূত্রনেত্র ও বিষ্ঠার হরিত বা হরিত্রাবর্ণতা। এই চারি প্রকার পিত্তবিকারকে পিত্তনান্নাশ্রজ-বিকার কহে।

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে নিম্নলিখিত বিংশতি প্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে।

যথা—ভৃগু (আহার না করিয়াও আহার করার ছায় বোধ), তন্দ্রা, অধিকনিদ্রা, স্তিমিততা (আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা অবশুণনের ছায় বোধ), গাত্রগোরব, আলস্য, মুখের মধুরতা, মুখশ্রাব, উদগার, কফোদগীরণ, মলাধিকা, কণ্ঠের লিপ্ততা, হৃদয়ের লিপ্ততা, ধমণীর স্থূলতা, পীনস, (সর্দি) গলগণ্ড, শ্বোলা, অগ্নিমান্দ্য, উদর্দ, বর্ণ নেত্র মূত্র ও বিষ্ঠার শুভ্রতা, এই বিংশতিপ্রকার শ্লেষ্মাবিকারকে শ্লেষ্মনান্নাশ্রজ বিকার কহে।

মহামতি সূদান্তসেন বাতবিকারে যাহা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে আত্মান, ক্ষুটন, বিষয়পরিণতি, দৃষ্টি, প্রমোহ ও শুষ্কতা এই কয়েকটি এবং পিত্তবিকারে যাহা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে পিপাসা, মূর্ছা, মত্ততা ও প্রলাপ এই কয়েকটি এবং কফ বিকারে যাহা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে কণ্ডু ও শোথ অধিক দৃষ্ট হয়।

**বাস্থানাশকক্রিয়া।**—যথা—মধুর, অন্ন, লবণ, স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন, বাত-নাশক শ্বেদ, (স্নিগ্ধ শ্বেদ) শ্লেহাভ্যঙ্গ, শ্লেহপান, আস্থাপন, অম্মবাসন, নম্য) গুরুভোজন, উৎসাদন ও পরিবেক। বায়ুতে তৈলাভ্যঙ্গ সুপ্রশস্ত। বায়ু যোগবাহী। উহা পিত্তের সহিত মিলিত হইলে আগ্নেয় এবং শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে সৌম্য হয়। পিত্তান্নিত বায়ুতে পিত্তনাশক ঔষধ দ্বারা এবং শ্লেষ্মান্নিত বায়ুতে শ্লেষ্মানাশক ঔষধ দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়। যে প্রকার আগ্রয়ীভূত কার্ত্তের অভাবে অগ্নির উপশম হয় তদ্রূপ আগ্রয়ীভূত পিত্ত শ্লেষ্মার অভাবে বায়ুর উপশম হয়। কুপিত বায়ু যে স্থানে গমন করিবে সেই স্থানের চিকিৎসায় বায়ুর উপশম হইবে। যেমন—বায়ু শ্লেষ্মস্থান আমাশয়ে গমন করিলে, বায়ুতে বিহিত স্নিগ্ধ শ্বেদের পরিবর্তে কফে বিহিত রুক্ষ শ্বেদ প্রয়োগ করিতে হয়, ইত্যাদি।

**বায়ু বর্দ্ধক রস যথা—**

কটু, তিক্ত ও কষায়। হরীতকী কষায় হইলেও বায়ুবর্দ্ধক নহে। শুক্লী কটু হইলেও বিপাকে বায়ু নাশক। বেত্রাগ্র ও পলতা তিক্ত হইলেও বায়ু প্রকোপক নহে। কষায় রস অত্যন্ত বাতবর্দ্ধক।

**পিত্তনাশক ক্রিয়া।**

মধুর, তিক্ত, কষায় ও শীতল দ্রব্য সেবন, স্নাত পান, বিরোচন, পিত্তনাশক প্রলেপ, পরিবেক, অভ্যঙ্গ ও অবগাহন। পিত্তে স্নাতপান সুপ্রশস্ত। তিক্তরস অত্যন্ত পিত্তনাশক।

### পিত্তবর্দ্ধক রস ।

কটু অন্ন ও লবণ রস । কটু রস অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক ; আমলক অন্ন হইলেও পিত্ত-নাশক ; পিপুল ঝাল হইলেও বিপাকে পিত্তনাশক ।

### শ্লেষ্মনাশক ক্রিয়া যথা—

কটু, তিক্ত, কষায় রস, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন, শ্লেষ্মনাশক শ্বেদ, বমন, শিরো-বিরেচন এবং ব্যায়াম । কফে মধু লেহন সুপ্রশস্ত । কটুরস অত্যন্ত শ্লেষ্মনাশক ।

### শ্লেষ্মবর্দ্ধক রস যথা—

মধুর, অন্ন ও লবণ রস । মধুর রস অত্যন্ত শ্লেষ্মবর্দ্ধক ।

যে সমস্ত দ্রব্য বায়ুনাশক, উহা সাম বায়ুর বর্দ্ধক ; সূর্য্যোদয়ে, মেঘাচ্ছন্ন দিনেও রাত্রিতে সাম বায়ু বর্দ্ধিত হয় ।

সাম দোষে প্রথমতঃ আমনাশক চিকিৎসা ও পাচক ঔষধ দ্বারা আমক্ষয় করিয়া পশ্চাৎ নিরাম দোষের প্রশমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

ভদ্রদার্কাদিগণ বায়ু প্রশমনে, তুর্কাদিগণ ও গুড়ুচ্যাদিগণ পিত্তপ্রশমনে এবং সুরসাদিগণ ও পঞ্চকোল শ্লেষ্মপ্রশমনে শ্রেষ্ঠ ।

বর্ষাকালে অনুবাসন দ্বারা বায়ু, শরৎকালে বিরেচন দ্বারা পিত্ত ও বসন্তে বমন দ্বারা কফ নিঃসারিত হইলে ঋতুজরোগ উৎপন্ন হইতে পারে না ।

### অথ উপক্রম প্রকরণ ।

কাল, কৰ্ম্ম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাদের অতিযোগ, মিথ্যাযোগ, অযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ ও পরিণাম ; ইহারাই সমস্ত ব্যাধির নিদান । যথা—অতিরিক্ত মধুর রসের উপযোগ হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ হয় ; মধুর রসের অযোগ হইলে বায়ুর প্রকোপ হয় ; মধুর রস ও তিক্তরস এই উভয়ের সংযোগে মিথ্যাযোগ হইলে বমনাদি রোগ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি ।

কাল, কৰ্ম্ম ও শব্দ স্পর্শাদির সমযোগই নীরোগতার নিদান ।

সমশন, বিষমাশন ও অধ্যশন দ্বারা প্রায় সমস্ত ব্যাধিই উৎপন্ন হইতে পারে । স্মৃতরাং উহাদিগকে যত্নতঃ পরিভ্যাগ করিবে । হিতকর ও অহিতকর দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাকে সমশন বলে । বহুপরিমাণে, অল্পপরিমাণে কিম্বা অসময়ে আহার করাকে বিষমাশন কহে । ভুক্তদ্রব্যের অজীর্ণাবস্থায় ভোজন করাকে অধ্যশন কহে ।

আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টকাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ সমশনাদির দ্বারা বহুবিধ বিকারজনক স্মৃতরাং অজীর্ণ নাশার্থ যত্নবান হইবে ।



দোষের বিষমতাই রোগ এবং দোষের সমতাই আরোগ্যের লক্ষণ ।

প্রথমতঃ রোগ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । উভয় ব্যাধিতে বা বহু-  
ব্যাধিতে সন্দেহ হইলে উপশয় এবং অন্ত্রপশয় দ্বারা ব্যাধি নির্ণয় করিবে ; এক ব্যাধির  
প্রকারভেদ বুঝিতে না পারিলে ব্যাধি বিপরীত ঔষধ প্রয়োগ করিবে । প্রমেহে হরিদ্রা,  
কুষ্ঠে খদির, বিবে শিরীষ, জরে মুতা ও ক্ষেত্রপল্লটীর মিলিত কষায় ইত্যাদি ব্যাধি  
বিপরীত ঔষধ ।

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা রোগী এবং নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি দ্বারা  
রোগ পরীক্ষা করিবে । কেহ ২ বলেন রোগের বিজ্ঞানোপায় ষড়বিধ । যথা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়  
ও প্রশ্ন । জ্বর ও শোথাদিতে শীতোষ্ণ স্পন্দকর্কশমূঢ়কঠিনহাদি স্পর্শনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয় ।  
শরীরের উপচয়, অপচয়, আয়ুর্লক্ষণ, বল, বর্ণ, অতিসারের ধাতুনিঃসরণাদি, দর্শনেন্দ্রিয়-  
বিজ্ঞেয় । প্রমেহাদিতে রসবিশেষ রসনেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয় ; রোগের মূঢ়্যলক্ষণাদির মধ্যে ব্রণাদির  
গন্ধবিশেষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয় । ব্রণাস্রাব এবং অতিসারাদিতে শব্দবিশেষ শ্রোত্রেন্দ্রিয়বিজ্ঞেয় ।  
জাতি, কাল, সাম্রা, রোগোৎপত্তিবিবরণ, বেদনা, বল, দীপ্তাঘ্রিতা, বায়ু, মূত্র, পুরীষের প্রবৃত্তি  
বা অপ্রবৃত্তি এবং রোগের কালপ্রকর্যাদি প্রশ্ন দ্বারা জ্ঞাত হইবে ।

যে কারণে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে অথবা রোগের যে সকল নিদান লিখিত হইয়াছে  
তৎসমুদায়ের পরিহারই সাধারণ চিকিৎসা এবং তৎসমুদায়ের উপযোগই সাধারণ  
অপথ্য ।

সমান সমানেরবর্জক—বিপরীত তাহার নাশক এবং ইহাই চিকিৎসার  
সূত্র ।

উদাহরণ যথা ।—মধুর রস মধুর রসের বর্জক, জল জলের বর্জক, অগ্নি অগ্নির বর্জক,  
শৈত্য শৈত্যের বর্জক, রৌদ্র্য রৌদ্র্যের বর্জক, মাংস মাংসের বর্জক মধুররস মধুরশ্লেষ্মার  
বর্জক, কষায়রস কষায় বায়ুর বর্জক, তীক্ষ্ণহিঙ্গু তীক্ষ্ণপিণ্ডবর্জক, আঘেয়মরিচ আঘেয়পিণ্ড  
বর্জক, লঘু আঘেয়দ্রব্য লঘুবায়ুর বর্জক ইত্যাদি । শুক্রশ্মাবলম্বী তালমূলী, শিমুলমূল,  
স্নাতকুমারী প্রভৃতি শুক্রবর্জক ।

বিপরীত—যথা, তিক্তরস মধুররস নাশক, অগ্নি জলনাশক, উষ্ণ শৈত্যনাশক, স্নিগ্ধতা  
রৌদ্র্য নাশক, আঘেয়কটুরস জলীয় শ্লেষ্মানাশক, শীতল শতমূলী উষ্ণপিণ্ডনাশক ইত্যাদি ।

শুক্র লঘু, শীত উষ্ণ, স্নিগ্ধ রুক্ষ, মন্দ তীক্ষ্ণ, স্থির সর, মৃচ্ কঠিন, বিশদ পিচ্ছিল, স্পন্দ  
ধর, স্থল স্থূল, সাল্য দ্রব, এই কুড়িটা গুণ, দ্রব্যে থাকিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া প্রকাশ করে ।  
ইহার প্রসঙ্গ বিরুদ্ধহেতু একে অপরের নাশক । ইক্ষুগুড় শুক্রশীতস্নিগ্ধ ও স্থিরগুণবিশিষ্ট,  
শ্লেষ্মাও উষ্ণ গুণবিশিষ্ট ; স্নাতরাং গুড় শ্লেষ্মাবর্জক । মরিচ, লঘু, উষ্ণ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ নিবন্ধন

কফনাশক । নটেশাক রৌক্ষ্য, শৈত্য ও লাঘব দ্বারা, কাণ্ডেক্ষু রৌক্ষ্য ও শৈত্য দ্বারা, শীধু রৌক্ষ্য দ্বারা বায়ুবর্দ্ধক । যমানী তৈক্ষ্ণ্য ও উষ্ণ দ্বারা, তিল কেবল ঔষ্ণ্য দ্বারা পিত্তবর্দ্ধক । শোণালুমজ্জা স্নেহগোরবমাধুর্য্য দ্বারা, কশেরু শৈত্যগোরব দ্বারা ও ক্ষীরবৃক্ষের ফল শৈত্য দ্বারা কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে ।

রসঅপেক্ষা বীৰ্য্য প্রধান এবং বীৰ্য্যঅপেক্ষা প্রভাব প্রধান । বীৰ্য্য রসকে পরাভূত করিয়া স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করে । বীৰ্য্য শীতোষ্ণভেদে ২ প্রকার । কেহ ২ বলেন বীৰ্য্য ৮ প্রকার । যথা- শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, মৃদু, তীক্ষ্ণ, বিশদ ও পিচ্ছিল । তিজ্ঞানুরস, কষায় রস ও মহাপঞ্চমূল উষ্ণবীৰ্য্যবশতঃ, কষায়রস কুলথ কলাই এবং কটুরস-পলাধু স্নিগ্ধতা-বশতঃ বায়ু প্রশমিত করে ; ইক্ষুরস মধুর হইলেও শীতবীৰ্য্য হেতু বায়ু বর্দ্ধিত করে । পিপূল, আমলকী ও সৈন্ধব যথাক্রমে কটু, অম্ল ও লবণরস হইলেও মৃদুশীতবীৰ্য্যহেতু পিত্ত প্রশমিত করে ; কাকমাটা ও মংগা যথাক্রমে তিক্ত ও মধুররস হইলেও উষ্ণবীৰ্য্যবশতঃ পিত্ত বর্দ্ধিত করে । মূলক কটুরস হইলেও স্নিগ্ধবীৰ্য্য বশতঃ কফ বর্দ্ধিত করে ; কয়েদবেল এবং মধু যথাক্রমে অম্ল ও মধুর রস হইলেও রুক্ষবীৰ্য্য বশতঃ প্লেগ্মা প্রশমিত করে ।

যে সকল রস বায়ুনাশক যদি তাহাতে রুক্ষতা, লঘুতা বা শীততা থাকে, এবং যে সকল রস পিত্তপ্রশমক যদি তাহাতে তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা ও লঘুতা থাকে এবং যে সমস্ত রস কফ-প্রশমক যদি তাহাতে স্নিগ্ধতা, গুরুতা ও শীততা থাকে তাহা হইলে সেই সমস্ত রস যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও প্লেগ্মাকে প্রশমিত করিতে পারে না পরন্তু বর্দ্ধিত করিতে পারে ।

রস ও বীৰ্য্যের অপেক্ষা না করিয়া খদির—সুপ্রভাবে সর্কবিধ কুষ্ঠ, হরিদা—সর্কবিধ প্রমেহ এবং গুলঞ্চ—সর্কবিধ বাতরক্ত নষ্ট করিতে পারে ।

যে ব্যাধি শীতক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে উষ্ণক্রিয়া দ্বারা এবং যে ব্যাধি উষ্ণক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে শীতক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত করিবে । কেহ ২ সৌম্য ও আশ্লেয়ভেদে ব্যাধিকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়, যথাক্রমে আশ্লেয় ও শৈত্যাক্রমার উপদেশ দিয়া থাকেন ।

যে ক্রিয়া এক ব্যাধি বা এক উপসর্গ নষ্ট করিয়, অল্প ব্যাধি বা উপসর্গ উৎপাদন করে তাহা ক্রিয়ার মণো গণনীয় ।

যথাকালে রোগের চিকিৎসা করিবে । যথা—বর্ষা বা শীত ঋতুতে বাতবিকার উৎপন্ন হইলে ঐ ঋতুকে গ্রীষ্মঋতুতে পরিণত করিয়া চিকিৎসা করিবে । অর্থাৎ রোগীর গৃহ এক্রপ গরম রাখিবে যেন ঐ গৃহাভ্যন্তর গ্রীষ্মকাল বলিয়া প্রতীয়মান হয় ইত্যাদি ।

বিসর্গ ও আদানভেদে কাল দুই প্রকার । উত্তরায়নকালকে অর্থাৎ শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয়কে আদানকাল বলে । এইকালে শরীর রসহীন হইতে থাকে এবং ব্যাধিও প্রায়শঃ বাতাল্প হয় । শীতকালে শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া থাকে সুতরাং এইকালে স্নিগ্ধ

স্বাদু, অন্ন ও লবণরস সেবনীয়। বসন্তকালে কফ প্রকোপিত হয় বিধায় এইকালে গুরু, অন্ন, লবণ, স্নিগ্ধ, মধুরদ্রব্য ও দিবানিদ্ৰা পরিত্যাগ করিবে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাক্রিয়ণ মান দেহের স্নেহভাগ শোষণ করে সুতরাং এইকালে মধুর, শীতল স্নিগ্ধঅন্নপান ও শর্করাপান প্রভৃতি হিতকর। এই সময়ে লবণ, অন্ন, কটু, উষ্ণদ্রব্য ও ব্যায়াম পরিত্যাগ করিবে।

দক্ষিণায়ন কালকে অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতুকে বিসর্গকাল কহে। এইকালে শরীর রসযুক্ত ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে এবং ব্যাধিও প্রায়শঃ কফানুগ হয়। বর্ষাকালে শরীর অত্যন্ত রসস্থ হয় এবং অনেকেরই অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। এই সময় পুরাতন তণ্ডুলার ও কফনাশক দ্রব্যই সুপথ্য এবং নদীজল, দিবানিদ্ৰা, অন্ন লবণ ও স্নেহসেবন নিষিদ্ধ। শরৎকালে তিক্তযুত, তিক্ত, মধুরদ্রব্য ও বিরোচন হিতকর। হেমন্তকালের ক্রিয়া অনেকাংশে শীতকালের ন্যায় কিন্তু এইকালে শ্লেষ্মার প্রাবল্য থাকে।

আনুপ, জাঙ্গল ও সাধারণভেদে দেশ তিন প্রকার। যথা--বঙ্গদেশ আনুপ; বিহার ও উড়িষ্যা সাধারণ এবং রাজপুতনা প্রভৃতি জাঙ্গলদেশ। আনুপদেশের লোক প্রায়শঃ শ্লেষ্মা এবং জাঙ্গলদেশের লোক সাধারণতঃ বাতপ্রধান, সুতরাং এই সকল বিবেচনা করিয়া পীড়ার ঔষধ নির্বাচন করিবে।

যে ঔষধ বহুগুণসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট অথচ অল্প উপাদানে প্রস্তুত ও দৃষ্টফলবিশিষ্ট তাহাই প্রশংসনীয় ও প্রযোজ্য। কিন্তু রোগী অপথ্যাসেবী হইলে, বহুগুণান্বিতঔষধ প্রয়োগ করিয়াও সফল হয় না সুতরাং অপথ্যাসেবীর চিকিৎসা করা কঠব্য নহে।

যে রোগে যেরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে, দেশকালপাণ্ডা অনুসারে তাহার অত্যা হইতে পারে; সুতরাং যুক্তিপূর্ব্বক তথায় বিপরীত চিকিৎসা বা উপায়ান্তর অবলম্বন করিবে।

কোনও নূতন ব্যাধির আবির্ভাব হইলে দোষ ও লক্ষণানুসারে তাহার চিকিৎসা করণ কঠব্য।

কোনও চিকিৎসক রোগীর মৃত্যুলক্ষণ দেখিয়াই হঠাৎ হতাশ হইবেন না এবং রোগী বা রোগীর আত্মীয়গণকে উদ্বিগ্ন করিবেন না। মৃত্যু বা অরিষ্ট লক্ষণ দুই প্রকার। যথা--দোষজ এবং ব্যাধিস্বভাবজ। দোষজ অরিষ্ট লক্ষণ, দোষপ্রশমনে প্রশমিত হইতে পারে কিন্তু ব্যাধিস্বভাবজ অরিষ্টলক্ষণ কখনই তিরোহিত হইতে পারে না। মেঘোদয় হইলে যেমন বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা তদ্রূপ অরিষ্টলক্ষণ দেহাকাশে আবির্ভূত হইলেও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

অপরিস্কৃত ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অপ্রিয়কর্কশভাষী, নির্লাক ও স্বয়ং উপস্থিত চিকিৎসক আদরণীয় হয় না।

# চিকিৎসা-প্রকরণ

## অণু জ্বরচিকিৎসা ।

প্রথমতঃ নিদানোক্ত শ্রমাদি লক্ষণ দ্বারা জ্বরের পূর্বরূপের অবস্থাভেদ উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া ঔষধ কল্পন। করা উচিত । সাধারণতঃ জ্বরের সামান্য পূর্বরূপে লঘুভোজন ( খই, আদা প্রভৃতি ) ও পরিমুট পূর্বরূপে উপবাস করা কর্তব্য । পরন্তু কেবল বাতজ্বর-জ্বরের পূর্বরূপে অর্থাৎ যে অবস্থায় আমক্ষয়াদিহেতু কুপিতবায়ু জ্বরের পূর্বরূপ—প্রাণ্ডি জ্বাদিলক্ষণনিচয় উৎপন্ন করিতেছে, তাদৃশ অবস্থায় বৎসরাতীতপুরাতন দ্রব্যসংস্কাররহিত স্বচ্ছবৃত ( সূত্রতের টাকায় পুরাতনঘূতের উল্লেখ আছে ) পান করাইয়া লঘু ভোজন করাইবে । তাহা হইলে রোগী সহর প্রকৃতিস্থ হইবার সম্ভাবনা । যদি রোগী অগ্নেহনীয় হয় ( স্নেহপানের অযোগ্য ) তাহাহইলে লঘুভোজন প্রশস্ত ও স্নেহপান নিষিদ্ধ । সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অগ্নেহনীয় বলিয়া নিশ্চিষ্ট হইয়াছে । যথা—অতিমন্দাগ্নি, অতি-তীক্ষ্ণাগ্নি, অতিস্থূল, অতিদুর্বল, অতিসার, আম, কফ বা গলরোগগ্রস্থ, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণী । যে কোনও প্রকার জ্বরের পূর্বরূপ অল্পভূত হইলেই পরিষ্কার গরম বস্ত্রদ্বারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া থাকিবে । কষ্টবোধ হইলে বাজনানিল সেবনীয় । বাতজ্বর-পূর্বরূপে মিশ্রি, বেদানা, খই, দুগ্ধ, কিস্মিস্ প্রভৃতি দ্রব্য হিতকর ।

রামবাণরস ও হিঙ্গুলেশ্বর বাতজ্বর-পূর্বরূপে এবং কেবল বাতজ্বরে প্রশস্ত ।

### রামবাণরস ।

পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জায়ফল অর্দ্ধ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে খল করিয়া পুরাতন তেতুলের জলে মর্দন করিয়া ১ রতি বটা করিবে । অল্পপান—গুঁঠ চূর্ণ ও মধু । এই ঔষধ মুখের লালার সহিত গিলিয়া খাইলে বিশেষ ফললাভ হয় । ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত ঔষধ ; কিন্তু অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে রামবাণরস ব্যবহার্য্য নহে । এই ঔষধ পরিপাচক ও সঙ্কোচক । টাকাকারের মতে এই ঔষধ অপক তেতুলের রসে মাড়িতে হয় । বক্ষ্যমাণ মারণবিধি অনুসারে সর্বত্রই পারদ, গন্ধক ও বিষ শোধিত করিয়া লইবে এবং পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া ব্যবহার করিবে ।

কেবল পিত্তজ্বরের পূর্বরূপে রোগীকে মৃদু বিরেচন করাইয়া অবস্থাভেদে পিত্তহরধাতু-পটোলাদিসাধিত লঘুভোজন কিম্বা কেবল লঘুভোজন বা লঙ্ঘন করাইবে। এই ক্রিয়া দ্বারা রোগী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইবে। বিরেচনার্থ-হরীতকী ৩ ভাগ, আমলকী ১ ভাগ, কিসুম্বিস ২ ভাগ, চিনি ১ ভাগ, একত্রে মর্দন করিয়া অথবা তেউড়ীমূল ৩ ভাগ, কিসুম্বিস ২ ভাগ, চিনি ১ ভাগ একত্রে মর্দন করিয়া ৥০ তোলা মাত্রায় শীতল জলসহ সেবন করিবে। যদি ইহাতে বিরেচন না হয় তবে ত্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তিকে বিস্তৃক্ক এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন করাইবে। এরণ্ড তৈলের মাত্রা ২৥০ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত।

**ধান্যপটোল**—যথা—ধনে ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা; উভয় দ্রব্য ১/৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১/২ সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। এই জল দ্বারা পথ্য পাক করিয়া দিবে। কোনও দ্রব্যদ্বারা পথ্যপাক করিতে হইলে অথবা পানীয় জল প্রস্তুত করিতে হইলে সর্বত্রই দ্রব্য ২ তোলা ও জল ১/৪ গ্রহণ করতঃ পাক করিয়া ১/২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাই দ্রব্যসামান্য ল' পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ধান্যপটোলের কষায় পানও পিত্তজ্বরের পূর্বরূপে নিষিদ্ধ নহে কিন্তু উহা পিত্তজ্বরেই সমধিক কার্য্যকারী। ধাতুপটোল জ্বর, পরিপাক, রেচক, পিত্তনাশক ও পিপাসানিবারক। **কষায়পাকার্থ দ্রব্য** ২ তোলা এবং জল ৥০ সের গ্রহণ করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঈষদ্রুপে থাকিতে পান করিবে। লিখিত এই নিয়ম সর্বত্রই অবলম্বনীয়। এই নিয়মামুসারে ধনে ১ তোলা, পলুতা ১ তোলা, জল ৥০ সের, শেষ ১/১০০ হইবে। যদি রোগী বিরেচনের অযোগ্য হয় তবে পিত্তহর ক্ষেত্রপত্রী প্রভৃতি সাধিত লঘুভোজন করাইবে এবং বিরেচন করাইবে না। ক্ষেত্রপত্রী পিত্তনাশক ও জ্বরহর। সামান্যতঃ নিম্নলিখিত বার্হঙ্গপান অনির্ভেদ। যথা—বালক, বৃদ্ধ, গভিনী, কুসল, পিপাসিত, ক্লান্ত, ভীক, ক্ষুধাতুর ইত্যাদি। যদি রোগীর উদরাময় থাকে তবে পিত্তহর সংগ্রাহক ধাতুচতুর্কসাধিত লঘুভোজন করিতে দিবে : এই স্থলে লঙ্ঘন সম্পূর্ণ অবিধেয়। **লান্যচতুর্ক** যথা—ধনে, মূতা, বালি, ও বেলপত্রী : এই অবস্থায় পিত্তনাশক সংগ্রাহক মন্থরের মৃদু পথ্যরূপে ব্যবহৃত করিবে।

সকল প্রকার জ্বরে বা জ্বরের পূর্বরূপে উষ্ণজল ব্যবহার্য্য। বাতজ্বরে ঈষৎ উষ্ণজল, কফজ্বরে তীক্ষ্ণজল এবং পিত্তজ্বরে শৃতশীতল জল ব্যবহার্য্য। জ্বরে, অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে, ষড়ঙ্গসাধিত শৃতশীতল জল পান করিতে দিবে। **ষড়ঙ্গ** যথা—মূতা, ক্ষেত্র-পত্রী, বেণামূল, রক্তচন্দন বালি ও শুঠ। পিত্তপ্রধান জ্বরে, শুঠ বাদ দেওয়া উচিত। উদরাময় না থাকিলে কিসুম্বিস খাইতে পারা যায়। ইহাতে সাণ্ড, খই, বেদানা প্রভৃতি পথ্য। জ্বরে অত্যন্ত ঘন হইলে আবির বা শুঠচূর্ণ মালিশ করিবে : তাহাতে ঘন

নিবৃত্তি না হইলে, সন্নিপাতজ্বরাদিকারে লিখিত ঘর্ম্মপ্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে পয়পত্র, মৃণাল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। কোনও প্রকার জ্বরে অর্কাত্ত শীতলজল ব্যবহার্য্য নহে। পিত্তজ্বরে বাতশ্লেষ্মজ্বরে, সন্নিপাতজ্বরে, প্রলেপকজ্বরে ও জ্বরমুক্তি অবস্থায় ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। আতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে স্মৃতরাং বল রক্ষার নিমিত্ত সত্ত্বর ঘর্ম্ম নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করা কঠিন। জ্বরের অবস্থা বিশেষে ঔষধের তারতম্য করা উচিত। নিম্নলিখিত ব্যাধিতে সাধারণতঃ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। যথা—পিত্তপ্রধান বাতরক্তে, বাতরক্তের পূর্ব্বরূপে, অগ্নিপিত্তে, পিত্তও মূর্চ্ছায়, বিসর্পে, মদাতায়ে, কুষ্ঠের পূর্ব্বরূপে, দাহে, গৃহগোধিকাদংশনে শতপদী (বিছা) দংশনে, অত্যন্তশ্রমে, তয়ে, ক্রোধে, অত্যন্ত অবসাদে, মেদোরোগে, প্রমেহের এবং বহুমূত্রের প্রাবল্যাবস্থায়, পিত্তপ্রধান অর্শে, অত্যন্তভেদে ও বমনে।

কফজ্বরের পূর্ব্বরূপে বা কফজ্বরে মূহবমন করাইয়া (গরমজল ও লবণ প্রভৃতি দ্বারা) ত্রিকটু বা পঞ্চকোলাদিদ্রব্যসমিধ অথবা কেবল লবণভোজন (খই, আদা প্রভৃতি) বা লব্ধন করাইবে। ত্রিকটু। যথা—উঁঠ, পিপুল ও মরিচ। পঞ্চকোলা। যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তাচিতেমূল ও শুঁঠ। যদি রোগী অবম্য হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অবিরেচাবৎ বালকাদি হয় তাহাহইলে বমন না করাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ লবণভোজনাদি করাইবে। ত্রিকটু বা পঞ্চকোল দ্বারায় ষড়্জ্ববৎ অক্লান্তউষ্ণজল পথ্যের সহিত ব্যবহার করিতে দিবে। গভিনীর শ্লেষ্মজ্বরপূর্ব্বরূপে বা শ্লেষ্মজ্বরে চিত্রকাদি উষ্ণদ্রব্যাদ্যাদ্যাদিও অল্পপানাদি ব্যবহার করাইবে না; কারণ তাহাতে গভিপাত ওঁঠবার সম্ভাবনা। কফচিষ্টামাণ ঔষধ এইজ্বরের সকলপ্রকার অবস্থায় ব্যবহার করিবে।

### কফচিষ্টামাণ।

যথা—হিঙ্গুল, ইন্দ্রবব, সোহাগার খই, সিদ্ধিবাণ ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ, রসসিন্দূর ৩ ভাগ আদাররসে মন্ডন করিয়া ছোলায় গায় বটা করিবে। এই ঔষধ কফাশ্রিতবায়ু ও কফরোগ নাশক। অল্পপান, আদারস ও মধু; হিঙ্গুল ও সিদ্ধিবাণ শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে।

### ব্রহ্ম কফচিষ্টামাণ।

স্বর্ণমাক্ষক ১০, রৌপ্য ১০, হরতাল ১০, লৌহ—১০, মুক্তা—১০, প্রবাল—১০, বঙ্গ—১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৩ তোলা; জল দ্বারা মাড়িয়া ৩ রতি বটা করিবে। অল্পপান—আদা বা তুলসীপত্র রস, আদা, মিশ্র প্রভৃতি দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে। শিশুদের প্রায়শঃ কফপ্রধান জ্বর হইয়া থাকে তাহাদের পক্ষে বালচতুভ্রাবলৈহিকা হিতকর ঔষধ।

### বালচতুভ্রাবলৈহিকা।

যথা—মুতা, পিপুল, আদৈষ ও কান্ডাশুল্কী। মাত্রা ১২ রতি হইতে ৩৮ রতি পর্য্যন্ত। এই

ঔষধ মধু, দ্বারা মাড়িয়া লেহন করিবে। যদি শিশুর বয়স ৭।৮ বৎসর বা অধিক হয় তবে কিঞ্চিৎ অঙ্গারস মিশাইয়া লেহন করিতে দিবে। যদি বালক লেহন করিতে অক্ষম হয় তবে পান বা তুলসীপাতার রস মিশাইয়া পান করাইবে। শিশুদের চিকিৎসায় সর্বত্রই ক্রিমিনিবারক ঔষধ মধ্যে ২ প্রয়োগ করা উচিত। সহসা বালকের ক্রিমির প্রাদুর্ভাব হইয়া রোগ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে এক্ষণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। শিশু চিকিৎসায় বালকের মাতার ও সাবধান থাকা বিধেয়। মাতার অপথা সেবনে শিশুরও পীড়ার হ্রাস হইয়া থাকে। এই নিয়ম স্তন্যপায়ী অবস্থা পর্য্যন্ত পালনীয়। শিশুদের উদরাময়ে স্তন্যপান নিষিদ্ধ : তাহাতে অনেক সময় অনর্থ ঘটিয়া থাকে। তদবস্থায় ছাগদুগ্ধ ১০ একপোয়া, মূতা : ১ তোলা; জল : ১ সের, শেষ একপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ অল্প ২ পান করিতে দিবে। বাতপিত্ত জ্বরে বা তৎপূর্বরূপে পিত্তজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে : কারণ বায়ু যোগবাহী। উহা পিত্তের সহিত মিশিয়া পিত্তধম্মাবলম্বী হয়। এক্ষণে পিত্তহর ঔষধেই পিত্তাশ্রিত বায়ু প্রশমিত হইয়া থাকে। কথিত আছে :—

“যোগবাহী পরং বায়ুঃ সংযোগাৎ উভয়ার্থকৃৎ

“দাহকৃৎ তেজসায়ুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ” ।

অর্থাৎ বায়ু যোগবাহী। উহা তেজোময় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে দাহ এবং শীতল পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইলে শীত উৎপাদন করে। বাতপিত্তজ্বর বিকৃতিবিষয়মবায়্যারক হইলে বাতপিত্তনাশক ঔষধ ও অল্পপানাদি ব্যবহার করিবে : কিন্তু যাহা বাতহর পিত্ত-বর্ধক ও পিত্তহর বাতবর্ধক একরূপ দ্রব্য বা ঔষধ কদাপি ব্যবহার্য্য নহে। অম্লরস, মিষ্টরস ও লবণরস বায়ুনাশক এবং কটুরস, তিক্তরস ও কষায়রস বাতবর্ধক। মিষ্টরস, তিক্তরস ও কষায়রস পিত্তনাশক এবং কটুরস অম্লরস ও লবণরস পিত্তবর্ধক। প্রসঙ্গক্রমে এখানেই বলা উচিত যে কটুরস, তিক্তরস ও কষায়রস কফনাশক এবং মিষ্টরস, লবণরস ও অম্লরস কফবর্ধক। বায়ুনাশক রসের মধ্যে অম্ল, পিত্তনাশক রসের মধ্যে তিক্ত এবং কফনাশক রসের মধ্যে কটুরসই শ্রেষ্ঠ। বায়ু ও পিত্তবর্ধক রসের মধ্যে কটুরস ও অম্লরস এবং কফবর্ধক রসের মধ্যে মধুরসই প্রধান। এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা এবং পথ্যাদি কল্পনা করিবে। কথিত আছে :—

“স্বাদুলবণা বায়ুং কষায় স্বাদুতিক্তকাঃ

“জয়ন্তি পিত্তং শ্লেগ্মানং কষায়কটুতিক্তকাঃ” ।

এই শ্লোকের অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ‘কিস্মিস্, বেদানা, মিশ্রি, খই, সাণ্ড প্রভৃতি বাতপিত্তহর; কিন্তু দুগ্ধ বাতপিত্তনাশক হইলেও নবজ্বরে এবং তৎপূর্বরূপে প্রযোজ্য নহে। কারণ উহাতে আমরসের বৃদ্ধি হয় বলিয়া জ্বর শান্ত প্রশমিত হয় না।

তীক্ষুবীৰ্য্য ঔষধ সেবিত হইলে হৃদ্ধাদি আমল্লেগ্নবর্জক দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত : কারণ তথায় তত্ত্বদ্রব্য প্রযোজিত না হইলে রোগী অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। তাদৃশ বিষাদি তীক্ষুবীৰ্য্যদ্রব্যসংশ্লিষ্ট ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিনী দুর্বল প্রভৃতি রোগীকে সেবন করান কর্তব্য নহে। তৃষ্ণা, মুচ্ছা, ভ্রমোদাহ ইত্যাদি লক্ষণ জৈষদ্ব্যাক্ত হইলে, ভাবী বিরূতিবিষমসমবারারক বাতপিত্তজ্বর উৎপন্ন হইবে : সুতরাং ইহা ভালরূপে অনুধাবন করা কর্তব্য। প্রকৃতিসমবারারক বাতপিত্তজ্বরে উভয় লিঙ্গই ন্যূনাধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে কিন্তু বিরূতিবিষমসমবারারক জ্বরের আয় হরিদ্রাচূর্ণ সংযোগে লৌহিত্যবৎ বিসদৃশ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এইরূপ দ্বন্দ্বসন্নিপাতজ্বরের বিকল্পনাভেদে চিকিৎসাতেদ হইবে এবং তাহা স্থিরী চিকিৎসক বুঝিয়া কার্য্য করিবেন। চরকে কথিত আছে :—

“কুষ্ঠহৃদ্রোগগুণ্মানাং বমনং স্বে চিকিৎসিতে,  
অবস্থাং প্রাপ্য নির্দিষ্টং কুষ্ঠিনাং বস্তি কর্ম্ম চ।  
তস্মাৎ সত্যপি নির্দেশে কুর্যাদুহ্যং স্বয়ং ধিয়া  
বিনা তর্কেন যা সিদ্ধি র্যদৃচ্ছা সিদ্ধিরেব সা”।

অর্থাৎ কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ ও গুণ্মে সামান্যতঃ বমন নির্দিষ্ট হইলেও এবং কুষ্ঠে বস্তিকর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে উক্ত বমন ও বস্তিকর্ম্ম প্রযুক্ত হইতে পারে ; সুতরাং ধীমান্ চিকিৎসক সর্ব্বত্রই অবস্থাভেদে বিকল্পনা করিয়্য বৃত্তিমূলক সমস্ত ক্রিয়াই করিবেন। যদি তাহাতে বিহিতক্রিয়া প্রতিষিদ্ধ হয় এবং প্রতিষিদ্ধক্রিয়া বিহিত বলিয়া বিবেচিত হয় তবে তাহাও অনুষ্ঠেয়। ইহাতে সফল লাভেরই সম্ভাবনা।

বাতল্লেগ্নজ্বরে বা তদ্পূর্ব্বরূপে ল্লেগ্নজ্বরবৎ চিকিৎসা করা কর্তব্য : কিন্তু বিরূতিবিষম সমবারারক হইলে বায়ু ও ল্লেগ্না এই উভয় প্রত্যানীক ঔষধ ব্যবহার্য্য : ইহার কারণ পূর্বেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। আদা, ভুট্ট প্রভৃতি দ্রব্য উভর প্রত্যানীক। যাহা ল্লেগ্ননাশক অথচ বায়ুবর্জক কিংবা বায়ুনাশক অথচ ল্লেগ্নবর্জক এতাদৃশ পথ্য বা ঔষধ প্রযোজ্য নহে।

সন্নিপাত জ্বরের পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ সন্নিপাত জ্বরলক্ষণের জৈষৎ ব্যক্ততা বুঝিবামাত্র রোগীকে লজ্জিত ও কর্কষিত করা আবশ্যক। সন্নিপাত জ্বর ত্রয়োদশ প্রকার। সাধারণতঃ কফপ্রধান বা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের পূর্ব্বরূপে আদা, তুলসী-পত্র রস ও মহালক্ষ্মীবিলাস ঔষধ সেবন করিবে। এই অবস্থায় বমনক্রিয়া সর্ব্বথা প্রশস্ত। উষ্ণজল ভিন্ন কদাচ শীতলজল বা, হৃদ্ধাদি কফজনকদ্রব্য ব্যবহার করা কদাচ উচিত নহে। এই জ্বরে, মিশ্রি-মিশ্রিত ত্রিকটুচূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করা বিধেয়। পিত্তপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে প্রায়শঃ ভেদ হইয়া থাকে : একজ হরিতকী, আমলকী ও চিনি দ্বারা পূর্বেই



বিবেচন করাইবে। ইহাতে সাণ্ড, পলতা, পটোল প্রভৃতি দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে। প্রায়শঃ পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে ৫।৬ দিন পরে ভেদ ও অত্যধিক ঘর্ষ হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় লোহিতচূর্ণ ব্যবহৃত হইতে পারে। লোহিতচূর্ণ ও মহালঙ্ঘনীবিলাস পরে লিখিত হইবে। কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে বা কফজ্বরে সাণ্ড প্রভৃতি ক্লেদীদ্রব্য কফবর্দ্ধকবিধায় অব্যবহার্য। বিকৃতিবিষমসন্নিপাতজ্বরে বা তৎপূর্বরূপে ব্যাধিবিপরীত চতুর্দশাদি বা বৃহত্যাদিগণসাধিত অন্নপানাদি ব্যবহার্য। চতুর্দশাদি—  
যথা—দশমূল, চিরতা, মূতা, ঝুঁট ও গুলঞ্চ। দশমূল যথা—বিষ্ণুমূলের ছাল নাওসোনার ছাগ, গাভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপান, চাকুলে, রত্নী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর।

সাধারণতঃ জ্বরে দিবানিদ্ৰা, স্নান, অভ্যঙ্গ, গুরুপাকদ্রব্যভক্ষন, মৈথুন, ক্রোধ, পুল-বায়ু, ব্যায়াম ও কষায়রস পান নিষিদ্ধ। আগন্তু ও বাতজ্বরের ভিন্ন সর্বপ্রকার নবজ্বরেই লঙ্ঘন প্রশস্ত। যথা—জ্বরান্দৌ লঙ্ঘনং সম্যক। লঙ্ঘনই নবজ্বরের প্রধান ঔষধ ও পথ্য। প্রায়শঃ জ্বরমাত্রেরই আমাশয়সমুৎ ও আমরসসংস্থ হইয়া থাকে; সুতরাং লঙ্ঘন দ্বারা আমরসের এবং আমাশয়ের পরিপাক সাধিত হইলে জ্বর সত্তর উপশম প্রাপ্ত হয়।

জ্বর—বহিনিঃসারিত কোষ্ঠাঘ্নি। কথিত আছে—

‘মিথ্যাহারবিহারাত্যাং দৌষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ,

বহিনিরশ্ম কোষ্ঠাঘ্নিঃ জ্বরদাঃ স্মরসানুগাঃ’

এই জ্বরাই জ্বর হইলে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও বাতসম্ভাপ হইয়া থাকে। (বাতসম্ভাপ অধিক হওয়ায় রক্তের ক্রিয়া অত্যন্ত প্রবল হয় এবং তজ্জ্বরাই ধমনী দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। রক্তের ক্রিয়া প্রবল হওয়ায় রক্তসঞ্চালক লৌহাদিগণটিত ঔষধ নবজ্বরে প্রযোজ্য নহে)। যে পথা দ্বারা শরীর লগ্ন হয় তাহাকেও লঙ্ঘন বলা যাইতে পারে। সুতরাং লঙ্ঘন শব্দের অর্থ অনশন ও লগ্নভোজন গ্রহণীয়। নিয়মিত জ্বরে লঙ্ঘন দেওয়া কর্তব্য নহে। যথা—বাতজ, আপাতজ, ক্ষয়জ, কফজ, শোকজ, শ্রমজ, প্রেমজ, কামজ ও অজ্ঞান জ্বর। এই সমস্ত জ্বর বাত-প্রধান বিধায় উপবাসে বাত প্রকৃপিত হইয়া জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

আগন্তু ও বাতজ্বরের ভিন্ন সর্বপ্রকার জ্বরই আমাশয়োৎপন্ন। নাতি ও স্তনের মধ্যবর্তী স্থানকে আমাশয় বলে। যথা—‘নাতি স্তনান্তরং ঐন্দোরাহারামাশয়ং বৃথাঃ।’ অপচার বশতঃ অগ্নিদৌর্বল্য ঘটিলে যদি ঐ রস আমাশয়ে অপাচিত অবস্থায় অবস্থান করে তাহাহইলে ঐ রসকে আমরস কহে। বায়ু পিত্ত ও কফ পৃথক্ ২ ভাবে অথবা পরস্পর

সংস্থ হইয়া ঐ আমাশয়ে দূষিত করণান্তর পাচকাগ্নিকে উপহত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে ! কথিত আছে—

“দুষ্টিঃ স্বহেতুভি দোষাঃ প্রাপ্যামাশয়মুদ্রণা

সহিতা রসমাগত্য রসশ্বেদপ্রবাহিণাং ।

শ্রোতসাং মার্গমারূত্যা মন্দীকৃত্য হতাশনং

নিরস্ত বহিরুদ্রাণং পত্তিস্থানাচ্চ কেবলং ।

শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু জ্বরাগমং

জনয়ন্ত্যথ বৃদ্ধিঞ্চ স্ববর্ণঞ্চ ব্রগাদিষু ।”

এইজন্যই জ্বর হইলে শরীর দূষিতরসে রসস্থ হয় । দূষিত আমরসের পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বর বিচ্ছেদ হওয়া সুকঠিন । আমাশয়ে আমরসের অধিক সঞ্চয় হইলে বমনদ্বারা উহা নিঃসারিত করা কঠব্য । আমরস অধিক সঞ্চিত হইলে, নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । যথা—মুখে প্রচুর পরিমাণ লালার উদ্গম, উৎক্লেদ, জড়তা, শরীর অত্যন্ত ভারবোধ, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, মূত্রাধিক্য ও মুখগোরব । আহারের পর জ্বর হইলে তৎক্ষণাৎ বমন করাইয়া ভক্ষিতদ্রব্য নিঃসরণ করা কঠব্য : নতুবা জ্বর প্রবল ও অবিচ্ছেদী হওয়ার সম্ভাবনা । শরীরে আমরস সঞ্চিত হইতে না পারে এজন্য আমাদের ভবিষ্যদর্শী পরমপূজ্যপাদ পুরাকালীয়ঋষিগণ অমাবস্তায়, পূর্ণিমায় ও একাদশীতে উপবাসের প্রথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন । জাগতিক নিয়মানুসারে একাদশী হইতে অমাবস্তা ও পূর্ণিমা পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই শরীর রসস্থ হয় এবং ঐ সময় জ্বরের এবং আমজব্যাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । নবজ্বরের প্রথম অবস্থায় দীপন-পাচন ঔষধ ভিন্ন অল্প ঔষধ ব্যবহার করা কঠব্য নহে ; যেহেতু, অগ্নিদৌর্ব্বল্য বিধায় অল্পবিধ ঔষধ ভালরূপ পরিপাক হইতে না পারায় দোষকে উৎক্লিষ্ট করতঃ জ্বরের বৃদ্ধি করিতে পারে । আমাদের আয়ুর্বেদমতে নবজ্বরে বিরেচন দেওয়া উচিত নহে । যথা—‘নতু রেচ্যো নবজ্বরী’ । তাহাতে শরীর ক্ষুভিত হইয়া তৎকালীন ক্ষুদ্রদোষকে বর্দ্ধিত করে ; পরন্তু রসচিকিৎসকগণের মতে মলবদ্ধ থাকিলে বিরেচন অত্যাগত ; কারণ, মলবদ্ধ থাকিলে ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপ প্রকাশ পায় না । অত্যন্ত রসস্থজ্বরে কিছুতেই বিরেচন দেওয়া কঠব্য নহে । ৭ দিন পর্য্যন্ত নবজ্বরের, তদুর্দ্ধ ১২ দিন পর্য্যন্ত মধ্যজ্বরের ও তৎপর পুরাতনজ্বরের কাল বলিয়া মহর্ষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে । আজকাল ‘বিরেচন প্রদানপূর্ব্বক চিকিৎসা করা হইয়া থাকে । আমাশয়ে জ্বরের কারণীভূত রস সঞ্চিত হইবামাত্রই জ্বর উৎপাদন করে না কিন্তু সময়ান্তরে ব্যাধিউৎপাদন করিয়া থাকে । বর্ষাদিকালে উত্তরবীজ শরদাদিকালেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে । এইসময়ের মধ্যে, সঞ্চিত রস ও দোষ নিঃসরণ করা উচিত ।

শরৎকালে ও বসন্তকালে যথাক্রমে পূর্বসন্ধিত পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন করিতে পারে ; এজন্ত বিরেচন দ্বারা পিত্তকে ও বমন দ্বারা কফকে অপসারিত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । পিত্ত ও কফ দ্রবধাতু, সুতরাং দ্রবশোষণার্থ উপবাস করা তত্তৎ জ্বরে অতীব প্রশস্ত । কোনপ্রকার জ্বরেই পিত্তবর্দ্ধক ক্রিয়া কর্তব্য নহে ; যেহেতু, পিত্তই জ্বরের প্রধান কারণ এবং উহার উন্নয়নই বহির্গত হইয়া জ্বররূপে পরিগণিত হয় । পিত্তই শরীরের অগ্নি এবং সন্তাপ ।

আমরসের অপ্ৰাৰ্থ্য বা দোষের হীনবলতা প্রযুক্ত অল্পসময়ে যদিও জ্বর বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই জ্বরবন্ধকারক কোনও ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে ; কারণ, তাহাতে আমরসের বদ্ধতাহেতু বিষমজ্বর এবং অগ্ন্যাগ্ন ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে । পরাক্রমশীল সর্প যেমন স্বীয়প্রভাব প্রকাশকরিয়া ক্লান্তহইলে অপদ্রুতশক্তি হয়, জ্বরও তদ্রূপ বেগে আসিয়া মুক্ত হইতে পারে কিন্তু উহার পুনঃ প্রকোপের সম্ভাবনা বর্তমানই থাকে । আমরসের ক্ষয় হইলে আশ্রয়ভাব নশতঃ জ্বর স্বয়ংই প্রশমিত হইয়া পাকে । যদি তাহা না হয় তবে দোষের সামতা আছে বুঝিতে হইবে এবং তাদৃশ স্থলে দোষনাশক ঔষধই ব্যবহার করিবে । সামদোষের লক্ষণ সংহিতা হইতে জ্ঞাত হইবে ।

আমরসের পরিপাক হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । যথা—জ্বরের অল্পতা, রুচি, ক্ষুধা, শরীরের লঘুতা, মূত্রের অত্যধিক স্বচ্ছতা, মাথাপাতলা বোধ ও কোষ্ঠভৃদ্ধি । কেহ কেহ জ্বর সত্ত্বর দমন করিবার অভিপ্রায়ে হরিতাল, সৈকো, দারুণু প্রভৃতি বিষঘটিত ঔষধ ব্যবহার করেন ; কিন্তু তাহা মঙ্গলকর নহে । এই বিষক্রিয়ায় শরীরের পেশী সমুদায় শিথিল হইয়া যায় এবং বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ক্রিয়াদ্বারা হাতে পায়ে শোণ ও ঘৃসু ঘৃসে জ্বর হইতে দেখা যায় । অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারিলে ঐরূপ কুফল হইতে পারে না । সামজ্বরে কদাপি ঐ সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠেয় নহে । তিত্তরস জ্বর, পাচক ও পিত্তনাশক, সুতরাং উহা জরাধিকারে শ্রেষ্ঠ । কথিত আছে—

লজ্জনং শ্বেদনং কালো যবাগৃপ্তিত্তকোরসঃ

পাচনাত্ত্ববিপকানাং দোষাণাং তরুণজ্বরে ।

অর্থাৎ উপবাস, শ্বেদ, কাল, যবাগৃপ্তিত্তকোরস এই কয়েকটি অপক দোষের এবং আমের পরিপাক ।

কালমেঘ, চিরতা নাটারশাস, কটকী, নিম, প্রভৃতি তিত্তদ্রব্য জ্বরনাশক । অতিশয় তিত্তদ্রব্য মাত্রেই হেদক সুতরাং ঐ সমস্ত ঔষধ জরাতিসারে অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিবে না । কটকী ও কালমেঘ স্বভাবতই বিরেচক । চিরতা-

প্রয়োগে অনেক সময় জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ প্রশমিত হয় । জগতে যত প্রকার দ্রব্য আছে অবস্থাভেদে সমস্তই অব্যর্থ ঔষধরূপে পরিগণিত হয় ; সুতরাং ভুচ্ছদ্রব্য বলিয়া কোনও দ্রব্যকে ঘণা করা কর্তব্য নহে । প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ গ্রহণ করা উচিত । পূর্বে যে উপবাসের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা ক্ষীণ বা দুর্বলরোগীর উপর প্রযোজ্য নহে । বাতপ্রধানবাতু, ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাতুর, মুখশোষগ্রস্ত, মূৰ্চ্ছাগ্রস্ত, বালক, ব্রদ্ধ ও গর্ভিনী ইহাদিগকে উপবাস করা-ইবেনা ।

## অণু বাত জ্বরচিকিৎসা ।

যদি বাতজ্বর আমাদিসংস্কৃষ্ট না হয় তবে, রোগীকে মাংসঘৃষ ও পুরাতন চাউলের অন্ন পথা দিবে এবং বিল্বাদি পঞ্চমূলসামিত কম্বার পান করিতে দিবে । যদি বায়ু রুক্ষাংশে রূপিত হইয়া থাকে তবে শতমূলীর স্বরস, পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে । বাতজ্বরে হিঙ্গুলেশ্বর, বৃত্তজ্বর, রামবাণ ও ত্রিপুরভৈরবরস ব্যবহার্য ।

### হিঙ্গুলেশ্বর ।

অথ—হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ প্রত্যেক সমভাগ, জলদ্বারা পেষণ করিয়া ১ রতি বটী করিবে । ঔষধ যত নিম্নলভাবে পিষ্ট হইবে ততই উৎকৃষ্ট ফলদায়ক হইবে । কোনও স্থলে পেষণ করিবার দ্রব দ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে, জল দ্বারা পেষণ করিতে হইবে । এই ঔষধের অল্পপান আদারস ও মধু এবং দধি, ঘোল, নারিকেল জল, পুরাতন তৈতুল প্রভৃতি । বায়ু, আম বা শ্লেষ্মাসংস্কৃষ্ট হইলে আদারস ও মধু অল্পপানে সেবন করাইবে । শুদ্ধ বাতজ্বর হইলে শেষোক্ত অল্পপানে সেবা ।

### অতুগুণ্য রস ।

বিষ, মরিচ, পিপুল, গন্ধক, সোহাগাখই, প্রত্যেক ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, বটী ১ রতি । এই ঔষধে ১ ভাগ পারদগ্রহণ করিলে হিঙ্গুল গ্রহণ অনাবশ্যক । ইহার সাধারণ অল্পপান—মধু, বাতজ্বরে—দধিরমাত, সন্নিপাত জ্বরে—আদারস, অজীর্ণজনিতজ্বরে—জর্জীররস, বিষমজ্বরে—কৃষ্ণজীরার চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড়, বাতপিত্তজ্বরে—ডাবের জল ও চিনি প্রশস্ত । এই ঔষধ বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

### ত্রিপুরভৈরব রস ।

বিষ ১ ভাগ, সোহাগাখই ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, দস্তীবীজ ৫ ভাগ, দস্তীমূলের কাথে ১ প্রহর মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—আদারস, ত্রিকটু অথবা চিনি । এই ঔষধ ব্যবহারে ঘোলসহ পথ্য করিবার ব্যবস্থা আছে । এই ঔষধের প্রচলন খুব বিরল । বাতজ্বরে রামবাণের ত্রায় ফলপ্রদ ঔষধ অতীব দুর্লভ ।

ত্রিফলাকল্লনামে যে ঔষধ নিয়ে লিখিত হইল উহা বাতজ্বরে ও পকজ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ ।

### ত্রিফলাকল্ল ।

যথা—আমলকীচূর্ণ—৮০, বহেড়াচূর্ণ—১১০ তোলা, হরীতকীচূর্ণ—৩ তোলা, একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা—১০ আনা। অল্পপান—বাতজ্বরে ইক্ষুগুড় বা ঘৃত, পিত্তে—মধু ও চিনি, কফে—ত্রিকটু ও মধু, সন্নিপাতে—মধু, ধাতুজ্বরে বা বিষমজ্বরে—যবক্ষার ও ইক্ষুগুড়, প্রমেহে—মধু ও শীতল জল, কণ্ডু ও কুষ্ঠে—ঘৃত, অগ্নিমান্দ্যে—সৈন্ধব, বমনে—টাবালেবুর রস, পাণ্ডু রোগে—ইক্ষুগুড়, ক্ষয়ে—ক্ষীর, হিকায়—ঘোল, উদরে—গোমূত্র, গ্রহণী বা অতিসারে—ঘোল, শূলে—উষ্ণজল, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুতে—ঘোল এবং নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগে—ত্রিফলাকাথ । এই ঔষধ সাধারণ জ্বরে ত্রিকটুচূর্ণ ও মধু সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বাতজ্বরের পথ্য পূর্বের জ্বায় প্রযোজ্য । বায়ু, আমাদি সংসৃষ্ট হইলে—অন্ন, মাংসযুষ ও দুগ্ধাদি পথ্য নিষিদ্ধ । আমসংসৃষ্ট বায়ুতে কফজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে । বাতজ্বরে অত্যন্ত শীত ও কম্প হইলে মাংসযুষ, দুগ্ধ, উষ্ণজল ও উষ্ণক্রিয়া প্রশস্ত । মাংসযুষ ও দুগ্ধ একসময়ে আহার করিবে না ।

ত্রিফলাকাথ ও ইক্ষুগুড় ঘৃত সহ সেবনে বিশুদ্ধবাতজ্বর নষ্ট হয় । দশমূলেরকাথ বাতজ্বর ও বাতশ্লেষ্মজ্বরনাশক ; সূত্ররং অবস্থা বিশেষে দশমূলের কষায় ব্যবহৃত হয় । কণ্ঠশেষ উপস্থিত হইলে টাবালেবুর কেশর, মরিচচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ মুখে ধারণ করিবে । নিদ্রা না হইলে উপযুক্তরূপ দুগ্ধ পান করিতে দিবে । কাকজজ্বামূল বা কাকমাচীমূল স্ত্রী দ্বারা মস্তকে ধারণ করিলে অথবা উহাদের মূলের কাথ ইক্ষুগুড় সহ পান করিলে স্নিদ্ধা হয় । রোগী ঘুবা ও সবল হইলে আমান্নিত বাতজনিত অনিদ্রায় শয়নেরপূর্বে (রাত্রিতে) ভৃষ্টসিদ্ধিচূর্ণ ৪রতি মধুসহ লেহন করিয়া দুগ্ধপান করিলে স্নিদ্ধা হয় । মাথার পীড়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে উক্ত যোগ প্রযোজ্য নহে । মস্তক, জন্ম ও গাত্রে বেদনা থাকিলে, গোঙ্গুর ও কণ্টকারীর কাথ পান করিতে দিবে । মুখের বিরসতায়—কিস্মিস্, চিনি ও দাড়িম একত্রে মুখে ধারণ করা বিধেয় । পেটে আশ্বান ও তৃপ্ত বেদনা থাকিলে—দেবদারু, ইক্ষুবব, বচ, কুড়, গুলঞ্চ, হিং ও সৈন্ধব কাঁজিতে পেষণ করিয়া জৈষদুগ্ধ করতঃ প্রলেপ দিবে । বাতজ্বরে বেদনা, কিস্মিস্, মিশ্রি, মোরী, পুরাতন ঠেঁতুল, ডাব, যুগযুষ, মাংসযুষ, ক্ষুদ্র জীবিতমৎস্যের কোল, পটোল, কচিবেগুন, কচিমূলক, খেজুর, দুগ্ধ, ও পুরাতন হৈমন্তিকধাত্তের অন্ন সুপথ্য । তিক্তাদি দ্রব্য, অনিদ্রা, চিষ্টা, ব্যায়াম, উত্তাপসেবন প্রভৃতি অপথ্য । বাতজ্বরের অল্পপানাদি বিজ্ঞানদিকমূলের দ্বারায় বড়লপরিভাষানুসারে সাধিত করিয়া সেবন করিতে পারিলে ভাল হয় ।

## অথ পিত্তজ্বর চিকিৎসা ।

পিত্তজ্বরে প্রথমতঃ বিরচনার্থে **দ্রাক্ষাদিক্কাথ** প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠভৃদ্ধি হয় এবং প্রলাপ, দাহ, তৃষ্ণা প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। **দ্রাক্ষাদিক্কাথ**। যথা—কিস্মিস্, হরীতকী, ক্ষেত্রপর্পটী, মুতা ও কটুকী মিলিত ২ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—শোণালুম্বা ৥০ তোলা। কোষ্ঠভৃদ্ধির আবশ্যক না থাকিলে ক্ষেত্রপর্পটীর কষায়ে রক্তচন্দন, বালা ও শুঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। কেহ ২ ক্ষেত্রপর্পটী, চন্দন, বালা ও শুঠ এই চারি দ্রব্যের কষায় করিয়া ব্যবহার করেন। পিত্তজ্বরে ক্ষেত্রপর্পটী বা ধাতুপটোলের কষায় প্রশস্ত। পেটের অম্লধ থাকিলে—জীবেলাদি ও নাগরাদিকষায় ব্যবহার করিবে। **জীবেলাদি**। যথা—বালা, আতৈষ, মুতা, শুঠ, বেলশুঠ ও ধনে। এই কষায় রক্তাতিসারেও প্রশস্ত। **নাগরাদি**। যথা—শুঠ, আতৈষ, মুতা, চিরতা, গুলঞ্চ ও ইল্লবব। ইহা জ্বর, পাচক ও সঙ্কোচক।

রোগীর দাহ উপস্থিত হইলে কাঁজি দ্বারা বস্ত্র ভিজাইবার পর, উহা নিওরাইয়া গাত্র আবৃত করিয়া দিবে। নিমপাতা কাঁজি সহ বাটিয়া এবং পরে উহা প্রচুর কাঁজিতে গুলিয়া মাখনদণ্ড দ্বারা মর্শিত করতঃ সেই ফেণা গায়ে লাগাইলেও দাহ নিবারিত হয়। নিমছাল ও ধনে, জলে রগড়াইয়া সেই জল ছাঁকিয়া চিনিসহ সেবন করিলে ও দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে। আমলকী কাঁজিতে পিষিয়া প্রলেপ দিলে দাহ প্রশমিত হয়। জিহ্বা, তালু, গলদেশ ও পিপাসাস্থান শুষ্ক হইতে থাকিলে তন্নিস্বারণার্থে টাবালেবুর কেশর, কিছু মধু ও সৈন্ধব একত্রে পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে। বমন হইতে আরম্ভ হইলে গুলঞ্চ বাটিয়া মধুসহ সেবন করিবে; অথবা বজ্রক্ষার, ১/০ রসসিন্দূর ১ রতি সহ পেষণ করিয়া শীতল জল সহ পান করিবে। আমরসের পরিপাক হইলে দাহযুক্ত পিত্তজ্বরে **মুত্ৰাঙ্কুরস** নারিকেল জলসহ সেবন করিলে ফল পাওয়া যায়। পুষ্কোক্ত ত্রিফলাকল্প সেবন করিলেও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। **লোহিতচূর্ণ** পটোলপত্রস সহ বা নারিকেলজল সহ পান করিলেও পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। অতিসার থাকিলেও এই ঔষধ প্রয়োগের বিধি আছে।

### লোহিত চূর্ণ।

যথা—রসসিন্দূর ৮ তোলা, নিমছাল ১ তোলা, চিরতা, ষেতসর্ষপ, বায়ুনহাটী, মুতা, বহেড়া, তেজপাত, বচ, রক্তচন্দন, সোহাগাখই, পিপুল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা। কেহ ২ তেজপত্র স্থানে হিঙ্গুল ব্যবহার করেন। মাত্রা ১/০ আনা। **অল্পপান**—তুলসীপত্র রস; কিন্তু পিত্তজ্বরে পূর্বোক্ত অল্পপানই প্রশস্ত। নারিকেলজল শীতবীৰ্য্য ও দাহ প্রশমক সূত্রাং আম বা শ্লেষ্মায়ুক্ত পিত্তজ্বরে নারিকেলজল ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। **অকরধ্বজ** পিত্তজ্বরয় দ্রব্যের অল্পপানে ব্যবহার করিলেও জ্বর সত্ত্বর ত্যাগ হয়। উদরাময় থাকিলে **কপূররস**।

যথাযথ অনুপানে সেবন করাইবে । বালকের উদরাময়ে অহাগ্রাস্তক মুতার রস ও মধু-  
সহ সেবন করাইবে । পিত্তজ্বরে (আমাবস্থায়) কফপিত্তজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে । এই জ্বরে  
মহুরীরযুষ, খই, মিশি, সাণ্ড, কিস্মিন্, বেদানা, বেতাগ্র, পটোল, পলতা ও খজ্জুর পথ্য ।  
উত্তাপ, অনিদ্রা, গুরুপাকদ্রব্যা, অন্ন, ক্রোধ, স্নিগ্ধাহার প্রভৃতি অপথ্য । প্রত্যেক অধিকারে  
উপদ্রব নিবারণার্থ অগ্নি অধিকারের যে সকল ঔষধ কথিত হইবে তাহাও তত্তৎ অধিকারে  
দ্রষ্টব্য এবং সেই ২ ঔষধে উপকার না হইলে ঐ অধিকারের উপযুক্ত অগ্নি ঔষধ ব্যবহার  
করিবে ।

## অথ কফজ্বর চিকিৎসা ।

নবজ্বর প্রায়শঃ কফপ্রধান বা আমরস প্রধান হয় । ইহাতে লজ্জন বিশেষ উপকারী ।  
সাধারণতঃ আমরসের ক্ষয়ের নিমিত্ত বাতজ্বরে ৭ দিন, পিত্তজ্বরে ১০ দিন এবং কফজ্বরে ১২  
দিন লজ্জন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে । এই নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে প্রায়শঃ আমরসের পরিপাক  
হইয়া থাকে এবং রস পরিপাক হইলেই সত্ত্বর জ্বরপরিত্যাগের সম্ভাবনা হয় । কফজ্বরে  
পূৰ্ব্বোক্ত পঞ্চকোলচূর্ণ বা তৎকায় পান করিলে জ্বর উপশম হইয়া থাকে । পঞ্চকোলচূর্ণ  
মধুদ্বারা লেহন করিবে অথবা গরমজল সহ পান করিবে । মধুরাসাতায় (মুখ মিষ্টরসে  
পরিব্যাপ্ত হইলে) ত্রিকটু ও সৈন্ধব জিহ্বায় দর্শন করিবে । অন্নমাত্রায় কোষ্ঠশুদ্ধির  
প্রয়োজন হইলে আমলকী, হরিতকী, পিপ্পল ও রক্তচিত্তের মূল ১০ আনা মাত্রায় জলসহ  
সেবন করাইবে । ইহাতে জ্বরের ও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । যদি ক্রুরকোষ্ঠ  
হয়, তবে এরণ্ডতৈল বা ইচ্ছাভেদী দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে ।

### ইচ্ছাভেদী ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগাখই, ভূঁট ও মরিচ প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত জয়পালবীজচূর্ণ  
৩ ভাগ, বটী ১ রতি । অনুপান—চিনি । ঔষধ সেবনান্তে যতবার চিনির জল পান  
করিবে ততবারই রেচন হইবে । জয়পালপটিত ঔষধ মূত্রকোষ্ঠব্যাক্রান্তিক বা তুর্কল  
বৃদ্ধ ও বালককে কলাচ ব্যবহার করাইবে না । জয়পাল—নিষ ; স্তত্রাং ভালরূপ শোধন  
করতঃ উহার অভ্যন্তরস্থ বিনপত্র ত্যাগ করিয়া ওষধে ব্যবহার করিবে । নতুবা বিমূচিকা  
হইবার সম্ভাবনা । রোগীর নিবমিষা হইলে বমন করান উচিত । কফ আমাশয়হইতে নিঃসৃত  
হইলে সত্ত্বর জ্বর বিমুক্ত হয় । পঞ্চকোল বা ত্রিকটুসামিত অনুপান বিশেষ ফলপ্রদ ।  
আগ্নেয় দ্রব্যের পথ্য এবং আগ্নেয়ক্রিয়া ইহাতে সমর্থক উপকারী । মৃত্যুজ্বররস, কফচিষ্টামণি,  
ত্রিফলাকল্প, মহালক্ষ্মীবিল্বাদ ও রামবাণ ঔষধ এইজ্বরে প্রযোজ্য । ত্রিফলাকল্প প্রথম অবস্থায়  
বিশেষ কার্যকারী হয় না স্তত্রাং উহা আমরসের পরিপাক অবস্থায় প্রযোজ্য । অনুপান—  
• ত্রিকটুচূর্ণ ও মধু । যদি শ্লেষ্মা বদ্ধ থাকে তবে উহা নিঃসারণার্থ আদারস সহ কফচিষ্টামণি

প্রয়োগ করিবে। আদারস, কফজরে বিশেষ হিতকর; সূত্রাং উহা অল্পপানার্থ ব্যবহারকরিবে।

### নারদীয়া লক্ষ্মীবিলাস ।

অন্ন ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কপূর, জৈত্রী ও জায়ফল, প্রত্যেক ৪ তোলা, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুয়াণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলেমূল, বেড়েনামূল, গোক্ষুরবীজ, ধুস্তুরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা, পানরসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা নবজ্বরে এবং জীর্ণজ্বরে বিশেষ উপকারী। অন্যান্য গুণ মহালক্ষ্মীবিলাসের অনুরূপ।

### মহালক্ষ্মীবিলাস ।

অন্ন ৮ তোলা, গন্ধক, পারদ, বঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, রোপা ১ তোলা, হরিতাল, তাম্র, প্রত্যেক ১০ তোলা, কপূর, জাতিফল, জৈত্রী, বৃদ্ধদারকবীজ, ধুস্তুরবীজ, স্বর্ণ প্রত্যেক ১০ তোলা, পানরসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। কেহ ২ এই ঔষধে হরিতাল স্থানে স্বর্ণমাক্ষিক ব্যবহার করেন। শোধিত হরিতালের পরিবর্তে হরিতালসত্ত্ব ব্যবহার করা নিরাপদ ও ফলপ্রদ। বৃদ্ধদারকবীজ ও ধুস্তুরবীজ শোধিত করিয়া ব্যবহার করিবে। মুখেদিলে বিবমিমা না হয় এইরূপ বিশুদ্ধ তাম্রভঙ্গ ঔষধে ব্যবহার করা কর্তব্য। এই ঔষধের সাধারণ অল্পপান—আদা ও পানেররস। এই ঔষধ আমপরিপাচক, শোষক, শ্লেষ্মা ও বেদনা নাশক এবং জ্বরঘ্ন। ইহা নূতন কি পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ব্যবহৃত হয়। অষ্টাঙ্গাবলিহিকা আদারস ও মধুসহ লেহন করিলে কাস ও শ্বাসযুক্ত জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা শ্লেষ্মা নিঃসারক। যদি মাথার বেদনা, কামড়ানি ও গুরুতা থাকে, তাহাহইলে দারুচিনি ও লবঙ্গ বাটিয়া উষ্ণকরতঃ উভয় কপোলে ও ললাটে প্রলেপ দিবে। বৃকে বেদনা থাকিলে পুরাতন ঘৃত, শুষ্কচূর্ণ ও সৈন্ধব ধুতুরার রসে আলোড়িত ও উষ্ণ করিয়া বৃকে মালিশ করিবে এবং তৎপর আকন্দের বা “ক্লানেলের” স্বেদ দিবে। এই জ্বরে শরীর অত্যন্ত গরম রাখা কর্তব্য। অধিক কাসির উদ্বিগ্ন থাকিলে তালিশাদিচূর্ণ বা চন্দ্রান্নত রস অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিবে। কফপ্রধানজ্বর প্রায়শঃ অবিচ্ছেদী হয়; রামতুলসীর পাতার রস ও মধুসহ কফচিত্তামনি সেবনে জ্বর ত্যাগ হয়। পিত্তপ্রধান জ্বর হইলে ক্ষেত্রপর্শ্ণটীর কষায়ে জ্বর বিচ্ছেদ হয়। ক্ষেত্রপর্শ্ণটীর কষায় জীর্ণ বা বিষমজ্বর বিচ্ছেদ করণার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহা তদবস্থায় দিনে ৩৪ বার সেবা। মাত্রা—/০ ছটাক। (আমজ্বরে বা কফজ্বরে মৈথুন করিলে উহা অবিচ্ছেদী বা বিষমজ্বরে পরিণত হইতে দেখা যায়, সূত্রাং জ্বরে কদাচ মৈথুন করা উচিত নহে।) এই জ্বরের প্রথম অবস্থায় হরিতাল বা সৈকোষটিত ঔষধ প্রয়োগ করা গহিত। যদি রোগী সবল এবং যুবা হয় তবে জ্বর বিচ্ছেদহইলে চণ্ডেশ্বররস প্রয়োগ করিবে। তাহাতে জ্বর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা কম হয়।





চণ্ডেশ্বর প্রভৃতি যে কয়েকটি ঔষধ লিখিত হইল, ইহাদের প্রত্যেকটাই একজাতীয়। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা পূর্বক এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কফজ্বরের সর্বপ্রকার অবস্থায় তুলসীপাতার রস ও মধু সহ নোহিতচূর্ণ প্রযোজ্য। এই ঔষধ সর্বত্রই অবি-  
রোধী। খই, আদা, টাটকা মুড়ি, গরমজল, মিশ্রি, বালি ইত্যাদি পথ্য। অপথ্য—মাগু, শীতল জল, দিবানিদ্রা এবং যাবতীয় ক্লেদি দ্রব্য।

## অথ বাতপিত্তজ্বর চিকিৎসা ।

এই জ্বরে প্রথমতঃ জ্বরের সামতা দূর করিবার নিমিত্ত নবাক্ষ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ পিত্তজ্বরোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। নবাক্ষ। যথা—গুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা ও স্বল্পপঞ্চমূল। দশমূলের প্রথম পাঁচটীকে রুহং পঞ্চমূল ও শেষোক্ত ৫ টীকে স্নেহ-পঞ্চমূল কহে। রুহংপঞ্চমূল বাতশ্লেষ্মনাশক এবং শেষোক্ত ৫টী বাতপিত্তনাশক। এই জ্বরে ত্রিফলাকক্স যথোক্ত অল্পপানে প্রয়োগ করিবে। রস ক্ষয় হইলে—বাতপিত্ত-  
তক রস ও পিত্তাতক রস ব্যবহার করা যায়; কিন্তু ১০ দিনের পূর্বে উহা ব্যবহার করা উচিত নহে। ধনে ও পলতার কাথ এই জ্বরে বিশেষ ফলপ্রদ। গুলঞ্চ, ক্ষেত্র-  
পল্লী, মুতা, চিরতা ও গুঁঠ এই পাঁচটীকে পঞ্চভদ্র কহে। ইহার কষায় বাত-  
পিত্তজ্বর নাশক। মুতা ও ক্ষেত্রপল্লী কষায় পিত্তজ্বর ও বাতপিত্তজ্বর বিনাশ করে।

এইজ্বরে আমলকী, মৃগের ঘূষ ও বেদানা প্রশস্ত। রোগী সবল হইলে এবং নিরাম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ছোলারঘূষ প্রশস্ত কিন্তু ছোলার ডালেরঘূষ হিতকর নহে। এইজ্বরে কেবল মৃগেরঘূষ ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া বিষ্টম্ভ এবং অন্যান্য উপদ্রব উৎপাদন করিতে পারে। এইজ্বরে নবাক্ষ ও পঞ্চভদ্র ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। পিত্তজ্বরোক্ত পথ্যাপথ্যই এইজ্বরের পথ্যাপথ্য জানিবে।

## অথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর চিকিৎসা ।

এই জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মা উভয় বিপরীত চিকিৎসা করা বিধেয়। যদি জ্বর বিকৃতিবিষম-  
সমবায়ারক হয়, তবে যোগবাহী গুড়ুচ্যাди কাথ পান করিতে দিবে।

গুড়ুচ্যাदि কাথ ।

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, রক্তচন্দন ও কটকী; এতৎসাধিত অন্নপানাদি ব্যবহার্য। যদি পিত্তের ভাগ অধিক হয় তবে পূর্বোক্ত ধাতুপটোল কষায় প্রয়োগ করিবে। কফাধিক্য হইলে নাগরাদিকষায় প্রযোজ্য। নাগরাদি। যথা—গুঁঠ, বেণামূল, বেলগুঁঠ, মুতা, ধনে, মোচরস ও বাল। এই কষায় সংগ্রাহক। কটকীচূর্ণ ১০ ও চিনি ১০

আনী একত্রে জলসহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয় । ইহা বিরেচক । পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ সমান হইলে শুঁঠ ও পলতার কাথ ব্যবহার করিবে । উভয় দোষের প্রকোপ অতিপ্রবল হইলে বমন ও বিরেচন দ্বারা পিত্ত ও শ্লেষ্মা নিরূপণ করিবে । রোগী দুর্বল হইলে কেবল সংশমন ঔষধ প্রযোজ্য । এইজ্বরে পঞ্চতিক্তকষায় বিশেষ ফলপ্রদ ।

**পঞ্চতিক্তকষায়** যথা—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা । ইহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মা সহর প্রশমিত হয় ।

### বিশেষ্মজ্বর রস ।

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কটফল, মেঘশঙ্গী, বচ, শুঁঠ, বায়ুন-হাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে, ক্ষেত্রপঙ্কটীর রসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে ।

**অম্বুপান**—মধু ৥০ তোলা অথবা কাকমাচীর রস ১ তোলা ও সৈন্ধব ৪ রতি । এই ঔষধ বালক ও গর্ভিণীকে ব্যবহার করাইবে না । প্রথম অবস্থায়—জ্বরের বেগের সময়, এই ঔষধ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ । রসের অভাবে দ্রবোর কাথ দ্বারা ভাবনা দিবে । ইহাতে **ত্রিফলাকষ** পূর্ক অম্বুপানে এবং **লোহিতচূর্ণ** পলতা ও ধনের কাথ সহ ব্যবহার করা যায় । এই দুই ঔষধ সমস্ত অবস্থাতেই প্রযোজ্য ।

**রসরাজরস** ব্যবহার করিলে ও জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে । **অম্বুপান**—তুলসী পত্রের রস । শুঁঠসাধিত যুগেরযুষে রোগী সহর প্রকৃতিস্থ হয় ; ইহা পিত্তশ্লেষ্মনাশক । ত্রিফলা, বলাড়ুমুর, কিস্মিস বা কটকী বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে । তেউড়ীমূলচূর্ণ ৮০ আনী মাত্রায় চিনিসহ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া আশু পিত্তশ্লেষ্মজ্বর প্রশমিত হয় । এইজ্বরে মসুরীরযুষ, পটোল, কচিবেগুন, খই, মিশ্রি প্রভৃতি পথ্য । ইহাতে দিবানিদ্রা অত্যন্ত দৃশ্যীয় ।

## অপ বাতশ্লেষ্ম জ্বর চিকিৎসা ।

এইজ্বরে প্রায়শঃ বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে ।

আরম্ভাদ্ বেগমত্যাং ত্রিরাত্রং যশ্চ বর্দ্ধতে,

ভৃশং শ্বেদো ভবেচ্চাপি বিকারপূর্বলক্ষণং ।

অর্থাৎ যে জ্বরের আরম্ভেই অত্যন্ত বেগ হয়, প্রথম তিন দিন যে জ্বর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং অত্যন্ত ঘর্ম হইতে থাকে সেই জ্বরেই প্রায়শঃ ভবিষ্যতে বিকার সংঘটিত হইবার আশঙ্কা । বিকার শব্দের অর্থ প্রলাপাদি কথন এবং ইন্দ্রিয়মোহ । ইহাতে শ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপ হওয়ায় সহর বন্ধস্থল আক্রান্ত হয়, এবং শরীর অত্যন্ত ভারবোধ, চঞ্চলাল ও বুকে বেদনা হইয়া থাকে । ৫৬ দিন পর্য্যন্ত জ্বরের বেগ প্রায় সমভাবেই থাকে ও জ্বর বিচ্ছেদ হয় না । কোন ২ সময় শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং তজ্জা, ভ্রাস্তি, শিরোগূর্ণন প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায় । ইহাতে পিপাসা বোধ হয় না কিন্তু অল্প ২ কাসি হইয়া থাকে ।

এই জ্বরে হঠাৎ শৈত্যক্রিয়া করা কর্তব্য নহে। তাহাতে প্লেগ্মার প্রকোপ অধিক হওয়ায় রোগীর অবস্থা অধিক শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। যদি জ্বরের বেগ অত্যধিক হয়, এবং তাহাতে রক্তেরক্রিয়া মস্তিষ্কে অধিক পরিলক্ষিত হয় তবে মস্তক মুণ্ডন করতঃ বরফ বা শীতল জলের “পটি” ব্যবহার করা যাইতে পারে।

“কুইনাইন” বা তদ্রূপ অন্য কোন তিক্তদ্রব্য ব্যবহারে এই জ্বর প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহাতে বমন বা বিরেচন প্রয়োগ নিষিদ্ধ। প্লেগ্মা নিঃসারণার্থ নস্ত্রপ্রয়োগ করা যাইতে পারে; তাহাতে মস্তিষ্ক ও শরীরের লগ্নতা সম্পাদিত হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় কফচিহ্নান্বিত ও অষ্টাঙ্গা বনেহিকা প্রযোজ্য। অনুপান—আদার রস। ইহা দ্বারা বায়ু এবং প্লেগ্মা শীঘ্র ২ প্রশমিত এবং কফ নিঃসারিত হয়। মহালক্ষ্মীবিলাস কফের শোধক হেতু, (বুকে কফ আবদ্ধ ও তজ্জনিত বেদনা থাকিলে) প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। যদি পূর্বেক্ত ২টা ঔষধ ফলদায়ক না হয় এবং ব্যাধি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বলিয়া অনুমিত হয়, তবে ব্রহ্মকন্তুরীভৈরব আদার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন ২ চিকিৎসক এই ঔষধের সহিত কন্তুরী ১ রতি ও মকরদ্বন্দ্ব ২ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। যদি রোগীর ইঞ্জিয় বিহীন বা অত্যধিক শিরশ্চালন প্রভৃতি চূর্ণলক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহাহইলে উক্ত ষোড়শবিধ সমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

যদি বুকে বেদনা না থাকে এবং প্লেগ্মা নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে মহালক্ষ্মীবিলাস, বসন্ততিলক, সর্বাঙ্গসুন্দর ও কাঞ্চনাদ্র, প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। অনুপান—আদা ও পানের রস। এইজ্বরে বালুকা ভাজিয়া কাঁজি দ্বারা সিক্ত করতঃ এরূপ পত্রে বেটন করিয়া সর্বশরীরে বা বেদনাস্থলে স্বেদ দিবে। তদ্বারা স্রোতঃ সমূহের মূহুতা সম্পাদিত ও প্লেঙ্কিক-বিল্লি সমূহ হইতে প্লেগ্মা বিনির্গত হয় এবং জ্বর ও শীঘ্র ২ কমিতে থাকে। স্বেদ প্রয়োগ তিন, অথবা কোন উপায় এরূপ আশু ফলপ্রদ নহে। মস্তিষ্কে বেদনা থাকিলে, দারুচিনি, লবঙ্গ, বাচ ও ধনে পেষণ করতঃ উষ্ণ করিয়া উহা দ্বারা ললাটের উভয় পার্শ্বে প্রলেপ দিবে। রোগীর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইলে কুলথকালাই ঈষদ্ ভজিত করিয়া চূর্ণ করতঃ গরম ২ স্বেদ দিবে।

পুরাতন গোময়চূর্ণ ঘর্ষণে ও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। বুকে বেদনা অথবা প্লেগ্মা আবদ্ধ থাকিলে মসিনার “পোন্টিস” বা পুরাতন ঘৃত ও গুঁঠচূর্ণ মালিশ করিয়া আকন্দপত্রের স্বেদ দেওয়া হিতকর। স্বেদ দিবার পরে আকন্দের তুলা দ্বারা (অভাবে—গরম কাপড় দ্বারা) বেদনার স্থান উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বাধিয়া রাখিবে। এইরূপ বেদনায় আমাদের মহালাতকুলাস্তকম্বুত মালিশ করিলে সত্ত্ব ২ ফল দর্শিয়া থাকে।

যদি রোগী হিমাক্ত হয়. তবে জায়ফল. বিণ্ডু সর্ষপতৈলে ঘর্ষণ করিয়া সর্কোজে মালিণ করিবে এবং পূর্বোক্ত বালুকার স্বেদ আবগ্ৰকবোধ করিলে তাহাও প্রয়োগ করিবে । এই অবস্থায় মকরম্বজ ১ রতি, কস্তুরী ১ রতি, ও কর্পূর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া আদা ও তুলসীপত্রের রস সহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ২ সেবন করাইবে । কাস থাকিলে অষ্টাঙ্গাবলেনহিকা, তালিশাদিচূর্ণ বা চন্দ্রান্নতরঙ্গ ব্যবহার করিবে ।

স্রব্বকস্তুরীভৈরব বা ব্রহ্মকস্তুরীভূষণ প্রয়োগ করিলেও রোগী প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে । ইহা সংজ্ঞাজনক. ঘর্মনিবারক, উত্তেজক ও বিকার নাশক ।

জিহ্বা ভারবোধ করিলে এবং তাহাহইতে লাল নিঃসৃতহইতে থাকিলে উহাতে ত্রিকটু ও সৈন্ধব ঘর্ষণ করিবে । টাবালেবুর কেশর. মরিচ ও সৈন্ধব একত্রে বাটিয়া মুখে ধারণ করিলেও জিহ্বার জড়তা ও লালান্নাব নিবারিত হয় । বাতশ্লেমা নাশক অষ্টাদশাঙ্গকম্বাস সহ ঔষধ প্রয়োগ করিলে, শীঘ্র ফললাভ হইয়া থাকে ।

রোগীর চক্ষু আবিল বোধহইলে. ছাগদুগ্ধে দার্বী-রসোজ্জ্বল ঘষিয়া উহার অঞ্জন দিবে ।

### অষ্টাঙ্গাবলেনহিকা ।

কটফল, পুষ্করমূল. ( অভাবে কুড় ) কাকড়াশৃঙ্গী. ত্রিকটু, দুর্লাভ ও কুম্বজীরা, প্রত্যেকের সমভাগচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ১০ একআনা মাত্রায়. মধু দ্বারা মাড়িয়া ও তৎসহ কিঞ্চিৎ আদার রস মিশাইয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ২ লেহন করিবে ।

### স্রব্বকস্তুরীভৈরব ।

শোধিতহিঙ্গুল, শোধিতবিষ, সোহাগারখই. জৈত্রী. জায়ফল. মরিচ, পিপুল ও কস্তুরী, প্রত্যেক সমভাগ । জলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অনুপান—আদার রস ও মধু ।

### ব্রহ্মকস্তুরীভৈরব ।

কস্তুরী. কর্পূর, তাম্রভষ্ম, ধাইফুল, আলকুণ্ঠাবীজ, ( শোধিত ). আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মূতা, শুঠ, বালা আমলকী, স্বর্ণ, রৌপ্য, যুক্ত প্রবাল, লৌহ. হরিতাল ও অত্রভষ্ম, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ । আকন্দপত্ররসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অনুপান—আদার রস ।

### অপর ব্রহ্মকস্তুরীভৈরব ।

কস্তুরী, রাজপট্ট. রসসিন্দূর. মনঃশিলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল. যুক্তা, বঙ্গ, তুলকা, বিড়ঙ্গ. মূতা, অত্র. প্রবাল, লৌহ. আকনাদি, প্রত্যেক সমভাগ । বিষপত্ররসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অনুপান—আদারস ও মধু ।

### কস্তুরী ভূষণ ।

অত্র ৮ তোলা, কজ্জলী ৪ তোলা, প্রবাল, মুক্তা, রোপ্য, হরিতাল, প্রত্যেক ১ তোলা ; তাম্র ১০ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, জৈত্রী ১ তোলা, বৃদ্ধদারকবীজ, ধুস্তুরবীজ প্রত্যেক ২ তোলা, কস্তুরী ১০ তোলা ও স্বর্ণ ১০ তোলা । ২ রতি বটী করিবে ।

### ব্রহ্ম কস্তুরী ভূষণ ।

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগা, জায়ফল, জৈত্রী, কস্তুরী, হরিতাল, বঙ্গ, স্বর্ণ, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেক সমভাগ ; জলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অনুপান—আদাররস ও মধু ।

### সৌভাগ্য চিন্তামনি ।

মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রোপ্য, কস্তুরী, কর্পূর, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণসিন্দূর, লৌহ, অত্র, হরিতাল, বঙ্গ, ধূপর তাম্র, রসসিন্দূর, জাতিকল, জৈত্রী, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচি ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ । আদাররসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ্বর, সন্নিপাতবিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয় । অনুপান—আদার রস ও মধু ।

### অষ্টাদশাঙ্গ কষায় ।

দশমূল, শটা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ছুরালতা, বায়ুনহাটী, ইজ্জব, পটোলপত্র, ও কটকী, একত্রে ২ তোলা ; জল ৮—শেষ ৮ পোয়া । এই কষায় ঔষধের অনুপানার্থ বা কেবল পানার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহা দ্বারা উপদ্রব সমূহ শান্ত হইতে দ্রুত হয় ।

পথ্য লঙ্ঘন, পক্ষিকোলসাধিতপেয়া, গরমজল, আদা, খই, কুঙ্কটমাংসের ঘৃষ, পারাবতঘৃষ, বেদানা, মিষ্টি, (তালের) ও বার্লি ইত্যাদি । অপথ্য—শীতলজল, জলীয়-দ্রব্য, ক্লেদিদ্রব্য, সাণ্ড ইত্যাদি । এইজ্বরে ২৪ দিনের পূর্বে কদাচ অন্নপথ্য দেওয়া কর্তব্য নহে, তাহাতে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে ।

## অন্ন শ্লেষ্মোদগ সন্নিপাতজ্বর চিকিৎসা ।

শ্লেষ্মোদগ অর্থাৎ শ্লেষ্মাপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের চিকিৎসা প্রায় বাতশ্লেষ্মিকবিকার চিকিৎসার তুল্য । তথাপি এইজ্বর মিলিতদোষত্রয় সম্ভূত বলিয়া, ইহাতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয় । সন্নিপাতজ্বরে প্রায়শঃ জিহবার ধরম্পর্শতা উৎপন্ন হয় ; তন্নিবারণার্থ ত্রিকটু, সৈন্ধব ও আদার রসের কবল ধারণ করিবে । লঙ্ঘন, বায়ুকাস্থেদ, নম্র, অবলেহ ও অঞ্জন এই কয়েকটি সন্নিপাতজ্বরের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত । বাতশ্লেষ্মিক-

জ্বরের যে ২ অবস্থায় যে ২ ক্রিয়া ও ঔষধ বিহিত হইয়াছে ইহাতেও তত্তাবতাবস্থায় সেই ২ ক্রিয়া ও ঔষধ প্রযোজ্য। শরীর হিমাক্ত হইলে অষ্টাঙ্গধূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহাতে শরীরের এবং জ্বরের লঘুতা সম্পাদিত হয়। সন্নিপাতজ্বরে প্রথমতঃ কফনাশক ও আমনাশক ক্রিয়া করিবে : পশ্চাৎ কফ হীনবল হইলে বর্দ্ধিত দোষের চিকিৎসা করিবে। সন্নিপাতজ্বরের শেষ অবস্থায় শরীর বিষাক্ত হয়। এইবিষ দোষপ্রভাবে বা দোষদুষ্ণের অনির্বচনীয় সংমূর্ছনা ক্রমে শরীরেই উৎপন্ন হয়। এইবিষ বিনাশের নিমিত্ত বিষ নাশক সূচিকাভরণ প্রভৃতি বিষঘটিত ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। যখন রোগী অবসন্ন, হিমাক্ত ও বাক্শক্তিবিহীন হয়, সেইসময় এইরূপ বিষাক্ত ঔষধ প্রযোজ্য। এইজাতীয় ঔষধ সেবন করিলে, শৈত্যক্রিয়া ও বাজন করিবে। দোষের শক্তি অসাধারণ ; সুতরাং ঔষধ দ্বারা দোষশক্তির ধ্বংস না হইলে জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন। দোষের পাক হইলেই দোষশক্তির ধ্বংস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দাহ, তন্দ্রা, গৌরবাদির অভাব, জ্বরের অল্পতা, দেহের লঘুতা ও ইন্দ্রিয়ের বিমলতা প্রভৃতি দোষপাকের লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইলে রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। ধাতুপাকলক্ষণ পরিষ্কৃত হইলে প্রায়শঃ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। **ধাতুপাকলক্ষণ**। যথা— “নিদ্রানাশে, হৃদিস্তম্ভো বিষ্টম্ভো গৌরবো রূচিঃ। অরতিবলহানি চ ধাতুনাং পাকলক্ষণং” ॥ অর্থাৎ অনিদ্রা, হৃদয়ের স্তম্ভতা, উদরের আশ্বাস, শরীরের শুক্লত্ব, অরুচি, অরতি ও বলহানি এই কয়েকটা ধাতুপাকের লক্ষণ। নাভির উর্দ্ধে এবং হৃদয়ের অধোদেশে টিপিয়া ধরিলে রোগী যদি বেদনা বোধ করে, তাহাহইলেও ধাতুপাক হইতেছে বুঝিতে হইবে। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন প্রশস্ত ; কারণ, সন্নিপাতজ্বরে রোগী লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারে, তাহাতে রোগীর লঙ্ঘন জনিত কোনও প্রকার অনিষ্ট হয় না এবং ইহা দোষের প্রভাব বশতঃই হইয়া থাকে।

অত্যন্ত তন্দ্রা উপস্থিত হইলে সৈন্ধব, সর্জিনাবাজ, সর্ষপ, ও কুড় ছাগমূত্র প্রেমাণ করিয়া নস্ত্র দিবে। সংজাজননার্থ রসেন মনঃশিলা ও বচ একত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। শ্লেষ্মা নিহরণার্থ পূর্বোক্ত অষ্টাঙ্গাবলেনৈহিকা ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর শ্বেদ প্রয়োগ আবশ্যক হইলে, মধু সংযোগ না করিয়া কেবল আদার রস সহ সেবন করিবে।

**সূচিকাভরণ রস**। বিষ, শোধিতকৃষ্ণসর্পিবিষ, দারুমুখ, প্রত্যেক ১ ভাগ, হিঙ্গুল সর্বসমান। রোহিতমৎস্ত, বরাহ, ময়ূর, ছাগ ও মহিষ ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডে ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটা করিবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে, গাত্রে তৈলমর্দন এবং শৈত্যক্রিয়া করা কর্তব্য। অম্লপান—আদার রস।

**অষ্টাঙ্গধূপ**—গুগ্গুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ ও যব এই সকল দ্রব্য শুষ্ক ও ঘৃত গ্রাসিত করিয়া রোগীকে দুগ্ধিত করিবে।

**বিষপ্রহোপ**—কালকটবিষ ১ তোলা, অহিফেন ১ তোলা, কাস্তুরোই ১০ তোলা, অত্র ২১০ তোলা, জলদ্বারা মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। অল্পপান—আদার রস। ঔষধ সেবনান্তে শৈত্যক্রিয়া করিবে ॥

আজকাল সূচিকাতরণ এবং বিষপ্রয়োগের ব্যবহার নাই; সুতরাং উহার পরিবর্তে **মেষধ্বনি** ব্যবহার করিবে।

### মেষধ্বনি।

পারদ, গন্ধক, বিষ, খেতদারুম্ব, সৈকো ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ আদারসে ৪ বার, কেশরাজ রসে ৪ বার, নিসিন্দারসে ৪ বার, ও শেষে ভৃঙ্গরাজরসে ১ বার ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণবটিকা করিবে। অল্পপান—পোড়াঠেতুল প্রভৃতি। ঔষধ সেবনান্তে শীতল ক্রিয়া করিবে। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে স্নানাদ্যপানের কক্ষা পান বা তৎসাপিত অল্পপান বিশেষ হিতকর।

**স্নানাদ্যপান**। যথা—মৃত্তা, ক্ষেত্রপর্ণাটী, বেণামূল, দেবদারু, শুঁঠ, ত্রিফলা, ছুরালভা, বন নীলমূল, কমলাগুঁড়ী, তেউড়ীমূল, চিরতা, আকন্দা, বেড়েলামূল, কটকী, যষ্টিমধু ও পিপ্পলমূল ॥ পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মনাশক অষ্টাদশাঙ্গকষায় ব্যবহার করিবে।

**অষ্টাদশাঙ্গ**। যথা—চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুঁঠ, কটকী, মৃত্তা, ইল্লযব, ধনে ও গজপিপুল। সাধারণ সন্নিপাতজ্বরে ব্রহ্মত্যাদিগণ প্রয়োগ করিবে।

**ব্রহ্মত্যাদিগণ**। যথা—ব্রহ্মতী, কটকারী, কুড়, বায়ুনহাটী, শটী, কাকড়াশুঙ্গী, ছুরালভা, ইল্লযব, পলতা ও কটকী। ইহাদ্বারা সন্নিপাত জ্বরের উপসর্গ সত্ত্বর তিরোহিত হয়।

কণ্ঠরোধের উপকম হইলে দশমূলেরকাথে আদারস ও টাণ্ডালবৃক্ষ রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। জিহ্বায় অত্যন্ত জড়তা হইলে—সৈন্ধব, ত্রিকটু ও অম্ববেতস একত্রে পেষণ করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে।

জিহ্বা শুষ্ক বা কটকিত বোধ হইলে, উহাতে ঘৃত মালিশকরিয়া মধু ও কিস্মিস্ পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে ভেদ হইলে, পূর্কোক্ত নাগরাদিকষায় পান বা বেলশুঁঠ ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, মৃত্তা ১ তোলা, কুটজছাল ৫ তোলা, দাড়িমের খোসা ১ তোলা, জল ৮ গুণ, শেষ—অষ্টমভাগ পান করিবে। এই অবস্থায়—বেলশুঁঠ, বালা ও মধু সহ ব্রহ্মকস্তু, নীটোভরল বা শেফালকালানলরস ব্যবহার করা যাইতে পারে। কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের সাধারণ অবস্থাতেও শ্লেষ্মকালানলরস আদারস সহ ব্যবহার করিতে পারা যায়। এইঔষধ প্রথমঅবস্থায় প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহাতে অনেক প্রকার বিষসংযোগ আছে। অতিসার নিবারণার্থ কক্ষপূরক প্রয়োগ করা যায়। দাহে শীতলজল সেচন নিষিদ্ধ। সন্নিপাতজ্বরাণ্তে, কর্ণমূলে শোথ হইলে, প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ



করিবে । তাহাতে উপশম না হইলে গৈরিক পঞ্চলবণ, শুঁঠ, বচ কটকট প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ লইয়া কাঁজি দ্বারা বাটিয়া দিনে ৪।৫ বার প্রলেপ দিবে । গলদেশে শোথ হইলে টাবালেবুর মূল, গণিয়ারী, শুঁঠ, দেবদারু, চই. রক্তচিহ্নমূল, প্রত্যেকদ্রব্য সমভাগ লইয়া জলদ্বারা পেষণ করতঃ গলায় প্রলেপ দিবে ।

### শ্লেষ্মকালানল রস ।

পারদ, গন্ধক, কুচিলা. ( দুষ্কশোধিত ), বংশপত্রহরিতাল ও বিষ প্রত্যেক ৪ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ. দারুযুষ. রসাগ্নন, গোদন্ত হরিতাল, ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ২ তোলা. হরিতাল. অন্ন, গাব, গুজা, সোহাগা, হরীতকী, বেড়োলা, ভুঙ্গরাও ও সিজ প্রত্যেক ১ তোলা । দাড়িম-ফলের রসে মর্দন করিয়া যুগ প্রমাণ বটা করিবে । অন্তপান—আনারস । অতিসার রোগে—কদলীকাণ্ডরস সহ সেবা ।

রক্তনিষ্টিবন হইলে গন্ধতুণ. ছুরালভা, বাসক, ক্ষেত্রপল্লী, প্রিয়ঙ্গু, ও কটুকীসাধিত কাথে চিনি ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । এনাঁদি গুড়িকা মধু ও বাসকরস সহ লেহন করিলেও রক্তনিষ্টিবন নিবারিত হয় ।

## অগ্ন সন্ধিগ সন্ধিপাতঙ্গর চিকিৎসা ।

এইজ্বরে সন্ধিস্থলে অতিশয় বেদনামুক্ত শোথ হয়. মুখে কফেরগন্ধ হয় এবং কাস, বেদনা ও অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে । এইজ্বর অত্যন্ত শ্লেষ্মপ্রধান ও সংক্রামক । অরমাত্রেরই সংক্রামক কিন্তু সন্ধিপাতঙ্গর আশু সংক্রামক । এইজ্বর শীঘ্র ২ জীবন নাশ করে । কেহ ২ এই জ্বরকেই আধুনিক “প্লেগ” নামে অভিহিত করেন । এই জ্বরে কস্তুরীভৈরব, বৃহৎকস্তুরীভৈরব. যক্ষ্মাধিকারোক্ত সর্দাঙ্গশুন্দর. বৃহৎচিস্তামণি. বসন্ততিলক, মহালক্ষ্মীবিলাস. বৃহৎজ্বরচূড়ামণি ও শ্লেষ্মকালানলরস ব্যবহার করা যায় । অন্তপান—পূর্ববৎ । এইজ্বরে কোনরূপ শৈত্যক্রিয়া বিধেয় নহে । সন্ধিগসন্ধিপাতে শট্টাণ্ডিকশাস্ত্র ব্যবহৃত হয় । শট্টাণ্ডিকশাস্ত্র । যথা—শটী, দেবদারু, ত্রিফলা, বৃদ্ধদারকবীজ. রাস্না, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও শতমূলী । এইকাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । এইকাথ মৃদুঅগ্নিতে পাক করিতে হয় । অবস্থা বিশেষে বচাদি ও রাস্নাদির কাথ হিতকর ।

বচাদি । যথা—বচ, ক্ষেত্রপল্লী, ছুরালভা, কটুকী, গুলঞ্চ, আঠৈব, দেবদারু, মূতা, শুঁঠ, বৃদ্ধদারকবীজ, রাস্না, গুগ্গুলু, বৃহৎকস্তুরীমূল, (অভাবে দস্তীমূল) এরণ্ডমূল ও শতমূলী ।

ইহাদের কাথ পান করিলে শোথ, বেদনা, ক্লান্তি, ভ্রান্তিও পক্ষাঘাতপ্রভৃতি নিবারিত হয় ।

**রাস্ত্রাদি ।** যথা—রাস্ত্রা, গুঁঠ ও গুলঞ্চের কাথে গুগ্গলু প্রক্ষেপ (১০ তোলা) দিয়া পান করিলে সন্ধিগবায়ুর প্রশমন হয় । মুতা, এরঙমূল, হরীতকী, নীলকিণ্টকী, দেবদারু, গুলঞ্চ, রাস্ত্রা, শতমূলী, শট্টা, কটকী, বাসকছাল, গুঁঠ, অম্বগন্ধা ও বৃহৎপঞ্চমূলী । (বিছাদিপঞ্চমূল), ইহাদেরকাথ পানকরিলে মন্যাস্তম্ভ ও সন্ধিগ্রহ বিনষ্ট হয় ।

**শোথযুক্তসন্ধিস্থলে প্রলেপ ।** যথা—জয়ন্তী, রাস্ত্রা, সজিনাছাল, বচ, কুটজছাল ও নিম্বমূলের ছাল গোমুত্রেবাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপদিলে উপকার হয় । সর্ষপচূর্ণ ও উয়ীমুক্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কনক (কাল) ধূতুরার রসে পেষণ করতঃ গরম করিয়া শোথযুক্ত সন্ধিস্থলে প্রলেপ দিলে বিশেষ ফলদর্শে । কৃষ্ণধূতুরমূল, পোস্তদানা (টেঁড়িকল) রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরে জয়ন্তীপাতা, সজিনাছাল ও সর্ষপ গোমুত্রে পেষণকরিয়া গরম করতঃ সন্ধিস্থলে প্রলেপ দিবে । অহিংস্রা, (ওকড়া) কেবুকমূল, (কেউতারামূল) সজিনাছাল ও উয়ীমটী গোমুত্রে পেষণ করতঃ গরম করিয়া প্রলেপ দিবে । সজিনাছাল, আদা, রসুন, ওকড়া, মরিচ ও তুতে বাটিয়া গরমকরতঃ শোথস্থানে প্রলেপ দিবে । সজিনাছাল, আদা ও সৈন্ধবের উষ্ণ প্রলেপেও উপকার হয় । প্রলেপদ্বারা সন্ধিগসন্নিপাতজ শোথ ও বেদনার নিবারণ করাই প্রধান চিকিৎসা । যেসকল প্রলেপ লিখিত হইল উহারা আমবাতে ও প্রযুক্ত হইতে পারে । বাতশ্লৈশ্মিকজরের ক্রিয়া ও ঔষধাদি সন্নিপাতজরেও ব্যবহৃত হইবে । সঞ্জীবনীমূরা, চিন্তামণি ও রহচিন্তামণিরস সর্বপ্রকার সন্নিপাতজরে ব্যবহার করা যায় । সন্নিপাতজর বতোষণ বা পিত্তোষণ হইলেও অল্পপানের তারতম্যে কফোষণ সন্নিপাতের ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে ; কারণ উহা আমরস বা কফের আধিক্যেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইজন্য সন্নিপাতজরের সকল ঔষধই তীক্ষ্ণ এবং কফনাশক । অতীসারযুক্ত সন্নিপাতে অগ্ন্যমদাসব অমোঘ ঔষধ । সন্নিপাতজরে শীতলজল পান ও শীতল ক্রিয়া করিবে না । শীতালসন্নিপাতে শ্বেদ ও উষ্ণক্রিয়া অধিকরূপে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ।

**পথ্য ।**—লজ্জনই সন্নিপাত জরের পথ্য । তবে ১০।২ দিন পর রোগীর অবস্থা ভাল বোধ করিলে—বার্লি, ধই, আদা এবং কুর্কটমাংসযুষ ও পারাবতমাংসযুষ অল্পমাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে । বেদানার রস, কিসমিস ও মিশ্রি (অল্প ২) সকল অবস্থাতেই ব্যবহার করা যায় । এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও দ্রব্য এই জরে প্রযোজ্য নহে ।

## অগ্নি নিম্নমজ্জার চিকিৎসা ।

যে জ্বর আসিবার অবধারিত কাল নাই । (কোনদিন সকালে, কোনদিন বৈকালে এইরূপ ভিন্ন২ সময়ে যে জরের বেগ হয়) যে জ্বরে, কখন শীত কখন বা গ্রীষ্মবোধ হয় এবং

যে জরের বেগ কোন দিন অধিক আবার কোন দিন বা কম হয় তাহাকে বিষমজ্বর বলে । বিষমজ্বরমাত্রাই বায়ুপ্রধান । কারণ, বায়ুভিন্ন পিত্ত বা শ্লেষ্মা বিষমতা জন্মাইতে পারে না । সুতরাং সকল প্রকার বিষমজ্বরেই বায়ুনাশক ক্রিয়া কর্তব্য । এইজ্বর কখনও শরীরকে ত্যাগ করে না । তবে, গতবেগ হইলে ষাটত্বরে লীনঅবস্থায় অবস্থান করে । শরীরের মানি ও গুরুতা প্রভৃতি যাবতীয় লক্ষণ অপগত না হওয়ায়, জ্বর অন্তর্লীন অবস্থায় আছে বুঝিতে হইবে ।

সাধারণতঃ বিষমজ্বর ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা,—সন্তত. সততক, অন্তেছ্যাক, তৃতীয়ক ও চতুর্থক । এতদ্ভিন্ন, প্রলেপকজ্বরও বিষমজ্বরের অন্তর্গত । উহা প্রায়শঃ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রোগীরই হইয়া থাকে । কেহ কেহ বাতবলাসকজ্বরকেও বিষমজ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । উহা প্রায়শঃ পাণ্ডুরোগেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রলেপক ও বাতবলাসকজ্বর বাতশ্লেষ্ম-প্রধান । সন্ততজ্বর প্রথম ৭ দিন অবচ্ছেদী থাকে এবং এইসময়ের মধ্যে কোনও ঔষধ দ্বারা ফললাভ হয় না । সুতরাং এইসময় অতীতহইলে রামতুলসীর রস সহ কক্ষচিহ্না-মণি প্রয়োগ করিবে এবং ইজ্জব, পলতা ও কটকী ইহাদের কষায় পান করাইবে । আবশ্যকবোধ হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস এবং বৃহৎকন্তুরীভৈরব পূর্বঅনুপানে ব্যবহার করা যাইতে পারে । এইজ্বর রসধাতুগত এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান । ২১ দিন পরেও যদি জ্বর অল্পমাত্রায় হইতে থাকে, তবে বৃহৎসর্ষজ্বরহরলৌহ বা বৃহৎজ্বরচিহ্নামণি ব্যবহার করিবে । সমস্ত বিষমজ্বরেই জ্বরবিচ্ছেদকরণার্থ দিনে ৩৪ বার করিয়া ক্ষেত্রপল্লীটির কষায় অথবা মূতা ও ক্ষেত্রপল্লীটির শীতকষায় পান করিবে । ২১ দিনের পূর্বে এইকষায় পানে আশাহ্নরূপ ফল হয় না । সন্ততজ্বর দীর্ঘানুবন্ধী হইলে শেফালিকাপাতাররস ও মধু অনুপানে বৃহৎসর্ষজ্বরহরলৌহই প্রযোজ্য । শেফালিকাপাতার রস ও মধু বিষম ও জীর্ণজ্বর নাশক । কৃষ্ণজীরকচূর্ণ ও পুরাতনইক্ষুগুড় অনুপানসহ, পূর্বোক্ত মৃত্যুঞ্জয়রস সেবন করিলেও সন্ততজ্বর নষ্ট হয় । কৃষ্ণজীরক ও পুরাতন ইক্ষুগুড় এবং হরীতকীচূর্ণ ও মধু বিষমজ্বরনাশক । কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই শেফোক্ত ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ হয় । পূর্বোক্ত অনুপানসহ ত্রিফলকক্স প্রয়োগে বা কৃষ্ণচূর্ণ সেবনে বিশেষ ফল দেখা যাইয়া থাকে । এই ঔষধদ্বয় প্রথম অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না ।

এইসমস্ত চিকিৎসায় কোনও ফল না হইলে এবং শ্লেষ্মার আধিক্য অনুভূত হইলে আদারস সহ শ্লেষ্মাকালানলরস প্রয়োগ করিবে । দীর্ঘকালপর যদি জ্বর বাতপ্রধান হয় তবে জলমজ্জলরস ব্যবহার করিবে ; কিন্তু জরের বেগ অধিক হইলে জরমজলের পরিবর্তে চূড়ামণি রস ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ । সন্তত-জ্বর বহুকাল ভোগকরিলে যদি শোথ, অতিসার, যক্ষ্ম, গ্ৰীহা প্রভৃতি দ্বারা রোগী আক্রান্ত হয়, তবে পুটিপাকনিষ্মমজ্বরাস্তকলৌহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবনীয় । বৈকালে, উপদ্রব নিরাকরণার্থ তত্তৎ অধিকারোক্ত উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার্য্য । রোগী ক্ষীণ-কক ও ক্লান্তিযাহইলে ষট্টিপলকমূত্র প্রয়োগ করিবে । প্রাতঃকালে, রামতুলসী

পাতার রস ১ তোলা, মরিচচূর্ণ ১০ আধআনা অথবা জোণপুলীর (দণ্ডকলসের পাতার) রস ১ তোলা ও মরিচচূর্ণ ১০ আধআনা একত্রে সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। এই দুইটি ঔষধ ধাতুঘটিত কোনও ঔষধের সহিত অনুপানরূপে ব্যবহার করিবে। সন্ততজ্বরের প্রথম অবস্থায়—বিশমজ্বরাস্তকচূর্ণ, শ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায়—হৃৎ বজেশ্বর এবং জীর্ণবিষমজ্বরে—ভাবিত বিশমজ্বরাস্তকলৌহ প্রয়োগ করা যায়। বায়ুর অত্যন্ত প্রাবল্য হইলে, পঞ্চগব্যাস্থত ও কল্যাণকস্থত এবং পিত্তের প্রাবল্যাবস্থায়—পঞ্চতিক্তস্থত পানের ব্যবস্থা আছে। সন্ততজ্বরের শেষাবস্থায় গুড়ুচৌমোদক অতিশয় ফলপ্রদ।

### হৃৎ বজেশ্বরহরলৌহ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, (হরিতালসঙ্ক) প্রত্যেক ২ তোলা, কান্তলৌহ ৮ তোলা; ভাবনার্থ—উচ্ছেপাতারস, দশমুলেরকাথ, ক্ষেত্রপল্লীকাকথ, ত্রিফলাকাথ, গুলঞ্চের স্বরস, পানরস, কাকমাটীরস, নিসিন্দাপাতার স্বরস, খেত পুনর্নবাররস ও আদার রস। পর ২ প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। ইহার ভাবনা মোট ৭০টী। বটী ২ রতি। কাথে ভাবনা দিতে হইলে ঔষধের সমপরিমাণ দ্রব্য লইয়া, আটগুণ জলে পাককরতঃ অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তদ্বারা ঔষধ ভাবিত করিবে। জল না দিয়া রস বাহির করিলে তাহাকে স্বরস কহে। এই ঔষধের অনুপান পিপুলচূর্ণ ২ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০ সিকি। অস্তান্ত অনুপানেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মৈথুন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং পক্ষীর মাংসযুষ বিশেষ হিতকর। ইহা বিষম ও জীর্ণজ্বরের অত্যাংকষ্ট ঔষধ।

### হৃৎ বজেশ্বরচূড়ামনি।

স্বর্ণসিন্দুর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, কস্তুরী, জাতিফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অত্র, দারুচিনি, তালমূল ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, কান্তপাষণ, (চূষকপ্রস্তুত, অভাবে—গোদন্তহরিতাল,) ও শোধিত তুতে প্রত্যেক ৪ তোলা; ভাবনা—নিসিন্দাপাতার রস, বায়ুনহাটীর কাথ, বাসকছালের রস বা কাথ, আকন্দমূলেরকাথ ও গোক্ষুরকাথ। বটী, ২ রতি, অনুপান—আদারস প্রভৃতি।

### জহ্নমজলরস।

হিজুলোখ পারদ, গন্ধক, সোহাগোষই, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কান্তলৌহ ও রৌপ্য প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা। ভাবনার্থ—ধূতুরাপত্ররস, শেফা-লিকা পাতাররস, চিরতার কাথ ও দশমূলের কাথ; ক্রমাগত প্রত্যেকটী দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—ঈষৎ ভাজাজীরচূর্ণ (খেতজীরা) ২ রতি ও মধু ১০ সিকি তোলা।

## জুড়ানি রস ।

রসসিন্দুর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, মুক্তা, অত্র, লৌহ, প্রত্যেক সমভাগ, জল দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে। অবস্থা বিশেষে অল্পপান ব্যবস্থা করিবে। সাধারণ অল্পপান—মধু ও আদারস অথবা মধু ও পিপুল চূর্ণ।

## পুটপাক বিষমজ্বরাস্তকলৌহ ।

হিঙ্গুলোথ পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ, অত্র ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা, বঙ্গ ১০ তোলা, প্রবাল ১০ তোলা, মুক্তা, স্বর্ণ, শঙ্খভষ্ম ও শুক্লভষ্ম প্রত্যেক ১০ সিকি তোলা। প্রথমে পারদ ও গন্ধক কজলী করিয়া রসপপ্পটীর তায় পপ্পটী করিয়া লইবে; পশ্চাৎ তৎসহ অগ্নাত দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। কেহ কেহ বঙ্গের পরিবর্তে স্বর্ণগৈরিক ব্যবহার করেন। এই সকল দ্রব্য স্নতকুমারীর রস দ্বারা মর্দন করতঃ ঝিনুকে ভরিয়া ১৫২০ খানা ঘুঁটের আঙুনে পুটপাক করিবে। ঝিনুকের প্রলেপ ঈষৎ রক্তিমাত হইলেই নামাইতে হয়। এইসময় গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হইবে। যদি পাক সামান্য অধিক হয়, তবে অভ্যন্তরস্থ শুষ্ক অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে এবং তাদৃশ পুটপাক কিঙ্কিন্মাত্রও ফলপ্রদ হইবেনা। যাত্রা ২ রতি। অল্পপান—পিপুলচূর্ণ ২ রতি, শোধিত হিং ১ রতি ও সৈন্ধব ১ রতি একত্র মাড়িয়া পানরস সহ সেব্য। পিপুলচূর্ণ ও মধু অল্পপানেও ইহা ব্যবহৃত হয়। কেহ ২ স্নত কুমারীর রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটা করিয়া থাকেন।

## বিষমজ্বরাস্তকচূর্ণ ।

হিঙ্গুল, বিষ ও নিমছাল প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকটু ৩ তোলা, রসসিন্দুর ৬ তোলা, যাত্রা ৫৬ রতি। অল্পপান—মধু, তুলসীপত্ররস, পানরস, শেফালিকাপাতাররস ইত্যাদি,

## ব্রহ্মবৈষ্ণব ।

পারদ, গন্ধক, রসসিন্দুর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, সিদ্ধিবীজ, পিপুল, গজপিপুল, দারুচিনি, দস্তীবীজ, হিজলবীজ ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ১০ সিকিতোলা, মুক্তা ১০ তোলা, কস্তুরী ১০ তোলা; আদার রসে এবং রক্তচিতেম্বলের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটা করিবে। অল্পপান—আদার রস, তুলসীপত্ররস, পানরস, মধু ইত্যাদি।

## ভালিত বিষমজ্বরাস্তকলৌহ ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অত্র, রসাজুন ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ; নিম্নলিখিত দ্রব্যের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটিকা করিবে। কাথার্শদ্রব্য—চৈত্র্য, দেবদারু, গুঁঠ, মুতা, কটকা, ইঞ্জয়ব, ধনে, গজপিপুল ও দশমূল। অল্পপান—মধু, শেফালিকাপাতাররস, গুলঞ্চ, ক্ষেত্রপপ্পটী ইত্যাদি।

## গুড়চীমোদক ।

গুলঞ্চের পালে। ১০ পোয়া, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০ সের, মধু ১০ একছটাক, স্নত ১০ ছটাক; প্রথমতঃ গুড় ১ সের জলেগুলিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং উহা মোদকপ্রস্তুতের

উপযোগী আঠার ন্যায় হইলে, গুলকের পালো মিশাইয়া লইবে। ঈষৎ নীতলহইলে, মধু ও ঘৃতদ্বারা মাড়িয়া মোদক করিবে। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান—গরমজল অথবা মধু। অবস্থা বিশেষে ইহা দুগ্ধসহ পান করিতে পারা যায়।

### কুম্ভচূর্ণ।

কজ্জলী ৪ তোলা, রসাজন ৮ তোলা, বিষ ১ তোলা; রসাজন উত্তমরূপে মাড়িয়া পশ্চাৎ কজ্জলী ও বিষ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩৪ রতি। অল্পপান—পানরস ও মধু।

### ষট্টিপলকস্বত।

মুচ্ছিত স্বত ৮ সের, কন্ধার্ব পঞ্চকোল ও সৈন্ধব মিলিত ৬ পল; পাকার্ব—হৃৎ ৬ সের, জল ৬ সের যথাবিধি পাক করিবে। স্বত পাকবিধি পরিভাষায় দ্রষ্টব্য। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। অল্পপান—উষ্ণ দুগ্ধ ১০ ছটাক।

পথ্য—প্রথম অবস্থায় বার্লি, সাগু, মিশ্রি প্রভৃতি। তৎপর পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, পুরাতন তণ্ডুলেরঅন্ন, মাগুর প্রভৃতি মৎস্যের কোল, পারাবত বা কুকুট মাংসেরমুখ বেদানা প্রভৃতি। বিষমজ্বরে উক্তমাংসমুখ অতীব হিতকর।

## অথ সততক জ্বর চিকিৎসা।

এই জ্বরকেই দ্বৈকালীনজ্বর নামে অভিহিত করা হয়। দিন ও রাত্রির মধ্যে দুই বার জ্বরের বেগ হয় বলিয়াই ইহার নাম দ্বৈকালীন হইয়াছে। এইজ্বর অত্যন্ত কঠিন। ইহা ধাতুগতের লীন থাকিলেও বাহিরে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। দোষের প্রভাব বশতঃ যথাসময়ে পুনর্বার জ্বরের বেগ হইয়া থাকে। ঋতুভেদে বা অবস্থাভেদে কখন ২ জ্বর এককালীন হয়। কখন বা একেবারে বন্ধ থাকে এবং তখন মনে হয় জ্বর আরোগ্যই হইয়াছে, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার দুইবার করিয়া পূর্ববৎ বেগ দিতে থাকে। এইজ্বর রক্তধাতুগত। পটোলাদিকষায় দ্বৈকালীন জ্বরের সকল অবস্থাতেই ব্যবহার্য। পটোলাদি কষায় যথা—পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদিপাতা ও কটকী।

### সততারি রস।

স্বর্ণসিন্দুর দেড়আনা, রোপ্য, বঙ্গ, স্বর্ণমাস্কিক, অত্র, লৌহ, জৈত্রী, জাতিফল, সোহাগাখই, গোক্ষুর, সিদ্ধিবীজ, দারুচিনি, বৃদ্ধদারকবীজ, উৎকৃষ্ট কস্তুরী প্রত্যেক আধ-আনা, পুনর্নবারসে মর্দন করতঃ পুনর্নবারসে ও তুলসীরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—তুলসীপত্ররস ও মধু, অথবা—আদার রস ও মধু। এইঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

এইজ্বরে বৃহৎকস্তুরীভৈরব, বৃহৎজ্বরচূড়ামণি ও বৃহৎসর্বজ্বরহরলৌহ প্রয়োগ করিবে। যদি ধাতু অত্যন্ত বায়ুপ্রধান হয়, তবে জয়মঙ্গলরস ব্যবহার করা উচিত। শ্লেষ্মপ্রধান ধাতু হইলে এবং গ্ৰীহাদি উপসর্গ বর্তমান থাকিলে পুটপাকবিষমজ্বরাত্তকলৌহ ফলপ্রদ।

পুটপাক—সংগ্রাহক ঔষধ ; স্মৃতরাং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে কোষ্ঠভুক্তির নিমিত্ত পৃথক্ বিরেচক ঔষধ প্রযোজ্য। অর মুক্তহইলে অপুনরাবর্তকচূর্ণ প্রত্যহ ১ বার বা দুই বার করিয়া প্রয়োগ করিবে।

অপুনরাবর্তক। যথা—শোধিত গোদন্তহরিতাল ১ তোলা ও রস-সিন্দূর ১ তোলা একত্রে মাড়িয়া ২।৩ রতি মাত্রায় ব্যবহার্য্য। অল্পপান—আদারস ও মধু। ইহাতে অর পুনরাবর্তিত হইলেও ক্রমশঃ হীনবল হয়। বিষমঅর অনেক সময় ভূতানুবদ্ধ হইয়া থাকে ; স্মৃতরাং তন্নিবারণার্থ কেহ ২ বলিহোমাদি দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। এইপ্রকার রোগীকে প্রত্যহ অষ্টাঙ্গধূপ দ্বারা ধূপিত করিবে। অর কম্পাঘ্নিত হইলে ঐ ধূপের সহিত বিড়ালের বিষ্ঠা যোগ করিবে। অরের বেগের পূর্বে রোগীকে অন্ত্রমনস্ক রাখিতে চেষ্টাকরা উচিত। রোগীদুর্বল হইলে, পুষ্টিকর-দ্রব্য, মাংসযুষ্ম প্রভৃতি খাইতে দিবে। রোগী যতই দুর্বল হইবে অর ততই বর্দ্ধিত হইবে। যদি এইসমস্ত ক্রিয়াদ্বারা কোনও উপকার না হয়, তবে রোগস্থিতির স্থান পরিত্যাগ পূর্বক কোন প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকরস্থানে যাইয়া উপযুক্তরূপ চিকিৎসা করিবে। তাহাতে অনেকসময় ফললাভ হইয়া থাকে। যদি অতিরিক্ত ঔষধ সেবনে শরীর অত্যন্ত উত্তেজিত হয়, তবে কয়েকদিন ঔষধ ব্যবহার বন্ধ রাখাই বিধেয়।

রোগী কফাঘ্নিত হইলে মহালক্ষ্মীবিলাস ও ব্রহ্মকস্তুরীভৈরব প্রভৃতি ঔষধের ব্যবহার করা সুসঙ্গত। আমাদের হরীতকীবটী ব্যবহারে ও অনেকরোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ ব্যবহারকালে অণু ঔষধ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। হরীতকীবটী সম্ভতঅরেও ব্যবহার করা যায়।

### হরীতকীবটী।

উৎকৃষ্ট পাটনাই হরীতকী ২০টি. ও জল /১। সের নূতন মৃৎপাত্রে পাক করিয়া জল শোষণ করিবে। তদনন্তরঐ হরীতকীগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পুনঃ নূতন মৃৎপাত্রে /১০ সের গোমূত্রে দ্বারা পাক করতঃ গোমূত্র শোষণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। রৌদ্রে শুক্কহইলে ঐ গুলি নূতনপাত্রে /১০ সের তৃক্ষ দ্বারা পুনঃ পাককরতঃ তৃক্ষ শোষণ করিয়া উহাদের বীজ ফেলিয়া দিবে। পশ্চাৎ, হরীতকীগুলি উত্তমরূপ বাটিয়া ৥০ আধতোলা মাত্রায় বটী করিয়া রাখিবে। প্রাতে ও বৈকালে এই ঔষধ শীতলজল সহ সেব্য। ইহা সেবনকালে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা কর্তব্য কিন্তু শাক, অন্ন দধি প্রভৃতি আহার করা নিষিদ্ধ। ১ বৎসর অতীত না হইলে দ্বৈকালীন অর হইতে আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। সম্ভত অরের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য জানিবে।

## অপ তৃতীয়কঙ্কর ও তৃতীয়ক বিপর্য্যকঙ্কর চিকিৎসা।

এইঅরকে সাধারণ লোকে পালাঅর বলে। অধিকাংশস্থলেই ইহা মুষ্টিযোগ ব্যবহারে নিবারিত হয়। প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়া যদি কোনও ব্যক্তি বামহস্তের

সাহায্যে, রবিবার দিবস সাতগাছি লোহিতবর্ণবিশিষ্ট হৃৎকক্ষার আপাংমূল রোগীর কটিদেশে বাধিয়া দেয় তবে এইজ্বর নিবারিত হয় বলিয়া শুনাগিয়াছে । চক্রদন্তে লিখিত আছে,

যথা—অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ

বদ্ধাবারে রবে স্তূর্ণং জ্বরং হস্তি তৃতীয়কং ॥

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুষ্ঠ ইহাদের কষায় পানে তৃতীয়ক জ্বর আরোগ্য হয় । বৃহৎ সর্ষপজ্বরলোহ ও বৃহৎ কস্তুরীভৈরব এইজ্বরের মহৌষধ । ঝাঙ্কিকক্ষোপ সেবনেও তৃতীয়ক ও চতুর্থকজ্বর আরোগ্য হয় ।

ঝাঙ্কিকক্ষোপ । যথা—উৎকৃষ্ট স্বর্ণঝাঙ্কিক উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৩ রতি মাত্রায় ৫ পুরিয়া করিবে । জ্বরের পূর্বদিন ৩ পুরিয়া এবং পরদিন ( জ্বরের পূর্বে ) ২ পুরিয়া ঔষধ শীতল জল সহ সেবন করিবে ।

### ত্র্যাহিকারি রস ।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ, আঠৈষ ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, রৌপ্য অর্দ্ধভাগ নিমজ্জালের রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটা করিবে । অল্পপান—আঠৈষের কাথ । ইহাতে তৃতীয়ক এবং চতুর্থক জ্বর নষ্ট হয় । এইজ্বরে, জ্বরের পূর্বদিন লজ্বন দেওয়া কর্তব্য নহে, তাহাতে জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । কিন্তু জ্বরের দিন অনাহার করা কর্তব্য নহে । নিম্নলিখিত ষষ্টিযোগ প্রয়োগেও পালাজ্বর তিরোহিত হয় । মুষ্টিযোগ যথা—তেলাকুচের পাতা দুই হাতে মর্দন করিয়া জ্বর আসিবার পূর্ব হইতেই নষ্ট গ্রহণ করিবে ও তাহার আত্মাণ লইবে । প্রায় সমস্ত দিনই এইরূপ ক্রিয়া মাঝে ২ করিতে হয় ।

### অথ চতুর্থকজ্বর ও চতুর্থকবিপর্যায় জ্বর চিকিৎসা ।

ইহার চিকিৎসা তৃতীয়ক জ্বরের তায় । গুড়ুচী, আমলকী ও মূতা ইহাদের কষায় পানে চতুর্থকজ্বর আরোগ্য হয় ।

### চতুর্থকারি রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ অর্দ্ধভাগ, কনক ধূতুরার রসে এবং বকফুলের পাতার রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে । অল্পপান—চাঁপাছালের রস । ইহা তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরনাশক । ত্র্যাহিকারি এবং চতুর্থকারিরস জ্বরবিরামে প্রযোজ্য । এইজ্বরের অত্যাণ্ড ক্রিয়া তৃতীয়ক জ্বরের তায় ।

### অথ অন্যান্যজ্বর জ্বর চিকিৎসা ।

এইজ্বরে দিনরাত্রির মধ্যে ১ বার মাত্র বেগ হয়, স্মৃতরাং ইহাকে এককালীন জ্বর বলা যাইতে পারে । বেড়েলা, বায়ুনহাটী, লজ্জবতীলতা, স্বেপাং, চাকুলে ও ভীমরাজ ইহাদের যে কোনওটির মূল পুয়ানক্ষত্রে উঠাইয়া রক্তহৃত্ত দ্বারা বেষ্টন করতঃ মস্তকে ধারণ করিলে



অন্তেছ্যজ্বর নিবারিত হয়। ষেতজয়ন্তীরমূল শিরোদেশে ধারণ করিলে ও এককালীনজ্বর এবং জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। কষায়—নিমছাল, পলতা, ত্রিফলা দ্রাক্ষা, (কিস্মিস্) যুতা ও ইজ্জযব, ইহাদের কাথ অন্তেছ্যকনাশক। ইহাতে রুহৎ সৰ্ব্বজ্বরহরলৌহ, রুহৎ কস্তুরীভৈরব, রুহৎ জ্বরচূড়ামণি বা চূড়ামণিরস প্রয়োগ করিবে। বিষমজ্বরে, ঋতুভেদে বা অথ কোনও কারণে প্লেগ্মা বর্ধিত হইলে জ্বর নূতন ভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তদবস্থায় নূতনজ্বরের উপবাসাদি ক্রিয়া করা কর্তব্য। অত্যাগত ক্রিয়া সম্ভব জ্বরের জ্বায় জানিবে।

## অথ জীর্ণজ্বর চিকিৎসা ।

তিনসপ্তাহ পর যে জ্বর মন্দীভূত হয় এবং যাহাতে প্লীহা, যকৃৎ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে জীর্ণজ্বর বলে। এইজ্বরে বৈকাল বেলা বা শেষরাত্রিতে হাত, পা ও চক্ষুর জ্বালা অল্পভূত হয় এবং ঐ সময়েই জ্বরের সামান্ত বেগ হইয়া থাকে। এইজ্বরে প্রায়শঃ শেষরাত্রিতে মুখ তিক্ত বোধ হয়। “দৌৰ্দ্ধল্যাদ্বেহধাতুনাং জ্বরো জীর্ণোহু বর্ততে। বৈল্যঃ সংবৃংহনৈশ্চান্যং জীর্ণজ্বর মুপাচরেৎ” ॥ অর্থাৎ দেহধাতুর দৌৰ্দ্ধল্য বশতঃ জীর্ণজ্বর সর্বদাই শরীরের অল্পবর্তন করে; সুতরাং বলকর ও পুষ্টিকর দ্রব্য এবং ঔষধ দ্বারা জীর্ণজ্বরের চিকিৎসা করিবে। জীর্ণজ্বরে প্রায়শঃ বায়ুর প্রাধান্য থাকে। বাতপ্রবল অবস্থাতেই উক্তবিধি অবলম্বনীয়। এই অবস্থায় ভ্রূক্ষাশঙ্কল রস ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

যদি রোগী অত্যন্ত দুর্বল এবং রুক্ষিতপাতু হয় তবে রুহৎ জ্বরাস্তকলৌহ ব্যবহার করিবে। জয়মঙ্গলরসের দ্রব্যসমষ্টির দ্বিগুণ স্বর্ণভস্ম মিশ্রিত করিলেই রুহৎ জয়মঙ্গলরস হয়। কোন ২ ব্যক্তির মতে জয়মঙ্গলরসে লৌহ এবং রৌপ্য দ্বিগুণ এবং স্বর্ণ ৪ গুণ মিশ্রিত করিলে রুহৎ জয়মঙ্গলরস হয়। ফলতঃ, অবস্থাবিশেষে ত্রিবিধ জয়মঙ্গলরসই সমীচীন। রুহৎ জ্বরাস্তকলৌহ ব্যবহারে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়, কিন্তু উহা প্রথম অবস্থায় তাদৃশ কার্যকারী নহে। কফাধিক্যে—মহালক্ষ্মীবিলাস, প্লেগ্মকালানলরস, পুটপাকবিষমজ্বরাস্তকলৌহ, রুহৎ কস্তুরীভৈরব ও রুহৎ জ্বর-চূড়ামণি, পিত্তাধিক্যে—রুহৎ সৰ্ব্বজ্বরহরলৌহ, চন্দনাদিলৌহ, রুহৎ জ্বরাস্তকলৌহ এবং বাতাদিক্যে—চূড়ামণিরস ও জয়মঙ্গলরস প্রয়োগ করিবে। শুক্রগতজ্বরে চূড়ামণিরস বিশেষ ফলপ্রদ।

জীর্ণজ্বরে—শোধ, প্লীহা ও যকৃতের দোষ থাকিলে রুহৎ ভার্গ্যাদিকষায় পান করিবে। যদি জীর্ণজ্বরে কোনও উপসর্গ না থাকে এবং জ্বর বহুকালের পুরাতন হয়, তবে দাস্যাদিকষায় সেব্য। শুঠ, গুড়ুচী ও কটকারীর কষায়ে, পিপুলচূর্ণ ৮০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকফপ্রধান জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয়। পুনরাক্রমিক জ্বরে বা কুইনাইন আবদ্ধজ্বরে কলিঙ্গাদি কষায়, লৌহরাজরসাস্তক,

রসায়নান্নতলৌহ ও জ্বরতস্বাচস্তামনি বিশেষ ফলপ্রদ । জীর্ণজরে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ ও অতিসার থাকিলে পুটিপাকবিশমজ্বরাস্তকলৌহ মহোপকারী । যদি ঐ সমস্ত উপসর্গ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে, তবে তত্বে অধিকারোক্ত উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে । সর্বপ্রকার জীর্ণজরেই মকরন্দধ্বজ ও মধুজ্বরাকুশ ব্যবহার করা যায় । গুলফের কাথে, পিপুল ১০ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজর নষ্ট হয় । পাণ্ডুরোগের নবান্নসলৌহ জীর্ণজরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যকৃৎ শোথ ও কামলাযুক্ত জীর্ণজরে উহা সমধিক উপকারী । বস্তুি এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা অর আরোগ্য না হয় এবং রোগী নানা প্রকার ঔষধ সেবনে উত্তেজিত ও ক্লান্তিতাহু হয় তাহাইলে অবস্থানুসারে অঙ্গারকতৈল, কিরাতাদিতৈল, পিঙ্গল্যাদিদ্রুত বা দশমূলষট্‌পলকদ্রুত ব্যবহার করিবে । শ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকিলে, তৈল বা দ্রুত ব্যবহার্য্য নহে । বাতপ্রধান অবস্থায় “অঙ্গারকতৈল” ও “দশমূলষট্‌পলকদ্রুত” এবং পিত্তপ্রধান অবস্থায়, “কিরাতাদিতৈল” ও “পিঙ্গল্যাঙ্গদ্রুত” ব্যবহার্য্য । প্লীহা, যকৃৎ, শোথ বা অতিসার থাকিলে দ্রুত পান বিধেয় নহে । “দশমূলষট্‌পলকদ্রুত” বিষমজরেও প্রয়োগ করা যায় । যক্ষ্মাধিকারের চন্দনাদিতৈল ও বাতব্যাবির্বিত নারায়ন তৈল জরনাশক । কফসংস্থষ্ট জরে “চন্দনাদিতৈল” ব্যবহার করা যায় । জীর্ণজরে প্রত্যহ কোষ্ঠপরিষ্কার থাকা আবশ্যক । অন্যথা বিরেচক ঔষধ ব্যবহার্য্য । সুন্দর্শনচূর্ণ জীর্ণজরের ( পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান ) উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### ব্রহ্মজ্বরাস্তকলৌহ ।

পারদ, গন্ধক, জৈত্রী, জায়ফল, অন্ন, শিলাজতু, ভঙ্গরাজ, মূতা, কেশরাজ, আপাং লবঙ্গ, ত্রিফলা, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, গুলফের চিনি, কটকারী, রসুন, ধনে, জীরে, কৃষ্ণজীরে, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা, পটোলপত্র ও বালা প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ এবং রোপ্য ১০ অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণ ১০ দিকি তোলা, মরিচ, ২ তোলা ; আদাররসে ভাবনা দিয়া ১০ আনা পরিমাণ বটী করিবে । প্রাতঃকালে মধু ১০ তোলা দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া এই বটী সেবনীয় ।

### চন্দনাদি লৌহ ।

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণামূল, পিপুল, হরীতকী, গুঁঠ, নীলোৎপল, আমলকী, বিড়ঙ্গ, মূতা ও রক্তচিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ, লৌহভস্ম সর্বচূর্ণসমপরিমাণ । মাত্রা ৩ রতি । কেহ ২ জলদ্বারা মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিয়া থাকেন । অল্পপান—গুলফেররস ও মধু ইত্যাদি ।

### মধুজ্বরাকুশ ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগাথই, ত্রিকটু, জৈত্রী, জায়ফল, দারুচিনি, হিঙ্গুল, জীরে, লবঙ্গ, লৌহ, অন্ন, রোপ্য, স্বর্ণ, ও স্বর্ণসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ ; মধুদ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—মধু ।

## লৌহরাজ রস।

পারদ, গন্ধক, অন্ন, বঙ্গ, তাম্র, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, পিপুল, শোধিত-জয়পালবীজ, শুঠ, যমানী, জীরে, মোহাগাখই, বিড়ঙ্গ, এলাচি, গুলঞ্চের পালো ও মূতা প্রত্যেক একসিকি। চূর্ণসমষ্টির অর্ধেক চিরতাচূর্ণ, লৌহ চিরতাসহিত সর্বচূর্ণের সমপরিমাণ। ঔষধের চতুর্থাংশ ঘৃত ও মধু, চিনি চূর্ণের অষ্টমাংশ একত্রে মাড়িয়া ৪ রতি বটী করিবে। অমুপান—নীতলজল, চিরতাভিজানজল, নাগিতাভিজানজল, ইত্যাদি। এই ঔষধ ব্যবহারে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর বিশেষতঃ প্লীহাঘটিতজ্বর নষ্ট হয়।

## রসায়নানুত লৌহ।

ত্রিফলা ১/২ সের, জল ১/৪ সের, শেষ ১/৪ সের। এই কাথে চিনি ১/২ সের ও গোঁড়া-লেবুররস ১/২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং উহা ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, বিড়ঙ্গ, জীরে, কৃষ্ণজীরে, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ীমূল, দস্তী-মূল, নিমছাল, সৈন্ধব ও অন্ন প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা ও ঘৃত ১/২ সের প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়িত করিয়া নামাইবে। মাত্রা ১০ সিকি তোলা হইতে ১০ তোলা পর্য্যন্ত। অমুপান—মধু বা নীতলজল। ইহাতে যকৃত, প্লীহা জীর্ণজ্বর, শোথ ও রক্তহীনতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

## জ্বরতত্ত্বচিস্তামনি।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, সীসক ১ তোলা, কপর্দক ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা। ভাবনা—ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, তালীশপত্র, চিরতা, সিজের মূলেররস। পশ্চাৎ কস্তুরী ১০ আনা, লৌহ ১৬ তোলা, কর্পূর ১০ তোলা, পিপুল ১০ তোলা শুঠ ১০ তোলা, মিশাইয়া, ত্রিফলাকাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে।

## মকরধ্বজ।

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে খল করিবে। পশ্চাৎ উহাতে ক্রমে ক্রমে ১৬ তোলা গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলীবৎ করিবে। তদনন্তর যুতকুমারীর রসে উহা ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিতে হইবে। ঐ চূর্ণ দৃঢ়কাচকূপীতে (বোতলে) পুরিয়া বোতলটী মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রলিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া, বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। বদরী, নিম ও যজ্ঞভূমুর প্রভৃতির কাষ্ঠই পাককার্য্যে শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ, মুহূজালে তৎপর যপাক্রমে মধ্য, তীক্ষ্ণ, মধ্য ও সর্বশেষে মুহূ জালে পাক শেষ করিতে হয়। এইরূপ তিন অহোরাত্র বদ্ধমুখবোতলে পাক করিলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে। চতুর্থ দিবস যন্ত্র নীতল হইলে, সতর্কতার সহিত বোতল ভাঙ্গিয়া ঔষধ উদ্ধার করিবে। মকরধ্বজে যে স্বর্ণ দেওয়া হয় উহা ভাঙ্গাকারে পুনঃ পাওয়া যায় বলিয়া, যাহারা মনে করেন, স্বর্ণ না দিলেও মকরধ্বজ হইতে পারে, তাহারাই নিতান্তই ভ্রান্ত। স্বর্ণঅসংযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ, মকরধ্বজ নহে, উহা এক প্রকার রসসিন্দূর মাত্র! স্বর্ণের রাসায়নিক সংযোগে মকরধ্বজ

বহুগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। মকরধ্বজের স্বর্ণভঙ্গ অস্ত্র কোন ঔষধে ব্যবহার করা উচিত নহে। ঐ ভঙ্গ গালাইলেই পুনঃ স্বর্ণাকারে পরিণত হয়। জবাপুষ্পের ত্রায় লোহিতবর্ণ ও কণভঙ্গুর মকরধ্বজই শ্রেষ্ঠ। ইহা বোতলের কণ্ঠসংলগ্ন হইয়া থাকে। কেহ ২ উন্মুক্ত-মুখ কাচকুপীতে লোহশলাকা দ্বারা ধূম নিক্ষেপন করিয়া ১০।১১ ঘণ্টার মধ্যেই পাক করিয়া থাকেন এবং বোতলেরমুখ নিধুম্বহইলে ও নিম্নভাগ লোহিতবর্ণ হইলে, যন্ত্র উদ্ধার করেন। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধি বিধি নহে এবং ইহাতে ঔষধের যথেষ্ট গুণহানি হইয়া থাকে। এই ঔষধ অল্পপানভেদে বহুব্যাধিতে প্রয়োগ করা যায় ॥ মকরধ্বজের অল্পপান। যথা—জরে—আদাররস বা পানরস, আমবাতে—গুঠচূর্ণ ও মধু, কয়ে—হৃক্ষ, বাতব্যাধিতে—বেড়েলা বা এরণ্ডমূলের রস, মেহে—শিমূলমূলের রস বা হরিদ্রাচূর্ণ, শোথে—পুনর্নবা রস, অতীশারে—কুটজকাষ ইত্যাদি।

### সুন্দরশন চূর্ণ।

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, ত্রিকটু, পিপুলমূল, মূর্কামূল, গুলঞ্চ, ছরালতা, ক্ষেত্রপর্ণাটী, বলাড়মূর, কটকী, মূতা, বালা, নিমছাল, কুড়, চই, তেজপাত, পলতা, জীবক, ঋষভক, যষ্টিমধু, কুটজবীজ, যমানী, কুটজছাল, বামুনহাটী, সজিনাবীজ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, বচ, দারুচিনি, তেজপাত, বেণামূল, চন্দন (খেত), আঠৈব, বেড়েলামূল, শালপাণি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তগরপাহুকা, রক্তচিতেমূল, দেবদারু, লবঙ্গ, বংশলোচন, পুণ্ডরিকা কাষ্ঠ, কাকোলী, জাতিপত্র, তেজপাত ও তালীশপত্র। প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চিরতাচূর্ণ চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধ। মাত্রা ৬০ আনা। প্রাতঃকালে শীতলজলসহ সেব্য।

### অঙ্গারক তৈল।

মুর্ছিত তিলতৈল ৮ সের, পাকার্থ কাজি ৬ সের; কঙ্কার্থ—মূর্কামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশর্শার মূল, বৃহতী, সৈন্ধব, কুড়, রান্না, জটামাংসী, শতমূলী মিলিত ১ সের। শেষ পাকার্থ জল ৬ সের। তিলের পাকতৈল যত পুরাতন হয়, ততই তাহার গুণাধিক্য হইয়া থাকে।

### কিরাতাদি তৈল।

মুর্ছিত তৈল ৮ সের, দধিরমাত ৮ সের, কাজি ৮ সের, চিরতার কাষ ৮ সের; কঙ্কার্থ—মূর্কামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশর্শার মূল, বালা, কুড়, রান্না, গজপিপুল, গুঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইল্লযব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ, বাসকছাল, খেতআকন্দমূল, শ্রামানতা, দেবদারু, মাকালফল মিলিত ১ সের। শেষ পাকার্থজল ৬ সের। ইহাতে স্তম্ভজ্বর, সততকজ্বর, মৌহা, পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি ও আরোগ্য হইয়া থাকে।

### শিঙ্গলান্য স্নাত।

মুর্ছিত স্নাত ৮ সের, কঙ্কার্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মূতা, বেণামূল, কটকী, ইল্লযব, ভূম্যামলকী, অনন্তমূল, আঠৈব, শালপাণি, কিস্মিস, আমলকী, বেলছাল, বলাড়মূর

ও কণ্টকারী মিলিত ১/১ সের। পাকার্থজল ১৬ বোল সের। কেহ ২ ছুঙ্ ১৬ সের দিয়া পাক করিয়া থাকেন।

### দশমূল ষট্ পলক হৃত।

মুর্ছিত হৃত ১/৪ সের, পাকার্থ দশমূলের কাথ ১৬ সের ও ছুঙ্ ১/৪ সের। কক্কার্থ—  
পঞ্চকোল ও যবক্ষার মিলিত ৬ পল ; পাকার্থজল ১৬ সের।

বৃহৎ ভার্গাদিকষায়। যথা—বামুনহাটী, হরীতকী, কটকী, কুড়, ক্ষেত্রপল্লী, মূতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঁঠ। সততাদিজরেও এই কাথ প্রযোজ্য।

দাস্যাদি কষায়। যথা—নীলবিষ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, গ্রামালতা, আকনাদি, শটী, পিপুল, বেণামূল, চিরতা, গজপিপুল, বলাড়ুমুর, পল্লিকাঠ, হাড়ঘোড়া, ধনে, শুঁঠ, মূতা, সরলকাঠ, সজিনাছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেত্রপল্লী, কুশমূল, কটকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়। ইহাতে নানাবিধ জীর্ণ ও বিষমজর নষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদি কষায়। যথা—ইন্দ্রযব, পলতা, আকনাদি, ধনে, কটকী, শুঁঠ, বেণামূল, বালা, সরলকাঠ, নিম, হরীতকী, বৃহতী, কণ্টকারী, গ্রামালতা, কুড়, পল্লিকাঠ, ক্ষেত্রপল্লী, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা ও মূতা প্রত্যেক ৪ রতি চিরতা ১০ তোলা ও অনন্তমূল ১০ তোলা। জল ১/১ সের, শেষ ১/৮ পোয়া। এই ঔষধ—কুপিত জরনাশক।

পথ্য—পূর্বাঙ্কে পুরাতন তথুলের অন্ন ক্ষুদ্র জীবিতমৎস্যের কোল, নুগ বা মহরীর ডাল, বেগুন, আলু, পটোল, খোর ইত্যাদি। বৈকালে—রুটী, দুধ, মিশ্রি, খই ইত্যাদি। পুরাতনজ্বরে, বায়ুপ্রবল এবং কক ক্কাণ হইলে ছুঙ্ অমৃত সদৃশ উপকারী হয়; কিন্তু তরুণজ্বরে প্রযুক্ত হইলে উহা বিঘের ত্রায় কার্য্য করে। সূত্রাং অবস্থা বুঝিয়া ছুঙ্ প্রয়োগ করিবে। ছাগদুগ্ধ সর্বত্রই হিতকর। জীর্ণজ্বরে, প্রীহা ও যকৃৎ থাকিলে ছুঙ্পথ্য না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যদি নিতান্ত আবশ্যক হয় তবে ১/১ অর্দ্ধসের ছুঙ্কে অর্দ্ধতোলা পিপুল ও ১/১ সের জল দিয়া পাক করিয়া, ১/১ সের থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় মিশ্রিগুড়া সহ অন্নমাত্রায় পান করিবে। এই অবস্থায় ওল ও মানকচু বিশেষ উপকারী।

অপথ্য—উপবাস, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা অন্ন, শাক, দধি, ক্লেদিদ্রব্য ও পর্য্যুষিত দ্রব্য।

## অণু প্রলেপকজ্বর চিকিৎসা।

প্রলেপকজ্বরে শ্লেষজরনাশক চিকিৎসা করিবে। এইজ্বর প্রায়শঃ যক্ষ্মাতেই উৎপন্ন হয়। ইহা বাতকফাধিক ত্রিদোষজ বিষমজ্বর। সূত্রাং ইহাতে বাত শ্লেষনাশক অষ্টাদশাঙ্গকষায় বা তৎসাদৃশ অন্নপান ফলদায়ক। ইহাতে সর্ব্বতোভদ্ররস, সর্ব্বাঙ্গমুন্দর (যক্ষ্মাধিকারোক্ত), বৃহৎ কন্তুরীভৈরব, বৃহৎ জুহুচুড়ামনি, বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিনাস, শ্লেষকালানলরস, চন্দনাদি লৌহ, ত্রৈলোক্যচিহ্নামনি ও বৃহৎসর্ব্বজুরহর

লৌহ ব্যবহৃত হয় । সাধারণ অবস্থায়, জলমজ্জলরস বা ব্রহ্মজল-  
মজ্জলরস অথবা চুড়ামণিরস ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যন্ত্রাধিকারের  
মহান্নপাক্ষ প্রলেপক জরে অতীব হিতকর ।

### সৰ্বতোভদ্র রস ।

অন্ন ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ, কর্পূর, নাগকেশর, জটামাংসী, তেজপাতা,  
লবঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী, ছোটএলাচি, গজপিপুল, কুড়, তালীশপত্র, ধাইফুল, দারুচিনি,  
মুতা, হরীতকী, মরিচ, শুঠ, বহেড়া, পিপুল ও আমলকী প্রত্যেক ১০ তোলা, পানরসে  
মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে । অল্পপান—পানরস ও মধু ।

### ব্রহ্ম মহানক্ষত্রীবিলাস ।

কৃষ্ণাভয় ৮ তোলা, স্বর্ণভয় ১৬ তোলা, জায়ফল, জৈত্রী, কর্পূর, পারদ, গন্ধক,  
বুদ্ধদারকবীজ, ধুতুরবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে,  
গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ, প্রত্যেক ২ তোলা । পানরসে মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে ।  
অল্পপান—আদার রস ও মধু ।

### ত্রৈলোক্যচিস্তামণি ।

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অন্ন ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ  
৩ রসসিন্দূর ৭ ভাগ । স্নাতকুমারীরসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । এইবটী ছায়ায়  
শুক করিতে হইবে । অল্পপান ।—ছাগদুগ্ধ ।

কক্ষজরে যে সকল পথ্যাপথ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, প্রলেপকজরেও তাহাই পথ্যাপথ্য  
জানিবে । এইজরে উপবাস দেওয়া কর্তব্য নহে ।

## অগ্নি বাতবলাসক জ্বর চিকিৎসা ।

এই জ্বর প্রায়শঃ কুষ্ঠকামলার দৃষ্ট হয় । বায়ু ও কফ প্রধান বলিয়া ইহাকে বাত-  
বলাসক জ্বর বলে । ইহাতে শরীর রুদ্ধ ও শোথযুক্ত হয় । কেহ কেহ এই জ্বর ত্রিদো-  
ষজ বলিয়া অভিহিত করেন । এইজ্বর বিকৃতিবিষমসমবায়ারক । ইহার চিকিৎসা  
প্রায় প্রলেপক জ্বরের জায় । পুটিপাকবিষমজ্বরান্তকলৌহ পিপুলচূর্ণ  
ও মধুসহ সেবনে বিশেষ ফললাভ হয় । ইহাতে ব্রহ্মজ্বরান্তকলৌহ, নবা-  
ক্সলৌহ ও ব্রহ্মসৰ্বজ্বরহরলৌহ ও ব্যবহৃত হইতে পারে । যদি  
পিত্তের প্রাবল্য না থাকে, তবে অষ্টাদশাঙ্গকমাহ্ন অল্পপানে ব্রহ্মজ্বর-  
চুড়ামণি প্রয়োগ করা যায় । শোথের প্রাবল্য থাকিলে, শোথশাস্তিদুল্লরস  
এবং পুটিপাক দ্বারা জল ও লবণ ব্যবহার বন্ধ করিয়া চিকিৎসা করিবে । ইহাতে  
মেহরহিতঘোল বিশেষ উপকারী । কাসির উপসর্গ হইলে সৰ্বাঙ্গমুন্দর  
বিশেষ হিতকর । এই জ্বরে শীতলজল কড়াচ ব্যবহার করিবে না ।

## অথ পুনরাবর্তক জ্বর চিকিৎসা।

চিরতা, কটকী, মুতা, ক্ষেত্রপত্রী ও গুলঞ্চ ইহাদের কষায় পান করিলে এই জ্বর নষ্ট হয়। “অঙ্গারক” প্রভৃতি জ্বরতৈলের অভ্যঙ্গ এবং “পঞ্চতিক্তমৃতপান” এইজ্বরে বিশেষ ফলদায়ক। ইহার উপশমার্থ অবস্থাবিশেষে জীর্ণ ও বিষমজ্বরের ঔষধ ব্যবহার করিবে।

### অথ বিষকৃত ও ওষধিগন্ধকৃত আগন্তুজ্বর চিকিৎসা।

পিত্ত ও বিষনাশক ঔষধ দ্বারা এই উভয়বিধ জ্বরের চিকিৎসা করিবে। **সর্বগন্ধকৃতকষায়** পান করিলে এই জ্বর বিনষ্ট হয়। **সর্বগন্ধ**। যথা—দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর, কর্পূর, কাক্কা, অণুর, শিহলক (গন্ধদ্রব্য বিঃ) ও লবঙ্গ। কষায় পাক হইলে পশ্চাৎ কর্পূর মিশাইয়া পান করিবে। চতুর্জাতক ও কর্পূর উভেজক বিধায় কেহ কেহ ইহার পক্ষপাতী নহেন। সুশ্রুতোক্ত **এলাদিপান** সেবনে এইজ্বর নিবারিত হয়। **এলাদিপান**। যথা—এলাচি, তগরপাটকা, কুড়, জটামংসী, গন্ধতূণ, দারুচিনি, তেজপাত, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, নখী, গুলি, (নখীবিঃ) ও চণ্ডা (গন্ধদ্রব্যবিঃ)। ইহা চূর্ণরূপে এবং কষায়রূপে ব্যবহৃত হয়। চূর্ণের মাত্রা ১০ এক আনা এবং ইহা জনসহ সেবা। পরিপাক শক্তি থাকিলে মাংসদুষ সংযুক্ত পুরাতন তণ্ডলের অন্ন আহার করিবে। অভিঘাতাদিজনিত আগন্তুজ্বরে বাতনাশকচিকিৎসা ও ক্রোধজ্বরে পিত্তনাশকচিকিৎসা করা কর্তব্য। অভিঘাতজ্বরে অভিহতস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। এই ক্রিয়া জ্বরের পূর্বে করিতে পারিলেই ভাল হয়। অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইলে জ্বর-প্রতিষেধক এরূপ কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে বাহাতে কোনক্রমেই জ্বর না আসিতে পারে; কারণ তাহাতে ধুতুড়াকার প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর পরিণাম শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায় কেহ ২ রোগীকে সুরাপান করাইয়া থাকেন। অভিহত স্থানে পুরাতন ঘৃত ও সৈন্ধব মালিশ করা কর্তব্য। এইজ্বরে লগ্নন নিষিদ্ধ। মাংসদুষ, দুগ্ধ, বেদনার রস ও মিশ্রি ইত্যাদি পথ্য। **কামে**—ক্রোধজ্বর, **ক্রোধে**—কামজ্বর কাম ও ক্রোধ দ্বারা ভয়জ ও শোকজ্বর নষ্ট হয়। অতিরিক্ত পথ পর্যটন জনিত জ্বরে দিবানিদ্রা এবং **বিস্মৃত্তৈল** ও **বলাট শুন** প্রভৃতি হিতকর। কিন্তু জ্বরের সময় তৈলাভ্যঙ্গ শ্রেয়স্কর নহে।

## অথ দাহাদিজ্বর চিকিৎসা।

ইহা ত্রিদোষজ বিষমজ্বরবিশেষ। শৈত্যক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। এইজ্বরে চরকোক্ত **চন্দনাদিতৈল**, এবং **ষট্‌কট্টরিতৈল**, **মহার্ণিতান্তক রস**, **চন্দনাদিলৌহ**, **ব্রহ্মসর্পজ্বরহরলৌহ**, **ত্রৈলোক্য চিত্তামনি** ও **মকরধ্বজ** প্রযোজ্য। পিত্তজ্বরে যে সমস্ত অল্পপান উল্লিখিত

হইয়াছে, এইজন্মেও সেই ২ অল্পপানে ঔষধ ব্যবহার্য্য। এরওপত্রদ্বারা শরীর আরও করিয়া রাখিলে জ্বর সত্ত্বর উপশমিত হয়। পিত্তজ্বরের দাহনাশক ক্রিয়া এবং অল্পপানীয় ইহাতে ব্যবহার্য্য।

### পিত্তান্তক ও মহাপিত্তান্তক রস ।

জায়ফল. দ্বৈতী. জটামাংসী. কুড়, তালীশপত্র. স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অন্ন ও মনঃশিলা প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্যভস্ম সর্বসমান ; বটী ২ রতি। ইহা পিত্তান্তকরস নামে খ্যাত। এই ঔষধে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্তে স্বর্ণ মিশ্রিত করিলে মহাপিত্তান্তক-রস হয়।

### ষট্ঠিকটুরতৈল ।

মুচ্ছিত তৈল ৮ সের, কঙ্কার্য সচললবণ, গুঁঠ, কুড়, মূর্খামূল. লাক্ষা. হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের. সসারদধি হইতে উৎপন্ন দোল ২৪ সের, জল ১৬ সের।

## অপ শীতাদি জ্বর চিকিৎসা ।

ইহা ত্রিদোষজ বিষমজ্বর। এইজন্মে চরকোক্ত অণুর্কাদিতৈল পরমহিত-কর। উষ্ণক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। এইজন্মে মহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ-চিত্তামনি, বৃহৎজদ্রুড়ামনি ও চণ্ডেশ্বররস আদারস ও মধু অল্পপানে ব্যবহার্য্য। ইহাতে সর্বদা গরম কাপড় দ্বারা শরীর আরও রাখা কর্তব্য। হিমবায়ু সেবন. শীতজল পান এবং অগ্ন্যাগ্নি শীতবীর্য্য অল্প-পানীয় সেবন নিষিদ্ধ। এইজন্মের জীর্ণাবস্থায় যক্ষ্মাধিকারের চন্দনাদিতৈল ব্যবহার করা প্রশস্ত।

### বৃহচ্চিত্তামনি ।

পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা. মনঃশিলা. রৌপ্য, স্বর্ণ. মুক্তা ও হরিताल প্রত্যেক ১ তোলা. কস্তুরী ৬০ আনা ; ভৃঙ্গরাজ, তুলসী ও আদার স্বরসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে।

পথ্য—কুক্কট, পারাবত ঘৃণ প্রভৃতির মাংসযুগ, ও গরমজল. আদা প্রভৃতি উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য পথ্যরূপে ব্যবহার্য্য।

## অপ রাত্রিজ্বর চিকিৎসা ।

এইজ্বর ত্রিদোষজ বিষমজ্বর মধ্যে গণনীয়। চিরতা, গুঁঠ. গুলঞ্চ, মুতা, নাওশোণা. গাস্তারী, পারুলী, গণিয়ারী বেলছাল, ইলয়ব. ক্ষেত্রপল্লী, আমলকী. কটুকী ও ছুরালতা ; ইহাদের কষায়ে পিপুলচূর্ণ ৮০ ও মধু ১০ তোলা মিশাইয়া পান করিলে রাত্রিজ্বর নষ্ট হয়। ছদ্মপানে বিশেষ্ররস সেবন করিলে অথবা তৎপরিবর্তে সততারিরস,



বৃহৎকন্তুরীভৈরব, বৃহৎচিস্তামনি, বৃহৎজুড়ামনি বা বৃহৎসর্বজুড়হরলৌহ আদারস ও মধু সহ ব্যবহার করিলে রাত্রি জ্বর আরোগ্য হয় ।

### বিশ্বেশ্বররস ।

পারদ, গন্ধক ও ঋপের প্রত্যেক সমভাগ । অশ্বখমূলের ছালের রসে, কুলমূলের ছালের রসে, কণ্টকারীর কাণে, কাকমাচীর স্বরসে পৃথক ২ তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটা করিবে । এই জ্বর প্লেগপ্রধান ; সুতরাং ইহাতে কফবর্জক দ্রব্যসেবন নিষিদ্ধ । রাত্রিতে অন্নাহার না করিয়া রুটী বা খই, আদা প্রভৃতি পথ্য করিবে ।

## অথ অর্কিনারীশ্বর চিকিৎসা ।

এই জ্বর ২ প্রকার । শরীরের অর্কিনাশ্বে অথবা শরীরের উষ্ণ বা নিম্ন অর্কিনাশ্বে এই জ্বরের তাপ হইয়া থাকে । এই জ্বরে অর্কিনারীশ্বররস নস্তরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় । বামাশ্বে জ্বর হইলে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা এবং দক্ষিণাশ্বে জ্বর হইলে বাম নাসিকা দ্বারা ১ রতি পরিমাণ ঔষধের নস্তগ্রহণ করিবে । ইহাতে প্লেগা ও পিত্তের এবং আহাররসের দৃষ্টি হয়, সুতরাং তন্নিবারণার্থ কলিঙ্গাদি কষায় ব্যবহার করিবে । ইহাতে পিত্তপ্লেগজরোক্ত চিকিৎসা করা বিধেয় । বৃহৎসর্বজুড়হরলৌহ ও বৃহৎচুড়ামনি ব্যবহারে অনেক সময় উপকার হইয়া থাকে । অল্পপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু । শরীরের উষ্ণ বা নিম্ন অঙ্গগত জ্বরে অর্কিনারীশ্বররস ব্যবহার্য ।

### অর্কিনারীশ্বররস ।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ২ তোলা, জয়পালবীজ ২ তোলা ও মরিচ ৮ তোলা ত্রিফলার কাণে ৫ বার ভাবনা দিবে । ইহার ১ রতি জ্বীররস সহ জ্বরাশ্বে র নাসাপুট দ্বারা নস্ত লইবে ।

### বৃহৎ চুড়ামনিরস ।

কন্তুরী, প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দূর, রসসিন্দূর, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, মুতা, স্বর্ণমাস্কিক, রাজপট্ট, ( অতাবে-কান্তপাষণ ) গোক্ষুর, জাতিফল, জৈত্রী, মরিচ, কর্পূর, ও শোণিত ভূতে প্রত্যেক ১ ভাগ, অশ্বগন্ধা ২ ভাগ । নিসিন্দা, বামুনহাটা, বাসক, আকন্দমূল ও গোক্ষুরের কাণে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটা করিবে । ইহা জীর্ণ ও বিষমজ্বর নাশক ।

এক প্রকার জ্বর আছে, যাহাতে হাত এবং পা শীতল থাকে কিন্তু অজ্ঞাত অবয়বে জ্বর হয় এবং অজ্ঞাত একপ্রকার জ্বর আছে, যাহাতে হস্ত ও পদদ্বয়ে জ্বর হয় কিন্তু অজ্ঞাত অবয়ব শীতল থাকে । এই উভয়বিধ জ্বরই পিত্তপ্লেগসমূহ ; সুতরাং উভয়বিধজ্বরেই অর্কিনাশ্বরের জ্বায় চিকিৎসা করিবে ; কিন্তু ইহাতে নস্তের ঔষধ ব্যবহার করিবে না । ইহাতে পিত্তপ্লেগকর মৎস্ত, দধি প্রভৃতি দ্রব্যভক্ষণ নিষিদ্ধ ।

## অপ রসাদিগত জ্বর চিকিৎসা ।

জ্বর রসগত হইলে শ্লেষ্মজ্বরবৎ এবং রক্তগত হইলে পিত্তজ্বরবৎ চিকিৎসা করিবে ।  
মাংসগত জ্বরে তীক্ষ্ণবিরেচন, মেদোগত জ্বরে বমন-বিরেচন এবং উভয়গত জ্বরেই শ্লেষ্ম-  
নাশক ঔষধ হিতকর । অস্থিগতজ্বরে বাতজ্বরের চিকিৎসা করিবে । মজ্জাগত জ্বরে  
জলমল্লমল্লরস ও চুড়ামণি রস প্রভৃতি ফলপ্রদ ।

অন্তর্কর্ষণ ও বহির্কর্ষণ জ্বরে পিত্তনাশক চিকিৎসা করিবে । ইহাতে ঝাল ও উত্তাপ  
সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ ।

## অপ প্রাকৃত বৈকৃত জ্বরবিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রণালী ।

বর্ষাকালে ঋতুস্বভাববশতঃ কুপিতবায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে অবরোধ করতঃ যে জ্বর  
উৎপন্ন করে, তাহাকে বাতজপ্রাকৃত জ্বর এবং অগ্নি ঋতুতে জ্বর হইলে, তাহাকে বৈকৃত-  
বাতজজ্বর বলে । বাতজপ্রাকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য । এইজ্বরে লজ্বন দেওয়া কর্তব্য ; কারণ  
ইহা বিস্তৃদ্ধ বাতজজ্বর নহে । এইকালে বর্ষাদিহেতু মানবশরীরে রসভাগ অধিক সঞ্চিত  
হওয়ায় উপবাস দেওয়া বিধেয় । ইহার চিকিৎসা অবস্থা বিশেষে দুই প্রকার । যথা—  
বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে বাতজ্বরের ঋায় চিকিৎসা করিবে এবং তদনুযায়  
বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের ঋায় চিকিৎসা করাই কর্তব্য ।

শরৎকালে ঋতুর স্বভাব বশতঃ, কুপিতপিত্ত কফান্বিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে ।  
এই জ্বরকে প্রাকৃতপিত্তজ্বর এবং অগ্নিঋতুতে হইলে বৈকৃতপিত্তজ্বর কহে । এইজ্বরেও  
লজ্বন প্রশস্ত । পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে পিত্তজ্বরের ঋায় এবং তদনুযায় পিত্তশ্লেষ্ম-  
জ্বরের ঋায় চিকিৎসা করিবে ।

বসন্তকালে ঋতুস্বভাব বশতঃ কুপিতকফ বাতপিত্তান্বিত হইয়া যে জ্বর উৎপাদন করে,  
তাহাকে প্রাকৃতকফজ্বর এবং ইহা অগ্নিকালে হইলে বৈকৃতকফজ্বর বলে । ইহার  
চিকিৎসা কফজ্বরের ঋায় : কিন্তু অগ্নিদোষের বিশেষলক্ষণাদি প্রকাশিত হইলে তৎসংযুক্ত  
কফজ্বরের চিকিৎসা করাই বিধেয় । বর্ষাকালে বাতজ্বরের, শরৎকালে পিত্তজ্বরের ও বসন্ত-  
কালে কফজ্বরের প্রকোপ অধিক হয় । এই প্রাকৃতজ্বরে অগ্নিদোষের সংযোগ থাকিলেও  
জ্বর দ্বিদোষজ বা সন্নিপাতজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না । কারণ, মূলীভূত দোষের  
প্রশমনে অগ্নিদোষও প্রায়শঃ প্রশমিত হইয়া থাকে । যদি প্রধান দোষের প্রশমনে অগ্নি  
দোষের প্রশমন না হয়, তবে উহা সংসর্গজ বলিয়া কথিত হইতে পারে । প্রাকৃতজ্বরের  
অনুৎপত্তিকল্পে শরৎকালে বিরেচনক্রিয়া দ্বারা পিত্তকে, বসন্তকালে বমনক্রিয়া দ্বারা

কক্ষকে ও বর্ষাকালে অনুবাসন ( তৈলের পিচকারী ) ক্রিয়া দ্বারা বায়ুকে নির্ধারণ করা কর্তব্য ।

## অপ কেশসীমন্তকৃষ্ণর চিকিৎসা

জরে যে ব্যক্তির কেশ বিনাকারেণ সীমন্তবৎ ( শিঁথিরমত ) পরিলক্ষিত হয়, ক্রয়ুগল সম্বৃদ্ধিত ও নিম্নবর্তী বলিয়া অনুমিত হয় ও পক্ষসমূহ ছিন্ন বা পতিত হয়. তাহাকে কেশসী-মন্তকৃষ্ণর বলে । এইজর প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না । এইজরে রোগীর জীবনের আশা কম এবং ইহা অসাধ্য জরের মধ্যে গণনীয় । ইহাতে শরীরে সামান্য উত্তাপ প্রকাশ এবং নাড়ীতে সামান্য বেগ হইয়া থাকে । এইজর অন্তর্ধাতুলীন, ত্রিদোষজ এবং বিরূতিবিষম-সমবায়রক । কেশসীমন্ত—বায়ুর কার্য্য, পক্ষপাতন—বাতান্বিতপিত্তের কার্য্য, ক্রসংকোচ ও নিম্নতা—বাতান্বিত প্লেয়ার কার্য্য । ইহাতে সন্নিপাত জরোক্ত “চতুর্দশাঙ্গকষায় পান” এবং মন্তকে অজ্ঞানকটৈল মর্দন হিতকর । মহালক্ষ্মীবিলাস, ত্রিফলাকল্প ও রহৎকশুত্রীভৈরব যথোক্ত অনুপানে ব্যবহার করিবে । এইজরে প্রায়শঃ ৪৮ ঘণ্টায় রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে । ইহাতে অনাহার বা উপবাস অপথ্য ।

### অথ জরের অসাধনক্ষণ ।

যে জরে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং যে জর বহুদিনে উৎপন্ন ও অতিপ্রবল তাহা অসাধ্য । ক্ষীণ ও শোথযুক্ত ব্যক্তির যদি অন্তর্বেগ বা দৈর্ঘ্যরাজিক জর হয়, তাহা অসাধ্য । দৈর্ঘ্যরাজিকজরের চিকিৎসা রাত্রিজরের জায় । যে রোগীর গলাট হইতে ঘর্ম্মনির্গম হয় এবং উঠাইলে মোহপ্রাপ্ত হয় সে রোগী মূমূর্ষ । গর্ভাধান বা জন্ম-কালীন নক্ষত্রে বা মঘান্তরগী প্রভৃতি বিপদকরনক্ষত্রে জর হইলে অত্যন্ত ক্লেশ বা মৃত্যু হয় ।

যে জর উৎপত্তিমাতেই বিষমে পরিণত হয় তাহা অসাধ্য । আমাদের মতে উহা দুঃসাধ্য । যে জরী, বিহ্বল, মোহান্বিত এবং সততই শয়ন করিয়া থাকে ( উঠিবার ক্ষমতা থাকে না ) তাহার জীবনের আশা দুঃসাধ্য মাত্র । যদি জরী—শীতপীড়িত অথচ অন্তর্দাহবিশিষ্ট হয়, তাহারও স্বাস্থ্যলাভ অসম্ভব । যে রোগী সর্বদা রোমাঞ্চিতগাত্র ও রক্তনেত্রবিশিষ্ট হয় এবং জ্বদয়ে বেদনা অনুভব করে ও মুখ দিয়া লালাত্যাগ করে, তাহার ব্যাধিও অসাধ্য বলিয়া জানিবে । যে রোগী, হিকা, শ্বাস, তৃষ্ণাপীড়িত, মোহান্বিত, ইতস্তত চলিতনেত্র এবং ক্ষীণ ও দীর্ঘ শ্বাসাকুল, যে রোগীর কাস্তি ও ইন্দ্রিয় সকল হতবলবিশিষ্ট, যে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ, অরুচিপীড়িত এবং অন্তর্দাহ ও জরের তীব্রবেগে অভিভূত, যশোর্তী চিকিৎসক তাহাকে কদাচ চিকিৎসা করিবেন না । যে তীব্রজরী, স্বপ্নে প্রেতসহ মত্তপান করে ও কৃষ্ণর কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহার আত্ম মৃত্যু ঘটয়া থাকে । সহসা জরের তাপ অধিক-মাত্রায় হ্রাস হইলে এবং মুচ্ছা, বলক্ষয় ও সন্ধিস্থানের বিশেষ হইলে রোগীকে মূমূর্ষ জানিবে ।

যে প্রলেপকজরীর বদনমণ্ডল হইতে প্রভূত অত্যন্ত ঘর্ম নির্গম হয়, তাহার জীবন দুর্লভ । যে হিমাক্রান্তিভাঙ্গিত ব্যক্তির, পিচ্ছিলস্বেদ লগাট হইতে নিম্নদেশে নির্গত হয়, তাহার মৃত্যু অদূরবর্তী বলিয়া জানিবে ।

### অথ জ্বরের অবস্থা বিজ্ঞান ।

জ্বরের পচমানাবস্থায় উহার বেগ অত্যন্ত প্রবল হয় এবং পিপাসা, প্রলাপ, দীর্ঘশ্বাস, লম, মলমূত্রত্যাগ ও বিবমিষা হইয়া থাকে । এই অবস্থায় পাচন কষায় প্রযোজ্য ।

পক বা নিরামজ্বরে ক্ষুধা, শরীরের ক্লান্ততা ও লঘুতা সম্পাদিত হয় এবং জ্বরের মৃদুভাব, দোষের পাক ও মলমূত্রত্যাগ হইয়া থাকে । প্রায়শঃ ৮ দিনে জ্বর নিরাম অবস্থা প্রাপ্ত হয় । এই অবস্থায় জ্বরপ্রশমক ঔষধ প্রযোজ্য : কিন্তু আজকাল এই নিয়ম অল্পসারে চিকিৎসা করা হয় না । যে ঔষধে রসের পরিপাক হয় তাহাকে পাচক ঔষধ এবং যে ঔষধে দোষ বা ব্যাধি প্রশমিত হয় তাহাকে শমন ঔষধ বলে । ঔষধ দুই প্রকার । যথা—দ্রব্যভূত এবং অদ্রব্যভূত । দ্রব্যভূত । যথা—ত্রিফলাদি । অদ্রব্যভূত । যথা—লজ্জনাদি । চিকিৎসাও দুই প্রকার । যথা—বলিহো-মাদি এবং ঘৃত, তৈল ও রসাদি ।

জ্বরের উপদ্রব । যথা—কাসো মুচ্ছা কুচিচ্ছদিঃ তৃষ্ণাতিসারবিড়্ গ্রহাঃ । হিকাশ্বাসাঙ্গভেদাশ্চ জ্বরোগোপ দ্রবাদশ ॥” অর্থাৎ কাস, মুচ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা, অতিসার, কোষ্ঠকাঠিন্য, হিকা, শ্বাস ও অঙ্গবেদনা এই দশটি জ্বরের উপদ্রব । জ্বরে এই সমস্ত উপদ্রব থাকিলে কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয় ।

জ্বরত্যাগের পূর্বে দাহ, ঘর্ম, বিলাপ, কোষ্ঠভঙ্গি ও মূখে দুর্গন্ধ প্রভৃতি হইয়া থাকে । জ্বর ত্যাগহইলে ঘর্ম, শরীরের লঘুতা, শিরোদেশে চুলকণা, মুখশুকতা, হাঁচি ও আহারে অভিলাষ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় । বিষমজ্বরের জ্বরত্যাগকালে এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় না : কারণ, তপায় জ্বর ধাতুতে লীন থাকে এবং উহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।

## অথ জ্বরাতীসার চিকিৎসা ।

জ্বরের মধ্যে অতীসার অথবা অতীসারের মধ্যে জ্বর হইলে তাহাকে জ্বরাতীসার বলে । ইহার স্বতন্ত্র কোনও লক্ষণের আবশ্যক নাই । সুবিখ্যাত মাধবকর, নিদানে জ্বরাতীসারের কোনও লক্ষণ নির্দেশ করেন নাই । কিন্তু এই পীড়ায়, জ্বর ও অতীসারের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা করা কর্তব্য নহে । সাধারণতঃ জ্বরনাশক ঔষধ ভেদক এবং অতীসারনাশক ঔষধ স্তম্ভক । সুতরাং এই বিরুদ্ধদোষ নিবন্ধন জ্বরের ঔষধ অতীসারে এবং অতীসারের ঔষধ জ্বরে প্রযোজ্য নহে । তবে, জ্বরাদিকারের যে সমস্ত ঔষধ অতীসারের অবিরোধী, তাহা ইহাতে নিঃসন্দেহে প্রযুক্ত হইতে পারে । জ্বরাতীসারে বা অতীসারে হঠাৎ স্তম্ভকঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । কারণ, অপক

আম বা মল, সহসা বদ্ধ হইলে, পেটে আগ্রান. শল. বিষ্টভ, গ্ৰীহা, যক্ৰু ও শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে পারে। এই জন্য প্রথমতঃ পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ স্তম্ভক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এরূপ অনেক ঔষধ আছে, যাহা পাচক ও স্তম্ভক ; কিন্তু তাহা ও সর্বপ্রথম ব্যবহার্য্য নহে। আমপাকের জন্য নাগরাদি এবং ক্রীবেরাদিকষায় ব্যবহার করিবে। এই উভয়বিধ কষায় গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠায় পিত্তজ্বরচিকিৎসায় লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস আমান্বিত জরাতিসারে শ্রেষ্ঠ। লোহিতচূর্ণ তুলসী পত্র রসসহ সেবন করিলে জ্বর প্রশমিত হয় এবং অতিসারও বন্ধিত হইতে পারে ন। কপূররস মৃতারসসহ সেবন করিলে জরাতিসার নষ্ট হয়। পক্ষাতিসারে—রসপল্লী টা ও কুটজাবলেহ বিশেষ উপকারী। অতিসার যদি রক্তমিশ্রিত না হয়. তবে বৃহৎকস্তুরী ভৈরব ও মহালক্ষ্মীবিলাস ব্যবহার করা যায়। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি স্তম্ভক, বিশেষতঃ রক্ত সংগ্রাহক। যথা—মৃতার রস, কুটজছালের কাথ. আয়্যাপানের রস. দুষ্কারস, আকনাদি পাতার রস. গন্ধভাদালিয়ার রস। আমান্বিত অতিসারে বেলগুঠ অতিশয় উপকারী। প্রথম অবস্থায় বৃহল্লবঙ্গাদি, অগ্নিমুখচূর্ণ. ও অগ্নিকুমাররস হিতকর। রোগী—বালক, বৃদ্ধ বা গভিনী না হইলে ছতাশনরস প্রয়োগ করিবে। কেবল শস্ত্রতন্ত্র ১০ মাত্রায় বেলগুঠের কাথে মাড়িয়া সেবন করিলেও এই পীড়ার প্রশমন হইয়া থাকে। পেটে বেদনা বা কামড়ানি থাকিলে, নাভির চতুর্দিকে আমলকীর কলহার। আলবাল প্রস্তুত করতঃ তাহার মধ্যদেশ আদার রস দ্বারা পূর্ণ করিয়া কিছুকাল রাখিলে উপকার হয়।

আমাতিসারের বিষ্ঠা জলে নিমগ্ন হইয়া যায় ; কিন্তু সাধারণতঃ পক্ষাতিসারের বিষ্ঠা জলে ভাসিয়া থাকে। কিন্তু যদি পক্ষাতিসারের বিষ্ঠা অতিকঠিন হয় তবে উহা জলে নিমগ্নও হইতে পারে। আমাতিসারের বিষ্ঠাও অতিদ্রব হইলে, জলে ভাসমান হইতে পারে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা অতিসারের আমভাব ও পক্ষতা নির্ধারণ পূর্বক পাচক ও প্রশমক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই পীড়া বহু অল্পবয়স্কশিশুর হইবে ততই কঠিন হইয়া থাকে। অনবরত ভেদ হইতে থাকিলে, মলদ্বারে গোবরের স্বেদ দেওয়া আবশ্যক। এই অবস্থায় কুটজলেহ, কুটজামৃক, মহাশঙ্খবটী, আমরাঙ্গমী, কপূর-রস বা অগ্নিমুখচূর্ণ ব্যবহার করিবে। অনেক সময় বালকদিগের জরাতিসারে আশয় ক্ষুভিতহইয়া ক্রিমির অভ্যুত্থান হয় এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। এই অবস্থায়, পালিধা পত্রের রসসহ বিড়ঙ্গাদিলৌহ বা অন্য কোনও ক্রিমিগ্র ঔষধ ব্যবহার করাউনে। পালিধাপত্ররস ক্রিমিগ্র এবং ধারক। মহাগন্ধক বা বৃহৎ মহাগন্ধক বালকদের উদরাময়ে বিশেষফলদায়ক। গঙ্গাধরচূর্ণ (নিরাম অবস্থায়) অতিসারে বা জরাতিসারে বিশেষ হিতকর। প্রথম অবস্থায় আমের অত্যন্ত বেগ হইলে, এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরচন করাইয়া আম নিষ্কাশিত করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা

অধিকাংশ স্থলেই আশ্চর্য্য ফল দেখা গিয়াছে । এইক্রিয়া শিশু. বৃদ্ধ বা গভিনী প্রভৃ-  
তিতে প্রযোজ্য নহে । কুটজছাল অতিসারের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।  
অতিসারের শেষে শোথ হইলে, চিরতা, যুতা, গুলঞ্চ. বাল্য, যুতা, রক্তচন্দন ও ধনে  
ইহাদের কাথ পান করিবে । ইহা পিপাসা নিবারক ।

### সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস ।

পারদ. গন্ধক, অল, প্রত্যেক ৪ ভাগ, সাতিক্কার. সোহাগা. যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু.  
ত্রিফলা, ইঞ্জযব, কৃষ্ণজীরে, খেতজীরে, যমানী. চিত্তেমূল, হিং, বিড়ঙ্গ, গুলফা প্রত্যেক ১  
ভাগ । মাত্রা ৪।৫ রতি । অল্পপান—পানরস । ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ উষ্ণজল পান  
করিবে ।

স্বা—বালি, পারাবতয়ব, কুকটমাংসের ঘূষ, মসুরীর ঘূষ, বেদানা রস, মাগুর, শিকী  
প্রভৃতি ধারক স্নায়ুশ্লেষ্মার কোল ইত্যাদি ।

## অথ অতিসার চিকিৎসা ।

### আনাতিসার চিকিৎসা ।

অতিসার হইলে. পূক্ষোক্ত প্রকারে প্রথমতঃ বিষ্ঠাপরীক্ষা করা কর্তব্য । আমযুক্ত বা  
অপরিপক্ক বিষ্ঠায়, পাচক ঔষধ এবং প্কাশিতসারে প্রশমক ঔষধ ব্যবহার করিবে । এই  
রোগে. ধাতু ও মল অত্যন্ত নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে অতিসার বলে । ইহাতে সাধারণতঃ  
দ্রবদ্রব্য সেবন হিতকর নহে । মল বা ধাতুক্কয় জন্য রোগীর পিপাসা হইলে. বাল্য.  
শুঠ, যুতা ও ক্ষেত্রপল্লী অথবা যুতা ও বাল্যর বড়ঙ্গপরিভাষাধুসারে পূর্ববৎ অর্দ্ধশূত  
শীতলজল পান করিতে দিবে । যদি রোগীর পুনঃ২ দোষযুক্ত মল সামান্য পরিমাণে নিঃসরণ  
হয়. তবে পূর্ববৎ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে । আম-অতিসারে সংগ্রাহক ঔষধ প্রযোজ্য  
নহে । তাহাতে উদরাগ্নান, গহণী. পাণ্ডু, শোথ প্রভৃতি পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে । ক্কাণ-  
ধাতু. ক্কাণবল অথবা অত্যন্ত আবদীড়িত রোগীকে আমাবস্থাতেও সংগ্রাহকঔষধ প্রয়োগ  
করিবে ; নচেৎ রোগীর সহর মৃত্যুর আশঙ্ক্য বর্তমান থাকে । অতিসারে বিরেচনার্থ  
হরীতকী ও পিপ্পলী সমভাগে পেষণ করিয়া ঈষৎক্ষুদ্র সহ সেবন করিবে । ধাতুপক্ষকের  
কাথ পান করিলে আমশূল ও বিবদ্ধতা নষ্ট হয় । ইহা অগ্নিদীপক ও দোষপাচক । পিত্ত  
প্রধান অতিসারে এই কষায়, শুঠ বাদ দিয়া প্রয়োগ করিবে । আমাতীসারে  
মহাশঙ্কবটী, অগ্নিমুখচূর্ণ বৃহৎঅগ্নিকুমার বা হুতাশনরস প্রয়োগ করিবে ।  
অল্পপান—তড়ুলোদক, মৃত্যুরস ইত্যাদি । এই সকল ঔষধে আমরসের পরিপাক হয় এবং  
ক্রমশঃ ভেদের নিবৃত্তি হইয়া থাকে । আমাতিসারের পরিপক অবস্থাতে মৃত্যুর রসও চিনির জল  
সহ শুভ্রপল্লী বাবহার করা যায় । ২০ টা ভাদালিয়া যুতা, ছাগছন্দ ৮ তোলা ও জল ৮।।  
সের একত্র পাক করিয়া ছন্দমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অল্পমাত্রায় সেবন করিলে, এই

পীড়ার উপশম হয়। পকাবস্থায় আমরাফসী, কপূররস বা কুটজলেহ ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়। অতিসারের প্রথমাবস্থায় ভুবনেশ্বর প্রয়োগেও ফললাভ হইয়া থাকে। **অনুপান**—আতপতগুলজল ও কপূর। এই ঔষধ কোষ্ঠপরিষ্কারক ও পাচক। ইহাতে কোষ্ঠ নির্মল হইয়া রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে।

**শাস্ত্রপঞ্চক**। **মত্ৰা**—ধনে, গুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলগুঁঠ।

**ভুবনেশ্বর**। **মত্ৰা**—ত্রিফলা মিলিত ১২ তোলা, যমানী ৪ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, গৃহধম ৪ তোলা জলদ্বারা মর্দন করিয়া ১০ এক আনা মাত্রায় ব্যবহার্য। এই ঔষধে কেহ ২ এক তোলা বেলগুঁঠ ব্যবহার করেন।

**কপূররস**।—**মত্ৰা**—হিসুল, শোধিত অহিফেন, মুতা, ইঞ্জয়ব, জায়ফল, কপূর প্রত্যেক সমভাগ, জলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। কেহ ২ এই ঔষধে ১ ভাগ সোহাগার খই ব্যবহার করেন।

**আমরাফসী**। **মত্ৰা**—ইঞ্জয়ব, জায়ফল, কপূর, হিসুল, সোহাগা, লবঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, ৬রতি বটী করিবে। **অনুপান**—মুতারস ইত্যাদি।

**শুভ্রপল্লভি**। **মত্ৰা**—সোরা ১। পোয়া, ফিটকারী ১০ একছটাক। প্রথমতঃ অগ্নিতাপদ্বারা লৌহকটাহে সোরা গালাইয়া গাদকাটিয়া ফেলিবে; তৎপর উহাতে ফিটকারী-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিস্তলপাত্রে ঢালিয়া চটা করিবে। মাত্রা ১০ আনা।

**কুটজানলেহ**। **মত্ৰা**—কুটজ ছাল ১২।।০ সের, ৬৪ সের জলে পাক করতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই কাথ পুনঃ পাক করিয়া গেহবৎ হইলে, উহাতে সচলবণ, সব্জার, বিটলবণ সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাতুফল, ইঞ্জয়ব ও জীরে ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ তোলা মিশাইয়া নামাইবে। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ ১০ তোলা হইতে ১ তোলা মধুসহ লেহন করিবে। ছাগদুগ্ধ সহ সেবন করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

**মত্ৰা**—খইয়ের মণ্ড, খইয়ের ছাতুর অবলেহ, অন্নমাত্রায় পাচ মণ্ডরঘন, শালপর্ণ্যাদি সাধিত লাজপেয়া এবং অরতিসারোক্ত পথা হিতকর। **শালপর্ণ্যাদি**। **মত্ৰা**—শালপাণি, চাকুলে, রুহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলামূল, বেলগুঁঠ, গুঁঠ, ধনে ও আকনাদিপাতা। অবস্থা বিশেষে পুরাতন তড়ুলের স্তম্ভি অন্ন পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে।

## অপ বাতাতিসার চিকিৎসা।

এই অতিসারে অধোবায়ু অর্থাৎ অপান বায়ু কুপিত হয় এবং গ্রহণী নাড়ীর মুহুতা স্পন্দন হওয়ায়, পুরীষধারণাশক্তি কম হইতে থাকে। নাভিদেশস্থিত সমান বায়ুর ক্রিয়ায় ক্রাস হওয়ায় পাচকাগ্নির শক্তি ক্রীণ হইতে থাকে এবং তজ্জন্মই গ্রহণীনাড়ীর ধারণাশক্তি

কম হয়। ইহার প্রথম অবস্থায় বচাদি ও কণাদিকষায় হিতকর। কণাদিকষায় পাচকাগ্নির দীপক এবং পাচক। এই অতিসারের প্রথম অবস্থায় ভুবনেশ্বর আতপ-তড়ুলোদকসহ, শুভ্রপপ্প'টী চিনির জল সহ ও মহাশঙ্খবটী লেবুররসসহ ব্যবহার্য। মধ্যঅবস্থায়—শঙ্খকাদিবটী বেলঙ'ঠের কাথ সহ এবং রূহং গঙ্গাধরচূর্ণ আতপ-তড়ুলোদক সহ ব্যবহার করিবে। প্রবন্ধ অবস্থায় বা শেষ অবস্থায় গ্রহণী শার্দূলবটী, কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক ব্যবহার করিবে। আমান্নবন্ধ গ্রহণীতে বা বাতীতিসারে রূহং গঙ্গাধরচূর্ণ বা গ্রহণীশার্দূলব্যবহার করা কর্তব্য নহে।

বচাদি কষায়। যথা—বচ, আতৈষ, যুতা ও ইন্দ্রযব।

কণাদি। যথা—পিপুল, শু'ঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ।

রূহং গঙ্গাধরচূর্ণ। যথা—বেলঙ'ঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনে, বরাক্রান্তা, শু'ঠ, যুতা, আতৈষ, অহিফেন, লোধ, দাড়িমের খোসা, কুটজছাল, পারদ ও গন্ধক। মাত্রা—১০ আনা। অল্পপান—আতপতড়ুলোদক।

কুটজাষ্টক। যথা—কুটীত, কুটজছাল ২২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কষায় ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে, তাহাতে মোচরস, আকনাদি-পাতা, বরাক্রান্তা, আতৈষ, যুতা, বেলঙ'ঠ ও ধাইফুল প্রত্যেক ১ পল পরিমাণচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, দক্ষীপ্রলেপযোগ্য হইলে নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। সাধারণ অল্পপান—শীতলজল। রক্তাতিসারে ছাগচক্ষুসহ এবং বস্তিভূষ্টিতে বারুণীমণ্ডসহ সেবনীয়। ইহা অত্যন্ত রক্তরোধক। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ রক্তপ্রদর, রক্তার্শঃ ও গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। এই রোগের পথ্যাদি আমাতিসার অধিকারোক্ত পথ্যের অন্তরূপ।

## অথ পিত্তাতিসার চিকিৎসা ।

ইহাতে ধাতুচতুষ্কামিত অল্পপান ও কষায় হিতকর। ইহাতে বাতান্নবন্ধ বা দাহপিপাসাদি উপদ্রব হইলে—যুতা ও ক্ষেত্রপপ্প'টীর অর্দ্ধশত শীতলজল এবং আমাষিত হইলে—বিদ্বাদিকষায় পান করিতে দিবে। আতৈষ, কুটজছাল, ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ ১০ একআনা মাত্রায় আতপতড়ুলোদক সহ সেবন করিলে পিত্ত ও রক্তজ অতিসার প্রশমিত হয়। প্রথম অবস্থায়, কুটজাদিকষায়, হ্রীবেরাদিকষায়, রূহল্লবঙ্গাদিবটী ও আমরাক্ষসী ব্যবহার করিবে। প্রবন্ধাবস্থায়, কুটজাবলেহ, কুটজাষ্টক, রূহং-গঙ্গাধরচূর্ণ, কর্পূররস ও পঞ্চামৃতপপ্প'টী যথোক্ত অল্পপানে ব্যবহার করিবে। শু'ঠ ভিন্ন ধাতুপঞ্চকে শাস্ত্রচতুষ্ক বলে।

বিদ্বাদি কষায়।—যথা—বেলঙ'ঠ, ইন্দ্রযব, যুতা, বালা ও আতৈষ।

কুটজাদি কষায়।—কুটজছাল, দাড়িমের খোসা, যুতা, ধাইফুল, বেলঙ'ঠ,



বালা, লোণ, রক্তচন্দন ও আকনাদিপাতা । এই কষায়ে পিত্ত ও রক্ত প্রধান অতিসার নষ্ট হয় । পথ্যাদি পূর্ববৎ ।

## অথ শ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা ।

ইহার চিকিৎসা আমাতিসারের আয় । ইহাতে প্রথমাবস্থায় নাগরাদিকষায়, ধাতুপঞ্চক, পথ্যাদিকষায় ও চব্যাদিকষায় ব্যবহার করিবে । ছতাশনরস, অগ্নিমুখচূর্ণ, চিত্রকগুড়িকা, মহাশঙ্খবটী ও রুহংগঙ্গাধরচূর্ণ শ্লেষ্মাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ । আমের প্রকোপ হাস হইলে, রুহংগঙ্গাধরচূর্ণ ও কর্পূররস ব্যবহার করা যায় । পিপুলচূর্ণ ও রতি. একছটাক গব্যদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধসহ রাত্রিতে শয়নের পূর্বে সেবন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় । এই ঔষধ বেলশুঁঠের কাথ বা কুটজছালের কাথসহ সেবন করিলেও আম বা শ্লেষ্মারবেগ নষ্ট হইয়া অতিসার সহর প্রশমিত হয় । কচিবেলপোড়ার শাঁস ২ তোলা ও তৎসম নিস্তম্ব তিলবাটা. দধির সরস্বারা অগ্নীকৃত করিয়া সেবন করিলে আমাতিসার বা শ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয় । বেলপোড়া. ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা পীড়া প্রশমিত না হইলে কুটজলেহ বা কুটজাফক ব্যবহার করিবে ।

**পথ্যাদিকষায়.** যথা—হরীতকী, রক্তচিত্তেমূল, কটকী. আকনাদি, বচ. মৃত্তা, ইক্ষয়ব ও শুঁঠ । ইহা চূর্ণ বা কঙ্করূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে ।

**চব্যাদিকষায়.** যথা—চই, আতৈষ, কুড়, কচিবেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুটজছাল ও ইক্ষয়ব । ইহার পথ্যাপথ্য আমাতিসারের আয় ।

## অথ সন্নিপাতাতিসার চিকিৎসা ।

ইহাতে বরাহনৈহের আয় বা মাংসদোষ জলের আয় অপবা নানাবর্ণবিশিষ্ট জ্বাব হইতে থাকে । এই পীড়া হুঃসাধ্য । ইহার প্রথমাবস্থায় সমষ্কাদিকষায় পান করিতে দিবে এবং রুহংগঙ্গাধরচূর্ণ ও মহাশঙ্খবটী ব্যবহার করাইবে । অনবরত ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে কর্পূররস, গ্রহণীশার্দূল, কুটজাফক বা কুটজাবলেহ প্রয়োগ করিবে । ইহাতে ক্লমশত বা মূতাসাধিত ছাগদুগ্ধ ফলপ্রদ । এই অতিসারের পক্যাবস্থায় কুটজ-পুটপাক বা শোণাকপুটপাক বিশেষ উপকারী । রুহং চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ ও পাকমকরধ্বজ এতাদৃশ অতিসারে ফলদায়ক ।

**সমষ্কাদিকষায়.** যথা—বরাহকান্তা. আতৈষ, বেলশুঁঠ, মৃত্তা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল. কুটজছাল. ও ইক্ষয়ব ।

### কুটজপুটপাক ।

কুটজমূলেরছাল আতপতড়লোদক সহ পেষণ করিয়া জামপাতা দ্বারা বেষ্টন ও কুশদ্বারা বন্ধন পূর্বক বহির্ভাগে যুস্তিকার গাঢ় প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে । পরে ২৫।৩০ খানি বনযুটে দ্বারা পুটপাক করিবে । বহির্লেপ ঈষৎ লাল আভা হইলে নামাইয়া উহার রস নিঙ্ড়াইয়া ১ তোলা পরিমাণ, কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া পান করিবে । শ্লেণাকপুটপাকে গাভারীপত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে । ইহার অগ্নাশ্রয় নিয়ম কুটজপুটপাকের ন্যায় । ছাগদুগ্ধ বা আতপতড়লোদক সহ “কুটজলেহ” বা “কুটজাষ্টক” প্রয়োগ করিলেও বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে ।

সংখ্য—শটীরপালো, পাণিকলের পালো, পদ্মবীজচূর্ণ, পারাবতযম্ব ইত্যাদি ।

### অগ্ন বাতশ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা ।

ইহার চিকিৎসা শ্লেষ্মাতিসারের ন্যায় । ইহাতে ধান্যপঞ্চকসামিত বা ধনে ও শুঠসামিত অন্নপান হিতকর । চিত্রকাদিকষায় পান করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং তজ্জনিত অতিসার সঙ্গর নিরাকৃত হয় । প্রথম অবস্থায় অগ্নিমুখচূর্ণ প্রভৃতি পাচক ঔষধ ব্যবহার করিবে ; পশ্চাৎআমরাক্ষসী, কর্পূররস, বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ ও কুটজলেহ প্রভৃতি ধারক ঔষধ ব্যবহার্য ।

চিত্রকাদিকষাস্ত্র । যথা—শোধিত রক্তচিত্তেমূল, আতৈষ, যুতা, বেড়েলা, শুঠ, কুটজছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী । ইহার পথ্য শ্লেষ্মাতিসারের ন্যায় ।

### অগ্ন পিত্তশ্লেষ্মাতিসার চিকিৎসা ।

মুস্তকাদিকষাস্ত্র পান করিলে বা তৎসামিত অন্নপান ব্যবহার করিলে এই রোগের উপশম হয় । সমঙ্গাদিচূর্ণ আতপতড়লোদক সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার এবং রক্তাতিসারের নিরুত্তি হয় । পিত্তপ্রাবল্য থাকিলে—শালপর্ণ্যাদিকষায় হিতকর । ইহাতে আমরাক্ষসী, অগ্নিমুখচূর্ণ ও গ্রহণীশার্দূলবটী ফলপ্রদ । প্ররুদ্ধাবস্থায়—কুটজাষ্টক, কুটজলেহ ও বৃহৎ গঙ্গাধরচূর্ণ প্রভৃতি প্রযোজ্য । অল্পপান—ছাগদুগ্ধ, আতপতড়লোদক, যুতারবৃস, কুটজছালের কাথ ইত্যাদি ।

শালপর্ণ্যাদি কষাস্ত্র । যথা—শালপাণি, চাকুলে, কুটজছাল, আতৈষ, যুতা, হরিজা ও দারুহরিজা ।

মুস্তকাদি কষাস্ত্র । যথা—যুতা, আতৈষ, মূর্কামূল, বচ ও কুটজছাল । ইহা পাচক ও দীপক ।

**সম্রাজাদি চূর্ণ।** ঋত্বা—বরাক্রান্তা, ধাইফুল, বেলগুঁঠ, আমের আঠিরশাঁস, পদ্মকেশর, নাগকেশর, বেলগুঁঠ, মোচরস, লোধ, কুটজছাল ও ইন্দ্রযব। মাত্রা ১০ আনা। এই সকল ঔষধ আতপতড়ুলোদকসহ কাথ করিয়াও ব্যবহার করা যায়।  
**পথ্য—**বার্লি, মস্তুরীর ঘূষ, শটীরপালো ইত্যাদি।

## অপ নাভ পিত্তাতিসার চিকিৎসা।

ইহার প্রথম অবস্থায় বালকাদিকষায় ও ইন্দ্রাদিচূর্ণ হিতকর। পকাবস্থ কুটজাবলেহ, কর্পূররস বা গঙ্গাধরচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

**বালকাদি কষায়।** ঋত্বা—বালা, মৃত্তা, গুঁঠ, বেলগুঁঠ ও ধনে। ইহা দীপক ও পাচক।  
**ইন্দ্রাদি চূর্ণ।** ঋত্বা—ইন্দ্রযব, বচ, মৃত্তা, দেবদারু ও আতৈষ। মাত্রা ৩৪ রতি। অল্পপান—আতপতড়ুলোদক। ইহা দীপক ও পাচক। ইহার পথ্য পিত্তাতিসারের ন্যায়। ইহাতে ঝাল বা অন্যান্য গরমদ্রব্য অপথ্য।

## অপ ভয়জ ও শোকজ অতিসার চিকিৎসা।

শোকজ অতিসারে বলাদিকষায় উপকারী। ভয়জ ও শোকজ অতিসারের চিকিৎসা বাতাতিসারের ন্যায়। এই উভয়বিধ অতিসারেই মনকে সর্বদা প্রফুল্ল ও আশ্বস্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই উভয়বিধ অতিসারই অত্যন্ত কঠিন। ইহার প্রাবল্যাবস্থায় কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক ব্যবহার করাইবে। অল্পপান—ছাগদুগ্ধ বা আতপতড়ুলোদক।

**বলাদি কষায়।** ঋত্বা—বেড়োলায়ুল, চাকুলে, বেলগুঁঠ, ধনে, উৎপল, গুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতৈষ, মৃত্তা, দেবদারু, আকনাদি ও কুটজছাল। ইহাদের কাথ করিয়া তাহাতে মরিচচূর্ণ ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। পথ্যাদি বাতাতিসারের ন্যায়।

## অপ রক্তাতিসার চিকিৎসা।

রক্তাতিসারে আমশূল বা আমস্ত্রাব থাকিলে, কচি বেলপোড়া, ইন্ধুগুড় সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। একযোগে অধিকদ্রব্য আহার করা অতিসারমাত্রেই—বিশেষতঃ রক্তাতিসারে নিষিদ্ধ। দাড়িমের খোসা ও কুটজছালের ঘনীভূত কাথ, শীতল

অবস্থায় মধু সহ লেহন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয় । বেলগুঁঠ ১ তোলা, ছাগছন্ধ ৮ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ৮ তোলা, শীতল হইলে চিনি ১০ তোলা, ঘোচরস ও ইঞ্জযব চূর্ণ মিলিত ৯০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, আমাশিত রক্তাতিসার নষ্ট হয় । কেবল রক্তাতিসারে, কুটজছালের ঘনীভূত কাথ আঁতৈষ চূর্ণ সহ লেহন করিলে, প্রবল রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয় । কুটজছাল ১৯ পোয়া, জল ১১ সের, শেষ ১৯ পোয়া; দাড়িমের খোসা ১৯ পোয়া, জল ১১ সের, শেষ ১৯ পোয়া ; পরে এই উভয় কাথ একত্রে পুনঃ পাক করিয়া গাঢ় লেহন্য হইলে নামাইবে । বিশেষ সতর্কতার সহিত পাক করিবে যেন পুড়িয়া না যায় । এই ঔষধ ১ তোলা মাত্রায় ঘোল সহ (অভাবে—ছাগছন্ধ বা আতপ তণ্ডুলোদক সহ ) সেবন করিলে মুমূর্ষু রোগীও জীবনলাভ করে । ২১৩ ঘণ্টা পর ২ এই ঔষধ সেব্য ।

কুটজছাল ১৬ তোলা, জল ১৪ সের, শেষ ১১ সের, ছাগছন্ধ ১৬ তোলা সহ পুনঃ পাক করিয়া, ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ১ তোলা মধু মিশাইবে । মাত্রা ১ তোলা । ইহা প্রবলরক্তাতিসারনাশক ।

বিশল্যকরণী ( আয়াপান ) বা কুকুন্দরের ( কুকুর শোঁকার ) পাতার কাথ বা স্বরস পান করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় । আবশ্যক হইলে ইহাদের রস ও ছন্ধার রস ঔষধের অল্পপানার্থ ব্যবহৃত হয় । পেট গরম হইয়া রক্তাতিসার হইলে, মধু, চিনি ও রক্তচন্দন-ঘষা আতপতণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, উদর শ্লিষ্ণশীতল হইয়া রক্তস্রাব নিবারিত হয় । নিস্তম্ব কৃষ্ণতিল বাটা ১১০ তোলা ও চিনি ৯০ আনা ছাগছন্ধ সহ পান করিলে পূর্ববৎ ফললাভ হইয়া থাকে । অত্যন্ত ভেদ হইয়া গুহ্যদেশ দাহযুক্ত হইলে বা পাকিলে, পটোলপত্র ও বষ্টিমধুর শূতশীতলকথায় দ্বারা ঐ স্থান ধোত করিবে । তাহাতে ঐসকল উপসর্গ উপশমিত হয় । - ছাগছন্ধ দ্বারা পরিষেক করিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে ।

গুদনাড়ীর বিনির্গমন হইলে, মলদ্বারে গোময়ের স্বেদ দিবে । বসাদি স্নেহপদার্থ দ্বারা, গুদনাড়ী অভ্যক্ত ও অন্তঃপ্রবিষ্ট করাইয়া পশ্চাৎ মলনির্গমনার্থ সচ্ছিদ্রকোপীন দ্বারা গুহ্যদেশ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবার বিধান আছে । ইহঁদের মাংস (অভাবে—অন্য মাংস) ও ভদ্রদার্কাদিগণ (অভাবে দশমূল) সাধিত নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিলে, গুদব্রংশ আরোগ্য হয় । কুটজাদিকমায় আমাশিত বা কেবল রক্তাতিসারে বিশেষ ফলদায়ক । ২ ঘণ্টা পর ২ এই কাথ পান করিতে দিবে । অতিসারে কাস হইলে—বিড়ঙ্গ, আঁতৈষ, যুতা, দেবদারু, আকনাদি ও ইঞ্জযব ইহাদের কাথে ১০ আনা মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । সিতোপলাদিচূর্ণ বা তালীশাদিচূর্ণ মধু দ্বারা অল্প ২ লেহন করিলেও কাস নিবারিত হয় । নারায়ণচূর্ণ আমাশিত, পিত্তাতিসার ও রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ । উহা ১০ আনা হইতে ৯০ আনা মাত্রায় মধু ও ইক্ষুগুড় দ্বারা মাড়িয়া আতপ-তণ্ডুলোদক সহ পান করিবে । জায়ফল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অতিসারের বেগ ও শুলের নিবৃত্তি হয় । আমের ছাল, কাঁজিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলেও

অতিসারের বেগ প্রশমিত হয়। যদুঅগ্নিতে শোধিতঅহিফেন ভাজিয়া উহার অর্ধ রতি হইতে ১ রতি পর্য্যন্ত ছাগদুগ্ধ সহ সেবন করিলে দ্রুতভেদ ও দূরীভূত হয়। এই ঔষধ প্রথম অবস্থায় কদাচ প্রযোজ্য নহে। ইহাতে কর্পূররস, কুটজলেহ, পঞ্চামৃত-পল্লী, কুটজার্কট, বৃহৎগঙ্গাধরচূর্ণ ও আমরাফসী প্রয়োগ করিবে। কুটজার্কট ও অহিফেনাসব রক্তাতিসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহার শেষ অবস্থায় প্রযোজ্য।

### নারায়ণচূর্ণ।

গুলকের পালো, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, আতৈষ, ভঙ্গরাজ, শুঠ, সিদ্ধিপত্রচূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ. সর্বসম কুটজছাল চূর্ণ।

### কুটজার্কট।

কুটজ মূলের ছাল ১২৥ সের. দাক্ষা ৮৬ সের. মউলফল ৮১ সের, গাম্ভারীছাল ৮১ সের, জল ৪ দ্রোণ ( ৬৪ সেরে ১ দ্রোণ ) শেষ ১ দ্রোণ। এই কাথে ধাইকুল ৮২৥ সের. ইক্ষুগুড় ৮২৥ সের প্রক্ষেপ দিয়া নূতন মৃৎপাত্রে মুগ্ধবদ্ধ করতঃ ১ মাস রাখিয়া তৎপর চাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা। কুটজার্কট—জ্বর, গ্রহণী ও রক্তাতিসারের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

### অহিফেনাসল।

মউলফলের মগ ১২৥ সের. অহিফেন ৮ সের, মূতা, জামফল, ইন্দ্রযব ও এলাচি প্রত্যেক ৮ তোলা। ১ মাস আরতপাতে রাখিয়া তৎপর চাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অবস্থাভেদে ছাগদুগ্ধ প্রভৃতিসহ পান করা যায়। ইহা উগ্ধাতিসার ও প্রবল বিসৃচিকা নিবারক।

পথ্য—পিত্তাতিসারে বাহ্য পথ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে ও তাহাই প্রযোজ্য। ইহাতে ছাগদুগ্ধ প্রশস্ত। ছাগদুগ্ধ অতিসারনাশকদ্রব্যদ্বারা পাক করিয়া লইলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। অনাথ্য ইহা ৩ গুণ জল দ্বারা পাক করিয়া লইবে। মাংসময় এবং অনান্য আশ্রয় গুরুপাক দ্রব্য অপথ্য।

## অণু প্রবাহিকা চিকিৎসা।

বাঙ্গলা ভাষায় ইহাকে “আমাশা” বলে। ইহাতে পেটে অত্যন্ত কামড়ানি, বারম্বার বেগ এবং বায়ুর অত্যন্ত বিবদ্ধতা থাকিলে কচিবেলপোড়া, ইক্ষুগুড়, তিলতৈল, পিপুল ও শুঠচূর্ণ একত্রে লেহন করিবে। পুরাতনপ্রবাহিকায় পিপুল অথবা মরিচচূর্ণ ৮ আনা, শয়নের পূর্বে ছাগদুগ্ধ সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। কচিবেলপোড়া এবং তৎসম নিম্ব্ব তিলবাটা দধির সর দ্বারা ( অভাবে দধি দ্বারা ) লেহন করিলেও প্রবাহিকা বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোধ, মরিচ, বেলশুঠ, ইক্ষুগুড় ও তিলতৈল একত্রে লেহন করিলে প্রবাহিকাবেগ নিবারিত হয়।

প্রবাহিকাতেও পূর্বের তায় আমলক্ষণ এবং পকলক্ষণ নির্ণয় করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহার চিকিৎসা শ্লেষ্মাতিসারের তায়। পকাবস্থায় প্রবাহিকারিলেহ বিশেষফলপ্রদ। সাধারণতঃ লবণ ও তিক্তরসে অতিসারের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ক্ষারদ্রব্য তাহা হয় না। গ্রহণীরোগে সে সকল ঔষধ লিখিত হইবে। অবস্থা বিশেষে তাহাও অতিসারে ব্যবহৃত হইতে পারে।

### প্রবাহিকারিলেহ ।

কুটজ ছাল ১/১ পোয়া, জল ১/২ সের, শেষ ১/১ পোয়া; দাড়িমের খোসা ১/১ পোয়া, জল ১/২ সের, শেষ ১/১ পোয়া; বেলশুঁঠ ১/১ পোয়া, জল ১/২ সের, শেষ ১/১ পোয়া; ধনে ১/১ পোয়া, জল ১/২ সের, শেষ ১/১ পোয়া। এই ৪টা কাথ মিশ্রিত করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে পুনঃ পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহা নামাইয়া ১০ আউন্সে ২ আউন্স ‘স্পিরিট’ মিশাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা। অল্পপান—ছাগছন্ধ, আতপচাউল দোয়া জল ইত্যাদি।

### রক্তমিশ্রিত প্রবাহিকার মুষ্টিষোপ।

ডালিমের কচিপাতা ১ তোলা, তেঁতুলের কচিপাতা ১ তোলা, জামের কচিপাতা ১ তোলা, ডালিমের কলি ১ টা ও ভাঁরেচূর্ণ ১০ সিকি, জল দ্বারা বাটিয়া ১০ সিকি মাত্রায় শীতলজল সহ দুই ঘণ্টা পর ২ সেবা।

সর্বপ্রকার অতিসারের শেষ অবস্থায় বা গ্রহণীতে বিশ্বেশ্বররস বিশেষ ফলপ্রদ।

### বিশ্বেশ্বররস।

জাতিফল, লবঙ্গ, ইন্দ্রযব, আঁঠের, মূতা, দারুচিনি, কপূর, হিঙ্গুল, অহিফেন ও ধাইফুল প্রত্যেক ১ তোলা সর্বভক্ষ ১০ তোলা, ছাগছন্ধে মদন করিয়া ২ রতি বটা করিবে। অল্পপান - ছাগছন্ধ প্রভৃতি। ইহার পথ্যাপথ্য শ্লেষ্মাতিসারের তায়।

বর্জয়েৎ বৈদলং শূলী কুষ্ঠী মাংসং ক্ষয়ী ত্রিয়ং ।

সর্বদ্রবমতীসারী সর্ববিধ তরুণজ্বরী ॥

অর্থাৎ শলরোগী সর্বপ্রকার ডাল, কুষ্ঠরোগী সর্বপ্রকার মাংস, বক্ষ্মারোগী জীসহবাস ও দ্বাদর্শনাদি, অতিসাররোগী সর্বপ্রকার দ্রবদ্রব্য এবং তরুণজ্বরী সর্ববিধ দ্রব্য ত্যাগ করিবে অর্থাৎ লব্ধন দিবে। এইটা সাধারণ নিয়ম। সুতরাং শূলে—কাঁচামুগের কোল, কুষ্ঠে—জাঙ্গল মাংস, অতিসারে—খইমণ্ডাদি এবং তরুণজ্বরে—বালি প্রভৃতি অবিরুদ্ধ। প্রবাহিকার শেষ অবস্থায় পারাবত, কুকুট প্রভৃতির মাংসযুগ পথ্যরূপে প্রদান করা হয়।

সর্বপ্রকার অতিসারেই স্নান, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, গুরুপাক বা দ্বিগদ্রব্য ভক্ষণ, অতি-ভোজন, বায়াম ও অগ্নিসন্তাপ অহিতকর।

## অথ গ্রহণী চিকিৎসা।

দোষ, গ্রহণীনাড়ী আশ্রয় করিয়া এইরোগ উৎপন্ন করে। গ্রহণীনাড়ীর দৌর্লভ্যাহেতু এইরোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে গ্রহণীরোগ বলে। অতিসারের পর অপথ্যাহেতু গ্রহণীনাড়ী দূষিত হইলেই তাহাকে গ্রহণী বলা যায়। বিনা অতিসারেও হঠাৎ গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। অগ্নিবলই গ্রহণীনাড়ীর বল। অগ্নিমান্দ্যই গ্রহণীরোগের কারণ। সুতরাং অগ্নিদীপক ঔষধ ইহাতে প্রযোজ্য। গ্রহণীনাড়ী পকাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে অবস্থিত। অপক অন্নকে ধারণ করা এবং পক অন্নকে অধঃপ্রেরিত করাই ইহার কার্য। অপক অন্নকে গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়াই এই নাড়ীর নাম গ্রহণী। সূক্ষ্মতে গ্রহণীনাড়ী, পিত্তধরা কলানামে অভিহিত হইয়াছে। অতিসারেও গ্রহণীর শক্তিরূপ-অগ্নির মন্দতাহেতু, গ্রহণী দুর্বল হওয়ায় উহার ধারণা শক্তি কমিয়া যায়। এই জন্তই অতীব নিঃসরণ হইতে থাকে এবং এই জন্তই অতিসারেও প্রথমাবস্থায় অগ্নিজনক ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতিসার ও গ্রহণী একজাতীয়ব্যাদি। সুতরাং অবস্থাবিশেষে অতিসারোক্ত ঔষধ গ্রহণীতেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এইরোগে অতিশয় সন্ধোচকঔষধ ব্যবহার্য্য নহে। কারণ তাহাতে শেষে দমকাভেদ বা উদরের আত্মান হইবার সম্ভাবনা। এইরোগ বাত-প্রধান সুতরাং ইহাতে অধোবায়ুর অনুলোমক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এইরোগে অগ্নির মৃদুতাহেতু ভুক্তদ্রব্যের রসভাগ আমে পরিণত হইয়া নিঃসৃত হইতে থাকে; কোথাও বা অন্ন বিদগ্ধ (অন্নতাপ্রাপ্ত) হইয়া উর্দ্ধপ্রেরিত বা বাস্তু হইয়া থাকে। রসের অন্নতাহেতু রোগী ক্রমে ক্ষীণকায় হয়। অগ্নিমান্দ্যাহেতু ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক না হওয়ায় উদর আত্মাত এবং সাদা ২ মল নিঃসৃত হয়। অতিসারের জ্বায় গ্রহণীতেও সাম দোষ ও নিরাম দোষ বিবেচনা পূর্বক ঔষধ নির্ধারন করিবে। সামদোষগ্রহণীতে পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। আমরস শরীরে ব্যাপ্ত হইলে, বমন ও বিরেচন ঔষধ দ্বারা আমাশয় শুদ্ধ করিয়া পাচক ও দীপক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পঞ্চকোলসাধিত অত্যন্ত লঘুঅন্নপান ব্যবস্থেয়।

এই অবস্থায়, হাতে, পায়ে ও মুখে প্রায়শঃ শোথ হইয়া থাকে। গ্রহণীতে উদ্ধৃত-গ্নেহ তক্র অতীব হিতকর পথ্য; পরন্তু যদি আমরস না শোথ না থাকে তবে অল্পদ্রুত-গ্নেহ তক্রই বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় চিত্রকাদি শুভ্রবর্ণ অতিশয় ফলপ্রদ। ইহা দীপক, পাচক এবং প্রভাবে গ্রহণী নাশক।

বাতাধিক গ্রহণীতে বেলগুঁঠ চূর্ণ ৭০ আনা, গুঁঠচূর্ণ ৩ রতি, ইক্ষুগুড় ৭০ আনী একত্রে লেহন করিয়া পরিশেষে খোল পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

জায, দাড়িম, পাণিকল, আকনাদি ও কাঁচড়া ইচ্ছাদের পাতা দ্বারা কচিবেল বেটন ও দৃঢ়বদ্ধ করিয়া যথোপযুক্ত জল সহ সিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ উহা পর্য্যুথিত করিয়া, বিষমম ইক্ষুগুড় ও কিকিৎ গুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে।

রক্তাশুবদ্ধ থাকিলে গুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করা কর্তব্য নহে। অনেকের মতে এই ঔষধ

সেবনাস্তে উৎশ্বেদনাবশিষ্ট জল পান করা বিধেয় । ইহা অতিসার ও গ্রহণীনাশক ।  
 বাতপ্রধান গ্রহণীতে ভল্লাতকক্ষার, বার্তাকুণ্ডিকা, নায়িকাচূর্ণ, কল্যাণলেহ,  
 মহাশঙ্খবটী, ভাস্করলবণ, দশমূলগুড় ও তক্রারিষ্ট প্রশস্ত । পুরাতন অবস্থায়  
 বিল্বগর্ভমৃত, চাক্ষেরীমৃত ও মহাষট্‌পলকমৃত বিশেষ উপকারী । ত্রিদোষজগ্রহণীতে  
 ১ ভাগ মরিচ, ২ ভাগ শুঠ, ৪ ভাগ কুটজছাল চূর্ণ, একত্রে মিলাইয়া ১০ আনা মাত্রায়  
 ইক্ষুগুড়মিশ্রিত ঘোল সহ পান করিবে । যদি গ্রহণীতে শোথ উৎপন্ন হয়, তবে জল  
 লবণ বন্ধ করিয়া—রসপল্লীটী ব্যবহার করিবে । সংগ্রহ গ্রহণীতে কল্যাণগুড়, মেথী-  
 মোদক, সংগ্রহগ্রহণীকপাট ও গ্রহণীশার্দূলরস বিশেষ উপকারী । পূর্কোক্ত ভুবনেশ্বর  
 সর্ষপিণ্ড গ্রহণীর মহৌষধ । শোথযুক্ত গ্রহণীতে লোহিতচূর্ণ ব্যবহার করিলে বিশেষ  
 ফললাভ হয় । গ্রহণী—শ্রীহা, বরুণ ও অরযুক্ত হইলে পঞ্চামৃতপল্লীটী বা স্বর্ণপল্লীটী  
 ব্যবহার করিবে । আমগ্রহণীতে মহাশঙ্খবটী, মহারাজনৃপতিবল্লভ, জীরকাদিচূর্ণ  
 ও পুরাতনগ্রহণীতে—গ্রহণীকপাটরস, কামেশ্বরমোদক ও স্বর্ণপল্লীটী অতীব  
 হিতকর ।

স্মৃতিকা, প্রদর, জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বরযুক্ত গ্রহণীতে বৃহৎ জীরকাদিমোদক গব্যাহু  
 ও চিনি সহ সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হয় । আমান্নিত ও অতিরিক্ত ভেদযুক্ত  
 গ্রহণীতে বেলশুঠের কাথ সহ গ্রহণীশার্দূলবটী ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় ।  
 কেহ ২ বালকদের অতিসার, গ্রহণী ও ক্রিমিজ্বর প্রভৃতিতে যথোক্ত অল্পপানে মহাগন্ধক  
 ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । কিন্তু আমরা অনেকস্থলে এই ঔষধ পূর্কোক্ত অবস্থায় ব্যবহার  
 করিয়া হাশ হইয়াছি । উল্লিখিত ক্রিয়াধারা যদি তত্তৎ গ্রহণীতে উপকার না হয়, তবে  
 মহারাজনৃপতিবল্লভ ছাগ দুগ্ধাপানে প্রয়োগ করিবে । ঘটীযন্ত্র গ্রহণীতে কল্যাণ-  
 গুড়, দশমূলগুড়, তক্রারিষ্ট, মহারাজনৃপতিবল্লভ, আয়ামকাঞ্জিক,  
 বৃহৎগ্রহণীমিহিরতৈল, বিল্বতৈল, বিষ্ণুতৈল, ও নারায়ণতৈলের অভ্যঙ্গ হিতকর ।  
 বাতপ্রধান গ্রহণীতে যদি আন্ধান না থাকে, তবে কঞ্চটাবলেহ প্রয়োগ করিবে ।  
 যদি গ্রহণীতে প্রবল শোথ ও জ্বর থাকে তবে দুগ্ধবটী ব্যবহার করান বাইতে  
 পারে ; কিন্তু ইহা প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে । প্রথম অবস্থায় রসপল্লীটী ও  
 পুটপাকবিষমজ্বরাস্তক লৌহ ব্যবহ্যেয় । পুরাতনগ্রহণীতে বায়ুর প্রাবল্য অধিক  
 হইলে বিল্বতৈল বা দাড়িমাত্তৈল তলপেটে বা সর্কাসে মালিশ করিবে । গ্রহণীতে  
 অগ্নিবৈষম্য হইলে মধ্বারিষ্ট পরম হিতকর । বাতশ্লেষপ্রধান পুরাতনগ্রহণীতে গ্রহণী-  
 বজ্রক্ষার মহোপকারী । দুর্বল ও গ্রহণীপীড়িত রোগীর পক্ষে প্রদীপন স্নেহই পরম  
 ঔষধ । যদি মন্ধ্যগ্নিরোগী অবিপক পুরীষ ত্যাগ করে, তবে দীপনীয় ঔষধ ব্যবহার্য্য ।  
 যে ব্যক্তি মলের কাঠিন্যবশতঃ অতিকষ্টে পুরীষ ত্যাগ করে, সে প্রথম কয়েকবার



দীপনীয়ঘৃত ও সৈন্ধবলবণযুক্ত অন্নের অণুগ্রাস ভক্ষণ করিবে। অতিস্নেহ ( চাক্ষেরী ঘৃতাদি ) সেবন হেতু অগ্নিমান্দ্য হইলে স্নেহসেবন বন্ধ করিয়া, দীপন ও পাচন ঔষধ এবং আসব ব্যবহার করিবে।

### ভল্লাতকক্ষার ।

শোধিতভল্লাতক. ( অভাবে রক্তচন্দন ) ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব, সচললবণ ও বিটলবণ প্রত্যেক ২ পল। এই সকল দ্রব্য ঘূঁটের আগুনে অন্তর্গমে ভস্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষার ঘৃত সহ ১/০ আনা মাত্রায় লেহন করিবে। ভোজ্যাদ্রব্য সহ ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়াও ইহা ব্যবহার করা যায়। কেহ ২ এই ক্ষার বাগ্গনে নিক্ষেপ করিয়া ব্যবহার করেন। এই ঔষধের অচিন্ত্য প্রভাবহেতু, ইহা সর্বপ্রকার গ্রহণীতেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ বাতজ্ঞ গ্রহণীর মহৌষধ।

### চিত্রকাদি গুড়িকা ।

রক্তচিত্তেমূল. পিপুলমূল, যবক্ষার. সাচিক্ষার. পঞ্চলবণ. ত্রিকটু, হিং, যমানী ও চট প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। টাবালেশ্বর রসে বা দাড়িমের রসে মর্দন করিয়া ৪৫ রতি বটী করিবে। কুলশুঁঠের কাথে অথবা আদাররসে মাড়িয়াও বটী করিবার বিধি আছে। এই ঔষধ সর্বপ্রকার গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ইহা আমপাচক. অগ্নিদীপক ও বেদনা নাশক। অন্তপান—নীতল জল। আমগুক্ত গ্রহণীতে বা বায়ুপ্রধান গ্রহণীতে এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

### বার্তাকু গুড়িকা ।

মনসাসীজের শুষ্ককাণ্ড ৪ পল. সৈন্ধব, বিট ও সচললবণ প্রত্যেক ১ পল. শুষ্কবেগুন ৪ পল, শুষ্ক আকন্দমূল ৮ পল, শুষ্ক রক্তচিত্তেমূল ২ পল। এই সকল দ্রব্য অন্তর্গমে দক্ষ করিয়া বার্তাকু স্বরসে মর্দন করতঃ ৩৫ রতি বটী করিবে। আহারান্তে গরম জল সহ এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, বিস্তৃতি ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

### বাত প্রধান পুরাতনগ্রহণীতে—বিলগর্ভ ঘৃত ।

মূচ্ছিত ঘৃত ১/৪ সের, শ্লথপোটলীবদ্ধ মস্তুর ১/৮ সের. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের কক্কার্ণ—বেলশুঁঠ ১/১ সের, শেষপাকার্ণ জল ১৬ সের। মস্তুরকাণ পর্য্যাপ্ত হইলে দূষিত হয়; সুতরাং পর্য্যাপ্ত কাণ দ্বারা ঘৃত পাক করিবেন। কেহ ২ বলেন অল্পভাবাপন্ন না হইলে কাণ দূষিত হয় না। মাত্রা ১০ সিকি হইতে ১১ তোলা পর্য্যাপ্ত। অন্তপান—একছটাক উষ্ণ দুগ্ধ।

### চাক্ষেরী ঘৃত ।

মূচ্ছিত ঘৃত ১/৪ সের, কক্কার্ণ—শুঁঠ. পিপুলমূল, রক্তচিত্তেমূল, গজপিপুল, গোকুর. পিপুল, শনে, বেলশুঁঠ, আকন্দাদি ও যমানী মিলিত ১/১ সের, আমকুলিরস ১৬ সের, দধিরমাত ১৬ সের, শেষপাকার্ণ জল ১৬ সের। ইহা দ্বারা অর্শঃ. গুদব্রংশ ও বাতপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণী আরোগ্য হয়।

### মহাষট্ঠপলক দ্ব্যত।

মুচ্ছিত দ্ব্যত ১৪ সের। কন্ধার্থ—সচললবণ সৈন্ধব, পঞ্চকোল, হবুধা, বচ, যমানী, যবক্ষার, হিং, জীরে, সান্তারীলবণ, রুক্ষজীরে ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকার্থ—আদার রস, চুর্ক, দুগ্ধ, দধিরমাত, কাঁজি ও দশমূলের কাথ প্রত্যেক ১৪ সের। চূর্কসন্ধান বিধি। যথা—একটি পরিষ্কার ভাণ্ডে গুড় ১ পোয়া। মধু ১১ সের। কাঁজি ১১ সের ও দধিরমাত ১২ সের একত্র করিয়া মুখ আবৃতকরতঃ ধানারামির মধ্যে স্থাপন করিবে। তৎপর অগ্নিস্বাদ হইলে ছাঁকিয়া লইবে।

কাঁজি সন্ধানবিধি। যথা—কুটিত আশুধান ১২ সের জল ১৬ সের, ঋণ ঋণ কচিমূল ১ পোয়া। অগ্নিস্বাদ না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েকদিন মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া, পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে। সাধারণ লোকে ৮ গুণ জলে ভাত ঢাকিয়া রাখিয়া, অগ্নিস্বাদ হইলে ছাঁকিয়া লইয়া থাকেন এবং সেই জলকেই কাঁজি, অগ্নিজল বা “আম্বজল” নামে অভিহিত করেন। কাথার্থ—দশমূল ১২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১৪ সের। প্রথমে আদাররস ও দশমূলেরকাথে পাক করিয়া পশ্চাৎ যথাক্রমে যথাবিধানে চূর্ক, কাঁজি দধিরমাত, ও দুগ্ধে পাক সমাধা করিবে। ইহার পরেও কেহ কেহ ১৬ সের জল দিয়া শেষ পাক করিয়া থাকেন। পুরাতন গ্রহণীতে জীর্ণজ্বর থাকিলে এই দ্ব্যত ব্যবহার্য্য। ইহাতে আমানুবন্ধ নিবারিত হয়।

### কল্যাণবটী বা কল্যাণগুড় বা কল্যাণলেহ।

তিল তৈল ১ সের, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১ সের, একত্রে ঈষৎ ভর্জিত করিয়া তন্মধ্যে ১৬ সের ইক্ষুগুড় দ্বারা আলোড়িত ১২ সের আমলকীর কাথদিয়া পাক করিয়া লেহবৎ হইলে পিপুলমূল, জিরে, চই, ত্রিকটু, গজপিপুল, হবুধা, যমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আমলকী, চিত্তেমূল ও ধনে প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া শীতল হইলে, তন্মধ্যে দারুচিনি, এলাচি ও তেজপাতা চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা মধু। ইহা সর্ববিধ পুরাতন গ্রহণীর বিশেষতঃ সংগ্রহগ্রহণীর মহৌষধ। ইহাকে বটী করিলে কল্যাণবটী এবং লেহবৎ রাখিলে কল্যাণলেহ বলে। এই ঔষধ উদররোগে বাবদ্ধত হইতে পারে।

### রসপঞ্চটী।

গব্যায়তাক্ত লৌহদক্ষীতে (লোহার হাতায়) অতি মৃদুকজ্জলী, কুলকার্ণের কয়লার অগ্নিতে দ্রবীভূত করিয়া, সৃষ্টোগোময়ের উপরি নিপাতিত বিচেকলার কচিপাতায় ঢালিয়া অগ্নি একখানি কদলী পত্রে গোময়পিণ্ড রাখিয়া পোটলা করতঃ উহার উপরে চাপদিয়া পঞ্চটী প্রস্তুত করিবে। একখানি লৌহদণ্ড দ্বারা কজ্জলী সঞ্চালিত করিতে থাকিবে এবং যখন পিণ্ডাকার হইবে তখন কদলীপাতায় ঢালিয়া চাপ দিতে হইবে। পিণ্ডাকার না হইলে পঞ্চটী হইবে না। বিচেকলারপাতা গব্যায়ত ও সৃষ্টোগোময়ের ব্যতিক্রম ঘটিলে

অনেক সময় পক্ষীটী প্রস্তুত হয় না। কাষ্ঠান্তরে দ্রবীভূত করিয়া পক্ষীটী করিলে গুণের হ্রাস হয়। কজ্জলী, নুতন বা সুমহণ না হইলে ও পক্ষীটী হইবে না। ইহার মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ প্রাতঃকালে (অৰ্দ্ধপ্রহরের মধ্যে) ব্যবহার্য। অনুপান—গ্রহণী বা অতিসারে, দুগ্ধ বা মূতাররস এবং শোথে বেলপাতাররস। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধান্ন পথ্য এবং লবণ ও জল সর্বতোভাবে বর্জনীয়। পিপাসায় দুগ্ধ এবং অসহ্য পিপাসায় অল্পপরিমাণ ডাবের জল পান করিতে দিবে। লবণ ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে মাণকচূররসে সৈন্ধব সিদ্ধ ও শুষ্ক করিয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ ব্যবহার কালে ক্ষুধার বেগ সহ্য করা নিষিদ্ধ, সুতরাং ক্ষুধা বোধ করিলে দুগ্ধ বা দুগ্ধান্ন খাইতে দিবে। দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিচূর্ণ ব্যবহার করা যায়। পীড়ার নিবৃত্তি হইলেও ক্রমশঃ জল পান সহ্য করান শ্রেয়স্কর। ইষ্ঠাৎ অধিক শীতলজল সেবনে পুনঃ শোথ হইবার সম্ভাবনা থাকে। যে সকল নিয়ম লিখিত হইল, তাহা শোথে অবগ্ৰ পালনীয়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে দুগ্ধ সেবন না করিলে শরীর কিম্ ২ করে ও অবসাদপ্রাপ্ত হয়। ইহা সেবনকালে বিদাহিদ্ৰবা, কলা, মূলক, সর্ষপতৈল, মৎস্ত, জলজপ্রাণী ও পক্ষীর মাংস ভক্ষণ এবং স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। বাতশ্লেষ্মপ্রধান গ্রহণীতে, ঘ্রত ও মধু সহ ঔষধ লেহন করিয়া হিং, জীরে ও ত্রিকটুচূর্ণ তক্রসহ পান করিবে। গ্রহণীতে গরম জল শীতল করিয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথাযথরূপে পক্ষীটী প্রস্তুত হইলে, উহা ময়ূরপুচ্ছের ছায়া চাক্চিক্যশালী দৃষ্ট হয়।

### পক্ষ্যানন পক্ষীটী।

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অন্ন ১ তোলা ও তাম্র ১০ তোলা ; কজ্জলীর সহিত এই সকল উত্তমরূপে মাড়িয়া পূর্ববৎ পক্ষীটী করিবে। অনুপান—ঘ্রত ও মধু। অগ্ন্যাগ্ন অনুপানেও এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

### পক্ষ্যাত্তপক্ষীটী।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, কড়িভগ্ন ১০ সিকি, অন্ন ১০ সিকি মগুর ৮০ আনা। এই সকল দ্বারা যথাবিধি পক্ষীটী করিবে।

### স্রগপক্ষীটী।

পারদ ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে মর্দনান্তে একীভূত হইলে, তাহাতে ৮ তোলা গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলী করতঃ পূর্ববৎ পাক করিবে।

### নাস্ত্রিকাচূর্ণ।

পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১১০ তোলা, (অর্থাৎ মিলিত ৭১০ তোলা) ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ ১৬ তোলা সিদ্ধিপত্রচূর্ণ ২১০ তোলা। মাত্রা ৮০ আনা ; অনুপান—কাঁজি।

### গ্রহণীশাস্ত্রদ্বন্দ্ব চূর্ণ ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ধ্র, হিং, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতেমূল, যমানী, বনযমানী, গজপিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, গৃহধূম (ঝুল) এবং সর্বচূর্ণসম সিদ্ধিচূর্ণ । মাত্রা ১০ আনা হইতে ৮০ আনা । অল্পপান—আতপতগুলোদক ।

### জীরকাদি চূর্ণ ।

জীরে, সোহাগার খই, মুতা, আকনাদি, বেলগুঁঠ, ধনে, বালা, গুলফা, দাড়িমেরখোসা, কুটজছাল, বরাকান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, মোচরস, ইন্দ্রযব, অন্ধ্র, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, জায়ফল সর্বচূর্ণসম । মাত্রা ১০ আনা । অল্পপান—আতপতগুলোদক । ইহা আমাতিসার ও আমগ্রহণীতে বিশেষ ফলদায়ক ।

### মেথীমোদক ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা মুতা, জীরে, রুক্ষজীরে, ধনে, কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিটলবণ, তালীশপত্র, নাগকেশর, তেজপাত, দারুচিনি, এলাচি, জায়ফল, জাতিফুল, জৈত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কপূর ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ, মেথীচূর্ণ সর্বসম । পুরাতন ইক্ষুগুড় এই সমস্ত জিনীসের দ্বিগুণ লইয়া যথাবিধি পাক করতঃ ঘৃত দ্বারা মাড়িয়া মোদক করিবে । এই ঔষধ ১০ তোলা মাত্রায় মধুসহ সেব্য ।

### কাঁচেশ্বরমোদক ।

আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কটফল, পিপুল, গুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরে, রুক্ষজীরে, ধনে, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচি, মবিচ, হরীতকী ও বহেড়া, প্রত্যেক সমভাগ । ঘূতে ঈষৎ ভজিত বীজসহসিদ্ধিচূর্ণ সর্বসম এবং সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি লইয়া যথাবিধি পাক করিবে । ঘৃতভজিত তিলচূর্ণ ও কপূর মোদকের সহিত মিশাইয়া রাখিবে । তিল ও কপূরের পরিমাণ প্রক্ষেপ্য কোনও একটী দ্রবের সমান । ঔষধ ব্যবহার করিবার সময় মধু ও ঘৃত দ্বারা মাড়িয়া লইবে । অল্পপান—উষ্ণ দুগ্ধ । এই মোদক শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিকে ব্যবহার করাইবে না । ইহা বিশেষ উত্তেজক এবং গ্রহণীতে বিশেষ ফলপ্রদ ।

### মুস্তাদা মোদক ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতেমূল, লবঙ্গ, জীরে, রুক্ষজীরে, যমানী, বনযমানী, মোরী, গুলফা, পান, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাতা, নাগকেশর, বংশলোচন, মেথী, জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা মুতা ৪৮ তোলা, চিনি সর্বাধিগুন । মাত্রা—বালকের পক্ষে ৮০ আনী । অল্পপান—ছাগদুগ্ধ বা আতপতগুলোদক । ইহা বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও বালকের পক্ষে বিশেষ উপকারী । আম, গ্রহণী ও বিস্ফটিকাতে ইহা ফলদায়ক ।

## ব্রহ্মজীৱকাদি মোদক ।

জীৱে, কৃষ্ণজীৱে, কুড় গুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, নাগকেশর, বংশলোচন, লবঙ্গ শৈলজ রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জৈত্রী, জায়ফল, বগীমধু, মোরী, জটামাংসী, মূতা, সচললবণ, শটী, ধনে, বৃদ্ধদারকবীজ, মূরামাংসী, কিস্মিস্, নখী, গুলফা, পয়কান্ত, মেথী, দেবদারু বালা, নালুকা, সৈন্ধব, গজ-পিপুল, কপূর, প্রিয়ঙ্গু, কুন্দুরুখোটা, প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ, অন্ন ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ, ভৃষ্টজীৱকচূর্ণ সর্বসম এবং চিনি সর্বদ্বিগুণ । পাকান্তে ঘৃত ও মধু দ্বারামাড়িয়া মোদকা কার করিবে । মাত্রা ১০ তোলা । অস্থপান—গোহৃক্ষ ও চিনি ।

## পীম্বশবল্লীরস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, রোপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক রসায়ন, সোহাগা, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মূতা, আকনাদি, জীৱে, ধনে, বরাকান্তা, আতৈষ, লোধ, কুটজছাল, ইন্দ্রযব দারুচিনি, গুঁঠ, নিমছাল, জায়ফল, ধুতুরাবীজ, দাড়িমছাল, বরাকান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেক ১০ তোলা ; কেশরাজ রসে ভাবনা দিয়া ছাগহৃদে পেষণ করতঃ ৩ রতি বটী করিবে । অস্থপান—পোড়াবেল ও ইক্ষুগুড় । ইহাতে আমাতিসার রক্তাতিসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয় ।

## গ্রহণী শাপ্দূলবটী ।

জায়ফল, লবঙ্গ, জীৱে কুড়, সোহাগা, বিটলবণ দারুচিনি, এলাচি, শোধিত ধুতুরাবীজ ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ ; গন্ধভাদালিয়ার স্বরসে মর্দনাতে ২ রতি বটী করিবে । অস্থপান—মুতারস, গন্ধভাদালিয়ার রস ইত্যাদি ।

## গ্রহণী কপাটরস ।

রোপ্য, মূতা, স্বর্ণ, লৌহ, প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ, কপিথ-পত্র রসে ( কয়েদবেলের পাতার রসে ) গাঢ় মর্দনাতে যুগশৃঙ্গাভাগুরে স্থাপিত করিয়া মধ্যপুটে পাক করিবে । অনন্তর, বেড়েলার রসে ৭ বার এবং আপাং, লোধ, আতৈষ, মূতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও গুলফ ইহাদের যথাসম্ভব স্বরস বা কাথে ক্রমান্বয়ে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অস্থপান—মরিচ চূর্ণ ও মধু ।

## ব্রহ্মমহাগন্ধক ।

স্বর্ণ, রোপ্য, অন্ন, জায়ফল, লবঙ্গ, নিমপাতা, জৈত্রী, লৌহ, প্রত্যেক একভাগ, রস-পপ্পটী ২ ভাগ, নিমপাতার রসে উত্তম রূপে খল করিয়া বিস্তৃক পুটপাক করিবে । মাত্রা ২ রতি । অস্থপান—ছাগহৃদ । ইহাতে বাবকের গ্রহণী অতিসার, ক্রিমি ও জ্বর প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

## সংগ্রহগ্রহণী কপাটরস ।

মূতা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অন্ন, কড়িভয়, বিষ প্রত্যেক সমভাগ, শম্ভুভয় সর্বসম, আতৈষের কাথে ভাবনা দিয়া পিণ্ডাকার করিবে । পশ্চাৎ স্তম্ভবস্ত্রখণ্ড দ্বারা বেটন

করতঃ মুখা মধ্যে স্থাপন পূর্বক যথাবিধানে ঘুঁটের আগুনে দুইপ্রহরকাল গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উর্দ্ধত করিয়া ধুতুরা চিতে ও তালমুলীরসে ভাবনা দিয়া দুই রতি বটী করিবে । অল্পপান বাতাহিক্যে—ঘৃত ও মরিচ, পিত্তাহিক্যে—পিপুল ও মধু, কফাহিক্যে—সিদ্ধিপত্ররস বা ত্রিকটুচূর্ণ ও ঘৃত । ইহা ক্ষয় ও জরযুক্তঅতিসার ও গ্রহণীতে বিশেষ ফলপ্রদ ।

### মহারাজ নৃপবল্লভ ।

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অন্ন, বঙ্গ রৌপ্য স্বর্ণ, পিপুলমূল, যমানী, দারুচিনি, তামা, শুঁঠ, সোহাগা, সৈন্ধব, বালা, মুতা, ধনে, গন্ধক, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কপূর প্রত্যেক ১ মাষা ( ৭০ আনী ) । হিং ২ মাষা, মরিচ, ৪ মাষা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ ও তেজপাত প্রত্যেক ১ তোলা, নাতিশা ১১০ তোলা, বিড়ঙ্গ ১১০ তোলা, বিষ ২ মাষা, ছোটএলাচির দানা ১২১০০ বারতোলা ছয় আনা, বিটলবণ ৪ তোলা । ছাগহৃদ্যে পেষণ করিয়া ৪ রতি বটী করিবে । এই ঔষধ গ্রহণী অধিকারে দৃষ্টফল ।

### দশমূল গুড় ।

দশমূল ১২২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । এই কাথে, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১২২ সের ও আদারস ৪ চারিসের মিশ্রিত করিয়া পাক করতঃ লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিং, তেলারমুটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতেমূল, চই ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করতঃ নামাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে । মাত্রা ১১০ তোলা । ইহা পুরাতন গ্রহণীর উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### তত্রারিষ্ট ।

লোল ১৮ সের, তন্নাম্যে পিষ্টআমলকী, যমানী, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করিয়া ৪৫ দিন রাখিবে । তদনন্তর বস্ত্রপূত করিয় এক ছটাক মাত্রায় সেব্য ।

### আহান কাঞ্জিক ।

চতুর্দশগুণ জলসামিত নিস্তম্ব যবমণ্ড ১৮ সের, যবশলু ( যবেরছাত ) ১৮ সের, মধ্যবিধ মূলকথণ্ড ১৮ সের, ( ৬৪ টী ) জল ৬৪ সের । প্রক্ষেপাবস্ত । যথা—যবক্ষার, সাচিক্ষার, তুম্বক, বনযমানী, ধনে, ত্রিলবণ হিং, বংশলোচন ও চই প্রত্যেক ২ পল, পিপুল, জীরে, স্কলকৃষ্ণজীরে, হৃৎকৃষ্ণজীরে রাইসর্ষপ ও চিতেমূল প্রত্যেক ১ পল, শ্মশ্রয় কলসী মধ্যে ১৫ দিবস রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা ২ তোলা হইতে এক ছটাক । যাম অর্থাৎ ১ প্রহর সময়ের মধ্যে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে বলিয়া, ইহার নাম আহানকাঞ্জিক । ইহা পরিপাচক, শূলবেদনা ও আশ্মাননাশক ।

### কঞ্চটাবলেন্ধ ।

কঞ্চটপত্র ( কেঁচড়া পাতা ) ১১ সের, তালমুলী ১১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । এই কাথে চিনি ১১ সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং চতুর্থাংশ থাকিতে বরাক্রান্তা.

ধাইফুল, আকনাদি, বেলগুঁঠ, মূতা, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতৈষ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাজন ও মোচরস প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান—মধু বা ছাগদুগ্ধ।

**শোথ ও জ্বরযুক্ত গ্রহণীতে—দুঃ বটী।**

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, অন্ন, তাম্র, হরিতাল, হিঙ্গুল, শিমুলক্ষার ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, দুগ্ধদ্বারা মর্দন করিয়া ১ রতি বটীক রিবে। অল্পপান—দুগ্ধ। পথ্য—দুগ্ধান্ন। পিপাসায় দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে লবণ ও জল বর্জনীয়। ইহার অগ্নাত্ত নিয়ম রসপক্ষীতির আয়।

**লাল গুড়া।**

স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, উৎকৃষ্ট বংশলোচন ১ তোলা; মাত্রা ৪ রতি। অল্পপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি রসপক্ষীতির আয়।

**লালবটী।**

স্বর্ণসিন্দূর ১০ তোলা, বংশলোচন ১০ আনা, সোহাগার খই ১০ আনা, অহিফেন ১০ আনা দুগ্ধ দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি রসপক্ষীতির আয়। ইহা উদর রোগেও ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ বা দুঃ বটী ব্যবহার কালে নিত্যন্ত আবশ্যক হইলে সৈন্ধব, কেশরাজরসে সিদ্ধ ও ভর্জিত করিয়া এবং জল অর্দ্ধশূতা করিয়া বা মুরামাংসীসাধিত করিয়া অল্পমাত্রায় ব্যবহার করিবে।

**অপর দুঃ বটী।**

বিষ ৫০ আনা, অহিফেন ৫০ আনা, লৌহ ১০ আনা, অন্ন সকলসম; দুগ্ধ দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি—রসপক্ষীতির আয়।

**বিস্মৃতৈল।**

মুচ্ছিত তৈল ১৪ সের, কাথার্থ—বেলগুঁঠ ১৬ সের, দশমূল ১৬ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আদারস ১৪ সের, কাঁজি ১৪ সের, দুগ্ধ ১৪ সের। কঙ্কার্থ—ধাইফুল, বেলগুঁঠ, কুড়, শটী, রাসনা, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতেমূল, গজপিপুল, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কটুকী, তেজপাত, বনযমানী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহার অভ্যাঙ্গে পুরাতন গ্রহণী বিশেষতঃ হতিকাপ্রিতগ্রহণী দ্বারা নিবারিত হয়।

**দাড়িছাদা তৈল।**

মুচ্ছিত তিল তৈল ১৬ সের, কাথার্থ দাড়িছাদের খোসা ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ বাল্য, ধনে ও কুটজছালের পৃথক ২ কাণ করিবে। ঘোল ১৬ সের, কঙ্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, চই, জীরে, সৈন্ধব, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচি, নাগকেশর, মোরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী বনযমানী, বাল্য, কাঁচড়াপাতা,

আটৈষ, ধানকুনি. (খুলকুড়ি) পানিফলপাতা, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শাল-পাণি. চাকুলে, বরাক্রান্তা. ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশুঠ, মোচরস. তালমূলী, কুটজছাল, বেড়োলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাঠ, গুলঞ্চ, শিমূলছাল প্রত্যেক ৪ পল তুল-জলে পেষণ করিয়া তৈলে দিবে । ইহার অভ্যাঙ্গে প্রমেহ, অর্শঃ ও গ্রহণী আরোগ্য হয় । একবারে ১৬ সের প্রস্তুত করিতে অশ্লুবিধা হইলে ৮ সের প্রস্তুত করিবে ; কিন্তু তাহাতে গুণের কিছু লাঘব হইয়া থাকে ।

### অশ্লুবিধা ।

মধু ১৬ সের, শীতলজল ১৬ সের. সন্ধানার্থ—বিড়ঙ্গ ৮ পোয়া. পিপুল ৮ সের, বংশলোচন ৮ পোয়া, নাগকেশর, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি. তেজপাত, শটী ওপারি, আটৈষ. মুতা. রেণুক. এলবালুক, চই. পিপুলমূল, রক্তচিত্রে মূল প্রত্যেক ২ তোলা । ১ মাস পরে ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা ২ তোলা হইতে একছটাক ।

### গ্রহণী বজ্রক্ষার ।

পিপুল, পিপুলমূল. আকনাদি, চই. ইন্দ্রযব. শুঠ. চিতেমূল, আটৈষ, হিং, গোক্ষুর, কটকী, বচ প্রত্যেক ২ তোলা. পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ৮ সের দধি. ৮ সের ঘৃত ও ৮ সের তৈলে যথাবিধি পাক করিয়া শুষ্ক করিবে । তদনন্তর অন্তর্ধমে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে । ইহার মাত্রা ১০ এক সিকি । অনুপান—ঘৃত ১০ অর্দ্ধ তোলা । ইহা বিশৃচীবিধ ও সংযোগজ বিঘনাশক । ঔষধ জীর্ণ হইলে. মধুরদ্রব্য আহার করিবে । ইহা বাতশ্লেষ্মপ্রধান পুরাতন গ্রহণীর উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### ব্রহ্মগ্রহণীমিহির তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ সের, কাথার্থ কুটজছাল ১২ সের. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের । এইরূপে ধনের ১৬ সের কাথে এবং ১৬ সের ষোলে তৈল পাক করিবে । কক্কার্থ—ধনে. ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা. আটৈষ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পাণিফল, রসোত, বালা. নাগেশ্বর, পদ্মকাঠ. গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু. কটকী. পদ্মকেশর. তগরপাছকা. শরমূল. ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, ও কদম্বছাল প্রত্যেক ২ তোলা ; শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের ।

পথ্যাপথ্য—ইহার পথ্যাপথ্য অতিসারের জায় । ইহাতে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়. সুতরাং এই ব্যাধিতে স্ন্যপাচা লঘু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে ।

## অপ অর্শোরোগ চিকিৎসা ।

অর্শোরোগ অত্যন্ত কঠিন । ইহা অষ্টবিধ মহাব্যাধির অন্তর্গত । “বাতব্যাধিঃ প্রমেহশ্চ কৃষ্ঠমর্শোভগন্দরঃ. অগ্নী মূঢ়গর্ভশ্চ তণৈবোদরমষ্টমং । অষ্টাবেতে প্রকৃত্যেব দুশ্চিকিৎস্যা মহাগদাঃ, প্রাণমাংসক্ষয়শ্চাসভৃক্ষাশোষবমিজরৈঃ ।” অর্থাৎ বাতব্যাধি, প্রমেহ, কৃষ্ঠ.



অর্শঃ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূঢ়গর্ভ ও উদররোগ এই চটীকে মহাব্যাধি বলে। ইহার স্বভাবতই কষ্টসাধ্য। বলক্ষয়, মাংসক্ষয়, শ্বাস, পিপাসা, শোথ, বমি ও জ্বর এই সকল উপসর্গ থাকিলে মহাব্যাধি অসাধ্য বলিয়া কীর্তিত হয়। এই রোগ অরির তায় ক্রমশঃ জীবন নষ্ট করে বলিয়া ইহাকে অর্শোরোগ বলে। অতিসার গ্রহণী ও অর্শঃ ইহার পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যেক্ষণ অতিসারগ্রহণীতে পরিণামে অর্শোরোগ উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্রূপ অর্শোরোগেও পরিণামে অতিসারগ্রহণী হইতে পারে। এজন্য অতিসার ও গ্রহণীর পর অর্শোরোগ চিকিৎসা গ্রন্থান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। অর্শোরোগ ২ প্রকার। যথা—রক্তার্শঃ ও শুষ্কার্শঃ। গুদনাড়ীর অবয়বভূত-শঙ্খাবর্তনিত প্রবাহনী, বিসর্জনী ও সম্বরনী নামক যে তিনটা “বলি” গুদনাড়ীতে উপর্যুপরি অবস্থিত আছে, তাহার কোনও বলিতে মাংসাকুর উৎপন্ন হইলেই তাহাকে অর্শঃ বলে। প্রথম বলিতে অর্শঃ হইলে তাহা সাধ্য, দ্বিতীয় বলিতে কষ্টসাধ্য এবং তৃতীয় বলিতে অসাধ্য হইয়া থাকে। এই ব্যাধি পুরুষানুক্রমে অনুবর্তিত হইলে, তাহাকে ক্লজ অর্শঃ কহে। ক্লজঅর্শঃ অসাধ্য। মহাপাপহেতু যে সকল অর্শঃ হঠাৎ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। গুদনাড়ীব্যতীত নাসিকা, শিশ্ন, নাভি ওষ্ঠ এবং কর্ণে যে অর্শঃ উৎপন্ন হয় তাহা গোণার্শঃ এবং তন্তু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চরকের মতে উহা অধিমাংসের অন্তর্গত। ফলতঃ উহাদের চিকিৎসা উভয়প্রণালী অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

## অপরক্তার্শঃ চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা, অধোগত রক্তপিত্তের তায়। অতিসারের কূটজাক্টক রক্তার্শের মহৌষধ। ইহার রক্তস্রাব হঠাৎ বন্ধ করা কঠব্য নহে; কিন্তু তাই বলিয়া বিপুল রক্তস্রাবও উপেক্ষণীয় নহে। সহর রক্তস্রাব নিবারণার্থ অর্শরক্তহরবটী সেবনীয়। চুইরক্ত বন্ধ করিলে শূল, আনান ও রক্তগতরোগ (বীসর্পাদি) উৎপন্ন হইতে পারে আমরুলি, নাগকেশর ও উৎপলসাদিত লাজপেয়া পান করিলে, রক্তস্রাব নিবারিত হয়। বেড়েলামূল ও চাকুলেসাদিত লাজপেয়াও তদ্রূপ উপকারী। ইহা রক্তার্শের সুপথ্য। রক্তার্শঃ আমানুবন্ধি হইলে, কটজছালের কাথে বা বেলগুঠের কাথে ১০ আনা শুইচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। “বলিতে” ঘোষামূলের প্রলেপ দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং বলিও ক্রমশঃ নিপতিত হইয়া থাকে। আমানুবন্ধি রক্তার্শে যমানীতৈলের প্রলেপ ফলপ্রদ। ইহা শুষ্কার্শেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ঘোষালতার কাথ দ্বারা শৌচক্রিয়া বা বলিপ্রক্ষালন করা অর্শোরোগীর লক্ষে পরম হিতকর।

নবনীত ও নিম্বধরুক্ষতিলবাটা সেবন করিলে বাতানুবন্ধি রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়। নাগকেশরচূর্ণ, নবনীত ও চিনি উত্তমরূপ মাড়িয়া লেহন করিলে সর্বাধি রক্তার্শঃ নষ্ট হয়। পুরাতন অর্শে, দধিস্রোৎপন্ন তক্র সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রক্তার্শে ছাগচক্ষ এবং ছাগঘৃত সমধিক উপকারী। শ্রাবাণক রক্তার্শে কোটজলেহ

এৱং জীর্ণরক্তার্শে স্থনিষগ্গকচাপ্পেরোন্নত প্রয়োগ করিবে। রক্তবিকৃতির আধিক্য থাকিলে, কুটজরস ক্রিয়া করিবে। ইহার প্রলেপ গুদবলিতে প্রযোজ্য। এই ঔষধ ছাগহৃৎসহ পান করিয়া, ঔষধ জীর্ণাশ্বে হৃৎশাল্য ভোজন করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। অরে ধে প্রকার মুতা ও ক্ষেত্রপপ্ৰীতির কষায়, অতিসার গ্রহনীতে যেক্রপ কুটজ-অর্শেও তদ্রূপ ভল্লাতক শ্রেষ্ঠ। ভল্লাতক উভয়বিধ অর্শেই প্রশস্ত। উহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। অর্শঃ বহির্গলিগ হইলে, উহার ছেদনার্থ ক্ষারসূত্র ব্যবহার করিবে। ইহা দ্বারা “অর্শোবলি” বাঁদিয়া রাখিলে উহা ক্রমে ছিন্ন হয়। অর্শের অক্ষুর ভিন্ন হইলে, যদি তথায় ক্ষত হয় তবে কলিচূর্ণ, নারিকেলতৈল ও হবৃষাপত্ররস একত্র মণ্ডন করিয়া লাগাইবে। অথবা পুরাতনয়ত শতধৌতকরতঃ শ্বেতধূপসহ মণ্ডন করিয়া প্রলেপ দিবে। অর্শের অক্ষুর দূষিত হইলে, শোধনার্থ ত্রিফলার কাথে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ১০ তোলা গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অর্শঃ মাত্রাই অগ্নিমান্দ্য এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে, অর্শঃ সত্ত্বর আরোগ্য হয় না। রক্তার্শে কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ পিত্তজ্বরোক্ত বিরচনদ্রব্য বা ঔষধ সেবন করিবে। মল বা মূত্রের রোধ হইলে রোগীকে ঔষধমজ্জনপূর্ণ “টবে” কিছুক্ষণ বসাইয়া গরমজল সহ যবক্ষার ১০ একসিকি পান করাইবে। অগ্নিমুখলোহ ও ভল্লাতকলোহ সঙ্গপ্রকার অর্শেই ব্যবহৃত হয়। আমাদের বিবেচনায় অগ্নিমুখলোহ রক্তার্শে ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। ভল্লাতকলোহ যথাযথরূপে প্রস্তুত হইলে, ইহার ঞ্চায় ঔষধ অতিবিরল। রসগুড়িকা নামে যে ঔষধ শাস্ত্রে লিখিত আছে, উহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে ঔষধজী রক্তার্শের উপযুক্ত বিবেচনা হওয়ায় নিম্নে লিখিত হইল। গুড়ভল্লাতক ব্যবহার করিলে বাগ্গণিওপ্রধান অর্শঃ নষ্ট হয়। বায়ুর অত্যন্ত প্রাবল্য থাকিলে, দ্বিতীয়গুড়ভল্লাতক ব্যবহার করিবে। দন্ত্যরিক্ট সেবনে বায়ুর গুল্ললোম এবং অগ্নির শক্তিরক্তি হয়। সুতরাং সঙ্গপ্রকার অর্শেই উহা ব্যবহার করা যায়। রক্তার্শে নিত্যোদিতরস, পঞ্চাননবটী ও চক্রাখ্যরস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাণাগুলোহ, বাতরক্তের গুড়চ্যাদিলোহের ন্যায় অর্শের ব্যাধিবিপরীত ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। উহা শুদ্ধার্শেই আধক উপকারী। অর্শোরোগে প্রাণদাবটী অদ্বিতীয় ঔষধ। উহাতে সঙ্গসমরোপা থাকায় রক্তার্শে বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধ অর্শোরোগে সর্বত্রই অপ্ৰাত্তহত।

কৌটভ লেহ ।

কুটজ ছাল ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাক দ্বারা লেহবৎ হইলে ভল্লাতক (অভাবে রক্তচন্দন), বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসায়ন, রক্তচিতে, ইন্দ্রযব, বচ, আতৈষ ও বেগুণ্ড প্রত্যেক ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় ১০৬ সের, দ্বত ৮ সের মিশ্র

ইয়া নামাইবে । পরে, শীতল হইলে মধু ৮ সের মিশাইয়া রাখিবে । প্রথমতঃ লেহ-  
মধ্যে ঘৃত তৎপশ্চাৎ গুড় মিশাইয়া, পরে চূর্ণ মিশাইতে হয় । অন্ত্রপান বোল, দুগ্ধ বা  
শীতলজল । মাত্রা ১ তোলা । ইহাতে নানবিধ রক্তার্শঃ অতিসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয় ।

### কুটজরসত্রিফা ।

কাঁচা কুটজছাল ১২ ৥ সের, আন্তরীক্ষ জল ( বৃষ্টির জল ) ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের.  
ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে । তন্মধ্যে চূর্ণীকৃত মোচরস ৩ পল, প্রিয়ঙ্গু ৩ পল, বরাক্রান্তা  
৩ পল ও ইন্দ্রযব ২ পল প্রক্ষেপ দিবে । তৎপর, দক্ষী প্রলেপবৎ গাঢ় হইলে উহা নামাইয়া  
প্রয়োগ করিবে । ইহাতে রক্তার্শঃ, অতিসার এবং উভয়ভাগরক্তপিত্ত আরোগ্য হয় ।

### মুনিষঙ্কক চাক্ষেরী স্রুত ।

ঘৃত ৮ সের, কাথার্শ—অবাকপুষ্পী ( চোরপুষ্পী ), বেড়েলামূল, দারুহরিদ্রা, চাকুলে,  
গোক্ষুর, বটভুয়া, অশ্বথভুয়া ও যজ্ঞডুমুরেরভুয়া প্রত্যেক ২ পল, জল ১৬ সের, শেষ  
৮ সের, স্তম্ভশি শাকের রস ৮ সের, আমরুলিরস ৮ সের, কন্ধার্শ—জীবন্তী, কটকী,  
পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শিমুলফল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসা-  
গ্নন, কটফল, চিতেমূল, মৃত্তা, আঠৈষ, প্রিয়ঙ্গু, শালপাণি, পদ্মাকেশর, উৎপলকেশর,  
বরাক্রান্তা, কণ্টকারী, বেলভুট্ট, মোচরস ও আকনাদিপাতা প্রত্যেক ২ তোলা । ইহা দ্বাবা  
অর্শঃ, অতিসার, প্রবাহিকা, গুদব্রংশ, গুদগতশোথ ও শল প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

### ক্ষারসূত্র ।

হরিদ্রাচূর্ণমিশ্রিত মনসানিৰ্য্যাস দ্বারা সপ্তাহকালভাবিত দৃঢ়ত এই ক্ষারসূত্র ।

### অগ্নিমুখ লৌহ ।

তেউড়ীমূল, চিতেমূল, নিসিন্দামূল, মনসামূল, যুগিরাঁমূল ও ভূম্যামলকী প্রত্যেক  
১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে । পশ্চাৎ লেহবৎ হইলে,  
বিড়ঙ্গ ৩ পল, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ তোলা, ত্রিফলা মিলিত ৫ পল, শিলাজতু ১ পল, লৌহ-  
ভস্ম ১২ পল, ঘৃত ২৪ পল । প্রথমতঃ কাগ ঘনীভূতহইলে ঘৃত মিশাইবে ; তৎপশ্চাৎ  
লৌহ ও শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া চূর্ণদমষ্ট ও ১২ পল চিনি মিশাইবে এবং গাঢ় লেহবৎ  
হইলে রাত্রিপৰ্য্যায়িত করিয়া পরদিন ১২ পল মধু মিশাইয়া রাখিবে । মাত্রা ১০ সিকি ।  
অন্ত্রপান—গব্যাদুগ্ধ । এই ঔষধ সেবন কালে কাঙ্ক্ষিক, বংশাঙ্কুর ও যাবতীয় ককারাদি  
দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে । এই ঔষধ সেবন কালে অপব্য ব্যবহার করিলে বিপরীত ফল  
হইয়া থাকে ।

### ভল্লাতক লৌহ ।

চিত্তেমূল, ত্রিফলা, মৃত্তা, পিপুলমূল, চট্ট, গুলঞ্চ, গজপিপুল, আপাং, ডানকুনি ও  
তুলসী প্রত্যেক ৪ পল, শোধিতভল্লাতকবীজ ২০০০ ছইহাজার, জল ৬৪ সের,  
শেষ ১৬ সের ; লৌহপাত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্বার পাকে চাপাইবে । পরে,

উহাতে ঘৃত ১১ সের, নৌহতম্ব ৬৮ সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতেমূল, সৈন্ধব, বিটলবণ, শান্তারীলবণ, সচললবণ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল চূর্ণীকৃত করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। তৎপর বৃদ্ধদারকবীজ ১০ তোলা, তালমূলী ১০ তোলা, ওল ১১ সের (ইহাদের চূর্ণ) মিশাইয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ১১ সের মিশাইয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় (১০ তোলা) প্রাতঃকালীন ভোজনকালে দুগ্ধসহ পান করিবে। ইহাতে নানাবিধ অর্শঃ, গ্রহণী ক্রিমি ও শূলনষ্ট হয় এবং শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন। যদি রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং কোনও ঔষধ কার্য্যকারী না হয় তবে এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখা সঙ্গত।

### রস গুড়িকা।

শোধিত পারদ ১০ এক সিকি, অদ্রভঙ্গ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেক ৮০ আনা; প্রথমতঃ অদ্রের সহিত পারদ মিশ্রিত করিয়া তদনন্তর বিড়ঙ্গ ও মরিচ মিশাইবে। গাঙ্গরাইপত্র রসে (বন পালঙ্গের রসে) ৭ দিন খল করিয়া (ভাবনা দিয়া) ১ রতি বটা করিবে। ইহা যথোপযুক্ত অল্পপানে ব্যবহার্য্য।

### ১ম গুড়ভল্লাতক।

শোধিত ভল্লাতকবীজ ২০০০ হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। পশ্চাৎ উহাতে গুড় ১২১ সের, দ্বিধারুত শোধিত ভল্লাতকবীজ ৫০০ পাঁচশত নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ হইলে উহাতে ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, মূতা ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা এবং দারুচিনি, এলাচি, নাগকেশর, ও তেজপাত চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইবে। মাণা— অগ্নিবলারুসারে ক্রমশঃ ১০ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা একছটাক দুগ্ধ সহ পান করিবে।

### ২য় গুড়ভল্লাতক।

দশমূল গুলক, বামুনহাটা, গোক্ষুর, চিতেমূল ও শটা প্রত্যেক ১ পল, শোধিত ভল্লাতকবীজ ১০০০ হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে। তাহাতে গুড় ১২১ সের, এরও তৈল ১১ সের প্রক্ষেপ দিয়া লেহবৎ হইলে দারুচিনি, এলাচি ও মরিচ মিলিত ১১ সের প্রক্ষেপ দিয়া পূরুরূপ ব্যবহার করিবে।

### ৮ ত্তারিষ্টে।

দস্তীমূল, চিতেমূল, দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের; পাককালে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার কুড়িত নুতনপাতা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণ নিক্ষেপ করিবে এবং ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে, ১২১ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া ধাইফুল ও লোধদ্বারা লিপ্তমধ্য ঘৃতভাণ্ডে মুখ বদ্ধ করিয়া ১৫ দিন রাখিবে। তৎপর উপযুক্ত (২১০ তোলা) মাত্রায় ব্যবহার করিলে নানাবিধ অর্শঃ ও গ্রহণী নষ্ট হয়। সর্বত্রই ধাইফুল ও লোধপ্রলিপ্তপাত্রে অরিষ্টাদির সন্ধান করা কর্তব্য।

## নিম্নোদ্ভূত রস ।

পারদ, তাম্র, লৌহ. অন্ন, বিষ, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত ভল্লাতকবীজচূর্ণ সর্বসম । ওল ও মাণের স্বরসে পৃথক ২ তিনবার ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটা করিবে ।  
অনুপান—ঘৃত । এই ঔষধে কেহ ২ পারদের স্থানে রসসিন্দূর গ্রহণ করেন । আমাদের মতে তাহা আত্মলোম্যাহেতু যুক্তিযুক্ত । ভল্লাতকের অভাবে রক্তচন্দন গ্রহণীয় ; তন্ত্রান্তরে এই ঔষধ অণুদজান্তক নামে অভিহিত হয় ।

## পঞ্চানন বটা ।

রসসিন্দূর, অন্ন, লৌহ, তাম্র, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, শোধিত ভল্লাতক ৫ তোলা, ৮ তোলা বনওলের রসে মন্দন করিয়া ৩ রতি বটা করিবে । অনুপান—ঘৃত ।

## চক্রাখ্য রস ।

রসসিন্দূর, অন্ন, দক্ষহারক, তাম্র, কাংস প্রত্যেক ১ ভাগ গন্ধক ৩ ভাগ ভল্লাতক ১ ভাগ, ভল্লাতকবীজের কাথে উত্তমরূপে মন্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে ।  
অনুপান—ঘৃত ।

## আনায়া লৌহ ।

পুরাতন মাণ, পুরাতন ওল, ভল্লাতকবীজ, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, গ্রিকট, গ্রিফলা, চিত্তেমূল, মুতা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ সর্বসম । ১০ আনা মাত্রার ঘৃত, দক্ষ বা তক্র অনুপানে সেব্য । এই ঔষধের লৌহ অধিক পুটের হওয়া আবশ্যক ।

## অশ্বারুহর বটা ।

মকরমুখ ১ তোলা, বঙ্গ ১০ তোলা, যবক্ষার ১০ তোলা, কাঁটানটেয় রসে মন্দন করিয়া ২ রতি বটা করিবে । অনুপান—যজ্ঞভূতুরের রস বা দুর্কারস ২ তোলা । ঔষধসেবনকালে শাক, অন্ন, মংসাদি বর্জনীয় ।

## প্রাণদাবটী ।

গ্রিফলা, ওল, রক্তোৎপলমূল, স্বর্ণমাক্ষিক, বচ্, স্বর্ণ, লৌহ প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্য সর্বতুল্য ; নবনী দ্বারা পেষণ করতঃ বৃটপ্রমাণ বটা করিয়া ছায়ায় শুক করিয়া লইবে ।  
অনুপান—শীতলজল ।

## অপা শুদ্ধাংশঃ চিকিৎসা ।

বহির্বাণিগত শুদ্ধাংশে প্রলেপাদিক্রিয়া তাঁহু হওয়া আবশ্যক । শোধিত মনসাক্ষীঃ হরিদ্রাচূর্ণ যুক্ত করিয়া বলিতে প্রলেপ দিলে অর্শের অঙ্কুর শুক হইয়া নিপতিত হয় । এই প্রলেপ অত্যন্ত তাঁহু ; সুতরাং অদহিষ্ণু ব্যক্তির ব্যবহার্য্য নহে । ঘোষাকলের চূর্ণ বলিতে ঘর্ষণ করিলে অর্শের অঙ্কুর পতিত হয় । ফলবর্ত্তি ব্যবহার করিলেও বাহ্য অর্শের অঙ্কুর পতিত হয় ।

অর্শে অতিসার হইলে, বাতাতিনারের গায় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে উদাবর্ত্তের গায় চিকিৎসা করিবে । বাতশ্লেষ্মা অর্শে মৈহহীন তক্র এবং বাতপিত্ত অর্শে বা রক্তাংশে সম্মেহ তক্র বিশেষ উপকারী । ইহা দ্বারা ক্রমশঃ অর্শোত্তর বিলীন হইলে, পুনর্বার

অন্ধুর হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অর্শই শুষ্কার্শ নামে অভিহিত হয় ; স্তত্রাং শুষ্কার্শে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করা কর্তব্য। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে যমানী ও বিটলবণযুক্ত তক পান করিবে। রক্তচিহ্নের মূল পেষণ করিয়া একটা নূতন কুম্ভের ভিতরে তিলোৎসেধপরিমাণ (পাতলা) প্রলেপ দিয়া শুষ্ক করতঃ তাহাতে ঘোল বা দধি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। ঘৃতভর্জিত হরীতকী, তেউড়ী, দস্তীমূল ও পিপুল ইক্ষুগুড়যুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিলে অনুলোমনক্রিয়া এবং নিম্বষ ক্রমতিলচূর্ণ ও ভল্লাতকবীজচূর্ণ একত্রে ভক্ষণ করিলে অগ্নিবর্দ্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহা অর্শঃ ও কুষ্ঠনাশক। শুষ্কার্শে পঞ্চকোলচূর্ণামিশ্রিত ঘোল বিশেষ ফলপ্রদ। বহুশরণ-কন্দ (বনওলের মূল) মুত্তিকা লিপ্ত করিয়া পুটপাক বিধানে করীষাঘ্নিতে পাক করতঃ তৈলও লবণ সহ ভক্ষণ করিলে অর্শঃ নষ্ট হয়। এই পুটপকশ্রবণ অর্শের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শে, শরণ বলিলে সর্পিগই পুরাতন বজ্রওল এবং মাণ বলিলে, পুরাতন মাণ বুঝিতে হইবে। ঘোষাকলের ক্ষারোনক প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা বার্ভাক সিদ্ধ করতঃ পঞ্চাং উহা ঘৃতে ভৃষ্ট করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ গুড় সহ আতৃপ্তি (আকর্ষা) ভক্ষণ করিয়া ঘোল অল্পপান কারিলে ৭ দিনে সহজ অর্শঃ নষ্ট হয়।

**ক্ষারোনক প্রস্তুত বিলি।** যথা—দ্রব্য ভগ্ন করিয়া ভগ্নের ৬ গুণ জলে ২১ বার পরিস্কৃত করিয়া লইলে তাহাকে ক্ষারজল বলে। নিম্বষ ক্রমতিল বাটা ১পল ভক্ষণ করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ শীতল জল পান করিলেও অর্শঃ নষ্ট হয় এবং দম্ব দৃঢ় ও শরীরের গুটি হইয়া থাকে। পুনোক্ত “দস্তারিষ্ট” ব্যবহারে অর্শের মক্ষণতা সম্পাদিত হয় এবং কক্ষণঃ উহা প্রশমিত হইয়া থাকে। শুষ্কার্শে প্রাণদাণ্ডিকা, চন্দ্রপ্রভাণ্ডিকা, অগ্নিমুখলৌহ, বৃহৎ শূরণমোদক, ২য় ভল্লাতকগুড়, মাণাদিলৌহ এবং কাঙ্কায়নমোদক ব্যবহার করিবে। পুনোক্ত পঞ্চাননবটী ও নিত্যোদিতরস শুষ্কার্শেও ফলপ্রদ। ইহাতে পিঙ্গল্যাদ্যতৈল বা কাসীসাদ্যতৈল “বলিতে” মালিশ করিবে। চান্দ্রেরীমূত পান করিলে পুরাতন শুষ্কার্শঃ প্রশমিত হয়। শুষ্কার্শে ভল্লাতক এবং রক্তার্শে কুটজ ও রক্তচন্দন সমাধক ফলপ্রদ।

**ফললবন্তি।** যথা গুড় জল দ্বারা পাক করিয়া ঘোষাকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাক করতঃ বন্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা গুদদ্বারে ধারণ করিবে।

### প্রাণদাণ্ডিকা।

শুঠ ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল ২ পল, চই ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগকেশর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপাতা ১ তোলা, ছোট এলাচি ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, বেণামূল ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০৮ পের একত্র মদন করিয়া ১০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। আহারের অব্যবহিত পূর্বকালে ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে আহার করিয়া বাত কফে—মদ্য, বাতে মাংসযুষ, পিত্তে হৃদ্ধ, কফে মুগের ঘূষ এবং বাতকফে

— গরমজলপান করিবে। কেহহ বলেন ঔষধ সেবনান্তে ঐ সকল অল্পপান করিয়া আহার করিবে। অর্শঃ পিত্তাহবন্ধ বা বিবন্ধতায়ুক্ত হইলে শুঁঠ স্থানে হরীতকী ব্যবহার করিবে।

### কাঙ্কাস্নান মোদক।

হরীতকী ৫ পল, কৃষ্ণজীরে ১ পল, মরিচ ১ পল, পিপুল ১ পল, পিপুলমূল ২ পল, চই ১ পল, চিতে ৪ পল, শুঁঠ ৫ পল, যবক্ষার ২ পল, ভল্লাতক ৮ পল, ওল ১৬ পল, পুরাতন গুড় সর্ব্ব দ্বিগুণ। যথা বিধানে মোদক প্রস্তুত করিয়া ৥০ তোলা মাত্রায় সেব্য।  
অল্পপান—ঘোল বা জল।

### ব্রহ্ম শূলণ মোদক।

ওল ১৬ ভাগ, চিতে ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, ত্রিফলা, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ, বৃদ্ধ-দারুকাবীজ ১৬ ভাগ, দারুচিনি ও এলাচি প্রত্যেক ২ ভাগ, পুরাতন গুড় সর্ব্বদ্বিগুণ। মাত্রা ১০ সিকি হইতে ৥০ তোলা পর্য্যন্ত। অল্পপান—গরম জল। ইহাতে অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা ও বক্ৰং আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে গুরুপাক দ্রব্য, রক্ত ও বলকর দ্রব্য ভোজন করিবে। অনাথা অন্য উপসর্গ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

### চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা।

বিড়ঙ্গ, চিতেমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চই, চিরতা, পিপুলমূল, মৃত্যু, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, সচললবণ, যবক্ষার, সাদিকার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, গজপিপূল ও আদৈতব, প্রত্যেক ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, গুগ্গলু ২ পল লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, দারুচিনি, তেজপাত ও এলাচি মিলিত ১ পল, শোধিত শিলাজতু এবং গুগ্গলু উভয়ে মিশাইয়া পশ্চাৎ চূর্ণ সকল মিশ্রিত করতঃ বটা করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্যাগণ এই ঔষধে ১ পল কঙ্কালী বা স্বর্ণসিন্দূর এবং ১ পল অদ মিশ্রিত করেন। মাত্রা ৪ রতি হইতে ৥০ তোলা পর্য্যন্ত। অল্পপান—ঘৃত ও মধু। ঔষধ সেবনান্তে দোষান্তসারে তরু, দধিমগু, ছাগদুগ্ধ, জাঙ্গলমাংসযুষ, দুগ্ধ বা শীতলজল অল্পপেয়। ইহা অর্শের উৎকৃষ্ট রক্ত ঔষধ।

### পিপ্পলাদ্য তৈল।

মূর্ছিত তৈল ১৪ সের, কক্কার্ণ—পিপুল যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, শুল্কা, মদনফল, বচ, কুড়, শটী, পুষ্পাবীজ, (অভ্যবে-কুড়) চিতেমূল ও দেবদারু মিলিত ১২ সের; পাকার্শ জল ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের।

### মুশ্রুতৈল—কাসীসাদি তৈল।

মূর্ছিত তৈল ১৪ সের; কক্কার্ণ—হীরাকস, হরিতাল, সৈন্ধব, ষেতকরবীর মূল, বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জ, ঘোষামূল, জামছাল, আকন্দমূল, শতমূলী, দস্তীমূল, চিতেমূল, ষেত আকন্দের দুগ্ধ ও মনসাহু মিলিত ১২ সের। পাকার্শ জল ১৬ সের।

**রক্তশার্শের মুষ্টিমোচন**—ছই তোলা আকনাদি পাতাররস চিনি মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তশ্রাব দ্বারায় নিবারিত হয় ।

**পথ্য**—ডুমুর, ওল, মাণ, বোল, ছদ্ম, মসুর বা কাঁচা মুগেরডাল, সুগুণিশাক, আমরুলিশাক, ঘৃত ইত্যাদি । অপিচ রক্তশার্শঃ যদি বাতপ্রবন হয়, তাহা হইলে তিক্তাদি পিত্তনাশক ক্রিয়ায় রক্তশ্রাব নিবারণ হয় না । তাদৃশ অবস্থায় বাতনাশক ক্রিয়াই সমীচীন এবং তদবস্থায় বাতনাশক তরুণ সুরা পান ও পলাণ্ডু সেবন বিশেষ উপকারী । ইহাতে সত্ত্বর রক্ত সংগ্রহ হইতে দেখা গিয়াছে । এই অবস্থায় লঙ্কার পরিবর্তে পিপ্পলী এবং সৈন্ধবসাদিত তরুণ ছাগমাংসসুষ্ণ পরম হিতকর ।

**অপথ্য**—মলমূত্রের বেগধারণ, স্ত্রীগমন, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ, শকটারোহণ, উৎকটক ভাবে উপবেশন, যথাযথ দোষপ্রকোপক অন্নাহার, দূষিত বা পর্যুষিত দ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, অন্ন, শাক, মৎস্য, ঝাল, অতিরিক্ত লবণ ইত্যাদি ।

## অথ অগ্নিমান্দ্যাদি চিকিৎসা ।

বিষ্টকাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, আমাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণ ভেদে অগ্নিমান্দ্য ৪ প্রকার । বিষ্টকাজীর্ণে বাতনাশক, বিদগ্ধাজীর্ণে পিত্তনাশক, আমাজীর্ণে শ্লেষ্মনাশক ও রসশেষাজীর্ণে রসপাচক ক্রিয়া করা কর্তব্য । ৪ প্রকার অজীর্ণের সংক্ষেপ লক্ষণ । যথা—

“মাধুর্য্যমন্নং গতমামসংজ্ঞং, বিদগ্ধসংজ্ঞং গতমন্নভাবং,  
কিঞ্চিৎ বিপকং ভৃশতোদশলং, বিষ্টকমাবদ্ধবিরুদ্ধ বাতং,  
উদগারশুদ্ধদার্বাপি ভক্তকাজ্ঞা, ন জায়তে হৃদগুরুতাচ যসা,  
রসাবশেষেণতু সপ্রসেকং চতুর্ধমেতৎ প্রবদন্ত্যজীর্ণং ।”

নিম্নলিখিত কারণে লঘুঅন্নও অজীর্ণতা প্রাপ্ত হয় । যথা—

“অত্যম্বুপানাৎ বিষমাশনাচ্চ সন্ধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যায়চ্চ,  
কালেপি সাধ্যাৎ লঘুচাপি ভুক্তং, অন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য” ।  
“ঈর্ষ্যাতয়ক্রোধপরিষ্কতেন লুন্ধেন রুগ্দ্দৈগ্ধনিপীড়িতেন ।  
প্রেষেষযুক্তেনচসেব্যমানং অন্নং ন সম্যক পরিণাম মেতি” ।

চিকিৎসাতাধ্যায়ে লক্ষণ ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন বিবেচিত হওয়ায় লিখিত হইল না ।

“রোগাঃ সর্বেপি মন্দেষ্টো” ।

“সারমেকং চিকিৎসাত্যাং আদা বগ্নেরুদীপনং”

অর্থাৎ অজীর্ণ হইতে নানাবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং অজীর্ণ দূর হইলে নানাবিধ ব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় । এজন্ম অগ্নিমান্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । এই অজীর্ণ হইতেই আশু সাংঘাতিক বিষুচী, বিলম্বিকা এবং অলসক উৎপন্ন হইয়া থাকে । সাধারণতঃ আমাজীর্ণে লজ্জর, বিদগ্ধাজীর্ণে—বমন, বিষ্টকাজীর্ণে—শ্বেদ ও



রসশেষাজীর্ণে—নিম্নাই প্রশস্ত । যথা—

ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতক্রান্তানতিসারিণঃ

“শূলম্বাবতঃ তৃষাপরিগতান্ হিষ্কামরুৎপীড়িতান্

ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশুন্ মদহতান্ রক্তান্ রসাজীর্ণিনঃ,

রাত্ৰৌ জাগরিতান্ নরান্ নিরশনান্ কামং দিবাস্থাপ য়েৎ ।”

এস্থলে রসশেষাজীর্ণ ই রসাজীর্ণনামে অভিহিত হইয়াছে । প্রোকৃত ব্যাক্তগণকে যথেষ্ট পরিমাণ দিবানিদ্রা করাইবে ।

## অন বিষ্টকাজীর্ণ চিকিৎসা ।

এই রোগে শ্বেদ প্রদান করিয়া, মৈদ্ববলবণসহ গরমজল পান করাইবে । ইহাতে রুক্ষশ্বেদ ব্যবহার্য্য নহে । বজ্রক্ষার ঔষদসহ পান করিলে শূল ও আগ্রান শীঘ্র নিবারিত হয় । অধিক আগ্রান হইলে—হিং, ঐন্দ্র ঔষদ মৈদ্বব কাঙ্জিতে পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা যাইবে । কেহ ২ বিষ্টকাজীর্ণে, হিঙ্গু কটকচূর্ণ ব্যবহার করেন ; কিন্তু আমরা উহার পক্ষপাতী নহি । আমাদের মতে এইরূপ অবস্থায় ভাস্করলবণ ব্যবহার করা কৰ্ত্তব্য । সিন্ধুহরীতকী সেবনে ভুল্লভবা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া সধর আগ্রা নাদি তিরোহিত হয় । হরীতকী ও দাড়িম গুড়সহ ভক্ষণে বিষ্টকাজীর্ণ, হরীতকী ও পিঙ্গা গুড়সহ ভক্ষণে বিদকাজীর্ণ, হরীতকী ও শুঠ গুড়সহ ভক্ষণে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয় । অথবা সগুড় হরীতকী, সগুড় পিঙ্গা, সগুড় শুঠ ও সগুড় দাড়িম ভক্ষণ করিলে যথাক্রমে বিষ্টক, বিদক, আম ও রসশেষাজীর্ণ নষ্ট হয় । এইরোগে শার্দূলকাঙ্জিক বিশেষ উপকারী । ইহাতে আগ্রান অতিসহর নিবারিত হইয়া রোগী প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে । রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকিলে অগ্নিসুখচূর্ণ ব্যবহার করিলে । সাধারণ অল্পপান কাঙ্জি, শুদ্ধবাত—দধি সামবাত বা কফে গরমজল । কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে—ভাস্কর, লবণ বা বজ্রক্ষার প্রয়োগ করিলে । পথ্যাত্মিক সেবনে সকল প্রকার অঙ্গার ই প্রশমিত হয় । ইহা অবস্থাতেই ভিন্ন ভিন্ন অল্পপানে ব্যবহৃত হইতে পারে । সাধারণ অল্পপান গরমজল কিন্তু বিষ্টকাজীর্ণে কাঙ্জিসহ ব্যবহার করাই প্রেরক্ষ্য । এই ঔষধ—আগ্রান, বাতগুন্ধ্য ও শূলে বিশেষ ফলপ্রদ । গ্রহণীরোগোক্ত চিত্রকাদিগুড়িকা কাঙ্জিকাদি অল্পপানে প্রযুক্ত হইলে বিশেষফললাভ হয় । এই ঔষধ আমাজীর্ণ ও রসশেষাজীর্ণে পরম হিতকর । বিষ্টকাজীর্ণে বৃহৎ অগ্নিকুমার, মহাশম্বটী ও শঙ্খবটী অতীব হিতকর ; কিন্তু ইহার সঙ্কোচক । আমাশুবদ্ধ বায়ুজনিত অজীর্ণে । বিশেষতঃ জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে বৃহৎ লবঙ্গাদিবিটী প্রয়োগ করিলে । শম্বতম্ব লেপন রস ও মৈদ্ববসহ সেবনে বাতাজীর্ণ সধর নষ্ট হয় ।

### সিন্ধুহরীতকী ।

সৈন্ধব, হরীতকী, পিপুল ও রক্তচিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ৪ রতি হইতে ৬ রতি । অহুপান—গরমজল ।

### শাদ্দুল কাঞ্জিক ।

পিপুল, আদা, দেবদারু, চিত্তে, চই, বেলগুঁঠ, যমানী, হরীতকী, গুঁঠ, বনযমানী, ধনে, মরিচ, জীরে ও হিং প্রত্যেক ১ ছটাক, জল ১৭ সের। ত্রিভাগ শেষে নামাইয়া সর্ষপ তৈলে সস্তলন করতঃ ছাঁকিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে । পশ্চাৎ তাহাতে জীরেচূর্ণ এক ছটাক ও শোধিত হিং এক ছটাক মিশাইয়া মুখ ঢাকা দিবে এবং উহা অগ্নীভাবাপন্ন হইলে ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে । মাত্রা ২ তোলা । ইহাতে আম, অতিসার, গ্রহণী, শোথ, গুণ্ডা, অর্শঃ ও শূল নষ্ট হয় ।

### অগ্নিমুখ চূর্ণ ।

শোধিত হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, গুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতেমূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ । এইচূর্ণ বাতহর, প্লেগহর, আমনাশক ও পরিপাকক । ইহা রসশেষাজীর্ণেও ব্যবহৃত হয় । মাত্রা ১০ আনা । সাধারণ অহুপান—গরমজল । এই ঔষধ অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ ।

### ভাস্কর লবণ ।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরে, সৈন্ধব, বিটলবণ, তেজপাত, তালীশপত্র, নাগ-কেশর প্রত্যেক ২ পল, সচললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরে, গুঁঠ প্রত্যেক ১ পল, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচি ৪ তোলা করকচ্ ১২ সের, অন্ন দাড়িমফলের ছাল ১২ সের, অন্নবেতস ২ পল । মাত্রা ১০ সিকি তোলা । অহুপান—অবস্থা বিশেষে কঁজি, ঘোল, গরমজল ইত্যাদি । ইহা প্লীহনাশক ।

### পথ্যাত্রিক ।

হরীতকী, পিপুল ও সচললবণ প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ১০ সিকি তোলা । অহুপান—জল, উষ্ণজল, ইত্যাদি ।

### রহৎ অগ্নিকুন্মার রস ।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, ত্রিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ ভাগ । আদারসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটী করিবে । অহুপান—আদারস বা গরমজল ।

### শঙ্খাবটী ।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৩ তোলা, বিষ ৬ তোলা, মরিচ ১২ তোলা, শঙ্খভস্ম ১২ তোলা, গুঁঠ, সাক্ষিকার, হিং, পিপুল, সজিনামূলের ছাল, সচললবণ, বিটলবণ, করবচলবণ ও সাম্ভারি লবণ প্রত্যেক ৮ তোলা । কাগজী লেবুর রসে ভাবনা দিয়া ৪৫ রতি বটী করিবে । কেহ কেহ সজিনা ছালের পত্রবর্তে সৈন্ধবলবণ ব্যবহার করেন টক ।

কারের মতে সৈন্ধব লবণই ব্যবহার্য্য ; কিন্তু সজিনামূলের ছাল আধেয় হেতু অমুৎকৃষ্ট নহে । সাধারণ অল্পপান—গরমজল । অতিসারে—শীতলজল, চাউলধোয়া জল প্রভৃতি ।

### অহানশ্চাবতী ।

শঙ্খভক্ষ, পঞ্চলবণ, তেঁতুলের খোসার ক্ষার, ত্রিকটু, হিং, বিষ, পারদ, গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ । আপাংএর কাথে, রক্তচিতেমূলের কাথে, কাগজি লেবুর রসে ক্রমশঃ ৭ বার করিয়া পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া, পশ্চাৎ অল্পবর্গ দ্বারা একত্রে ভাবনা দিবে । অল্পবর্গ যথা—অল্পবেতস, গোড়ালেবু, টাওয়ালেবু, চুকাপালং, কাঁচাঠেঁতুল, তেঁতুলপাতা, পাতিলেবু, আমরুলি, পাকা দাড়িম, পাকা করমচা, জামির ও কুলশুঠ । ইহাদের কাথে ও স্বরসে মিশ্রিত করিয়া ভাবনা দেওয়া কষ্টব্য । অর্থাৎ যাহাদের কাথ হয় না তাহাদের স্বরস কাথ মধ্যে মিশাইয়া একত্রে ভাবনা দিবে । অল্পবর্গের মধ্যে কোনও দ্রব্যের অভাব হইলে, তৎপরিবর্তে গোড়ালেবু বা চুকাপালং ব্যবহার করিবে । কেহ কেহ এই ঔষধে লৌহ ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ মিশ্রিত করেন । ইহা জীর্ণকার রোগের পক্ষে স্মৃফলপ্রদ । ইহার বটী ৪ রতি । অল্পপান—পূর্ববৎ । ইহাও অতিসারে ব্যবহৃত হয় ।

### হহৎ লবঙ্গাদি বটী ।

লবঙ্গ, জায়ফল, ধনে, কুড়, সাদাজীরে, কালজীরে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচি, দারুচিনি, সোহাগা, কড়ি, মুতা, বচ, যমানী, বিট লবণ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ ভাগ, পারদ, গন্ধক, অন্ন প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, লৌহ ১ ভাগ, পানরসে মদন করিয়া ৩ রাত বটী করিবে । ইহা সঙ্কোচক ।

### ক্ষুণ্ণাবতী ।

শুঠ, লবঙ্গ, মরিচ, চিতেমূল, প্রত্যেক ২ তোলা, সাচিষ্কার ৪ তোলা, যবক্ষার ৫ তোলা, সোহাগা ৭ তোলা, পঞ্চলবণ ১৫ তোলা । লেবুর রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটী করিবে । এই ঔষধ গরমজল সহ সেব্য ।

পথ্য ।—এই অজীর্ণে হিং এবং সচললবণযুক্ত ঈষদৃষ্ণ অন্নমণ্ড অতীব হিতকর । অন্নমণ্ড প্রস্তুত বিধি । যথা—তণ্ডুল ২ ভাগ, মুগ ডাইল ১ ভাগ, আটগুণ ঘোল ও জলসহ পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে । পশ্চাৎ তৈল, হিং, সৈন্ধব, ধনেচূর্ণ ও ত্রিকটু চূর্ণ দ্বারা সংস্কৃত করিয়া তদনন্তর হিং ও সচললবণ সহ পান করিবে । ইহাতে কমলা-লেবুর রস, বেদানারস, কিসুমিস, পাণিফল, ঘোল ও অম্বাভ লণুপাকদ্রব্য হিতকর ।

অপথ্য—হৃৎক, অন্ন, গুরুপাকদ্রব্য, কাঁচাকলা আলু, মাংস ইত্যাদি ।

## অন্য বিদগ্ধাজীর্ণ চিকিৎসা ।

আহারের পর অন্ন উদ্‌গার হইলে, তৎক্ষণাৎ ১ গ্রাস শীতলজল পান করা বিধেয় । তাহাতে বিদগ্ধ পিত্ত অধোগত হইয়া থাকে । আহারান্তে অম্লোদগার হইয়া যাহার

হৃদয়, কণ্ঠ ও পেট দাহান্বিত হয়, তাহার পক্ষে কিস্মিস্, চিনি ও মধুযুক্ত হরীতকীভক্ষণ বিশেষ হিতকর । যে রোগীর শ্বশ্ননির্গমবৎ উদ্‌গার উঠে, তিনি বিদম্বাজীর্ণবান্ হরিতকী-যোগে সেবন করিবেন । উহা সকল প্রকার বিদম্বাজীর্ণেই ব্যবহৃত হয় । ইহাতে চিত্রকণ্ড বিশেষ ফলপ্রদ । নাসারোগের চিত্রকহরীতকীর মধ্যে আমলকীর রস উঠাইয়া দিলেই চিত্রকণ্ড হয় । অন্নপান—শীতল জল । রূহদগ্নিকুমার রস, সিন্ধুহরীতকী, পথ্যাত্রিক, ভুবনেশ্বর, রূহদগ্নিমুখচূর্ণ ও অন্নপিভারিচূর্ণ বিদম্বাজীর্ণে ব্যবহার করিবে । এই অবস্থায় ভাস্করলবণ ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে ; কিন্তু উহা অম্লোদ্‌গারের সময় ব্যবহার্য্য নহে । ইহাতে আহাৰাস্ত্রে কোনও পাচকঔষধ সেবন করা নিতান্ত আবশ্যক । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে অবিপত্তিকরচূর্ণ এবং কোষ্ঠ পরিস্কার থাকিলে অগ্নিমুখচূর্ণ ব্যবহার করিবে ।

### হরীতকীশোণ ।

হরীতকী ও পিপ্পলী ধাতুভ্রমোদকে (অভাবে—কাজিতে) সিদ্ধ করিবে । তৎপর তাহাতে উভয়ের মোড়ণাংশ হিং ও চতুর্গাংশ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া একআনা মাত্রায় শীতলজল সহ পান করিবে ।

### রূহদগ্নিমুখচূর্ণ ।

সাচিকার, ঘবক্ষার, চিতেমূল, আকনাদিপাতা, করঞ্জমূলেরছাল, পঞ্চলবণ, ছোট-এলাচি, তেজপাতা, বায়নহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শটী, দারুহরিদা, তেউড়ীমূল, মূতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরে, মহাদা, (অভাবে—অন্নবেতস) গজপিপুল, কৃষ্ণজীরে, অন্নবেতস, পুরাতন তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতৈল, বুদ্ধদারকবীজ, হবুবা, সৌদালের আঠা, তিলেরক্ষার, ঘণ্টাপারুলিক্ষার, সজিনাক্ষার, কুলেখাড়াক্ষার, পলাশক্ষার ও পুরাতন মধুরতম্র প্রত্যেক সমভাগ, টাবালেবুর রসে, শুভ্রে (অভাবে—কাজিতে) ও আদারসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া শুষ্ক করণানন্তর চূর্ণ করিয়া লইবে । মাত্রা ১০ এক আনা । অন্নপান—শীতলজল । ইহা দ্বারা নানাবিধ অজীর্ণ, উদর, প্লাহা, যকৃৎ ও অন্তরুদ্ধি আরোগ্য হয় ।

পথ্য—ক্ষুদ্র জীবিতমৎস্তের কোল ও পুরাতন সরু তণ্ডুলের অন্ন, বন্ধাহু ও মিশ্রিত ইত্যাদি । বিদম্বাজীর্ণে বা অন্নপিভে মধুসহ হৃদ্যপান করিবে ; কারণ তাহাতে উহা অন্নতা-প্রাপ্ত হইতে পারে না ।

অপথ্য—ঝাল, অন্ন, উত্তাপসেবন, গুরুপাকদ্রব্য, শাক, ( যুগ, ময়ুর ভিন্ন ) ডাল ইত্যাদি ।

## অপ আমাজীর্ণ চিকিৎসা ।

প্রথমতঃ বচ ও সৈন্ধবযুক্ত গরমজল দ্বারা অথবা বচনাধিত অর্দ্ধশূত সৈন্ধবযুক্ত গরমজল দ্বারা রোগীকে বমন এবং তৎপশ্চাৎ লজ্জন করাইবে । ইহাতে পঞ্চকোল-যোগ, সিঙ্কুহরীতকী, অগ্নিমুখচূর্ণ, ভাস্করলবণ, চিত্রকগুড়িকা, ছতাশনরস, অগ্নিকুমাররস, চতুঃসম, ভুবনেশ্বর, শঙ্খবটী ও মহাশঙ্খবটী প্রয়োগ করিবে ।  
অনুপান—সর্ষপত্রই গরমজল । সিঙ্কুহরীতকী, পথ্যাত্রিক ও ভাস্করলবণ ভেদক এবং চতুঃসম ও ভুবনেশ্বর ভিন্ন অত্যাগ ঔষধ সঙ্কোচক ।

পঞ্চকোল যোগ । যথা ।—পঞ্চকোল, মরিচ, দারুচিনি ও তেজপাত প্রত্যেক সমভাগ. মাত্রা ৪।৫ রতি, গরমজল সহ সেব্য ।

### ছতাশন রস ।

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা, প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ. মরিচ ৮ ভাগ. লেবুর রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অনুপান—গরমজল প্রভৃতি ।

### অগ্নিকুমার রস ।

পারদ, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক ১ ভাগ, বিষ, কড়িতম্ব, শঙ্খতম্ব প্রত্যেক ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ । উপর গোড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে । এই ঔষধ গ্রহণীতে ও প্রয়োগ করা যায় । অনুপান—গরমজল ।

### চতুঃসম ।

বমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ৯০ হইতে ১০ আনা ।  
অনুপান—গরমজল । ইহাতে আমশল নিবারিত হয় ।

পথ্য—আদা, খই, মিশ্রি, আগ্নেয়দ্রব্য ও সুপাচ্য লঘুদ্রব্য প্রভৃতি ।

অপথ্য—ক্লেদিপদার্থ, মিষ্টদ্রব্য, জলীয়দ্রব্য, অন্নদ্রব্য ও গুরুপাকদ্রব্য প্রভৃতি ।

## অপ রসশোষাজীর্ণ চিকিৎসা ।

আহারের পূর্বে হরীতকী ও শুঠ সমাংশে গরমজলসহ ভক্ষণ করিয়া হিতকর লঘুপথ্য ভোজন করিলে, এই অজীর্ণ প্রশমিত হয় । ইহাতে পথ্যাত্রিক, চিত্রকগুড়িকা, অগ্নিমুখচূর্ণ, সিঙ্কুহরীতকী, চতুঃসম, পঞ্চকোলযোগ ও শঙ্খবটী ব্যবহার করিবে । অনুপান—নাগকেশরের অর্দ্ধশূত গরম জল, অভাবে—কেবল গরমজল । ইহাতে অত্যন্ত লঘুঅন্ন ভোজন করিবে । আমাজীর্ণের পথ্যাপণ্যের জায় ইহার পথ্যাপথ্য জাতব্য । 'ইহাতে বহির্বাৎ সেবন নিষিদ্ধ এবং দিবানিদ্ৰা প্রশস্ত ।

## অণ অত্যগ্নি চিকিৎসা ।

২ তোলা যজ্ঞডুমুরের ছাল. নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া নারী দুগ্ধসহ পান করিবে। যজ্ঞ-ডুমুরের ছাল ৮ তোলা এবং তদনুরূপ তণ্ডুল নারীদুগ্ধসহ পাক করিয়া খাইতে দিবে। অধিক পরিমাণ মহিষী দুগ্ধ পান করিলে অত্যগ্নি নষ্ট হয়। আহাৰাস্তে দিবানিত্রা, গুরুপাক ও শ্বেদ্যকরদ্রব্য সেবন, চালিতার অন্ন, পূর্বের আহাৰ পরিপাক না হইতেই পুনর্ভোজন, দধি, মাংস, লুচি, রুটি, কাঁচাকলা, আলু প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ ইত্যাদি অত্যগ্নি রোগীর পথ্য স্বরূপ এবং ঔষধরূপে গণনীয়। ইহাতে কদাচ শূন্যপেটে থাকিবে না এবং আকর্ষ ভোজন করিবে।

## অণ অকালবুভুক্ষা চিকিৎসা ।

“স্বল্পং যদা দোষবিবদ্ধমাংসং, লীনং ন তেজঃপথ মায়াণোতি ।

ভবত্যজীর্ণেপি তদা বুভুক্ষা সা মন্দবুদ্ধিং বিষবান্নিহন্তি ।”

ইহাতে পথ্যাত্মিক, সিন্ধুহরীতকী, পঞ্চকোলযোগ, চিত্রকগুড়িকা, অগ্নিমুখচূর্ণ বা হতাশনরস ব্যবহার করিবে। অল্পপান—নাগকেশরের অর্দ্ধশূত গরমজল। সর্বপ্রকার অজীর্ণেই রাত্রিভোজন এবং গুরুপাকদ্রব্যসেবন নিষিদ্ধ। ভোজনের পূর্বে, বিশেষতঃ—অগ্নিমান্দ্যে. আহাৰের পূর্বে লবণ ও আদাসেবন হিতকর। তাহাতে জিহ্বাকঠের বিগুচ্ছিত, মুখেরুচি এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহার পথ্যাপথ্য রসশেষাজীর্ণের ত্রায়। নাগকেশর এবং চিতেমূল এইরোগে প্রশস্ত।

## অণ বিস্মৃচী চিকিৎসা ।

এই পীড়া অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা অতি ভয়ানক এবং সংক্রামক ব্যাধি। ব্যাধিপ্রভাব বশতঃ, এইরোগে শরীর বিষাক্ত হয়। বিষ, রক্তকে দূষিত এবং জলাকারে পরিণত করে এবং তন্নিবন্ধন জলবৎ ভেদ হইতে থাকে। এই সকল কারণে, রোগী সত্ত্বর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং শরীরের উষ্ণতাও সহসা কমিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত রোগীর শিরাসমূহ বিকৃত হইয়া উঠে—ক্ষয়হেতু বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হয় এবং বায়ু ও শিরা সঙ্কুচিত হয় বলিয়া রোগীর হাতে পায়ে খিল ধরিতে থাকে। ডাক্তারেরা ইহাকে “কলেরা” নামে অভিহিত করেন। ইহাকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম প্রকারে ভেদ ও বমি হয়, ২য় প্রকারে কেবল বমি হয়, ৩য় প্রকারে ভেদ হয়। সচরাচর ১ম প্রকার বিস্মৃচিকাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ব্যাধি বাতপ্রধান। ১ম বার ভেদ হইলে তাহাতে ছাকড়াই মল নির্গত হয় এবং উহাতে জলীয় ভাগ মিশ্রিত থাকে অধিকন্তু শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। এইপ্রকার ভেদের অবস্থা দৃষ্ট হইলে বিস্মৃচিকার ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কপূর্ণ অত্যাশ্রুত ঔষধ। ১ম বারেই মৃত্যুরস অল্পপানে

কপূররস ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বিসৃচীতে যদি কেবল জলবৎ ভেদ হইতে থাকে এবং মল সম্পূর্ণ অবিলম্বিত থাকে, তবে উহা দুরারোগ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। রোগীর গাত্রে চিম্‌টী কাটিলে যদি শীঘ্র বিলীন না হয় তবে রোগীর জীবন সংশয় জানিবে। ইহাতে হঠাৎ ভেদ বন্ধকরা বিধেয় নহে। কারণ, তাহাতে আগ্নান হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। অর্জীর্ণতাই এই রোগের মূল কারণ; সুতরাং অগ্নিজননার্থ প্রথমাবস্থায় শঙ্খাবটী ঔষধ ইহাতে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে জঠরাগ্নি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে বিধায়, যাহাতে অগ্নি বৃদ্ধিত হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। নতুবা কোনও ঔষধ কার্য্যকারী হইবেনা এবং হইলেও তাহার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হইবে। যদি এই ঔষধে আশানুরূপ ফললাভ না হয় তবে ভূতানরস কপূরজলসহ ব্যবহার্য্য। তাহাতেও কোন ফলাদয় না হইলে মুস্তাদ্যাবটী কপূরজল অনুপানে সেবন করিবে এই সকল ঔষধ ব্যবহারেও যদি রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তবে বিসৃচীর বিষ নষ্ট করিবার জ্ঞাত বিষয়টিত শমুনাথরস বা অবস্থাবিশেষে সর্পবিষ ঘটিত বিসৃচীবিধ্বংশ রস প্রয়োগ করিবে। রোগের প্রবলতা অনুসারে ১ ঘণ্টা বা ২ অর্দ্ধ ঘণ্টা; পরে ঔষধ সেবন করাইতে হয়। বিসৃচিকার বিষ প্রথমই উৎপন্ন হয় না। যখন কেবল দ্রব হইয়া উদ্ভব হইতে হয় তখনই বিষ উৎপন্ন হয়। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া সাবানদ্বারা হাত ধোত করা কর্তব্য। রোগীর মল অবিলম্বে মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিবে। নতুবা উহা মল্লিকামুখে বা অন্য কোনও প্রকারে আহারীয় দ্রব্যসহ উদ্ভব হইলে “কলেরা” হইবার সম্ভাবনা। রোগীর বস্ত্রাদি কোনও জলাশয়ে দোতকরা উচিত নয়; কারণ সেই জল কেবল পান করিলে তাহারও পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ১০।১৫টা রোগীর মৃত্যুর পর অনেকস্থলে বায়ু দূষিত ও বিদ্রাজিত হইয়া উঠে এবং এইরূপে মহামারী উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় দূষিত বায়ুই ঐ রোগের কারণ বলিয়া জানিবে। এইরূপ আতঙ্কের সময় বায়ু পরিষ্কারের জন্য ঘরে গুপ, গন্ধক ও আলকাতরাপোড়াইবে এবং সম্ভব হইলে গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প এবং “আত্যা”-“এসেন্স” প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা পরিবেশ বস্ত্রাদি স্তব্ধ করিবে। এই পীড়ার প্রকোপের সময় রাত্রিতে খুব লম্পণ্য ভোজন করা বিধেয়, কিন্তু কদাচ উপবাস, অতিভোজন বা গুরুপাক দ্রব্য আহার করা শ্রেয়স্কর নহে। একথণ্ড নেকড়ায় কপূর রাখিয়া তাহার ঘ্রাণ মধ্যে গ্রহণ, পাত্তকার মধ্যে গন্ধকচূর্ণ ব্যবহার, তামা প্রভৃতি বিষময় দ্রব্য ধারণ এবং সর্পদা মন প্রকল্প রাখা মঙ্গলকর। এই পীড়া শেষরাত্রিতে বা সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলে প্রায়ঃ মারাত্মক হয়। মরক আরম্ভ হইলে স্থান পরিত্যাগ করা কর্তব্য, বিশেষতঃ ভীক বা অসহ্য ব্যক্তির পক্ষে উহা অগ্ৰ পালনীয়। অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইলে অনেক সময় ক্রিমি উত্তোজিত হইয়া বমি ও ভেদ আরম্ভ হইয়া থাকে এবং তাহাই পশ্চাৎ বিসৃচীতে পরিণত হয়। অনেক সময় বিরোচক ঔষধে অতিরিক্ত ভেদ হইয়া শেষে বিসৃচীতে পরিণত হইতে দেখা যায়। গন্ধকচূর্ণের আঘ্রাণ লইলে বা উহা

মালিশ করিলে এই পীড়া সংক্রামিত হইতে পারেনা ; কিম্বা হইলেও উহা সাংঘাতিক হয় না। তামা ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। তামা ধারণে বা উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম নির্বিধী প্রভৃতি বিষনাশক দ্রব্যের সহিত সেবনে এই রোগ জন্মিতে পারেনা ; কিম্বা জন্মিলেও ব্যাধি হীনবল হয়। কলেরারোগীর নিখাসভূয়িষ্ঠবায়ু, কদাচ গ্রহণ করিবেনা ; কারণ ঐ দূষিতবায়ু দেহ অভ্যন্তরস্থ হইয়া ব্যাধি জন্মাইতে পারে। ভেদ ও বমনে আল্‌কাতরা প্রভৃতি কোনও উগ্রদ্রব্য মিশাইয়া রাখিবে ; কারণ তাহাতে মক্ষিকা বসিতে পারিবেনা এবং বায়ুও দূষিত হইবেনা। য্তরোগীর বদাদি অগ্নিসাৎ করা কর্তব্য। রোগীর শবদেহ চিতায় অগ্নিযুক্ত করিয়া মুখ ও নাসিকা আরত রাখা বিধেয়। যাহাতে রোগীর শরীরের কোনও অংশ নিজশরীরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহাতে অবহিত হইবে। রোগীর আশ্রয় হইলে, তল্লিবারণার্থ পেটে ও মাথায় বিষ্ণুতৈল মালিশ করা যাইতে পারে। ঔষধে বমন নিবারিত না হইলে মিশির পানায় কাগজিলেবুর রস মিশাইয়া অল্পমাত্রায় পুনঃ পুনঃ পান করিতে দিবে। স্তমিষ্ট কমলালেবু বা বেদানা আশ্রয় ও বমননিবারক এবং এই রোগের সুপথ্য। এই রোগ অধিকাংশস্থলেই বিষ্টকাজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। বিস্ফীর্ণ উদর ক্ষোভিত ও আলোড়িত হওয়ায় অনেকস্থলে ক্রিমির উপদ্রব রুদ্ধি পাইয়া ভেদ ও বমির উপশম হয় না, স্তহরাং তাদৃশ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে ক্রমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

পিপাসা হইলে অতিরিক্ত জলপান করিতে দেওয়া শ্রেয়ঃ নহে ; কারণ প্রস্রাব বন্ধ হইলে, অভ্যন্তরস্থ জল দ্বারা অপকার হইতে পারে। মূত্ররোধ বড়ই বিপজ্জনক। মূত্ররোধ নিবারণার্থ স্থলপদ্বের রস চিনিসহ পান করাইবে। পাথরকুচিপাতা ও সোরা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হইয়া থাকে। গাঁদাকুলের পাতা ও সোরা বাটিয়া (কাজিদ্বারা বাটিলে ভাল হয়) বস্তিদেখে প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। বিদ্রুমযোগ পাথরকুচির পাতার রসসহ পান করাইলে অথবা কাঁটানটের মূল তণ্ডুলোদক সহ বাটিয়া নাভিদেখে প্রলেপ দিলেও প্রস্রাব হয়। তণ্ডুলোদক প্রস্রাব কারক। এস্থলে আতপ তণ্ডুলোদক গ্রহণীয় নহে। বিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মহাবিষ্ণুতৈল বা হিমসাগরতৈল ধীরে ধীরে বস্তিদেখে মালিশ করিয়া শীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া তাহার ভাপ দিলে প্রস্রাব হইয়া থাকে। গোক্ষুরবীজ ও কাঁকড়বীজ কাজিতে পেষণ করিয়া বস্তিদেখে প্রলেপ দিলে অথবা তেলাকুঁচারমূল কাজিতে বাটিয়া নাভিদেখে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়। মূত্রবিরেচনার্থ মূত্রকৃচ্ছ এবং মূত্রাঘাতের ঔষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে।

সর্বপ কঙ্কদ্বারা উদরের উর্দ্ধভাগ লিপ্ত করিলে বিস্ফীকার বমন নিবৃত্তি হয়। ইহাতে অত্যাশ্রয় বমননিবারক ঔষধও অবস্থা বিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে। তৃষাভুর রোগীকে কর্পূর স্রবাসিতজল অল্প মাত্রায় মুহূর্হঃ পান করিতে দিবে। এই অবস্থায় বরফ খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। কবাবচিনি ১ তোলা, যষ্টিমধু ১০ তোলা, কজ্জলী ১০ সিকি তোলা, উত্তমরূপ



মিশ্রিত ও মর্দিত করিয়া অল্পমাত্রায় (২।১ রতি) মধুসহ ১৫।২০ মিনিট পর ২ লেহন করাইলে বমন নিবারিত হয় । কদলীমূলের রসের নস্ত্রে বিস্ফটিকার হিকা প্রশমিত হয় । গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে রাইসার্ণপের কক লেপন করিলে হিকা ও বমি নষ্ট হয় । রোগীর শরীর হিমাক হইলে অথবা ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে মৃতসঞ্জীবনীসূরা পান করাইবে এবং বৃহচ্চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ বা পাকমকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে । হিমাক্সসন্নিপাতজ্বরোক্ত-সংগ্রাহকঔষধ ইহাতে প্রয়োগ করা যায় । কন্তুরী ১ রতি, কর্পূর ১ রতি, মকরধ্বজ ১ রতি তুলসীপত্র রসসহ পান করাইলে উৎকৃষ্ট ফল হয় । এই রোগের প্রাবল্যাবস্থায় ঘন ২ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । পেটে বেদনা উপস্থিত হইলে “টার্পিনটৈল” দ্বারা ২ মালিশ করিয়া মৃদুশ্বেদ দিবে । অবস্থা বিশেষে বাতাজীর্ণের লিখিত উদরলেপ প্রদান করিলেও বেদনার শান্তি হইয়া থাকে । আপাংএর মূল জলে বাটিয়া শীতলজলসহ পান করিলে বিস্ফটী নষ্ট হয় । বেলগুঁঠ, গুঁঠ ও কৈবর্ত মূতর কাথ পান করিলে বমি ও আমবিষ নষ্ট হয় । এই কাথ ঔষধের অল্পপানরূপে ব্যবহার্য্য ।

অধিক ঘর্ম্ম হইলে, আবির মর্দন, ভূষ্ট কুলথচূর্ণ মর্দন বা গোময় ভূমির ঘর্ষণ করিবে । মধুসহ প্রবাল তদ্রূপ লেহন করিলেও ঘর্ম্ম নিবারিত হয় । মস্তকবেদনার স্মৃশীতল জল পান করিবে । ইহাতে নারায়ণতৈল বা শতদ্রৌত দ্রব্য ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয় । জ্ঞানজননার্থ পাদদ্বয় সস্তাপিত করিবে । বিকার উপস্থিত হইলে, যথাবিধি পূর্বোক্ত বিকারের চিকিৎসা বিধেয় । হাতে বা পায়ে খিল ধরিলে কুড় ও সৈন্ধবলবণের চূর্ণ, চূর্ণ (অভাবে কাঁজি) ও তিলতৈল সহ ঈষদ্রুক্ষ করতঃ মালিশ করিবে । দারুচিনি, তেজপাত, রান্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও গুলফা কাঁজিতে পেষণ করিয়া ঈষদ্রুক্ষ করতঃ মালিশ করিলে ঋশীশূল নিবারিত হয় । ইহা দ্বারা তৈল পাক করিয়া মালিশ করিলে বা ঋশীতৈল মর্দন করিলে ঋশীশূল নষ্ট হয় । জায়ফলচূর্ণ কটুতৈল সহ হিমাক স্থানে মালিশ করিয়া শ্বেদ দিলে উপকার হয় । ভদ্রমুস্তকের কাথ পান করিলে, ও মাড়ুল (টাবালেবু) ছালের আত্মাণ লইলে উৎক্রেস (উকি) নিবারিত হয় । ভদ্রমুস্তক বিস্ফটীতে এবং অতিসারে বিশেষ ফলপ্রদ । উহা আতপ তণ্ডুলোদকসহ বাটিয়া তৎপর ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূরসহ ব্যবহার করিবে । এই রোগে প্রকৃপিত বায়ু স্ফটিকবৎ বেদনা উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে বিস্ফটিকা বলে । এই রোগের প্রথমাবস্থায় মিশ্রিত জলসহ শুভ্রপল্লী টা বিশেষ উপকারী । ইহা দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়, প্রস্রাব পরিষ্কার হয়, আত্মান ভ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ভেদ বমির নিবৃত্তি হইয়া থাকে । আমরাংক্ষসী ও তিত্তবটীও এই অবস্থায় প্রযুক্ত হয় এবং কেহ ২ পাকমকরধ্বজও ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

### অশাদি বটী ।

মূতা চূর্ণ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, শোধিত হিং ১ তোলা, শোধিত আফিং ১০ তোলা । বটী ৩ রতি । অল্পপান—কর্পূর জল ।

### শঙ্খু নাথরস

হরিভাল, সোহাগা, পিপুল, ফিটকারী, মনঃশিলা, সৈঁকো, বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, পারদ, গন্ধক, অহিফেন প্রত্যেক ৭ ভাগ। ভাবনা—গিদ্ধি, নিসিন্দা, ধূতুরা ও নিমপাতা। বটী ২ রতি। ইহা দ্বারা অতিসার, গ্রহণী, জ্বর ও বিহুচী নষ্ট হয়। সাধারণ অল্পপান—আদারস। বিহুচীতে মূতরাসসহ এই ঔষধ ব্যবহার্য। পথ্য—শীতল দ্রব্য।

### বিস্ফুচীবিধ্বংসরস।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, বিষ, সর্পবিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৭ ভাগ, গোঁড়ালেবুর রসে মর্দন করিয়া সর্ষপাকৃতি বটী করিবে। অল্পপান—মূতরাস, বেদানারস প্রভৃতি। ইহাতে বিহুচী নষ্ট হয়। ইহার ব্যবহার অতি বিরল।

### খস্মী তৈল।

মুর্ছিততৈল ১/৪ সের, কন্ধার্ক—কুড় ও সৈন্ধব মিলিত ১/১ সের। পাকার্থ—চূর্ণ ১৬ সের।

পথ্য—এই পীড়ার প্রথম অবস্থায় বা রোগের প্রাবল্যাবস্থায় পথ্য দেওয়া কর্তব্য নহে। ক্ষুধা হইলে, কিঞ্চিৎ কাগজি লেবুর রস ও মিশ্রিচূর্ণমিশ্রিতবার্লি অল্প ২ পান করিতে দিবে।

## অপ অলসক চিকিৎসা।

ইহাতে প্রথমতঃ গরমজল ও সৈন্ধব দ্বারা বমন করাইয়া পেটে শ্বেদ দিবে। তৎপর উদাবর্তরোগোক্ত বর্ষি প্রয়োগ দ্বারা মল নিঃসারিত করিবে। ইহাতে ভাস্করলবণ বজ্রক্ষার, সিন্ধুহরীতকী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিবে। আহারীয় দ্রব্য আমাশয়ে অলসীভূত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে অলসক বলে। আমাশয়গত রোগ হেতু ইহাতে বমন ও লঙ্ঘন অতীব হিতকর। এই রোগে প্রথমে বমনের চেষ্টা করিবে, কদাচ কোষ্ঠ হইতে মল নিঃসারণের চেষ্টা করিবে না। ইহাতে উদরে শ্বেদ এবং পাচক অম্ললোমক ঔষধ ব্যবহার্য। মল নিঃসারণার্থ জয়পালবীজ প্রভৃতি বিরেচক হইলেও কদাপি উহা ব্যবহার্য নহে। বিলম্বিকা ও অলসক বাতকফপ্রধান ব্যাধি।

অলসক প্রলেপ—দেবদারু, বচ, কুড়, গুলফা, হিং ও সৈন্ধব কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদ্বক্ষ করতঃ উদরে প্রলেপ দিবে। ইহাতে আগ্নান ও বেদনা নষ্ট হয়। যবচূর্ণ ও যবক্ষার ঘোল দ্বারা বাটিয়া ঈষদ্বক্ষ করতঃ উদরে প্রলেপ দিলেও তীব্র বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে। গরম কাঁজিকের বোতলশ্বেদ, “ফ্র্যানেলশ্বেদ” উদরবেদনা নাশক। বিলম্বিকার চিকিৎসাও অলসকের জায়। ইহাতে কোন পথ্যই প্রযোজ্য নহে।

অজীর্ণ রোগী তীব্রশূলপীড়িত হইলেও, শূলহর ঔষধ সেবন করিবে না; যেহেতু, আম দ্বারা মন্দীভূত অগ্নি—এককালেই দোষ, ঔষধ ও আমাদি পরিপাকে অসমর্থ। সুতরাং এই অবস্থায় পাচক ঔষধই প্রশস্ত।

## অথ ক্রিমি চিকিৎসা ।

এই রোগ প্রায়শঃ অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য ক্রিমিরোগে অজীর্ণনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ক্রিমি থাকিলে আহারীয় দ্রব্য ভালরূপ পরিপাক হয় না, কাজেই এই রোগে অগ্নিদীপক ক্রিমিনাশক ঔষধ ব্যবহার করিবে। ক্রিমিনাশক ঔষধের মধ্যে বিড়ঙ্গ সর্বপ্রধান। ইহা ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ। বিড়ঙ্গ যত পুরাতন হয় ততই ফলদায়ক হইয়া থাকে।

ক্রিমি ২০ প্রকার। সাধারণতঃ বাহ ও আভ্যন্তর ভেদে ইহা ২ প্রকার। বাহক্রিমি শরীরের ময়লা হইতে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ স্থলে ইহা মাথায় এবং ময়লা কাপড়ে জন্মিয়া থাকে। মাথার ক্রিমিকে যুক ও লিঙ্কা বলে। ইহার কোঠ, পিড়কা ও কণ্ডু জন্মাইয়া থাকে। আভ্যন্তর ক্রিমিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—কফজ, পুরীষজ ও রক্তজ। কফজ ক্রিমি আমাশয়ে, পুরীষজ ক্রিমি পকাশয়ে এবং রক্তজ ক্রিমি—রক্তবাহী শিরায় উৎপন্ন হয়। আমাশয়জাত ক্রিমিতে দ্রুতাস (উকি) মুখে জল উঠা, অরুচি, অপরিপাক, বমন, মুচ্ছা, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা, রুশতা, হাঁচি, পীনস, (নাসাস্রাব) ও বিবমিষা হইয়া থাকে। এই ক্রিমির আকার ভুলতার (কৈছোর) সদৃশ; এতদ্ভিন্ন অনেকপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট ক্রিমি দৃষ্ট হয়। ইহাদের বর্ণ তাম্র বা স্বেত। ইহার মৎস্ত, মাংস, মাষকলাই, গুড়, দুধ, দধি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্মৃতরাং উক্ত ক্রিমি রোগে উল্লিখিত দ্রব্য সমূহ অপথ্য। এই রোগে শঙ্খাবটী, বৃহৎঅগ্নিকুমার ও বজ্রক্ষার ফলপ্রদ। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড় ভক্ষণ করিয়া পর্য্যুণীত জলদ্বারা পিষ্ট পারসিক যমানী (খোরসানি যমানী) পর্য্যুণীতজল সহ পান করিলে এই ক্রিমি (আমাশয়জাত) পতিত হয়। মধুসহ পালিধাপত্ররস বা শালিঞ্চশাকের রস পান করিলে অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ লেহন করিলে কোষ্ঠস্থ সমস্ত ক্রিমি নষ্ট হয়।

গুহদেশে ধাত্তাকুরের ন্যায় একপ্রকার ক্রিমি হয় এবং ইহা শিশুদেরই অধিক হইয়া থাকে। রাত্রিতে ঘুমাইয়া থাকিলে এই ক্রিমি বাহিরে আইসে। ঔষধ সেবনে এই ক্রিমির বিনাশ সাধন হয় না। “কোরাসিয়া” ভিজান জল দ্বারা গুহদেশে পিচকারী দিলে বিশেষ ফল হয়।

পলাশবীজের স্বরস মধুসহ অথবা পলাশবীজকক্ক ষোলসহ পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, কমলাগুড়ি ও হরীতকী চূর্ণ মিলিত ৮০ ভূই আনা মাত্রায় ষোল সহ পান করিলে পকাশয় ও আমাশয়জাত ক্রিমি নষ্ট হয়। ইহাকে বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ বলে। ক্রিমিমুদগররস আমাশয়জ ক্রিমিতে প্রয়োগ করিবে।

পকাশয়জাত ক্রিমিতে—মলভেদ, পকাশয়ে বেদনা, বিষ্টস্ত, কাশা, পকৃগতা, পাণ্ডুতা, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য ও গুহদেশে কণ্ডু হয়। যদি এই ক্রিমি আমাশয়ে উপস্থিত হয়, তবে মুখে, উদগারে ও নিম্নাসে পুরীষের গন্ধ অনুভূত হয়। মাষকলাই, পিষ্টক, অন্ন, লবণ, গুড়,

শাক প্রভৃতি হইতে এই ক্রিমি উৎপন্ন হয় । সুতরাং উক্ত ক্রিমিরোগে উল্লিখিত দ্রব্যসমূহ অপথ্য । পূৰ্ণোক্ত বিড়ঙ্গাদিচূর্ণ এবং ক্রিমিমুদগররস ইহাতে ব্যবহার করা যায় । মলভেদ থাকিলে, মূত্রাৱকাথ সহ ক্রিমিমুদগররস ব্যবহার করিবে । ইহাতেও শঙ্খবটী ও বৃহৎঅগ্নিকুমার ব্যবহার করা যায় । উদরাগ্নান থাকিলে, কীটমর্দনরস চূণের-জলসহ এবং মলভেদ থাকিলে মধু ও মূত্রাৱ কাথ বা উহার রস সহ সেবন করিবে ।

রক্তজক্রিমি—ইন্দ্রনুগ্ধ (টাক্) ও কুষ্ঠ উৎপন্ন করে । ইহারা রক্তবাহিরাবস্থিত রক্তमध्ये স্বল্পরূপে অবস্থিতি করে । এই ক্রিমি বিরুদ্ধভোজন, অজীর্ণভোজন এবং শাক, অন্ন প্রভৃতি রক্তদূষক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় । ইহাতে রক্তদূষকদ্রব্য সকল অপথ্য । এই রোগে রক্তপরিষ্কারক ও ক্রিমিনাশক ঔষধ ব্যবহার্য্য । কুষ্ঠরোগোক্ত অমৃতাস্কুরলৌহ, পঞ্চতিক্তনৃত, মাণিক্যরস, পারিভদ্রাবলেহ, সোমরাজী-তৈল, ও মরিচ্যাদিতৈল প্রভৃতি রক্তজক্রিমিনাশার্থ প্রয়োগ করিবে । রক্তদূষিত বয়িয়া যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন করে সেই ব্যাধির ব্যবস্থিত ক্রিমিনাশক ঔষধ সকল তত্তৎ রোগে প্রয়োগ করিবে ।

এই ক্রিমি দ্বারা ইন্দ্রনুগ্ধ উৎপন্ন হইলে মহাভৃঙ্গরাজতৈল (ক্ষুদ্ররোগোক্ত) বা চন্দনাৱতৈল ব্যবহার করিবে । ক্রিমি রোগীর জ্বর থাকিলে, বিড়ঙ্গাদিলৌহ হিতকর । বালকের জ্বর হইলেই ৩।৪ দিন পর প্রায়শঃ ক্রিমির উপদ্রব হইয়া থাকে । উহা অবহেলা করা উচিত নহে ; কারণ তাহাতে শেষে ক্রিমিবিকার আরম্ভ হইয়া রোগীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে । অতিমারেরও উদর অত্যন্ত আলোড়িত হইলে, বালকদিগের ক্রিমিবিকার হইতে দেখা যায় । জরে ক্রিমিবিকার হইলে তাহা অতিভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । যথা—মুখ হইতে লালানির্গম, পেটে বেদনা, প্রলাপ কথন, বমন, ভেদ, হঠাৎ শরীরের নিপ্পন্দতা, অকস্মাৎ শরীরের কোনও অংশের শীতলতা, আগ্রান, তন্দ্রা, শ্বাস, হিক্কা, পিপাসা ও বিবমিষা । রোগীর অবস্থা এইরূপ হইলে, হিমাঙ্গস্থলে সর্ষপতৈলসহ জায়ফলচূর্ণ মালিশ করিয়া স্বেদ দিবে এবং ক্রিমিমুদগররস, বৃহৎকস্তুরীতৈরব, কস্তুরীযুক্ত-মকরধ্বজ ও বিড়ঙ্গাদিলৌহ ব্যবহার করিবে । ইহাতে পারিভদ্রাবলেহ বা হরিদ্রাথও ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় । ক্রিমিরোগে হরিতাল বা সৈকোবিষখটিত ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে । আদ্য প্রভৃতি কটুদ্রব্য দ্বারা ক্রিমি উত্তেজিত হয় সুতরাং উহা অল্পপানার্থ বা পথ্যার্থ ব্যবহার করিবে না । মধুরদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, কটুদ্রব্য এবং পূৰ্ণোক্ত দ্রব্যসমূহ ক্রিমিরোগে অপথ্য । ক্রিমির ক্রিয়ায় অনেক বালক বালিকার দন্তে নিদ্রাবস্থায় শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে । তাদৃশ অবস্থায় পারিভদ্রাবলেহ বিশেষ উপকারী । বিড়ঙ্গ তৈল বা ধুস্তুর তৈল মালিশে মাথার ক্রিমি নষ্ট হয় । বিড়ঙ্গঘৃতপানে বহুকালের জীর্ণক্রিমি ও তজ্জনিত উপসর্গ দূর হয় ।

## তিক্তবটী ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, বিষ, পারদ, গন্ধক, চিতেমূল, পঞ্চলবণ, জীরে প্রত্যেক সমভাগ । কুঁচিলা সর্বসম । লেবুররসে ৭ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া বাটিয়া অর্ধ রতি বটী করিবে । অল্পপান—শীতলজল, চুণেরজল, পালিধাপত্রের রস, আনারসের পাতার রস, ইত্যাদি । ইহা দ্বারা নানাবিধ ক্রিমি, অল্পপিত্ত, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি প্রশমিত হয় ।

## ক্রিমি মুক্তার রস ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, শোধিত কুঁচিলা ৫ ভাগ, পলাশবীজ ৬ ভাগ জলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—আনারসের পাতার রস বা পালিধাপত্র রস ।

## কীট মর্দন রস ।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা, বায়ুনহাটী ৬ তোলা, একত্র মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—পালিধাপত্র রস, চুণের জল, মুতা ইত্যাদি ।

## বিড়ঙ্গাদি লৌহ ।

পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ, বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসম লৌহ, লৌহসহ সর্বদ্রব্যসম বিড়ঙ্গচূর্ণ, পালিধাপত্র রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে । অল্পপান—পালিধাপত্র রস, আনারসের পাতার রস ইত্যাদি । অজীর্ণ থাকিলে এই ঔষধ চুণের জল ও মিশ্রি সহ সেবন করিবে । হরিতাল উত্তমরূপ শোধন করিয়া ব্যবহার করা কষ্টব্য ।

## পালি ভদ্রাবলেনহ ।

পালিধাপত্র রস ৮ সের, চিনি ১২ সের, রস ১৮ সের, হরিদ্রাচূর্ণ ১২ সের । এই সমস্ত একত্রে পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতেমূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরে, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধব, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গ্রামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, তেউড়ী, দণ্ডীমূল, রেণুক, নিমছাল, সোমরাজী, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া দৃঢ় লেহ প্রস্তুত করিবে । মাত্রা ১০ হইতে ১০ তোলা । অল্পপান—শীতলজল । ইহাতে শীতপিত্ত, কৃষ্ঠ, কণ্ঠ, প্রভৃতি আরোগ্য হয় । ইহাকে কেহ ২ হরিদ্রাখণ্ড নামে অভিহিত করেন ।

## বিড়ঙ্গ তৈল ।

মূর্ছিত কটুতৈল ৮ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কঙ্কার্থ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত ১২ সের ।

## পুস্তুর তৈল ।

মূর্ছিত কটুতৈল ৮ সের, ধূতুরা পাতার রস ১৬ সের, ধূতুরা পাতা ১২ সের ।

### বিড়ঙ্গস্বত ।

স্বত ১৪ সের, বিড়ঙ্গ ১২ সের, হরীতকী ১২ সের, আমলকী ১২ সের, বহেড়া ১২ সের।  
পঞ্চকোল মিলিত ১২ সের, দশমূল মিলিত ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের।  
কন্ধার্থ—সৈন্ধব ১ সের। পাকান্তে প্রক্ষেপার্থ—চিনি ১ পোয়া।

## অন্ন পাণ্ডু কামলা ও হলীমক চিকিৎসা ।

অত্যন্ত অন্ন লবণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্য সেবনে প্রকৃপিতদোষ. রক্তকে দূষিত করিয়া স্বকের  
পাণ্ডুতা জন্মাইলে তাহাকে পাণ্ডুরোগ বলে। বাতাদিক-পাণ্ডুরোগে দ্রব কৃষ্ণবর্ণ হইলেও  
পাণ্ডুতাব বিদ্যমান থাকায় তাহাকেও পাণ্ডুরোগ বলা যায়। পাণ্ডুরোগ পিত্তপ্রধান ;  
সুতরাং সকল প্রকার পাণ্ডুরোগেই পিত্তরওষণ হিতকর এবং পিত্তবর্জক দ্রব্য অপব্য।

দারুহরিদ্রার কাথ. পটোলপত্ররস, গুলঞ্চরস. বা নিম্বপত্র রস, মধু মিশ্রিত  
করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগে বিরেচন বিশেষ হিতকর।  
রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে. রোগ সহ্য প্রশমিত হয় না। বিরেচনার্থ হরীতকীচূর্ণ  
ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিবে। অথবা তেউড়ীমূল চূর্ণ ১/২ হইতে ১০ সিকি তোলা, চূর্ণের  
দ্বিগুণ চিনি সহ সেবন করিবে। পাণ্ডুরোগে লৌহভক্ষ্য শ্রেষ্ঠ। লৌহভক্ষ্য ৭ দিন গোমূত্রে  
ভাবিত করিয়া ২১৩ রতি মাত্রায় দুগ্ধ সহ পান করিলে কফপ্রধান পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।  
পুরাতন মণ্ডুর অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই মণ্ডুর ঘৃত মধু  
সহ সেবন করিয়া ( ১০ আনা হইতে ১০ আনা মাত্রায় ) কিঞ্চিৎ দুগ্ধ অনুপান করিবে।  
ইহা দ্বারা বাবতীয় পাণ্ডুশোথ নিবারিত হয়। ফলত্রিকাদিকষায় পাণ্ডুরোগের ব্যাধি-  
প্রত্যয়নিক ঔষধ। ইহা বিরেচক। নবায়সলৌহও পাণ্ডুরোগের ব্যাধিপ্রত্যয়নিক ঔষধ।  
ইহা শোথযুক্ত পাণ্ডুতে সাদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, কামলা, শোথ,  
কুষ্ঠ, অর্শঃ ও হ্রদ্রোগ নিবারিত হয়। এই ঔষধ সূত্রাত এবং চরক উভয় গ্রন্থেই লিখিত  
হইয়াছে। ইহা পিত্তাদিক জীর্ণজরে এবং যকৃতে ব্যবহৃত হয়। যোগরাজ পাণ্ডুরোগের  
উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা পিত্তাদিক জরযুক্ত পাণ্ডুতে ব্যবহার করা হয়। লৌহপাত্রে চতুর্গুণ জল-  
সাধিত ক্ষীর পান করিলে পাণ্ডু, শোথ ও গ্রহণী নষ্ট হয়। দোণ-পুন্দী ( দণ্ডকলস ) রসের  
অঞ্জে কামলা নষ্ট হয়। বহেড়ার কাষ্ঠ দ্বারা পুরাতন মণ্ডুর দক্ষ করিয়া ৮ বার গোমূত্রে  
নির্ক্ষিপিত করিয়া চূর্ণ করতঃ মধু সহ লেহন করিলে কুস্তকামলা নষ্ট হয়।  
কামলা বড়ই আশঙ্কাজনক ব্যাধি। ইহাতে চক্ষু ও প্রস্রাব হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং  
ক্রমে হস্তপদাদি হলুদ আভা বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। প্লীহা ও যকৃতের দোষ হইতেই  
এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্লীহা ও যকৃতের দোষ বাহাতে উপশমিত  
হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। হলীমকে পাণ্ডু ও কামলানাশক চিকিৎসা বিধেয়।  
কারণ কামলার প্রাবল্যবাহাকেই হলীমক বলে। পাণ্ডুরোগে গুড়, চ্যাদিলৌহ,

পিত্তান্তকরস, মহাপিত্তান্তকরস ব্যবহার করা যাইতে পারে। শোথযুক্ত পাণ্ডুরোগে পুনর্নবামগুন্ন বিশেষ উপকারী। এই ঔষধ প্রীহোদরে বা যক্ষ্মাভ্যুদরে সাদরে ব্যবহৃত হয়। বজ্রবটকমগুন্নেও উক্ত রূপ ফল লাভ হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে ঘোল পান করা কর্তব্য। রোগ প্রবল বা পুরাতন অবস্থায় পরিণত হইলে, এবং উপরি লিখিত ঔষধে যদি ফল না দর্শে তবে ( জ্বর না থাকিলে ) দ্রাক্ষাঘৃত বিশেষ ফলদায়ক। ইহা দ্বারা কামলা, পাণ্ডু, জীর্ণজ্বর ও মেহ আরোগ্য হয়। কামলা না থাকিলে এবং ধাতু অত্যন্ত রুদ্ধ হইলে হরিদ্রাঘৃত প্রয়োগ করিবে। জ্বর থাকিলে নিশালৌহ ও নবায়স-লৌহ ব্যবহার্য। মৃত্তিকাজপাণ্ডুরোগে ( মৃত্তিকা খাইয়া যে পাণ্ডুরোগ জন্মে ) ব্যোষাঘৃত প্রয়োগ করিবে। অতিসারযুক্ত পাণ্ডুরোগে ত্রৈলোক্যসুন্দররস ব্যবহার্য। যক্ষ্মপ্রীহাদিসংযুক্ত আনাহ-পাণ্ডুতে যদি পিত্তাধিকা না থাকে, তবে পাণ্ডুপঞ্চানন প্রযোজ্য। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকে শোথ থাকিলে, পুনর্নবাতৈল মালিশ করা বিধেয়। ইহা দ্বারা উক্ত রোগসংযুক্ত জীর্ণজ্বর এবং শোথ নষ্ট হয়।

ফল ত্রিকাদি কষায়। যথা—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসকছাল, কটকী, চিরতা ও নিমছাল। শীতল হইলে তাহাতে ১০ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

### নবায়স লৌহ।

ত্রিফলা, ত্রিকটু ও ত্রিমদ ( বিড়ঙ্গ, চিতেমূল ও মৃত্তা ) প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ। মাত্রা—৪৫ রতি। অমুপান—গুড় ও মধু। এই ঔষধ গুলঞ্চের রস ও মধু সহ অথবা পটোলপত্র রস ও মধু সহ ব্যবহৃত হয়।

### শোপারাজ।

ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, ত্রিকটু মিলিত ৩ ভাগ, চিতেমূল ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ ১ ভাগ, শিলাজতু ৫ ভাগ, রৌপ্যমল ৫ ভাগ, ( অভাবে রৌপ্যভক্ষ ) স্বর্ণমাক্ষিক ৮ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, ব্রজত ৮ ভাগ, চিনি ৮ ভাগ, মধু দ্বারা মন্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটা করিবে। এই ঔষধ জীর্ণাশে ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহাতে কুলথকলাই, কাক-মাচীশাক ও কপোতনাংস বর্জন করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। অমুপান—মধু ও পটোলপত্র রস।

### পাণ্ডুশোথের—পুনর্নবামগুন্ন।

পুনর্নবাম, তেউড়ীমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতেমূল, কড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দণ্টী, চই, ইন্দ্রযব, কটকী, পিপুলমূল, মৃত্তা, প্রত্যেক সমভাগ, অঞ্জন সদৃশ পুরাতন মগুন্ন সর্বসিঞ্চণ। পাকার্থ—গোমূত্র—মগুন্নের ৮ গুণ। পাক শেষ হইলে ঔষধ সিক্তভাবে রাখিবে। অমুপান—গরমজল। ইহা দ্বারা উদর, আনাহ, শোথ, গুল্ম, প্রীহা ও যক্ষ্ম আরোগ্য হয়।

### বজ্রবটিক মণ্ডুর ।

পঞ্চকোল, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মূতা মিলিত ৩ পল, পূর্ববৎ মণ্ডুর ৬ পল, গোমূত্র মণ্ডুরের ৮ গুণ ; ঘণীভূত হইলে নামাইয়া ৥০ তোলা মাত্রায় ঘোল সহ সেবন করিবে । ঔষধ সেবন কালে যথেষ্ট পরিমাণ ঘোল পান করা আবশ্যক ।

### দ্রাক্ষা স্নাত ।

স্নাত ৮ সের, কিস্মিস্ ৮ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের । এইস্নাত বৎসরাতীত পুরাতন হওয়া আবশ্যক । কেহ ২ ইহাতে ১৬ সের দুগ্ধ দিয়া পাক করিয়া থাকেন ।

### হরিত্রা স্নাত ।

মহিবী স্নাত ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কঙ্কার্থ—হরিত্রা, ত্রিফলা, নিম, বেড়েলা ও ষষ্টিমধু মিলিত ৮ সের লইয়া যথাবিধি পাক করিবে । অল্পপান—দুগ্ধ ।

### মুক্তিকাজ পাণ্ডুরোগে—ব্যোমাদ্য স্নাত ।

স্নাত ৮ সের, কঙ্কার্থ—ত্রিকটু, বেলতুঁঠ, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্নবা, গীতপুনর্নবা, মূতা, লৌহতাম্র, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাতি ও বামুনহাটী মিলিত ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ ঘোল সের ।

### কামলার নিশালৌহ ।

হরিত্রা, দারুহরিত্রা, ত্রিফলা ও কটকী প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বসম । মাত্রা—৪।৫ রতি । মধু ও গুলঞ্চের রস সহ সেবা ।

### ত্রৈলোক্য সুন্দর রস ।

পারদ ১ তোলা, অন্ন ৬ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চসার প্রত্যেক ৫ ভাগ, ত্রিফলাকাথে ১০ দিনে ২০ বার, পরে সজ্জিনা ও চিতেমূল রসে পৃথক ২ আটবার ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অল্পপান—চিনি ও মধু ।

### পাণ্ডু পঞ্চানন রস ।

লৌহ, অন্ন, তাম্র, প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চই, কৃষ্ণজীরে, চিতেমূল, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, তেউড়ীমূল, মানমূল, ইন্দ্রযব, কটকী, দেবদারু, বচ ও মূতা প্রত্যেক ২ তোলা, মণ্ডুর সর্বসম লইয়া মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্রে পাক করিবে । প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিয়া সিদ্ধ হইলে লৌহ, অন্ন ও তাম্র প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ হইবার কালে পূর্বলিখিত ত্রিকটু প্রভৃতি দ্রব্য মিলাইয়া নামাইবে । মাত্রা ১০ সিকি হইতে ৥০ তোলা পর্য্যন্ত । অল্পপান—গরম জল ।

### পুনর্নবা তৈল ।

তৈল ৮ সের, কাথার্থ—পুনর্নবা ১২ ৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কঙ্কার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাকড়াশুঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিত্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরে, এলাচি, দারুচিনি, পয়াকার্ট, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা ।



পথ্য—তিক্তদ্রব্য, গটোল, ডুমুর, কচিবেগুন, বেত্রাগ্র, যুগডাল, মশুরডাল, সৈন্ধব ইত্যাদি ।

অপথ্য—অন্ন, লবণ, মৎস্য, শাক, দধি, ক্ষারদ্রব্য, নবান্ন, গুরুপাক দ্রব্য ইত্যাদি ।

## অথ রক্তপিত্ত চিকিৎসা ।

এই ব্যাধি, পাণ্ডুরোগের ন্যায় পিত্তপ্রধান । সূত্রাং পাণ্ডুরোগের পর রক্তপিত্তচিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে । অত্যন্ত রৌদ্র, ব্যায়াম ও পশুপর্ষাটন দ্বারা অথবা তীক্ষ্ণবীৰ্য্যমরিচাদি দ্রব্য, ক্ষার, লবণ ও অন্নাদিদ্রব্য সেবনদ্বারা, বিদাহতাপ্রাপ্ত প্রকৃপিতপিত্ত, রক্তকে দূষিত করিয়া রক্তপিত্ত উৎপন্ন করে । পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ বাতীত রক্তপিত্ত হইতে পারে না । ইহাতে শীতবিধি অবলম্বনীয় । উল্লিখিত যাবতীয় দ্রব্য এই রোগে অপথ্য । পিত্ত ও রক্ত উভয়েই আয়েয় ; সূত্রাং পিত্তহারক শীতলদ্রব্য সেবনে রক্তের প্রকোপ ও প্রাবল্য নষ্ট হইয়া পীড়ার উপশম হইয়া থাকে । এই ব্যাধিতে রক্ত ও পিত্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া অতিশয় উষ্ণতা ধারণ করে । রক্তপিত্ত ৩ ভাগে বিভক্ত । উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত—মূখ, নাসা, কর্ণ ও চক্ষুদ্বারা, অধোগত রক্তপিত্ত—মেট্র ও যোনি দ্বারা এবং মধ্য প্রকার রক্তপিত্ত উর্দ্ধ ও অধোদ্বারদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন সমস্ত লোমকূপ দ্বারাও রক্তপিত্তের রক্ত ক্ষরিত হইতে পারে । রক্তপিত্তের রক্ত—রক্ত কি অল্প পদার্থবিশেষ, তাহা বিশেষরূপে অবধারণ করা কর্তব্য । যদি উহা রক্ত হইত, তবে যে রোগীর  $\frac{1}{16}$  সের বা  $\frac{1}{16}$  পোয়া পরিমাণ স্রাব হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ মূর্ছা, অত্যন্ত অবসন্নতা, শরীর স্ফূর্ণন, ক্ষয় নিবন্ধন বাতব্যাধি অথবা মৃতা হইতে পারিত । সূত্রাং উহা সম্পূর্ণ রক্ত নহে । চরকে রাগপরিপ্রাপ্ত পিত্তকেই রক্তপিত্ত কল্পনা করতঃ কৰ্ম্মধারয় সমাসে উহার ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে । যক্ষ্ম ও প্লীহস্থানে পিত্ত, রক্তকে দূষিত করে ; তৎপর দূষিত রক্তদ্বারা উহা রঞ্জিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । এই জন্ম রক্তপিত্তের রক্ত বিরূতভাবে দৃষ্ট হয় । তদনন্তর, রক্তপিত্তের উদ্ভাবদ্বারা দ্রবধাতু স্থিতিভূত হইয়া বিলোমমার্গদ্বারা স্রুত হয় এবং সেই বেদদ্বারা পিত্তের দ্রবাংশ আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । এই রক্তরঞ্জিতদ্রবাংশই অবশেষে নির্গত হয় । প্রকারান্তরে এইরোগে সমস্ত ধাতুই হীনভেজবিশিষ্ট হয় বলিয়া, ধাতুপোষক ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য । ইহাতে প্লীহা যক্ষ্মের ক্রিয়াও বিরূত ভাবাপন্ন হয় । রক্তপিত্তের প্রবৃদ্ধাবস্থায় রোগীর শরীরের প্রায় সমুদায় রক্তই দূষিত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় প্রায়শঃ রোমকূপ দ্বারা রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায় । যক্ষ্মপ্লীহস্থানস্থিত, পিত্তের বিরূতি শোধনার্থ বিশেষরূপ যত্ন করিবে । সূত্রাতের মতে দ্বন্দ্বসমাসে রক্তপিত্ত ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত নহে । যেহেতু, দ্রবাংশে অণু ভাবে রক্ত ও মিশ্রিত থাকে । রক্তপিত্তে রক্ত ও পিত্ত উভয়েই ব্যাধির প্রধান উপকরণ, সূত্রাং দ্বন্দ্বসমাসের ব্যুৎপত্তি ও সমীচীন । আমদোষ থাকিলে রক্তপিত্তের প্রকোপ, প্রবল হইয়া থাকে । তজ্জন্ম লঘুপথ্য দ্বারা রোগীকে

লজ্জিত করা কর্তব্য । রোগী বলবান্ হইলে এবং আহারে সামর্থ্য থাকিলে হঠাৎ রক্তবদ্ধ করা বিধেয় নহে । কারণ হঠাৎ রক্তবদ্ধ হইলে জ্বর, প্রীহা, গুন্ধ্য হ্রোগ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ জন্মিতে পারে । উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত কফসংস্থষ্ট । অক্ষীণবলমাংসায় উর্দ্ধগরক্ত-  
পিত্তীকে, প্রথমতঃ পূর্বোক্তরূপ লজ্জিত করিয়া তৎপর তর্পণ ও বিরেচন করাইবে । যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে শরীর তর্পিত ( স্নিগ্ধ শীতল ) হয় তাহাকে তর্পণ বলে । খেঁয়ের ছাতু, জল, ঘৃত ও মধু পরিমিতরূপ গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করতঃ দ্রব্য তরলভূত অবস্থায় সেবন করিলে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় । পিত্ত, সাম্যবস্তাপ্রাপ্ত হইলে, দোষ কফস্থ হইলে বা ব্যাধি স্নিগ্ধোষ্ণনিদানজ হইলে পূর্বোক্তরূপ লজ্জন দেওয়া ব্যবস্থেয় এবং এতদ্বিন্ন অবস্থায়. তর্পণ হিতকর । খর্জুর, কিসমিস, যষ্টিমধু ও পরুষফলসামিত অর্দ্ধশূত কষায়সম্পাদিত সশর্কর লাজ্জশক্তু (খেঁয়ের ছাতু) সেবনে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । ইহা রক্তপিত্তব্যাধিপ্রত্যনীক পথ্য । বিরেচনার্থ—ত্রিস্রতাদি মোদক ব্যবহার করিবে ।

### ত্রিস্রতাদি মোদক ।

তেউড়ীমূল, ত্রিফলা. পিপুল ও মধু প্রত্যেক সমভাগ, চিনি সর্বদ্বিগুণ লইয়া যথাবিধি পাক করিবে । মাত্রা ১০ তোলা । অমুপান—দুগ্ধ ।

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে কদাচ বমন এবং অধোগরক্তপিত্তে কদাচ বিরেচন করাইবে না । অধোগরক্তপিত্তে আবশ্যক হইলে চিনি, মধু ও মদনফলমিশ্রিত মধুপান করাইয়া বমন করান উচিত । দ্রবদ্রব্যআলোড়িত শক্ত্যুকে অমু বলে । দ্রবদ্রব্যের অমুক্তি থাকিলে সর্বত্রই জল প্রযোজ্য । রক্তপিত্তে সর্বত্রই লাজ্জশক্তু ব্যবহার্য্য । বামক দ্রব্যের মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ । রক্তপিত্তে বাসকের গুণ অধিতীয় এবং ইহা ব্যাধিবিপরীত ঔষধ । অতিসারোক্ত শালপর্ণ্যাদিসিদ্ধপেয়া ইহাতে পথ্য । মূতা, ক্ষেত্রপল্লী, বেণামূল. রক্তচন্দন ও বালাসামিত শীতলপানীয় রক্তপিত্তীর পক্ষে হিতকর । রোগী অত্যন্ত দুর্বল, শুষ্কমাংস. বালক. বৃদ্ধ, শোষাদিত বা অবম্য ও অবিরেচ্য হইলে রক্তস্তম্ভন ঔষধ দ্বারা সত্ত্বর রক্তশ্রাব বন্ধ করিবে । ইহাদের শ্রাব উপেক্ষণীয় নহে । উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে পুটপাক দ্বারা উৎস্নিগ বাসকপত্রেরস মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বা কোমল বাসকপত্রেরস বা কষায় পান করিলে রক্তশ্রাব শীঘ্র নিবারিত হয় । বাসাদিকষায় পানে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নষ্ট হয় । কাকডুমুরের ( ধোকসা ডুমুরের ) স্বরস মধুসহ পান করিলে অধোগত রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে । মদয়ন্তী মূলের ( কাঠমুলিকা মূলের ) কাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও অধোগরক্তপিত্ত নষ্ট হয় । কাতোষণরক্তপিত্তে ছাগ বা গব্যদুগ্ধ ৫ গুণ জলে কথিত (সিদ্ধ) করিয়া মধু ও চিনিসহ পান করিবে । স্বল্পপঞ্চমূলীসামিত দুগ্ধ. চিনিমধুসহ পান করিলেও আন্ত রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় । মূত্রমার্গগ রক্তপিত্তে ত্রাণাদির অন্যতম দ্রব্যদ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া ঘৃত ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ।

দ্রাক্ষাদি । অথা—দ্রাক্ষা, পর্ণিনীচতুষ্টয় (শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী) বেড়েলামূল, ষষ্টিমধু, গোকুর ও শতমূলী ।

পক যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, পিণ্ডিথেজুর বা দ্রাক্ষা ইহাদের মধ্যে কোন একটীর চূর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে উপরোক্ত রক্তপিত্তের বিশেষ উপকার হয় । পাকা যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ, মধু বা পুরাতন ইক্ষুগুড়সহ লেহন করিলে নাসারক্তস্রাব নিবারিত হয় । মধুর অভাবে অথবা কোনও অবস্থাতেই মধু অপ্রযোজ্য হইলে, উহার পরিবর্তে অবস্থা বিশেষে চিনি বা চিনির জল, বকফুলের রস, কদলী ফুলের রস বা পুরাতন গুড় ব্যবহার করিবে । খদির, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতকাশন বা মূল ইহাদের অন্যতমের পুষ্পচূর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে নানা-বিধ রক্তপিত্ত নষ্ট হয় । বাসকপত্র রণে ৭ বার ভাবিত হরীতকী বা পিপ্পলীচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয় । ইহা শ্লেষ্মাস্থবন্ধ রক্তপিত্তের ঔষধ । মেট্রগত রক্তপিত্ত অতিশ্রুত হইলে উত্তরবস্তি ও তৃণপঞ্চমূলসান্বিত ছন্ধ বিশেষ হিতকর । কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, উলুমূল ও ইক্ষুমূল এই ৫টি মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে । নাসারক্ত দ্বারা রক্তস্রাব হইলে, প্রথমতঃ নাসাদ্বারা স্নানীতল জল টানিবে, শীতল বাতাস করিবে ও মাথায় শীতল জল দিবে । এই ক্রিয়া দ্বারা অকৃতকার্য হইলে—দুর্কার রস, দাড়িমফুলের রস, আমআঠির শাঁসের রস অথবা চিনিবৃক্ত ইক্ষুরসের নস্ত লইবে । দুর্কারস নাসাগতরক্তপিত্তে অদ্বিতীয় । আমলকী ঘূতে জৈমং তাজিয়া, বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে উর্দ্ধগত রক্তস্রাব সঙ্গর নিবারিত হয় । রক্তপিত্তের প্রকোপে নিশ্বাস লোহগন্ধী এবং উদগার রক্তগন্ধী হইলে, দ্বিগুণ চিনিসহ কৃষ্ণজীরক চূর্ণ জলদ্বারা বাটিয়া ১০ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে । উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে বমন ও তৎসহ রক্তস্রাব থাকিলে এলাদিগুড়িকা ব্যবহার করা কর্তব্য । ইহা উরঃক্ষত নিবারক । এজন্য যক্ষ্মাতেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে । জ্বর না থাকিলে কুস্মাগুথঃ প্রয়োগ করিবে । এই প্রসিদ্ধ ঔষধ বল্যঃ ৬ রসায়ন । কাস বা শ্বাসযুক্ত রক্তপিত্তে বাসাকুস্মাগুথঃ ফলপ্রদ । বাতপ্রধান উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে শ্বাসাদিকা থাকিলে বৃহৎ বাসাবলেহ বা বাসাথঃ প্রযোজ্য । ইহা অধোগত রক্তপিত্তে ব্যবহার্য্য নহে । থণ্ডকাদ্য লৌহ রক্তপিত্তের অদ্যুৎকৃষ্ট ঔষধ । বিশেষতঃ যক্ষ্মাগুগত বা জ্বরসংস্থষ্ট রক্তপিত্তে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ । এই ঔষধ দাতৃ পোষক । রক্তপিত্তে পিত্তজ্বরের প্রলেপাদি এবং সংশমন ঔষধ ব্যবহার করা যায় । রোগী অত্যন্ত ক্লেশ এবং দুর্বল হইলে যদি অগ্নিবল থাকে, তবে (চরকের) ক্ষতক্ষীণ অধিকারোক্ত অমৃতপ্রাশন্যূত ব্যবহার করাইবে । জ্বর থাকিলে ঘৃত প্রয়োগ নিষিদ্ধ । দুর্বাদ্যঘৃত সর্বপ্রকার রক্তপিত্তেই ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহা রক্তপিত্তের ব্যাধিপ্রত্যক্ষ ঔষধ । সূতরাং জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে সর্বা-বদ্বাতেই ইহা প্রযোজ্য । রক্তপিত্তে কোনও উপসর্গ না থাকিলে বাসায়ূত এবং দাহাদি উপসর্গ থাকিলে বৃহৎশতাবরীঘৃত ও সপ্তপ্রস্থঘৃত উপকারী । বৃহৎশতাবরীঘৃত রক্তপ্রদরেও ব্যবহৃত হয় ; ইহা, অধোগত রক্তপিত্তে মহোপকারী । যক্ষ্মাগুগত

রক্তপিত্তে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণকন্দেহধাতু হইলে কামদেবঘৃত ব্যবহার করিবে । ইহা পুষ্টিকর ও ধাতু বর্দ্ধক । রোমকুপাম্বুগ রক্তপিত্তে হ্রীবেবাদিতৈল বর্দ্ধন বিশেষ ফলপ্রদ এবং ইহা শ্লেষ্মা প্রধান অবস্থায় বিশেষ উপযোগী । রসঘটিত ঔষধ অপেক্ষা উল্লিখিত ঔষধ সমূহ রক্তপিত্তে অধিক কার্য্যকারী, তবে জ্বর থাকিলে বা প্লীহযক্ৰুৎস্থান বিকৃত হইলে অথবা রোগী অজীর্ণাক্রান্ত হইলে রসঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্তব্য । যকৃতের ক্রিয়া ধারাপ থাকিলে অর্কেশ্বররস ব্যবহার্য্য । রক্তপিত্তান্তকরস ব্যাধিপ্রত্যনৌক ঔষধ ; সুতরাং রসঘটিত ঔষধের মধ্যে এই ঔষধ শ্রেষ্ঠ । ইহা সকল প্রকার রক্তপিত্তেই ব্যবহৃত হইতে পারে । এই ঔষধ রক্তপ্রদরে, রক্তার্শে, মেট্রগত রক্তপিত্তে, পৈত্তিকজ্বরে, পৈত্তিকদাহে ও গুদগত রক্তে অনুপান ভেদে প্রযোজ্য ।

পিত্তাধিক রক্তপিত্তে জ্বর এবং দাহাদি উপসর্গ থাকিলে শতমূল্যাদিলৌহ প্রয়োগ করিবে । প্রমেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও কুষ্ঠাদি রোগযুক্ত রক্তপিত্তী উর্দ্বারাসব ব্যবহার করিবে । মরুদেশজাত মৃগ বা পক্ষীর রক্ত মধুসহ লেহন করিলে উর্দ্ধগরক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারিত হয় । অধোগ রক্তপিত্তে কুটজাক্ষতক এবং রক্তপ্রদর নিবারক যোগসমূহ অবস্থান্তমারে প্রযুক্ত হইতে পারে । ইহাতে রক্তচন্দনাদিকষায় বিশেষ ফলপ্রদ । মূত্রমার্গগ সশূলরক্তপিত্তে পর্ণিনীচতুক্ষয় অথবা শতমূলী ও গোক্ষুরসাধিত দুগ্ধ পান করিবে । ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । নাসাপ্রবৃত্তরক্তপিত্তের রক্তস্রাব নিবারণার্থ যে বাহ্যক্রিয়া বলা হইয়াছে, কর্ণাদিগত রক্তপিত্তেও সেই ২ ক্রিয়া অবলম্বনীয় । পরন্তু, আত্যন্তর ঔষধ সর্বত্র সমান । আতিমশ্ণ শাণ্ডাচূর্ণ ঘৃত ও মধুসহ লেহন করিলে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও উৎকৃত আরোগ্য হয় । মাত্রা ১০ সিকি । ধান্যকাদিশীতকষায় সেবনে রক্তপিত্তের দাহ এবং হ্রীবেবাদিকষায় পানে উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত নিবারিত হয় । কেবল, বাসককাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে যেমন সর্ববিধ রক্তপিত্তের রক্তস্রাব প্রশমিত হয়, তজ্জপ লাম্বার কাথ বা চূর্ণ অথবা শীতকষায় মধু সহ সেবন করিলেও যাবতীয় উর্দ্ধগরক্ত নিগৃহীত হয় ।

রক্তপিত্তরোগীর রক্ত যদি দুর্গন্ধ বা পূরযুক্ত কিম্বা ঘোর ক্লষ্ণবর্ণ হয় এবং জ্বর কাস, বৃকের বেদনা মুচ্ছা প্রভৃতি নানা উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে, তবে অনেকস্থলেই আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয় ।

শতমূল্য কাম্বুজ । শতমূল্য—পক যজ্ঞডুমুর, পেস্তা বাসকছাল ও বেণামূল । ইহাতে উর্দ্ধগরক্তপিত্ত সত্ত্বর আরোগ্য হয় ।

লাঙ্গাদি কাম্বুজ ।

বাসকছাল, কিসমিস, হরিতকী । প্রক্ষেপার্থ—চিনি ও মধু মিলিত ১০ তোলা ।

এলাচিগুড়িক ।

এলাচি, তেজপাত ও দারুচিনি প্রত্যেক ১ তোলা, পুরাতন পিপ্পল ৪ তোলা, চিনি,

ষষ্টিমধু, পিণ্ডিধেজুর, কিস্মিস্ প্রত্যেক ৮ তোলা। মাত্রা ৭০ আনা। ইহা দ্বারা উরঃকতও নিবারিত হইয়া থাকে। অম্বুপান—মধু।

### কুম্মাণ্ডশস্ত্রং ।

ঝক এবং আঠিশূত্র কুম্মাণ্ড, জলে সিদ্ধ করিবে। পশ্চাৎ আঁচড়াইয়া শিলাপিষ্ট করতঃ কাপড়ে নিঙ্ড়াইয়া রস বাহির করণানন্তর ঐ রস পৃথক্ ভাবে রাখিবে। পরে শিলাপিষ্ট ঐ কুম্মাণ্ডশস্ত্র রোদ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া ১২॥ সের লইয়া তাম্রপাত্রে ৮ সের ঘৃত সহ ভর্জিত করিবে। তৎপর উহা মধুবর্ণ হইলে, উক্ত বস্ত্র নিপীড়িত রস ১৬ সের মধ্যে ১২॥ সের চিনি মিশাইয়া একত্রে পাক করিবে। অথবা—ঝক্ এবং আঠিশূত্র কুম্মাণ্ড জলে সিদ্ধ করিয়া কুম্মাণ্ডশস্ত্র ১২॥ সের গ্রহণ করিবে। পরে আঁচড়াইয়া শিলাপিষ্ট করতঃ কাপড়ে নিঙ্ড়াইয়া রস বাহির করিবে এবং কুম্মাণ্ড শস্ত্র রোদ্রে ঈষৎ শুষ্ক করিয়া ৮ সের ঘৃত দ্বারা তাম্রপাত্রে ভর্জিত করিবে এবং মধুবর্ণ হইলে, উক্তরস ও ১২॥ সের চিনিসহ পাক করিবে। ইহার যে কোন প্রকারে পাকসিদ্ধ করিয়া, যখন ঘৃত রীতিমত্ দ্রব্য মধ্যে বিলীন হইবে তখন নিম্ন-লিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ঔষধে অঙ্গুলিচিহ্ন উথিত হইলে পাক সিদ্ধ হইল জানিবে; ইহার পাক শুড়পাকের স্থায়। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য। যথা—পিপুল, শুঠ, জ্বারে প্রত্যেক ২ পল, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, মরিচ, ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। এই প্রসিদ্ধ ঔষধ মধুদ্বারা মাড়িয়া ছাগদুগ্ধসহ সেব্য।

### বাসাকুম্মাণ্ডশস্ত্রং ।

সিদ্ধ কুম্মাণ্ড হইতে রস নিঙ্ড়াইয়া শুক করতঃ ঐ কুম্মাণ্ডশস্ত্র ৫০ পল বা ৬০ সের লইবে। তৎপরে ৮ সের ঘৃতদ্বারা উহা তাম্রপাত্রে পূর্ববৎ ভর্জিত কারয়া যখন মধুবর্ণ হইবে, তখন ৬০ সের বাসকের কাথে ১২ সের চিনি গুলিয়া তৎসহ পাক করিবে এবং পূর্ববৎ উপযুক্ত সময়ে নিয়োক্ত দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ্য বস্ত্র। যথা—মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বায়ুনহাটী, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত প্রত্যেক ২ তোলা, এলবালুক, শুঠ, ধনে, মরিচ প্রত্যেক ৮ তোলা, পিপুল ৮ সের। মাত্রা ॥০ তোলা। মধুদ্বারা মাড়িয়া ছাগদুগ্ধসহ সেব্য। কুম্মাণ্ডশস্ত্রিত এই ২টা ঔষধে কুম্মাণ্ড যত পুরাতন, বর্জিত ও কঠিন হইবে, ততই ঔষধ উপকারী হইবে। এই ঔষধদ্বয়ে অন্ততঃ বৎসরাতীত কুম্মাণ্ড গ্রহণীয়।

### বাসাশস্ত্রং ।

বাসকছাল ১২॥ সের, পাকার্থ জল ২॥০ মণ, শেষ ২৫ সের, চিনি ১২॥ সের। একত্র পাক করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট হইলে, হরীতকী চূর্ণ ৮ সের প্রক্ষেপ দিয়া গাঢ় আলোড়ন করিবে। আসন্নপাকে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগ-কেশর প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইয়া নামাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। এই ঔষধ মধুদ্বারা মাড়িয়া ছাগদুগ্ধসহ সেব্য।

### খণ্ডকাদ্য লৌহ ।

শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসা, মুণ্ডিরী, বেড়েলামূল, তালমূলী, খদির, ত্রিফলায়ক্, বায়ুনহাটী, কুড় প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের, মনঃশিলা বা স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা মারিত লৌহভস্ম ১১ সের, চিনি ১১ সের, ঘৃত ২ সের একত্রে যথাবিধি তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাকের মধ্যাবস্থায় শিলাজতু ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। পরে, আসন্ন পাকে বংশলোচন, দারুচিনি, কাঁকড়াশুলী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, তুঁঠ, জীরে প্রত্যেক ৮ তোলা, ত্রিফলা, ধনে, তেজপাত, মরিচ, নাগকেশর প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সুন্দররূপ মছন করতঃ শুভবৎ পাক করিবে। পাকান্তে এই ঔষধ স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১০ হইতে ১০ সিকি। ইহা মধুদ্বারা মাড়িয়া দুগ্ধসহ পান করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ পথ্যরূপে ব্যবহার করিবে। ছাগ, পারাবত, তিস্তির, কুরঙ্গ প্রভৃতির মাংস, নারিকেলজল, দুগ্ধ, স্নিগ্ধ ও বোধোশাক, পটোল, রুহতীফল, কচিবেগুন, পক ও সুস্বাদু আম, স্নিগ্ধ খেজুর ও দাড়িম। এই ঔষধ ব্যবহার কালে ককারাদি খাবতীয় দ্রব্য এবং আনুপ মাংস (মৎস্তাদি) ত্যাগ করিবে। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, শীতপিত্ত, পাণ্ডু, ক্ষয়কাস, আনাহ, অগ্নিপিত্ত ও নানাবিধ রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়। যে সমস্ত আহারীয় জিনীসের প্রচলিত নামের প্রথম অক্ষর “ক” তাহাকে ককারাদি বলে।

### দুর্ঝাদ্য ঘৃত । (প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ)

মুর্ছিত ছাগ ঘৃত ১৪ সের, কন্ধার্ব—দুর্ঝামূল, উৎপল কেশর (খদির কেশর), মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন বেণামূল, মুতা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা, পাকার্ব—দাউদকানি চাউল ১৪ সের ১৬ সের জলে মর্দন করিয়া ছাঁকিয়া ১৬ সের জল গ্রহণ করিবে। ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। মাত্রা ১০ তোলা, হইতে ১ তোলা। অল্পপান—ছাগ বা পর্ব্যদুগ্ধ। এই ঘৃত পান করিলে—রক্তবমন, নাসিকা দ্বারা নস্ত লইলে—নাসা-শ্রাব, কর্ণপূরণে—কর্ণশ্রাব, নেত্রপূরণে—নেত্রশ্রাব, বস্তিকশ্মদ্বারা—মেত্র দ্বারা রক্তশ্রাব ও অভ্যঞ্জে—গোমকূপ হইতে রক্তশ্রাব নিবারিত হয়। এই ঘৃত অতীব প্রসিদ্ধ ও দৃষ্টফল বিশিষ্ট।

### বাসাস্থত ।

ঘৃত ১৪ সের, কাথার্ব—বাসকের শাখা, পত্র ও মূল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। কন্ধার্ব—বাসক পুষ্প ১১ সের। ইহা মধুসহ লেহ।

### সপ্তপ্রস্থ সূত ।

ঘৃত ১৪ সের, পাকার্ব—শতমূলী রস ১৪ সের, বালার কাথ ৪ সের, ট্রাক্ষার কাথ ৪ সের, ভূমিকুয়াগুরস ১৪ সের, ইক্ষুরস ১৪ সের, আমলকীকাথ ১৪ সের; কন্ধার্ব—চিনি ১১ সের সহ যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১০ সিকি হইতে ১০ তোলা। অল্পপান—

দুগ্ধ । ইহাতে রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, পিত্তশূল, উষ্ণবাত, রক্তপ্রদর, হস্ত্রোগ ও যক্ষ্মা আরোগ্য হয় । ইহা বলকর ও ধাতুপোষক ।

### ব্রহ্ম শতাবলী সূত্র ।

সূত্র ১৪ সের, শতমূলী রস ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের । কঙ্কার্থ—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ কিস্মিস, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষানী, ভূমিকুয়াণ্ড ও রক্তচন্দন মিলিত ১ সের । প্রক্ষেপ্য—মধু ও চিনি মিলিত ১ সের । মাত্রা ১০ তোলা । অন্নপান—দুগ্ধ । ইহা দ্বারা অঙ্গদাহ, পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি নষ্ট হয় ।

### কামদেব সূত্র ১ (বলো-রক্ষ্য-রসাস্ত্রন) ।

সূত্র ১৪ সের, অম্বগন্ধা ১২ সের, গোকুর ৬ সের, শতমূলী, ভূমিকুয়াণ্ড, শালপাণি, বেড়োলা প্রত্যেক ৬ সের, অম্বথগুজ, পদ্মলীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারী ফল, মাষকলাই প্রত্যেক ১০ পল, জল ৪ দ্রোণ ( ৬৪ সেরে ১ দ্রোণ ) শেষ ১ দ্রোণ । কঙ্কার্থ—দ্রাক্ষা, পয়কণ্ঠ, কুড়, পিপুল রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুণ্ঠীবীজ, নোলোৎপল, অনন্তমূল, শ্রামালতা মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি ১ পোয়া, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের লইয়া যথাবিধি পাক করিবে । মাত্রা ১০ তোলা । ইহা দুগ্ধ সহ সেব্য । এই ঔষধ উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, পার্শ্বশূল ও মূত্রকৃচ্ছ নাশক ।

### জীবেরাদি তৈল ।

তৈল ১৪ সের, লাক্ষারক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৪ সের বালা, বেণামূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপাত, নাগকেশর, বেলগুঁঠ, মুতা, শর্টা, রক্তচন্দন, আকনাদিপাতা, ইন্দ্রযব, কুটজছাল, ত্রিফলা, গুঁঠ, রয়নাছাল, আমের আঠা, জামের আঠা, রক্তোৎপলমূল প্রত্যেক ২ তোলা । যথাবিধি পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিবে ।

### অর্কেশ্বর রস । ( শত্রুতশোধক )

তাম্র, বঙ্গ, অন্ন, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, গুলঞ্চের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করিবে । মাত্রা ২—৪ রতি । অন্নপান—বাসক ও ভূমিকুয়াণ্ডের রস ।

### রক্তপিত্তাস্তক রস । ( ব্যাধিপ্রত্যানীক )

অন্ন, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রসতালক ( অভাবে শোধিত হরিতাল ) ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, যষ্টিমধু, কিস্মিস ও গুলঞ্চেরকাথে ১ দিন গাঢ়মর্দন করিয়া ৩ রতি বটা করিবে । কেহ ২ উক্তকাথে ভাবনা দিয়া বটা করেন । ভাবনা দিলে বীর্যোৎকর্ষ হইবে সন্দেহ নাই ।

এ তালক প্রস্তুত বিধি । অর্থ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, দারুম্ব্য একত্র মর্দন করিয়া বালুকা যন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিয়া যে পীত পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহাকেই রসতালক বলে । ঔষধের অন্নপান—চিনি ও মধু । এই ঔষধ বাসকপত্ররস ও

মধু প্রভৃতি অনুপানেও ব্যবহৃত হয় । ইহা দ্বারা জ্বর, দাহ, পিপাসা, শোথ, উরঃকৃত ও নানাবিধ রক্তপিত্ত নষ্ট হয় ।

### শতমূল্যাদি লৌহ ।

শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগকেশর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, কৃষ্ণতিল প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বসম । মাত্রা ১০ আনা হইতে ১০ আনা । অনুপান—বাসকরস ও মধু ।

### উশীরাসব ।

বেণামূল, বালা, পদ্মমূল, গাস্তারীছাল, নীলোৎপল প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দূরালভা, আকনাদি পাতা, চিরতা, বটছাল, যজ্ঞডুমুরছাল, শটী, ক্ষেত্রপল্লী, পটোলপত্র, জামছাল, মোচরস, শ্বেতপদ্ম, রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল । এইসমস্ত দ্রব্য জটামাংসী ও মরিচচূর্ণ দ্বারা ধূপিত পাत्रে সূচুর্ণিত করিয়া ক্ষেপণ করিবে ; পরে দ্রাক্ষা ২০ পল, অর্দ্ধ-কুণ্ডিত ধাইকুল ১৬ পল, চিনি ১২৥ সের, মধু ৬। সের প্রক্ষেপ দিয়া ১২৮ সের জলে উত্তম রূপ আলোড়ন করতঃ পাত্রের মুখ বদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে । পরে ছাঁকিয়া ২৥০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে ।

চন্দনাদি কষায় । মতী—রক্তচন্দন, বেলগুঠ, আঠৈতব, কুটজছাল ও বাবলার আঠা মিলিত ২ তোলা, ছাগছন্ধ ১৬ তোলা, জল ১ সের, শেষ ১৬ তোলা, ছাঁকিয়া পান করিবে ।

ধান্যকাদি শীতকষায় । মতী—ধনে, আমলকী, বাসকছাল, কিসমিস, ক্ষেত্রপল্লী । এই কষায় দাহ, পিপাসা ও রক্তপিত্তনাশক ।

জীবেরাদি কষায় । মতী—বালা, নীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ীমূল । ইহাদের কাথে ১০ তোলা চিনি মিলাইয়া পান করিবে ।

মতী—দিবসে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, বনমুগ, পটোল, বেজাগ্র, নটেশাক, লাব, কপোত, শলক কাগজিলেবু, হরিণাদির মাংসযুষ, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি ।

অমতী—উষ্ণবীজদ্রব্য, ঝাল উত্তাপ, মাংস, মৎস্য, দধি, অন্ন, শাক, বেগুন, তিল, সর্ষপ, রসোন, শিম, মাদকদ্রব্য, মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ব্যায়াম, ধূলি ও উত্তাপ সেবন, রাত্রিজাগরণ, ইত্যাদি । ইহাতে ক্রোধ বা চিৎকার করা অথবা ভারযুক্ত জিনীস বহন করা অবিধেয় ।

## অণু যক্ষ্মাচিকিৎসা ।

ক্ষয়, রাজযক্ষ্মা, যক্ষ্মা, শোথ, রোগরাজ, এইসকল শব্দে যক্ষ্মা অভিহিত হয় । রসরক্তাদি বা শুক্রমজ্জাদি ধাতুসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে ক্ষয়রোগ বলে । এইরোগ, সকল রোগের রাজা, (প্রধান) এজন্য ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলা হয় । ইহার সাধারণ নাম যক্ষ্মা । আজকাল অনেক যুবককেই এইরোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায় এবং



তাহাদের পরিণামও অধিকাংশ স্থলে অতীব শোচনীয় হইয়া থাকে । এইরোগে, ষাণ্মসুহ ও শরীর শুষ্ক হইতে থাকে বলিয়া ইহাকে শোণ বলা হয় । ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি । এই রোগের রূপাবস্থায় পিত্তের প্রকোপে রক্তের আগম হয় ; এজন্য রক্তপিত্তের পরে যক্ষ্মা-চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে । এই রোগ চতুর্বিধ । তন্মধ্যে কোন ২ যক্ষ্মায় রক্তোৎপন্ন দেখা যায় না । চরকে বেগপ্রতিষাতজ যক্ষ্মারূপ । যথা—“প্রতিগ্রায়ঞ্চ কাসঞ্চ স্বরভেদ-মরোচকং । পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং জ্বরমংসাবমর্দনং । অঙ্গমর্দং মুহুর্হৃদং বর্চোভেদং ত্রিলক্ষণং” । তথা ক্ষয়জযক্ষ্মার রূপ । যথা—“প্রতিগ্রায়ং জ্বরং কাসং অঙ্গমর্দং শিরোরুজং । শ্বাসং বিড়্ভেদমরুচিং পার্শ্বশূলং স্বরক্ষয়ং । করোতি চাংসস্তাপ মেকাদশমহাগ্রহঃ ।” সাধারণতঃ কাস, রক্তোৎপন্ন এবং জ্বর থাকিলেই ত্রিরূপ যক্ষ্মা বলিয়া নির্দেশ করা হয় ; রক্তপিত্তের উপদ্রব জন্মও কাস এবং জ্বর হইতে পারে, কিন্তু ঐ জ্বর লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না । সাহসিক যক্ষ্মায় উরঃক্লত হইয়া রক্তস্রাব হয় এবং বিবমানজনক যক্ষ্মায় আমাশয়স্থ রক্ত বিবদ্ধমার্গহেতু মাংসাদি ষাণ্মসুহকে পোষণ করিতে না পারায় উৎক্লিষ্ট হইয়া কণ্ঠদেশ হইতে নির্গত হয় । এই দ্বিবিধ রক্তই রক্তপিত্তের রক্তেরদ্বারা বিকৃত ভাবাপন্ন নহে । রক্তপিত্তের রক্তক্ষতির পূর্বে প্রায়শঃ গলা চুলকাইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা হয় না । সাহসিক যক্ষ্মায় বৃকে বেদনা থাকে এবং পুষ্পযুক্ত রক্তই প্রায়শঃ ক্ষরিত হয় কিন্তু রক্তপিত্তে তাহা হয় না । কেহ ২ বলেন জীলোকের যক্ষ্মা হয় না ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণতঃ নাহে । যেহেতু শাস্ত্রে তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না এবং জীলোকেরও যক্ষ্মা হইতে দেখা গিয়াছে ।

এই রোগগ্রস্ত রোগীর আহারীয় দ্রব্য প্রায় সমস্তই মলে পরিণত হয় ; অত্যল্পদ্রব্যই ওজঃধাতুতে পরিণত হয় বলিয়া শোষীর পুরীষ সর্বতোভাবে রক্ষণীয় । স্নাত্তরাং কদাচ বিরেচনাদি দ্বারা যক্ষ্মারোগীর মল নির্হরণ করা কর্তব্য নহে । পুরীষ বলই যক্ষ্মীর বল এবং পুরীষকয়ে রোগী সত্বর অবসন্ন হইতে পারে । বিবমানজনকযক্ষ্মায় আমাশয়স্থ রসধাতু স্রোতরোধহেতু বর্দ্ধিত, বহুরূপ বিশিষ্ট এবং উৎক্লিষ্ট হইয়া পতিত হইতে পারে । রোগী, বলমাংসক্ষীণ হইলে অসাধ্যহেতু পরিত্যাজ্য এবং বলমাংসবিশিষ্ট হইলে তাহাকে চিকিৎসা করিবে । এই রোগে বলমাংস বর্দ্ধক ঔষধ ও অন্নপান হিতকর এবং জীংসংসর্গ, ব্যায়াম ও ষাণ্মসুহকর বিষয় অবশ্য পরিত্যাজ্য । এই রোগে রোগসাধন্যহেতু সততই রমণে অভিলাষ জন্মে । এজন্য পুরুষ—জীকে এবং স্ত্রী—পুরুষকে দূরে পরিত্যাগ করিবে । ইহাতে অগ্ন্যাগ্ন মনোবিকার হইয়াও ষাণ্মসুহ হইবার সম্ভাবনা । সমস্ত যক্ষ্মাতেই ন্যূনাধিক মাংসক্ষয় হইয়া থাকে । মাংস, মাংসবর্দ্ধকদ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । স্নাত্তরাং ছাগ, হরিণ, বা পারাবতের স্নাত্তভূক্ত মাংস অগ্নিবলানুসারে ষাইতে দিবে । ছাগমাংস ও ছাগদুগ্ধ যক্ষ্মায় উৎকৃষ্ট পথ্য এবং ঔষধ । জাঙ্গলমৃগ ও পক্ষীরমাংস বৃংহণার্থ (পুষ্টির নিমিত্ত) প্রয়োগ করিবে । এই রোগ অত্যন্ত কঠিন । গরিব লোকের হইলে অর্থাভাব নিবন্ধন প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না । ধনবান ব্যক্তির হইলে কদাচিৎ

আরোগ্য হইতে দেখা যায়। ১০০০ একহাজার দিন গত না হইলে বন্নারোগীর জীবনের আশা করা যায় না। আজরুস সেবন করিলে গীনসাদি বড়বিধ উপদ্রব দূরীভূত হয়। বাতকফপ্রধান বন্নার ত্রয়োদশাঙ্গকষায় বা তৎকষায়স্মারিত ঔষধ পান করিবে। বাতপ্রধান ক্ৰীণদেহশোষীকে অশ্বগন্ধাদি পান করিতে উপদেশ দিবে। বেগরোধক বন্নার অশ্বগন্ধাদিকষায় হিতকর। অতিসার থাকিলে পারাবত বা ছাগমাংসের গাঢ়যুষ পান করিবে। অতিসার না থাকিলে, নবনীতযোগ ব্যবস্থের। কাস নিবারণার্থ তালীশাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জ্বরবেগ কম থাকিলে ও অতীসার না থাকিলে এই রোগে ছাগলাত্মস্থত বিশেষ উপকারী। পার্শ্বশূল, শিরঃশূল, অংগাবমর্দ, অঙ্গমর্দ ও বক্ষঃবেদনার চন্দনাদিতৈল মালিশ করিবে। ইহা জরনাশক। জ্বর ও কফ প্রশমনার্থ মুগাঙ্করুস শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মুগাঙ্করুসে কোনও ফল না হইলে এবং জ্বর ও কাসবেগ অধিক পরিমাণ দৃষ্টহইলে সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবহার করিবে। এই ঔষধ জ্বর ও কাস নাশক এবং বহু পরীক্ষিত। বায়ুর প্রকোপ ও কফ অত্যধিক লক্ষিত হইলে, স্বল্পমুগাঙ্ক ব্যবহার্য। বুকের বেদনার, পুরাতনঘত আদারস সহ বুকে মালিশ করিয়া আকন্দের পত্রদ্বারা স্বেদ দিবে এবং বক্ষস্থল ভূলাদ্বারা (আকন্দভূলা হইলে ভাল হয়) বাধিয়া রাখিবে। এই অবস্থায়, বক্ষস্থলে চন্দনাদিতৈল মালিশ করিবে এবং সর্বাঙ্গসুন্দর ও খণ্ডকাষ্ঠ লৌহ ব্যবহার করিবে। বক্ষবেদনা ও পার্শ্বশূলে ভর্জিত আতপতগুল ও অহিংস্রা (ওঁকড়া) ছাগছত্রে পেষণ করিয়া উষ্ণকরতঃ প্রলেপ দিবে। বন্নার শেষ অবস্থায় প্রায়শঃ অতিসার হইয়া থাকে। তদবস্থায় হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস ব্যবহার করিবে। ইহাতে যে জ্বর হয় তাহা বাত প্রধান সুতরাং জয়মঙ্গলরস, চূড়ামণিরস, রুহন্ মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ জ্বর নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে।

## অপ ক্ষয়জ যক্ষ্মা চিকিৎসা।

এই যক্ষ্মায় শুক্র ও ওজঃ ধাতু ক্রমশঃ ক্ৰীণ হইয়া বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হয় এবং দেহ স্নেহহীন হইতে থাকে। সুতরাং শুক্র বৃদ্ধির নিমিত্ত এবং রেহকর নিবারণার্থ ছাগলাত্মস্থত ও চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিবে। রোগীর শরীর ক্ৰীণ এবং অত্যন্ত দুর্বল হইলে, অমৃতপ্রাশস্থত সেবনে বিশেষ ফলোদয় হয়। জ্বর নিবারণার্থ জয়মঙ্গলরস, রুহন্ জয়মঙ্গলরস, রুহন্মহালক্ষ্মীবিলাস, রুহন্ কস্তুরীভৈরব ও চূড়ামণিরস ব্যবহার করিবে। পূর্বোক্ত আজরুস সর্বপ্রকার যক্ষ্মাতেই ব্যবহার্য। বিশেষতঃ ইহা ক্ষয়জযক্ষ্মায় পরম হিতকর। কুটুমাংসের যুষ ইহাতে উৎকৃষ্ট পথ্য। সর্বাঙ্গসুন্দর-রস সকল যক্ষ্মাতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। পরন্তু, ইহাতে রুহন্কাঞ্চনাদ্র, মহামুগাঙ্ক ও ক্ষয়কেশরী আশাহুস্ত্র কলপ্রদ। মহামুগাঙ্ক ও ক্ষয়কেশরী

ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। ইহার কাস নিবারণার্থ পুরোক্তবিধি অবলম্বনীয়। বসন্ততিলক-রস কাস ও শ্বাস প্রশমনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। অন্যান্য চিকিৎসাক্রম পুরোক্ত রূপ অনুষ্ঠেয়।

## অপ সাহসিকশাস্ত্রা চিকিৎসা।

ইহাতে বক্ষঃস্থল আহত হইয়া জন্পিণ্ডের ক্রিয়া মন্দীভূত হয় এবং জন্ডয়ে বেদনা হইয়া থাকে। অধিকন্তু বক্ষঃস্থলে ক্ষত হওয়ায় রক্তমিশ্রিত কফ নিঃসৃত হয়। ইহাতে বায়ু প্রধান ও প্রত্যেক লক্ষণ আনয়নের কর্তা। প্রথমে বক্ষঃস্থল সংশোধন করিতে যত্ববান হইবে। বক্ষঃস্থল সর্বদা আকন্দ তুলার দ্বারা বাধিয়া রাখা কর্তব্য। ত্রীবেরাদিতৈল বা মহাচন্দনাদি তৈল জন্ডয়ে মালিশ করিবে। অভ্যন্তরীণ প্রয়োগার্থ মাক্ষিকাদিবটী, বিষ্ণুবাসিযোগ, সর্পিগুড় ও এলাদিগুড়িকা ব্যবহার করিবে। খণ্ডকাণ্ডলৌহ প্রভৃতি রক্তপিণ্ডোক্ত উরঃকৃতনাশক ঔষধ সমূহ, অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুগ্ধের সহিত লাক্ষা ১০ আনা মধু প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে উরঃকৃত নষ্ট হয়। ঔষধ জীর্ণ হইলে চিনি ও দুগ্ধসহ অন্ন আহার করিবে। বনখাগরমূল, মৃণালগ্রন্থি পয়কেশর ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১০ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা জল ১১ সের শেন ১৬ তোলা, ছাঁকিয়া শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহাতে ছাগলাগুয়ত, চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ যুত ও দ্রাক্ষায়ুত অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে। এই শাস্ত্রায় বৃহৎকাঞ্চনাভ্র, সর্বাপ্পন্দর, রাজমৃগাঙ্ক ও শিলাজত্বাদি-লৌহ ব্যবহার করিবে। রাজমৃগাঙ্ক বাতশ্লেষপ্রধান ক্ষয়ে প্রশস্ত। অন্ন প্রশমনার্থ বৃহৎকন্তুরীভৈরব, বৃহৎমহালক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎজয়মঙ্গলরস ও চূড়ামণিরস ব্যবহার করিবে। যদি অত্যন্ত শ্লেষা উঠে এবং শ্বাসের প্রবলতা থাকে, তবে বসন্ততিলকরস ব্যবহার করিবে। ষাতজরক্তনিষ্টিবন বন্ধ না হইলে রক্তপিণ্ডান্তকরস মধু দ্বারা মাড়িয়া লাক্ষা ভিজান জল সহ পান করাইবে। রক্ত-নিষ্টিবন অবস্থায় বাসাকুশ্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎবাসাবলেহ ও রাস্নাদিলৌহ বিশেষ ফলপ্রদ। অনেক চিকিৎসক ইহার জরে কফাধিক্য থাকিলে, সর্বতোভদ্ররস ব্যবহার করেন। আনাদের মতে অত্রাবস্থায় সর্বতোভদ্র অপেক্ষা বৃহৎজ্বরাস্তক-লৌহ উৎকৃষ্ট। দাহাদি থাকিলে চন্দনাদিলৌহ বা বৃহৎসর্বজ্বরহরলৌহ প্রয়োগ করিবে। যদি জ্বর মৃদুভাবে প্রকাশিত হয় এবং কফাধিক্য না থাকে, তবে বৃহৎ জয়মঙ্গলরস বিশেষ উপযোগী। কফাধিক্য থাকিলে বৃহৎ মহালক্ষ্মীবিলাস ও বৃহৎকন্তুরীভৈরব গরীয়ান।

## বিষমাশনজ যক্ষ্মা চিকিৎসা ।

ইহাতে রক্তাদির স্রোতঃ অবরুদ্ধ হওয়ায় শাত্ত সকল পুষ্টি হইতে পারে না এবং রসশাত্ত অশান্ত বিবুদ্ধ হইয়া নানাদর্শে ক্ষত হইতে থাকে । ইহাতেই রক্তবমন, রক্ত-  
পিত্ত এবং প্রলেপক নামক বিষমজর উৎপন্ন হইয়া থাকে । সচবাচর এই যক্ষ্মাই উৎপন্ন  
হইতে দেখা যায়, কিন্তু ক্ষয়জ যক্ষ্মাও নিরল নহে । ইহাতে ত্রয়োদশাঙ্গসাদিত কণায়া-  
দির নানারূপ কল্পনা করিবে । ইহার শ্বাসকাস নিবারণার্থ সিতোপলাদিলেহ,  
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বসন্ততিলক, মহারাজমৃগাঙ্ক, বৃহৎচন্দ্রামৃতরস, তালী-  
শাদিচূর্ণ, বাসাবলেহ, বৃহচ্চন্দ্রামৃতলৌহ, বৃহৎবাসাবলেহ ও রাজমৃগাঙ্ক  
ব্যবহার করিবে । নুকে বেদনা না থাকিলে বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র হিতকর । অতিরিক্ত  
রক্তস্রাব হইলে তালীশাদি চূর্ণ ব্যবহার্য্য নহে । সারচন্দনাদিতৈল বা মহাচন্দনাদি  
তৈল বক্ষস্থলে মাশিষ করিলে বিশেষ উপকার হয় । সর্ব্বদাই গরমবস্ত্রদ্বারা হৃদয় আবৃত  
রাখিবে । কাসশ্বাস নিবারণার্থ সার্বভৌম, বৃহৎশৃঙ্গারাব্র ও মহোদধির  
ব্যবহার হইয়া থাকে ; কিন্তু আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি । সার্বভৌম ও বৃহৎশৃঙ্গা-  
রাভ্র দ্বারা শ্লেষ্ম ও কাস শুষ্ক হয় । হৃদয়ে বেদনা থাকিলে, এই দুইটি ঔষধ ব্যবহার  
করা কষ্টব্য নহে । ইহার জরে. শ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায়—বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, বৃহন্ মহা-  
লক্ষ্মী বিলাস, বৃহজ্জরাস্তক লৌহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও চূড়ামণিরস,  
পিণ্ডাধিক্য অবস্থায়—চন্দনাদিলৌহ, বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বাতাধিক্য অবস্থায়—  
জয়মঙ্গলরস বা বৃহৎজয়মঙ্গলরস ব্যবহার করিবে ।

রক্তবাস্ততে খণ্ডকাগুলৌহ, বাসাকুশ্মাণ্ডখণ্ড, বৃহৎবাসাবলেহ, বাসাবলেহ,  
বাসাখণ্ড ও রক্তপিত্তাস্তকরস ব্যবহার্য্য । রক্তপিত্তের বাসাত্তকষায় সহ.  
রক্তপিত্তাস্তকরস প্রয়োগ করিলে সূক্ষ্ম দর্শে । পুষ্টি জননার্থ এবং শ্বাস ও কাস  
বিনশনার্থ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োগ করিবে । ছাগমাংসের জ্বায় এবং ছাগহৃৎকের জ্বায়  
উপকারী বস্ত্র যক্ষ্মায় আর দ্বিতীয় নাই । সুতরাং উহা সর্ব্ব প্রকার যক্ষ্মাতেই প্রশস্ত ।  
যক্ষ্মায় অগ্নাত্ত ঔষধের সহিত কোনও ১টা (চ্যবনপ্রাশাদি) রসায়ন ঔষধ ব্যবহার করিবে ।  
যক্ষ্মার রোগী আরোগ্য না হইলে প্রায়ঃ ৫ বৎসর ৬মাস ২০ দিনের মধ্যে পরলোক গমন  
করিয়া থাকে । এই সময় আঁঠুনাহিত হইলে, রোগী প্রায়ঃ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে ।  
কেহ যক্ষ্মায় (পোষণার্থ) অমৃতপ্রাশযুত ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

ত্রয়োদশাঙ্গ । শ্ববা—দশমূল, ধীন, পিপুল ও ভূঠ মিলিত ২ তোলা । ইহা  
বাতশ্লেষ্মনাশক ।

অশ্বগন্ধাদি কষায় । যথা—অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমূলী, দশমূল, বেড়োলা, বাসক, কুড়, আতৈষ । ইহা বৃষ্য, বল্য ও ক্ষয় নিবারক ।

পিস্তাশিকো—নবনীত শোণ । যথা—নবনীত (ননী) ১০ তোলা, মধু ও চিনি সহ প্রাতঃকালে লেহন করিবে ।

### তালীশাদি চূর্ণ ।

তালীশপত্র ১ভাগ, মরিচ ২ভাগ, গুঁঠ ৩ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৫ ভাগ, দারুচিনি, এলাচি, প্রত্যেক অর্দ্ধভাগ, মিশ্রচূর্ণ পিপুলের ৮গুণ । এই চূর্ণ কাসের সময় মুখে রাখিবে এবং মধ্যে ২ মধু সহ লেহন করিবে । ইহা দ্বারা বায়ুর অহুলোমন হয় এবং কাস, শ্বাস, প্রতিশ্রায় ও অরুচি নষ্ট হয় । ইহাতে গলগত রোগ, জিহ্বাগত রোগ ও মুখ-গত রোগও উপশমিত হইয়া থাকে ।

### ছাগলাদ্য স্ত ।

ছাগমাংস ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘৃত ৮ সের । কঙ্কার্থ—ঝাঁক, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, শ্বশক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ৮তোলা । এই ঘৃত বাতশ্লক্ষ্য নাশক এবং রসায়ন । কাকোলীদ্বয় ভিন্ন ঝাঁকি প্রভৃতি দ্রব্যস্থানে যথাক্রমে বেড়োলামূল, গোরক্ষচাকুলে, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বংশলোচন দিবে । এই ছয়টা দ্রব্য অজিকাল পাওয়া যায় না । মাত্রা ১০ তোলা ইহাতে ১ তোলা । ঔষধের চতুর্থাংশ চিনি মিশাইয়া উষ্ণদ্রব্য সহ পান করিবে । ইহা মাংসকর ও বৃষ্য । রোগীর দৌর্বল্য-বস্থায় এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে ।

### চন্দনাদি তৈল ।

বৃদ্ধিত তৈল ৮ সের, কঙ্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকান্ট, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকান্ট, দেবদারু, শটী, এলাচি, খট্টাণী, নাগকেশর, তেজপাত, শিলারস, মুরামাংসী, কাঁকলা, প্রিয়ঙ্গু, যুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, গ্রামালতা, লতাকন্তুরী, লবঙ্গ, অণুরু, কুচুম, দারুচিনি, রেণুকা, নলিকা মিলিত ৮ সের । পাকার্থ—দধির মাত ১৬ সের, লাক্ষারকাথ ৮ সের এবং শেষ পাকার্থ—জল ১৬ সের । এই তৈল অরুণ এবং শ্লেষ্মা নিসারক ।

### অগ্নিকাস রস ।

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মোহাগা ২ মাষা এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া গোলক করিবে । তৎপর, শুষ্ক হইলে মুখায় আবদ্ধ করতঃ লবণ পূর্ণ পাত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে । মাত্রা ৩ রতি । অহুপান—পিপুলচূর্ণ অথবা মরিচ চূর্ণ ও মধু । এই ঔষধ ব্যবহার কালে লঘুমাংসযুষ ও ঘৃতপক ব্যঞ্জন আবশ্যিক । বিনাহিত্রব্য, বেগুন, বেল, তৈল, করোলা, উচ্ছে ও ক্রীণাভোগ বর্জন করিবে । এই ঔষধ অর ও ক্ষয় নিবারক ।

### সর্বভক্ষ সুন্দর ।

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ভাগ, সোহাগা ২ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, শব্দভক্ষ প্রত্যেক ১ভাগ, স্বর্ণভক্ষ অর্দ্ধভাগ এই সকল দ্রব্য কাগজিলেবুর রসে মর্দন করিয়া পিণ্ডাকার ও শুষ্ক করণানন্তর গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উঠাইয়া তৎসহ অর্দ্ধভাগ লৌহ ও সিকিভাগ হিঙ্গুল মিশাইবে । মাত্রা ২রতি । সাধারণ অল্পপান—আদারস ও চিনি ; কিন্তু পিপুলচূর্ণ ও মধু বা পানরস সহ অথবা ঘৃত সহ এই ঔষধ সেবন করার বিধি আছে । ইহা দোষভেদে ব্যবস্থেয় । কেহ কেহ এই ঔষধ কাগজিলেবুরসে মর্দন না করিয়া নিমছালের রসে মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিয়া থাকেন । এই ঔষধ জ্বর ও কাসশ্বাস নিবারক ।

### সঙ্গ্রহপাঞ্চ ।

রসসিন্দূর ১০ তোলা, স্বর্ণভক্ষ ১০ তোলা । মাত্রা ২ রতি । এই ঔষধ ক্রয় নিবারক এবং ধাতুপোষক । ইহা রসায়নার্থ উপযোগ্য । অল্পপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ইত্যাদি ।

### হিরণ্যগর্ভপোটলী রস ।

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মুক্তা ৪ ভাগ, কাংস্ত ৬ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, কড়িভক্ষ ও সোহাগা প্রত্যেক পারদের চতুর্থাংশ । এই সমুদায় দ্রব্য পাকাকাগজিলেবুর রসে উত্তম রূপে মর্দন করিয়া মূলা মধ্যে অবরুদ্ধ করতঃ অরতি প্রমাণ গর্ভে ( তিনপোয়া হাত গর্ভে ) ৩০ খানি বনগুটে দ্বারা পুটিত করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পেষণ করতঃ ২ রতি মাত্রায় ঘৃতমধু বা মরিচচূর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবে । অবস্থাবিশেষে অন্যান্য অল্পপানেও ইহা ব্যবহার করা যায় । ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, বিষমজ্বর, শ্বাস, কাস, শোথ, পীনস ও যক্ষ্মপ্রীহা আরোগ্য হয় । ইহা রসায়ন ।

### চাবনপ্রাশ ।

কাথার্থ—বিষমূলের ছাল গণিরারীমূলের ছাল, নাওশোনামূলের ছাল, গাস্তারীমূলের ছাল, পাকুলমূলের ছাল, খেতবেড়ো মূল, শালপাণিরমূল, চাকুলেমূল, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুরমূল, বৃহতীমূল, কটকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, ভূম্যামলকী, জ্রাঙ্গা, জীবন্তী, কুড়, অণ্ডক, হরীতকী, গুলঞ্চ, ধূন্ধি, জীবক, ঋষভক, শটী, মূতা, পুনর্নবা, যেদ, ছোটএলাচি, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুয়াণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী, কাকজজ্বা, প্রত্যেক ৮ তোলা ও পোটলাবদ্ধ পক আমলকী ৫০০ শত, ১৫ সের, জলে পাক করিয়া আমলকী সুস্থি হইলে ( প্রায়শঃ চতুর্থাংশ থাকিতে সিদ্ধ হয় সুতরাং ১৬ সের থাকিতে নামাইতে হয় ) নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে । পরে তিল তৈল ৮ পোয়া এবং ঘৃত ৮ পোয়া দ্বারা একত্রেই আমলকী (বা ককিলিয়া) ঙ্গঃ ও ঙ্গিঃ করতঃ শিলার পেষণানন্তর উক্ত কাথসহ পাক করিয়া ঘন করিবে । তৎপর ৮ পোয়া মংস্তাডিকা অর্ধাং বাঁড়িগুড় ( এখন মিশ্রিচূর্ণ ব্যবহার করা হয় ) প্রক্ষেপ দিয়া লেহবৎ হইলে উৎকৃষ্ট মধুরকণ্ঠী বংশলোচন ৮ পিপুল ৮ পোয়া এবং দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর প্রত্যেক চর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে

আলোড়ন করতঃ নামাইবে । মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা । মধুদ্বারা মাড়িয়া উষ্ণ ছাগদুগ্ধসহ অভাবে উষ্ণ গব্যদুগ্ধ সহ সেবন করিবে । ইহাতে বাতপ্রধান কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, উরঃক্ষত, স্বরভঙ্গ এবং মূত্র ও শুক্রস্থ দোষ নষ্ট হয় । ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং বৃদ্ধাবস্থায় বিশেষ উপকারী । এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধ চ্যবনয়ুনি পুনর্য্যুবত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই জন্ত এই ঔষধের নাম চ্যবনপ্রাণ । ইহা চরকের রসায়নাদিকারে লিখিত আছে । রসায়নার্থ চিনি ও নুতনমুত ব্যবহার্য্য । ইহা তরল ও ক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে মহৌষধ ।

অমৃতপ্রাণ হুহু । (প্রমা এলং হুহু)।

ঘৃত ১৪ সের, ককার্থ—জীবক, পবিত্রক, শালপাণি, জীবন্তী, শুঠ, শটী, শালপাণি, চাকুণে, যুগানী, মাষাণী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গোক্ষুর, পুনর্ণবা, লাল পুনর্ণবা, যষ্টিমধু, আলকুশী বীজ, শতমূলী, পাদ্ম, পরুষফল, বায়ুনহাটী, দ্রাক্ষা, বৃহতী, পাণিফল, ভূম্যামলকী, ক্ষীরবিদারী, পিপুল, বেড়েলা, কুলশুঠ, আকরোট, পিণ্ডিথেজুর, বাদাম, মনাক্ষা প্রত্যেক ২ তোলা । পাকার্থ—আমলকীর কাথ ১৪, ভূমিকুয়াণ্ডের স্বরস ১৪ সের, ইক্ষুরস ১৪ সের, ছাগমাংসকাথ ১৪ সের । শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের । পাক হইতে নামাইয়া মরিচ, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপাত, নাগকেশর মিলিত চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে । মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা চিনি ও মধু মিশাইয়া ঈষৎস্নে দুগ্ধ সহ পেয়ে । ইহা দ্বারা শুক্রবৃদ্ধি এবং শরীর পরিপুষ্ট হয় । ইহা যক্ষ্মা জনিত শ্বাসকাসের উপকারক । ঔষধ ব্যবহার কালে যথেষ্ট দুগ্ধ ও মাংসরস সেবন করিবে । ইহা চরকের কৃতক্ষীণ অধিকারে লিখিত আছে ।

হুহু কাকিন্দ্র ।

স্বর্ণ, রসসিল্পুর, মুক্তা, লৌহ, অন্ন, প্রবাল, বৈক্রান্ত ভষ্ম, (অভাবে কড়িভষ্ম) রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, কস্তুরী, লবঙ্গ, জাতিফল, জৈত্রী, এলবালুক প্রত্যেক ২ তোলা । যতকুমারী রসে মর্দনান্তে কেশরাজরসে ও ছাগগন্ধে পৃথক ২ তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । ইহাতে নানাবিধ ক্ষয়, কাস ও শ্বাস আরোগ্য হয় । অম্লপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা আদাররস মধু ।

মহাম্মগাঙ্গ ।

স্বর্ণভষ্ম ১ ভাগ, রসসিল্পুর ২ ভাগ, মুক্তাভষ্ম ৩ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, রৌপ্যভষ্ম ৪ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ, সোহাগা খই ২ ভাগ, একত্র পেষণ করিয়া মাহুলুঙ্গ (টালা লেবু) রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া গোলক (ডেলা) করতঃ প্রথর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । অনন্তর লবণপূর্ণভাণ্ডে মুখ অবরুদ্ধ করিয়া ৪ প্রহর মধ্যঅগ্নিতে পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করতঃ সর্কচূর্ণের ৬৪ ভাগের ১ ভাগ হীরকভষ্ম অভাবে ১৬ ভাগের ১ ভাগ বৈক্রান্ত ভষ্ম (দক্ষহীরক অভাবে—কড়িভষ্ম) মিশাইয়া লইবে । মাত্রা ২ রতি । অম্লপান—মরিচচূর্ণ ও ঘৃত অথবা পিপুলচূর্ণ ও ঘৃত । ঔষধ ব্যবহার কালে বলকর, স্বস্ত ও হৃৎহণ দ্রব্য ভক্ষণ করিবে এবং পারদবিরোধিদ্রব্য ত্যাগ করিবে ।

পারদ বিরোধিদ্রব্য । শাদা—কুয়াণ্ড, কাকুড়, কুটজ, ইন্দ্রযব,

করোলা, উচ্ছেদ, কুশুম্বুল, কঁাকরোল, কলম্বীশাক ও কাকমাটীশাক । মহামৃগাঙ্ক ব্যবহারে সর্বপ্রকার যক্ষ্মাশ্বর, অরভেদ, কাস ও অরুচি নষ্ট হয় । ইহা যক্ষ্মার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### ক্ষয়বৈশল্যী ।

অন্ন, রসসিন্দূর, লৌহ, তাম্র, সীসক, কাংস্ত, জীর্ণমণ্ডুর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর, হরিতাল, শঙ্খতাম্র, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, বৈক্রান্ত, প্রবাল, মুক্তা, কড়িতাম্র, হীরক, কান্তপাষণ, ( চুষুকপাণের অভাবে—গোদন্ত হরিতাল ) ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রক্তচিহ্নের রসে ও আকন্দপত্ররসে পৃথক পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ৩ বার লঘু পুটে পাক করিবে । পরে টাবালেবু, ত্রিফলা, চিত্তে, অন্নবেতস, ভৃঙ্গরাজ, করবী ও আদ্রক রসে পৃথক পৃথক ৩ বার ভাবনা দিবে । প্রত্যেক ভাবনার পর ১ বার করিয়া লঘুপুটে পাক করিতে হইবে । অমুপান—আদারস ও মধু । ইহা সেবনে সর্ববিধ ক্ষয়, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, মেহ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা ও শূল নষ্ট হয় । মাত্রা ২ রতি । ইহা বলা, বৃষা, মেঘা ও রসায়ন । ইহার ন্যায় ঔষধ যক্ষ্মায় দৃষ্ট হয় না ।

### মহা চন্দনাদি তৈল ।

মুচ্ছিত তিল তৈল ১৬ সের (বোলসের) কাথার্থ—রক্তচন্দন, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মুগানো, মাষাণী, ভূমিকুয়াণ্ড, অম্বগন্ধা, আমলকী, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা-মূল, সরলকাষ্ঠ, নাগকেশর, গন্ধতাদালিয়া, মূর্ঝামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েল, গোরক্ষচাকুলে, মৃণাল, পদ্মমূল, শালুক মিলিত ৫০ পল, ঞ্বেতবেড়েল ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলী রস ১৬ সের, লাঙ্গাররস, কাঁজি, দধিরমাত, হরিণ, ছাগ, শশক, প্রত্যেকের কাথ ১৬ সের ( ১৬ সের ) । কঙ্কার্থ ঞ্বেতচন্দন অণুর, কঁাকলা, নথী, শৈলজ, নাগকেশর, তেজপাতা, দারুচিনি, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তোৎপল, তগরপাহুকা, কুড় ত্রিফলা, পুরুষফল, মূর্ঝামূল, গৈঠেলা, নলিকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, ধাইফুল, বেগুণ, রসায়ন, মুতা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মোরী, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, শটী, ছোটএলাচি, কুন্তুম, খাটালী, পদ্মকেশর, রান্না, জায়ফল, জৈত্রী, গুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা, যথাবিধি পাক করিবে । পরে বাতব্যাদিতে বক্ষ্যমাণ লম্বাবিলাস তৈলের গন্ধদ্রব্য দ্বারা শেষ পাক করিবে । গন্ধদ্রব্যের মধ্যে কুন্তুম, কন্তুরী ও কর্পূর লীতল হইলে প্রক্ষেপ দিবে । এই তৈল মালিশে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত ও শ্বাস নষ্ট হয় । ইহা বলা, বৃষা ও হৌল্যজনক ।

### মাক্ষিকাদি বটী ।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী সমভাগ, লৌহ সর্বসব, বটী ৪ রতি । ২৫ বত ও মধু সহ লেহন করিবে । এই ঔষধ যক্ষ্মা ও উরঃক্ষত নাশক ।



বিস্ফাৰাশিষ্যোগ ।

ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে সমভাগ, লৌহভস্ম সৰ্বচূর্ণ সম । ইহা ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিবে । মাত্রা ৪ রতি । ইহাতে বক্ষঃকৃত, বাহুশূল, অর্দ্ধিত ও কঠগতরোগ আরোগ্য হয় ।

সপিণ্ড ।

কাথার্থ—বেড়েলা, ভূমিকুয়াণ্ড, স্বল্পপঞ্চমূল, পুনর্নবা, পঞ্চকীরি বৃক্ষের শুষ্ক ( বট, অশ্বথ, পাকুর, যজ্ঞডুমুর ও বেতের অবিকশিত পত্র মুকুল ) প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের ভূমিকুয়াণ্ড রস ১৬ সের, ছাগমাংসকাথ ১৬ সের, ঘৃত ১৬ সের । ককার্থ—জুফীলনীকা দশাব (১০ পদ) প্রত্যেক ২ তোলা, পাকশেষে ঘৃত নীতল হইলে, চিনি ৮ সের, গোধম, পিপুল, বংশলোচন পানিফলচূর্ণ প্রত্যেক ৮ অর্দ্ধ সের, মধু ৮ সের একত্রে মতন দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপ মথিত করিয়া ভূজপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে । মাত্রা—১০ তোলা হইতে ১ তোলা । অন্নপান—পিত্তাধিক্যে দুগ্ধ, কফাধিক্যে ছাগদুগ্ধ । ঔষধ পূর্বে সেবনকরিয়া শেষেও অন্নপান ব্যবহার করা যাইতে পারে । ইহা দ্বারা উরঃকৃত, রক্তনিষ্টীবন এবং উরস্থিত শেয়া নষ্ট হয় । এই ঔষধ গুড়াকার ( গুটীরমত ) করিয়া ব্যবহার করিবে । এছাড়া ইহার নাম সপিণ্ড বলা হইয়াছে ; কিন্তু ইহাতে ইক্ষুগুড় নাই । ইহা পুষ্টিকর এবং রসায়নশ্রেষ্ঠ ।

দ্রাক্ষাস্থত ।

ঘৃত ৮ সের, কাথার্থ—দ্রাক্ষা ৮ সের, যষ্টিমধু ৮ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ককার্থ—যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, প্রত্যেক ১ পল, পিপুল ২ পল । প্রক্ষেপার্থ চিনি ৮ সের । ইহা দ্বারা উরঃকৃত ও শ্বাসকাস নষ্ট হয় । মাত্রা ১০ তোলা । অন্নপান—উষ্ণ দুগ্ধ ।

রাজহুগাঙ্গ ।

রসসিদ্ধ ৩ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ, মনঃশিলা, গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেক ২ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে ভরিবে, পরে ছাগদুগ্ধ দ্বারা সোহাগা পেষণ করতঃ তদ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিয়া সুব্যবরুদ্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিবে এবং নীতল হইলে কড়ির মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে । মাত্রা—২ । ৩ রতি । অন্নপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা মরিচচূর্ণ ও ঘৃত কিম্বা কেবল ঘৃত । ইহা বাতশ্লেষ্মপ্রধান বন্ধ্যায় প্রশস্ত ।

শিলাজহুগাদি লৌহ ।

শিলাজহু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাসিক, প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বসম । মাত্রা ৮ আনা । অন্নপান—গব্য বা ছাগদুগ্ধ ।

### লাঙ্গাদি লৌহ ।

রাশা, অশ্বগন্ধা, কপূর, পানকুনি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বচূর্ণসম । মাত্রা ১০ আনা । ইহা কাস ও স্বরভেদে হিতকর ।

### ব্রহ্ম বাসাবলেনহ ।

বাসকমূলের ছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২॥ সের মিশাইয়া পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, কটফল, যুতা, কুড়, জীরে, পিপুলমূল, কমলাগুড়ি, চই, বংশলোচন, কটকী, গজপিপুল, তালীশপত্র, ধনে, প্রত্যেকচূর্ণ ২ তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে এবং শীতল হইলে ১২সের মধু মিশাইয়া রাখিবে । মাত্রা ১০ তোলা । অল্পপান—ছাগ দুগ্ধ বা শূতশীতল জল । ইহাতে শ্বাস, বক্ষঃবেদনা ও উরঃক্লান্ত নষ্ট হয় ।

### সিতোপলাদি লেনহ ।

বংশলোচন, পিপুল, এলাচি, দারুচিনি যথাক্রমে ৪ ভাগ ৩ ভাগ ২ ভাগ ও ১ ভাগ, মিশ্রি ৫ ভাগ । এই ঔষধ মধ্যে মধ্যে মধু বা ঘৃতমধু দ্বারা লেহন করিবে । ইহাতে রক্ত-দমনও নিবারিত হয় । মাত্রা ১০ আনা ইহাতে ১০ আনা মাত্র ।

### চন্দ্রাস্নাত রস ।

পারদ, গন্ধক মিলিত ৪ তোলা, অন্ন ৪ তোলা, কপূর ১০ তোলা, লৌহ ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, বুদ্ধদারক, জীরে, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, কুলেধাড়াবীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা প্রত্যেক ১০ তোলা, ছাগদুগ্ধ দ্বারা মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অল্পপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ।

### ব্রহ্ম চন্দ্রাস্নাত লৌহ ।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, জটামাংসী, দারুচিনি, নাগকেশর, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, কুড়, যুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, তীক্ষ্ণলৌহ সর্বচূর্ণসম, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—আদারস ও চিনি ইত্যাদি ।

### ব্রহ্ম বাসাবলেনহ । (২য় প্রকার)

বৃহত্তী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পল, বায়ুনহাটী ২৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; এই কাথে চিনি ১২ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে অন্ন ১ পল, পিপুলচূর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপাত, মুরামাংসী, বেণামূল, লবঙ্গ, ন্যূগেশ্বর, দারুচিনি, বায়ুনহাটী, বালা, যুতা, প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং যখন লেহবৎ হইবে তখন উহাতে ১ পোয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন পূর্বক নামাইবে । শীতল হইলে মধু ১২ সের মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ তোলা । অল্পপান—ছাগ দুগ্ধ বা শূত উষ্ণজল । ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অর আরোগ্য হয় ।

### যক্ষ্মারোগীর দুর্লক্ষণ।

যে যক্ষ্মারোগীর সর্বদা জ্বর এবং স্বল্প ও পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা থাকে তাহার জীবনের আশা করা যায় না। চক্ষু, শ্বেতবর্ণ, অগ্নে বিদ্রোহ ও বলমাংসক্ষীণ হইলে রোগ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

অগ্নে—ময়ূর, শকুনি, বানর, গুহরুক প্রভৃতি দর্শন করা যক্ষ্মারোগীর পক্ষে দুর্লক্ষণ। রোগীর অগ্নে বা পেটে শোথ হইলে সে রোগীর রক্ষা নাই।

### বলমাংস সম্পন্ন যক্ষ্মারোগী।

যক্ষ্মারোগের যাবতীয় লক্ষণ বর্তমান থাকিলেও রোগী যদি বলমাংসসম্পন্ন হয় এবং চিকিৎসকের সহপদেশানুযায়ী কালকর্তন করিতে পারে, তবে এইরূপ রোগীকে যথাযোগ্য ঔষধ সেবন করাইলে সফল হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগ সংক্রামক। সুতরাং গুহ্রধাকারী অতি সাবধানে থাকিবেন। রোগীর গৃহে পরিষ্কার বায়ুর বন্দোবস্ত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। সম্ভব হইলে, যক্ষ্মারোগী কোন প্রসিদ্ধ সমুদ্র কুলবর্তী স্বাস্থ্যনিবাসে বাস করিবেন।

শুধা—পুরাতন তক্তুলের অন্ন, যব, যুগ, ছাগ, হরিণ, শশক প্রভৃতির মাংসযুষ, মাংস ভোজী যে কোন জীবের মাংস, ছাগদুগ্ধ, পটোল, উচ্ছে, ডুমুর, সজিনার ডাঁটা, মোচা, পুরাতন কুয়াণ্ড, ইত্যাদি। ষাণ্মাদি বৎসরাতীত হইলে পুরাতন হয়। নিম্নলিখিত আজরস পান করিলে পীনসাদি ষড়বিধ উপদ্রব দূরীভূত হয়। ইহা যক্ষ্মার উৎকৃষ্ট পথ্য।

আজরস। শুধা—পরিমিত পিপুল, যুষোপযোগী যব ও কুলথকলাই, পরিমিত গুঁঠ, পরিমিত দাড়িম ও আমলকী গ্রহণ করিয়া ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে জল লইয়া অর্জ্জ্বত করিবে; পরে সেই ১/৪ চারি সের জলে—১৥ সের ছাগমাংস পেষণ করতঃ বটিকাকার করিয়া নিক্ষেপ করতঃ পাক করিবে। মাংস সিদ্ধ হইলে ঘন ঘন প্রস্তুত হইবে। যদি পাতলা ঘূষ প্রস্তুত করা আবশ্যক হয় তবে ১/৪ সের জলের মধ্যে ১/৫ পোয়া মাংস নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে এবং যদি অতিশয় পাতলা ঘূষ পাক করা কর্তব্য হয়, তবে ১/৪ সের জলে ৮ তোলা মাংস নিক্ষেপ করিয়া পাক করণানন্তর ছাঁকিয়া ঘৃত সংস্কৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। কিন্তু বৃদ্ধ বৈজ্ঞগণের ব্যবহারসিদ্ধ পাকপ্রণালী অন্যপ্রকার। যথা—পিপুল ও গুঁঠ প্রত্যেক ১০ তোলা, যব, কুলথকলাই প্রত্যেক ২ তোলা, দাড়িম, আমলকী প্রত্যেক ১০ তোলা, মাংস সর্ষপিশুণ, ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঘৃত সংস্কৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। যক্ষ্মায় নিম্নলিখিত মোহনভোগ খুব উপকারী। যথা—অর্জ্জুনছাল, গোরক্ষচাকুলে মূল, শোধিত আলকুশীবীজচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, চিনি ১ পল, দুগ্ধ ১/২ সের, একত্র মোহনভোগের ত্রায় পাক করিবে। পরে ৪ তোলা ঘূতে ভর্জিত করিয়া শীতল হইলে, পরিমিত মধুসহ লেহন করিবে। ইহা বল্য, বৃষ্য ও কাসনাশক। ইহাতে লুচিমোহনভোগ ও ছাগমাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য। বৃদ্ধছাগ নিকটে রাখিয়া রাত্রিতে নিদ্রাগালে যক্ষ্মারোগের উপশম হইয়া থাকে।

অপথ্য—ক্লীষংসর্গ, মত্তপান, ধূপপান, পানভক্ষণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মানসিক উদ্বেগ, শৈত্যক্রিয়া, অন্ন, কাল, দধি, শিম, মূলা আলু গুরুপাকদ্রব্য, শাক, মহিষহৃৎ, কুমন্ত, জলজমাংস, খেসারি ও মাংসকলাই প্রভৃতির ডাল, পশু্যুযিত দ্রব্য, প্রত্যহ নান, পূর্ববায়ু সেবন, ব্যায়াম, অধিক আহার, ক্রোধ ইত্যাদি ।

## অপ কাসচিকিৎসা ।

যক্ষ্মাতে কাস হয়, আবার কাস উপেক্ষা করিলে উহা হইতে যক্ষ্মা হইতে পারে । এজন্য যক্ষ্মারপর কাসচিকিৎসা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । কাস চিকিৎসায় এখন কষায়াদি ঔষধ ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং উহা পরিত্যক্ত হইল। অনেক সময় অবস্থা বিশেষে দধি, কাঁজি, অন্নফল, কুলশুঠ প্রভৃতি সেবন করিলে বাতকাস নিবারিত হয় । পুরাতন তেঁতুল ও ইক্ষুগুড় বাতকাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### বাতকাসের—অমৃতান্নরস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রান্না বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, চিতেমূল, গুলঞ্চ, পদ্মকান্ঠ, বিষ ও যষ্টিমধু । বটী ২ রতি । অম্লপান—শুঠ চূর্ণ ও মধু ইত্যাদি ।

### বাতকাসের—পঞ্চাননরস ।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তামা ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অন্ন ৪ তোলা, বিষ ১ তোলা, লেবুরসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অম্লপান—বহেড়া চূর্ণ ও মধু ।

## অপ পিত্তকাস চিকিৎসা ।

ইহাতে তেউড়া ঘটিত ঔষধ দ্বারা ( বিরেচনমোদকাদি দ্বারা ) রোগীকে বিরেচন করা-ইয়া পরে ঔষধ ব্যবহার করাইবে । পদ্মবীজচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে পিত্তকাস নষ্ট হয় । বাসকরস ও মধু পিত্তকাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### পিত্তকাসাস্তক ।

ভায়্রভঙ্গ, অন্ন, লৌহ, কালকাম্বুদের ছালের রসে, বকপুষ্পের রসে, এবং অম্লবেত-সের রসে এক এক দিন মর্দন মরিয়া ৪ রতি বটী করিবে । অম্লপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু ।

## অপ কফকাস চিকিৎসা ।

কুড়, কটফল, বায়ুনহাটা শুঠ, পিপুল ইহাদের কাথ পান করিলে কফজকাস নষ্ট হয় । আদারস ও মধু পান করিলে অথবা কণ্টকারীর কাথ সেবন করিলে, কফকাস আরোগ্য হয় । কণ্টকারীর কাথ সমস্ত কাসেই ব্যবহার করা যায় । কণ্টকারী, কাসের ব্যাধি-

বিপরীত ঔষধ । অনেকে গ্রামপর্ণী (চা) পরিবর্তে কণ্টকারীর কাথ পান করিয়া থাকেন । গ্রামপর্ণী আশু ফলপ্রদ হইলেও পরিণামে কুফলদায়ক । উহা আনুপদেশের পক্ষে তাদৃশ অপকারক নহে ।

### চন্দ্রামৃত রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, ধনে, জীরে, সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগছন্ধে মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে । কেহ কেহ ৯ রতি বটী করিয়া থাকেন । অল্পপান—ছাগছন্ধ । প্রায়শঃ মধু বা আদারস ও মধুসহ এই ঔষধ লেহন করিতে দেওয়া হয় । বাসক, গুলঞ্চ, বায়ুনহাটী, মূতা ও কণ্টকারী ইহাদের কাথসহ চন্দ্রামৃতরস সেবন করিলে, উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় । অর থাকিলে চন্দ্রামৃতলৌহ, বৃহৎচন্দ্রামৃতরস বা অবস্থা বিশেষে বৃহৎচন্দ্রামৃত লৌহ ব্যবহার করিবে । অরাদিক্য থাকিলে মহালক্ষ্মীবিলাস মধ্যে ২ প্রযোজ্য ।

### চন্দ্রামৃত লৌহ ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, চই, জীরে, সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, মনঃশিলা দ্বারা মারিত লৌহভস্ম সর্ষ্পচূর্ণ সম । আজকাল সাধারণ লৌহ ব্যবহৃত হয় । মাত্রা ৬ রতি । অল্পপান—চন্দ্রামৃতরসের গায় ।

## অথ সাধারণ কাস চিকিৎসা ।

কাসরোগ কফপ্রধান, সুতরাং ইহাতে সর্বত্রই কফনাশক ক্রিয়া অবিরোধী । কণ্টকারীর গায় বাসকরস ও সকলপ্রকার কাসেই অপ্রতিহত ; সুতরাং সন্দেহস্থলে উভয় দ্রব্যদ্বারা চিকিৎসা করিবে । বাসকপত্রের কাসশোষক, কিন্তু বাসকছাল শোষক নহে । গুণমহোদধি অল্পপানভেদে সমস্ত কাসেই প্রযুক্ত হইতে পারে । শ্লেষ্মনাশক দ্রব্যের মধ্যে ত্রিকটু শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে বাতাদিককাসে ভুঁট এবং পিত্তাদিককাসে পিপুল ব্যবহার্য্য । কাসে শ্লেষ্মার অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে, পঞ্চকোলচূর্ণ বা তৎকথায় পান করাইবে ; কারণ ইহা শোষক ।

### গুণমহোদধি ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, দারুচিনি, তাম্র, বঙ্গ, অন্ন, ত্রিকটু, মূতা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুক, আমলকা, পিপুলমূল । অন্ন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রব্য ১ ভাগ, ত্রিকটু প্রভৃতি প্রত্যেক ২ ভাগ । গজপিপুলের কাথে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে । ইহা কাস ও শ্বাস নাশক । এই ঔষধ ব্যবহারে যথেষ্ট আহারাদি করিতে পারা যায় । কাসে শ্লেষ্মা নির্হরণ করা আবশ্যক বোধ না করিলে এবং হৃদয়ে বেদনা না থাকিলে, পুরাতন কাসে শৃঙ্গারাত্র বা বৃহৎশৃঙ্গারাত্র ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহা শ্বাসযুক্ত কাসেই বিশেষ ফলপ্রদ ।

শ্লেষ্মাধিক জীর্ণকাসে সার্কভৌমরস ও বৃহৎতরুণানন্দ রস অতীব হিতকর এবং ইহাও শ্বাসযুক্ত কাসে প্রশস্ত । আমরা শৃঙ্গারাদ্র ঔষধ ব্যবহার করি না । পূর্বোক্ত তালীশাদিচূর্ণ সর্ববিধ কাসেই লেহনার্থ ব্যবহৃত হয় । ইহা প্রথম অবস্থায় ফলপ্রদ ।

### বৃহৎ তরুণানন্দরস ।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, সীসক, মুক্তা, প্রবাল, নাগকেশররেণু, এলাচি, লবঙ্গ, লৌহ, জাতিফল, জৈত্রী, স্বর্ণমাক্ষিক, মরিচ, কুড়, পিপুল, ঙুঠ প্রত্যেক ১০ তোলা, ত্রিফলা ২১০ তোলা, বঙ্গ, সোহাগা, পদ্মরেণু, জটামাংসী, দারুচিনি, কর্পূর, অত্র প্রত্যেক ১০ তোলা । দণ্ডকলসের পত্রের রসে, নাগকেশরের কাথে, মুণ্ডিরীর রসে, গিমা শাকের রসে, বায়ুনহাটীর কাথে, পিপুলমূলের রসে ও নিসিন্দার রসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অন্ত্রপান—আদার রস ও মধু ।

### সার্কভৌমরস ।

কৃষ্ণাত্র ভস্ম ১৬ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপুল, তেজপাত, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, কুড়, ধাইফুল, প্রত্যেক ১০ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ১০ সিকি তোলা, এলাচি, জাতিফল, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, পারদ ১০ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১০ সিকি তোলা । ( স্বর্ণস্থানে কেহ ২ উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম গ্রহণ করেন ) জলদ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অন্ত্রপান—আদা ও পানরস । ঔষধ সেবন করিবার পর কিঞ্চিৎ গরম জল পান করিবে । এই শোষক ঔষধ প্রাতঃকালে সেব্য । ইহাদ্বারা কাস ও শ্বাস নষ্ট হয় ।

### বৃহৎ শৃঙ্গারাদ্র ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগকেশর, কর্পূর, জৈত্রী, লবঙ্গ, তেজপাত, স্বর্ণ, প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণাত্র ভস্ম ৮ তোলা, তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, দারুচিনি, ধাইফুল, এলাচি, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা, পিপুলের কাথে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অন্ত্রপান—দারুচিনি চূর্ণ ও মধু । ইহা শ্বাস ও কাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ । এই ঔষধ যক্ষ্মাতেও ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহা শোষক । পূর্বোক্ত সর্ববঙ্গ-সুন্দর এবং বসন্ততিলক শ্বাসযুক্তকাসে পরম হিতকর । বসন্ততিলক ঔষধ শোষক । সন্নিপাত জরোক্ত অক্টোঙ্গাবলেহিকা সেবনে কাস নিবারিত এবং শ্লেষ্মা নির্গত হয় । ইহা প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য । অগস্ত্যহরীতকী ও ব্যাত্রীহরীতকী কাসের জীর্ণ-অবস্থায় এবং শ্বাসে বিলক্ষণ উপকারী । এই অবস্থায় চ্যবনপ্রাশও হিতকর ।

### অগস্ত্যহরীতকী ( বাতপ্রবল অবস্থায় )

দশমূল, আলকুণ্ঠীবীজ, ঢোলকলম্বী, শটী, বেড়েলা, গজপিপুল, আপাং, পিপুলমূল, মিতেমূল, বায়ুনহাটী, কুড়, প্রত্যেক ২ পল, যব ৮ সের, হরীতকী ১০০ শত, জল ২ মণ । ( হরীতকী পোটুলীবদ্ধ করিয়া দিতে হয় ) যব সিদ্ধ হইলে ( অর্দ্ধ মণ জল থাকিতে ) কথার নামাইয়া

ছাঁকিয়া লইবে। পরে সিদ্ধ হরীতকী গুলি বংশশলাকা দ্বারা ছিद्र করিয়া অর্ধসের যুত এবং অর্ধসের তৈলে ভাজিয়া, ঔষধ দৃঢ় করিয়া পূর্বকৃত কাথসহ পুনঃ পাক করিবে। কষায় কিঞ্চিং ঘনীভূত হইয়া আসিলে ১২॥ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং লেহবৎ হইলে ১॥ সের পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া গাঢ় আলোড়ন পূর্বক নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা। এই ঔষধ মধু সহ লেহন করা বিধেয়। ঔষধ সেবনান্তে পুর্বোক্ত হরীতকী, ২টী করিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

### বাম্বী হরীতকী।

মূল, পত্র, পুষ্প ও শাখায়ুক্ত কণ্টকারী ১২॥ সের, গ্রথ পোটুলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ শত. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কাথ ছাঁকিয়া লইবে। এবং গ্রাহ্যে পুর্বোক্ত গ্রথপোটুলী-বদ্ধ একশত হরীতকী বীজগুণ্য করতঃ নিম্নলি ভাবে বাটিয়া ও মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে ১২॥ সের পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশাইয়া, লেহবৎ হইলে উহা নামাইবে। শীতল হইলে. ত্রিকটু প্রত্যেক ১৬ তোলা, মধু ১৮ পোয়া ও চতুর্ভাজ ( দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর ) প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইবে। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা। ছাগছন্দাদি সহ সেবন করিবে। ইহা দ্বারা: উরঃকৃত. কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা নষ্ট হয়। এই ঔষধ রসায়ন। বাতশুষ্কশ্বাস বা কাসে শোধোক্ত ছাগলাদ্রযুত প্রয়োগ করিবে। বাতপ্রধানকাস ও শ্বাসে চন্দনাদ্রতৈল বা বাসাচন্দনাদ্রতৈল বকে মালিশ করিলে হৃদয়ের বেদনা নষ্ট হয় এবং শ্লেষ্মা উঠিয়া যায়। বাতশ্লেষ্মিক কাসে, কাস-কুষ্ঠাররস প্রযোজ্য। এই নিঃসারক ঔষধ নূতন অবস্থায় হিতকর। অহুপান—আদা-রস ১০ তোলা।

### কাসকুষ্ঠাররস।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক. ত্রিকটু. মোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ২১৩ রতি।

### চন্দনাদ্র তৈল।

তৈল ৮ সের, শ্বেতচন্দন, অশুরু, তালীশপত্র. নখী, মঞ্জিষ্ঠা. পদ্মকান্ঠ, মুতা শটী. লাক্ষা, হরিদ্রা. রক্তচন্দন. প্রত্যেক ১ পল। কাথার্থ—বামুনহাটী. বাসকছাল. কণ্টকারী, বেড়োলা, গুলঞ্চ মিলিত ১২॥ সের, জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের. পাকান্তে গন্ধপাক করিবে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলারস. কুঙ্কুম. নখী, শ্বেতচন্দন ঘষা. কর্পূর, এলাচি, লবঙ্গ, নামা-ইয়া প্রক্ষেপ দিবে। ইহাকে কেহ ২ সারচন্দনাদি তৈল বলিয়া থাকেন।

### বাসাচন্দনাদি তৈল।

তৈল ১৬ সের. কাথার্থ—বাসকছাল ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। লাক্ষা ৮ সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের। রক্তচন্দন. গুলঞ্চ. বামুনহাটী, মিলিত দশমূল, কণ্টকারী প্রত্যেক ২॥ সের. জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্থ—রক্তচন্দন. রেণুক. খাটাশী.

অশ্বগন্ধা. গন্ধভাদালিয়া. ত্রিসুগন্ধি. পিপুলমূল, নাগকেশর. মেদ, মহামেদ. ত্রিকটু. রান্না. যষ্টিমধু, শৈলজ. শটী. কুড়. দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, বহেড়া, প্রত্যেক ১ পল । ইহাতে কাস, শ্বাস. শ্বাস. উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত ও জ্বর প্রশমিত হয় ।

পথ্য—চই, ঝাল, মুগ বা মসুরের ডাল. পটোল. মাণ, ওল, আদা, রুটি, ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি ।

অপথ্য—নশ্ত, ব্যায়াম, দুষ্টবায়ু সেবন. ধূলিময় স্থানে অবস্থান, মৎস্ত. নীতলজল, লাউ, পুঁইশাক. চালিতা. অন্ন. মধুর দ্রব্য. কাঁচাকলা. দদি. ক্লেদিদ্রব্য. স্নীসঙ্গম ইত্যাদি ।

## অথ হিকাপ্রাস চিকিৎসা ।

যে সমস্ত কারণে কাস উৎপন্ন হয়. সেই সমস্ত নিদানে হিকা-শ্বাস সম্ভূত হইতে পারে । কাস উপেক্ষিত হইলেও পরিণামে শ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে । এইহেতু কাসের অনন্তর হিকা ও শ্বাসের চিকিৎসা মহবিগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে । হিকা ও শ্বাসের উৎপত্তিস্থান সাধারণতঃ আমাশয় ও হৃদয় । উরঃবায়ু কক্ষকে উর্দ্ধগত করিয়া এই উভয় ব্যাধি জন্মাইয়া থাকে । এই জন্য বক্ষস্থলে তৈলাদির অভ্যঙ্গ করা হয় । কাস মাত্রেই উষ্ণক্রিয়া কর্তব্য । কিন্তু কোন ২ শ্বাস স্নিগ্ধনীতল ক্রিয়ায় উপশমিত হয় । এই দুই ব্যাধিই বাতপ্রধান কিন্তু তমকশ্বাস শ্লেষ্মা প্রধান । সচরাচর তমক শ্বাসই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । এই উভয় ব্যাধিতে সৈন্ধব ও কটুতৈল বৃকে মালিশ করিয়া মসিনা প্রভৃতি স্নিগ্ধ-দ্রব্য সৈন্ধব সংযুক্ত করতঃ মৃদু স্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে ।

যষ্টিমধুচূর্ণ মধুসহ. পিপুলচূর্ণ চিনি সহ. শুঁঠচূর্ণ ইক্ষুগুড় সহ নশ্ত করিলে হিকা প্রশমিত হয় । স্তন্যদুগ্ধে কিঞ্চিৎ রক্তচন্দন ঘষা মিশাইয়া নশ্ত গ্রহণ করিলেও হিকা নষ্ট হয় । টাবালেবুর রস ও সচললবণ মধু সংযুক্ত করিয়া পান করিলে হিকা আরোগ্য হয় । শুঁঠ বা বায়ুনহাটীর চূর্ণ অথবা শুঁঠ, বায়ুনহাটী. সচললবণ ও চিনি গরম জল সহ পান করিলে হিকা ও শ্বাস নষ্ট হয় । শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ গরম জল সহ পান করিলে হিকা. শ্বাস, উর্দ্ধবায়ু, কাস ও পীনস উপশমিত হয় । হিকা ও শ্বাস উর্দ্ধবায়ুর কার্য্য ।

হরীতকী ও শুঁঠের কক্ক অথবা কুড়, মরিচ ও যবক্ষারের কক্ক গরমজল সহ পান করিলে হিকা ও শ্বাস নষ্ট হয় । মরিচের ধূম নাসাধারা গ্রহণ করিলে হিকা নষ্ট হয়. ইহা বিশেষ পরীক্ষিত । পিপ্পল্যাণুলোহ সেবনে হিকা নিবারিত হয় । উর্দ্ধবাতহর অস্ত্রাণ্ড ক্রিয়াতেও হিকা প্রশমিত হয় । বিষ্ণু বা মধ্যমনারায়ণ তৈল মালিশ, বজ্রক্ষার, স্বর্ণ-সিন্দূর, লালচতুর্মুখ ও ব্যজনানিল প্রভৃতি ক্রিয়া হিকায় ফলপ্রদ । জীর্ণশ্বাসে ডামরেশ্বরান্ন উৎকৃষ্ট ঔষধ । এই ঔষধ অধুনা প্রস্তুত হয় না । সহস্র পুটিত অভ্রদ্বারা এই ঔষধ প্রস্তুত হইলে. তমকশ্বাসের অধিতীয় ঔষধ হইবে । ভাগীশর্করাবলেহ



শ্বাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ ; কিন্তু হৃৎকের বিষয় ইহা প্রায়শঃ প্রস্তুত করিতে দেখা যায় না ; আমরা ইহার অলৌকিকী শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্বাসরোগে, ভার্গী (বায়ুনহাটী) সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ ; বিশেষতঃ ইহা শুষ্ঠযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিলে অতুৎকৃষ্ট ফলদায়ক হয়। আমরা ইহার কষায় শূঙ্গ্যাদিচূর্ণ প্রভৃতির অল্পপানার্থ ব্যবহার করিয়া থাকি। মহাভঙ্গরাজতৈল শ্বাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### শূঙ্গ্যাদি চূর্ণ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বায়ুনহাটী, কুড় ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ. মাত্রা ১০ আনা হইতে ৮০ আনা। অল্পপান—গরমজল। সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ, করকচ ও শাস্তারি লবণকে পঞ্চলবণ কহে। এই ঔষধ আজকাল শ্বাসে ব্যবহৃত হয়।

### শিথলানাদ্য লৌহ।

পিপুল, আমলকী, ত্রাফা, কুলবীজের শস্ত, যষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ, কুড় প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্বচূর্ণ সম, জল দ্বারা মর্দনকরিয়া ৪ রতি বটী করিবে। হিক নিবারণার্থ অল্পপান, পিপুলচূর্ণ ও চিনির জল। ইহা হিকা, বমন ও মহাশ্বাস নিবারক।

### ডাকনরেশ্বরাজ।

উৎকৃষ্ট মারিত কুম্ভাত্র ১ পল, ভাবনার্থ—বায়ুনহাটী ১ পল, জল ১১ সের, শেষ ১ পল। কুম্ভধুস্তপত্ররস ১ পল, গুলঞ্চস্বরস ১ পল, বাসকপত্র রস ১ পল, কালকাসুন্দর পত্ররস ১ পল, বোড়ানিমের মূলের ছাল ১ পল, জল ১১ সের, শেষ ১ পল। চই, পিপুলমূল ও চিতেমূল প্রত্যেকের কাথ ১ পল। উল্লিখিত পল পরিমিত প্রত্যেক জব্যদ্বারা ১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান -বহেড়ার শাঁস ও মধু ইত্যাদি। ইহা দ্বারা প্রবল হিকা, প্রবল শ্বাস, পীনস, যক্ষ্মা ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

### ভার্গীশর্করানলেনহ।

বায়ুনহাটীর ছাল ৬০ পল, বাসকছাল ৬০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ১০০ সের শেষ ১৬ সের, ৪টা বাহুরের মাংস, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের, উভয় কাথ একত্রে পাকে চাপাইয়া তাহাতে চিনি ১২ সের মিলাইয়া পাক শেষ করিবে এবং ঘনীভূত হইলে নামাইয়া নিম্নোক্তচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য। যথা—ত্রিকটু, ত্রিফলা, তালীশপত্র, বায়ুনহাটী, বচ, গোকুর, যমানা, বনযমানা, বংশলোচন, কুলথকলাইচূর্ণ, কটফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক ১১০ তোলা। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা। ছাগদুগ্ধ বা গরমজল সহ সেবা। ইহাতে হিকা, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ও জ্বর নষ্ট হয়।

### মহাভৃঙ্গরাজতৈল।

তিল তৈল ১৪ সের, ভৃঙ্গরাজ রস ১৪ সের, আদারস ১৪ সের, বাসকছাল ১৩১/২, জল ১৬ সের, শেষ ১৪ সের। ঐরূপ কণ্টকারীরূপ ১৪ সের, দশমূল ২১১/২ সের, মাষকলাই ১/১ পোয়া, বামুনহাটী ১/১ পোয়া, সজিনাছাল ১/১ পোয়া, মূলান্ত ১/১ পোয়া, জল ৩২ সের শেষ ১৮ সের, ভৃঙ্গ ১৬ সের, কক্কার্ণ—দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, সচলবর্ণ, সৈন্ধব, বিটলবর্ণ, হিং, তুষ্ণক, রুমিগন্তকী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, জীরে, রুম্বজীরে, চিতেমূল, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, চিতে, বচ, কায়ছাল মিলিত ১১ সের, পাকার্ণ জল ১৬ সের। এই তৈল বৃকে মাণিশ করিলে প্রবল শ্বাস নিবারিত হয়।

মুক্তাদ্যচূর্ণ চরকের শ্বাস চিকিৎসায় লিখিত আছে; কিন্তু এই ঔষধ চক্রপাণি প্রভৃতি সংগ্রহকারগণ উদ্ধৃত করেন নাই। ইহা প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন। রীতিমত প্রস্তুত হইলে ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবনা; স্মরণ সাধারণের অবগতির জন্য উহার প্রস্তুত প্রণালী নিয়ে লিখিত হইল।

### মুক্তাদ্যচূর্ণ।

মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্যমণি, শঙ্খ, স্ফটিক, রসাজন, সসার (দুট) কাচচূর্ণ, গন্ধক, আকন্দমূলের ছাল, ছোটএলাচ, সৈন্ধব, বিটলবর্ণ, তায়, লৌহ, শুভ্রকুমুদ, কশেরুক, জাতিফল, শণবীজ, আপাংবীজ চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ। বৈদূর্য্যমণি, স্ফটিক ও কাচেরচূর্ণ অতি সূক্ষ্ম করিয়া লইবে, অগ্ন্যা বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। মাত্রা ৩।৪ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ইহা দ্বারা প্রবল হিকা ও শ্বাস সহ্যর আরোগ্য হয়। ইহার অঞ্জন দিলে তিমির, কাচ, নীলিকা, তমঃ, পিল্লকণ্ড ও অভিযান্দ রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ তীক্ষ্ণ লৌহ খলে প্রস্তুত করিবে।

ময়ূরপাদনাল বা সজারুর কাঁটা অন্তর্ধমে ভক্ষ্য করিয়া ২।৩ রতি মাত্রায় ঘৃতমধুসহ লেহন করিলে হিকা ও শ্বাস নষ্ট হয়। ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধমে ভক্ষ্য করিয়া তৎসহ পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া মধু সহ লেহন করিলে শ্বাস আরোগ্য হয়। এই তিনটি যোগ শ্বাসচিকিৎসায় প্রভৃতি ঔষধের অনুপানার্ণ বাবদ্যত হয়। প্রবাল, শঙ্খভক্ষ্য, ত্রিফলা, পিপুল ও গেরিমাটী ঘৃতমধুসহ লেহন করিলে হিকা নষ্ট হয়। কুড় ও ধূনার ধূম বা কুশের ধূম গ্রহণে হিকা নিবারিত হয়। হিং ও মাষকলাইয়ের চূর্ণ সমভাগ, ধূমরহিত অন্ধারে নিক্ষেপ করিয়া ধূমপান করিলে ৫ প্রকার হিকা সহ্যর দূরীভূত হয়। কটু তৈলের সহিত পুরাতন ইক্ষুগুড় সমভাগে ৩ সপ্তাহ লেহন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। কাল ধুতুরার পাতা, ডাঁটা, ফল ও মূল প্রভৃতি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কাটিয়া, তামাকের ন্যায় ব্যবহার করিলে (উহার ধূমপান করিলে) শ্বাস রোগ দূরীভূত হয়। প্রবল শ্বাস হঠাৎ কমাইতে হইলে ৩৪ বিন্দু তারপিনতৈল একছটাক জল সহ পান করাইবে এবং বৃকে ঐ তৈল মাণিশ করিবে। বহেড়ার শাসচূর্ণ, মধুসহ, লেহন করিলে শ্বাস এবং উৎকাসি নষ্ট হয়।

মধু লেহন করিলে, অথবা—কদলী মূলেররস চিনিযুক্ত করিয়া পান করিলেও হিকা উপশমিত হয় । বায়ুনহাটী ও শুঠচূর্ণ—১/০ আনা মাত্রায় গরমজল সহ—অথবা শুঠ বায়ুনহাটী, সচললবণ ও চিনি ১/০ মাত্রায় গরমজল সহ পান করিলে, শ্বাস নষ্ট হইয়া থাকে । শ্বাসরোগ সূচনাতেই নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে । ভার্গীগুড় সর্বপ্রকার শ্বাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ । বিশেষতঃ তমকশ্বাসে ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ । অধিকাংশ স্থলেই ইহার আশ্চর্য্য গুণ দর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি । ইহা শ্বাসের ব্যাধিবিপরীত ঔষধ । বাতপ্রধান শ্বাসে কুলথগুড় প্রয়োগ করিবে । বাসককল্যাণগুড় পুরাতন শ্বাসকাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ । বহুদিনের বাতপ্রধান শুষ্কশ্বাসে মহাশ্বাসারিলৌহ ব্যবহার করিবে । বাত শ্লেষ্ম-প্রধান শ্বাসে শ্বাসকুঠাররস ফলপ্রদ । পুরাতন—কফাভাবক দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসে—শ্বাসচিন্তামণি ব্যবহার্য্য । শ্বাসযুক্ত কাসে শ্বাসকাসচিন্তামণি প্রযোজ্য । বসন্ততিলকের আয় শ্বাস নিবারক ঔষধ দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু হৃদয়ে কফ বদ্ধ থাকিলে বা বেদনা থাকিলে ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । ইহা শোষক । পূর্বোক্ত সর্বাস্তম্বন্দর, বৃহৎ শৃঙ্গারাদ্র, সার্বভৌমরস, বৃহৎচন্দ্রায়তরস ও বৃহৎ-কাঞ্চনাদ্র অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে । শ্বাসে জ্বর থাকিলে বৃহৎ চন্দ্রায়ত-লৌহ, চন্দ্রায়তলৌহ, সর্বাস্তম্বন্দর বা বসন্ততিলক প্রয়োগ করিবে । কস্তুরী শ্বাসের মহৌষধ ; কারণ ইহা দ্বারা শ্বাস সত্ত্বর প্রশমিত হয় । কস্তুরীঘটিতবসন্ততিলক, কাঞ্চনাদ্র, কস্তুরীঘটিত শ্বাসকাসচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ আশুফলদায়ক । বায়ুনহাটীর ন্যায় কাঁকড়াশুকী, কটকারী ও বাসক ইহাতে বিশেষ হিতকর । তমকশ্বাসের সকল অবস্থাতেই উষ্ণক্রিয়া করিবে, এবং কদাচ শৈত্য ক্রিয়া করিবে না । প্রথমকে জ্বরনিবারণার্থ চূড়ামণিরস ব্যবহার করিবে । তমক-শ্বাসে পূর্বোক্ত সারচন্দনাদিতৈল, বা বাসাচন্দনাদিতৈল ব্যবহার করিলে উপকারদর্শে । পুরাতন শ্বাসে বৃহৎচন্দনাদিতৈল ব্যবস্থেয় । এই পীড়ায় কেহ ২ আশুফলের জন্য অহিফেন সেবন করিয়া থাকেন কিন্তু তাহা নিতান্ত গর্হিত । অহিফেনসেবীর শ্বাস, পৈত্রিক-শ্বাস, এবং বৃদ্ধ অবস্থার শ্বাস দুরারোগ্য । জীর্ণবাতপ্রধানশ্বাসকাসে—বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায়—চ্যবনপ্রাশ পরম হিতকর ।

ভার্গীগুড় । ( ব্যাধিবিপরীত ঔষধ )

বায়ুনহাটী ১২॥ সের, দশমূলী মিলিত ১২॥ সের, শ্লথ পোটলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ শত, জল ১১৬ সের, চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ১২॥ সের ইক্ষুগুড় মিলাইয়া পুনঃপাক করিবে । পাকের সময় পূর্বোক্ত স্থিগ্নহরীতকী গুলি তাহাতে ক্ষেপণ করিবে এবং লেহবৎ হইলে নামাইয়া যখন শীতল হইবে তখন তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিশূলগন্ধি, ( দারুচিনি,

এলাচি, তেজপাতা ) প্রত্যেকের ১পল চূর্ণ, যবক্ষার ৪ তোলা এবং মধু ১৫ পোয়া মিশাইবে । অধুনা মধু মিশাইয়া রাখা হয় না । মাত্রা ৥০ তোলা হইতে ১ তোলা । ছাগদুগ্ধ বা গরম জল সহ এই ঔষধ সেব্য । ঔষধ সেবনান্তে ১টী ঔষধের হরীতকী ভক্ষণ করিবে ।

### কুলথ গুড় ।

কুলথ কলাই ১২৥ সের, দশমূল ১২৥ সের, বায়ুনহাটী ১২৥ সের, জল ১৯২ সের, চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করতঃ তাহাতে ৬১ সের ইক্ষুগুড় মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং উহা লেহবৎ হইলে নামাইয়া যখন শীতল হইবে তখন তাহাতে মধু ১৫ সের, বংশলোচন ১৫ পোয়া, পিপুল ১৫ পোয়া, ত্রিসুগন্ধি মিলিত ২ পল মিশাইবে । মাত্রা এবং অল্পপান ভার্গোগুড়বৎ । ইহাতে হিকা, শ্বাস, জ্বর এবং তমক ও প্রতমক শ্বাস নষ্ট হয় ।

### বাসককল্যাণ গুড় ।

বাসকমূলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, তালীশপত্র প্রত্যেক ৫পল, শতমূলী ১৫ পল, বায়ুনহাটী ১০পল, কাঁকড়াশৃঙ্গী ১পল, পিপুলমূল ১পল, পারুলছাল ৩পল, এই সমস্ত দ্রব্য কুণ্ডিত করিয়া ৩২ সের জলে পাক করিবে এবং ৮ সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করতঃ পশ্চাৎ তাহাতে পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০পল, ঘৃত ২পল ও দুগ্ধ ১০পল সহ যথাবিধি পাক করিবে । যখন ঘনীভূত হইবে, তখন কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপাত ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, এলাচি ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, গুঁঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও জৈত্রী ১তোলা প্রক্ষেপ দিয়া গাঢ় আলোড়ন করতঃ নামাইবে ও শীতল হইলে মধু ১ পল মিশাইবে । মাত্রা ৥০ তোলা । ঔষধ সেবনান্তে কিছু গরমজল পান করিবে । অথবা তেঁতুলপত্রের কাথ, মরিচচূর্ণ ৬ রতি ও শোধিত হিং ৬ রতিসহ ঔষধ সেবন করিবে । উপরি লিখিত অল্পপানে অধুনা এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় না । ইহা প্রায়শঃ উষ্ণদুগ্ধ বা গরমজলসহ সেবিত হইয়া থাকে ।

### অহাস্থাসারি লৌহ :

লৌহ ৪ তোলা, অন্ন ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, কুলবীজের শগু, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাচি, কুড়, নাগকেশর প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহথলে লৌহদণ্ড দ্বারা ২ প্রহর মর্দন করিয়া ১০ আনা মাত্রায় মধুসহ লেহন করিবে ।

### শ্বাসকুণ্ডার । ( বাতশ্লেষ্মানাশক )

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, মরিচ, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ৩ রতি । অল্পপান—আদারস বা কণ্টকারীর কাথ । ইহা শ্বাসকাসহর ।

### শ্বাসচিস্তামনি ।

লৌহভস্ম ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অন্ন ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, যুক্তা ৥০ তোলা, স্বর্ণ ৥০ তোলা । কণ্টকারীর রসে বা কাথে আদার রসে

ছাগদুগ্ধে ও যষ্টিমধুর কাথে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু ও বহেড়াচূর্ণ। ইহা দ্বারা শ্বাসকাস ও যক্ষ্মা নষ্ট হয়।

### • কস্তুরী দ্বাৰিত শ্বাসকাস চিকিৎসা।

রসসিন্দূর, অন্ন, লৌহ, স্বর্ণমাফিক, মুক্তা, স্বর্ণ, প্রবাল প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ৥০ তোলা, কস্তুরী ৥০ সিকি তোলা। কণ্টকারীর কাথে, ছাগদুগ্ধে ও ভৃঙ্গরাজস্বরসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান—বহেড়াচূর্ণ ও মধু।

### শ্বাসকাস চিকিৎসা।

পারদ, স্বর্ণমাফিক, স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, মুক্তা ৥০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অন্ন ২ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, কণ্টকারীর রসে বা কাথে, ছাগদুগ্ধে, যষ্টিমধুর কাথে ও পান রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

### বসন্ততিলক।

স্বর্ণ ১ তোলা, অন্ন ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, প্রবাল ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, গোক্ষুরের কাথ, বাসকপত্র রস এবং ইক্ষুরসে ভাবনা দিয়া বন্যকরীষ দ্বারা ৭ বার গজপুটে পাক করিবে। পরে কস্তুরী ১ তোলা ও কর্পূর ১ তোলা মিশাইয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। কেহ কেহ, ৮ তোলা কজ্জলী স্থানে ৮ তোলা স্বর্ণসিন্দূর গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার অনুপান—বাসকপত্ররস ও মধু ইত্যাদি। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, গ্রহণী, প্রমেহ, জন্দ্ৰোগ ও ভ্রুর আরোগ্য হয়। ইহা বল্য, বৃষ্ণ ও রসায়ন।

### বৃহৎ চন্দনাদি তৈল।

তৈল ৮ সের, লাক্ষা ৮ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের। দধিরমাত ১৬ সের। কন্ধার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকান্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকান্ঠ, দেবদারু, শট্টা, এলাচি, খাটাশী, নাগেশ্বর, তেজপাত, শিলারস, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাকলা, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অণ্ডক, কঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুক, নালুকা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই কণ্ডের গন্ধদ্রব্য দ্বারা ১৬ সের জল সহ শেষ পাক করিবে। শীতল হইলে মৃগনাভি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য মিশাইবে।

“বৃহৎ কনকাসব” নামে আমাদের যে একটা ঔষধ লিখিত আছে উহা অনেক সময় আশু ফলদায়ক হইয়া থাকে।

### বৃহৎ কনকাসিন।

শাখা, মূল, পত্র ও ফল সহিত কুণ্ডিত ধুস্তুর ৪ পল, বাসকমূলের ছাল ৮ পল, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বায়ুনহাটী, চই, তেজপাত, তালীশপত্র প্রত্যেকচূর্ণ ৩ পল, ধাইফুল ১০ পল, জাক্ষা ২০ পল, জল ১২৫ সের, চিনি ১২৫ সের, মধু ৮৬ সের। এই

সমুদায় দ্রব্য আবৃত পাत्रে ১ মাস রাখিয়া দ্রব্যংশ ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ২ তোলা ।  
চহাদ্বারা শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয় ।

### হিকা ও শ্বাসরোগীল দূর্লক্ষণ ।

যে ব্যক্তির হিকা কালীন দেহ বিদ্রুত বা কুঞ্চিত এবং দৃষ্টি উর্দ্ধগত হয়. যাহার শরীর শার্ণ. অগ্নে অরুচি অথবা যে ব্যক্তি মৈথুনাসক্ত হয় তাহার জীবনের ভরসা নাই । যাহার হিকা নাভীদেশে হইতে উৎপত্ত হয় এবং জ্বর. মুচ্ছা. প্রলাপাদি উপসর্গ বর্ত্তমান থাকে তাহার পরিণাম শোচনীয় হইয়া থাকে ।

শ্বাসে অরুচি. জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে সাংখ্যাতিক হইয়া উঠে ।

পথ্য—ইহাতে কফবাত্ত অল্পসোমন ও উষ্ণ অন্নপান হিতকর । ইহার পানাহার রক্তপিত্ত অধিকারোক্ত পানাহারের আয় ।

অপথ্য—গুরুপাকদ্রব্য. রুক্ষ ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য. কফবর্দ্ধকদ্রব্য. ধূমপান. ধূলি সেবন. শীতলজলপান, অধিক আহার. শোক. ক্রোধ. মানসিক চিন্তা. রোদ্র ও অগ্নিসম্ভাপ. মাষকলাই. লাউ. শাক. আলু. শিম প্রভৃতি ।

## অথ স্বরভেদচিকিৎসা ।

বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া স্বরবহস্রোতঃ বদ্ধ করিলে স্বরভেদ উৎপন্ন হয় । শ্বাসের আয় ইহাতেও প্রাণ ও উদান বায়ুর তৃপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী । শ্বাসের আয় ইহাতে ও শ্লেষ্মার কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে । এই সকল লক্ষণের সাধন্য পাকা হেতু. শ্বাসানন্তর স্বরভেদ চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে । চব্যাদিচূর্ণ স্বরভেদের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা সকল অবস্থাতেই ব্যবহৃত হইতে পারে । কেহই ইহাকে ব্যাধিবিপরীত ঔষধ বলিয়া নির্দেশ করেন । দুই বেলা. মিশ্রি ও মরিচ মুখে ধারণ করিলে স্বরভেদ আরোগ্য হয় । পিপুল বা গুঠযুক্ত হরীতকী বাটা মুখে ধারণ করিলে. স্বরভেদ প্রশান্ত হয় । বদরীপত্রক দ্বতে ঐষৎ ভজিত করিয়া এবং সেই অবশিষ্ট দ্রুত দ্বারা উহা পেয়ণ করতঃ কিকিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয় । ইহা বাতজ্বরভেদে বিশেষ উপকারী । উচ্চঃস্বরে চিৎকার কারতেই স্বরভেদ উৎপন্ন হইলে. স্রুগ্ধোক্ত কাকোল্যাদিগণ সহ ( পরিভাষায় দ্রষ্টব্য ) ক্ষীরপাকবিধি অনুসারে পাক্যক্ষ. চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । শ্লেষ্মাধিক স্বরভেদে নিদিগ্নিকাদিলেহ ও তালীশাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে । কফাধিক স্বরভেদে ভৈরবরস প্রয়োগ করা যায় । ইহা অগ্নিমান্য ও গ্লীহা নাশক । বহুকালের বাত্যাধিক স্বরভেদে স্বয়ম্ভুরস ও ব্রাহ্মীঘৃত ব্যবহার করিবে । কফাধিক জ্বর স্বরভেদে কণ্টকারীঘৃত কলপ্রদ । বাত্যাধিক স্বরভেদে কল্যাণাবলেহ ব্যবহৃত হইতে পারে ।

### চৰাণদি চূৰ্ণ ।

চই. অন্নবেতস, ত্রিকটু. পুরাণভেঁড়ুল, তালীশপত্র. জীবক. বংশলোচন, রক্তচিত্তের মূল প্রত্যেক ১ ভাগ, পুরাতন ইক্ষুগুড় সর্বসম, দারুচিনি, এলাচি. তেজপাত মিলিত ১ ভাগ। মাত্রা ৯০ আনা হইতে ১০ আনা। অন্নপান—গরমজল।

### ভৈরবরস ।

পারদ, গন্ধক. বিষ. সোহাগা, মরিচ. চই. চিতে. প্রত্যেক সমভাগ. জলদ্বারা মর্দন করিয়া ৪ রতি বটা করিবে। অন্নপান—গরমজল।

### স্বৰ্ণশু রস ।

পারদ, গন্ধক. অন্ন. স্বর্ণমাক্ষিক. লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা. বৈক্রান্ত ২ মাষা. স্বর্ণ ১ মাষা. রৌপ্য ১০ তোলা। ভাবনার্থ—কটকারী. আদা, ব্রাহ্মী। বটা ২ রতি। এই ঔষধ ছায়ায় শুষ্ক করিতে হয়। অন্নপান—ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধু। ইহা দ্বারা নানাবিধ স্বরভেদ. শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। ইহা বাক্‌বিগুহ্মি সম্পাদক।

### নিদিদ্ধিকাদিনেহ ।

কণ্টকারী ১২৥ সের. পিপুলমূল ৬। সের. চিতে ১৩৮, দশমূল মিলিত ১৩৮, জল ১২৮ সের, শেষ ১৬ সের. ছাঁকিয়া ১৪ সের পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ পুনঃ পাকে চাপাইবে এবং উহা ঘনীভূত হইলে. তাহাতে পিপুলচূর্ণ ৮ পল. ত্রিজাতক চূর্ণ মিলিত ১ পল. মরিচচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ১৥ সের মধু মিশাইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অন্নপান—ছাগহৃৎ বা উষ্ণজল।

### কণ্টকারী স্নাত ।

ঘৃত ১৪ সের, কণ্টকারীর স্বরস ১৬ সের। কন্ধার্থ—স্নেহবেড়েলার মূল, রান্না. গোক্ষুর. ত্রিকটু মিলিত ১১ সের। স্বরসের অভাবে শুষ্ক কণ্টকারী ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ সহ পাক করিবে।

### ব্রাহ্মীস্নাত ।

ঘৃত ১৪ সের. মূল ও পত্রসহ ব্রাহ্মীশাক ধোত করিয়া পেষণ করতঃ রস ছাঁকিয়া ১৬ সের লইবে। কন্ধার্থ—হরিদ্রা. মালতীমূল. কুড়. তেউড়ীমূল. হরীতকী প্রত্যেক ১ পল এবং পিপুল, বিড়ঙ্গ. সৈন্ধব. চিনি. বচ প্রত্যেক ২ তোলা মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা ১০ তোলা। এই স্নাত উষ্ণহৃৎ সহ সেব্য। ইহা দ্বারা স্বরভেদ নষ্ট হইয়া শুকণ্ড হইয়া থাকে। ব্রাহ্মীস্নাত মেধাশক্তি বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। স্নাতরাং সঙ্গীত প্রিয় ও পাঠার্থীদের পক্ষে ইহা অতীব হিতকর। ইহার অপর নাম সারস্বতস্নাত।

অপথ্য—অতিরিক্ত ঝাল, অন্ন, শাক. দধি. কাঁচাঘৃত. কাঁচাকলা, চালিতা. মাষকলাইয়ের ডাল. দিবানিজা. মৈথুন ইত্যাদি।

## অণু অরোচক চিকিৎসা ।

কৃধা থাকিতেও আহারে বিবেষ জন্মিলে তাহাকে অরোচক বলে । ইহা নানাকারে জন্মিতে পারে ।

সাধারণতঃ বাতজনিত অরুচিতে মুখ কষায় রস. পিত্তজে ঝাল ও তিক্তরস, কফজে মধুর ও লবণ রস এবং মুখের কফলিপ্ততা হয় । টাবালেবুর কেশর. দ্বত ও সৈন্ধব যুক্ত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, বাতজরোচক এবং আমলকী. কিস্মিস্. চিনি একত্রে পেষণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে পিত্তজ অরোচক আরোগ্য হয় । “দারুচিনি. মূতা. এলাচি, ধনে” ও “পিপুল. চই” এই যোগদ্বয়ের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণে কফজরোচক, “মূতা. আমলকী” ও “দারুচিনি. দারুহরিদ্রা, যমানী” এই যোগদ্বয়ের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে পিত্তজ অরোচক এবং যমানী ও পুরাতন তেঁতুলের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে বাতজ অরোচক আরোগ্য হয় । পুরাতন তেঁতুল. ইক্ষুড় ও জল এবং তাহাতে কিছু দারুচিনি. এলাচি ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কবল ধারণ করিলে সর্ববিধ অরোচক নষ্ট হয় । পরিমিত দাড়িমের রস এবং কিঞ্চিৎ বিটলবণ ও মধু একত্রে মুখে ধারণ করিলে বাতপিত্তপ্রধান অরুচি আরোগ্য হইয়া থাকে । ভোজনের পূর্বে সৈন্ধব ও আদা ভক্ষণ করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠের বিস্তৃতি হয় এবং অরুচি নষ্ট হইয়া থাকে । ইহা স্তম্ভ শরীরেও ব্যবহার্য্য । এই ব্যাধিতে যমানীষাড়ব, কলহংস, তিস্তিভীপানক, রসালো, ও স্থলোচনাভ্র ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে । এতন্মধ্যে তিস্তিভীপানক ও রসালো সর্বপ্রকার অরুচি নাশক ও শ্রেষ্ঠ ।

### যমানীষাড়ব ।

যমানী. পুরাতন তেঁতুল. শুঁঠ. অববেতস. দাড়িম. কুলশুঁঠ প্রত্যেক ২ তোলা. ধনে. সচললবণ. জীরে, দারুচিনি প্রত্যেক ১ তোলা. পিপুল ১০০ একশত, মরিচ ২০০ শত, চিনি ১১০ সের, এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া পরিমিত মাত্রায় ১০ সিকি তোলা হইতে ১১ তোলা মাত্রায় ) অন্নসহ সেবন করিবে । ইহা দ্বারা নানাবিধ অরুচি, কাস, শ্বাস. অগ্নাশ্র গ্রহণী ও অর্শঃ আরোগ্য হয় । ইহা কফপ্রধান অরুচিতে বিশেষ হিতকর ।

### কলহংস ।

সজিনাবীজ ১৮টী. মরিচ ১০টী. পিপুল ২০টী আদা ৮ তোলা ইক্ষুড় ৮ তোলা. কাঁজি ১২ সের. পরিমিত বিটলবণ. দারুচিনি. এলাচি. তেজপাত, নাগেশ্বর গন্ধকরণো-পযোগী একত্রে মছনদণ্ডদ্বারা মথিত করিয়া ইহার কবল করিলে উপকার দর্শে । ইহা দ্বারা স্বরবিস্তৃতি হয় বলিয়া এই ঔষধ কলহংস নামে অভিহিত হইয়াছে ।

### তিস্তিভীপানক ।

বীজ ছাড়া সুপক পুরাতন তেঁতুল ৫ পল. চিনি ২০ পল, ধনে বাটা ১ পল, আদা ১ পল, দারুচিনি. এলাচি, তেজপাত ও নাগেশ্বরের চূর্ণ মিলিত ৪ তোলা, জল সর্ববিধ । এই



সমস্ত দ্রব্য নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন ও আলোড়ন করিয়া পরিমিত গরমদুগ্ধ মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ইহা অগুরুপিত নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া কর্পূর সুবাসিত করিয়া পান করিবে। মাত্রা—২। ৩ তোলা।

### রসাল।

অন্নদধি ৮ সের, চিনি ১২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর প্রত্যেক ১ তোলা একত্রে মর্দন করিয়া কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করিবে। মাত্রা—২। ৩ তোলা।

### সুলোচনান্ন।

অন্ন ১ পল, হীরক ১ পল, চই, কুলশুঠৈ, বেণামূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুলি ছোলঙ্গলবু প্রত্যেক ১০ দশ পল, একত্রে মর্দন করিয়া ৮/১০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে নানাবিধ অরুচি, কাস, শ্বাস, স্বরভেদ ও বক্ষোবেদনা আরোগ্য হয়।

পথ্যাপথ্য—অরুচি যে দোষজ হইবে, তত্ত্ব দোষবন্ধক দ্রব্য অপথ্য এবং তত্ত্ব দোষ নাশক দ্রব্য পথ্য। অরুচি হইলে, অনেক রোগ অসাধ্য হইতে পারে সুতরাং অরুচি নাশার্থ বিশেষ ভাবে যত্নবান হইবে। অরুচি নাশার্থ অগাঢ় ক্রিয়ারও অমুষ্ঠান করিতে পারা যায়।

## হৃদ্বি চিকিৎসা। (বমন চিকিৎসা)

হৃদ্বি মাত্রেরই আমাশয় সমুখ, সুতরাং কেবল বাতজ হৃদ্বিতন্ত্র সমস্ত হৃদ্বিতেই লজ্জন দেওয়া কর্তব্য। কেহহ লজ্জন শব্দে লগ ভোজন বাখা কবিতা থাকেন। বায় উর্দ্ধগত না হইলে বমন হইতে পারে না; সুতরাং বায়ব অপোগতির নিমিত্ত হস্তীতকী প্রভৃতি অধোবিব্রেচক দ্রব্যের চূর্ণাদি মধু বা দধি সহ সেবন করাইবে। বাতজ হৃদ্বিতে জদয়স্পন্দন থাকিলে, সৈন্ধবযুক্ত জলপান করিবে। এই রোগে শ্রোতোজাদিচূর্ণ বা কোলাদিচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে আশু বমন নিবারিত হয়। আদারসে ৭ বার ভাবিত মনশিলা ১ রুচি টাবালেবুর রস বা কয়েদবেলের রস সহ পান করিলে অথবা পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে উপস্থিত বমনবেগ নিবারিত হয়। অতিশয় বমন হইলে বিব্রেচন করাইবে এবং যশ, মুতা, রসাজন, মূর্খামূল ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ মধু সহ লেহন করিবে। গুলফের হিমকষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আশু বমন নিবারিত হয়। তুল্যমান জল ও দুগ্ধ পান করিলে বাতজ বমন দূরীভূত হয়। যুগ ভাজিয়া কাপ বিধানে কাপ করতঃ ছাঁকিয়া তাহাতে খঁইচূর্ণ, চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্কবিশ হৃদ্বি আরোগ্য হয়। পিত্ত বা বিদগ্ধপিওজনিত বমনে গুড়ুচ্যাদিকষায় পান করিবে। ক্ষেত্রপত্রটির কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলেও ফল লাভ হয়। আমাশয়ে অত্যন্ত কলস্কিত হইয়া বমন হইলে, উহা নিহঁরণার্থ বমন

করাইবে। বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুঠচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে কফজ বমন নষ্ট হয়। জলধারা খইয়ের ছাতুর তর্পণ প্রস্তুত করিয়া মধুসহ লেহন করিলে, ত্রিবিধ বমন নষ্ট হয়। বিলম্বলের ছালের বা গুলঞ্চের কাথ মধুসহ পান করিলে, অথবা মূর্খামূল (ছোঁচমুখীমূল) তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করিয়া, তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, সর্ব-প্রকার ছর্দি আরোগ্য হয়। আমলকী, কিস্মিস, চিনি প্রত্যেক ১ পল একত্রে পেষণ করিয়া অর্দ্ধসের জলে গুলিয়া তাহাতে মধু ১ পল মিশাইয়া বস্ত্রধারা ঢাকিয়া পান করিলে ত্রিদোষজ বমন নষ্ট হয়। শুষ্ক অশ্বখবকল দক্ষ করিয়া তাহা জলে নির্দোষিত করতঃ সেই জল পান করিলে আশু বমির শান্তি হয়। রক্ত বমনে মধুকাদিযোগ বিশেষ ফলপ্রদ। এলাদিচূর্ণ নানাবিধ বমি শান্তির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছর্দির প্রসিদ্ধ ঔষধ। জীরে, ধনে, হরীতকী, কণ্টকারী, ত্রিকটু, রসসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগে পেষণ করিয়া ৪।৫ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ যথোক্ত অনুপানে ব্যবহৃত হইলে বমির উপশম হয়। হিকা অধিকারোক্ত পিপ্পল্যা-লৌহ বমি প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাধারা সর্বপ্রকার বমন আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইদানীং ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। ক্রিমিমুদগাররস প্রভৃতি ক্রিমিজ বমনের নিরুত্তিকর। “আমলকীরস ও কয়েদবেলের রস” অথবা পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধু একত্র লেহন করিলে প্রবল বমি প্রশমিত হয়। কমলালেবুর রস পান করিলেও বমি নিবারিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা বিস্তৃতি বমনের পক্ষে মহৌষধ। বমি নিবারণের পক্ষে বরফ উৎকৃষ্ট। গর্ভকালের বমনের জন্ম বাস্ত হইয়া, তীব্র কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নহে।

### ছর্দি রোগীর ছলক্ষণ।

বমন যদি বিষ্টার গন্ধের আয় গন্ধযুক্ত হয়, এবং রোগী যদি সর্বদা রক্ত ও পুঁথযুক্ত পদার্থ বমন করে এবং বমনের সঙ্গে ২ অর, খাস ও মূর্ছা প্রভৃতি বর্তমান থাকে তবে রোগীর জীবন শঙ্কটাপন্ন হয়।

### স্রোতোজাদি চূর্ণ।

রসাজন, খইয়ের ছাতু, উৎপল, কুলেরশাস প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা। খইয়ের ছাতুর জলসহ সেব্য।

### কোলাদি চূর্ণ।

কুলশাস, রসাজন, মক্ষিকায় বিষ্ঠা, খইয়ের ছাতু, চিনি ও পিপুল। মাত্রা ১০ আনা। অনুপান—খইতিজান জল।

গুড়ুচ্যাতি কক্ষাস্ত্র। অথ—গুলঞ্চ; ত্রিফলা, নিমছাল ও পসতা। প্রক্ষেপার্থ—মধু ১০ তোলা।

**এলাদিচূর্ণ** । **স্থান**—ছোটএলাচি, লবঙ্গ. নাগকেশর. কুলশাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু. মুতা, ষ্ঠেচন্দন ও পিপুল । **মাত্রা** ১/০ আনা হইতে ১০ আনা । ইহা মধু ও চিনি সহ লেহন করিবে ।

**অম্বুকাদি শোণ** । **স্থান**—রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু দুইকে পেষণ করিয়া দুই সহ সেব্য ।

**পথ্য**—লজ্জন, বরফজল, ডাবেরজল. মুড়িভিজান জল. সুগন্ধি দ্রব্যের আত্মাণ, লঘুপাক ও রুচিকর পদার্থ আহার. ফলের ঘ্রাণ ইত্যাদি ।

**অপথ্য**—উগ্র ও উদ্বিগ্নজনক ক্রিয়া এবং তাদৃশ দ্রব্য. অতিরিক্ত লবণ ও শ্লেষ্মকরদ্রব্য আহার ।

## অপ তৃষ্ণা চিকিৎসা ।

বায়ু পিত্তযুক্ত হইয়া পিপাসা উৎপন্ন করে । অতিরিক্ত বমনে পিপাসা হয় বলিয়া বমনের পরে তৃষ্ণা চিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে । তৃষ্ণা বেগ ধারণ করা কর্তব্য নহে । স্বাদূরসযুক্ত অম্লরসে বাতজ পিপাসার শান্তি হয় । দধির সহিত কিঞ্চিৎ শুড় মিশাইয়া পান করিলে পিপাসা নষ্ট হয় । পিত্তজ তৃষ্ণায় জরোক্ত বড়ঙ্গপানীয় সেবন করিবে ।

মৌরী ভিজান জলপানে তৃষ্ণার শান্তি হয় । ইহাতে গব্যদুগ্ধ অতীব হিতকর ক্ষেত্রপঙ্কটী, রক্তচন্দন, বেণামূল প্রভৃতি শীতবীৰ্য্যদ্রব্যসাধিত শীতলজল সেবনে পিপাসার শান্তি হয় । বড়ঙ্গপানীয়ের মধ্যে যে শুষ্ক আছে তাহা ইহাতে ব্যবহার্য্য নহে, কারণ উহা উষ্ণবীৰ্য্য । বিষমূলের ছাল, অভ্রর, ধাইফুল, স্বল্পপঙ্কমূল ও কুশমূল ইহাদের দ্বারা সাধিতজল পান করিলে কফজপিপাসা নষ্ট হয় । ইহাতে অবস্থা বিশেষে বমন ও ব্যবস্থেয় । ক্ষতজ তৃষ্ণায় জল মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে । এই তৃষ্ণা প্রায়শঃ রস ধাতুর ক্ষয় হইতে উৎপন্ন হয় । ত্রিদোষজ তৃষ্ণায় আন্তরীক্ষজল ও কিঞ্চিৎ মধু পান করাইবে । রক্তশালিধাতুর সজ্জ জল দেওয়া ভাল. সুশীতল অবস্থায় মধুসহ ভক্ষণ করিলে তৃষ্ণা ও বমন নিবারিত হয় । তৃষ্ণার্ন্ত রোগীকে জল দিতে কদাচ সম্মুচিত হইবে না ; তবে অবস্থাবিশেষে জল সংস্কৃত করিয়া লওয়া আবশ্যক । তৃষ্ণারোগ পিত্তপ্রধান. সুতরাং সততই শীতল দ্রব্যের উপযোগ স্তম্ভবহ । কুমুদেশ্বররস তৃষ্ণা রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে । আম ও জামের আঠির শাঁশের কাথ ১ পল মধুযুক্ত করিয়া সেবন করিলে পিপাসার শান্তি হয় ।

**কুমুদেশ্বর** । **যথা**—তাম্রভস্ম ২ তোলা. বঙ্গভস্ম ১ তোলা. যষ্টিমধুর কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । এই ঔষধ নিম্নলিখিত কাথ সহ সেব্য । **যথা**—চন্দন,

অনন্তমূল, মুতা, ছোটএলাচি, নাগকেশর, প্রত্যেক সমভাগ. ঋই সর্বসম, অর্দ্ধশত করিয়া তৎসহ চিনি ও মধু মিশাইয়া পান করিবে। পিপাসা স্থানের নাম ক্লোম ; উহা শুষ্ক হইলে ইঞ্জিয়গণ শিথিল হয়।

অত্যম্মু পানাৎ প্রভবন্তি রোগাঃ,  
নিরম্মু পানাচ্চ স এব দোষঃ,  
তস্ম্যাৎ বুধঃ প্রাণ বিবর্দ্ধনার্থং  
মুহুমুর্হুবাঁরি পিবেদভূরি।

পিত্তবর্দ্ধক সমস্ত দ্রব্যই তৃষ্ণা রোগে অপথ্য।

## অপা মুচ্ছা চিকিৎসা।

তৃষ্ণার জ্ঞায় এইরোগ পিত্তপ্রধান. সুতরাং সর্ববিধ মুচ্ছাতেই শীতল ক্রিয়া অবিকল্প। শীতল জলে অবগাহন. মণিমুক্তাদি ধারণ, শীতল প্রলেপ, সিক্ততালবৃন্তানিল, শীতল অন্নপান, পদ্মপত্র বা পুষ্প দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন ইত্যাদি ক্রিয়া হিতকর। তৃষ্ণা চিকিৎসায় যে সকল বিধি বলা হইয়াছে ইহাতেও তাহা অবলম্বনীয়। তৃষ্ণার প্রাবল্যে মুচ্ছা হয়. এজন্য তদনন্তর মুচ্ছা লিখিত হইয়া থাকে। মধুর বর্গদ্বারা (কাকোলাদি বা জীবনীয়গণ দ্বারা) সাধিত দুগ্ধ পান করিলে মুচ্ছা প্রশমিত হয়। পিত্তপ্রধান ও রক্তপ্রধান। যাহা রক্ত দর্শন করিয়া হয়) মুচ্ছাতে অত্যন্ত শীতল ক্রিয়া কর্তব্য। মত্তজমুচ্ছায় মত্ত বমন করাইয়া নিদ্রার বাবস্থা করিবে। বিষজমুচ্ছায় বিষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শতমূলী, বেড়েলামূল ও দ্রাক্ষা সাধিত সশর্কর দুগ্ধ পান করিলে মুচ্ছা ও ভ্রান্তি নষ্ট হয়। শ্বেত বেড়েলাবীজ, চিনি সহ বাটিয়া পান করিলে মুচ্ছা ও ভ্রান্তি আরোগ্য হয়। তুরালভার কাথে ষ,ত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ভ্রান্তি দূর হয়। কুস্তম্বুত সেবন করিলে আশু ভ্রান্তি প্রশমিত হয়। দশবৎসরের পুরাতন স্মৃতকে কুস্তম্বুত বলে। নিম্নলিখিত প্রয়োগ দ্বারা মুচ্ছারোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়।

যথা।—অপস্মার রোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঙ্গন, বৈরেচনধূম. পদতলে আলকুশীবীজ ঘর্ষণ। এই সকল মধ্যে শেষোক্ত ক্রিয়াই সচরাচর অর্জুজিত হইয়া থাকে। পূর্বে যে তীক্ষ্ণ অঙ্গনাদির প্রয়োগ বলা হইয়াছে. উহা প্রাবল্যঃ সন্ন্যাস রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সন্ন্যাস রোগে অভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োগের সময় পাওয়া যায় না। উহা আশুঘাতী হেতু নীচ কার্য্যকারী আলকুশী বীজাদির প্রয়োগই সুফলপ্রদ। মুচ্ছারোগে স্খানিধিরস, মহাপিত্তাস্তক-রস, কালাগ্নিরস, চিন্তামণিচতুর্মুখ, বৃহৎবাতচিন্তামণি, নারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, হিমসাগরতৈল, বিষ্ণুতৈল ও বৃহদ্বিষ্ণু তৈল ব্যবহার করিবে। বক্ষ্যমাণ ক্ষীরকল্যাণমুত পানে মুচ্ছা আরোগ্য হয়। মুচ্ছারোগের আক্রমণ কালে চোখ ও মুখে শীতল জল সেচন করতঃ কপাল ধৌত করিয়া

দিবে। দস্তমাড়ি আটকাইয়া গেলে পয়সা প্রভৃতি দ্রব্য খুব সাবধানে ছইয়াড়ির ভিতরে দিয়া উহা খুলিবার চেষ্টা করিবে, কদাচ নথ দিয়া খুলিবার চেষ্টা করিবেনা।

### সুধানিধিরস।

পারদ ভস্ম. (ইহার পরিবর্তে উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।) মাত্রা ২ রতি। পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ লেহন করিবে। কফান্বিত মুচ্ছার উক্ত অল্পপানে ব্যবহার্য।  
অন্তথা—ত্রিফলাজলসহ সেবা।

### কালানিধিরস।

রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ প্রত্যেক সমভাগ। শতমূলী ও ভূমিকুসুমাত্মক রসে. পাথরকুচির রসে, পৃথক ৫ বার ভাবনাদিয়া ১ রতি বটী করিবে।  
অল্পপান—শতমূলী রস. ত্রিফলাজল ইত্যাদি। এই ঔষধ নানাবিধ পিত্তপ্রধান ব্যাধিতে প্রযুক্ত হইতে পারে।

অপথা—ঝাল. উত্তাপ সেবন, ব্যায়াম, গুরুপাক বা আগ্নেয় দ্রব্য ভক্ষণ অন্ন, ক্ষার মত্ত ও ভাস্ক সেবন, তৃষ্ণা, মল. মূত্র. নিদ্রা ও ক্ষুধার বেগধারণ. চিন্তা. ভয়, শোক. ক্রোধ. মৈথুন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

সপথা—দিবসে পুরাতন তড়লের অন্ন, যুগ, মসুর. ছোলার ডাল. ক্ষুদ্রজীবিত মৎস্তের ঝোল, ঘোল. ছক্ষ. স্নাত, ছানা, মাখন, দ্রাক্ষা. পাণিফল. ডুমুর. পটোল, মানকচু, বেগুন. মোচা, তিলতৈল মর্দন. বিশুদ্ধ বায়ু সেবন. স্রোতস্বতী জলে অবগাহন ও গীতবাগ্মাদি শ্রবণ হিতকর।

## অগ্ন মদাত্যয় চিকিৎসা

অদাত্যয়ে বিপরীত মত্তসহ তত্ত্ব দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি বিপরীত মত্ত প্রয়োগ অযোগ্য বিবেচিত হয়. তবে গব্য দুগ্ধ পান করাইবে। দুগ্ধ মত্তের ভীততা নষ্ট করে। বাতপ্রধান মদাত্যয়ে—বাতহরমত্তসহ ত্রিকটুচূর্ণ ও সচললবণ পরিমিত রূপ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। এই মত্তে, কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বাহার পূর্বপীত-মত্ত জীর্ণ হইয়াছে তাহাকেই মত্তঘটিত ঔষধ সেবন করাইবে। অন্তথা অন্তবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। খেজুর. কিস্মিস. পুরাণ তেঁতুল. মহাদা, (অভাবে অন্নবেতস) দাড়িম. পরুথফল ও আমলকীযুক্ত খইয়ের মত্তপান করিলে, সকল প্রকার মত্তবিকার নষ্ট হয়। ইহা ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। কিস্মিস, কয়েদবেল, দাড়িম, চিনি ও মধু দ্বারা পানক প্রস্তুত করিয়া পান করিলে. পানবিভ্রম আরোগ্য হয়। আকর্ষণীতলজল পান করিলে পুণফল (ওপারি) জাত মত্ততা নষ্ট হয়। শর্করাজলের কেবল করিলে অতিরিক্ত চূর্ণ সেবন জনিত রসনাদাহ

নিবারিত হয় । চিনিসহ প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ পান করিলে ধুতুরফলভক্ষণজ মত্ততা দূরীভূত হয় । উন্মাদের কল্যাণকরমূত পান করিলে নানাবিধ মত্ততা ও মূর্ছা আরোগ্য হইয়া থাকে । মূর্ছার ঞ্চায় মদাত্যায়েও সর্বত্র শীতল ক্রিয়া অবলম্বনীয় । তাহুল ভক্ষণ জনিত মত্ততা উপস্থিত হইলে চূর্ণ মর্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার আত্মাণ লইবে । হরীতকী ভক্ষণ করিলে জাতী-ফলজমত্ততা নষ্ট হয় । বহেড়া ফল সেবনে মত্ততা হইলে, শীতলজলে অবগাহন এবং দাধি ও চিনি ভক্ষণ করিবে । মত্তপানজ দাহে পিত্তজ্বরোক্ত দাহ চিকিৎসা করিবে । চিনি-যুক্ত মূত লেহন করিলে যাবতীয় মত্ততা উপশমিত হয় । শতাবরীতৈল মালিশ করিলে পিত্তপ্রধান মদাত্যায় আরোগ্য হয় । ইহা মস্তিষ্ক এবং শরীরের শীতলতা সম্পাদক । ইহা কোষ্টগত বায়ু এবং পিত্তজ্বাধি নাশক । মদাত্যায়ে মত্তপ্রয়োগ করিতে হইলে, টাৰা-লেবুররস, চূক্র, কাঁজি, শুক্ল প্রভৃতিসহ বিপরীতগুণবিশিষ্ট মত্তপান করাইবে । উষ্ণতও ডাবের জল পান করিলে সিদ্ধিভক্ষণজনিত মত্ততা দূরীভূত হয় । সিদ্ধিপানজনিত মত্ততা প্রশমনে মত্তপান অতীব হিতকর । মুখ ও কর্ণ রোগে, বেদনায়, স্তনরোগে, বৃদ্ধিরোগে, ব্রণে ও কোনও স্থান ভাঙ্গিয়া গেলে, তথায় মত্তের বাহ্যপ্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং তাহা বিশেষ উপকারী । বিহিতমাত্রায় মত্তপান স্বাস্থ্যকর । অথবা অতিরিক্ত মত্তপান করিলে সত্ত্বর বলক্ষয় হয় এবং যকৃত ও প্রীহা দূষিত হইয়া অগ্নিপিত্ত, শূল প্রভৃতি উৎকট ব্যাধির আক্রমণে আশু জীবনমীলার অবসান হইয়া থাকে । মাংসযুষ সেবন মত্তপায়ীর পক্ষে দৰ্শতোভাবে হিতকর । মত্তপান করিয়া কদাচ ক্ষুধার বেগ ধারণ করা কর্তব্য নহে । বালক ও রক্ত মত্তপান হইতে সতত সতর্ক থাকিবে । শরীর হিমাক্ত হইলে, অথবা হঠাৎ অবশ হইলে তীক্ষ্ণবীৰ্য্য মত্তপান করাইবে । ইহাৎ শরীরে বিশেষ আঘাত লাগিলে মত্তের উভয়বিধ প্রয়োগ করিবে । বিহুচিকায়--সংগ্রাহক ও তীক্ষ্ণবীৰ্য্য মত্ত প্রয়োগে অনেক সময় আশাতীত ফলাভ হইয়া থাকে । মত্ত যত পুরাতন হইবে ততই তাহার গুণোৎকর্ষ হইবে । সুস্থবাক্তির পক্ষে জামের বা আম্বুরের মত্ত বিশেষ উপকারী । মত্তপায়ীর কোন পীড়া হইলে দোষবিপরীতমত্ত সহ ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহা কার্য্যকারী হইবে । মত্তপায়ীর পীড়া প্রশমনে মত্তই প্রধান ঔষধ । স্ততরাং অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যাধির অনুরূপ মত্তের কল্পনা করিবে । অগত্যা বিজ্ঞ চিকিৎসক ও সফলকাম হইতে পারিবেন না ।

### শতাবরীতৈল ।

মুর্ছিত কৃষ্ণতিল তৈল ৮ সের, শতমূলীর স্বরস, আমলকীর রস, ভূমিকুম্মাণ্ডের স্বরস প্রত্যেক ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের, বেড়োলা, অম্বগন্ধা, কুলথ ও মাষকলাই প্রত্যেকের কাথ ৮ সের, কন্ধার্থ—জীবনীয় দশক, জটামাংগী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশঁশার মূল, শ্যামালতা, অনন্ত-মূল, শৈলজ, গুলফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাচি, দারুচিনি, অপক্কদলীফল, পদ্ম, অগুরু, হরীতকী, আমলকী মিলিত ১ সের । ইহাতে ক্লেব্য, দৌর্জল্য, শিরোগত বায়ু ও অবসাদ নষ্ট হয় ।

## অথ দাহ চিকিৎসা ।

পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া চক্ষু, হস্ত ও পদতল এবং সর্বাঙ্গেও দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ মস্তপানে পিত্তপ্রকোপ হইয়া দাহ উপস্থিত হয় । সুতরাং মদাত্যয়ের পরে দাহ চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে । দাহ মাত্রেই মুচ্ছার আয় পিত্তপ্রধান । সুতরাং মুচ্ছার আয় পিত্তনাশক ও শীতল ক্রিয়া দাহে হিতকর । শীতলক্রিয়া সকল প্রকার দাহেই অবিরোধী । পিত্তজরে যেরূপ দাহ চিকিৎসা বলা হইয়াছে, ইহাতেও সেই ২ ক্রিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে । পরন্তু যবের ছাতু, শতধৌতঘৃত সহ লেহন করিলে দাহ প্রশমিত হয় । কাঞ্জিদ্বারা বস্ত্রসিক্ত করিয়া রোগীর দেহ আচ্ছাদিত করিলে, অথবা শুভ্র ( সন্ধান বিশেষ, অভাবে কাঞ্জি ) দ্বারা বেণামূল ও চন্দন পেষণ করিয়া অল্পলেপন করিলে দাহ নিবারিত হয় । পদ্মপত্র বা কদলীপত্রে শয়ন এবং চন্দনজলসিক্ত তালবস্ত্রানিল সেবন দাহনিবারক । দাহ এবং তৃকানিবারণার্থ সর্বদাই পরিষেক, অবগাহনে ও বীজনে শীতলজল ব্যবহার করিবে । অন্তর্দাহে চন্দনযুক্ত সুশীতল দুগ্ধ, পান ও পরিষেকাদিতে ব্যবহার করিবে । চন্দনযুক্ত ক্ষীরবৃক্ষের কথায় পান করিলে বা তদ্বারা পরিষেক করিলে, সর্বপ্রকার দাহ সত্ত্বর নিবারিত হয় । বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেত এই পঞ্চবৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষবলে । ইহাদের বহুল গ্রহণীয় । কুশাদিপঞ্চমূল, ( কুশ, কাস, নল, উলুখড় ও ইক্ষুমূল, ইহাদের প্রত্যেকের মূল গ্রাহ্য ) শালপাণি ও জীবকাদি অষ্টবর্গের ( জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ইহাদের অভাবে—স্রুতস্থানোক্ত অভাববিধির দ্রব্য গ্রহণ করিবে ) কাথ ও কঙ্কদ্বারা যথারীতি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে যাবতীয় দাহ আঁচরে তিরোহিত হয় । ইহার নাম কুশতৈল বা কুশঘৃত । ইহা দাহ এবং বহুবিধ বাতপেড়িক রোগনাশক । চন্দনকাথ দ্বারা প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণামূল, বালা, নাগকেশর, তেজপাত ও মুতা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাহ প্রশমিত হয় । রোগী দাহে অত্যন্ত অধীর হইলে, কোনও একটা বৃহৎ টবে রোগীকে উপবেশন করাইয়া, বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও চন্দনের চূর্ণযুক্ত সুশীতলজল দ্বারা টব পূর্ণ করিবে । এই অবগাহনে সত্ত্বর দাহ নষ্ট হয় । শতধৌত ঘৃত মর্দনে, ইক্ষুরস বা শর্করাপানক পানে, অথবা চন্দনাদিকাথ সেবনে দাহ এবং পিত্তজ্বর নষ্ট হয় । ক্ষেত্রপত্রটী, মুতা ও বেণামূলের কাথে চিনি ৥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দাহ ও পিত্তজ্বর নষ্ট হয় । কাঞ্জিকতৈলের আয় দাহ প্রশমক ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না । ইহা জরদাহেও প্রযোজ্য । হিমবিন্দুরস দাহের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে । দাহে—ত্রিফলাজলসহ চতুর্শূল ও বৃহৎবাতচিন্তামণি, গুলঞ্চের রস ও মধুসহ পিত্তান্তকরস বা গুড়ুচ্যাতি লৌহ, এবং মালিশের জল গুড়ুচ্যাতিতৈল ব্যবহার করা হয় । এই রোগে মুচ্ছা, মদাত্যয় ও তৃকানাশক ঔষধ সকল অবস্থাবিশেষে ব্যাহত হইতে পারে ।

### চন্দনাদি ক্কাথ ।

চন্দন, ক্ষেত্রপল্লী, বেণামূল, বালা, মুতা পদ্মমূল, মৃণাল, মৌরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, আম-লকী মিলিত ২ তোলা, জল ৮ সের. শেষ ৮ পোয়া । কাথ শীতল হইলে ৮ তোলা মধু মিলাইয়া ৩৪ বারে পান করিবে । ইহাতে উৎকট দাহ নিবারিত হয় ।

### কাঙ্জিকতৈল ।

তৈল ৮ সের ও কাঙ্জি ৬৪ সের. একত্র পাক করিবে । এই তৈল অকক । ইহাতে প্রবল দাহ এবং দাহজ্বর আরোগ্য হয় ।

### হিমবিন্দুরস ।

রসবিন্দুর, অত্র. স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, ত্রিফলাভিজান জলে. ভূমিকুণ্ডলীর রসে ও শতমূলীর রসে পৃথক ৫ বার ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটী করিয়া ছায়া শুক করিবে । অল্পপান—ত্রিফলা ভিজান জল ও মধু. অথবা শতমূলীর রস ও মধু ইত্যাদি । ইহা দ্বারা প্রবল দাহ, প্রমেহ ও বাতরক্ত নষ্ট হয় ।

পথ্য—পাণিফল. পদ্মবীজ. মৃণাল, ক্ষেত্রপল্লী, সুমিষ্ট কমলালেবু. বরফ, কৃষ্ণতিল, ছানা, মাখন. যবশস্তু, ইক্ষু, দ্রাক্ষা, বেদানা, ডাব. সুমিষ্ট আম, বেণামূল, শতমূলী, সুপক তরমুজ এবং যাবতীয় শীতল দ্রব্য । দাহে তিক্ত দ্রব্য হিতকর ।

অপথ্য—আগ্নেয় দ্রব্য. রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম. মৈথুন, ক্রোধ, চিন্তা, ঝাল, ক্ষার ইত্যাদি । জ্বর থাকিলে শীতল ক্রিয়া করা কর্তব্য নহে ।

## অগ্নি উন্মাদ চিকিৎসা ।

এই রোগ বাতপ্রধান । ইহাতে দোষ সমূহ মনোবহা ধমনী প্রাপ্ত হইয়া মনোবিন্ধন উৎপন্ন করে । এই দোষ হৃদয় ও শিরোগত ; সূত্ররাং মাথায় এবং হৃদয়ে তৈলাভ্যঙ্গ করা বিধেয় । এইরোগে দোষ কর্তৃক মন দূষিত হয় বলিয়া মনের নানাবিধ বিকৃতি উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্মই ইহা মনোবিকার নামে অভিহিত হইয়া থাকে । যদিও ইহা দোষ মূলক, তথাপি মনোবিকৃতিপ্রাধান্য হেতু দোষ প্রশমনে ব্যাধি প্রশমিত হয় না । এই জন্মই ইহাকে মানসব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

মানসিক হুঃখে ও বিষভক্ষণেও এইরোগ উৎপন্ন হইতে পারে । বুদ্ধিবিন্ধন. মানসিক চঞ্চলতা, দৃষ্টির পর্য্যাকুলতা, কাতরতা হৃদয়ের শূন্যতা ও অসম্বন্ধ বাক্যকথন, সাধারণ উন্মাদ লক্ষণ । উর্দ্ধগত ( হৃদয় ও শিরোগত ) দোষ. মনের মত্ততা জন্মায় বলিয়া ইহার নাম উন্মাদ । লক্ষণদ্বারা বাতাদিতেদ নির্ণয় করিয়া, ঔষধ বিভাগ পূর্বক ইহার চিকিৎসা করিবে । দোষজউন্মাদ ব্যতীত. ভূতোন্মাদ নামে আরও একটা স্বতন্ত্র উন্মাদ আছে । বাতোন্মাদে—স্নেহপান ( কল্যাণকয়তাদি ) এবং বিরোচন করান কর্তব্য । অগ্নিশ্র



চিকিৎসাতে যে যে ঔষধ কথিত হইবে অবস্থাবিশেষে সেই সেই ঔষধ উন্মাদেও প্রয়োগ করিবে। পুরাতন ঘৃত উন্মাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সাধারণতঃ এক বৎসরাতীত ঘৃতকেই পুরাতন ঘৃত নলা যায়; কিন্তু দশ বৎসরাতীত লাক্ষারসনিভ ঘৃতই যথার্থ পুরাতন। উন্মাদের ঘৃত, পুরাতন ঘৃত দ্বারা পাক করিবে। শ্বেতসর্ষপচূর্ণসহ পুরাতন ঘৃত লেহন করিলে বা কেবল পুরাতনঘৃত পান করিলেও উন্মাদ নষ্ট হয়। মধুযুক্ত কোমল তালশাখার রস বা কেবল তালশাখার রস পান করিলে বাতজ উন্মাদ নষ্ট হয়। উন্মাদ রোগীর অভ্যাঙ্গে সর্ষপ তৈল শ্রেষ্ঠ। স্রোতঃবিভুদ্ধির নিমিত্ত এবং উদ্বৈজন্যার্থ রোগীকে সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া বন্ধন করতঃ রৌদ্রে উত্তানভাবে (উর্দ্ধমুখে) রাখিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা অনেক সময় রোগ আরোগ্যও হইয়া থাকে। শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিং, নাটাকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেত অপরাজিতা, লতাকটকীর ছাল, ঐকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া ১০ আনা মাত্রার সেবন করিলে নানাবিধ উন্মাদ প্রশমিত হয়। এই সকল দ্রব্যদ্বারা গব্যঘৃত গোমূত্রে পাক করিয়া পান করিলেও উপরি লিখিতবৎ ফললাভ হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে তাড়ন, তর্জন, ত্রাসন, দান, সাস্থনা, হর্ষণ, ভয় ও বিশ্বয় ক্রিয়াদ্বারা মন প্রকৃতিস্থ হওয়ায় উন্মাদ প্রশমিত হইয়া থাকে। কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ ও লোভজনিত উন্মাদে পরস্পর বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হইতে দেখা যায়। বিপরীতক্রিয়া যথা—কামোন্মাদ হইলে, তাহাকে সতত তৎবিপরীত ক্রোধ বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিবে ইত্যাদি। ইষ্টবস্তু নাশজনিত উন্মাদে তৎসদৃশ দ্রব্যদান, সাস্থনা বা আশ্বাস দ্বারা উহা প্রশমিত করিবে। বাতপিত্তপ্রধান উন্মাদে ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত, মহাকল্যাণক ঘৃত উপকারী। ইহা কেবল বাতোন্মাদেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চৈতসঘৃত দ্বারা মনোদোষ নিবারিত হয়। ইহা ব্যাধিবিপরীত ও প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া সর্বপ্রকার উন্মাদেই প্রয়োগ করা যায়। বাতোন্মাদে ইহা বিশেষ হিতকর। অপস্মারের মহাচৈতসঘৃতও উন্মাদে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহা প্রভাববশে উন্মাদ ও অপস্মার প্রশমক। বাতশ্লেষ্মিকউন্মাদে মহাপৈশাচিক ঘৃত ব্যবহার করিবে। শিবায়ুত বাতোন্মাদের উৎকৃষ্ট ঔষধ : কিন্তু ইহা আজকাল প্রস্তুত বা ব্যবহৃত হয় না। বাতোন্মাদে বা বাতপিত্তোন্মাদে বিষ্ণুতৈল, বৃহৎবিষ্ণুতৈল, মহাবিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, হিমসাগরতৈল এবং কেবল বাতোন্মাদে মহাবলাতৈল, মাষবলাদিতৈল ও ত্রীগোপালতৈল অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হয়। কফপ্রধান উন্মাদে পঞ্চগব্যঘৃত, ব্রাহ্মীঘৃত, ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল ও বায়ুচ্ছায়াশ্লরেন্দ্র তৈল ব্যবহার করিবে। বায়ু বা পিত্তপ্রধান উন্মাদে চিস্তামণি চতুর্শূল ত্রিফলাভিজান জল ও মধুসহ এবং বৃহৎবাতচিস্তামণি উক্ত অম্লপানসহ ব্যবহার করিবে। কফাধিক উন্মাদে—

ত্রৈলোক্যচিস্তামণি ও চিস্তামণি ব্রাহ্মীশাকের রস প্রভৃতিসহ ব্যবহার করিবে।

সিদ্ধার্থকচূর্ণ, সারস্বতচূর্ণ, উন্মাদগজাক্ষুশ ও কৃষ্ণচতুর্মুখ কফসংশ্লিষ্ট উন্মাদে প্রয়োগ করিবে। ত্রিকত্রয়াদিলৌহ প্রভাববলে সমস্ত উন্মাদেই ফলপ্রদ। চতুর্ভূজরস অবস্থাবিশেষে বাতজ্বউন্মাদে এবং কফবাতজ্ব উন্মাদে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই ঔষধ নানাবিধ কক্ষ ও ক্ষয় নিবারক। চটক শাবক দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে উন্মাদ উপশমিত হয়। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় চটক মাংস সেবন করিলে উন্মাদ উৎপন্ন হয়। সূতরাং উহা উন্মাদরোগী ভিন্ন অত্র কেহ সেবন করিবে না। শ্বেত অপরাজিতা মূল, তত্ত্বলোদক সহ পেষণ করিয়া ঘৃত সহ নস্ত্র লইলে ভূতাবেশ নষ্ট হয়। ভূতান্মাদে মহাপৈশাচিকঘৃত, মহাচৈতসঘৃত ও ভূতাক্ষুশরস ব্যবহার করিবে। ধূস্তুর মূলাদি সেবনে উন্মত্ততা উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। বমনে উহা নির্গত না হইলে, পুরাতনতৈতূল (অভাবে—নূতনতৈতূল) গোলা ২১৩ বাটী পান করাইবে এবং শতধৌত পুরাতন ঘৃত মাধায় মালিশ করিয়া ২১৩ শত কলসী জল দ্বারা স্নান করাইবে এবং তৎপর নিদ্রার ব্যবস্থা করিবে। চিস্তামণিচতুর্মুখ ও হিমসাগর তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ দ্বারা রোগীর শীতলতা সম্পাদন করা কর্তব্য। “স্বপ্নতের” মহাকল্যাণ ঘৃত ও “ভাবপ্রকাশের” মহাচৈতসঘৃত উন্মাদ ও অপন্থারে ব্যাধিবিপরীত হেতু লিখিত হইল। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির বিমলতা এবং ধাতুর প্রকৃতিস্থতাই, অপগত উন্মাদের লক্ষণ। উন্মাদ বহুদিনের পুরাতন হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। ত্রিদোষজ উন্মাদ অসাধ্য। প্রৈয়িক উন্মাদে নস্ত্রক্রিয়া দ্বারা শ্লেষ্মা নির্ধারণ করা উচিত।

আজকাল অনেক তরলমতি অল্পবয়স্ক যুবক, কুসংশ্রব দোষে গোপনে গাঁজা সেবন করিয়া পরিণামে উন্মাদগ্রস্ত হয়। এই শ্রেণীর উন্মাদ আজকাল বিরল নহে। অনেক সময় এইরূপ রোগীদিগের অভিভাবকদিগকে রোগী গাঁজা সেবন করে কি না, আমরা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রোগীর চরিত্রের প্রশংসাই করিয়া থাকেন এবং রোগীও কিছুতেই এই দোষ স্বীকার করে না; কিন্তু পরে জানা যায় যে রোগী অপরিমিত গজিকাসেবী। এইরূপ, অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত বীৰ্য্যঞ্চলনের জ্ঞাও অনেকে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগীর এই সকল দোষ আছে কি না, তাহা অতিগোপনে অতুসন্ধান করিয়া, দোষ থাকিলে অতি বীরভাবে তাহা পরিহার করাইতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে বাতপ্রধান শিরোরোগের স্নিগ্ধশীতল ঔষধাদি ব্যবহার করাই বিধেয়। এইপ্রকার উন্মাদ রোগীর অভ্যাসদোষ দূর করিতে না পারিলে রোগ কদাচ আরোগ্য হইবে না।

**ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত।**

পুরাতন ঘৃত ১৪ সের, কক্কার্ধ—রাখালশশামূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, তগরপাছকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনুশুমল, শামালতা, প্রিয়দু, নীলোৎপল,

এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, দস্তী, দাড়িমখোসা, নাগকেশর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, প্রত্যেক ২ তোলা, জল ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। এই ঘৃতকে কেবল ১৬ সের জল দ্বারা পাক করিলে পানীয়কল্যাণ ঘৃত বলে। মাত্রা ১০ তোলা।  
দুগ্ধ সহ সেব্য।

### অহাকল্যাণক ঘৃত ।

পুরাতন ঘৃত ৮ সের, ক্ষীরকল্যাণঘৃতোক্ত শালপাণি প্রভৃতি ২১টী দ্রব্যের কাথ ১৬ সের, একবার প্রস্তুত। গাভীর দুগ্ধ ১৬ সের, কক্কার্থ—চাকুলে, বরবটী, মাষকলাই, কাকোলী, আলকুশীবীজ, ঋদ্ধি ও মেদ মিলিত ১ সের। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান—  
দুগ্ধ। ইহাতে সর্বপ্রকার উন্মাদ নষ্ট হয়।

### চৈতন্যঘৃত । ( ব্যাধিবিপরীত )

পুরাতন ঘৃত ৮ সের, কাথার্থ—গাম্ভারী তিন্ন দশমূল, রান্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ী, বেড়েলা, মূর্ধা, শতমূলী প্রত্যেক ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্থ—ক্ষীরকল্যাণ ঘৃতোক্ত রাধানলশা প্রভৃতি যথোক্ত মানে প্রযোজ্য। মাত্রা ১০ তোলা ইহাতে ১ তোলা।  
অল্পপান—দুগ্ধ।

### অহাপৈশাচিক ঘৃত ।

পুরাতন ঘৃত ৮ সের, কক্কার্থ—জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, কুম্ভাড়ুলতা, আলকুশীবীজ, বচ, বলাড়ুমুর, জয়ন্তী, ক্ষীরকাকোলী, চোরপুস্পী, কটকী, আমলকী, চামার-আলু, মোরী, গুলফা, গুগ্গলু, শতমূলী, ব্রাহ্মী, রান্না, গন্ধতাদালিয়া, বিছুটীপাতা, শালপাণি মিলিত ১ সের; জল ১৬ সের। ইহাতে বাতজ ও কফজ উন্মাদ এবং অপস্মার ও ভূতান্নাদ নষ্ট হয়।

### শিবা ঘৃত ।

পুরাতন ঘৃত ৮ সের, কাথার্থ—শৃগালের মাংস ৬ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, দশমূল ৬ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের, কক্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বৃহতী, তগরপাত্কা, বিড়ঙ্গ, দাড়িম, দেবদারু, দস্তী রেণুক, তালীশপত্র, নাগকেশর, শ্রামালতা, রাধানলশা, শালপাণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, এলাচি, এলবালুক ও চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা।

### অহাচৈতন্য ঘৃত ।

পুরাতন ঘৃত ৮ সের, কক্কার্থ—শণবীজ, তৈউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রান্না, পিপুল, প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্থ—ভূমিকুয়াণ্ড,

মেদ, মহামেদ. কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, চিনি, পিণ্ডিধেজুর, জাফা. শতমূলী, যুজ্জাতক, (অভাবে তাল মস্তক) গোকুর, রাখালশশা প্রভৃতি চৈতসম্বতের কঙ্কদ্রব্য মোট মিলিত ১১ সের।

### ব্রাহ্মীঘৃত।

ব্রাহ্মীশাকের রস ১৬ সের। কঙ্কার্থ—বচ, কুড়, শঙ্খপুষ্পী মিলিত ১১ সের। পুরাতন ঘৃত ৮ সের।

### সাক্ষস্রত চূর্ণ।

কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি. শঙ্খপুষ্পী, প্রত্যেক সমভাগ, বচ সর্বসমান। ব্রাহ্মীশাকেররসে তিনবার ভাবনা দিয়া ১০ আনা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। অল্পপান—ঘৃত ও মধু। ইহা দ্বারা মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধি হয়।

### উন্মাদ গজানুশ।

পারদ, ধুতুরাপাতার রসে. বায়ুনহাটীর কাথে ও শোধিত কুঁচিলার কাথে যথাক্রমে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, তুল্য পরিমাণ গন্ধকসহ কজ্জলী করিয়া কিঞ্চিৎ জলদ্বারা মর্দন করতঃ পিণ্ডাকার করিবে। পশ্চাৎ কিছুকি ভরিয়া পুটপাক বিধানে লঘুপুটে পাক করিবে। পরে উহার সহিত পারদের তুল্যভাগ শোধিত গন্ধক, ধুতুরাবীজ, অভ্র ও বিষ (প্রত্যেকে) দৃঢ় মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—গুঁঠচূর্ণ ও মধু।

### ত্রিকটুহাদি লৌহ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ ও জীবনীয়দশক প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্বসমান লৌহচূর্ণ সহ ৩।৪ রতি বটী করিবে। ইহাতে উন্মাদ, অপম্মার ও বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ইহা ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ।

### চতুর্ভূজ রস।

রসসিন্দুর ২ ভাগ, স্বর্ণভস্ম, কস্তুরী, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেক ১ ভাগ, ঘৃত-কুমারীরসে মর্দনান্তে এরগুপত্রে বেষ্টন করিয়া ধাতুরাশিমধ্যে ৩ দিন স্থাপন করতঃ ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—ত্রিফলাভিজান জল ও মধু। ইহা দ্বারা নানাবিধ উন্মাদ, অপম্মার, জ্বর, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, কাস ও ক্ষয় নষ্ট হয়। ইহা উন্মাদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

### ভূতানুশ রস।

পারদ, লৌহ, তাম্র, যুজ্জাত, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, হীরক ১০ চারি আনা মনঃশিলা, গন্ধক, হরিতাল, শোধিতগুঁতে, রসাজন, সমুদ্রফেনা, সৌবীরাঙ্গন. পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা, ভূজরাজ, চিতে ও মনসারসে মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করতঃ ২ রতি বটী

করিবে। অল্পপান—আদারস। ঔষধ সেবনান্তে “দশমূলকষায়ে” পিপুলচূর্ণ ১০ সিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে এবং তিক্ত অলাবুর স্বেদ দিবে। ইহাতে তীক্ষ্ণ ও রূক্ষ দ্রব্য ভক্ষণ করা অস্বাভাবিক। কটুতৈলের অভ্যঙ্গ ইহাতে বিশেষ হিতকর। কেহহই এই ঔষধে অল্পস্থানে রোপ্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

### মহাকল্যাণ ঘৃত । ( সূক্ষ্মতের )

পুরাতন ঘৃত ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের. কঙ্কার্থ--বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, শ্রামালতা, এলবালুক, এলাচি, চন্দন, দেবদারু, বালা, হরিত্রা, কুড়, শালপাণি, অনন্তমূল, হরেণু, ত্রিফল, দস্তী, বচ, তালীশপত্র, নাগকেশর, মালতীপুষ্প, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মিলিত ৮ সের।

### মহাচৈতস ঘৃত । ( ভাবপ্রকাশের )

পুরাতন ঘৃত ৮ সের, কাথার্থ—দশমূল, রান্না, সাদাভেরেণ্ডা মূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলামূল, মূর্ঝামূল, শতমূলী প্রত্যেক ৮ সের, জল ৩ মণ ৮ সের, শেষ ৩২ সের। কঙ্কার্থ—রাখালশ'শামূল, ত্রিফলা, রেণু, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, অনন্তমূল, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, শ্রামালতা, নীলোৎপল, এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, দস্তী, দাড়িম, নাগকেশর, বিড়ঙ্গ, কুড়, অগ্নিপত্রী, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতনমালতী-পুষ্প প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ সের। ইহাতে নানাবিধ উন্মাদ ও অপস্মার নষ্ট হয়।

### উন্মাদহর তৈল । ( বাতোন্মাদে )

তৈল ৮ সের, বরুণপত্র রস ৮ সের। যথাবিধি পাক করিয়া মাথায় মাশিষ করিবে। এই ঔষধ কোনও পুস্তকের নহে। কিন্তু দৃষ্টফল বিধায় লিখিত হইল। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### মহাচৈতস তৈল ।

তৈল ৮ সের, শতমূলীর রস ৮ আটসের, দুগ্ধ ৮ সের। কাথার্থ—শতমূলী, দশমূল, শটী, শ্বেতবেড়েলা মূল, এরণ্ডমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, নীলকীট, গন্ধভাদালিয়া, পালিধামান্দার, শ্বেতপুনর্বা ও শুভ্রচী মিলিত ১২ সের, জল ১৮ সের, শেষ ১৬ সের। কাথার্থ—শ্বেতপুনর্বা, বচ, দেবদারু, নালুকা, শ্বেতচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাত্রকা, গেঁঠেলা, মৃগানী, মাষাণী, মৌরী, কুড়, এলাচি, জটাংগী, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যব, খাটাশী প্রত্যেক পদ একছটাক। ইহাতে উন্মাদ, অপস্মার, মূর্ছা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এইতৈল স্নিগ্ধশীতল, বায়ুনাশক, মস্তিষ্কের হিতকর ও মনোবৈজ্ঞানিক।

### তীত্র নস্য।

চোতড়া পাতার চূর্ণের নস্য লইলে কফপ্রধান উন্মাদ আরোগ্য হয়। ইহাতে মাথা হইতে শ্লেষ্মাসমূহ নির্গত হইয়া থাকে। এই ঔষধে তীত্রবেগে বহুবার হাঁচি হয়। সুতরাং ইহা দুর্বল রোগীকে ব্যবহার করাইবে না। এই নস্য কেবল উন্মাদের জন্যই ব্যবহার্য।

অপস্মার—বিরুদ্ধ ভোজন, মত্তপান, উষ্ণ বা তীক্ষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্যভক্ষণ, পত্রশাক, করোলা, তিলকদ্রব্য, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ক্রুরকর্ম, নিদ্রা ও তৃষ্ণা প্রভৃতির বেগধারণ, চিন্তা, গুরুপাকদ্রব্য সেবন, ব্যায়াম, খেসারি বা মটরের ডাল, উদ্বিগ্ন ইত্যাদি।

### অপ অপস্মার চিকিৎসা।

উন্মাদের জায় অপস্মারেও মন দূষিত হয়। দোষ দূষের সমানতা হেতু, উভয়ের চিকিৎসাও প্রায় একপ্রকার। সুতরাং উন্মাদের ঔষধও অবস্থা বিশেষে ইহাতে প্রয়োগ করা হয়। এই রোগ হঠাৎ স্মৃতির অপগম হয়, এজন্য ইহাকে অপস্মার বলে। ইহাতে অকস্মাৎ অন্ধকারে প্রবেশের জায় বোধ হইয়া জ্ঞানশূন্য হয়। নেত্র বিকৃতি ও হস্ত পদাদির বিক্লেপণ ক্রিয়াই এই রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগের রূপাবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই, মুখে ফেনোদগম দৃষ্ট হইয়া থাকে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্বকালে যখন অন্ধকার দর্শন হয়, তখন রোগীর কণ্ঠ হইতে একপ্রকার বিকৃত স্বর বহির্গত হয় এবং অন্ধকার দর্শনের পরেই ভয় উপস্থিত হইয়া জ্ঞানলুপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা সর্বত্র দৃষ্ট হয় না। এইরোগ বাতপ্রধান হইলেও পিত্তাদির অলুবদ্ধ থাকিলে, চিকিৎসার প্রভেদ হইয়া থাকে। ইহাতে বায়ুপ্রশমনার্থক্রিয়া সর্বত্রই অবলম্বনীয়। ইংরেজী ভাষায় এই রোগকে হিষ্টিরিয়া বলে।

গৃধ্রের মাংস ভক্ষণ করিলে উন্মাদ হয়। গোমূত্র দ্বারা সজ্জিনাছাল ও শ্বেতসর্ষপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফপ্রধান অপস্মার নষ্ট হয়। বচচূর্ণ অপস্মারে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার ৩৪ রতি মধুসহ প্রত্যহ সেবন করিয়া দুগ্ধান ভক্ষণ করিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। রোগীর জংকম্প, চক্ষুবেদনা, ঘর্ম ও হস্তাদির শীতলতা থাকিলে, উন্মাদোক্ত মহাকল্যাণকম্মত ও দশমূলেকষায় বিশেষ উপকারী। এইরোগে পঞ্চগব্যম্মত ব্যাধিপ্রত্যনিক ঔষধ। ইহাতে মহাচৈতসম্মতও বিশেষ ফলপ্রদ। পিত্তপ্রধান অপস্মারে বিদার্যাদি ম্মত প্রয়োগ করিবে। কফপ্রধান অপস্মারে পলঙ্কষাত্তৈল বিশেষ উপকারী। চতুর্গুণ ছাগমূত্রে সর্ষপতৈল পাক করিয়া তাহার অভ্যঙ্গ করিলে যাবতীয় অপস্মার আরোগ্য হয়। ইহা যোগবাহী ঔষধ। ছাগমূত্র বা ছাগমাংসের উল্লেখ হইলে কদাচ ছাগীর মূত্র বা মাংস গ্রহণ করিবে না। কারণ—“কুঙ্কটী ময়ূরী ছাগী বীৰ্য্যহীনা স্বভাবতঃ”। অপস্মারীর পক্ষে গোময়ের শ্বেদ এবং গোমূত্রে স্নান হিতকর। নিসিন্দা বৃক্ষের উপরে যে পরগাছা হয়, তাহার নস্য গ্রহণ করিলে অপস্মার নষ্ট হয়। এইব্যাধি অধিকাংশ স্থলেই জ্বীম্বালোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পারাভক্ষ

(অভাবে-রসসিন্দূর) প্রয়োগ সর্বাপন্মার নাশক । কফপ্রধান অপন্মারে বাতকুলান্তক, বা চণ্ডভৈরব ব্যবহার করিবে । এইরোগে ব্রাহ্মী শ্রেষ্ঠ ঔষধ । বাতপ্রধানে চতুস্মুখ, চিস্তামণিচতুস্মুখ প্রভৃতি উন্মাদোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে । পিত্তপ্রধানে বৃহৎবাতচিস্তামণি, যোগেন্দ্ররস প্রভৃতি প্রযোজ্য । উন্মাদোক্ত অস্ত্রাশ্র ঔষধও অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে । সাধারণতঃ চতুস্মুখ ও ত্রৈলোক্যচিস্তামণি এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ । মনোবিকারের সিদ্ধার্থকাদিচূর্ণ গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ ফললাভ হয় । ব্যাধির বেগের পূর্বে রোগীকে অগ্ন্যম্নক রাখিতে চেষ্টা করিবে । এই সমস্ত ক্রিয়ায় কৃতকার্য না হইলে মদ্যদ্বারা বেগের পূর্বে জ্ঞানশূন্য করিবে ।

অপন্মারের মুষ্টিযোগ যথা—গোলাপ ফুল ১০ আনা, মিশ্রি চূর্ণ ১০ আনা, কর্পূর ১০ আনা, বটী ১০ আনা । দুগ্ধ বা মাখনসহ সেব্য

বৃহৎ পঞ্চগব্য দ্রুত ।

কাথার্থ—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুটজছাল, ছাতিমছাল, আপাং, বননীলমূল, কটকী, শোণালুমজ্জা, ধোক্তাডুমুর, কুড়, ছুরালভা প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোহৃদ্ধ ১৪ সের, গোমূত্র ১৪ সের, গোময়রস ১৪ সের, অম্লদধি ১৪ সের, পুরাতন দ্রুত ১৪ সের । গোমূত্র, গোময়রস, অম্লদধি ও দুগ্ধদ্বারা যথাক্রমে পাক সমাধা করিবে । কক্কার্থ—বায়ুনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজলফল, গজপিপুল, অড়হর, মূর্খামূল, দস্তী, চিরতা, চিতেমূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, গন্ধতণ, বনযমানী, কাঠমল্লিকা, প্রত্যেক ২ তোলা । ইহাদ্বারা নানাবিধ অপন্মার, অর্শঃ ও কামলারোগ আরোগ্য হয় ।

বিদঘাতি দ্রুত ।

পুরাতন দ্রুত ১৪ সের, ভূমিকুশ্মাণ্ড রস ১ মণ ৩২ সের ; কক্কার্থ—যষ্টিমধু ১১ সের ।

পলঙ্কশাদাতৈল ।

তৈল ১৪ সের ; ছাগমূত্র ১৬ সের ; কক্কার্থ—গুগ্গুলু, বচ, হরীতকী, বিছুটী, আকন্দ, সর্বপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, গন্ধরাস্না, হিং, চোরপুষ্পা, রসোন, জলজযষ্টিমধু, দস্তী, কুড়, গুণাদি মাংসালী পক্ষীর বিষ্টা মিলিত ১১ সের ।

সূতভস্ম প্রয়োগ ।

রসসিন্দূর ২ রতি, শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রাহ্মী, কুড়, এলাচি ইহাদের কাথ সহ পান করিবে ।

বাতকুলান্তক ।

কস্তুরী, মনঃশিলা, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাচি ও লবঙ্গ । জল দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিকে । অমুপান—ব্রাহ্মীরস বা বচচূর্ণ ।

### চণ্ডভৈরব রস

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রসায়ন, মনঃশিলা, হরিতাল, গোমূত্রে পেষণ করিয়া, দ্বিগুণ গন্ধক সহ লৌহ পাत्रে পাক করিবে । মাত্রা ২ রতি । অমুপান—ব্রাহ্মীরস । ঔষধ সেবনান্তে—হিং, সচললবণ ও কুড় গোমূত্রে পেষণ করিয়া দ্ব্যুতসহ সেবন করিবে ।

অপথ্য—তৈল, মৎস্ত, মাংস, ক্ষার, গুরুদ্রব্য, চিন্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, অপবিত্র আহার, মদ্য, বিরুদ্ধভোজন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অন্ন ও গুরুদ্রব্য ভক্ষণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রা প্রভৃতির বেগধারণ, একাকী জলে অবগাহন, পর্কতাদিতে আরোহন, চালিতা ব্রাহ্মী, বেথো ও সজিনাশাক ভিন্ন শাক ভক্ষণ ।

পথ্য—দধি, দ্ব্যুত, মিশ্রি, পুরাতন তুলের অন্ন, পটোলাদি তরকারী, মুগাদির ডাল, ব্রাহ্মী ও সজিনাশাক, মল নিঃসরণ, অভ্যঙ্গ, শুচিতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ।

## অপ বাতন্যাধি চিকিৎসা ।

অপস্মারের জায় আক্ষেপকাদিবাতব্যাধি বিশেষের বেগ কর্তৃত্ব হেতু অপস্মারানন্তর বাতব্যাধি চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে । বায়ুজনিত যে অসাধারণ ( আক্ষেপকাদি ) ব্যাধি, তাহাকেই বাতব্যাধি কহে । অসাধারণ ব্যাধি অর্থাৎ অনীতি প্রকার বাতনানান্বজ আক্ষেপকাদি ব্যাধি । বাতব্যাধি অত্যন্ত কষ্টদায়ক পীড়া । অতিরিক্ত মৈথুন, অত্যন্ত রক্তশ্রাব, অতিরিক্ত ব্যায়াম, শোক ও চিন্তা, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ উচ্চস্থান হইতে পতন, সাধ্যাতীত গুরুভার জিনীস উঠাইবার চেষ্টা, আঘাতপ্রাপ্তি ও উপবাসাদি দ্বারা বায়ুকুপিত হইয়া এইব্যাধি জন্মিয়া থাকে । এইব্যাধিতে সাধারণতঃ বায়ুনাশক চিকিৎসা করিলেই সফল পাওয়া যায় । পিত্ত বা কফসংস্থ বায়ুতে বাতব্যাধি অধিকারোক্ত বাতকফাপহ বা বাতপিত্তাপহ যে ঔষধ আছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে । তাহাইলে বায়ুপ্রশমনার্থ স্বতন্ত্র ঔষধের আবশ্যক হইবে না । আক্ষেপকাদি বাতব্যাধিতে পিত্তকফানুবন্ধ থাকিলেও বায়ুরই অত্যন্ত প্রাবল্য হেতু, বায়ুই বিশেষপ্রকারে চিকিৎসনীয় । যদিও বায়ুর জায় পিত্তের ৪০ প্রকার এবং কফের ২০ প্রকার অসাধারণ ব্যাধি আছে, তথাপি তাহার স্বতন্ত্র চিকিৎসা অভিহিত হইবে না । যেহেতু, পিত্ত বা কফ রক্তাদি দৃঢ় পদার্থে মিশ্রিত হইয়া, হরিদ্রার্চুর্নসংযোগবৎ বিশেষ ২ আকার ধারণ করতঃ অল্পপিত্তাদি পৃথক্ ২ নামে কথিত হইয়াছে । সুতরাং তাহার চিকিৎসা স্বতন্ত্র ২ অধ্যায়ে নির্দিষ্ট হইবে ।

গুঠ, পিপুল ও মরিচ যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক । হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফহর । গুঠ—বায়ু ও শ্লেষ্ম এবং পিপুলী পিত্ত ও কফনাশক । হরীতকী কষায়রস হইলেও উষ্ণবীৰ্য্যহেতু বাতনাশক, মলভেদক ও গুরুশোষক এবং অভিযোগে ক্লেব্যাস্পাদক ও বিষমজ্বর নাশক । ইহা



বায়ু ও স্নেহনাশক । আমলকী অম্লতা হেতু—বায়ু, মাধুর্য্য ও শৈত্য হেতু—পিত্ত ও ক্লমকবায়ু হেতু—কফনাশক । সুতরাং ইহা ত্রিদোষয় । বহেড়া কফপিত্তনাশক ! বেত্রাগ্র তিক্ত হইলেও বাতনাশক । অতএব দেখা যাইতেছে যে, কবায় হরীতকী, কটুশুঠ ও তিক্ত বেত্রাগ্র বায়ুতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । এইরূপ বিবেচনা পূর্বক উপযোজ্য বস্তু নির্দ্ধারিত করিবে । বায়ু ক্লমহেতু তৎবিপরীত স্নেহপদার্থ দ্বারা প্রশমিত হয় ; সুতরাং বাতরোগী তৈলাভ্যঙ্গ, স্নাত পান এবং স্নেহ ভূয়িষ্ঠ আহার করিবে । হৃদ্ধাদি স্নেহ ভূয়িষ্ঠ দ্রব্য । বাত হরদ্রব্যাসাধিত তৈল, স্নাতাদির অভ্যঙ্গ ও পান, আশু বায়ু নাশক । তৈলের মধ্যে মহামাষ ও স্নাতের মধ্যে ছাগলাগ্ন্যতই উল্লেখযোগ্য । ভদ্রদার্বাদিগণ, বারতরাতিগণ ও বিদার্যাদিগণ বায়ুনাশক ; তন্মধ্যে ভদ্রদার্বাদিগণই শ্রেষ্ঠ । ইহাদের দ্বারা তৈলস্নাতাদি পাক করিয়া বা কবায় প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে । ইহাদের নানারূপ কল্পনা দ্বারা বায়ু প্রশমনার্থ যত্ববান হইবে । নানারূপ কল্পনা । যথা—ভদ্রদার্বাদিগণের কাথ ও ক্লমদ্বারা তৈল বা স্নাত পাক, স্নানাদিসাধন, পানীয় বা অবসেচন জল প্রস্তুত করিয়া বায়ুদমনার্থ প্রয়োগ করিবে । ভদ্রদার্বাদিগণ । যথা—দেবদারু, তগরপাতুকা, কুড়, দশমূল, শ্বেতবেড়লা মূল ও গোরক্ষ-চাকুলের মূলের ছাল । এপর্য্যন্ত বায়ুপ্রশমনার্থ যত দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাতহরদ্রব্যাসাধিত ক্লমতিলতৈলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে ।

পিত্তে—দূর্বাদিগণ ও কফে—আরগুবাদিগণ শ্রেষ্ঠ । এই সমস্ত গণ “বাগভটের” পঞ্চদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য । কাহারও মতে, কফে—সুরসাদিগণ শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মতেও তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় । বায়ু দমনার্থ বাহ্য উপক্রমের মধ্যে প্রায়শঃ অভ্যঙ্গ, স্নেহ ও প্রলেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তৈলাভ্যঙ্গের দ্বারা স্নেহও আশু বাতপ্রতিকারক । “চরকে” নানারূপ স্নেহ বর্ণিত আছে ; তন্মধ্যে “নাড়ীস্নেহ”, “তাপস্নেহ” “উপনাস্নেহ” ও “দ্রবস্নেহ” উৎকৃষ্ট এবং উহাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যে স্থানে দ্রব্যের উল্লেখ নাই তথায় ভদ্রদার্বাদিগণ বা দশমূল দ্বারা স্নেহ দিতে হইবে । শুদ্ধবাতে—স্নিগ্ধস্নেহ, কফে—ক্লমস্নেহ ও বাতকফে—স্নিগ্ধক্লমস্নেহ প্রযোজ্য । উক্ত ত্রিবিধ স্থল ভিন্ন, অথ কোথায়ও স্নেহের ব্যবস্থা নাই । পরন্তু, বায়ু আমাশয়ে গমন করতঃ গীড়া উৎপাদন করিলে, অথবা পক্ষাশয়ে গমন করিয়া ব্যাধি জন্মাইলে, যথাক্রমে বাতে—ক্লমস্নেহ ও কফে—স্নিগ্ধস্নেহ বিধি । কিন্তু স্থানগুরুহেতু এইস্থলে ক্লমস্নেহানন্তর স্নিগ্ধস্নেহ ও স্নিগ্ধস্নেহানন্তর ক্লমস্নেহও প্রযোজ্য । যে স্থলে অভ্যঙ্গ ও স্নেহ উভয়ের ব্যবস্থা হইবে, তথায় পূর্বে অভ্যঙ্গ ও মর্দন করিয়া পশ্চাৎ স্নেহ দেওয়া কর্তব্য । বায়ু—ক্লম ও শৈত্য ক্রিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং উষ্ণ ও স্নিগ্ধ ক্রিয়ায় প্রশমিত হয় ; সুতরাং এই রোগে কদাচ ক্লম ও শীতল ক্রিয়া কর্তব্য নহে । বাতরোগী সর্বদা নির্ঝাত স্থানে অবস্থান করিবে । কষ্টবোধ হইলে, তালবৃন্তানিল সেবন করা উচিত । যেরূপ বায়ুতে স্নিগ্ধোষ্ণ ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ পিত্তে—মধুর শীতল ক্রিয়া ও কফে ক্লমোষ্ণ ক্রিয়া প্রশস্ত । পিচ্ছিল দ্রব্য মাত্রাই বিগুহ বায়ুনাশক । যথা—মাষকলাই, পুইশাক, চালিতা, স্নাতকুমারী, এরণ্ডতৈল ইত্যাদি । কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্য কফবর্জক বিধায় কফানুবদ্ধবাতে প্রযোজ্য নহে । যে সকল দ্রব্য স্বাভ্য,

তাহা উত্তেজক বিষায় আখ্যেয় এবং যাহা বুঝা, তাহা নিশ্চয়ই বলকর। যে দ্রব্য আখ্যেয় ও বলকর, তাহা কখনই রুক্ষ হইতে পারে না। স্মৃতরাং বুধ্যদ্রব্য মাতেই বাতহর। যথা—অশ্বগন্ধা। চই—আখ্যেয়, কিন্তু বলকর নহে; পরন্তু ইহা বলহাসক। স্মৃতরাং উহা বাতহর নহে। ইহা রুক্ষ ও আখ্যেয় বিষায় বাতশ্লেশনশক।

## অথ কোষ্ঠস্থ বায়ুর চিকিৎসা ।

যক্ষার ১০ আনা মাত্রায় অথবা বজ্রক্ষার বা ভাস্করলবণ ১০ আনা মাত্রায় ঈষদুষ্ণজলসহ সেবন করিলে কোষ্ঠস্থ বায়ু নষ্ট হয়। রোগীর উদরাময় থাকিলে, উক্ত ঔষধ প্রযোজ্য নহে। কারণ উহা ভেদক। স্মৃতরাং তথায় গ্রহণীরোগাধিকা-রোক্ত ভল্লাতকক্ষার বা চিত্রকাদিগুড়িকা ব্যবহার করিবে। অবস্থাবিশেষে মহা-শঙ্খাবটী বা বৃহৎঅগ্নিকুমাররসও প্রযুক্ত হইতে পারে। বেদনায়ুক্ত কোষ্ঠস্থ বায়ুতে বাতবিশ্বংসি রস এবং আনাহযুক্ত কোষ্ঠস্থ বায়ুতে অভয়াদ্যমোদক হিতকর। এই বায়ুতে এবং বিশেষতঃ পকাশয়গত বায়ুতে স্নেহলবণ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। ইহাতে এবং বাতশঙ্খ বা বাতপিপ্লবজ শিরোরোগে নারায়ণতৈল, বিষ্ণুতৈল, বৃহৎবিষ্ণুতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল বা মহানারায়ণতৈলের অভ্যঙ্গ হিতকর। কোষ্ঠস্থ এবং পকাশয়স্থ বায়ুতে বাতহরচিন্তামণি, চতুর্শ্মুখ, চিন্তামণি-চতুর্শ্মুখ, ও বৃহৎ-বাতচিন্তামণি ঔষধ বায়ুর অনুলোমনার্থ ত্রিফলাজলসহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### বাতহর চিন্তামণি।

স্বর্ণ ১০ তোলা, লৌহ ১১০ তোলা, অন্ন ২ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা, মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খভস্ম প্রত্যেক ২ তোলা, ঘৃতকুমারীরসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। মৌরী ভিজান জল ও মধুসহ সেব্য।

### বাতবিশ্বংসি রস।

পারদ ১ ভাগ, অন্তভস্ম ২ ভাগ, কাংস ৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, হরিতাল ৬ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য এরণ্ড তৈলে সপ্তাহকাল মর্দন করিবে। পরে কাগজ-লেবু দ্বারা মর্দন করিয়া গোলক করিবে। \* তদনন্তর তিলবাটা দ্বারা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত পুরু করিয়া গোলকের উপরে প্রলেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করণানন্তর দ্বাদশ প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে, ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করতঃ ২ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অল্পপান—বেদানারস, ত্রিফলাজল ইত্যাদি। ইহাতে উদরের বেদনা, শূল, আনাহ, আমদোষ ও গ্রহণী প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

### অভয়াদ্য মোদক।

হরীতকী, পিপুলমূল, মরিচ. ঙুঠ, দারুচিনি, তেজপাত, পিপুল, মুতা. বিড়ঙ্গ, আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা, দন্তীমূল ৬ তোলা, চিনি ১২ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১৬ তোলা, মধু দ্বারা মর্দন করিয়া মোদক করিবে। ॥০ তোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতল জল সহ বা দুগ্ধ সহ সেব্য। অধিক মলভেদ হইলে, গরমজল পান করিবে। ইহা বিরেচক। স্মৃতরাং কোষ্ঠস্থ উদাবর্তবায়ুতে বিশেষ ফলপ্রদ।

### স্নেহলবণ।

স্নুহীকাণ্ড, (মনসাসীজ) পঞ্চলবণ ও বার্তাকু ইহাদিগকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃত, তৈল. বসা (চর্বি) ও ছাগমজ্জা দ্বারা উত্তমরূপে মর্দন করিয়া নূতন মুগ্ধয়পাত্রে স্থাপন পূর্বক মুখ বদ্ধ করিয়া, ঘৃটে দ্বারা গজপুটে পাক করিবে। এই ঔষধ কোষ্ঠবল বিবেচনা পূর্বক, ১/০ দুই আনা হইতে মাত্রা করিয়া আবশ্যক মত ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োগ করিবে।

### নারায়ণ তৈল।

তিলতৈল ১/৬ সের. কাথার্থ—বিষমূলের ছাল, গণিয়ারী ছাল, নাওসোণা, পারুলছাল, পালিধাছাল, গন্ধভাদালিয়া. অশ্বগন্ধা. বৃহতী, কণ্টকারী. বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে. গোক্কুর, পুনর্নবা. প্রত্যেক দশ পল, জল ৪ দ্রোণ (৬৪ সেরে ১ দ্রোণ) শেষ ৬৪ সের। কক্কার্থ—গুল্ফা, দেবদারু, জটায়াংসী. শৈলজ, বচ. রক্তচন্দন. তগরপাহুকা, কুড়, এলাচি, শালপাণি, চাকুলে. মুগানী. মাষাণী. রান্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব. পুনর্নবা, প্রত্যেক দুই পল। পাকার্থ—শতমূলীর রস ১৬ সের. ছাগ অথবা গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের। ইহা মালিশ করিলে কোষ্ঠস্থ, পকাশয়গত, বস্তিগত এবং শিরোগত বায়ু প্রশমিত হয়। বাতপ্রধান জীর্ণজরেও ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

### অধ্যক্ষনারায়ণ তৈল।

তিলতৈল ৩২ সের, কাথার্থ—বেলছাল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্কুর. নাওসোণা, বেড়েলা, পালিধাছাল, কণ্টকারী, ষ্ঠেতপুনর্নবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারী. গন্ধভাদালিয়া, পারুলছাল প্রত্যেক ১/২২ সের. জল ৮ দ্রোণ, শেষ ২ দ্রোণ, ছাগ বা গব্যদুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলীরস ৩২ সের। কক্কার্থ—রান্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী. দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগকেশর, সৈন্ধব. জটায়াংসী, হরিদ্রা. দারুহরিদ্রা, শৈলজ, চন্দন, কুড়, এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাহুকা, মুতা, তেজপাত, ভৃঙ্গরাজ, জীবকাদি অষ্টবর্গ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা. ষ্ঠেতপুনর্নবা. চোরপুস্পী প্রত্যেক ২ পল। কেহ ২ গন্ধপাকার্থ নিম্নলিখিত দ্রব্য গ্রহণ করেন। যথা—এলাচি, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরায়াংসী. কাকলা. জটায়াংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপাত. গেঁঠেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণামূল, মৃগনাভি, নধী, খাটাশী, শিলারস, মুতা, মেথী ও লবঙ্গ মিলিতদ্রব্য ককের

অষ্টমভাগ। পাকার্থ—জল তৈলের ৪ গুণ। ইহার মধ্যে কপূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি, তৈল নামাইয়া তৎপর প্রক্ষেপ দিবে। ইহা দ্বারা কোষ্ঠগত বায়ু, উন্মাদ ও শিরোরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়। বাতব্যাধির তৈলমাত্রেই গন্ধপাক করা কর্তব্য, তাহাতে গুণোৎকর্ষ হইয়া থাকে।

### অহানারাস্ত্রন তৈল।

তিল তৈল ১/৪ সের, কাথার্থ—শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলেরমূল, বিণ্টীমূল, প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীরস ১/৪ সের, গব্যদুগ্ধ ১/৮ সের, ছাগদুগ্ধ ১/৮ সের। কক্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, গুলুফা, চন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, রান্না প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা দ্বারা উন্মাদ, বাতরক্ত এবং অর্দ্ধাবভেদক প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য হয়। এই তৈল অত্যন্ত হিমগুণসম্পন্ন।

### বিশু তৈল।

তৈল ১/৪ সের, ছাগ বা গোদুগ্ধ ১৬ সের, কক্কার্থ—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডতৈল, বৃহতীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলেরমূল, বিণ্টীমূল, প্রত্যেক ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা দ্বারা শিরোগত বায়ু, অর্দ্ধাবভেদক, বাতরক্ত, ও কোষ্ঠগতবায়ুর শান্তি হয়।

### বৃহৎ বিশু তৈল।

তৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলীরস ১৬ সের, কক্কার্থ—মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মোরী, দেবদারু, পদ্মকান্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাচি, দারুচিনি, কুড়, বচ, চন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুক, শালপাণি, চাকুলে, কন্দুরুখোটা, গৈঠেলা, নখী প্রত্যেক ১ পল। কেহ ২ কস্তুরী ও কুঙ্কুম উক্তপরিমাণ গ্রহণ না করিয়া অল্পপরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহবা কস্তুরীর পরিবর্তে বচ গ্রহণ করেন। কেহ ২ কস্তুরী ও কুঙ্কুম পাকে না দিয়া প্রক্ষেপ দিয়া থাকে। এখানে কস্তুরী ও কুঙ্কুম কক্কদ্রব্যের অন্তর্গত হওয়ায় পাকে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই তৈল উর্দ্ধগত বায়ু, শিরোগত বায়ু, উন্মাদ, পকাশয়স্থ বায়ু ও নানাবিধ বাতপিত্তজ ব্যাধিনাশক। পকাশয়গত বায়ুতে বজ্রক্ষার, অম্মিমুখচূর্ণ, চিত্রকাদি গুড়িকা প্রভৃতি অবস্থাবিশেষে ফলপ্রদ। পুরাতন অবস্থায় বাতহরচিন্তা-মণি ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি শর্করাজল বা ত্রিফলাজল সহ প্রয়োগ করিবে।

### বৃহৎ বাতচিন্তামণি।

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, অন্ন ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, যুক্ত ৩ ভাগ, রসসিল্পুর ৭ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মন্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটা করিবে।

অল্পপান—বেদানার রস, মিশ্রিজল, ত্রিফলাজল ইত্যাদি। বেদানা, দ্রাক্ষা, স্মৃষ্টি কমলালের প্রভৃতি সুপ্তা।

হিং, সচলবর্ণ, শুঁঠ, গুল্ফা, তগরপাছকা, রান্না, কুড় ও দেবদারু এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণকরতঃ প্রলেপ দিলে কোষ্ঠস্থ ও পকাশয়স্থিত বায়ু প্রশমিত হয়। ইহাতে মধু ও দুগ্ধ সেবন নিষিদ্ধ। বৃহৎবাতচিন্তামণি চিনি বা মিশ্রিসহ পান করিলে অতিরিক্ত আগ্রান হইতে পারে না। বায়ু অত্যন্ত সঞ্চিত হইলে, দুগ্ধসেবন অতিশয় গর্হিত।

## আমাশয় গত বায়ুর চিকিৎসা ।

ইহাতে ষড়্ধরণযোগ, পূর্বোক্তরূপ বেদ, প্লেগ্মনাশক ভেষজ ও অল্পপান, পঞ্চকোলচূর্ণ বা তৎসাধিত কষায়, কফচিন্তামণি, চিত্রকাদিগুড়িকা এবং অগ্নিমুখচূর্ণ হিতকর। পুরাতন অবস্থায়,—মহালক্ষ্মীবিলাস, রসোনতৈল, সৈন্ধবাণ্ডতৈল, মূলকাণ্ডতৈল ও রসোনপিণ্ড ঔষধ ফলপ্রদ। বাতাদিক অবস্থায়—আদিত্যপাকগুগ্লুলু, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্লুলু এবং অবস্থাবিধেমে বৃহৎবাতগজাকুশ ব্যবহার করিবে।

### ষড়্ধরণ যোগ।

রক্তচিতে মূল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কটকী, আতৈষ, হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ৫ রতি। অল্পপান—ঈষদুষ্ণ জল। ইহাতে মেদঃকফারূতব্যাধি আরোগ্য হয়।

### রসোন তৈল।

তৈল ৮ সের, রসোন ১ সের, কাথার্ণ—রসোন ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পাকার্ণ জল ১৬ সের। এই তৈল বাতপ্লেগ্মনাশক এবং আমবাতে অতিশয় হিতকর।

### সৈন্ধবাদ্য তৈল।

সৈন্ধব ২ পল, শুঁঠ ৫ পল, পিপুলমূল ২ পল, চিতেমূল ২ পল, ভগ্নাতক আঠা ২০টী, কাঁজি ৩২ সের, পাকার্ণ তৈল—৮ সের। ইহা বাতকফহর এবং আমবাত, গৃহসী ও উরুবেদনানাশক।

### মূলকাণ্ড তৈল।

তৈল ৮ সের, মূলকের স্বরস বা শুষ্ক মূলকের কাণ্ড ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের, তরল অন্ন দধি ৮ সের, কাঁজি ৮ সের, ককার্ণ—বেড়লামূল, সৈন্ধব, চিতেমূল, পিপুল, আতৈষ, রান্না, চই, ঞগুরু, চিতেমূল, ভগ্নাতক, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, কুড়, শটী, বেলশুঁঠ, গুল্ফা, তগরপাছকা, দেবদারু মিশ্রিত ১ সের। ইহাতে কফযুক্তবায়ু, আমবাত এবং নানা-বিধ বেদনা প্রশমিত হয়।

### রসোনপিণ্ড ।

রসোন ( খোসা রহিত ) ১১ পল, হিং, জীরে, সৈন্ধব, সচললবণ, ত্রিকটু প্রত্যেক ৮০ আনা। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান—এরওমূলের ছালের কাথ, অভাবে গরমজল। কোষ্ঠ পরিস্কার না থাকিলে এরওমূলের কাপই প্রশস্ত। দুগ্ধে রসোন সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া বিণ্ডু ও নির্গন্ধ করতঃ গ্রহণ করিবে। ইহা আমবাতে বিশেষ ফলপ্রদ।

### আদিতাপাক গুগ্গুণ্ডু ।

ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ পল, দারুচিনি, এলাচি প্রত্যেক ২ তোলা, গুগ্গুণ্ডু ৫ পল, দশমূলের কাপে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৮০ আনা মাত্রায় বটিকা করিবে। অল্পপান—গরম জল। ইহা দ্বারা সন্ধিগত বায়ু, অস্থি ও মজ্জাগত বায়ু নষ্ট হয়। এই ঔষধ ব্যবহার কালে মাংসযুষ সুপথ্য।

### ত্রিসোদশাঙ্গ গুগ্গুণ্ডু ।

আহ ( বর্ণিদ্ৰব্য বিশেষ ), অশ্বগন্ধা, হবুবা, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোকুর, বৃদ্ধদারক-বীজ, রাস্না, গুল্ফা, শটী, যমানী, শুষ্ঠ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ষপ সমান গুগ্গুণ্ডু, যুতসহ পেষণ করিয়া ৮০ আনা বা ১০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার্য। অল্পপান—উষ্ণদুগ্ধ বা উষ্ণজল। ইহা দ্বারা সন্ধিবাত কোষ্ঠগত বায়ু, অস্থিমজ্জাগত বায়ু, কঠাবেদনা গৃধ্রসী এবং বাহ, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘ ও পাদগতবায়ু নষ্ট হয়। ইহা কফযুক্তবায়ুনাশক। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজনিত হৃদয়ের বেদনা এবং যোনি দোষও আরোগ্য হয়। এই ঔষধ প্রসিদ্ধ ও দৃষ্টফল।

### বৃহৎ বাতপাকাক্ষুণ্ণ ( কফযুক্ত বায়ুতে ) ।

পারদ, অন্ন, তীক্ষ্ণলৌহ, তাম্র, হরিতালসহ গন্ধক, স্বর্ণ, শুষ্ঠ, বালা, ধনে, কটফল, হরীতকী, বিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ। যুগ্মী ও নিসিন্দা রসে পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—আদারস বা আদা-নিসিন্দাপাতার রস ও মধু। এই রোগে কফবদ্ধক জ্বা ও ক্রিয়া ত্যাগ করিবে এবং কফহরদ্রব্য ও ক্রিয়ার উপযোগ করিবে।

## অপ পকাশয়গত বায়ুর চিকিৎসা ।

পকাশয়গত বায়ুতে দুগ্ধসহ এরওতৈল প্রভৃতি বিরেচক স্নেহপদার্থ পান করিয়া, বিণ্ডু শরীর হইলে, স্নেহলবণ বা কল্যাণলবণ ব্যবহার করিবে। “সুশ্রুতে” পকাশয়গত-বায়ুতে কাণ্ডলবণ ও পত্রলবণের উল্লেখ আছে। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ বিবেচনায় উদ্ধৃত হইল। কেহ ২ এইরোগে হিঙ্গাদিচূর্ণ প্রয়োগ করেন, কিন্তু ইহা মৃদুধাতুর পক্ষে হিতকর নহে। ইহাতে বজ্রাকার ও ভাস্করলবণ উপকারী। জীর্ণ অবস্থায় চিস্তামার্গ, বৃহৎবাতচিস্তামার্গ, চিস্তামার্গচতুর্শ্লুখ, বৃহৎচিস্তামার্গচতুর্শ্লুখ ও নারায়-

ণাদি তৈলের অভঙ্গ হিতকর । মলভেদের পর বায়ুসঞ্চিত হইলে আয়ামকাজিক, শার্দূলকাজিক, মহাশঙ্খবটী, অগ্নিমুখচূর্ণ, চতুর্মুখ এবং নারায়ণাদি তৈলের অভঙ্গ ফলপ্রদ । ইহাতে কাঁজি, বেদানা, কেশুর, মিশিরপানা প্রভৃতি হিতকর । অতিরিক্ত বায়ু সঞ্চিত হইলে দুগ্ধপান নিষিদ্ধ । ইহাতে গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ, ঝাল ও তিক্তরস অপথ্য ।

কল্যাণলবণ ( পক্ষাশয়গত বাতে ) ।

শঁসা. গলাশ. কুটজ, বিষ্ণু. আকন্দ, মনসাসৌজ, আপাং, পারুল, পালিধা. জল-বেতস. সজিনা. কদম. মুকা, বাসক, নাটাকরঞ্জ. করঞ্জ. বৃহতী. কটকারী. ভল্লাতক. জৈম্বদী ( তাপস তরুবিঃ ). গণিয়ারী. কদলা. শ্বেতপুনর্নবা. বালা, গোক্ষুর, রাখালশঁসা. শ্বেতপুষ্প, ঘণ্টাপারুলী ও অশোক । এই সমস্ত দ্রব্যের যথাসম্ভব আদ্র মূল, পত্র, শাখা, ফল ও লতা. গ্রহণ করণানন্তর সৈন্ধবলবণ সহ মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করতঃ ঘটে স্থাপন পূর্বক মুখ বন্ধ করিয়া, গোময় দ্বারা গজপুটে পাক করিবে । পরে ঐ ভস্ম ৮ গুণ জলে আলোড়িত করিয়া ২০ বার ছাঁকিয়া লইবে । তদনন্তর পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ বা হিঙ্গাদি চূর্ণ অষ্টমভাগ প্রক্ষেপ দিয়া ক্ষারপাকবিধানে পাক করিবে । ইহাতে পক্ষাশয় ও কোষ্ঠগত বায়ু, গুল্ম, প্লীহা. অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ নষ্ট হয় । পিপ্পল্যাদিগণ পরিভাষায় দ্রষ্টব্য । কল্যাণ লবণের মাত্রা ১০ আনা হইতে ১০ তোলা । অমুপান—গরমজল ।

হিঙ্গাদি চূর্ণ ।

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটুলবণ ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, জারে ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, কুড় ৭ ভাগ । ইহার মাত্রা ৮০ আনা । অমুপান ঈষৎমজল বা কাঁজি ।

কাণ্ডলেনা ।

মুহীকাণ্ড. বার্তাকুফল. সজিনাছাল ও সৈন্ধব একত্র কুটিত করিয়া স্বত. তৈল, বসা ও মজ্জা দ্বারা মাখিয়া ঘটে স্থাপন পূর্বক মুখ অবরুদ্ধ এবং লিপ্ত করিয়া গোময় দ্বারা গজপুটে পাক করিবে । মাত্রা ৮০ আনা । অমুপান গরমজল ।

পত্র লেনা ।

এরুণ্ড. ঘণ্টাপারুলি. নাটাকরঞ্জ. করঞ্জ. বাসক, শোণালু ও রক্তচিতে । ইহাদের আদ্রপাত, সৈন্ধব সহ কুটিত করিয়া মেঘঘটে স্থাপন করতঃ পূর্ববৎ গোময় দ্বারা গজপুটে পাক করিবে । মাত্রা ১০ আনা । অমুপান—গরমজল । ইহা আমাশয়গত বায়ুতেও হিতকর ।

চিস্তামনি ।

রসসিন্দূর ২ তোলা. অন্ন ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ তোলা, স্বতকুমারী-রসে মর্দন করিয়া ১ রতিবটী করিবে । অমুপান ত্রিফলাভিজান জল ও মধু ; অবস্থা বিশেষে স্মৃষ্টি বেদানারস. ইক্ষুরস প্রভৃতি সহ এই ঔষধ প্রযুক্ত হয় ।

### চিস্তামণি চতুস্মুখ ।

রসসিন্দূর ২ তোলা, অন্ন ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ তোলা, ঘৃতকুমারীরসে মদন করিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্বক ৩ দিন ধাত্তরাশির মধ্যে রাখিবে । বটী ২ রতি । অল্পপান—ত্রিফলাভিজান জল ও মধু । ইহাতে উন্মাদ, অপম্মার, বাতজ্বর, শরোরোগ এবং শুদ্ধবাতজনিত নানাবিধ গীড়া আরোগ্য হয় ।

### ব্রহ্মচি চিস্তামণি চতুস্মুখ ।

কজ্জলী ১০ সিকি, লৌহ ৮০ আনা, অন্ন ৮ আনা, স্বর্ণ ৮ আনা, স্বর্ণসিন্দূর ৮ আনা, বঙ্গ ৮ আনা, মুস্তা ৮ আনা, প্রবাল ৮ আনা, বৈজ্ঞান্ত ৮ আনা, ঘৃতকুমারীর রসে, আমলকীর কাথে ও বহেড়ার কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—ত্রিফলাচূর্ণ ও মধু ।

## অথ বস্তিগতবায়ুর চিকিৎসা ।

বস্তিদেশ বায়ুর অত্যন্ত স্থান । এইস্থানে বায়ু কুপিত হইলে, প্রায়শঃ মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অগ্নীরোগ অথবা প্রমেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাতে অপান বায়ু উদ্ধগত হইয়া থাকে । এজন্ত ইহাতে তলপেটে নারায়ণাদিতৈলের অভ্যঙ্গ এবং অম্বুলোমক ও প্রস্রাবকারক ঔষধ সেবন করা হিতকর । ইহাতে মূত্রাঘাত ও অগ্নীর চিকিৎসাবিধি সর্বথা অবলম্বনীয় । বস্তি বিশোধনার্থ কুশাদিপঞ্চমূলসাধিত দুগ্ধপান করিবে । বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ লক্ষিত হইলে, স্নেহদ্রব্য দ্বারা উত্তরবস্তি ফলপ্রদ । গ্রীষ্ম কালের কর্কটী ( কাকোড় ) বীজ ১০ তোলা, সৈন্ধব ১০ সিকি, কঁাজি দ্বারা পেষণ করিয়া কঁাজিসহ পান করিলে বস্তিগত বায়ুর অম্বুলোমন হয় । ইহা প্রস্রাবকারক । গোক্ষুর, শতমূলী ও এরণ্ডমূলের ছাল দ্বারা যথাবিধি দুগ্ধপাক করিয়া পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয় । মূত্রদ্বারে কপূরচূর্ণ প্রবেশ করাইলে প্রস্রাব হইয়া অম্বুলোমন হয় । বরুণ, শুষ্ঠ ও গোক্ষুরের কাথ করিয়া, তাহাতে যবক্ষার ১০ সিকি তোলা ও গুড় ১০ সিকিতোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয় । বস্তিগত বায়ুতে শিলাজতু, সোরা ও গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ । স্ততরাং ইহাদের নানারূপ কল্পনা করিবে । গোক্ষুরের কাথে যবক্ষার ১০ সিকি মিষাইয়া পান করিলে বস্তি-বিকৃতি নষ্ট হয় । শুক্রবিবন্ধ জগ্ন বায়ুর প্রকোপে, শিলাজতু সেবন হিতকর ।

বজ্রক্ষার ১০ সিকি ও চিনি ১০ সিকি শীতলজল সহ অথবা বজ্রক্ষার চিনিজলসহ পান করিলে বা বৃহৎবাতচিস্তামণি চিনিজল সহ পান করিলে বস্তিগতবায়ু সমতা প্রাপ্ত হয় । ইহাতে আয়ামকাজিক, শার্দূলকাজিক ও দ্রাক্ষারিষ্ট ফলপ্রদ ।

বায়ু—ঝক্, মাংস, রক্ত ও শিরাপ্রাপ্ত হইলে অলাবুযস্ত বা জলৌকা প্রভৃতি দ্বারা



রক্ত মোক্ষণ করিবে। তাহাতে বায়ুর আবরকরক্তের অপগম হইয়া ব্যাধির উপসম হইবে। আমাদের মতে রক্ত নিহরণ ক্রিয়া দুষ্করতাপূর্ণ শিরাগতবায়ুতেই প্রশস্ত। স্বকগত বা মাংসগত বায়ুতে অভ্যঙ্গ ও উপনাহ ফলপ্রদ। অভ্যঙ্গের নিমিত্ত বায়ুচ্ছায়াস্থরেন্দ্রতৈল, মহাকুক্কটমাংসতৈল ও মাষবলাদিতৈল হিতকর। উপনাহের নিমিত্ত মসিনা ব্যবহার করিবে।

### বায়ুচ্ছায়াস্থরেন্দ্র তৈল ।

তিল তৈল ১৪ সের, বেড়েলা ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দশমূল ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্প—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধব, বচ, কাকলা, পদ্মকান্ঠ, কাকড়াশুলী, তগরপাছকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষানী, শতমূলী, অনন্তমূল, গ্রামালতা, শুলফা, পুনর্ণবা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা দ্বারা আক্ষেপ, গাত্রকম্প, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহা ভগ্নগত বায়ুতে বিশেষ ফলপ্রদ।

### মহাকুক্কটমাংস তৈল ।

তিল তৈল ১৪ সের, মাষকলাই ১৪ সের, দশমূল ১৬ সের, বেড়েলামূল ১০১ ছটাক, কেতকীমূল ১০১ ছটাক, ঝিণ্টীমূল ১০১ সের, কুক্কটমাংস ৩০ পল, জল ১২৮ সের, শেষ ১০২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কক্কার্প—জীবকাদিঅষ্টবর্ণ, মঞ্জিষ্ঠা, পুনর্ণবা, চই, কটফল, ত্রিকটু, রান্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকণ্ঠীবীজ, এরণ্ডমূল, শুলফা, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, পিপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শটী, শুঠ, পিপুল, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, বৃহতী, কণ্টকারী প্রত্যেক ২ তোলা। (যে সকল দ্রব্য দুই বার বা ততোধিক বার উত্তিখিত হইয়াছে তাহাদের ২ ভাগ বা ততোধিক ভাগ লইতে হয়।) ইহাতে পক্ষাঘাত, অর্দিত, হস্তাদি কম্প, অববাহক, কলায়ঞ্চল, কর্ণনাদ, অপতানক ও অঙ্গবৃদ্ধি প্রভৃতি নষ্ট হয়। এই তৈল মাংসগত বায়ুর বিশেষ উপকারী।

### মাষবলাদি তৈল ।

তিল তৈল ১৪ সের, মাষকলাই, বেড়েলা, রান্না, দশমূল, গন্ধতাদালিয়া, শুলফা প্রত্যেকের কাথ ১৪ সের, দধি, দুগ্ধ, লাক্ষারস, কাক্জি প্রত্যেক ১৪ সের, শতমূলী, ভূমিকুয়াণ্ড, প্রত্যেকের স্বরস ১২ সের, কক্কার্প—শুলফা, মোরী, মেথী, রান্না, গজপিপুল, মুতা, অশ্বগন্ধা বেণামূল, যষ্টিমধু, শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, ভূম্যামলকী প্রত্যেক ১৬ তোলা। এই তৈল শিরা ও রক্তগত বায়ুতে শ্রেষ্ঠ।

আরও বায়ুতে, প্রথমতঃ আবরক পদার্থ নিঃসারিত করিয়া পশ্চাৎ বাতনাশক ক্রিয়া করিবে। সুতরাং অবস্থাবিশেষে রক্তমোক্ষণ করিবার পর বাতহর উপনাহ বা প্রলেপ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

অগ্নিতে উপনাহ (উষ্ণপ্রলেপ)—মসিনা, ভেরেণ্ডাবীজ দুইদ্বারা বাটিয়া গরম করতঃ উপনাহ দিবে ।

মাসগতে উপনাহ (উষ্ণপ্রলেপ)—মসিনা, কুড়, বচ, যব ও সিদ্ধিবীজ একত্র পেষণ করিয়া গরম করতঃ উপনাহ দিবে ।

রক্তগতে প্রলেপ—পঞ্চবল্লভ দুইদ্বারা পেষণ করিয়া দ্ব্যতসহ ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে । অথবা মসিনা, বেড়েলামূল ও এরণ্ডবীজ দুইদ্বারা পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে ।

শিরাগতে—রক্ত মোক্ষণ করিয়া, দশমূল কাঁজি দ্বারা পেষণ পূর্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে । কেবল মসিনার উষ্ণ উপনাহেও উৎকৃষ্ট ফললাভ হয় । শিরাগত বায়ুতে “সমীরগজকেশরী” ঔষধ বিলক্ষণ ফলপ্রদ ।

শুদ্ধলাতে প্রলেপ—কুলশুঠ, কুলথকলাই, দেবদারু, রান্না, মাষকলাই, মসিনা, এরণ্ডবীজ, কুড়, বচ, গুল্ফা ও যবচূর্ণ, ইহাদিগকে কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে । শিরাগত বায়ুতে নকুলতৈল, বৃহৎ বাতারিতৈল, মহামাষতৈল এবং মহাকুকুটমাংসতৈলের ব্যবহার ইহাতে পারে । সপ্তশতী-প্রসারিণী প্রভৃতি তৈল কৃষ্ণিতপ্রসারক বিধায়, শিরাগত বায়ুতে সুপ্রশস্ত । আক্ষেপ, খল্লী ও পঙ্ক্ততা প্রভৃতি শিরাগত বায়ুর কার্য্য । কুশ্মমাংসতৈল কফপ্রধান বাতব্যাদির পরীক্ষিত ঔষধ ।

### নকুলতৈল ।

এরণ্ড তৈল ১৪ সের, দশমূলের কাথ ১৪ সের, নকুল মাংসের কাথ ১৪ সের, কাঁজি ১২ সের, দধিরমাত ১৪ সের, জল ১৬ সের, কক্কার্থ—যষ্টিমধু, জীরে, রান্না, সৈন্ধব, গুল্ফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, সচললবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, পিপুলমূল, শৈলজ, জটামাংসী প্রত্যেক ৪ তোলা । আমরা তিলতৈল দ্বারা ও ইহা পাক করিয়া থাকি । ইহাতে শিরোগত বায়ু, বাতজস্থানীয় কম্পন, আমবাত, মাংসগত বায়ু ও বেদনা নষ্ট হয় ।

### বৃহৎ বাতারি তৈল ।

গন্ধভাদালিয়া ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কবুতরের মাংস ২ সের, হংস মাংস ১২ সের, মাষকলাই ১৪ সের, এই তিন দ্রব্য পৃথক পোড়িলীবদ্ধ করিয়া পাক করিবে । পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তিলতৈল ১৬ সের, কাঁজি ৩২ সের, আদার রস ৩২ সের, কক্কার্থ—বেড়েলামূল, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, পুনর্নবা, বেলছাল, তালমুলী, পিয়ালছাল, ভূমিচম্পক, ডহরকরঞ্জ প্রত্যেক ২ তোলা ।

### ২২ বৃহৎ বাতারি তৈল ।

তিলতৈল ১ সের, কক্কার্থ—কৃষ্ণজীরে ৪ তোলা, ধুস্তুরমূল ৪ তোলা, খোরসানী যমানী ৪ তোলা, চিতামূল ৪ তোলা, রসোন ৪টী, কুঁচিলাবীজ ৪টী, মঞ্জিষ্ঠা ৮ তোলা ।

### অহামাশ তৈল ।

ভিলতৈল ১৪ সের, শ্লথ পোটলীবদ্ধ মাষকালাই ১৪ সের, দশমূল ১৬ সের, শ্লথ পোটলীবদ্ধ ছাগ (নপুংসক প্রশস্ত) মাংস ১৩৫ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ—জল ১৬ সের । কন্ধার্থ—আলকুনীবীজ, এরণ্ডমূল, গুল্ফা, সৈন্ধব, বিটলবণ, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্টা, চই, চিতেমূল, কটুফল, ত্রিকটু, পিপুল-মূল, রান্না, ষষ্টিমধু, সৈন্ধব, দ্বেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, শটী, প্রত্যেক ২ তোলা । ইহাতে শিরাগত বায়ু, আক্ষেপ, অর্দিত, পক্ষাঘাত, অববাহক, কম্পবাত, কলায়ঞ্চ ও পঙ্গু নষ্ট হয় । ইহাতে শুদ্ধবাত বেদনা ও নষ্ট হইয়া থাকে ।

### কুর্শ্মমাংস তৈল ।

এরণ্ডতৈল ১৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৪ সের, প্রসারণীরস ১৪ সের, দধি ১৪ সের, কাঁজি ১৪ সের, মহীলতা ক্ষীর ১২ সের, কুর্শ্মমাংস ১৪ সের, কন্ধার্থ—বিড়ঙ্গ ৬১/৪ রতি, কুড় ৬১/৪ রতি, ত্রিকটু ২০ তোলা, রান্না, বনচালিতামূল, কৃষ্ণজীরে, মুচুকুন্দমূল, কুমুদপাতা, হরিদ্রা, সৈন্ধব প্রত্যেক ৬১/৪ রতি ।

পাক্ত পাকার্থ—কুড়, নখী, শ্বেতচন্দন, পরাকষ্ঠ, জটামাংসী, বচ, শৈলজ, খাটানী, দারুচিনি, এলাচি, মোরী, মুরামাংসী, কর্পূর, মূতা প্রত্যেক ১ তোলা, পাকার্থ—জল ১৬ সের । ইহাতে কফপ্রধান বাতব্যাধি আরোগ্য হয় ।

বাতরক্তোক্ত বৃহৎ অমৃতাত্তৈল, রুদ্রতৈল ও কৃষ্ঠোক্ত মহাতৃণকতৈল স্বগ্গত বায়ুতে ও স্বগ্গবিকৃতিতে ব্যবহৃত হইতে পারে । কৃষ্ঠোক্ত তালসত্ত্ব, তালভস্ম, মাণিক্যরস, অমৃতাকুরলৌহ ও অমৃতাদিকমায় সেবনে বা নিম্নগুলকের রসসহ কৃষ্ণচতুর্মুখ ব্যবহারে বায়ুজনিত স্বগ্গবিকৃতি নষ্ট হয় ।

### কৃষ্ণচতুর্মুখ ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ সিকিতোলা, যতকুমারীরসে মর্দন করিয়া এরণ্ড পত্রদ্বারা বেষ্টন করতঃ ৩ দিন ধাতুরাশির মধ্যে রাখিবে । পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অনুপান—ত্রিফলাজল ও মধু । এই ঔষধ কফযুক্ত বা আমসংযুক্ত বায়ুতে এরণ্ডমূলের রস প্রভৃতি সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা উন্মাদ, অপস্মার ও শিরোগত বায়ুনাশক । বাতজ বা বাতকফজ বেদনা নাশার্থ স্বতন্ত্র অনুপান ব্যবহার করিবে ।

স্বগ্গতবায়ু, রক্ত দূষিত করিয়া পীড়া উৎপন্ন করে । সুতরাং ইহার চিকিৎসা বাতরক্তের জায় । যদিও মংগ ও মাংস বায়ুপ্রথমক, তথাপি উহা স্বগ্গত বায়ুতে প্রযোজ্য নহে । স্বকের খরতা থাকিলে, দুগ্ধমূতাদি, বিশিষ্টপথ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে । কৃষ্ণচতুর্মুখ স্বগ্গতবায়ুতে বিশেষ ফলপ্রদ এবং

অবস্থাবিশেষ ইহা রক্তগত বায়ুতেও প্রয়োগ করা যায়। রক্তগত বায়ুর চিকিৎসা বাতরক্তের স্থায়। মাংসগত বায়ুতে, রুহৎবাতগজাক্ষুশ, কৃষ্ণচতুর্মুখ, নারদীয়-লক্ষ্মীবিনাস, যোগরাজগুণ্ণুলু ও শিবাগুণ্ণুলু প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্বেদ, নকুলতৈল, সৈন্ধবাদিতৈল, মহাকুকুটমাংসতৈল এবং অবস্থাবিশেষে মহামাষতৈলের অভ্যঙ্গ বিশেষ উপকারী। সৈন্ধবলবণের “পটী” দিলে আঙু বেদনা প্রশমিত হয়। পরিমিত জলে সৈন্ধব দ্রবীভূত করিয়া তদ্বারা দিনে ৪।৫ বার পটী দেওয়া আবশ্যিক। এই ক্রিয়া রাত্রিতে প্রযোজ্য নহে।

শিরাগত বায়ুতে, বাহ্যায়াম অন্তরায়াম ধ্বজী, আক্ষেপ ও কৌতনাশক ঔষধ ব্যবহার্য। পূর্বে শিরাগত বায়ুতে যে সকল তৈল নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের অভ্যঙ্গ শাল্লিগ্ণশ্বেদ, রক্তমোক্ষণ, ছাগাগু ঘৃত, যোগেন্দ্ররস বা রসরাজরস ঔষধ ফলপ্রদ। কৃষ্ণতিলের শ্বেদ, সৈন্ধবলবণের শ্বেদ ও মাষকালাইয়ের শ্বেদ অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভদ্রদার্বাদিগণের কষায় বা বাজিগন্ধাদিকাথ ইহাতে বিশেষ উপকারী।

### যোগেন্দ্ররস।

রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অন্ন, মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেক ১০ তোলা, ঘৃতকুমারী রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া এরপক্ষে বেষ্টন পূর্বক ৩ দিন ধাতুরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি বটা করিবে। অল্পপান—ত্রিকলাভিজান জল ও মধু অথবা চিনির জল। শিরাগত বায়ুতে—শ্বেতবেড়োলা মূলের রস অথবা এরণ্ডমূলের রস। এই ঔষধ শিরোরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### রসরাজরস।

রসসিন্দূর ৮ তোলা, অন্ন ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া তৎসহ রোপ্য, লৌহ, বঙ্গ, অম্বগন্ধা, লবঙ্গ, জৈত্রী ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১০ তোলা মিশাইয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৩ রতি বটা করিবে। সাধারণ অল্পপান—দুগ্ধ বা চিনির জল। শিরাগত বায়ুতে এই ঔষধ বেড়োলা রস বা এরণ্ডমূলের রস সহ সেব্য। ইহাতে পক্ষাঘাত, অর্দিত অপতানক, ধনুস্তম্ভ, শিরশ্চালন প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহা শুদ্ধবায়ুর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যোগেন্দ্ররস পিত্তবিত্ত বায়ুতে বিশেষতঃ ধাতুক্লেষজনিত শিরোরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। শুদ্ধবাত—ছাগ, ময়ূর, হাঁস, কপোত ও কুকুট মাংসের অথবা জলজ বা আনুপ মাংসের সৈন্ধবসংযুক্ত শ্বেদ বিশেষ উপকারী। শিরাগত বায়ুতে এই সকল মাংসের শ্বেদ ও যুগ্মভক্ষণ পরম হিতকর। রক্ত, মাংস ও মেদোগত বায়ুতে বিবেচন অবশ্য প্রযোজ্য।

মেদস্থ বায়ুর চিকিৎসা. মাংসগত বায়ুর স্থায়। মজ্জা ও অস্থিগত বায়ুতে ছাগলাদ্য ঘৃত ও নকুলাদ্য ঘৃত পান. মহাকুক্কটমাংস তৈল, মহামাষ তৈল বা মহাবলাতৈল প্রভৃতির অভ্যঙ্গ করিবে।

### নকুলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ১৪ সের, নকুল মাংসকাথ ১৪ সের, দশমূলের কাথ ১৪ সের, মাষকলাইয়ের কাথ ১৪ সের, বেড়েলার কাথ ১৪ সের, শতমূলীরস ১৪ সের, দুগ্ধ ১৪ সের। কন্ধার্থ—জীবনীয় দশক, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত, ত্রিকটু ত্রিফলা, মূতা, অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবনে আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, অপস্মার, হস্তাদিকম্প, মুকতা এবং ভজ্জা ও পার্শ্বাদিগত বায়ু প্রশমিত হয়।

### ছাগলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ১৪ চারি সের, ছাগমাংস (নপুংসক) ৫০ পঞ্চাশ পল, দশমূল ৫০ পঞ্চাশ পল, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৪ সের, শতমূলীরস ১৪ সের। কন্ধার্থ—জীবনীয় দশক মিলিত ১১ সের। ইহাতে অর্দিত, আক্ষেপ, পক্ষতা, মুকতা প্রভৃতি শুদ্ধবাতজ বাতব্যাদি আরোগ্য হয়। মাত্রা ১০ তোলা। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ। ইহা মালিশেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### ব্রহ্ম ছাগলাদ্য ঘৃত।

ঘৃত ১৬ সের, কাথার্থ—নপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঐরূপ দশমূলে কাথ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের, বেড়েলার কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শতমূলীরস ১৬ সের। কন্ধার্থ—জীবন্তী, বটমধু, দাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, নীলোৎপল, (অভাবে স্তম্ভিকুলের মূল) মূতা, রক্তচন্দন, রাহা, যুগানী, মাষাগী, গ্রামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কুড়, শটী, দারুহরিদ্রা প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাত্রকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাচি, শতমূলী, তেজপাত, নাগকেশর, জাতিপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ, জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা। তাম্রপাত্রে যুত্বাগ্নিতে পাক করতঃ ছাঁকিয়া নীতল হইলে, তাহাতে ১২ সের চিনি মিশাইয়া স্নিগ্ধ মৃণ্ময়পাত্রে রাখিবে। আজকাল চিনি মিশাইয়া রাখা হয় না। মাত্রা ১০ তোলা। অনুপান—ঈষদুষ্ণদুগ্ধ। ইহা পানে ও অভ্যঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে অর্দিত, আক্ষেপ, অপতানক, ধনুস্তম্ভ, পক্ষাঘাত, সর্কাজবাত, কম্পবাত, অববাহক, অংসশোষ ও ধ্বী প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা রুঘা, রসায়ন ও রুংহণ। এই ঔষধ ধ্বজভঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। অমৃতপ্রাশয়তের পরিবর্তে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাতব্যাদি, উন্মাদ ও অপস্মারের রোগী ক্ষীণ হইলে, এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা দ্বারা ইঞ্জিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়।

### মহাবলাতৈল ( স্মৃশ্ৰুতোক্ত ) ।

তৈল ১৪ সের, খেতবেড়ৈলা মূলের কাথ ৩২ সের, দশমূলের কাথ ৩২ সের, যব. কুলশুঠ ও কুলখকালাই ইহাদের মিলিত কাথ ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের । কন্ধার্থ—কাঁকোল্যাঙ্গিণ, সৈন্ধব, অগুরু, ধূনা. সরলকাঠ. দেবদারু. মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়. এলাচি. তগরপাহুকা. জটায়াঙ্গী, শৈলজ, তেজপাত. তগরপাহুকা. অনন্তমূল. বচ, শতমূলী. অম্বগন্ধা. গুলফা. পুনর্নবা মিলিত ১ সের । এই তৈল স্বর্ণ. রৌপ্য অথবা মুগ্ধয়পাত্রে ( মৃত্তিকাপাত্রে ) পাক করিয়া দ্বিধ্রুতাণ্ডে স্থাপনপূর্বক মুখ ঢাকিয়া রাখিবে । ইহাতে আক্ষেপাদি নানাবিধ বাতব্যাদি নষ্ট হয় । ইহার ত্রায় বায়ুপ্রশমক তৈল অতিবিরল । এই তৈল ৬ মাস ব্যবহারে অস্থবৃদ্ধি এবং স্ততিকারোগ আরোগ্য হয় ।

কাঁকোল্যাঙ্গিণ । স্বাধা—জীবনীয়দশক. মুগানী. মাষাণী. গুলঞ্চ, কাঁকড়া-শুকী, বংশলোচন. পদ্মকাঠ. দ্রাক্ষা, পুণ্ডরিকাকাঠ ( অভাবে শালপাণি ) । ইহা বায়ু-নাশক. জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক ও রয় ।

### মহাবলাতৈল । ( চরকোক্ত ) ।

তৈল ১৬ সের, কাথার্থ—বেড়ৈলামূল ১০০ পল, গুলঞ্চ ২৫ পল. রান্না ২০০ পল. জল ১০০ আঢ়ক ( ১৬ সেরে ১ আঢ়ক ). শেষ ১০ আঢ়ক বা ৪ মণ, দধিরমাত, ইক্ষুরস, শুভ্র ( অভাবে কাঁজি ) প্রত্যেক ১৬ সের. ছাগদুগ্ধ ৮ সের, কন্ধার্থ—শটী, সরলকাঠ, দেবদারু, এলাচি, মঞ্জিষ্ঠা, অগুরু. রক্তচন্দন, পদ্মকাঠ, আতৈষ. মুতা. মুগানী. মাষাণী, রেণুক. যষ্টিমধু. তুলসী. ব্যাঘ্রনখী. ( অভাবে—নখী ) জীবক, ঋষভক, পলাসনির্ঘাস, কস্তুরী, নালুকা. জৈত্রী. পুষ্ক। ( পিড়িংশাক ), কুঙ্কুম. শৈলজ. জায়ফল. লতাকস্তুরী. বালা, দারুচিনি. রক্তচন্দন. এলাচি. কপূর. শিলারস. ঝিট্টী, লবঙ্গ. নখী, কাঁকলা. কুড়. জটায়াঙ্গী. গন্ধতূণ. প্রিয়ঙ্গু. গৈঠেলা. তগরপাহুকা. বচ. মদনফল. মুতা. নাগকেশর প্রত্যেক ১ পল । এই তৈলে কস্তুরী, কুঙ্কুম. কপূর, জায়ফল, এলাচি. দারুচিনি. তৈলসহ পাক না করিয়া উহা দ্বারা পত্রকল্প দিবে । পক বস্ত্রপূত উষ্ণতৈলে গন্ধবৃদ্ধির নিমিত্ত গন্ধদ্রব্য পরিপেষণ পূর্বক নিক্ষেপ করাকে পত্রকল্পকহে । এই তৈলে নানাবিধ বাতব্যাদি, অপস্মার. শোথ, মূর্ছা ও বমন নিবারিত হয় ।

অস্থিগতবায়ুতে—যোগেন্দ্ররস, বৃহৎবাতচিস্তামণি বা চিস্তামণিচতুর্ন্যুথ ব্যবহার করা যায় । কেতক্যাদিতৈল ও মাষবলাদিতৈল ইহাতে প্রশস্ত । মজ্জগতবায়ুতে রসরাজরস বা ত্রৈলৌক্যচিস্তামণি ব্যবহার্য ।

### ত্রৈলৌক্য চিস্তামণি ।

হীরক. স্বর্ণ. মুক্তা. লৌহ ; সমসম অদ্রভয়, রসসিন্দুর অত্রসম. ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ১ রতি বটা করিবে । হীরকের অভাবে কড়িভয় ব্যবহৃত হয় । কেহ ২

দক্ষহীরক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অল্পপান—শ্লিষ্ককফে আদার রস, শুষ্ককফে মধু, পিত্তান্বিত বায়ুতে চিনি ও ঘৃত, শ্লেষ্মা ও বায়ু যুগপৎ দৃষ্ট ও অসমতা প্রাপ্ত হইলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু এবং প্রমেহে দ্ধক্ষ। ইহা কাসনাশক ও রুচ্য। এই ঔষধ কফান্বিত বায়ুতেই বিশেষ কার্য্যকারী। শিরোগত বায়ুতেও ব্রাক্মীরস প্রভৃতি সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধাতুক্ষয়জন্য নানাবিধ ব্যাধিতে এই ঔষধ প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা ক্ষয় নিবারক। এই ঔষধে হীরক মিশ্রিত না করিলে ঔষধের তাদৃশ উপকারিতা জন্মে না। কেহ ২ বলেন হীরকের পরিণাম করণা, স্মৃতরাং হীরকের পরিবর্তে কয়লাভক্ষ ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু আমাদের মতে তাহা সম্যকচীন বলিয়া বোধ হয় না। হীরকভক্ষণবিধি মারণবিধি অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

### কেতকাদি তৈল।

তৈল ১৪ সের, কেয়ামূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, শ্বেতবেড়োলা মূল মিলিত ১৪ সের জল আটগুণ। শেষ ১৪ সের, তুৰ্বোদক ১৪ সের। এই তৈল অকল।

বায়ু শুক্রগত হইলে—শুক্ৰচ্যুতি শুক্রবদ্ধতা, গর্ভনাশ, গর্ভবিকৃতি ও শুক্রের বিকার উৎপন্ন করে। শুক্রচ্যুতিতে করভাদিগুড়িকা, চ্যুতিহররস, শুক্রধৃতি ও নিম্বাদি-বটিকা ব্যবহার করিবে।

### করভাদি গুড়িকা।

আকরকড়া, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জাতিফুল, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত অহিফেন ৮ তোলা, বটী ৩ রতি। এই ঔষধ রাত্রিতে শয়নের পূর্বে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য। ইহা শুক্রশুক্কর, স্বপ্নদোষ নিবারক, কামোদীপক ও রুচ্য।

### চ্যুতিহররস

আকরকড়া, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জৈত্রী, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, হিম্বুল ১০ তোলা, গন্ধক ১০ তোলা, শোধিত অহিফেন ৮ তোলা, একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ শয়নের পূর্বে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য।

### শুক্রধৃতি

অত্র ২ পল, পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, অহিফেন ৪ তোলা, কুঁচিলা ৪ তোলা, জাতিফল ৪ তোলা, ধূস্তুরবীজ ৪ তোলা, ভূমিকুয়াণ্ড, ভৃঙ্গরাজ, তালীশপত্র, নাগকেশর, নিম্বুযক্ষুফল, যষ্টিমধু ও ত্রিকলা প্রত্যেক ১/২ আনা, ব্রাক্মীরস বা সিদ্ধিপত্ররসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। শয়নের পূর্বে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য।

### নিম্বাদি বটী।

নিম্বাছাল ৫১০ তোলা, ত্রিকলা মিলিত ৬ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা,

বিশ্বপত্রচূর্ণ ১ তোলা, কাবাবচিনি ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড়ে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। ইহা শয়নের পূর্বে উষ্ণদুগ্ধসহ সেব্য।

যে ৪টা ঔষধ গুক্রশুভ্রনার্থ লিখিত হইল, আবশ্যক হইলে ঐসকল সময়পরিবর্তন করিয়াও ব্যবহার করা যায়। ত্রিফলা, কাবাবচিনি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সমভাগে মাড়িয়া ৪ রতি মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধসহ শয়নের পূর্বে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়। এই ঔষধে ফললাভ না হইলে, পূর্বোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে উত্তেজক এবং আশ্বেয়দ্রব্য সেবন, অনিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, ক্রঙ্কমান অজীর্ণে ভোজন, উত্তাপ সেবন, গুরুপাকদ্রব্য ভক্ষণ প্রভৃতি অহিতকর।

অতিশয় গুক্র ক্ষরিত হইতে থাকিলে, গুক্র নিবারিণী বাটিকা ব্যবহার করিবে।

### গুক্র নিবারিণী বাটিকা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, রৌপ্য স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১০ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা, শোধিত সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য সিদ্ধিপত্ররসে অথবা তৎকাথে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। শয়নের পূর্বে ১০ পোয়া উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিবে।

গুক্র বিবদ্ধতায় বৃহতীফলের কাথপান এবং বিরেচন হিতকর। পেটে ও মাথায় লাক্ষাকাজিক তৈল, মহাবিষ্ণু তৈল, মহানারায়ণতৈল ও নারায়ণতৈল মালিশ করাইবে। সুন্দরী যুবতী দ্বারা মানসিক হর্ষ সম্পাদন, বলকর ও গুক্রল পথ্য সেবন হিতকর। ইহাতে পূর্বোক্ত বৃহৎছাগাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত, বৃহৎঅশ্ব-গন্ধাঘৃত, গোধূমাঘৃত ঘৃত, বৃহৎশতাবরীঘৃত, কামদেব ঘৃত, অমৃতপ্রাশ-ঘৃত বা বৃহতী ঘৃত, প্রযোজ্য। অবস্থান্তরে বৃহৎ চন্দ্রোদয়মকরধ্বজ, মকরধ্বজ রসায়ন বা সিদ্ধসূত ব্যবহার করিবে।

### অশ্বগন্ধা ঘৃত।

ঘৃত ১৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের। ককার্থ—অশ্বগন্ধা ১১ সের। ইহা মাংসবর্জক, বৃষ্ণ ও বাতঘ্ন।

### বৃহৎঅশ্বগন্ধা ঘৃত।

ঘৃত ১৪ সের, কাথার্থ—অশ্বগন্ধা ১২১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের দুগ্ধ ১৬ সের। ককার্থ—জীবকাদি অষ্টবর্গ, আল-কুশীবীজ, এলাচি, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, যুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী, ভূমিকুশ্মাণ্ড মিলিত ১১ সের। \* পাকাশ্বে শীতল হইলে চিনি ও মধু প্রত্যেক ১১ সের মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ইহাতে শক্তি, ওজঃ, গুক্র, তেজঃ ও মাংস বর্দ্ধিত হয়।

### গোধূমাঘৃত।

ঘৃত ১৪, কাথার্থ—গোধূম ১২১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্থ—গোধূম,



যুগ্মাতকফল, (অভাবে তালের মাথি) মাষকলাই, দ্রাক্ষা, পরুষফল, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, জীবন্তী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, পিণ্ডিথেজুর, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, চিনি, ভল্লাতক (অভাবে রক্তচন্দন), আলকুশীবীজ মিলিত ১/১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। পাকান্তে ছাঁকিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি প্রক্ষেপ দিবে—দারুচিনি, এলাচি, পিপুল, ধনে, কর্পূর, নাগকেশর, ১ তৎপর চিনি মধু প্রত্যেক ৥ সের প্রক্ষেপ দিয়া ইক্ষুদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিয়া মিশাইবে। ইহা শুক্রজনক, বল্য, বৃষ্য, বাতহর ও মূত্রকৃচ্ছ নাশক।

### বৃহৎশতাবরী স্নাত।

স্নাত ১/৪ সের, শতমূলী রস ১/৮ সের, দুগ্ধ ১/৮ সের। কন্ধার্থ—জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদ, মহামেদ, যুগানী, মাষাণী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুয়াণ্ড, রক্তচন্দন মিলিত ১/১ সের। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ও মধু প্রত্যেক ৥ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহা শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত, অঙ্গদাহ, রক্তপ্রদর, শিরোদাহ, মূত্রকৃচ্ছ ও যোনিশূল নাশক।

### কামদেবস্নাত।

স্নাত ১/৪ সের, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী, ভূমিকুয়াণ্ড, শালপাণি, বেড়োলা, অশ্বখণ্ডঙ্গ, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গান্তারীফল, মাষকলাই প্রত্যেক ১০ দশপল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কন্ধার্থ—দ্রাক্ষা, পদ্মকান্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, শ্রামালতা, অনন্তমূল, জীবনীয় দশক প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি ১৬ তোলা। ইক্ষুরস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। ইহাতে পিত্ত প্রকোপ জনিত ব্যাধি, ক্ষতক্ষীণ, ও মূত্রকৃচ্ছ, আরোগ্য হয়। ইহা বলকর, শুক্রল, বৃষ্য ও বাতহর।

### অমৃতপ্রাশ স্নাত।

স্নাত ১/৪ সের, কাথার্থ—ছাগমাংস ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এইরূপ অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। মূর্ছা পাকার্থ—কুঙ্কুম ৪ তোলা, কন্ধার্থ—বেড়োলা, গোধূম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধনে, তালাক্ষুর, ত্রিফলা, যুগনাভি, আলকুশী, মেদ, মহামেদ, ঋষভক, জীবক, কুড়, শটা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, বঞ্জিষ্ঠা, তগরপাত্রিকা, তালীশপত্র, এলাচি, তেজপাত, দারুচিনি, নাগকেশর, জাতিফুল, রেণুক, সরলকান্ঠ, জৈত্রী, ছোটএলাচি, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুঁচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, যজ্ঞদুগ্ধ প্রত্যেক ২ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে ১/১ সের চিনি মিশাইবে। ইহাতে স্নেহভঙ্গ ও প্রমেহ নষ্ট হয়। ইহা বল্য, বৃষ্য, শুক্রজনক ও পুষ্টিকর। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ।

### অমৃতপ্রাশ স্নাত। (চরকোক্ত)

স্নাত ১/৪ সের, পাকার্থ—আমলকীর রস ১/৪ সের, (অভাবে তৎকাথ গ্রাহ্য) ভূমিকুয়াণ্ড-রস ১/৪ সের, ইক্ষুরস ১/৪ সের, ছাগমাংসকাথ ১/৪ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের, কন্ধার্থ—জীবক,

ঋষভক, শালপাণি, জীবন্তী, শুঠ, শটী, শালপাণি, চাকুলে, যুগানী, মাষানী, বেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রুহতী, কণ্টকারী, শ্বেত পুনর্নবা, লালপুনর্নবা, যষ্টিমধু, আলকুশী-বীজ, শতমূলী, ঋদ্ধি, পরুষফল, বায়ুনহাটী, দ্রাক্ষা, রুহতী, পাণিকল, ভূম্যামলকী, ভূমি-কুয়াণ্ড, পিপুল বেড়োলা প্রত্যেক ২ তোলা । শীতল হইলে, মধু ১/১ সের, চিনি ১/৬ সের, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর মিলিত ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নুতন পাত্রে রাখিবে । ইহা ১০ তোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ সেব্য । এই ঔষধ অমৃতভূল্য । ইহা বল্য, বৃদ্ধ, বৃংহণ ও রসায়ন । ইহা দ্বারা ক্ষতক্ষীণ, শুক্রহীনতা, শুক্রদৃষ্টতা, দাহ, রক্ত-পিণ্ড, মুচ্ছা, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয় । ইহা পিত্তাধিক্যে প্রযোজ্য ।

### রুহতী স্রুত ।

স্রুত ১/৪ সের, রুহতী ফলের কাথ ১৬ সের, গোকুরকাথ ১/৪ সের, মাষকলাইয়ের কাথ ১/৪ সের, ভল্লাতক কাথ ১/৪ সের, আমলকীকাথ ১/৪ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের । কঙ্কার্থ—রুহতীফল ১/১ সের । মাত্রা ১০ তোলা । অন্নপান—উষ্ণ দুগ্ধ । ইহা শুক্র বিবন্ধতার উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### ১৮—রুহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ।

পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়া, রক্তকার্পাস ফুলের রসে এবং বৃতকুমারীর রসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া বোতলে ভরিয়া মকরধ্বজের পাকপ্রণালী অনুসারে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে । ঐ উর্দ্ধসংলগ্ন অরুণাত রজঃ ১ পল, ( অভাবে—মকরধ্বজ গ্রাহ ) কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ, যুগনাতি প্রত্যেক ১০ তোলা । জলদ্বারা মর্দন করিয়া (পান রসে মর্দন যুক্তিযুক্ত) ২ রতি বটী করিবে । অন্নপান—পানের রস । ঔষধ ব্যবহার কালে দুগ্ধ, মোহনভোগ প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে । ইহাতে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য হয় । ধ্বজভঙ্গাধিকারের রুহৎ চন্দ্রোদয় ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।

### সিদ্ধিস্রুত ।

যুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, যবক্ষার, প্রত্যেক ১ তোলা, রক্তোৎপল পত্ররসে মর্দন করিয়া পশ্চাৎ ১ তোলা গন্ধক মিলাইবে । তৎপর এই সকল বোতলে ভরিয়া, মকরধ্বজ পাকানুসারে ৩ প্রহর পাক করিবে । এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় তালমূলী ও চিনিসহ সেবনীয় । ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও শুক্রমেহনাশক । ইহাতে ধ্বজভঙ্গও আরোগ্য হয় । ঔষধ ব্যবহার কালে দুগ্ধ, মোহনভোগ প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে ।

### • মকরধ্বজ রসাস্রবন ।

স্বর্ণ ২ ভাগ, বঙ্গ, যুক্তা, কান্তলোহ, জায়ফল, জৈত্রী, রৌপ্য, কাংস্ত, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর, অত্র প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ৪ ভাগ । ২ রতি বটী করিবে । এইরোগে রুহৎবাতচিন্তামণি ও চতুর্মুখ অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইতে পারে ।

## লাক্ষ্যাকাঙ্ক্ষিক তৈল ।

ভিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার কাথ /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, ত্রিফলার কাথ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজ, শতমূলী ও কুম্ভাগুরস প্রত্যেক /৪ সের, ভূষোদক /৪ সের, হৃৎক /৪ সের । কঙ্কার্থ—পিপুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শতমূলী, ভূমিকুম্ভাগু, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল । গঙ্কার্থ—কপূর, গন্ধনখী, যুগনাভি, কুঙ্কুম, জৈত্রী, তেজপাতা, প্রত্যেক ৪ তোলা । এই তৈল মহাবাতহর, মহাপিত্তনাশক, মেহহর এবং শূল, আনাহ, কৃষ্ণ, হৃৎশূল, মূত্রাঘাত, অপস্মার ও উন্মাদনাশক । এই রোগে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইল, তাহা ধ্বজভঙ্গে, দৌর্দল্যে, কাশ্বে, বৃষা ও রসায়নার্থ প্রয়োগ করিবে ।

শুক্রবাস্করান্না গৰ্ভ শুক্র হইতে থাকিলে—গর্ভিণী যষ্টিমধু, চিনি ও গান্তারীফলের দ্বারা কথিত দ্রব পান করিবেন এবং তলপেটে অশ্বগন্ধাতৈল, শ্রীগোপালতৈল বা মহামাষ তৈল মালিশ করিবেন । এই রোগে গর্ভিণী বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত, অশ্বগন্ধা ঘৃত ও বৃহৎ ছাগলাঢ়ঘৃত অল্পমাত্রায় অন্নসহ আহার করিলে বিশেষ উপকার হয় । উদরাময় থাকিলে ঘৃত প্রযোজ্য নহে । ইহাতে রসরাজরস, বৃহৎবাতচিন্তামণি হিতকর । অস্থপান—উষ্ণহৃৎ ও চিনি ।

## অশ্বগন্ধা তৈল ।

তৈল /৪ সের, অশ্বগন্ধা ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, হৃৎক ১৬ সের, কঙ্কার্থ—স্থলমৃণাল, ক্ষুদ্রমৃণাল, শালুক, পদ্মকিঞ্জক, (পদ্মবীজকোষ) মালতীফুল, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, পদ্মকেশর, যেদ, পুনর্নবা, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টকারী, এলাচি, এলবালুক, ত্রিফলা, ঘৃত, চন্দন, পদ্মকান্ঠ মিলিত /১ সের । এই তৈল দ্বারা রক্তগত বায়ু, শুক্রদুষ্টি, ঘোনিবিকার ও ক্লেব্য নষ্ট হয় ।

বালক বালিকা বায়ুদ্বারা শুক্র হইতে থাকিলে—পূর্কোক্ত গর্ভশোষের ঔষধ সমূহ অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে । বায়ু শিরোগত হইলে নাতপ্রধান শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে । ইহাতে চিন্তামণিচতুস্পৃথ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্ররস, নারায়ণতৈল, মহানারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল, প্রভৃতি বায়ুপ্রশমক ঝিঙ্ক শীতল ঔষধ সমূহ ফলপ্রদ । মহালক্ষ্মীবিলাসতৈল শিরোগত বায়ুতে বিশেষ কার্য্যকারী । কঙ্কান্নবন্ধ শিরোগত বায়ুতে ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ও নারদীয়লক্ষ্মীবিলাস হিতকর ।

## মহালক্ষ্মীবিলাস তৈল ।

কঙ্কাতিল তৈল /৪ সের, শতমূলী, ভূমিকুম্ভাগু, কদলী, গোক্ষুর ও আমলকী প্রত্যেকের কাথ বা স্বরস /৪ সের, নারিকেল জল, কুম্ভার জল, দধিরমাত, কাঁজি, লাক্ষার জল,

ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ১/৪ সের, কন্ধার্থ—শটী, চাঁপাফুল, মুতা, বেড়োলা, বেলছাল, অম্বগন্ধা, বৃহতী, বাসকছাল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারু-  
হরিদ্রা, যষ্টিমধু, মৌলফুল. পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, বাল।, যমানী, গন্ধভাদালিয়া মিলিত ১/১  
সের। কন্ধপাকান্তে পূর্বোক্ত গন্ধদ্রব্য দ্বারা গন্ধপাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে  
মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসম্বৃত্ত বিবিধ পীড়া, উন্মাদ. অপম্বার, মূর্ছা ও বাতরক্ত নষ্ট হয়, এবং  
ইহাতে মস্তিষ্কশক্তি ও স্নায়বীয়শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিরোগত বায়ুতে  
বৃহৎ শাল্মলীঘৃত উৎকৃষ্ট।

### বৃহৎ শাল্মলীঘৃত ।

মুত ১/৪ সের. আমলকী. শিমুলমূল, বাসকছাল, শতমূলী, ভূমিকুয়াণ্ড, প্রত্যেকের কাথ  
বা স্বরস ১/৪ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের বোল ১/৪ সের। কন্ধার্থ—গজপিপুল, পিপুল, কঁকলা,  
কেশুর. তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ. মটরকলাই, বনমুগ. পারুলছাল, কুড়, তেজপাতা, জাফা,  
অনন্তমূল, কাকমাটী, মুতা. মাষাণী, দারুচিনি চাঁপানটেরমূল মিলিত ১/১ সের। ইহাতে  
মস্তিষ্ক ও স্নায়বীয় বিবিধরোগ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, ক্লেব্য. উন্মাদ. মূর্ছা ও ভ্রান্তি নষ্ট  
হয়। মস্তিষ্কে বিশেষ শীতল ক্রিয়া আবণ্ডক হইলে, হিমসাগর তৈল মালিশ করিবে।  
এই রোগে চিন্তা, রাজকিঙ্গাগরণ, গুরুপাকদ্রব্য সেবন. মৈথুন, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি  
অহিতকর।

## অপ বিব্রতাস্য হনুগ্রহ চিকিৎসা ।

বায়ু প্রকুপিত হইয়া অনেকের হঠাৎ হনুগ্রহ হইয়া থাকে। ইহাতে “চোয়াল” এমন  
ভাবে আটকাইয়া যায় যে, আর মুখ বন্ধ করা যায় না। হনুগ্রহদেশ স্নিগ্ধক্লিষ্ট  
করিয়া অর্থাৎ প্রথমতঃ স্নেহাভ্যাস্ত করিয়া পশ্চাৎ স্নেদ দিয়া, দুই হস্তের অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা  
পীড়ন পূর্বক, তর্জনী অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা চিবুক উন্নত করিয়া, হঠাৎ চিবুকের উন্মামন  
ক্রিয়া সম্পাদন করিলে এই রোগ দূরীভূত হয়।

## অপ সংব্রতাস্য হনুগ্রহ চিকিৎসা

এই রোগে ( পূর্বোক্ত কারণে ) মুখ বন্ধ হইলে ঐ অবস্থাতেই থাকে আর বিব্রত করা  
যায় না।

প্রথমতঃ তিল, মসিনা প্রভৃতি তৈলাক্ত দ্রব্যের দ্বারা স্নেদ প্রদান ও দুগ্ধদ্বারা  
উক্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া স্নেহদ্রব্য করতঃ বারংবার উপনাস ( পুলটিস ) প্রদান  
করিবে এবং মধ্যে মধ্যে কণা বলাইবার চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতে হনুগ্রহ দূরীভূত না  
হয়. তবে—মহামাষ, নিরামিষমহামাষ, মহাবলা বা মহাকুকুটমাংসতৈল

অথবা বৃহৎ ছাগলাগুহৃত হস্তদ্বয়ে মাশিশ করিয়া লবণের স্বেদ দিবে। দশমূল ও কাঁজিয়ারা নাড়ীস্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহাতে সততই কথা বলিতে চেষ্টা হইবে।

## অপ অর্দিত চিকিৎসা ।

ইহা কেবল বাতজ ব্যাধি। সর্কদা উচ্চ কোলাহল, হাস্ত, ভারবহন, কঠিন দ্রব্য চর্চন প্রভৃতি দ্বারা বায়ু প্রকুপিত হইয়া মুখের অর্দ্ধাংশ ও গ্রীবা বক্র করে। ইহা হইতে নেত্রাদি বিকৃত হয়, ওষ্ঠদ্বয়ে শোথ জন্মে এবং মুখের যে পার্শ্বে অর্দিত হয় ঐ পার্শ্বস্থ গ্রীবা, চোয়াল ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে।

ইহাতে মাষকলাই দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া নবনীত সহ ভক্ষণ করিবে। পক্ষাঘাতের বলাদিকষায় পান এবং মাষবলাদিকষায়ের নাসাপান ইহাতে অতিশয় হিতকর। এইরোগে মহামাষ তৈল, বৃহৎ মহামাষতৈল, মহাকুকুটমাংস তৈল, মহাবলাতৈল বা মাষবলাদিতৈল মাশিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে বৃহৎ ছাগলাগুহৃত, ছাগলাগুহৃত, নকুলাগুহৃত ও দশমূলাগুহৃত পানার্থ ব্যবহার করিবে। অর্দিতে রসরাজরস প্রশস্ত। বৃহৎবাতচিস্তামণি, চিস্তামণি, ত্রৈলোক্যচিস্তামণি ও যোগেন্দ্ররস অবস্থাভেদে ব্যবহৃত হইতে পারে।

**মাষবলাদি কষায়।** মথ্য—মাষকলাই, স্বেত বেড়োলামূল, আলকুশী-বীজ, গন্ধতণ, রান্না, অশ্বগন্ধামূল ও তেরেণ্ডামূল মিলিত ২ তোলা, জল ৮ সের, শেষ ৮ পোয়া ছাঁকিয়া বিস্তৃত মূলতানি হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ১০ এক সিকি প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ভোজনাস্তে (সায়ংকালে) যথাশক্তি নাসাপান করিবে। যে পার্শ্বের পীড়া সেই পার্শ্বের নাসা দ্বারা নাসাপান করা বিধেয়।

অভ্যাস না থাকিলে অনেকেই নাসাপান করিতে পারেন না। সূতরাং অপারগ অবস্থায় ইহা সাধারণ কাথের ত্রায় পান করিবেন।

### দশমূলহৃত ।

মূল ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের, দশমূলের কাথ ১২ সের। ককার্থ—জীবনীয়গণ মিলিত ৮ সের। অর্দিতে আহারের পর মূলপান বিধেয়। উপরি লিখিত মূলগুলি অর্দিতে আহারান্তে প্রয়োগ করিবে।

### অর্দিত রোগীর দুর্লক্ষণ ।

যে অর্দিত রোগী স্তম্ভদেহবিশিষ্ট, অব্যক্তভাবী, কম্পযুক্ত এবং বহুকাল হইতে এই রোগে পীড়িত তাহার জীবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে।

এই রোগে বিষমাশন, কঠিনদ্রব্য আহার, অতিরিক্ত হাস্ত, ভারবহন, গুরুপাকদ্রব্য, স্নান ও দন্তধাবন অহিতকর। মাষকলাই, মূল, দুগ্ধ, নবনীত, মাংসদ্রব্য প্রভৃতি হিতকর।

## মন্যাস্তম্ভ চিকিৎসা ।

বিকলভাবে মস্তক রাখিয়া শয়ন, দিবানিদ্রা, বিবৃতনেত্রে নিরীক্ণ প্রভৃতি কারণে কুপিতবায়ু কফাবৃত হইয়া গ্রীবাদেশস্থ প্রধান শিরাদ্বয়কে স্তম্ভিত করে বলিয়া ইহার নাম মন্যাস্তম্ভ । ইহাতে গ্রীবা ফিরাইতে বা ঘুরাইতে অতি কষ্ট হয় ।

ইহাতে রুক্ষশ্বেদ, নশ্ঠ, বিষাদিপঞ্চমূলের বা দশমূলের কাথ হিতকর । এইরোগ কফাবৃত বায়ুর কার্য্য স্তূতরাং পূর্বে কফহর ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ বাতনাশক চিকিৎসা কর্তব্য । প্রথম অবস্থায় বালুকাশ্বেদ, ভাজা মাষকলাইয়ের শ্বেদ, ক্র্যানেলশ্বেদ, উষ্ণজল-পূর্ণ বোতলশ্বেদ, কফহরজব্যোর নাড়ীশ্বেদ প্রযোজ্য । লক্ষ্মীবিলাস, বৃহৎবাত-গজাঙ্কুশ, কৃষ্ণচতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ শ্লেষ্মহরজব্যোর সহিত সেবন করিবে । মস্তা (গ্রীবা) শিরার বেদনা নিবারণার্থ আদা, সজিনাছাল, রাইসরিষা, রশুন ও সিদ্ধির উষ্ণ প্রলেপ দিবে । রসোনতৈল, সৈন্ধবাদি বা কুজপ্রসারণীতৈল মর্দনার্থ ব্যবহার করিবে । মড়বিন্দুতৈলের বা বৃহৎদশমূলতৈলের নশ্ঠ গ্রহণ হিতকর । কুঙ্কটভিষের তরলাংশে, সৈন্ধব ও ঘৃত মিশ্রিত করতঃ গরম করিয়া গ্রীবাদেশে মর্দন করিলে মন্যাস্তম্ভ আরোগ্য হয় । এই রোগে সন্ধ্যার পূর্বে ঔষধ সেবন করিবে । প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, শেষে অর্দ্ধিতবৎ চিকিৎসা করিবে । ইহাতে উর্দ্ধনিরীক্ণ নিবিদ্ধ এবং শ্লেষ্মহরজব্য পথ্য ।

### কুজপ্রসারণী তৈল ।

তিলতৈল ১৬ সের, গন্ধভাদালিয়া ১২½সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, কাঁজি ১৬ সের, হুঙ্ক ৩২ সের । কক্কার্ধ—চিত্তেমূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, গুল্ফা, দেবদারু, রান্না, গজপিপুল, গন্ধভাদালিয়া মূল, জটামাংসী ও ভল্লাতক প্রত্যেক ১৬ তোলা । ইহাতে বাতশ্লেষ্মিকব্যাদি, কুজতা, পঙ্গুতা, গৃৎসী, গ্রস্থিবাৎ, শিরাস্তম্ভ, গ্রীবাস্তম্ভ এবং মন্যাস্তম্ভ আরোগ্য হয় ।

## জিহ্বাস্তম্ভ চিকিৎসা ।

ইহাতে অর্দ্ধিত রোগোক্ত স্নেহ গণ্ডুষ ধারণ করিবে এবং সৈন্ধবমিশ্রিত দশমূল কষায়ের কবল করিবে । এই রোগ কেবল বাতজ । ইহাতে অর্দ্ধিত রোগের স্তূতাদি ঔষধ ব্যবহার করিবে । এই রোগে বায়ুনাশক দ্রব্য পথ্য এবং কাল একেবারে বর্জনীয় । কদাচিত্ত কাফাঙ্কুশ্ঠ জিহ্বাস্তম্ভ দৃষ্ট হইলে, মন্যাস্তম্ভবৎ চিকিৎসা করিবে ।

মুক, মিন্ মিন্ বা গদ্গদ রোগাক্রান্ত হইলেই কল্যাণকলেহ সেবন করিবে । এই রোগ সমূহ সক্ষফবায়ুজাত । শব্দবাহিনী ধমনীগণ রুদ্ধ বা রুদ্ধপ্রায় হইলে এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । কল্যাণকলেহের চূর্ণ ঔষধ জিহ্বায় ঘর্ষণ

করিলে বিশেষ ফললাভ হয় । এই রোগে নকুল ঘৃত, ছাগলাঘৃত, চিন্তামণি, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি, নারদীয়লক্ষ্মীবিনাস, জরোক্ত অষ্টাঙ্গাবলেহিকা, কৃষ্ণ-চতুশ্মুখ, বৃহৎবাতগজাক্ষুশ ঔষধ ব্যবহার করিবে ।

কল্যাণক লেহ ।

হরিত্রাচূর্ণ, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরে, যমানী, ষষ্টিমধু ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, ১০ আনা মাত্রায় ঘৃতসহ লেহন করিবে । অবস্থাবিশেষে ইহা আদারস ও মধুসহ লেহন করিতে দেওয়া হয় ।

ইহাতে মাষকলাই এবং অভিব্যন্দি দ্রব্য “অপথ্য ।”

## অববাহক চিকিৎসা ।

[ স্বক্লেস্তিত কুপিত বায়ু শিরাসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া অববাহক জন্মাইয়া থাকে । ]

এই রোগ বাতজ কিন্তু তদ্বাস্তরে বাতকফজ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । অবস্থাবিশেষে উভয় প্রকার মতই সমীচীন । সাধারণতঃ বাতজই দৃষ্ট হইয়া পাকে । দশমূল, বেড়েল ও মাষকলাই ইহাদের কাথে ঘৃত ১০ সিকি ও তৈল ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অববাহক এবং বিস্মৃতি নষ্ট হয় । এই কাথ সাংকালে আহারান্তে বথাশক্তি নাসিকা দ্বারা পান করাই যুক্তিযুক্ত । অংসগত, স্বক্লেস্ত, অংসবয় মধ্যস্থ, মস্তাগত ও শিরোগত বায়ুতে নস্তের বিশেষ উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রেও এই কাথ নাসা পানার্থই বিহিত হইয়াছে ।

অসমর্থ পক্ষে—ইহা সাধারণ কাথের জ্বায় পান করিবে । বেড়েলামূলের রস, পালিধামূলের রস অথবা আলকুণী মূলের স্বরস, তৈল ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে এক মাসে অববাহক নষ্ট হয় এবং বাহ বজ্রবৎ দৃঢ় হইয়া থাকে । ইহাতে মর্দনার্থ মহামাষ তৈল, মহাকুকুট মাংস তৈল, বৃহন্মাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষ তৈল, ও মহাবলা তৈল ব্যবহার করিবে । বৃহৎ ছাগাঘৃত পানার্থ এবং মর্দনার্থ প্রয়োগ করিবে । বেদনা থাকিলে, হংসাদিঘৃত মালিশে বিশেষ ফল লাভ হয় । ঘৃত মর্দনান্তে ভাজা মাষকলাইয়ের স্বেদ বা সৈন্ধব লবণের স্বেদ ফলপ্রদ । ইহাতে রসরাজ রস সেবন করিবে । বায়ুর স্নেহস্থানে গমন হেতু কফবর্জক অভিব্যন্দি দ্রব্য ও অল্প প্রভৃতি অহিতকর । বাতারিতৈল ও বাতারিমর্দন সর্ববিধ বাতবেদনা প্রশমক ।

বাতারিতৈল ।

সর্বপতৈল, তর্পিনিতৈল, কেরোসিনতৈল ও কর্পূর প্রত্যেক ১ ছটাক বোতলে পুরিয়া রৌদ্রে গরম করতঃ মালিশ করিবে ।

## বা বাজিগন্ধন ।

পুরাতন ঘৃত ১। পোয়া, হংসডিম্বের কুস্থম ১টী, ত্রিকটুর্ঘ মিণ্ডিত ৫০ আনী, সৈন্ধব ১৥ তোলা, এরণ্ড কস ৪ তোলা. রৌদ্রে পাক করিয়া মর্দন করিবে ।

## অণ অংস শোম চিকিৎসা ।

এই ব্যাধি কেবল বাতজ । ইহাতে বাজিগন্ধাদি কষায় বিশেষ ফলপ্রদ । বাজি-  
গন্ধাদি কষায়ের দ্রব্য দ্বারা তৈল স্বতাদি পাক করিয়া ব্যবহার করিবে । বাজি-  
গন্ধাদিগণ বাতব্যাদির, বিশেষতঃ শোষক বায়ুর পক্ষে নিলক্ষণ ফলপ্রদ । ইহাতে আহা-  
রাশ্তে মহাকল্যাণক ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্রুত ও ছাগলাদ্রুত পান, সপ্তপ্রস্থ-  
মাষতৈল ও মাষবলাদি তৈল মর্দন. রসরাজরস যোগেন্দ্ররস, বৃহৎবাত-  
চিস্তামণি ও ত্রৈলোক্যচিস্তামণি ঔষধ সেবন বিষয়ে । ইহাতে মহামাষতৈল, মহা-  
কুক্কুট মাংসতৈল, নকুলতৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণীতৈল ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।  
অশ্বগন্ধাদ্রুত এবং বৃহৎ অশ্বগন্ধাদ্রুত পান, অশ্বগন্ধাতৈল ও শ্রীগোপাল তৈল  
মালিশ করিলে বিশেষ ফললাভ হয় । নিম্নলিখিত মধ্যমনারায়ণতৈল মালিশে এই  
পীড়ার উপশম হইয়া থাকে ।

বাজিগন্ধাদি কষাক্ত । যথা,—অশ্বগন্ধা, ষ্ঠেতবেড়োলা, পীতবেড়োলা, গোরক্ষ-  
চাকুলে, দশমূল, গুঁঠ, রক্তপুষ্প ষ্ঠেত কেলোখোড়া, ষ্ঠেতপুষ্প, রক্ত কেলোখোড়া ও রান্না

### মধ্যমনারায়ণতৈল ।

তিলতৈল ১৬ সের, অশ্বগন্ধা, বেড়োলামূল, বিষমূলের ছাল, পারুলছাল, বৃহতী, কণ্ট-  
কারী, গোক্ষুর, গোরক্ষচাকুলে, নিম, নাওসোণা, পুনর্নবা, গন্ধভাদালিয়া ও গণিয়ারী  
প্রত্যেক ১০ পল, জল ৪ দ্রোণ শেষ ১ দ্রোণ. ( ৬৪ সের ) শতমূলীরস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের ।  
কন্ধার্থ—বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচি, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়োলা, রান্না,  
গুল্ফা, দেবদারু, শালপাণি, চাকুলে, মুগানো, মাষাগী ও তগরপাদুকা প্রত্যেক ১ পল ।  
ইহাদ্বারা গাত্রশোষ, কুজ, পক্ষাঘাত, অঙ্গবৃদ্ধি, কুরণ্ড, মন্তাস্তম্ভ ও কটিবেদনা প্রভৃতি  
নষ্ট হয় ।

বায়ু হৃদয়ে প্রকুপিত হইলে, শালপাণি সাধিত দুগ্ধ পান বিষয়ে । ইহাতে চ্যবনপ্রাশ  
ও শিলাজতু রসায়ন প্রয়োগ করিবে । বাতপ্রধান হৃদ্রোগে যে সমস্ত ঔষধ কথিত  
হইবে ইহাতেও অবস্থাবিশেষে তৎসমুদায় প্রযোজ্য । হৃদয়স্থ রস দূষিত না হইলে হৃদ্রোগ



হয় না : কিন্তু এইরোগে বায়ু, হৃদয়স্থ রস দূষিত না করিয়াই বেদনা উৎপাদন করে । রসের সঞ্জন হৃদয়, সুতরাং প্রথমতঃ রস দূষিত না হইলেও কালান্তরে নিশ্চয়ই দূষিত হয় ; তজ্জন্ত পরিণামাবস্থায় বাতপ্রধান হৃদ্রোগের চিকিৎসা অপ্রতিহত । প্রথম অবস্থায় মহা-বলাতৈল, পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল, হংসাদিতৈল ও বৃহৎধুস্তূরম্মত দ্বয়ে মালিশ করিবে । মহালক্ষ্মীবিলাস বা সর্ববাস্তুসুন্দর আদারস ও মধুসহ সেবনে বেদনা দূরীভূত হয় । পরিণামাবস্থায় রসের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় বাতকফের ক্রিয়া করা কৰ্ত্তব্য । ইহাতে যাবতীয় অভিশৃঙ্গি দ্রব্য, অন্ন ও শাক প্রভৃতি “অপথ্য ।”

## অথ পক্ষাঘাত চিকিৎসা ।

বাতব্যাধির মধ্যে পক্ষাঘাতই অধিক দৃষ্ট হয় । ইহার অস্ত্র নাম “পক্ষবধ” । ঈংরাজিতে ইহাকে প্যারালিসিস্ বলে । এই রোগ শরীরের এক অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গ অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় এজন্ত ইহাকে অঙ্গাঙ্গ রোগও বলে । হস্ত পদাদি শরীরের এক একটা পক্ষ, সুতরাং তাহার আকৃষ্টন ও প্রসারণ ক্রিয়া নষ্ট করে বলিয়াই ইহাকে পক্ষবধ বলে । বিশেষতঃ এই রোগে স্পর্শনাদি জ্ঞান একেবারেই কমিয়া যায় । বাতব্যাধির পূর্বরূপ পূর্বে অনুভব করা যায় না, অথবা স্তব্ধ অসুস্থিত হয় । এজন্ত পূর্বে অনেকেই সাবধান হইতে পারেন না । রোগের সাধন্য হেতু অঙ্গাঙ্গ আক্রান্ত হইয়া থাকে । এই রোগে বায়ু, পক্ষের সন্ধিস্থলস্থিত আল্লেবক প্লেয়াকে এবং শিরা স্নায়ুকে শুষ্ক করিয়া—পীড়া উৎপন্ন করে । বাতব্যাধির অধিকাংশ স্থলেই শিরা ও স্নায়ু আক্রান্ত হইয়া থাকে । শিরা ও স্নায়ুর প্রসারণ জন্ত প্রসারণী ( গন্ধভাদালিয়া ) উৎকৃষ্ট । ইহা বাত এবং কফনাশক । ইহাতে মামাদিকমায়, মাষবলাদি কমায় ও বাজিগন্ধাদি কমায় হিতকর । স্পর্শাজ্ঞতা নিবারণার্থ বায়ুনাশক স্বেদ, লবণস্বেদ, মাংসস্বেদ ও মাষকলাই স্বেদ প্রদান করিবে । শাল্লগস্বেদ ইহার মহৌষধ ।

মামাদি কমায় । যথা—মাষকলাই, আলকুনীবীজ, এরণ্ডমূল ও খেতবেড়েল-মূল ইহাদের কাথে শোধিত হিং ২ রতি ও সৈন্ধব ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । পক্ষাঘাতে বা যে কোনও প্রকার বাত, বেদনা থাকিলে হংসাদিমর্দন ব্যবহার করিবে । হংসাদি মর্দন । যথা—হংস ডিম্বের কুসুম ৪টা পুরাতন ঘৃত ৪ তোলা, এরণ্ডতৈল ৪ তোলা, ভুলতাকীর ৪ তোলা ( কৈচোররস ), সৈন্ধব ৪ তোলা সূর্যপেক করিয়া ব্যাধি স্থানে মালিশ করিবে । এই প্রকার বেদনায় বিশেষতঃ কফসংস্থষ্ট বায়ুর বেদনায় বৃহৎ ধুস্তূরম্মতও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

## শাল্লগ স্বেদ ।

ভজ্রদাক্ষাদি গণ ও মহাবলা তৈলোক্ত ফাকোল্যাদি গণ, উভয়ের সমান আনুপ মাংস

(শুক্রাদি—অভাবে ছাগ, হংস ও কুকুটাদির মাংসও গৃহীত হয়।) এই দ্রব্যগুলি কাঁজি, দধিরমাত, কুলশুঠভিজান জল এবং তেঁতুলভিজান জল প্রভৃতিদ্বারা ঘন ও নির্মল ভাবে পেষণ করণানন্তর ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জাদ্বারা সূক্ষ্ম করিয়া, সৈন্ধবলবণ দ্বারা লবণস্বাদ বিশিষ্ট করিয়া গরম করতঃ ঘন প্রলেপ দিবে। ইহাকেই শাষণ স্বেদ কহে। উপরি লিখিত গণোক্ত দ্রব্যগুলি পাওয়া না গেলে, যাহা পাওয়া যায় তাহা লইয়াই কার্য্য নির্বাহ করিবে। গণোক্ত দ্রব্যের সকল স্থলেই এই নিয়ম জানিবে। বসা ও মজ্জার অভাবে ঘৃতদ্বারা ই কার্য্য নির্বাহ করিবে। পেষণার্থ অগ্ন্যাগ্ন অন্ন দ্রব্যের অভাব হইলে কাঁজিদ্বারা তৎকার্য্য সমাধা করিবে। ইহা প্রাতে ও বৈকালে ব্যবহার্য্য। ইহাদ্বারা বায়ুর স্রোতঃ পরিষ্কার হইয়া সত্ত্বর বাতব্যাদির উপশম হইয়া থাকে।

বাতব্যাদিতে স্বল্পপঞ্চমূল ও বেড়েলামূলসাধিত দুগ্ধপান হিতকর। ইহাতে মহামাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষতৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, মহাকুকুটমাংস-তৈল, এবং পিত্তপ্রধানে সপ্তপ্রস্থ মহামাষতৈল, মাষবলাদি তৈল ও পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল বিশেষ ফলপ্রদ। কফাধিক অবস্থায়—একাদশ শতিকা প্রসারণী ও অষ্টাদশশতিকা প্রসারণী বিশেষ ফলদায়ক। শেযোক্ত তৈল ২টী এবং মহারাজ-প্রসারণী তৈল সকল প্রকার পক্ষাঘাতেই ব্যবহার করা যায়, কিন্তু এই সকল ঔষধ প্রথমাবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে। পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল বাতপৈতিক শিরোরোগেও ব্যবহৃত হয়।

### হহংধুস্তুরান্য স্রুত।

পুরাতন স্রুত ১৪ সের, ধুতুরাপত্র রস ১৪ সের, মহীলতাকীর ১২ সের, এরণ্ডতৈল ১১ সের, বাঙ্গলামদ ১২ সের। ককার্থ—সৈন্ধব ১১ সের, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, পিপুলমূল, চিতেমূল, দেবদারু, হরিদ্রা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র, এলাচি, দারুচিনি, রক্তচন্দন, যবক্ষার প্রত্যেক ১০ ছটাক। পাকার্থ—জল ১৬ সের। ইহাতে পক্ষাঘাত, নানাবিধ বাতবেদনা ও বাতশ্লেষ্মার বেদনা সত্ত্বর নিরাকৃত হয়।

### পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল।

কৃষ্ণতিল তৈল ১৪ সের, কাকার্থ—গন্ধ ভাদালিয়া ১২১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধামূল ৬১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শ্বেতপদ্মরস ১৪ সের, শতমূলী-রস ১৪ সের, গব্য বা মহিষ দুগ্ধ ১৬ সের। ককার্থ—জল ফা. পিপুল, এলাচি, কুড়, কণ্টকারী, শুঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণি, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপাত, রান্না, বচ, পুষ্করমূল, (কুড়)।

যমানী, গন্ধভূগ, জটায়াংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতেমূল, গোন্ধুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল বাত বা পিত্তপ্রধান হৃদ্রোগে এবং হৃদয়কুপিতবায়ুতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

### অষ্টাদশ শতিকার প্রসারিত তৈল

তিল তৈল ৬৪ সের। ( ইদানীং সিকিমাত্রায় প্রস্তুত করা হয়। ) কাথার্থ—মূল. পত্র ও শাখাসহ গন্ধভাদালিয়া ৩০০ পল. শতমূলী ১০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, কেয়ার মূল ১০০ পল, দশমূলের প্রত্যেক পদ ১০০ পল. বেড়েলা ১০০ পল. ঝিটীমূল ১০০ পল. পাকার্থ—জল ৬৪০০ সের. শেষ ৬৪ সের, কাঁজি ১২৮ সের. দধির মাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের. শুক্ল ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের. ছাগমাংসের কাথ ১৬ সের। ককার্থ—ভগ্নাতক, তগর-পাহুকা, শুঠ. পিপুল, চিতেমূল, শটী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদালিয়া, পিপুলমূল, দেবদারু, গুল্ফা, ছোটএলাচি, দারুচিনি, বালা, কুঙ্কম, কস্তুরী, মঞ্জিষ্ঠা, শিলারস, নখী, অণুরু, কর্পূর, কুন্দুরুখোটা (বণিক দ্রব্যবিঃ।) হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধভূগ, রক্তচন্দন, কঁকলা, নালুকা, মূতা, কৃষ্ণাণুরু, শুঠ. তেজপাত, শটী, রেণুক, শৈলজ, সরলকাঠ, কেতকী, ত্রিফলা, আলকুশীমূল, শতমূলী, সরলকাঠ, পদ্ম, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, জটায়াংসী, জীবনীয়গণ, পুনর্নবা, দশমূল, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাজন, লতাকস্তুরী ফল, জায়ফল, পৃগফল ( শুপারি), শল্লকী, ( অভাবে কুন্দুরু খোটা ) ও গন্ধরস প্রত্যেক পদ ৩ পল। এই তৈল মর্দনে—ভ্রুক্গত বায়ু. পানে—কোষ্ঠগত, ভক্ষ্যদ্রব্যসহ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণে—স্থলনাড়ীস্থ, নস্ত্রে—উর্দ্ধগত, বস্তি ক্রিয়ায়—পকাশয়স্থ এবং নিরুহ ক্রিয়াদ্বারা সর্বদেহস্থ বায়ু প্রশমিত হয়। শাস্ত্রে কথিত আছে যে শুষ্করূপে এই তৈল সেচন করিলে তাহাও পুনর্জীবিত ও ফলশালী হয়। ইহা ব্যবহারে রুদ্ধ ও যুবার স্থায় বলশালী হয় এবং পান করিলে নিঃসন্তান সন্তানবান হয়। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার বাতব্যাদি ও পিত্তকফাস্ত্রবদ্ধ বাতব্যাদি সত্ত্বর প্রশমিত হয়। বিষুপূজা করিয়া এই তৈল ব্যবহার করিবার নিয়ম লিখিত আছে।

বৃদ্ধ বৈদ্যের মতে এই তৈলের কাথে রান্না ও দেবদারু না থাকিলেও রান্না ৫০ পল এবং দেবদারু ৫০ পল প্রদেয়। কিন্তু তাই বলিয়া জল অধিক দেয় নহে। এই মত “চক্রপাণি” সম্মত। ত্রিফলা মিলিত ৩ পল. দশমূল মিলিত ৩ পল, জীবনীয়দশক মিলিত ৩ পল গ্রাহ্য। এই তৈলে তেজপাত, মোরীপাতা, মোরী, কুড়, চাঁপাকুল, চোর-পুস্পী, গেঁঠেলা, জৈত্রী, মরুবক ( তুলসীভেদ। ) প্রত্যেক ৩ পল পরিমাণ অধিক প্রযোজ্য। এই তৈলের অধম কন্ধদ্বারা প্রথমপাক, মধ্যমকন্ধদ্বারা ২য় পাক এবং উত্তমকন্ধদ্বারা ৩য় পাক করিবে। কর্পূর ও কস্তুরী, নামাইয়া ছাঁকিয়া মিশ্রিত করিবে এবং মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাক জলদ্বারা না করিয়া গন্ধোদক দ্বারা নির্বাহ করিবে। গন্ধোদক প্রস্তুত বিধি। যথা—তেজপাত, মোরীপাতা, বেণামূল, মূতা ও বেড়লামূল প্রত্যেক ২৫ পল, কুড় ১২৥ পল, জল ২৫ প্রস্থ, শেষ ১২৥ প্রস্থ বা ৫০ সের।

তৃতীয় পাকের দ্রব্য । যথা—ছোটএলাচি, দারুচিনি, কুঙ্কুম, শিলারস, নখী, অগুরু, কুন্দুরুখোটা, কেতকী, পদ্ম, নাগকেশর, লতাকন্তুরী, জায়ফল, গন্ধরস, তেজপাত, মোরী-পাতা, মোরী, কুড়, চাঁপাফুল, গোঁঠেলা, জৈত্রী ও মরুবক । দ্বিতীয় পাকের দ্রব্য । যথা—তগরপাটকা, গন্ধভাদালিয়া মূল, দেবদারু, গুলুফা, মঞ্জিষ্ঠা, হরিত্রা, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, কাকলা, নালুকা, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, জীবনীয়দশক, দশমূল, অশ্বগন্ধা, মুতা ও জটামাংসী । অবশিষ্টদ্রব্য প্রথম পাকে প্রযোজ্য । এইমত অনুসারে ঔষধ পাক করাই শ্রেয়স্কর ।

### মহান্নাজপ্রসারণীতৈল ।

কৃষ্ণতিলতৈল ৬৮ সের, কাথার্থ—গন্ধভাদালিয়া ৩০০ পল, পীতকিণ্টীমূল ২০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, এরণ্ডমূল ১০০ পল, বেড়েলামূল ১০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, রান্না ১০০ পল, পুনর্নবা ১০০ পল, কেতকীমূল ১০০ পল, দশমূল প্রত্যেক ১০০ পল, পালিধাছাল ১০০ পল, দেবদারু ৫০ পঞ্চাশ পল, শিরীষছাল ৫০ পল, লাক্ষা ২৫ পল, লোধ ২৫ পল, পাকার্থ জল—৮৪০০ সের, শেষ ১২৮ সের, উত্ত ৬৪ সের, দুগ্ধ ১ মণ, তরলদধি ১ মণ, দধিরমাত ১৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের, ছাগমাংস ৩০০ পল, জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের । কন্ধার্থ—ভল্লাতক, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ পল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সরলকাষ্ঠ, গুলুফা, সমুদ্রকর্কট, (অভাবে কাকড়াশৃঙ্গী) বচ, চোরপুস্পী, শটী, মুতা, নাগরমুতা, পদ্ম, নীলোৎপল, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, চাকুন্দেবীজ, রসায়ন, গন্ধতৃণ, হরিত্রা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল, দশমূল মিলিত ৩ পল, এই কন্ধদ্বারা প্রথমপাক করিবে । ২য় পাকের কন্ধ । যথা—দেবপুস্পী, (চোরহুলী, অভাবে-লবঙ্গলতা) গন্ধরস, তেজপাত, কুন্দুরুখোটা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণামূল, মোরী, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়েলামূল, শিল্পক, নবনীতখোটা, নালুকা, কাষ্ঠখোটা, ছোটএলাচি, কুন্দুরু, মুরামাংসী, বদরীপত্রনখী, অশ্বখুরনখী, উৎপলপত্রনখী, তেজপাত, শল্লকী, খাটালী, চম্পককলি, মদনফল, রেণুক, পিড়িংশাক ও মরুবক, (গন্ধভুলসী) প্রত্যেক ৩ পল, পুষ্কোক্তরূপ ৫০ সের গন্ধজলদ্বারা পাক করিবে । ৩য় পাকের কন্ধ । যথা—নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, কলম্বককাষ্ঠ (অভাবে—গ্রামালতা) কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গোঁঠেলা, লতাকন্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, ক্লাকলা, জায়ফল, জৈত্রী, এলাচি, লবঙ্গছাল প্রত্যেক ৩ পল, কন্তুরী ৬ পল, কপূর ১২ তোলা, পাকার্থ—গন্ধোদক ৫০ সের, চন্দ্রনোদক ২৫ সের । চন্দ্রনোদক প্রস্তুত বিধি । যথা—শ্বেতচন্দন ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ২৫ সের । অথবা ২৫ সের জলে শ্বেতচন্দন ৫০ পল ঘষিয়া, গুলিয়া চন্দ্রনোদক প্রস্তুত করিবে । তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া ‘কপূর’ ও কন্তুরী একত্র পেষণ করিয়া

কোনপাত্রে কিছু তৈল সহ আলোড়িত করিয়া, উক্ত উষ্ণ তৈলে সম্যক্ মিশ্রিত করতঃ স্নিগ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে। পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। এই তৈল মহাপ্রসারণী নামেও কথিত হয়।

এই তৈলোক্ত শুক্লসন্ধান বিধি। যথা—অন্নমণ্ড ১/২ সের, কাঁজি ৫ আঢ়ক, দধি ১/২ সের, ইক্ষুগুড় ১/২ সের. অন্নমূলক ( কাঁজিকাধঃস্থিত অন্নমূলককন্দ ) ৮ পল, ত্বক্ৰহিত আদা ১৬ পল. পিপুল, জীরে, সৈন্ধব, হরিদ্রা. মরিচ প্রত্যেক ২ পল। এইদ্রব্য গুলি কুড়িত করিয়া ঘৃত ভাবিত ভাণ্ডে ৮ দিন রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা তৈলে প্রদান কালে চতুর্জাতক মিশাইয়া দিবে। চতুর্জাতকের প্রত্যেক পদ ৬ তোলা গ্রহণ করিবে।

ইহাতে ছাগলাদ্রুত ও বৃহৎ ছাগলাদ্রুত বিশেষ উপকারী। কফপ্রধান পক্ষাঘাতে বৃৎবাতগজাক্ষুশ, চিন্তামণি ও ত্রৈলোক্যচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। বেদনায়ুক্ত বাতে. সর্ষপই বৃহৎবাতগজাক্ষুশ ফলপ্রদ। পিত্তাঘাতে—বৃহৎবাত-চিন্তামণি, ত্রৈলোক্যচিন্তামণি ও যোগেন্দ্ররস ব্যবহার্য। শুষ্কবায়ুজনিত পক্ষাঘাতে—রসরাজরস ব্যবহার করিবে। যদি ব্যাধিরস্থান শুষ্ক হইতে থাকে. তবে অশ্বগন্ধাদ্রুত, বৃহৎঅশ্বগন্ধাদ্রুত, বৃহৎছাগলাদ্রুত পান ও সপ্তপ্রস্থমাস্তৈল, অশ্বগন্ধাতৈল ও ত্রীগোপালতৈল মালিশ করা কর্তব্য। শোষক বায়ুতে রসরাজ-রস বিশেষ ফলপ্রদ। একাদশশতিক, অষ্টাদশশতিক ও মহারাজপ্রসারণী চরম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। মহামাস্তৈল, মহাককুটমাংসতৈল অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেদনায়ুক্ত বায়ুতে হংসাদিতৈল বা বৃহৎহংসাদিদ্রুত মর্দনার্থ প্রয়োগ করিলে আশু বাতবেদনা প্রশমিত হয়। ইহা সামবাতেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃহৎ হংসাদি দ্রুত ( মালিশের )।

দ্রুত ১/৪ সের, কাথার্থ—হংস ৪টী. ( ১২৥ সের মাংস হওয়া আবশ্যক ) জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্থ—এরণ্ডমূল. বৃহতীমূল. সৈন্ধব, তুল্কা, জাতিফল. লবঙ্গ. জৈত্রী. অহিফেন. ধূতুরমূল, আকন্দমূল. বেড়েলামূল, সমুদ্রফেন, ত্রিকটু. অণ্ডক. মৃতী. কৃষ্ণজীরে. জীরে, বচ. তালীশপত্র ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ—জল ১৬ সের। পাকান্তে ছাঁকিয়া তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ ২ তোলা, এরণ্ডতৈল ১/৪ সের, ভুলতাকীর ( কেঁচোর রস ) ১/৪ সের মিশাইবে।

হংসাদি তৈল।

বৃহৎহংসাদি দ্রুতের কাথ ও কক্কার্থ যথারীতি তৈল পাক করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ভুলতাকীর ১/৪ সের ও সৈন্ধবচূর্ণ ১/৪ পোয়া মিশাইবে।

### হংসাদিহৃত (মানিশের)

ঘৃত ১১ সের. হংস ১টী, জল ১৬ সের. শেষ ৮ সের। এরঙতৈল ১১ সের, দশমূল প্রত্যেক ১২ তোলা, জল ৮ গুণ দিয়া তৃতীয়াংশ থাকিতে নামাইবে। ককার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, পিপুলমূল, পদ্মকাক্ত. এরঙমূল, শুক্লমূলক, কদমছাল আলুকুণী, পুনর্নবা, তালমূলী. ভূমিকুয়াণ্ড, দারুহরিদ্রা. সৈন্ধব ও গুঁঠ প্রত্যেক ২ তোলা. হরিদ্রা, রসোন. চিতেমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। পাকান্তে ১ তোলা অত্রভক্ষ্য মিশাইবে। এই ঘৃত কেহ কেহ কদাচিৎ পান করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

### সপ্তপ্রহ্মমাষ তৈল বা বৃহন্মাষ তৈল।

তিলতৈল ৮ সের. মাষকলাইয়ের কাথ ৮ সের. বেড়েলার কাথ ৮ সের, রান্নার কাথ ৮ সের, দশমূলের কাথ ৮ সের. যব. কুলথকলাই ও কুলগুঁঠ এই মিলিত ৩ দ্রব্যের কাথ ৮ সের, ছাগমাংসকাথ ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। ককার্থ—রান্না, আলুকুণীবীজ. সৈন্ধব, গুল্ফা. এরঙমূল, মূতা, জীবনীযদশক, বেড়েলা-মূল ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে কম্পবাত. বাহশোষ. অববাহক. অর্দিত, কুন্ত ও অপতানক আরোগ্য হয়। ইহা কর্ণশূল, কর্ণনাদ এবং ধন্বীতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই রোগে রাত্রিতে অন্নাহার নিষিদ্ধ। ছাগমাংসযুষ. স্নজির রুটী, মুগের যুষ, মোহন-ভোগ ও লুচি প্রভৃতি এই রোগে পথ্য। অন্ন. ঝাল, তিক্ত ও কষায়রস-বিশিষ্ট দ্রব্য অপথ্য। ব্যায়াম, শীতসেবা. উত্তাপসেবন প্রভৃতি অহিতকর।

## অথ অপতানক চিকিৎসা।

এই রোগ বিস্তৃত বায়ুপ্লগ এবং আক্ষেপের অবস্থাবিশেষ মাত্র। ইহাতে দৃষ্টিশক্তি ও সংজ্ঞা লোপ হয় এবং রোগী একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে। হরীতকী, ষচ. রান্না ও অন্নবেতস—ইহাদের কাথে একসিকি ঘৃত ও একসিকি সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অপতানক, অপতন্ত্রক ও আক্ষেপ নষ্ট হয়। পূর্বোক্ত কারণে দেহের খিচুনি হইলে আক্ষেপ এবং দেহকে ধনুকের জায় বক্র ও আক্লিষ্ট করিলে তাহাকে অপতন্ত্রক বলে। কেহ ২ এই ঔষধ চূর্ণরূপে ব্যবহার করেন, তৎপক্ষে হরীতকী প্রভৃতির চূর্ণ ১০ সিকি মাত্রায় ১ তোলা গব্যদুগ্ধ সহ লেহন করিবে। ইহাতে মহামাষতৈল, কুজপ্রসারণীতৈল, মহাবলাতৈল, মহাকুকুটমাংস তৈল, বৃহন্মাষ তৈল ও অষ্টাদশ বা একাদশ শতিকাপ্রসারণী তৈলের অভ্যঙ্গ এবং তৈল মর্দনের পর স্নিগ্ধমাষকলাইয়ের স্বেদ বা লবণস্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে ছাগলাদুগ্ধত ও দশমূলদুগ্ধত পান, রসরাজরস সেবন ও মাংসাদি দ্রব্যেরনাড়ীস্বেদ বিশেষ উপকারী। অবস্থাবিশেষে যোগেন্দ্ররস, বৃহৎবাতচিস্তামণি, চিস্তামণি চতুর্ন্যুথ ও কৃষ্ণচতুর্ন্যুথ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রসোনপিণ্ড ও সমীরগজকেশরী শৈত্যাংশে কুপিত বায়ুজনিত আক্ষেপের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বেদনা নিবারক। আহারের পূর্বে বচ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অন্নদধি পান করিলে অপতানক প্রভৃতির আক্ষেপ উপশমিত হয়।

## ধনুস্তম্ভ বা ধনুষ্টঙ্কার চিকিৎসা ।

ধনুস্তম্ভ—অন্তরায়াম ও বহিরায়াম আক্ষেপবিশেষ অপতানকের অবস্থাতেদ হেতু অপতানকের জ্বায় উহাদের চিকিৎসা করিবে। দেহ ধনুকের জ্বায় নত হইলে তাহাকে ধনুস্তম্ভ বা ধনুষ্টঙ্কার বলে। ধনুস্তম্ভ দুই প্রকার। যথা—অন্তরায়াম ও বহিরায়াম। রোগী ক্রোড়ের দিকে বক্র হইয়া পড়িলে তাহাকে অন্তরায়াম এবং পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়িলে তাহাকে বহিরায়াম বলে। ধনুষ্টঙ্কার রোগ অত্যন্ত প্রাণনাশক। ইহাতে প্রথমতঃ চোয়াল বন্ধ হইয়া যায়, ঘাড়ে বেদনা হয় ও পার্শ্বীয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই রোগে শতকরা ২। ১টা লোক আরোগ্য হয়। ধনুষ্টঙ্কারের রোগী যদি দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ২সপ্তাহের উর্দ্ধকাল ভোগ করে, তবে জীবনের অনেক আশা করিতে পারা যায়। রোগীকে সর্বদা অন্ধকারে ও নিষ্কর্মে রাখা কর্তব্য। ইহাতে চোয়াল শেষে এমন ভাবে আটকাইয়া যায় যে একটু দুগ্ধপান করানও অসাধ্য হইয়া উঠে। চোয়ালে বালুকাস্বেদ ও মাষকলাই স্বেদ দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ কোষ্ঠপরিষ্কারক ঔষধ দিয়া তৎপর অবসাদক ঔষধ দেওয়া বিধেয়। এই রোগে রোগীর বেশ জ্ঞান থাকে এবং প্রায়শঃ জ্বর থাকেনা। যখন খিচুনী উঠে তখনই সেই খিচুনীস্থানের শীরা কোন বলবান ব্যক্তি ধরিলে রোগীর অনেক আয়াস হইয়া থাকে। এই ভাবে কয়েকদিন রোগীকে বাচাইয়া রাখিতে পারিলে রোগের বেগ কমিয়া যায় এবং শেষে রোগীর জীবনেরও অনেক ভরসা হইয়া থাকে। খিচুনী কমিয়া গেলে শেষে অনেক রোগী একবারে অসার হইয়া পড়ে।

গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব, আঘাত বা কোন দৈহিক ক্ষত হইতে ধনুষ্টঙ্কার হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে। রোগের শেষ অবস্থায় যখন খিচুনী কমিয়া যায়, তখন মাঝে ২ রোগীকে গরম জলের “টবে” বসাইয়া তৎপরে রোগীর শরীর শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা মোছাইয়া যথোপযুক্ত তৈলাদি মালিশ করিবে ও স্বেদ দিবে। রোগীকে তরল পথ্য দেওয়া উচিত এবং যংহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। মল নিঃসরণের জন্য মাঝে ২ পিচকারী দেওয়া যাইতে পারে।

## সমীর গজকেশরী।

শোধিত কুচিলা. শোধিত অহিফেন ও মরিচচূর্ণ সমভাগ, বটী ১ রতি। অল্পপান—পানের রস। ইহা নানাবিধ শিরা ও দ্রাঘুগত ব্যাধিতে প্রযোজ্য।

অপতানক প্রভৃতিতে শরীর ধনুন্নয়ন নমিত হইলে, চালিতা ভাতে সিদ্ধ দিয়া, সেই চালিতাবিজ্জল উষ্ণ ভাতসহ মর্দন করিয়া উত্তপ্ত অবস্থায়, মাণপত্রে শায়িত রোগীর সর্বাঙ্গে মালিশ করিবে এবং চালিতাভ্রাত যথাসাধ্য রোগীকে ভক্ষণ করাইবে।

এইভাত আতপ ততুলের হওয়া আবশ্যক । কেহ ২ বলেন রোগীকে মাণপত্রে শায়িত করিয়া মহামাষাদি (অভাবে কৃষ্ণতিলতৈল) মাশিশ করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণ চালিতান্ন রোগীর শরীরে মর্দন করিবে । পাকের সময় এরূপ জল দিতে হইবে যেন ফেন গালিতে না হয় অথচ ভাতগুলি সুস্বিক হয় । কেবল পাকা চালিতার বিজল মাশিশ করিলেও আক্ষেপ ও অপতানক নষ্ট হয় ।

অপতানকের চিকিৎসা যেরূপ লিখিত হইয়াছে দণ্ডাপতানকের চিকিৎসা সেরূপ নহে, কারণ উহা কফাবিত বায়ুজাত । ইহাতে দণ্ডেরদ্বারা শরীর স্তম্ভিত হইয়া তাহার আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া নষ্ট হয় । এইরোগে কৃষ্ণচতুর্মুখ, বৃহৎ বাতগজাকুশ রসোনপিণ্ড, রসোনতৈল, সৈন্ধবাদিতৈল, কুজপ্রসারণীতৈল প্রভৃতি ব্যবহার করিবে । এইরোগের গুরুত্বাবস্থায়, ত্রিশতীপ্রসারণী, সপ্তশতিকাপ্রসারণী প্রভৃতি তৈল, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু, রসরাজরস ও চিন্তামণি ব্যবহার করিবে ।

### ত্রিশতী প্রসারণীতৈল ।

গন্ধভাদালিয়া ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এইরূপ অখগন্ধার কাথ ১৬ সের, দশমুলের কাথ ১৬ সের, তৈল ১৬ সের, দধির মাত ১৬ সের, কঁাজি ৩২ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের ।  
কন্ধার্থ—পিপুলমূল, যবক্ষার, গন্ধভাদালিয়া, সচললবণ, সৈন্ধব, মঞ্জিষ্ঠা, চিতেমূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ পল, জীবনীয়দশক প্রত্যেক ১ পল, শুঠ ৫ পল, ভল্লাতকবীজ ৩০ টী ।  
এই তৈল সন্ধিগত, শিরোগত, শিরোগত ও অস্থিগতবায়ুনাশক । সচরাচর এইতৈল শিরোরোগেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাতে গৃধসী, অপস্মার, উন্মাদ, হৃৎগত, জাহ্নসন্ধিগত ও পাদপৃষ্ঠগত বায়ু নষ্ট হয় । পক্ষাঘাত এবং সর্কাজবাতের শেষ অবস্থায় এই তৈল বিশেষ উপকারী । এই তৈলের গন্ধপাক করা কর্তব্য ।  
এই রোগের পুরাতন অবস্থায় ছাগলাদ্রুঘাত ফলপ্রদ । প্রথম অবস্থায় তৈল মর্দনান্তে রুক্ষ-শ্বেদ দেওয়া আবশ্যক । ভাজা মাষকলাইয়ের শ্বেদ এবং বিল্বাদিপঞ্চমুলেরনাড়ীশ্বেদ উপকারী । ইহাতে বাতকফনাশকদ্রব্য পথ্য এবং কফবর্জক দ্রব্য অপথ্য ।

### অথ সর্কাজ বাতব্যাপি চিকিৎসা ।

ইহার চিকিৎসা পক্ষাঘাতের ন্যায় । বায়ু, পিত্ত বা কফের সহিত অম্লিত হইয়া যে পক্ষাঘাত বা সর্কাজবাত উৎপাদন করে তাহা সাধ্য । কেবল বাতজ পক্ষাঘাত বা সর্কাজবাত অসাধ্য ।



## অথ গৃধ্রসী চিকিৎসা।

কটি, পৃষ্ঠ, জাহ্নু ও জঙ্ঘা প্রভৃতিতে শুষ্কতা ও তীব্র বেদনা হইলে তাহাকে গৃধ্রসী বলে। গৃধ্রসী ২ প্রকার। যথা—বাতজ ও বাতকফজ। বাতজ গৃধ্রসীতে কম্প বা স্পন্দন হইয়া থাকে। ইহাতে দশমূল, বেড়েলা, রান্না, গুলঞ্চ ও শুঠ—ইহাদের কাথে ৥০ আনা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। গৃধ্রসী মাত্রেই প্লেগ্মাহুবন্ধ থাকে সুতরাং তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। শেফালিকা ফুলের পাতার কাথ মৃদু অগ্নিতে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে গৃধ্রসী নষ্ট হয়। কেহ২ এই যোগ বাতকফজ গৃধ্রসীতে ব্যবহার করেন। রান্না ৮ তোলা ও গুগ্গুলু ১০ তোলা ঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া ৮০ আনা মাত্রায় বটী করিবে। অহুপান—গরমজল। ইহা বাতকফজ গৃধ্রসীর মহৌষধ। পিণ্ডতগরের মূল, আদা সহ পেষণ করিয়া ঘোল সহ সেবন করিলে, গৃধ্রসী নষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা ত্রয় (বাধি) এবং কুচকী বেদনার মহৌষধ। গৃধ্রসীতে আমরস বা কফের অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে, শুঠের কাথে ৥০ তোলা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে দশমূলের কাথে ৥০ তোলা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এরণ্ডতৈল আমবাত বা গৃধ্রসীর উৎকৃষ্ট ঔষধ : কিন্তু কোষ্টবদ্ধতা না থাকিলে বা অতিসার থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে। শেবোক্ত ২টা যোগ দ্বারা কটিশূলও নষ্ট হয়। ইহাতে ভাজা মাষকলাইয়ের স্বেদ বিশেষ উপকারী। দণ্ডাপতানকে যে সমস্ত ঔষধের বা প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার সমস্তই অবস্থাভেদে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে কফহর কোনও প্রসারণীতৈল ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। কফনাশক দ্রব্যই ইহার পথ্য।

## অথ ক্রষ্টুশীর্ষ চিকিৎসা।

দুর্ভিত রক্ত ও বায়ু জাহ্নু মধ্যে শৃঙ্গালের মস্তকের আয় এক প্রকার শোথ উৎপাদন করিলে তাহাকে ক্রষ্টুশীর্ষ বলে। গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথে, শোধিত গুগ্গুলু ৥০ তোলা এরণ্ডতৈল দ্বারা পেষণ পূর্বক উষ্ণস্থান সহ পান করিলে অথবা শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ ১ রতি ৮৮ পোয়া ছহ্ন সহ পান করিলে এইরোগ প্রশমিত হয়। এই পীড়া বাতরক্তজ হইলেও চিকিৎসা তেদার্ক বাতরক্ত হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অবস্থাবিশেষে বাত-রক্ত চিকিৎসায় এইরোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে বৃহৎছাগাগ্ন্য ঘৃত, ত্রীগোপাল তৈল, মহাবলা তৈল, মাষবলাদি তৈল, সপ্তপ্রহমাষতৈল, শিবা গুগ্গুলু, বাতারি গুগ্গুলু, পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল, গুড়ুচ্যাতি তৈল, কৈশোর-গুগ্গুলু, অমৃতগুগ্গুলু, বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু, বৃহৎ বাতচিস্তামণি ও

যোগেন্দ্ররস অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে। বাতরক্তের প্রলেপাদি প্রয়োগ ইহাতে ফলপ্রদ। বেদনা ও দাহ প্রশমনার্থ পটোলপত্র, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পান করিবে। এই কথায় দ্বারা ব্যাধিস্থান পরিবিক্ত করা হিতকর। দশমূল দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া তদ্বারা অথবা ঈষদুষ্ণ ঘৃত দ্বারা কিম্বা মেঘদুগ্ধ দ্বারা পরিবেক করিলে বিশেষ উপকার হয়। শতধৌত স্নাতের প্রলেপ দিলে অথবা ছাগদুগ্ধ দ্বারা এরণ্ডবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা কৃষ্ণতিল ভাজিয়া দুগ্ধে নির্দীপিত করতঃ সেই দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ফললাভ হয়। এই রোগে রক্ত মোক্ষণ করার বিধি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যদি কিছুতেই শোথ উপশমিত না হয়, তবে রক্ত মোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। রক্ত মোক্ষণান্তে বিদ্রধির আয় চিকিৎসা করিবে। ইহার পথ্যাপথ্য বাত রক্তের আয়।

## অথ বিশ্বচী চিকিৎসা।

এই রোগে বাহর আকৃষ্টন ও প্রসারণ ক্রিয়া নষ্ট হয়। ইহাতে বাহুপৃষ্ঠস্থ শিরাসমূহ বাতাক্রান্ত হয়। স্নতরাং ইহাতে আক্ষেপনিবারক বাতহর তৈল মর্দন বিশেষ উপকারী। এইরোগ অধিকাংশ স্থলেই দুই হাতে হয়—কদাচিৎ একহাতে দৃষ্ট হয়। বিশ্বচী ও খল্লী একই জাতীয় ব্যাধি; স্নতরাং খল্লী নিবারক ঔষধ ইহাতে ব্যবহার করিবে এবং বিশ্বচী নাশক ঔষধও খল্লীতে প্রয়োগ করিবে। বিশ্বচীতে অববাহকরোগোক্ত দশমূল্যাতি কথায়ের নম্র—হিতকর। ইহাতে মহাবলাতৈল, মহামাষতৈল, নিরামিষ-মহামাষতৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, বৃহৎছাগাদ্যস্নাত, রসরাজরস, যোগেন্দ্ররস ও বৃহৎ বাতচিন্তামণি হিতকর। মাষকলাই অথবা সৈন্ধবলবণের শ্বেদ ইহাতে বিশেষ ফলপ্রদ। দশমূলের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশ্বচী, খল্ল, পঙ্গু ও ক্রোষ্টুকর্শার আরোগ্য হয়। ইহাতে অন্ন ও বাতবর্জক দ্রব্য অপথ্য।

## অথ খল্লী চিকিৎসা।

ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় শিরামোড় বা ধিলধরা বলে। ইহাতে জল্বা, পদ, করমূল ইত্যাদি মোচড়াইতে থাকে। চূক্র দ্বারা (অভ্রাব কাঁজি) কুড় ও সৈন্ধব লবণ পেষণ করিয়া তৈল মিশ্রিত করতঃ ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দন করিলে খল্লী ও তজ্জনিত বেদনা নষ্ট হয়। শিঙ্কজব্যা ( তিল, সর্ষপ ও মসিনা প্রভৃতি ) কাঁজি দ্বারা বাটিয়া সৈন্ধব সংযোগে গরম করতঃ শ্বেদ, মর্দন বা উপনাহ প্রদান করিলে ফল লাভ হয়। বিশ্বচীতে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাহাই প্রযোজ্য।

## অথ স্ফুপ্তিবাত চিকিৎসা ।

স্ফুপ্তিবাতে পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং সৈন্ধব ও গৃহধূম ( তুল ) তৈল দ্বারা মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে । পক্ষাঘাতে যে সমস্ত তৈল ঔষধাদি লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করা যায় । তালকেশ্বর রস ও পলাশাদি বটী ইহাতে ফলপ্রদ ।

### তালকেশ্বর রস ।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, ভাং ৮ ভাগ, পুরাতন ইক্ষুগুড় ১০ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া ১০ সিকি তোলা হইতে ১০ তোলা পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিয়া ছায়ায় উপবেশন করিবে ।

### পলাশাদি বটী ।

পারদ ও গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া পলাশবীজের স্বরসে ৩ দিন মর্দন করতঃ বা ( ভাবনা দিয়া ) শোধিত কুঁচিলাবীজচূর্ণ কজ্জলীর ষোড়শাংশ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি বটী করিবে । অনুপান—দুগ্ধ । এই ঔষধ পানরস সহ সেবন করিলে শিরা ও স্নায়ুগত রোগ প্রশমিত হয় । এই রোগে দুগ্ধার পণ্য করিলে রোগ সহর আরোগ্য হয় । রক্তদৃষ্টিই এই রোগের প্রধান হেতু, সূতরাং ইহাতে রক্তবিশুদ্ধিকারক ঔষধও ব্যবহার্য্য ।

## অথ লেপথু বায়ু চিকিৎসা ।

সর্বাঙ্গ বা মস্তকের কম্পন হইলে তাহাকে “বেপথু” বলে । শৈত্য্যাংশে বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ; সূতরাং ইহাতে শীতল ক্রিয়া নিষিদ্ধ এবং গরমে থাকাই কর্তব্য । বাহাতে ব্যাধি স্থানে বাতাস এবং শীতল জল না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । ইহাতে দ্বিগুণাখ্য রস, কৃষ্ণচতুস্মুখ, মহামাঘ তৈল, সপ্তপ্রস্থ মাসতৈল, মহাকুক্কটমাংস তৈল, বিশেষতঃ—নকুলতৈল ফলপ্রদ ।

### দ্বিগুণাখ্য রস ।

গন্ধক ১ ভাগ ও পারদ ২ ভাগ একত্রে উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহহাতায় রাধিয়া অগ্নিতাপে পদ্মটীর আয় চটী প্রস্তুত করিবে । পরে উহা চূর্ণ করিয়া তৎসম হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ৭ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিবে । তৎপর দিন হইতে প্রতিদিন ১ রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে । ইহা ২০ রতির উর্দ্ধে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ । ২০ রতি হইতে

প্রত্যহ ১ রতি করিয়া কমাইয়া পুনর্বার ৭ রতি পর্য্যন্ত করিবে। এইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া ১১ মাস যাবৎ ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। অল্পপান দুগ্ধ বা গরমজল। এই ঔষধ ব্যবহার কালে যথেষ্ট দুগ্ধ পান করিবে এবং দুগ্ধান্ন, ঘৃত ও মিশ্রিচূর্ণ পথ্য করিবে।  
অন্ন—বাতহর হইলেও বেপথুবাতে ( কম্পবাতে ) প্রযোজ্য নহে।

## অথ অঙ্গশোষ চিকিৎসা ।

ইহাতে শরীর ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। স্নতরাং পুষ্টিকর বাতনাশক ঔষধ সমূহ প্রয়োগ করিবে। অশ্বগন্ধাস্থত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাস্থত, বৃহৎ ছাগাদ্ধূত, অশ্বগন্ধা-তৈল, মহামাষ তৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, শ্রীগোপালতৈল, অষ্টাদশ-শতিকাপ্রসারণী তৈল, ত্রৈলোক্য চিন্তামণি, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, যোগেন্দ্র-রস ও রসরাজ রস এই পীড়ার প্রশস্ত ঔষধ। ইহাতে যাবতীয় পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য। ব্যায়াম, চিন্তা, অগ্নিতাপ ও মৈথুন প্রভৃতি অহিত কর।

## অথ কুজ চিকিৎসা ।

কৃপিত বায়ু, জদয় বা পৃষ্ঠদেশকে ক্ষীত ও বেদনাবিশিষ্ট করিলে তাহাকে কুজ বলে। ইহাতে তদ্রদার্বাদিগণ ও দশমূল বিশেষ উপকারী। স্নতরাং উহা দ্বারা কষায়, তৈল, ঘৃত ও উপনাহাদি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।  
এইরোগ বাতপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান। বাতশ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় কুজপ্রসারণী তৈল বিশেষ হিতকর। বাতপ্রধান স্থলে মহামাষতৈল, সপ্তপ্রস্থমাষতৈল, সিদ্ধার্থকতৈল ও একাদশশতিকাপ্রসারণী প্রভৃতি তৈল, দশমূলঘৃত ও ছাগাদ্ধূত ব্যবহার করিবে। প্রসারণী ষটি তৈল এইরোগে বিশেষ হিতকর।

### কুজানিনোদরস ।

পারদ, গন্ধক, হরীতকী, হরিতাল, বিষ, কটুকী, ত্রিকটু, গন্ধবোল ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগ। ভৃঙ্গরাজ, মনসাসীজ ও আকন্দ পত্রের রসে পৃথক্ ২ ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মপ্রধান কুজতা ও আমবাত প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

### সিদ্ধার্থক তৈল ।

তৈল ৮৪ সের, শতমূলীরস ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আদারস ৮ সের। কন্ধার্থ—শুল্ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়োলা, রক্তচন্দন, তগরপাছকা, কুড়, এলাচি, শালপাণি, রান্না, অশ্বগন্ধা, বরাক্রান্তা, শ্রামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, গন্ধতণ, সৈন্ধব ও ৩ ১/৪ মিলিত ৮১ সের।

এইরোগ বহুকালান্তীত হইলে আরোগ্য হয় না । কফাধিকো বৃহৎ বাতগজাক্লেশ ব্যবহার করা যায় । ইহাতে শ্বেদ বিশেষ উপকারী এবং কফনরীক দ্রব্য অপথ্য ।

## অপতূনী ও প্রতিতূনী চিকিৎসা ।

মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া গুহ্য় লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশে উহা বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হইলে তাহাকে তূনী বলে এবং ঐরূপ বেদনা গুহ্য়, লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া প্রবলবেগে পকাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূনী বলে । তূনী বা প্রতিতূনীতে ঈষদৃক্ষ জলদ্বারা পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় সেবন করিবে ।

পিপ্পল্যাদিগণ । স্বেদা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, গুঠ, মরিচ, এলাচি, বনযমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি পাতা, রেণুক, জীরে, বামুনহাটী, মহানিষফল, হিং, রোহিণী, ( হরীতকী ) কটুকী, সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতৈষ ও মূর্ঝামূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ । এইচূর্ণ কফনাশক, আমগাচক, বেদনা ও গুহ্য়নাশক । যদি কফের কোনও লক্ষণ প্রকাশিত না থাকে, তবে বাতপ্রাবল্যাবস্থায় ঈষদৃক্ষ জলদ্বারা স্নেহলবণ পান করিবে । অথবা যবক্ষার ১০ সিকি এবং হিং ৩ রতি একত্র মর্দন করিয়া ১ তোলা স্নেহসহ পান করিবে । ইহাতে সমস্ত বাতজনিত বেদনা নিবারিত হয় । বেদনা মাত্রেই বজ্রক্ষার আশুফলপ্রদ । কিন্তু তাহার কোনও স্থায়িত্ব নাই । অবস্থা বিশেষে কৃষ্ণচতুর্মুখ, চিন্তামণি-চতুর্মুখ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি, ধাত্রালৌহ এবং শলাধিকারের ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিবে । অত্যন্ত বেদনা নিবারণার্থ বিস্মৃতৈলাদির অভ্যঙ্গ করিয়া পেটে শ্বেদ দেওয়া আবশ্যক । উদরের উর্দ্ধভাগের বেদনায় ধুস্তুরস্বত মালিশ করিয়া শ্বেদ প্রদান করিবে । অষ্টাদশ শতিকাপ্রসারণীতৈলের অভ্যঙ্গে অথবা মজ্জস্নেহ বা চতুঃস্নেহের পানাত্যঙ্গে পরিণামাবস্থায় বিশেষ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা ।

### মজ্জস্নেহ ।

গ্রাম্য আনুপ বা জলজ জীবের অস্থিসমূহ ভিন্ন ( চূর্ণপ্রায় ) করিয়া জলে পাক করিবে । পাক করিতে ২ জলের উপরিভাগে ভাসমান যে স্নেহপদার্থ দৃষ্ট হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে । ঐ স্নেহ ( পূর্ণ মাত্রায় ) ১৪ সের, দশমূলের কাপ ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের । কন্ধার্থ—জীবক, ঋষভক, হাপরমালী, ভূমিকুয়াণ্ড, আলকুণ্ঠীবীজ, ভদ্রদার্কাদিগণ ও জীবনীয়দশক মিলিত ১১ সের তৈলবৎ পাক করিবে । ইহাতে শিরা, অস্থি ও কোষ্ঠগত বায়ু নষ্ট হয় । পানার্থ—অল্পপান উষ্ণদুগ্ধ । মাত্রা ১০ তোলা । যাহাদের মজ্জা, গুঠ ও গুহ্য়ধাতু ক্ষীণ, তাহাদের পক্ষে ইহা অমৃতোপম । ইহা বলকর ও পুষ্টিকর ।

### চতুঃস্নেহ ।

তৈল ১৪ সের, স্বত ১৪ সের, বসা ১৪ সের, মজ্জা ১৪ সের—একুনে স্নেহ ১৬ সের ।

কাথার্থ—ত্রিফলা মিলিত ২/২ সের, কুলথকলাই ১/১ সের, সজিনা মূলের ছাল ৫ পল, অড়হর ৫ পল, রান্না ও চিতেমূল প্রত্যেক ২ পল, দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। পাকার্থ—সূরা, আরণাল, (কাঁজি) অন্নদধি সৌবীরক, তুৰোদক, কুলগুঠের কাথ. দাড়িমরস. পুরাতন তেঁতুলের জল প্রত্যেক ১/৪ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের। ককার্থ—জীবনায়-দশক মিলিত ৬ পল, যথাবিধি পাক করিবে। ইহার অপর নাম মহাস্নেহ। ইহার অভ্যাঙ্গে শিরাগত, অস্থিগত ও মজ্জগতবায়ু এবং সর্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, বেপথুবাত, শূল ও আক্ষেপ নষ্ট হয়। ইহা বাতব্যাধির অত্যাৎকষ্ট ঔষধ। এই স্নেহে বাতহর পুরাতন সূরা গ্রহণীয়।

### শুস্তুরঘৃত ।

পুরাতন ঘৃত ১/৪ সের, পাকার্থ—ধূতুরা পাতার রস ১৬ সের। ককার্থ—গুঁঠ চূর্ণ ১/২ সের, সৈন্ধব ১/৪ সের, পাকার্থ—জল ১৬ সের। ইহা বেদনা নিবারক। ইহাতে বাতবর্দ্ধক অন্নপানীয় অপথ্য এবং অতিশয় লঘুপাকদ্রব্য পথ্য।

## অগ্নি আগ্নান চিকিৎসা ।

ইহা পকাশয় সমুখ। পকাশয়ে বায়ু আবদ্ধ থাকিয়া উদর স্বীতি. বেদনা ও উদরে গুড়-গুড় শব্দ হইলে তাহাকে আগ্নান বলে। যদি ইহাতে আগ্নাত স্থান শক্ত বা মলযুক্ত বোধ হয়, তবে ফলবর্ত্তি দ্বারা বিরেচন করাইবে। বিনা বিরেচনে আগ্নান দূরীভূত হইবে না। পেটে তৈলজল মালিশ করিয়া শ্বেদ দিলেও আগ্নান নিবারিত হয়। ইহাতে বিস্মৃতৈল প্রভৃতির অভ্যঙ্গ বিশেষ ফলপ্রদ। ভাস্করলবণ ও বজ্রক্ষার প্রভৃতি আগ্নানের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা উদরাগ্নান প্রশমিত না হইলে, চিন্তামণি প্রভৃতি বাতহর ঔষধ, ত্রিফলা জলসহ ব্যবহার করাইবে। টার্পিনতৈল মালিশ করিলে অনেক সময় আগ্নান নিবারিত হয়। ক্রিমি জনিত আগ্নানে ২।১ ফেণ্টা। টার্পিনতৈল জলসহ সেবন এবং ঐ তৈল মর্দন বিশেষ-ফলপ্রদ। এইরূপ আগ্নানে কীটারি প্রভৃতি ক্রিমির ঔষধ ও ব্যবহার্য। কমলালেবুর রস, বেদানার রস, কাঁজি এবং মিশ্রিত জল ভিন্ন অল্প কোনও পদার্থ আগ্নান সময়ে সেবন করিবে না। বিষ্টকাজীর্ণে যে সমস্ত ঔষধ ও প্রলেপ লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও তৎ-সমুদায় প্রযোজ্য। কাঁজিসিক্ত বস্ত্রখণ্ডদ্বারা শ্বেদ দিলে ফললাভ হয়। অধুনা ফলবর্ত্তির ব্যবহার নাই; সুতরাং তৎপরিবর্ত্তে পিচকারি দ্বারা মল নির্গমন করান কর্তব্য। এই পীড়ায় এরণ্ডতৈল প্রভৃতি দ্বারা বিরেচন করান নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতে অলসক বা বিসূচিকার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে পকাশয় অত্যন্ত দুর্বল হয়; সুতরাং রোগ আরোগ্য হইলেও ২।৪ দিন অত্যন্ত লঘুপথ্য সেবন করিবে। ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত লজ্জন দেওয়া উচিত। পীড়া আরোগ্য না হইতেই পথ্য করিলে পীড়ার

পুনরাগমন অথবা অলসক বা বিহুচী হইবার আশঙ্কা । ইহাতে কল্যাণলবণ প্রভৃতি পাকায় গত বায়ুর ঔষধ সমূহ ব্যবস্থা করিবে এবং কদাচ বমন প্রয়োগ করিবে না ; কারণ তাহাতে আত্মান অধিক হইয়া অলসকে পরিণত হইবার সম্ভাবনা । আত্মানের প্রথম অবস্থায় লেবুর রসসহ সোড়া বা সোড়ার জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয় । উদরের উপর ধাতুপাত্র রাখিয়া তাহার উপর সূরীতল জলধারা বর্ষণ করিলে আত্মান উপশমিত হইয়া থাকে ।

## অণু প্রত্যাশ্বুন চিকিৎসা ।

ইহাতে প্রথমেই বমন করান কর্তব্য । এই রোগ আমাশয় সমুখ স্মৃতরাং বমন দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যগুলি বিনির্গত হইলে সত্বরই পীড়ার উপশম হয় । ইহাতে উদর বা পার্শ্বদেশ ক্ষীণ হয় না । অপরিপক আহারীয় দ্রব্যই প্রত্যাশ্বানের কারণ ; স্মৃতরাং উহা নির্গত না হইলে সত্ত্বর ব্যাধির উপশম হওয়া অসম্ভব । লবণ এবং উষ্ণজল দ্বারা বমন করাইবে । যদি তাহাতে বমন না হয়, তবে অশোধিত তাম্রভস্ম অথবা তুঁতে চূর্ণ ১০ আনা পরিমাণ জলসহ সেবন করাইবে এবং কিছুক্ষণ পরে গলায় অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বমি করিবে । প্রত্যাশ্বানের পরিমাণ কম হইলে, অথবা বমনের সুবিধা না হইলে দীপনীয় ঔষধ “চিত্রকাদি গুড়িকা,” “বজ্রক্ষার,” “মহাশঙ্খচটা” প্রভৃতি ব্যবহার করিবে । তাহাতে ভুক্ত-দ্রব্যের পরিপাক হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণতা কম হইবে । ইহাতে কদাচ বিরেচন প্রয়োগ করিবে না । কারণ তাহাতে বিরেচন না হইয়া রোগীর বিশেষ শ্রানি হইয়া থাকে । অনেক সময় ইহাতে রোগ বর্দ্ধিত হইয়া অলসক বা বিহুচিকাও হইতে পারে । এই পীড়ায় লজ্জন প্রশস্ত । ব্যাধি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কদাচ কোনও দ্রব্য আহার করিবে না । পীড়ার অবসানেও কিছুদিন অতিশয় লম্বপণ্য করা বিধেয় । অন্তথাই পুনরবার ব্যাধি প্রকাশিত হইতে পারে । ইহাতে আমাশয়গত বায়ুর চিকিৎসা করিবে । বিষ্টকাজীর্ণের প্রলেপ ও রক্ষস্বেদ এবং আমাজীর্ণের ঔষধ এই ব্যাধিতে প্রযোজ্য ।

## অণু প্রত্যঙ্গীনা ও অষ্টালিকা চিকিৎসা ।

বিচরণশীল বা অচল, নাতির অধোদেশস্থিত পান্যগণ্ডবৎ কঠিন বাতকৃত গ্রন্থি-বিশেষকে অষ্টালিকা কহে । ইহাই উদরে তির্থাগ্ (বক্র) ভাবে উৎথিত হইলে এবং বিশেষ বেদনা থাকিলে তাহাকে প্রত্যঙ্গীনা বলে । ইহা সক্ষারী ও কেবল বাতময় হইলে গুণ্ঠের দ্বারা চিকিৎসা করিবে । অন্তথা অস্ত্রবিজ্ঞের দ্বারা চিকিৎসাই বিধেয় । গ্রন্থি বাতময় হইলে

মহাবলা তৈল, নারায়ণ তৈল প্রভৃতি মালিশ করিবে এবং চিস্তামণিচতুর্শ্লুখ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিবে। এই রোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ ঔষধ ব্যবহার করা করা কর্তব্য। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে সত্ত্বর রোগোপশমের সম্ভাবনা নাই। যদি কালান্তরে গ্রন্থি মাংসান্বিত হয়, তবে অন্তর্নিদ্রধির আয় চিকিৎসা করিবে। ক্ষারদ্রব্য ও বিরেচকদ্রব্যাদি ঔষধ ইহাতে ফলদায়ক। সুতরাং গুণ্ডা ও বিদ্রধি অধিকারের তাদৃশ ঔষধ ব্যবহার করিবে। ক্লেদিদ্রব্য, শাক, কাঁচাকলা, আলু, ও অন্নাদি গুরুপাক দ্রব্য ইহাতে অপথ্য এবং বাহ্য সত্ত্বর জীর্ণ হয় ও বলকর তাহাই পথ্য।

## অথ পাদদাহ চিকিৎসা ।

এই ব্যাধি পিত্তরক্তান্বিত বাতজ, সুতরাং ইহার চিকিৎসা পিত্তাধিক বাতরক্তের আয়। ইহাতে গমনাগমনে দাহাতিশয্য হইয়া থাকে। শতধৌত ঘৃত, নাগকেশর ও গোক্ষুর একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা দশমূল্যের অর্দ্ধশত কষায়দ্বারা পরিষেচন করিলে পীড়ার উপশম হয়। ইহাতে গুড়্‌চ্যাদি তৈল, গুড়্‌চ্যাদি লৌহ, পিত্তান্তক-লৌহ, বৃহৎবাতচিস্তামণি, মাষবলাদি তৈল, বিষুতৈল, ও নারায়ণতৈল প্রয়োগ করিবে। হস্তাদির দাহেও পাদদাহের আয় চিকিৎসা করিবে। ইহার পথ্যাপথ্য বাতরক্তের ন্যায়।

কক্ষ বাতজ পাদদাহ ও কেবল বাতজ বিন্‌বিনি বাত চিকিৎসা।

পদদ্বয়ে বোধ না থাকিলে, বিন্‌বিনি বেদনা যুক্ত হইলে এবং পুনঃ ২ শিহরিয়া উঠিলে তাহাকে পাদদাহ বলে। দশমূল্যের কাথে হিং ১ রতি ও কুড়চূর্ণ ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পাদদাহ আরোগ্য হয়। কুজপ্রসারণী তৈল মালিশে বা রসোনতৈল প্রভৃতির অভ্যঙ্গ দ্বারা এইরোগ (পাদদাহ) আরোগ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণচতুর্শ্লুখ ও বৃহৎবাতগজাক্ষুশ সেবনেও ফললাভ হইয়া থাকে। মহামাষ তৈল প্রভৃতির অভ্যঙ্গ এবং সমীরগজকেশরী ও বৃহৎবাতচিস্তামণি প্রভৃতি সেবনে বিন্‌বিনি বাত আরোগ্য হয়।

## অথ মিন্‌মিন্‌ গদগদ চিকিৎসা ।

শব্দবাহিনী ধমনী সমূহ কক্ষসংযুক্ত বায়ু কর্তৃক দূষিত হইলে, মিন্‌মিনে বা গদগদে ভাবী হইতে হয়। ইহাতে কল্যাণকলেহ, ব্রাহ্মীঘৃত, ছাগলাঘৃত, বৃহৎ বাত-গজাক্ষুশ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। চিস্তামণি, ত্রৈলোক্যচিস্তামণি ও মহা-লক্ষ্মীবিলাস ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জিহ্বান্তস্তে যে সমস্ত



প্রক্রিয়া ও ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তৎসমুদায় ব্যবহার্য্য। এইরোগে কফবর্দ্ধক কোনও দ্রব্য ব্যবহার্য্য নহে।

## অথ পক্ষু, খঞ্জ, কলায় খঞ্জ ও বাতকণ্টক চিকিৎসা ।

এই ব্যাধি গুলি প্রায়ই একজাতীয়। খঞ্জ ও পক্ষুতে দশমূল, বেড়েলা, রান্না, গুলঞ্চ ও শুঠ—ইহাদের কষায়ে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ত্রয়োদশাঙ্গগুণ্ণুলু সেবনে খঞ্জ ও পক্ষু আরোগ্য হয়। এই কয়েকটি রোগ শিরাসঙ্কোচ জন্য উৎপন্ন হয়। এক পায়ের উর্দ্ধ জন্তার বড়শিরা সম্বলিত হইলে খঞ্জ, এইরূপ দুইপায়ের শিরা সম্বলিত হইলে পক্ষু এবং পা ফেলিবার সময় যদি উহা কাঁপিতে থাকে তবে তাহাকে কলায় খঞ্জ কহে। শিরাপ্রসারক প্রসারণী ঘটিত কুঞ্জপ্রসারণী প্রভৃতি তৈল ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই কয়েকটি রোগেই মহাকুক্কুটমাংস তৈল, সপ্তপ্রস্থমায় তৈল, মহামাষতৈল ও নিরামিষ মহামাষতৈল ব্যবহার করিবে। ইহাতে ছাগাগ্নমুত ও বৃহৎ ছাগাগ্নমুত পান হিতকর। এইসকল রোগে তৈল ঔষধ যেরূপ কার্য্যকারী, রসঘটিত বা চূর্ণ ঔষধ সেরূপ কার্য্যকারী নহে। দশমূল, মাধকলাই, বেড়েলা, রান্না, শুঠ, গুলঞ্চ ও এরণ্ড ইহাদের স্বেদ বিশেষ উপকারী। খঞ্জ ও পক্ষুতে কটীতে ও উরুতে, কলায়খঞ্জে পায়ের সমস্ত স্থানে এবং বাত-কণ্টকে পায়ের ও গুল্ফদেশে স্বেদ দেওয়া বিধি। শিরাগত বায়ুতে ও আক্ষেপে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে, অবস্থা বিশেষে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ সমীরণজকেশরী এইরোগ সমুদায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অগ্নায়া বাহা অগ্নুক্ত রহিল ততৎস্থলে চিকিৎসক স্ববিবেচনায় কার্য্য করিবেন।

বাতব্যাধির সাধারণ পথ্যাপথ্য। পথ্য—দিবসে পুরাতন চাউ-লের ভাত, রোহিত, মাগুর, শিঙ্গী, কৈ প্রভৃতি টাটকা মংগুর কোল, বৃট, মুগ ও মসুরের ডাল, পটোল, আলু, গুল, ডুমুর, মাগকচু, কুম্ভাগু, বেগুন, মোচা ও কপি প্রভৃতি তরকারী, ছাগ বা বক্কুকুটের মাংস, স্মিষ্ট আম, পেঁপে, আতা, বেদানা, মিষ্ট দাড়িম্ব, আঙ্গুর, কিস্মিস, দুগ্ধ ইত্যাদি। রাত্রিতে রুটি বা লুচি পুষ্য দেওয়া যাইতে পারে। অসম্বল হইলে লবণপথ্য ব্যবস্থ্যয়।

বাতব্যাধির সাধারণ অপথ্য। অপথ্য—শাক, দধি, গুড়, খেশারী, মটর, কলাই প্রভৃতি ডাল, অধিক মিষ্টদ্রব্য, দিবানিশা, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, মাদক দ্রব্য সেবন, মৈথুন ও শৈত্যসেবন ইত্যাদি।

## অথ বাতরক্ত চিকিৎসা ।

এই ব্যাধি “সুক্রতে” বাতব্যাধিঅধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে ; কারণ বায়ুই দূষিত রক্তকে চালিত করিয়া বাতরক্ত উৎপাদন করে । কিন্তু “চরকে” বাতব্যাধির পরে বাতরক্ত লিখিত হইয়াছে । যাহা হউক আমাদের মতেও বাতব্যাধির পরেই এই ব্যাধির বিষয় লিখা সমীচীন বলিয়া মনে হয় । কারণ, এই ব্যাধি বাতজনিত অসাধারণ অলীতি প্রকার বিকারের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই, পরন্তু নিদানভেদ, সম্প্রাপ্তিতেদ ও চিকিৎসাতেদও আছে । এই ব্যাধি বাতপ্রধান বলিয়া বাতব্যাধির অন্তর লিখিত হইতেছে ।

সাধারণতঃ এই ব্যাধি হাতে বা পায়ে উৎপন্ন হয়, তৎপর ক্রমশঃ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । রক্ত দূষিত না হইলে এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় না ; সুতরাং রক্ত পরিষ্কারক ঔষধও ইহাতে প্রযোজ্য । পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, রক্ত ও পিত্ত সমধর্মবিশিষ্ট ; সুতরাং এই রোগে সর্বত্রই পিত্তপ্রশমক ঔষধ আবশ্যক । দুষ্টরক্তই এই ব্যাধির কারণ, এইজন্যই তদোষ নিরাকরণার্থ সর্বত্রই সযত্ন হওয়া কর্তব্য । কারণের উচ্ছেদে ব্যাধির উপশম হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা । বিশেষতঃ দুষ্টবায়ু আশ্রয়হীন হইয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং আশ্রয়ভূতদূষিতরক্তপ্রকোপ প্রশমিত হইলে, বায়ুও প্রশমিত হইবে । এইজন্যই এইরোগে বাতহর ঔষধের প্রয়োগ অপেক্ষা পিত্তহর ঔষধের প্রয়োগ অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং সাধারণ লোকেও ইহাকে পিত্তব্যাধি বা পিত্তজব্যাধি বলিয়া নির্দেশ করেন । যদি বায়ু আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করা হেতু রক্তদোষ উপশম হওয়ার পরেও ব্যাধিপ্রশমিত না হয়, তবে বাতহর স্বতন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করিবে । পরন্তু, যদি বায়ু প্রশমিত না হইলে তৎপ্রকোপ বশতঃ ব্যাধির উপশম না হয়, তবে বাতপিত্তহর ঔষধ প্রযোজ্য । এই রোগ বাতপ্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও উহা রক্ত অপেক্ষা প্রধান নহে ।

বাতরক্তও পিত্তাধিক বা কফাধিক হইতে পারে । দূষিতবায়ুকর্তৃক দুষ্টরক্ত চালিত হইয়া, ব্যাধি প্রভাবে হস্তে ও পদে এই পীড়া উৎপন্ন করে বলিয়া ইহাকে রক্তবাত না বলিয়া বাতরক্ত বলা হয় । এই রোগে প্রথমতঃ বিদাহিদ্ৰব্যাদ্বারা রক্ত দুষ্ট হয়, পরে বাতপ্রকোপকক্রিয়াদ্বারা বায়ু দূষিত হইয়া সেই দুষ্ট রক্তকে, হস্তে বা পায়ে চালিত করে । এই ব্যাধিতে বায়ু—দোষ এবং রক্ত—দুগুণদার্থ । অন্ন, লবণ, ক্ষার, কাল, সূরা, দধি, কঁজি প্রভৃতি বিদাহিদ্ৰব্য । সুতরাং এই সকল দ্রব্য এইরোগে ব্যবহার্য্য নহে । এতদ্বিন্ন ইহাতে বাতপ্রকোপকদ্রব্যও পরিত্যাজ্য । রক্তপ্রকোপক ও বাতপ্রকোপকদ্রব্যাদ্বারা যুগপৎ রক্ত ও বায়ু প্রকুপিত হইয়াও ব্যাধি উৎপন্ন করিয়া থাকে । ইহাতে সমুদায় মৎস্ত ও মাংস অপথ্য । উষ্ণবীৰ্য্যদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, মূলক, ভিলবাটা কুলথকলাই, মাষকলাই, শিম, শাক ও আসব ইহাতে অহিতকর । হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্ব প্রভৃতি কাম্পনশীল যানে গমনেও এই পীড়া হইয়া থাকে । কারণ ইহাতে বায়ুৱদ্ধি এবং রক্তের

প্রকোপ ও সঞ্চালন সহরেই সম্পাদিত হয়। এস্থলে বায়ু ও রক্ত যুগপৎ কুপিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই ব্যাধিতে ঐ প্রকার বানারোহণ করা কদাচ কৰ্তব্য নহে। রক্তগতবাত্তে দুইবায়ু অদৃষ্ট রক্তকে আশ্রয় করিয়া তীব্র বেদনা ও সজ্ঞাপ প্রভৃতি জন্মায়; কিন্তু এই ব্যাধিতে বায়ু ও রক্ত উভয়েই দূষিত হয়। এই রোগ উত্তান ও গস্তীর ভেদে ২ প্রকার। ত্বক মাংসাপ্রিত হইলে উত্তান এবং মেদ প্রভৃতি ধাতুকে আশ্রয় করিলে গস্তীর বলে। উত্তান সুখসাধ্য কিন্তু গস্তীর কষ্টসাধ্য। উত্তানের নামান্তর বাহ্যবাতরক্ত। এই রোগ ১ বৎসরের অধিক হইলে এবং অত্যন্ত গলিত বা ক্ষুটিত হইলে অসাধ্য হয়। ব্যাধির প্রকোপ কম হইলে ১ বৎসরের অধিক দিনের বাতরক্তও আরোগ্য হইতে পারে। এই রোগকে অনেকে কুষ্ঠবিশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু তাহা ঠিক না হইলেও কুষ্ঠের অনেক সাধন্য ইহাতে দৃষ্ট হয়। আমাদের মতে এই ব্যাধি কেবল সম্প্রাপ্তি ও চিকিৎসাভেদে কথঞ্চিৎ ভিন্নমাত্র—নতুবা একইজাতীয়। যেহেতু ইহার সহিত কুষ্ঠের নিদান ও চিকিৎসায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কুষ্ঠের (পিত্তরক্তাধিক) ঔষধ ইহাতে ব্যবহৃত হইয়া ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এইরোগের ঔষধও কুষ্ঠের অবস্থাভেদে বিলক্ষণ কার্যকারী হয়। কুষ্ঠে যে সমস্ত দ্রব্য অপথ্য ইহাতেও তাহাই অপথ্য। বাতরক্তের অপথ্য দ্রব্যও কুষ্ঠে অপথ্য। কুষ্ঠে রক্ত দূষিত হয়, ইহাতেও রক্ত দূষিত হইয়া থাকে। বাতরক্তের ব্যাধিধর্ম ও স্বভাবক্রিয়া পৃথক থাকায় এবং ব্যাধিবিপরীত ঔষধ নির্দিষ্ট থাকায় কুষ্ঠ হইতে বাতরক্ত ভিন্ন হইয়াছে। এই রোগ প্রায়শঃ স্থূল, যুবা ও প্রৌঢ়ের জন্মিয়া থাকে।

## অথ উত্তান বা বাহ্যবাতরক্তের চিকিৎসা।

প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, অবসেক ও উপনাস দ্বারা বাহ্যবাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। আস্থাপন ও স্নেহপান প্রভৃতি দ্বারা গস্তীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। বাতরক্তের রক্ত শিরাদ্বারা স্থানান্তরপ্রসরণশীল হইলে উভয়বিধ বাতরক্তেই শূল, অলাবু, সূচী বা জোঁকদ্বারা অথবা প্রচ্ছন (আচড়ান) ক্রিয়াদ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। রোগী ক্লশ, ক্লক বা বাতপ্রধান হইলে, রক্তমোক্ষণ বিধেয় নহে। গুলঞ্চের কাথে গুগ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতরক্ত সহর আরোগ্য হয়। শোধনের নিমিত্ত ১ তোলা এবং শমনার্থ—১০ হইতে ১০ তোলা পর্য্যন্ত গুগ্গু ব্যবহৃত হয়। কেবল গুলঞ্চের কাথ পান করিলেও বাতরক্ত আরোগ্য হয়। বাতরক্তে গুলঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ। যে রোগীর অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ব্যাধি সর্বাঙ্গগত তাহাকে বাসাণ্ডুচ্যাতি কষায় পান করাইবে। এই অবস্থায় দৃঢ়পাকের

বাসারুদ্রগুড়ুচী তৈল বিশেষ উপকারী। যদি বাতরক্তের ক্ষতে কীট বা পুথ থাকে অথবা ব্যাধিস্থান কণ্ডুযুক্ত হয়, তবে গোমুত্র পাকের বাসারুদ্রগুড়ুচী তৈল বা মহারুদ্র তৈল ব্যবহার করিবে। ৫টী হরীতকী বাটিয়া সমপরিমাণ ইক্ষুগুড়সহ ভক্ষণ করতঃ তৎপর গুলঞ্চের কাথ পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। গুলঞ্চ পিত্তনাশক, ধাতুপোষক ও রসায়ন। বাতপ্রধান বাতরক্তে বাতব্যাধির মহাবলা-তৈল বিশেষ উপকারী।

দ্রব্য সংশোধনে গুলঞ্চের ক্রিয়াসত্ত্ব। স্বাধা—গুলঞ্চ, স্নাতসহ—বায়ু, ইক্ষুগুড়সহ—কোষ্ঠবদ্ধতা, চিনিসহ—পিত্ত, মধুসহ—কফ, এরণ্ডতৈলসহ ভক্ষণে—উগ্র বাতরক্ত ও গুঁঠের সহিত সেবনে—আমবাত নষ্ট হয়। আমবাতে গুলঞ্চ ও গুঁঠের কাথ সেবন করিলে বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। গুলঞ্চের স্বরস, কাথ, কন্ধ বা সহ বহুদিন ব্যবহৃত হইলে বাতরক্ত ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। বহুকালের বাতরক্তে অধিক বেদনা বোধ হইলে, দশমূলসাধিত দুগ্ধ বা জৈষদুগ্ধ স্নাত ব্যাধিস্থানে পরিষেক করিবে। পিত্তপ্রধান বাতরক্তে অত্যন্ত দাহ থাকিলে পটোলাদি কমায় পান করিবে। গুলঞ্চের চিনি ১০ আনা মাত্রায় স্নাতমধুসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, আশু বাতরক্তের দোষ সংশোধিত হয়। ইহা অত্যাৎকষ্ট ঔষধ।

বাতপ্রধান বাতরক্তে ছাগদুগ্ধ ও স্নাতদ্বারা গোমুত্রচূর্ণ মর্দন করিয়া জৈষদুগ্ধ করতঃ প্রলেপ দিবে। রক্তোত্তরে বা পিত্তপ্রধানে উহাই শীতল অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। এরণ্ডবীজ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়াও পূর্ববৎ ব্যবহার করা যায়। পিত্তপ্রধান বাতরক্তের উপদ্রব নিবারণার্থ শতধৌতস্বতের প্রলেপ বা ভেড়ার দুগ্ধের পরিষেক বিশেষ ফলদায়ক। কুম্ভতিল খোলায় ভাজিয়া, দুগ্ধে নির্ঝাপিত করতঃ উক্ত দুগ্ধদ্বারা উহা পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে প্রলেপ দিলে শব্বর ক্ষত-সন্ধিত এবং দাহ নিবারিত হয়। উপরি লিখিত প্রলেপগুলি দাহযুক্ত ক্ষতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমলকী, হরিদ্রা ও মৃতার কষায় পান করিলে অথবা কুলেখাড়ার মূল ও গুলঞ্চের কষায়ে পিপুল চূর্ণ ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ৩ সপ্তাহে কফাধিক বাতরক্ত উপশমিত হয়। কেহন বলেন, অগ্ন্যাগ্ন আহার ত্যাগ করিয়া কেবল স্নাত ও গুড় পেট ভরিয়া আহার করিলে বাতরক্ত আরোগ্য হয়; ইহা শাস্ত্রের উক্তি হইলেও অতীব কষ্টকর বিধায় আজকাল অব্যবহার্য্য হইয়াছে। এই যোগ কচ্ছুরোগে দৃষ্টফল। দ্বিদোষজ বাতরক্তে যে দোষের আধিক্য থাকিবে তাহারই চিকিৎসা করিবে। সমভাবে কুপিত হইলে মিশ্রচিকিৎসা বিধেয়। সর্বজবাতরক্তে (অবস্থাভেদে) বাতোত্তরে—গুড়ের সহিত হরীতকী, পিত্তোত্তরে—গুলঞ্চের কষায় ও কফোত্তরে—পিপ্পলী বর্দ্ধমানযোগ অভ্যাস করিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নব-

কার্যিক কষায় প্রযোজ্য। ইহা দৃষ্টফল ও সর্সপ্রকার বাতরক্তনাশক। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে সর্সবিধ বাতরক্তেই অমৃতাদিকষায় ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রসিদ্ধ রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ। কেহং অবস্থানুসারে এই কষায়ের সহিত সোণামুখী, কটকী, অনন্তমূল, ভোপচিনি, রেউচিনি ও যষ্টিমধু যোগ করিয়া থাকেন। আমাদের মতে ঐ সকলের সঙ্গে অধিকন্তু জ্বোলেফা, সালিম মিশ্রি ও লতাসালসা যোগ করিলে আরও কলপ্রদ হয়। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে সোণামুখী, কটকী ও জ্বোলেফা ভেদক; সুতরাং উহা আবশ্যক মত বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। চিকিৎসক আবশ্যক বোধ করিলে, অতিরিক্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিবেন বটে, কিন্তু ঔষধের সর্সসমষ্টি ১৬ পদের অধিক হওয়া কর্তব্য নহে। কৈশোর গুণ্গুলু বাতরক্তের ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ এবং ইহা সর্সবিধ বাতরক্তেই সাদরে ব্যবহৃত হয়। শোথযুক্ত বাতরক্তে পুনর্গবা গুণ্গুলু বিশেষ হিতকর। নিম্নাদি চূর্ণ পিত্তপ্রৈয়িক বাতরক্তে প্রয়োগ করিবে। গুড়ুচ্যাতি নৌহ বাতরক্তের ব্যাধিবিপরীত ঔষধ। এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অমৃতানুসার নৌহ, বাত-রক্তশাস্তক রস, হরিতালভস্ম, মহাতালকেশ্বর রস ও বাতরক্তশাস্তক নৌহ ইহাতে ব্যবহার করিবে। গুড়ুচীম্বত ও গুড়ুচ্যাতি তৈল এই রোগের মহৌষধ। গভীর বাতরক্তে উক্ত তৈল ও দ্রুত ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য। শতাবলীম্বত দাহাধিক বাতরক্তে বিশেষ কলপ্রদ। বাতাদিক বাতরক্তে দংশপাকবলাতৈল পরম হিতকর। বাতযুক্ত বাতরক্তে পিণ্ড তৈল, মহাপিণ্ড তৈল বিশেষ কার্যকারী। স্নহৎ গুড়ুচ্যাতি তৈল, স্নহৎ গুড়ুচী তৈল, শুল্ককপদ্যকতৈল, মাগবলা তৈল ও বাসারুদ্রগুড়ুচী তৈল এই রোগের অবস্থা-বিশেষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাসাগুড়ুচ্যাতি কষায়। স্বথা—বাসক, গুলঞ্চ ও শোণানুলমজ্জা ইহাদের কাথে ১—১০ তোলা পরিমাণ এরু তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা ভেদক।

পটৌলাদি কষায়। স্বথা—পটৌলপত্র, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ।

নবকার্ষিক কষায়। স্বথা—ত্রিফলা, নিমছাল, যজ্ঞিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুলঞ্চ, দারুহরিজা প্রত্যেক পদ ৮/২ রতি, মোট দ্রব্য ৭১০ তোলা, জল আট গুণ অর্থাৎ ৬০ তোলা, শেষ ১৫ তোলা, ছাঁকিয়া, পরিমিতরূপ (১/৮ আধ পোয়া) পান করিয়া অবশিষ্ট ত্যাগ করিবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ইহার প্রত্যেক দ্রব্য ১ কর্ঘ হিসাবে ৯টী দ্রব্যে ৯ কর্ঘ গ্রহণ করিয়া কষায় প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম নবকার্ষিক কষায়। ৫ রতিতে মাষা

ধরিয়া তদনুসারে কর্ণ পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণীয় । এই বোগ স্ফূর্তোক্ত ; স্ফূর্তাং স্ফূর্তের পরিমাণ গৃহীত হইল । ইহা বিরেচক । ইহা দ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, কাপালিককুষ্ঠ ও কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

### কৈশোর গুগ্গুলু ।

প্লথ পোটলীবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্গুলু ১/২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক ১/২ সের, গুলঞ্চ ১/৪ সের, জল ৬৪ সের । লৌহপাত্রে পাক করিয়া ৪৮ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং গুগ্গুলু ভিন্ন কাথ্যদ্রব্যগুলি পরিত্যাগ করিবে । পরে ঐ উষ্ণ কাথে গুগ্গুলু গুলিয়া পুনঃ পাক করতঃ ঘনীভূত হইলে নামাইবে এবং অত্যন্ত নীতল হইলে ত্রিফলা মিলিত ৪ তোলা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ১২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা, দস্তীমূলচূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চের চিনি (অভাবে গুলঞ্চের চূর্ণ) ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ মিলাইবে । হৃদ্য, বা স্নিগ্ধি জলসহ ১০ তোলা মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিবে । ইহাতে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, শোথ, উদর ও প্রমেহপিড়কা আরোগ্য হয় ।

### পুনর্গবা গুগ্গুলু ।

গুলঞ্চ ১/৪ সের, প্লথ পোটলিবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্গুলু ১/২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক ১/২ সের ও ষ্ঠেত পুনর্গবা ১/২ সের । এই সমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করতঃ ১৬ সের থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া পুনঃ পাক করিবে । ঘন হইলে, দস্তী, চিতেমূল, পিপুল, শুঠ, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুচিনি ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা ও তেউড়ীমূল ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে । ইহার মাত্রা ও অনুপান পূর্ববৎ । এই ঔষধের গুগ্গুলু পূর্ববৎ কাথে গুলিয়া দিবে । ইহা পূর্ববৎ গুণকারক ও আমবাতনাশক ।

### বাত রক্তান্তক লৌহ ।

জাতিফল ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও তাম্র ১ তোলা । বটি ২ রতি । গুলঞ্চ রস ও মধুসহ সেব্য ।

### নিম্বাদি চূর্ণ ।

নিম্বাছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী ও অশ্লকী প্রত্যেক ১ পল, সোমরাজী ১ পল, শুঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, পিপুল, যমানী, বচ, জীরা, কটকী, খদিরকাঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, মূতা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক ২ তোলা । মাত্রা ১/০ আনা হইতে ১/০ আনা । গুলঞ্চের কাথসহ সেব্য । এই ঔষধ ১ মাস ব্যবহারে উগ্র বাতরক্ত, শিথ্র, কোষ্ঠ, কণ্ডু, পামা, আমবাতের শোথ, লক্ষ ও কিটিম আরোগ্য হয় ।

### বাতরক্তান্তক রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্ণবা, দেবদারু, চিতে, দারুহরিদ্রা, শ্বেত অপরাজিতামূল প্রত্যেক সমভাগ। ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজরসে যথাক্রমে পৃথক্ ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—নিমপাতার চূর্ণ ২ রতি ও বিগুন্ধ গব্যদ্ব্যত ৥০ তোলা।

### অপর বাতরক্তান্তক রস।

ইহাতে পূর্ববৎ পারদ হইতে গুগ্‌গুলু পর্য্যন্ত দ্রব্য লইয়া তৎপর শ্বেত অপরাজিতা মূল, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, চিতে, পুনর্ণবা, দেবদারু, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ। ভাবনাদি পূর্ববৎ। নিমের কাথসহও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই উভয় ঔষধের মধ্যে যথাক্রমে সমুদ্রফেন ও সোমরাজী প্রভেদ।

### গুড়ুচাদি লৌহ ( বাণি বিপন্নীত )

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, ( মুতা, চিতেমূল, বিড়ঙ্গ ) গুলঞ্চের চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহতাম্র ১০ তোলা। ৩৪ রতি বটী করিবে। ইহা বাতরক্ত ও নানাবিধ পিত্তজ-ব্যাদিনাশক।

### অম্বতাকুর লৌহ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, রক্তচন্দন, অন্ন, লৌহ, গুগ্‌গুলু প্রত্যেক ৮ তোলা। ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, ঘৃত ১/১ সের, আমলকী ১০০টী, ত্রিফলার কাথ ১/৪ সের লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১০ সিকিতোলা হইতে ৥০ তোলা।

### হরিতাল ভস্ম।

হরিতাল ৮ পল, বিষ ২ পল। এই দুইদ্রব্য, শ্বেত আঁকড়ার রসে খল করিয়া গোলক করিবে। পরে একটী স্থানীতে ১৬ তোলা পলাশকার রাখিয়া তাহার উপর গোলক স্থাপন করিবে এবং ঐ গোলক ২৪ তোলা আপাংএর ক্ষার দ্বারা আবৃত করিয়া স্থানীর মুখ শরা দ্বারা আচ্ছাদিত করতঃ অহোরাত্র জ্বাল দিবে এবং শীতল হইলে নামাইয়া বিগুন্ধ কর্পূরবৎ শুভ্র হরিতাল তাম্র গ্রহণ করিবে। ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক। মাত্রা ১ রতি। অল্পপান—নিম বা গুলঞ্চের কাথ। এই ঔষধ গলিত কুষ্ঠেও বিশেষ ফলপ্রদ।

### মহাতালকেশ্বর রস।

পূর্বোক্ত প্রণালী দ্বারা ভস্মীকৃত হরিতাল ৥০ তোলা, শোধিত আম্লাসা গন্ধক ৥০ তোলা ও উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম ১ তোলা, উত্তমরূপ মর্দন করিয়া, মুষাবদ্ধ করতঃ অহোরাত্র পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ববৎ ব্যবহার করিবে। ইহা কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শিথ্র, বিশেষতঃ অষ্টবিধ শূলনাশক।

### হরিতাল ভক্ষ্য। (প্রকারান্তরে)

বংশপত্রী হরিতাল—চাকুন্দেপাতা ও শরপুষ্কপাতার রসে পুনঃ ২ মর্দন করিয়া (উভয়ের রস একবারে একত্রে দিতে হইবে) ও পুনঃ ২ গুণ্ড করিয়া (এইরূপ অন্ততঃ ৭ বার করিতে হইবে) মুখা মধ্যে স্থাপন করতঃ মুখ বদ্ধ করিয়া উপরে ও নীচে পলাশক্ষার দিয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। তদনন্তর অহোরাত্র তাত্রজ্বাল দিবে। লবণ যন্ত্রের জ্বায় পলাশক্ষার দ্বারা হাঁড়ি পূর্ণ করিতে হইবে। এই ভক্ষ্য কর্পূরবৎ গুণ্ড হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূম উঠিবে না। এইরূপ হইলে পাক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহার অল্পপানাদি ও গুণ পূর্ববৎ। মুগ, মসুর ও ছোলার ডাইল ইহার বিশেষ পথ্য। হরিতাল বিষ। স্নতরাং ইহার ধুম নাসিকা রন্ধু দ্বারা শরীরাত্তরে প্রবেশ করিলে ক্রোধোগ, পক্ষাঘাত, শ্বাস এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে। এজন্য প্রশস্ত প্রান্তরে বা নদাতারে অতি সতর্কতার সহিত হরিতালভক্ষ্য কার্যে প্রবৃত্ত হইবে।

### ডুচী ঘৃত।

ঘৃত ১/৪ সের, গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের। ককার্থ—গুলঞ্চ ১/১ সের। ইহা বাতরক্ত ও কুষ্ঠনাশক।

### শতাবরী ঘৃত।

ঘৃত ১/৪ সের, শতমূলীরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের, ককার্থ—শতমূলী ১/১ সের।

### গুড়ুচী তৈল।

তৈল ১/৪ সের, গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের। ককার্থ—গুলঞ্চ ১/১ সের। ইহা বাতরক্ত ও পিত্তজদাহাদি নাশক।

### ব্রহ্ম গুড়ুচী তৈল।

তিলতৈল ১/৪ সের, কাথার্থ—গুলঞ্চ ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। ককার্থ—অশ্বগন্ধা, ভূমিকুসুম, কাকোলী, ক্ষারকাকোলী, পৌতচন্দন, (অভাবে রক্তচন্দন) শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাড়ুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, গেঁঠেলা, ত্রিকটু, হাকুচবীজ, ধানকুনি, রাখালশস্যার মূল, গেঁঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, গুল্ফা ও ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা দ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কামলা, পাণ্ডু, বিসর্প, কণ্ডু, দাহ ও বিস্ফোট প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

### ব্রহ্ম গুড়ুচাদি তৈল।

তিল তৈল ১৬ সের, কাথার্থ—গুলঞ্চ ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। ককার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, জীবনীয় দশক, কুড়, এলাচি, অশুর, দ্রাক্ষা, জটা-মংগী, ব্যাঘ্রনখী, (অভাবে কেলেকোড়া মূল) নখী, রেণুক, মুণ্ডুরী, ত্রিকটু, গুল্ফা



ভুগরাজ, অনন্তমূল, দারুচিনি, তেজপাত, বচ, গোয়ালেলতা, (অথবা জয়ন্তী) আম-  
লকী, শালপাণি, ভুগরপাছকা, নাগকেশর, বালা, পদ্মকান্ঠ, উৎপল ও রক্তচন্দন  
প্রত্যেক ২ তোলা । এইতৈল বাতপ্রধান বাতরক্তে বিশেষ ফলপ্রদ ।

**দশপাক বলা তৈল ।** (প্রকৃতি সম সমবেত বাতরক্তে)  
তৈল ৮ সের, খেতবেড়েনামুলের কাথ ১৬ সের, দুধ ১৬ সের, খেত বেড়েনামুলের কক ৮  
সের, যথাবিধি পাক করিবে । এইরূপ কক ও কাথাদি দ্বারা এই তৈল আরও ২ বার  
পাক করিতে হয় । ইহা বাতপিত্ত নাশক ।

প্রকৃতি সমসমবেত সমস্ত ব্যাধিতেই বহু পাক অমুক্ত থাকিলেও তৈল বা ঘৃত  
দশপাক বলা তৈলের দ্বারা বহুবার পাক করিলে অতিশয় গুণাধিক্য হয় ।  
বাতব্যাধির মহামাশ্বাদি তৈল ও এইরূপ ১০১২০৫০ বা ১০০ বার পাক করা  
বাইতে পারে । বিরূতিবিষমসমবায়ারক ব্যাধিতে এইরূপ বহুবার পাক করা নিষিদ্ধ ।

গুলকের কাথ ও দুধ দ্বারা, গুলকের কাথ কক দ্বারা, লাক্ষার কাথ দ্বারা, যষ্টিমধু ও  
গাভারীর কাথ দ্বারা তৈল পাক করিয়া বাতরক্তে ব্যবহার করা যায় । এই সকল তৈলে  
দুধ মিশ্রিত করিলে গুণোৎকর্ষ হইয়া থাকে । কেবল যষ্টিমধুর কাথ কক দ্বারাও তৈল  
পাক করিয়া ব্যবহার করা যায় । এই সকল তৈল-প্রকৃতিসমসমবেত ব্যাধিতেই  
প্রশস্ত । ইদানীং ইহাদের প্রয়োগ অতি বিরল ।

### ধূরুকপদ্যক তৈল ।

তৈল ৮ সের, খেতপদ্ম, বেণামূল, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা ইহাদের কাথ ১৬ সের, কঙ্কার্ধ—  
খেতধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও রক্তচন্দন মিলিত ৮ সের । ধূরুকপদ্যক  
শব্দে খেতপদ্ম বুঝায় ।

### নাগবলা তৈল ।

তৈল ১৬ সের, কাথার্ধ—গোরক্ষচাকুলে ১২½ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের ।  
ছাগদুধ ১৬ সের, কঙ্কার্ধ—যষ্টিমধু ৫ পল ও ভুগরপাছকা ৫ পল । এই তৈল  
বাতনাশক ।

### পিণ্ডতৈল ।

তৈল ৮ সের, মোম, মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ, খেতধূনা ও অনন্তমূলচূর্ণ মিলিত ৮ পোয়া অহোরাত্র  
তৈলে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে । ইদানীং এই তৈল পাক  
করিয়া ব্যবহার করা হয় । পাকার্ধ তৈল ৮ সের, এবং ঐ সকল দ্রব্যের কক ৮ সের,  
জল ১৬ সের ।

### পিণ্ডতৈল । (দ্বিতীয় প্রকার)

তৈল ৮ সের, কঙ্কার্ধ—অনন্তমূল, খেতধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও মোম মিলিত ৮ সের,  
দুধ ১৬ সের । কেহ ২ এই তৈলকে মহাপিণ্ড তৈল বলেন ।

### পিণ্ডতৈল। (তৃতীয় প্রকার)

এরুণ্ডতৈল ১/৪ সের, ছন্ধ ১৬ সের। কন্ধার্থ—অনন্তমূল, মোম, শ্বেতধূনা ও ষষ্টিমধু মিলিত ১/১ সের।

### মহাপিণ্ডতৈল।

তৈল ১/৪ সের, ছন্ধ ১৬ সের। কাথার্থ—গুলঞ্চ ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গন্ধতাদালিয়া ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সোমরাজি ১২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ—পিণ্ড (শিলারস), শ্বেতধূনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, রুহতী, দস্তীমূল, কাকলা, পূর্ণবা, চিত্তেমূল, পিপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, খাটানী, নাটাকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, বাসক, নিম, পটোলপত্র, আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ প্রত্যেক পদ ২ তোলা। ইহাতে বাতরক্ত, নানাবিধ কুষ্ঠ, গ্রন্থিবাত, আমবাত, অঙ্গবেদনা, ভগন্দর, অর্শঃ ও জ্বর নষ্ট হয়। চিকিৎসকগণ কণ্ড বা কফপ্রধান অথবা ক্লেদান্বিত ক্রতবহল বাতরক্তে প্রায়শই ইহার ব্যবহার করিয়া সিদ্ধকাম হইয়া থাকেন।

### বাসারুদ্র গুড়ুচী তৈল।

কটুতৈল ১/৪ সের, কন্ধার্থ—পূর্ণবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বার্তাকু, রুহতী, দারুচিনি, কটকারী, নাটাকরঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল, আপাং, পটোলপত্র, ধুস্তুর, দাড়িমফলের ছাল, জয়ন্তীমূল, দস্তী ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা। বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৩ পল। গুলঞ্চ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বাসকের স্বরস ১/৪ সের (অভাবে বাসক ছালের কাথ ১/৪ সের)। পাকার্থ—জল ১/৪ সের। আমরা এই তৈল নানাবিধ বাতরক্তে ব্যবহার করিয়া থাকি। গলিত ও ক্ষুটিত বাতরক্তেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ত্বকের নৈবর্ণ্য ও কালিমা নষ্ট হয়।

### মহারুদ্র তৈল।

কটুতৈল ১/৪ সের, দণ্ডকলসের পত্রের রস ১/১ সের, ধুতুরাপত্রের রস ১/১ সের, আকন্দপত্রের রস ১/১ সের, ভাং পাতার রস ১/১ সের, শলমন্ডনের রস ১/১ সের, আদার রস ১/১ সের, জামিরের রস ১/১ সের, জয়পাল পত্রের রস ১/১ সের। কন্ধার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটুফল, কৃষ্ণজীরে, শুঠ, মরিচ, পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, বিড়ঙ্গ, রান্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মূতা, রক্তচন্দন, সীজ, মূর্খামূল, কুড়, ধনে, অপামার্গ ও মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহাতে বেদনা-প্রবল বাতরক্ত ও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

### বাতরক্তাক্তক লৌহ।

গুলঞ্চের কাথ ১/৪ সের ও ত্রিফলার কাথ ১/৪ সের। এই দুই কাথের সহিত মহিশাঙ্ক গুগ্গলু ১/১ সের ও ভল্লাতক (অভাবে রক্তচন্দন) ১৬ তোলা,

মিশাইয়া পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে, হিঙ্গুলোথ পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা ( উভয়ে কঙ্কলী করিয়া ) অত্র ৮ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা, তেউড়ী, রাখালশসার মূল, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, দস্তী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, স্বর্ণভস্ম প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সুন্দররূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। মাত্রা—১০ সিকি তোলা হইতে ৥০ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—গুলঞ্চের কাথ। ইহাতে ক্ষুটিত এবং গলিত বাতরক্তও আরোগ্য হয়। ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ অতি বিরল।

পথ্য—পুরাতন হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, দুগ্ধ, স্নাত, ডুম্বুর, পটোল, মাণকচূ, হেলেঞ্চা, নিমপত্র ও উচ্ছে প্রভৃতি তিক্তরসযুক্ত তরকারী, যুগ, মসুর, বা বুটের ডাল, দ্রাক্ষা, মিশ্রি ও মোহনভোগ ইত্যাদি।

অপথ্য—দিবানিদ্রা, উত্তাপসেবন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, কুলথকলায়, মাষকলায়, বরবটী, ক্ষারদ্রব্য, জলজ বা আনুপমাংস, মৎস্য, সংযোগ বিরুদ্ধ দ্রব্য, দধি, ইক্ষু, মূলক, মত্ত, তিলবাটা, অন্ন, কাঁজি, কটুদ্রব্য, উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, পেঁয়াজ, রসোন ও ছাতু ইত্যাদি।

## অথ উরুস্তম্ভ চিকিৎসা ।

এইরোগ বাতব্যাধি বিশেষ এবং কফারূপ বাতের সহিত ইহার বিশেষ সাধর্ম্য আছে বিধায়, বাতব্যাধির পর, এইব্যাধি লিখিত হইয়া থাকে। ইহা “সুস্তম্ভে” বাতব্যাধি অধিকারে লিখিত হইয়াছে। এই রোগ মেদঃকফারূপ বাতজ স্তম্ভরাং কফারূপ বাতের দ্বায় ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে। উরুপ্রদেশ কফ ও মেদ দ্বারা স্তম্ভিত হয় বলিয়া ইহার নাম উরুস্তম্ভ। প্রথমে আবরককফ ও মেদঃ নষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বাতের চিকিৎসা করিবে। মেদঃ কফধর্মভূয়িষ্ঠ, স্তম্ভরাং কফক্ষয়কর ঔষধ মেদোনাশক। যে সমস্ত বস্তু কফহর, অথচ বাতবর্জক তাহা ইহাতে প্রয়োজ্য নহে। এই রোগে স্নেহপান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও বিরেচন নিষিদ্ধ। প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণক্রিয়া বিশেষ হিতকর। শিলাজতু ও গুগ্গুলু মেদঃকফনাশক। স্তম্ভরাং উহা দশমূলের কাণ বা গোমূত্র সহ অবস্থাবিশেষে পান করাইবে। শিলাজতুর মাত্রা ৬০ ও গুগ্গুলুর মাত্রা—১০ সিকি। পূর্বোক্ত ষড়্ধর্মরূপ চূর্ণ ঐমহুস জলসহ পান করিলে অথবা পাত্তীরাশিষ্ট সেবন করিলে ফল লাভ হয়। গণ্ডীর ( শমঠশাক ) এবং অরিষ্ট ( নিমপাতা চূর্ণ ) মধুদ্বারা লেহন করিলে উপকার হয়। চই, হরীতকী, রক্তচিতে মূল ও দেবদারু চূর্ণ মধুদ্বারা লেহন করিলে উরুস্তম্ভ উপশমিত হয়। নাটাকরঞ্জপাতা, শোণালুপাতা ও সর্ষপ গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া ব্যাধিস্থানে প্রলেপ দিবে।

বন্দীক যুত্তিকা (উই মাটী) ও সর্ষপচূর্ণ মধুসহ উৎসাদন করিলে বা প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা মেদকফনাশক এবং শোধক। কফক্ষয়ের নিমিত্ত সাধ্যমত ব্যায়াম ও নদীর স্রোতপ্রতিকূলে সন্তরণ দেওয়া বিধি। ইহাতে মহালক্ষ্মীবিনাস, সক্ষাঙ্গসুন্দর, বান্নিশোষণ রস ও হুহুং বাতগজাক্ষুশ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাতরক্তের পুনরণ বা গুণ-গুণু ও অম্লতা গুণ-গুণু অবস্থাবিশেষে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরিশেষে বাতপ্রশমনের নিমিত্ত বাতব্যাদির সৈন্ধবাদি তৈল ও অষ্টকটুর তৈল ব্যবহার করিবে। গুণ্ডাভদ্র রস এইরোগ অধিকারোক্ত ঔষধ। ইহা বিরেচক এবং মধ্য অবস্থায় প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ইদানীং ইহার ব্যবহার অতি বিরল। অত্যন্ত ক্ষয় নিবন্ধন বায়ু প্রকৃপিত হইলে কুষ্ঠাত্য তৈল দুগ্ধসহ পান করিবে।

### অষ্টকটুর তৈল।

সর্ষপ তৈল ১/৪ সের, কটুর (স-সারদধিক্যাত ঘোল) ৩২ সের, দাধি ১/৪ সের, পিপুলমূল ১ পল ও গুঁঠ ১ পল।

### কুষ্ঠাত্য তৈল।

সর্ষপ তৈল ১/৪ সের, কন্ধার্প—কুড়, নবনীতখোটা, বালা, সরলকাঠ, দেবদারু, নাগকেশর, যমানী ও অশ্বগন্ধা মিলিত ১/১ সের। ১০ তোলা মাত্রায় ১/০ আনা মধু ও ১/৮ পোয়া দুগ্ধ সহ পান করিবে।

### গুণ্ডাভদ্র রস।

পারদ ১১০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা শ্বেতকুচের বীজ ৩ তোলা, জয়পাল বীজ ১০ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য জয়ন্তী জামীর, ধুস্তুর ও কাকমাচীরসে এক এক দিন করিয়া ভাণনা দিয়া ঘূতে মর্দন করতঃ ৪ রতি বটা করিবে। অল্পপান—হিং ও সৈন্ধব। এইবোলে যাবতীয় প্রেক্সল দ্রব্য অপথ্য এবং শ্লেষ্মনাশক দ্রব্য পথ্য।

## অন্য আমবাত চিকিৎসা।

আমযুক্ত বায়ুই আমবাত। আমের অর্থ অবিপক রস। উহা বায়ু কর্তৃক চালিত হইয়া শ্লেষ্মস্থানে নীত হয়; তথায় পুনরায় দূষিত হইয়া শরীরের স্রোত সমূহকে অভিযান্দিত করে। আম ও কফ এক জাতীয়; সুতরাং উক্ত কারণে আমের ঞায় কফও দুষ্ট। কুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আমচালক বায়ুর সহিত সংস্রষ্ট হয় এবং ত্রিক ও শরীরের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করতঃ ঐ সকল স্থানে বেদনা এবং শোথাদি স্বরূপ আম সংক্রান্ত ব্যাধি উৎপাদন করে। ত্রিক ও সন্ধিস্থলের বেদনা দ্বারাই কুপিত বায়ু ও কফের প্রবেশ বুঝিতে হইবে। বায়ু ভিন্ন বেদনা উৎপন্ন হইতে

পারে না ; কিন্তু এই বায়ু শ্লেষ্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া যোগবাহিত্ব হেতু কক্ষ্ম প্রাপ্ত হওয়ায় এই বেদনা বাতশ্লেষ্মজ। সুতরাং ইহাতে বাতশ্লেষ্মহর চিকিৎসা করিবে। কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, শোথ, জ্বর, গ্রন্থি প্রভৃতি স্থানে অসহনীয় বেদনা, তৃষ্ণা, দেহের গুরুতা ও অরুচি প্রভৃতি আমবাতের সাধারণ লক্ষণ। এই পীড়া উপেক্ষিত হইলে অত্যন্ত কষ্ট-দায়ক হয়। ইহাতে কোন কোন সময় গ্রন্থি প্রভৃতি স্থানে এমন বেদনা উপস্থিত হয়, যে রোগী যাতনায় উন্মাদের আশঙ্কা হইয়া পড়ে। এই পীড়ায় রোগী অতি অল্প সময়ে আরোগ্যের জ্ঞান অধীর হইলে চলিবে না। রীতিমত চিকিৎসা হইলে, সময় সাপেক্ষ হইলেও এই পীড়া প্রায়শই আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

উরুস্তম্ভে সামবায়ুর চিকিৎসা বলা হইয়াছে। ইহাতেও তাহাই করিতে হইবে। সুতরাং উরুস্তম্ভের ঔষধাদি আমবাতে এবং আমবাতের ঔষধ উরুস্তম্ভে প্রয়োগ করা যায়। এই দুই ব্যাধির পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায়, উরুস্তম্ভের অনন্তর আমবাত চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধির **ব্রহ্ম বাতপজাফুল** প্রভৃতি বাতকফহর ঔষধ সমূহ আমবাতে প্রয়োগ করিবে।

আমবাতে যথাক্রমে রুক্ষশ্বেদ, বিরচন, লজ্জন, তিক্ত, কটু, দীপন (যমানী, শুঠ, চিত্তেমূল প্রভৃতি) দ্রব্য সেবন ও মেহপান করাইবে। ইহাতে কদাচ স্নিগ্ধশ্বেদ প্রযোজ্য নহে। আমরস বা শ্লেষ্মার সংক্ষয় না হইলেও মেহপান বা মেহাভ্যঙ্গ বিধেয় নহে। **আম-বাতের বিশেষ স্নেহ, প্রলেপ ও তৈল** অতঃপর লিখিত হইল। সজিনা মূলের ত্বক্‌ঘটিত প্রলেপ আমবাতে বিশেষ ফলপ্রদ। অভ্যঙ্গার্থ রসুন ও শুঠ ঘটিত তৈল বিশেষ উপকারী। আমবাতে শুঠ সর্দশ্রেষ্ঠ ঔষধ। কেহ কেহ শুঠ ও গুলঞ্চ একত্রে প্রাধাত্য নির্দেশ করেন। ফলতঃ শুঠ, গুলঞ্চ, রসুন, তরীতকী, গুগগুলু ও নিম্বার-তক্র আমবাতের পরমৌষধ। কাঁজি অন্নরস হইলেও আমবাত নাশক, কিন্তু ইহা আম-বাতের প্রলেপ, শ্বেদ ও তৈলাদি পাকভিন্নত্বলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। আম-বাতের উপক্রমের মধ্যে শ্বেদ ও বিরচন অগ্রগণ্য। ইহাভিন্ন ব্যাধি সহর প্রশমিত হয় না। মলবদ্ধতা স্থলে **রাশ্মাদেশমূল কক্ষ্ম** বিশেষ হিতকর। আমবাতে বিরচনার্থ এরও তৈল বিশেষ উপকারী। উহা আমবাত নাশক।

বাতশ্লেষ্মিক জরের বালুকাশ্বেদ আমবাতের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। ইহা শ্লেষ্ম ও আম শোষক। আমবাতে শোণ থাকিলে প্রলেপাদি সহ পুনর্ব্যবহার করিবে। বিষাদিপঞ্চমূলসাদিত অন্নপান বা তৎকথায় পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয়।

আমবাতে কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ **ত্রিফলাদি চূর্ণ ও বিরচন বাটিকা** প্রয়োগ করা যায়। উহা দ্বারা অকৃতকার্য হইলে উপায়ান্তর অবলম্বন করিবে। গুগগুলু ভেদক ; সুতরাং গুগগুলু ঘটিত ঔষধ আমবাতে প্রশস্ত। ইহা সংশোধন ও সংশমন এই উভয় কার্য্যকারী। বাতব্যাধির **টৈল** আমবাতে মর্দনার্থও ব্যবহৃত হয়। ব্যাধির প্রথম অবস্থায় তৈলাদি মেহ-পদার্থের অভ্যঙ্গ বা পান হিতকর নহে। কেবল

বাতজ পক্ষাঘাত, বেপথুবাৎ প্রভৃতিতে প্রথম অবস্থায় স্নেহাভ্যাস বা পান হিতকর । রোগীর কফপ্রাধান্য থাকিলে পঞ্চকোলা কক্ষাস পান হিতকর । শোথপ্রাবল্য থাকিলে শ্বেত পুনর্নবার কাথে শর্ট চূর্ণ ১০ সিকি ও শুঁঠ চূর্ণ ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । বাতপ্রবল আমবাতে রাশ্মি পঞ্চমূল কক্ষাস বিশেষ হিতকর । শরীরের অধিকাংশ স্থানে শোথ বা আমরস ব্যাপ্ত হইলে রাশ্মিপঞ্চক কক্ষাস ব্যবহার করিবে । রাশ্মিপঞ্চক সর্ববিধ আমবাতেই ব্যবহৃত হয় । প্রভাব বশতঃ ইহা সকল অবস্থাতেই কার্য্যকারী । পাটনাই শুঁঠ চূর্ণ ১০ মাত্রায় কাঁজিসহ পান করিলে বা রাশ্মিপঞ্চক কক্ষাস সহ পান করিলে আমবাত নষ্ট হয় । বৈশ্বানর চূর্ণ, যোগরাজ গুগ্গুলু, সিংহনাদ গুগ্গুলু, শিবাগুগ্গুলু, রসোন পিণ্ড, আমবাতগজসিংহ মোদক, বৃদ্ধদারাদ্র, আমবাতাদ্রিবজ্ররস, আমবাতারি বটিকা, আমবাতেশ্বর রস, বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু, বাতারি গুগ্গুলু, পঞ্চাননরস লৌহ, আমপ্রমাথিনী বটিকা, বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল, বিজয় ভৈরব তৈল, প্রসারণী সন্ধান, শুষ্ঠী ঘৃত, শৃঙ্গবেরাদ্র ঘৃত ও কাজিকমটপলক ঘৃত অবস্থাবিশেষে আমবাতে ব্যবহৃত হয় । এতন্মধ্যে সিংহনাদ গুগ্গুলু, বৈশ্বানর চূর্ণ, রসোন পিণ্ড ও বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । আম-বাতে ঘৃত প্রয়োগ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না । বাতব্যাদিবিধিত রসোন পিণ্ড, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু, বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ, কৃষ্ণচতুস্মুখ, অগ্নিমান্দোর রামবাণ রস এবং কফ নাশক কফচিন্তামণি ও মহালক্ষ্মাবিলাস আমবাতে বিশেষ ফলপ্রদ ।

আমলাতের বিশেষ স্নেহ । যথা—কার্পাস বীজ, কুলথ কলাই, তিল, যব, এরণ্ড মূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ, সজিনাছাল ও কাঁজি । প্রথমতঃ কাঁজিদ্বারা দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া গরম করতঃ এরণ্ডপত্রে পোটলিবদ্ধ করিয়া স্নেহ দিবে, অথবা পরিমিতরূপে কাঁজিতে উক্ত দ্রব্য সমূহ নিক্ষেপ করিয়া যথানিয়মে নাড়ীস্নেহ দিবে । এই বিধি সন্মোৎকৃষ্ট । এই সকল দ্রব্যদ্বারা কেহ কেহ শঙ্কর স্নেহ দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হইলে যথালভ্য দ্রব্যদ্বারা স্নেহ প্রদান করিবে । কেহ কেহ উহার মধ্যে যে কোনও একটা দ্রব্যদ্বারাও স্নেহ দিবার ব্যবস্থা দেন কিন্তু তাহা সকল অবস্থায় সমাচীন বলিয়া মনে হয় না । কোনও দ্রব্যের অভাব হইলে ঐ যোগের অন্তর্নিহিত সমগ্ৰবিশিষ্ট অল্প দ্রব্যদ্বারা কার্য্য নির্বাহ করা ব্যবস্থ্যয় । উপরি লিখিত মসিনা, সজিনা ছাল, যব ও পুনর্নবা আমবাতে বিশেষ উপযোগী ।

আমলাতের বিশেষ প্রলেপ । যথা—সজিনাছাল, আদা, ওঁকড়া, রসুন, সৈন্ধব ও হিরাকস একত্র বাটিয়া গরম করতঃ ব্যাধি স্থানে প্রলেপ দিবে ।

আতপ চাউল এবং বালুকা খোলায় ভাজিয়া তৎসহ আদা ও সজিনা ছাল মিশাইয়া নিসিকা পাতার রস, রসুনরস বা আদার রস, ইহার যে কোনও একটি রসে পেষণ ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে রস শুষ্ক হয় ।

মহুরের ডাল, আদা ও সজিনার ছাল অথবা কেবল মহুরের ডাল বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলেও রস শুষ্ক হইয়া থাকে ।

**রাস্না দশমূল কষায়** । যথা—দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু । প্রক্ষেপার্থ—এরণ্ড তৈল ১০ তোলা । কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে, এরণ্ড তৈল আবশ্যক মত দিয়া এই কষায় পান করিবে । সাধারণতঃ এরণ্ড তৈল ২ তোলা হইতে ২১০ তোলা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় ।

দশমূলের কষায়ে ১০ তোলা এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও আমবাত ও কটীশূল নষ্ট হয় ।

#### রাস্নাপঞ্চক ।

রাস্না, দেবদারু, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও এরণ্ডমূল । কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ।

#### রাস্না সপ্তক । ( ব্যাদিদিপরাণ )

রাস্না, গুলঞ্চ, শোণালু আঠা, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ড মূল ও পুনর্ণবা—ইহাদের কাথে শুঁঠ চূর্ণ ১০ দিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে । এই কষায় সচরাচর আমবাতে ব্যবহৃত হয় । কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে শুঁঠের পরিবর্তে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ।

**বিশ্বচূর্ণ** । যথা—পাটনাই শুঁঠ চূর্ণ ৮০ আনা কাঁজি সহ পান করিবে । এই ঔষধ ইদানীং রাস্নাসপ্তক কষায় সহ ব্যবহৃত হয় । কেহ কেহ দেশীয় শুঁঠ চূর্ণের পরিবর্তে “জিঙ্গার পাউডার” ব্যবহার করেন । শুঁঠ চূর্ণ, সৈন্ধব ও কাঁজিসহ অনাহার করিলে আমবাত প্রশমিত হয় ।

#### বৈশ্বানর চূর্ণ ।

সৈন্ধব ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী : অভাবে যমানী ) ৩ ভাগ, শুঁঠ চূর্ণ ৫ ভাগ হরিতকী ১২ ভাগ । মাত্রা ১০ আনা । অল্পপান কাঁজি, ঘোল বা গরম জল । ইহাতে আমবাত, প্লীহা, গ্রন্থিশূল, অনাহার ও পীনস নষ্ট হয় । ইহা অল্পলোমক ।

#### শোণারাজ গুণ্ডা, গুলু ।

রক্তচিতে মূল, পিপুল মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরে, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরে, দেবদারু, চই, এলাচি, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, ত্রিফলা, মূতা, ত্রিকটু, দারু চিনি, বেণামূল, ববল্লার, তালীশ পত্র, তেজপাত প্রত্যেক সমভাগ, সর্বচূর্ণ সম গুণ্ডা গুলু, স্নাত দ্বারা মর্দন করিয়া ১০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে । ইহাতে আমবাত, প্লীহা, গুল্ম, উদর ও অনাহার নষ্ট হয় । অল্পপান—গরম জল ।

### সিংহ নাদ গুগ্গুলু ।

ত্রিফলা প্রত্যেক ১২ তোলা, কাথার্থ—জল ৮৥ সের শেষ ৮০ পোয়া, শোধিত গন্ধকচূর্ণ ১ পল, গুগ্গুলু, ১ পল, এরও তৈল ৮৥ সের। প্রথমতঃ গন্ধকচূর্ণ ও গুগ্গুলু এরও তৈল দ্বারা পেষণ করিয়া পরে ত্রিফলার কাথ সহ লৌহ পাত্রে পাক করিবে। ঈষৎ তৈল নিঃসরণ হইলেই পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। মাত্র ৮০ আনা হইতে ৯০ তোলা। অন্নপান—গরম জল।

### X শিবা গুগ্গুলু ।

ত্রিফলা প্রত্যেক ৮৥ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮৪ সের। তাহাতে এরও তৈল ২ পল, গন্ধক ৬ তোলা ও গুগ্গুলু ২ পল একত্র গুলিয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, রান্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল, দন্তীমূল, শুঠ ও দেবদারু প্রত্যেক ১ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মিশাইয়া নামাইবে। মাত্রা ও অন্নপান পূর্ববৎ। ইহাতে আমবাত, কটিশূল গৃধসী প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

### আমবাত গজসিংহ মোদক ।

শুঠচূর্ণ ৮ সের, যমানী ৮ সের, জীরক ২ পল, ধনে ২ পল, গুলুফা ১ পল, লবঙ্গ ১ পল, সোহাগা খই ১ পল, মরিচ ৩ পল, তেউড়ী, ত্রিফলা, যবক্ষার, পিপুল, শটী, এলাচি, তেজপাত, চই, লৌহ, অন্ন ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, সমস্ত দ্রব্যের তিনগুণ চিনি। পাকান্তে মধু ও ঘৃত দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—৯০ তোলা। অন্নপান—উষ্ণজল বা উষ্ণজল। ইহাতে বেদনা ও অর্শপিত্ত নষ্ট হয়।

### হৃদ্ধদারাদ্য লৌহ ।

শোধিত হৃদ্ধদারক বীজ, তেউড়ী, দন্তী, গজপিপুল, মাণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ প্রত্যেক সমভাগ, সর্বচূর্ণসম লৌহতাম্র।

### বাতারি গুগ্গুলু ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, রক্তচিত্তে, দন্তীমূল, মরিচ, প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিফলা (মিলিতচূর্ণ) ৫ তোলা, গুগ্গুলু ১০ তোলা। ঘৃতদ্বারা মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে। অন্নপান গরমজল। ইহা আমবাতের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

### আমবাতারি বটিকা ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা প্রত্যেক ৩ ভাগ, চিতে ৪ ভাগ, গুগ্গুলু ৫ ভাগ, এরওতৈল দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি মাত্রা উষ্ণজলসহ পান করিবে। ইহাতে হৃদ্ধ এবং ডাল অপথ্য।

### আমবাতেশ্বর রস ।

গন্ধক ৪ তোলা, তাম্রতাম্র ৪ তোলা, পারদ ২ তোলা লৌহ ২ তোলা, এরওমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপর পঞ্চকোলের কাথে ২০ বার ও গুলফের রসে ১০ বার ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ তাহার সহিত সোহাগার ঠৈ সর্বসম, সোহাগার



৷গ বিটলবণ. বিটলবণের সমান মরিচ লইবে এবং তেঁতুলক্ষার ও দস্তীমূল প্রত্যেক পারদের সমান, ত্রিকটু. ত্রিফলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক পারদের অর্দ্ধভাগ। বটিকা ৪ রতি। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক শোথ ও গ্রহণীনাশক।

### বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গলু।

ত্রিকটু. ত্রিফলা, আকনাদি, গুল্ফা. হরিদ্রা. দারুহরিদ্রা, বনযমানী. বচ, হিং, হবুধা. গজপিপুল. ছোটএলাচি, শটী. ধনে, বিটলবণ. সচলবণ. সৈন্ধবলবণ. পিপুলমূল, দারুচিনি, বড়এলাচি, তেজপাত. নাগকেশর. ফণিজবক. (তুলসীবিঃ) লৌহ. স্বেতধুনা, গোক্ষুর, রান্না. আতৈষ. শুঁঠ. যবক্ষার, অন্নবেতস, চিতেমূল. কুড়. চই. মহাদা. দাড়িমের খোসা. এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, কুলশুঁঠ. দেবদারু. হরিদ্রা. কটুকী. বলাড়ুমুর, মূর্খামূল, ছুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গ, যমানী, বাসক ও অন্ন প্রত্যেক সমভাগ, শোধিত গুগ্গলু সর্ষপ সম, ঘৃতদ্বারা মর্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান—গরমজল। ইহাতে নানাবিধ আমবাত ও কফাক্তগত বাতব্যাদি আরোগ্য হয়। গৃধ্রসী ও ক্রোষ্ট্রীশীর্ষেও এই ঔষধ প্রযুক্ত হইতে পারে।

### ত্রিফলাদি লৌহ।

ত্রিফলা. মৃতা. ত্রিকটু. বিড়ঙ্গ. কুড়. বচ, চিতেমূল ও গষ্টমধু প্রত্যেক ১ পল. লৌহ ৮ পল, গুগ্গলু ৮ পল. ১২ পল মধুদ্বারা মর্দন করিয়া ১০ সিকি মাত্রায় মধুসহ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা আমবাত. তজ্জনিত উদরের বেদনা. পাণ্ডু. হলৌমক. বাতজশূল, শোথ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

### পঞ্চানন রস লৌহ।

লৌহ ৫ পল. গুগ্গলু ৫ পল. অন্ন ২৥ পল, গন্ধক, পারদ প্রত্যেক ২৥ পল. কাথার্থ—ত্রিফলা প্রত্যেক ১৫ পল. জল ৯০ সের. শেষ ১১ সের; এই কাথে পুনোক্ত লৌহ, অন্ন ও গুগ্গলু পাক করিবে; পরে ঘৃত, শতমূলী রস ও তক্ষ প্রত্যেক ৮ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে এবং উহার আসন্ন পাকে বিড়ঙ্গ. শুঁঠ, ধনে গুলঞ্চের চিনি. জারে. পঞ্চকোল. তেউড়ী, দস্তী, ত্রিফলা. বড় এলাচি. মৃতা প্রত্যেক ৪ তোলা মিশাইবে। তৎপর নামাইয়া ঈষদ্বক্ষ থাকিতে ৮ তোলা কজ্জলী মিশাইয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১০ সিকি, ঘৃত ও মধু সহ মাড়িয়া গুলঞ্চ. শুঁঠ ও এড়ণ্ডমূলের কাথে গুলিয়া পান করিবে। ইহা পুরাতন আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পূর্বে বিরোচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ ব্যবহার করিবে। ইহাতে আমবাত, কুক্ষি শল. গৃধ্রসী, শোথ ও পাণ্ডু আরোগ্য হয়।

### আম প্রমাথিনী বটিকা।

সোরা, আকন্দমূলের ছাল চূর্ণ, গন্ধক. লৌহ. অন্ন প্রত্যেক সমভাগ, মৌদাল পাতার রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—তেউড়ী মূলের কাথ।

### আমবাতাঙ্গিবজ্জ রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র ও অহিফেন প্রত্যেক ১ ভাগ, যবক্ষার ৭ ভাগ. আকন্দপত্র রসে মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে । কেহ ২ সিদ্ধিপত্ররসে মাড়িয়া বটী করিয়া থাকেন ।

### সৈন্ধবাদিতৈল ।

কটুতৈল ১৪ সের, কন্ধার্প—সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, কটফল, গুল্ফা, যুতা, চই, মেদ, মহামেদ, জয়পালছাল, তেউড়ী, হিজলছাল, বালা, চিতে, ব্রহ্মযষ্টি, শটী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুক, আতৈষ. এরণ্ডমূল, আকনাদি, নীলমূল, দস্তীমূল, মরিচ. বনযমানী, পিপুল, কুড়, রান্না ও পিপুলমূল প্রত্যেক ২ তোলা । ইহাতে নানাবিধ আমবাত ও বেদনা নষ্ট হয় ।

### রহৎ সৈন্ধবাদিতৈল ।

এরণ্ড তৈল ১১ সের. পাকার্প—গুল্ফার কাথ ১৪ সের. কাজি ৮ সের. দাধরমাত ৮ সের. কন্ধার্প—সৈন্ধব. গজপিপুল, রান্না, গুল্ফা. যমানী. সাচিষ্কার. মরিচ, কুড়. শুঁঠ, সচলবর্ণ. বিটলবর্ণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরে, কুড় ও পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা । ইহা আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ । এই ঔষধ সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আমবাতের বিশেষ তৈল । যথা—কটু তৈল ১১ সের. কাধার্প—নিমপাতা, নিসিন্দাপাতা, ধুতুরা পাতা. বিষকচুর ডাঁটা, তামাকের ডাঁটা ও পাতা মিলিত । পোয়া. জল ৪ সের. শেষ ১১ সের । কন্ধার্প—বিষ. গুল্ফা. দেবদারু. মরিচ. পিপুল. গন্ধগন্ধা প্রত্যেক ১ তোলা, পাকার্প—জল ২২ সের ।

দ্বিতীয় প্রকার আমবাতের বিশেষ তৈল । যথা—কটু তৈল ১১ সের । কন্ধার্প—রসুন, শুঁঠ. বিষ. কুড়, মনঃশিলা, তুঁতে, নিশাদল ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা । জল ৪ সের ।

প্রসারণী সন্ধান । যথা—গন্ধ ভাদালিয়া ৮ সের. জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের । এই কষায়ে গুড় ১১ সের এবং রসুন ১১ সের মিলাইয়া যুথ ঢাকিয়া ১ সপ্তা কাল রাখিবে । তৎপর ছাঁকিয়া তাহাতে পিপুল, পিপুলমূল, চই. চিতেমূল ও শুঁঠ ইহাদের মিলিত চূর্ণ ১২ সের প্রক্ষেপ দিবে । ইহার নাম প্রসারণী সন্ধান । ইহা আমবাত নাশক ।

### বিজয় তৈল বা সূত তৈল ।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা, কাঁজিতে পেষণ করিয়া. তদ্বারা স্তম্ভবজ্জখণ্ড লিপ্ত করিবে. পরে শুষ্ক করিয়া বাতির ত্রায় পাকাইবে ।

এই ব্যক্তির অগ্রভাগে তৈল মাখাইয়া জ্বালাইবে এবং ঠোঁটে বিন্দু ২ তৈল চিকিৎসা করিবে। ইহা বিন্দু ২ স্তন্যস্থিত পাত্রে বিন্দু ২ স্তন্যস্থিত হইবে। উল্লিখিত ব্যক্তিতে ১৬ তোলা তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। এই তৈল ৩৪ বিন্দু মাত্রায় দুগ্ধশ পান করিতেও দেওয়া হয়। এই তৈলের সহিত অহিফেন মিশাইলে অহা-শিষ্ণু তৈল বল তৈল হয়। ইহা অত্যন্ত বায়ুনাশক এবং বেদনা প্রশমক। ইহাতে আমবাত, পক্ষাঘাত ও কম্পবাত নষ্ট হয়। এই তৈল প্রথম অবস্থায় ব্যবহার্য্য নহে।

### শুভ্রীতস্ম।

ঘৃত ১/৪ সের. শুঁঠের কাণ ১৬ সের। কক্কার্থ—শুঁঠ ১/১ সের, পাকার্থ—জল ১৬ সের। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক এবং আমবাত ও কটীশূল নাশক।

### শৃঙ্গবেল্লাদ্য স্মৃত।

ঘৃত ১/৪ সের. কক্কার্থ—শুঁঠ, যবক্ষার, পিপুল, পিপুলমূল, চট্ট, চিত্তেমূল, হিং, গণিয়ারী মিলিত ১/১ সের. কাঁজি ১৬ সের। ইহাতে শূল, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণী দোষ নষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

বাতরক্তের গুড়ুচী স্মৃত ও আমবাতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

পথ্য—লঘু দ্রব্য, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মৃগাদির ডাল, পটোল, আদা, বেগুন, সাজনা, করোলা প্রভৃতি তিক্তদ্রব্য, রসোন, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী, রাত্রিতে রুটী সুজি, খই ইত্যাদি। মিষ্ট দ্রব্যের মধ্যে মিশ্র, মৎস্যের মধ্যে মাগুর, মৌরলা প্রভৃতি এবং জল সাধিত দুগ্ধ অবস্থাবিশেষে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

অপথ্য—শ্লেষ্মকর দ্রব্য, মাষকলাইয়ের ডাল, অন্ন, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, অধিক মিষ্ট দ্রব্য, পুঁইশাক, কাঁচাকলা, নূতন চাউলের অন্ন, চালিতা, লাউ, দিবাশিলা, রাত্রিতে অন্নাহার, অমাবস্থা বা পূর্ণিমার রাত্রিতে ভোজন ঠাণ্ডালাগান ইত্যাদি।

## অন্ন শূল চিকিৎসা।

আমবাতেও শূল হয়। এজন্য আমবাতের পর শূল চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। আমবাতের ন্যায় শূলও আম জনিত; সুতরাং আমবাতের পর শূল লিখিত হয় এই মত মনোনীত নহে। অবস্থাবিশেষে শূলে বমন, লজ্জন, শ্বেদ পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষার, চূর্ণ ও গুড়িকা ব্যবহার করিবে। ব্যাধি আম বা কফানুগত হইলে—বমন, লজ্জন ও পাচন হিতকর। পিত্তপ্রধানে শ্বেদ প্রযোজ্য নহে। কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ ফলবর্ত্তি ব্যবহার্য্য। ক্ষার, বাতপ্রধানে ব্যবহার করিবে। চূর্ণ ও গুড়িকা শমনার্থ প্রয়োগ করিবে। শূলরোগে

শ্বেদ আণ্ডবেদনা নিবারক ও সুখকর। সূতরাং নানাবিধ শূলে বেদনা প্রশমনার্থ কুশর ( তিলকক ) শ্বেদ, পিণ্ডশ্বেদ, ভেকাদি মাংসের স্নিগ্ধশ্বেদ, পাত্রশ্বেদ ও উপনাহ শ্বেদ, প্রয়োগ কারবে। শূল মাত্রেই বাতপ্রধান। বায়ু ভিন্ন শূল হইতে পারে না; সূতরাং সর্দবিধ শূলেই বায়ু নাশক চিকিৎসা করা আবশ্যক। নারিকেল খণ্ড ও পুগখণ্ড ইহার প্রসিদ্ধ ঔষধ। বহুদিনের পুরাতন শূলে লীজপূরাদ্য ঘ্রাত ও ব্রহ্ম-নাথ চিন্তামনি ফলপ্রদ। ঘ্রাতুলোহ, নারিকেল লবণ ও বিদ্যাবল্লাভ শূল রোগে সর্দদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঘ্রাতুলোহ অল্পশূলে বা পিত্তাশ্বিত শূলে বিশেষ ফলপ্রদ। বজ্রক্ষার আণ্ড বেদনা নাশক। সূতরাং ইহা এই রোগের প্রথমাবস্থায় সঘর বেদনা নিবারণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই ঔষধ বহুদিন একাদিক্রমে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। বহুদিনের জীর্ণবাত শূলে শ্বেহলবণ, পত্র লবণ, দাধিকঘ্রাত, চিন্তামনি চতুর্মুখ, শূলগজেন্দ্র তৈল মালিণ করিবে। শূলরোগ বহুদিনের হইলে প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। কোষ্ট পরিক্ষারার্থ হরীতকী খণ্ড ব্যবহার করিবে। সমান্যাদি চূর্ণ, হিঙ্গাদি চূর্ণ ও আম্রাম কাঞ্জিক শূলরোগে ব্যবহৃত হয়। মহালনা তৈল পুরাতন শূলে বিশেষ ফলপ্রদ। হিং, আতৈষ, ত্রিকটু, বচ, সচল লবণ ও হরীতকী ইহাদের মিলিত চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় গরমজল সহ বা কাঁজিসহ পান করিলে শূল নিবৃত্তি হয়।

সমান্যাদি চূর্ণ ( বাতশূলে )।

যমানী, হিং, সৈন্ধব, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা, উষ্ণজল বা কাঁজিসহ পান করিবে।

নাপল্লাদি কষাণ্ড। ( আম্রশূলে )

গুঁঠ ১০ সিকি, এরণ্ডমূল ৮০ ও যব ১ তোলা। ইহাদের কাথ পান করিলে বেদনা নষ্ট হয়।

হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং, অল্পবেতস, সচললবণ, পিপুল, যমানী, যবক্ষার, সৈন্ধব ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা উষ্ণজল বা কাঁজিসহ পান করিবে। ইহা অত্যাৎকষ্ট ঔষধ।

নারিকেলখণ্ড ( বাতশূলের )।

সুপক্ক নারিকেল কোরা ৪ পল বা ১১ সের, ভর্জনার্থ ঘৃত ১পল বা ৮ তোলা জ্বল লাল হইলে চিনি ৪পল সহ ১৪ সের নারিকেল জল ও কিঞ্চৎ নারিকেল কোরা মিশাইয়া পাক করিবে। পাকশেষে শীতল অবস্থায়—ধনে, পিপুল, মুতা, জীরে, কৃষ্ণজীরে ও বংশলোচন প্রত্যেক ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ ১০ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে অল্পপিত্ত, অরুচি, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, বায়ু, শূল, পৃষ্ঠশূল, ও পিত্তরোগ নষ্ট হয়। ইহা শূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাতশূলে মদন ফল কাজি দ্বারা পেষণ করিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিবে। জীবন্তীমূল বা জীবন্তী কাজি দ্বারা নাভিদেশে প্রলেপ দিলে শূল নষ্ট হয়। পার্শ্বশূলে সতৈল জীবন্তী কঙ্কের প্রলেপ দিবে।

ইদানীং অনেকে এই রোগের প্রথম অবস্থায় সোড়া বা তাদৃশ ক্ষার দ্রব্য সেবন করিয়া আশুশান্তি লাভ করেন ; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণামে অশুভজনক।

### মাত্রীলৌহ ।

আমলকা চূর্ণ ৮ পল, লৌহ ভস্ম ৪ পল, ষষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, আমলকী কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১০ আনা পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধসহ ব্যবহার্য। আম্লোদগার হইলে শীতল জল সহ পান করিবে। কেহ আমলকীর কাথের পরিবর্তে গুলঞ্চের কাথে ভাবনা দেন। এই ঔষধ আহারের পূর্বে সেবন করিলে বাতপৈত্তিক ব্যাধি ও শূল নষ্ট হয়। আহারের মধ্যে সেবন করিলে বিষ্টম্ভ নষ্ট হয় ও আহারীয় দ্রব্য অন্নপ্রাপ্ত হইতে পারে না এবং আহাৰাগ্বে সেবন করিলে পরিণাম শূল ও অন্নপিপ্ত নষ্ট হয়। ইহা রক্তপরিষ্কারক এবং পাণ্ডু ও কামলানাশক।

### পুগথ ৩ ।

সুপক্ক সুপুরি ষণ্ড ষণ্ড করিয়া সজল দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ঘোত করিয়া গ্রহণ করিবে। (ইতি পুগ শুদ্ধি) তৎপর উহা চূর্ণীকৃত ও শুষ্ক করিয়া ছাঁকিয়া ৮ পল গ্রহণ করিবে এবং উহা ১১ সের ঘূতে ভাজিয়া তাহাতে আমলকীর রস ১ সের, শতমূলীর রস ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৬১ সের মিশাইয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে নাগকেশর, যুতা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকী, পিয়াল, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচি, জীরা, রক্ষজীরা, পাণিফল, বংশলোচন, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ধনে, কাকলা, রায়্য, তগরপাত্কা, বাল্য, বেণামূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক ৪ তোলা মিশাইয়া স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে স্তরীকৃত করিবে। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান দুগ্ধ। ইহা শূল, অজীর্ণ, দৃষ্ট অন্নপিপ্ত, বমন, পাণ্ডু ও প্রদর নিবারক।

### দাশিক স্নাত ।

স্নাত ১৪ সের, দধিরমাত ১২ সের। কঙ্কার্ধ—পিপুল, শুঠ, বিষ্ণুমূল, রক্ষজীরে, চই, চিতে, হিং, দাড়িম, মহাদা, (অভাবে অন্নবেতস) বচ, যবক্ষার, অন্নবেতস, পুনর্ণবা, রুক্ষলবণ, জীরক ও টাবা লেবুর মূল মিলিত ১ সের। মাত্রা ১০ তোলা, দুগ্ধ সহ পেয়।

### বীজ পুরাদ স্নাত ।

স্নাত ১৪ সের। কঙ্কার্ধ—টাবা লেবুর মূল, এরণ্ড মূল, রায়্য, গোক্ষুর, বেড়েলা মূল প্রত্যেক ৫ পল নিম্বুগ বব ১০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। দধিরমাত ১৮ সের। কঙ্কার্ধ—ধনে, হরীতিকা, ত্রিকটু, জি, সচললবণ, বিট, দৈক্ষন, যবক্ষার, সাচিঙ্গার, অন্নবেতস,

কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্ণ জীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা শূল প্রশমক। অবস্থা বিশেষে বিষ্মুও, মহাবিস্মুও, নারায়ণ, মহানারায়ণ, অম্বাম-নারায়ণ, মহামাম, সপ্তপ্রস্থমাম ও অষ্টাদশ শতিক। প্রসারণী তৈল। অভ্রজ্জ্বল বা চতুর্জ্জ্বল বেদনা স্থানে মালিশ করিয়া শ্বেদ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

### শূলগজেন্দ্র তৈল।

তিল তৈল ৮ সের, কাথার্থ—এরগুমূল ও দশমূলের প্রত্যেক পদ ৫ পল, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩৮০ সের। যবকাথ ১৬ সের, ছুন্ধ ১৬ সেব। কন্ধার্থ—গুঠ, জীরে, বমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল শূল, জ্বর ও রক্ত-পিত্তনাশক।

শূলরোগে বিরেচনার্থ হরী ৩ কী খণ্ড, অভ্রান্দ্য মোদক, এরও তৈল বা অগ্ন্যজ্বলি বিরেচক দ্রব্য ব্যবহার করা কঠব্য। শূলমাত্রেরই পরিণামাবস্থায় বাত প্রধান হয়; সুতরাং শেষে বাতশূলের চিকিৎসা করিবে।

পথ্য—পুরাতন তথূলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের কোল, ছুন্ধ, মোহন ভোগ, কৃষ্ণতিল বাটা, মাখন, কাঁজি, আমলকী, কমলা লেবু এবং অবস্থা বিশেষে লুচি ইত্যাদি।

অপথ্য—ডাল, কাল, তিত্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, শাক, কাঁচাকলা, আলু প্রভৃতি।

## পিত্তশূল চিকিৎসা।

বাতশূল যে সমস্ত প্রক্রিয়া ও ঔষধ লিখিত হইয়াছে, পিত্তশূলেও শ্বেদ বাতীত প্রায় তাহাই অনুষ্ঠেয়। গুড়ুচ্যানি দ্বাত, বাত্ৰীনৌহ, ব্রহ্ম বাত চিষ্টামনি, নারিকেল খণ্ড, ব্রহ্ম শতাবরী মঞ্জুর ও সপ্তা-ম্রুত লৌহ পিত্তশূলে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের অল্পপিত্ত হর শোণ ও অল্পপিত্তারি বটী প্রথম অবস্থায় বিশেষ ফলপ্রদ। আমাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে পিত্তজশূলে বমনভাব হইয়া থাকে, তথায় পিত্তনিহরণার্থ পলতা ও নিমের অর্দ্ধশত কষায় আকণ্ড পান করিয়া গলায় অঙ্গুলি দিয়া বমন করিবে। ইহাতে লবণ জলের বমন, তামা বা ভূঁতের বমন একেবারে নিষিদ্ধ। ইহাতে শীতল জলে অবগাহন ও শীতলজলপূর্ণ কংসাদি পাত্রে বেদনা স্থানে ধারণ করা হিতকর। উগ্রঔষধ সেবন না করিয়া স্মৃগুর বিরেচন ঔষধ দ্বারা পিত্ত বা মল নিহরণ করিবে। আমলকীর স্বরস, ভূমি কুয়াণ্ডের স্বরস, বলা ডুম্বল বা কিস্মিসের কাথ, ইহাদের

অন্ততম যোগ চিনিসহ সেবন করিলে সন্ধ্যা পিত্তশূল নষ্ট হয়। পিত্তশূলে বিরোচনার্থ যষ্টিমধুর কাথে ৩ তোলা এরও তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। আমলকীচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলেও পিত্তশূল নষ্ট হয়।

### শুষ্কি-ষোণ।

কিছুক ৥ সের, যমানী ৥ সের, হেলেঞ্চা ৥ সের হাঁড়ির মধ্যে মুখবন্ধ করিয়া ২ দিন জাল দিবে। ঐ ভস্ম ১০ আনা মাত্রায় শীতল জলসহ সেব্য।

### নারিকেল খণ্ড।

ভর্জনার্থ ঘৃত ৫ পল, নারিকেল কোরা ৮ পল। পাকার্থ—নারিকেল জল ১৬ সের, চিনি ১২ সের, শুঁঠচূর্ণ ১১ সের, দুগ্ধ ১২ সের, যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। আসন্ন পাকাবস্থায় বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, চতুর্জাতক, ধনে, পিপুল, গজাপুল ও জীরে প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ১১০ তোলা। ইহাতে নানাবিধ শূল ও পরিণাম শূল নষ্ট হয়। যদিও এই নারিকেলখণ্ড পিত্তশূলে লিখিত হওয়ায় এখানে উদ্ধৃত হইল কিন্তু ইহা পিত্তশূলে বিশেষ ফলদায়ক হইবার সম্ভাবনা কম। বেহেতু, ইহা আগ্নেয়। ইহা অপেক্ষা বাতশূলের নারিকেলখণ্ড পিত্তশূলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ককালুবন্ধ শূলে ইহা ফলপ্রদ হইবে।

### শতাবরী মগুর।

শোধিত জীর মগুর ৮ পল, শতমূলীরস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল একত্র পাক করিয়া পিণ্ডবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা হইতে ১১০ তোলা। অল্পপান—দুগ্ধ ১০ ছটাক।

### হহং শতাবরী মগুর।

ত্রিফলা কাথ ভাবিত পুরাতন মগুর ৮ পল, পাকার্থ—শতমূলী রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকী রস ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। পাকান্তে প্রক্ষেপার্থ—জীরে, ধনে, মুতা, ত্রিজাতক, পিপুল, হরীতকী প্রত্যেক ১১০ তোলা। ইহা দ্বারা পিত্তাদিক শূল, ত্রিদোষজ শূল, অগ্নিপিত্ত, বনি ও শ্বাস আরোগ্য হয়।

### সপ্তাশ্বত লৌহ।

যষ্টিমধু ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ ভাগ, শতাধিক পুটের সূক্ষ্ম নির্মল লৌহ ৪ ভাগ। মাত্রা ১০ আনা, ঘৃত মধুসহ সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে ১ পোয়া গব্যদুগ্ধ পান বিধি। ইহাতে বমন, অগ্নিপিত্ত, শূল, মূত্ররুদ্ধ ও শোথ আরোগ্য হয়।

পথ্য—পুরাতন শুড়, পুরাতন তড়ুলের অন্ন, যব, দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষুদ্র মৎস্য, খই দুধ, মোহনভোগ ইত্যাদি।

অপথ্য—বাতপিত্তবর্ধক দ্রব্য, উত্তাপ সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ঝাল ইত্যাদি। শূলমাত্রাই মৈথুন একেবারে পরিত্যাগ্য।

## কফশূল চিকিৎসা ।

কফশূল আমাশয়সমুৎ । আমাশয়ে অত্যন্ত কফ সঞ্চিত হইয়া বাতাক্রান্ত হইলে এই শূল উৎপন্ন হয় । কফনিহরণার্থ বমন করাইয়া রোগীকে লজ্জিত করিবে । কেহ ২ ইহাতে রুক্ষক্রিয়া করিতে মত প্রকাশ করেন ; কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ তাহাতে বায়ু বৃদ্ধিত হইয়া বেদনা বৃদ্ধি করিতে পারে । ইহাতে স্নিগ্ধ ক্রিয়াও ফলপ্রদ নহে ।

পঞ্চকোল. হিং. সৈন্ধব, বিট ও সচললবণ প্রত্যেক সমভাগ ১০ আনা মাত্রায় গরমজল সহ সেবন করিলে কফশূল নিবারিত হয় । বিষাদি পঞ্চমূলের কাথে ১০ আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও কফশূলের নিবৃত্তি হয় ।

### হিঙ্গাদি চূর্ণ ।

হিং তুস্ক ( নেপালি ধনে ), ত্রিকটু, যমানী, চিত্তেমূল, হরীতকী, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ. মাত্রা ১০ আনা উষ্ণ জল সহ সেব্য । ইহা বাতশূল ও কফশূলনাশক এবং অগ্নিদীপক ।

কফশূল দীর্ঘকালপর বাতপ্রধান হইলে তদবস্থায় নিম্নলিখিত ঐশ্বরীলৌহ ফলপ্রদ । ইহাতে রুক্ষ ও চতুর্ভুজ ব্যবহার করা যায় ।

### ঐশ্বরীলৌহ ।

বিশুদ্ধ জীর্ণ মগুর ৬ পল. যবচূর্ণ ১১ সের । পাকার্থ—জল ১২ সের, শেষ ১১ সের. তদনন্তর পুনঃ পাকার্থ—যথাক্রমে শতমূলী রস ৮ পল. আমলকী রস ৮ পল. দধি, দুগ্ধ, ভূমিকুয়াণ্ড রস প্রত্যেক ৪ পল. ঘৃত এবং ইক্ষুরস প্রত্যেক ৪ পল । পাকসিদ্ধ হইলে জীরে. ধনে, ত্রিজাতক. গজপিপুল. মুতা. হরীতকী, অন্ন. লৌহ. ত্রিকটু. রেণুক. ত্রিফলা. তালীশপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশাইবে । মাত্রা ১০ তোলা । অস্থপান—দুগ্ধ । ইহা পূর্কোক্ত ঐশ্বরীলৌহের ঞায় ভোজনের আদি, মধ্যে ও অন্তে ব্যবহার্য্য ।

### চতুঃসম ।

সম পরিমাণ যমানী. সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ একত্রে বাটিয়া ৯০ আনা হইতে ১০ মাত্রায় গরমজল সহ সেব্য । এই ঔষধ অগ্নিদীপক, আমনাশক ও বেদনা নিবারক । এই ঔষধ আমাজীর্ণে ও আমাতিসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

### দ্বিষ্কারাদি চূর্ণ ।

যবক্ষার. সাচিক্কার. হিং বিটলবণ. সৈন্ধব, কুড় প্রত্যেক সমভাগ. মাত্রা ১০ আনা । এইচূর্ণ নিম্নোক্ত কাথ সহ পান করিবে । যথা—শুঠ. এরণ্ডমূল. দশমূল মিলিত ১ তোলা. যব ১ তোলা ।



## হিজ্জাদি চূর্ণ ।

হিং. সচললবণ, হরীতকী. বিট. সৈন্ধব, তুষ্ণুক, কুড় প্রত্যেক সমভাগ. মাত্রা ১০ আনা । নিয়োক্ত কাথসহ সেব্য । দশমূল প্রত্যেক ১০ আনা ১ রতি, যব তণ্ডুল ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৫ সের. শেষ ২০ তোলা । ইহা সেবনে কর্ণরোগ ও পার্শ্বাদি শূল নষ্ট হয় ।

## শূলহরণ শোণ ।

হরীতকী, ত্রিকটু, শোধিত কুচিলা, হিং, সৈন্ধব. আয়্যাসা গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ । ছোট কুলের আয় বটী করিবে । ইহা প্রাতঃকালে উষ্ণদুগ্ধসহ সেবনীয় । ইহা কফশূলের পরিণামে বিশেষ হিতকর ।

## বিদ্যাধরাজ ।

বিড়ঙ্গ. মূতা. ত্রিফলা. গুলঞ্চ. দস্তীমূল, তেউড়ী, চিতেমূল ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা. গোমূত্র শোধিত পুরাতন মগুর (অভাবে লৌহতাম্র) ৪ পল. কৃষ্ণান্নভক্ষ ১ পল, গানকুনি রসে শোধিত হিজ্জুলোথ পারদ ১৫০ তোলা. আয়্যাসা গন্ধক ২ তোলা, জল দ্বারা মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অল্পপান—দুগ্ধ, শীতল জল বা শিশিরের জল । এই ঔষধ পরিণাম শূলে এবং অন্নদ্রবণে মহোপকারী ।

## ব্রহ্ম বিদ্যাধরাজ ।

পারদ. গন্ধক. ত্রিকটু. ত্রিফলা. বিড়ঙ্গ, মূতা, তেউড়ী. দস্তী. চিতে, ইঁদুরকানিদস্তী ও পিপূল মূল প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণান্নভক্ষ ৮ তোলা. লৌহ ৩২ তোলা. জল দ্বারা মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অল্পপান—গব্যাদুগ্ধ বা নারিকেল জল । নারিকেল জল শূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

## সর্বাঙ্গ সুন্দর । ( কফবাত শূলে )

পারদ, তাম্র, মনঃশিলা. স্বর্ণমাস্কিক, হরিতাল. রৌপ্য. স্বর্ণ. বঙ্গ, অন্ন, লৌহ. শুঁঠ, পঞ্চলবণ ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ । শুঁঠের কাথ, জয়ন্তী পত্রের রস, সিদ্ধি পত্রের রস, ব্রহ্মযষ্টির কাথ ও ধুতুরা পাতার রসে পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—এরুণ্ডমূল ও শুঁঠ চূর্ণ । ঔষধ সেবনাতে নিম্ন লিখিত যোগ গরমজল সহ পান করিবে । ত্রিকটু. সচললবণ. হিং করঞ্জবাজ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, মাত্রা ১০ আনা ।

## হরীতকী শোণ ।

গোমূত্রসিদ্ধ শুক হরীতকী চূর্ণ ১০ আনা. লৌহতাম্র ২ রতি. পুরাতন গুড় ১০ সিকি একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে কফশূল নষ্ট হয় ।

কফশূলে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইল তন্নির বাতব্যাধিবর্ণিত আক্শয়গত বায়ুর ঔষধ এবং ভাঙ্কর লবণ ও লজ্জাকার প্রভৃতি ঔষধ ইহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে। কাল লবণ, কলান লবণ প্রভৃতি পরিণামাবস্থায় প্রয়োগ করিবে।

## মিশ্রশূল চিকিৎসা।

টাবা লেবুর মূলের কাথে বা সঞ্জনা ছালের কাথে ১০ আনা যবক্ষার ও ১০ আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পার্শ্ব জ্বর ও বস্তি দেশের বেদনা নষ্ট হয়।

পার্শ্ব বেদনা ও জ্বরের বেদনা প্রায়শঃ বাতকফজ হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ স্থানের বেদনা নিবারণার্থ বাতকফনাশক স্নেহ ও প্রলেপ ব্যবহার করিবে এবং ‘মহা লঙ্ঘী-বিনা ন, কক্ষ ও চতুর্মুখ ব্রহ্ম না ত গজ’ কৃষ্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বেদনা স্থানে পুস্তুরস মালিশ করিয়া স্নেহ দিলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

বস্তিদেশে কেবল বাতজ শূল হইয়া থাকে। সুতরাং তন্নিবারণার্থ পূর্কোক্ত বাতজ শূলের চিকিৎসা করিবে। পূর্কোক্ত নিয়মে টাবা লেবুর মূলের কাথ এবং শাদ্দুল-কাণ্ডিক প্রভৃতি ঔষধ ইহাতে উপকারী। এাত্রী লৌহ, ব্রহ্ম বাতচিন্তা-মনি ও নারায়ণ তৈলার্নির অভ্যঙ্গ ইহাতে ফলপ্রদ।

আমশূলে পূর্কোক্ত কফশূলনাশক চিকিৎসা করিবে। পঞ্চকোলচূর্ণ, চিত্রকাদি গুড়িকা, চতুর্মুখ প্রভৃতি ইহার মহৌষধ। কফশূলে, আমশূলে ও অঞ্জীর্ণশূলে ঘৃত পান নিষিদ্ধ।

ব্রহ্মাদিগণের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত পৈত্তিক শূল প্রশমিত হয়। বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, অকনাদি, যষ্টিমধু এই দ্রব্য পঞ্চক ব্রহ্মাদিগণ নামে অভিহিত।

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এড়ু মূল, কুশ, কাশ ও খাগড় মূল ইহাদের কাথ পানে বাত পৈত্তিক বা পৈত্তিক শূল নষ্ট হয়। ইহা বস্তিদেশজ শূলে বিশেষ হিতকর। পিত্তজ শূলে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তত্তং ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বাত শ্লেষ্মিক শূলের চিকিৎসা কফশূলের আয়।

### পিত্তশ্লেষ্মিকশূলে—পটোলাদি কষায়।

পটোলপত্র, ত্রিফলা ও নিমছাল প্রক্ষেপার্থ—মধু ১০ তোলা। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমি, দাহ ও শূল প্রশমিত হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহার চিকিৎসা কঠিন। তিক্তরস পিত্তশ্লেষ্মনাশক হইলেও ‘পিত্তশ্লেষ্মিক শূলে সর্বত্র কার্যকারী নহে। কারণ উহা বাতবর্জক। এই শূল প্রকৃতিসমসমবেত দোষারক, সুতরাং পিত্ত ও কফনাশক শূলোক্ত যোগ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে উপকার হইবে। উপরিলিখিত কাথসহ চিন্তামনি, চিন্তামনি চতুর্মুখ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিদোষজ্বর অসাধ্য হইলেও বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে চিকিৎসা করা আবশ্যিক । কারণ বলাবল অনুসারে অসাধ্যও যাপ্য বা সাধ্য হইতে পারে । ভূমি কুম্ভাণ্ডের রস ১ তোলা, পাকা সুমিষ্ট দাড়িমের স্বরস ১ তোলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব প্রত্যেক আধ আনা, মধু ৮০ আনা একত্রে মিশাইয়া পান করিবে ।

### এরও দ্বাদশক ।

এরও ফল, এরওমূল, বৃহতী, কণ্টকারী গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে, যুগানী, মাষানী, দণ্ডোৎপল, চাকুলে ঋগড়মূল ইহাদের কাথে ১০ আনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার শূল নিবারিত হয় । এই ঔষধ যে কোনও তীব্র শূলে ব্যবহার করা যায় ।

গোমূত্র শোধিত ঙ্গার মণ্ডুর ৩ ভাগ ( মণ্ডুরের পরিবর্তে লৌহও ব্যবহৃত হয় ) ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ একত্র মিশাইয়া ১০ সিকি মাত্রায় ঘৃত মধু সহ লেহন করিলে ত্রিদোষজ্বর শূল আরোগ্য হয় ।

### শঙ্খাদিচূর্ণ ।

শঙ্খত্ম, পঞ্চলবণ, হিং, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ১/১০ আনা, অনুপান—গরমজল । কেহ ২ ইহার পরিমাণ নিয়ান্বিতরূপ নির্দেশ করেন । যথা—শঙ্খত্ম ৮০ আনা, সৈন্ধব ও ত্রিকটু মিলিত ১০ আনা, হিং ২ রতি একত্র পেষণ করিয়া ৩ মাত্রা হইতে ৬ মাত্রা পর্যন্ত করিবে । এই ঔষধ কফাদিক শূলে প্রযোজ্য । পুরাতন শূলে এই ঔষধ ব্যর্থ্য নহে । নূতন অবস্থায় এই ঔষধ আশুশাস্তিকারক ।

### লৌহ হরীতকী ।

গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী চূর্ণ ১ তোলা, লৌহত্ম ১ তোলা । মাত্রা ১/১০ আনা । অনুপান—পুরাতন গুড় ১০ আনা । ইহা দ্বারা সকল প্রকার শূল আরোগ্য হয় । এই সকল ঔষধ বহুদিন ব্যবহার না করিলে বিশেষ ফল অনুভূত হয় না ।

প্লাহশূলে হিংসাদিচূর্ণ । যথা—হিং, ত্রিকটু, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ১/১০ আনা । অনুপান—টাবালেবুর মূলের কাথ অথবা টাবালেবুর রস । বক্ষ্যমাণ অভ্রানলবণ, চিত্রকাদি লৌহ, শম্মান্যাদিচূর্ণ ও বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধেও প্লাহশূল আরোগ্য হয় ।

যক্ক শূলে শঙ্কর শূলহর বাটিকা । যথা—নিসাদল ২ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, কুলেখাড়া বাজ, রোহিতক ছাল, যমানী ও চিত্তেমূল মিলিত ২০ তোলা, নাটা করঞ্জের রসে মর্দন করিয়া কুলআঠির আয় বটী করিবে । অনুপান—করোলা পাতার রস । ইহা দ্বারা যক্ক প্রহা ও উদর রোগ আরোগ্য হয় । ইহাতে বক্ষ্যমাণ অগ্নিপ্রভাবটী, শঙ্কর লৌহ, রোহিতকাদি চূর্ণ, গুড়ুচ্যাতি চূর্ণ ও নিসাদল বাটিক বজ্রক্ষার বিশেষ ফলপ্রদ ।

কম্বলদ্বারা গাত্রাশ্রয় প্রাণায়ামং প্রকুর্ষতঃ ।

কটুতৈলাস্ত্রশস্ত্রানাং ধূপঃ শূলহরঃপত্রঃ” । অস্বার্থ—  
প্রাণায়ামের দরুণ শ্বাস রুদ্ধ হওয়ায় যাহার শূল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার শরীর কম্বলদ্বারা আবৃত করিয়া সর্ষপ তৈল মর্দিত শক্তুর ধূপ প্রদান করিবে। তাহাতে উচ্ছ্বাসাবরোধজনিত শূল নষ্ট হইবে। কেহ ২ এই শ্লোকের অর্থরূপ অর্থ করেন। যথা—শূল রোগীকে শ্বাস রোধ করাইয়া তাহার গাত্র কম্বলদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পূর্ববৎ স্নেহ দিবে, তাহাতে সাধারণ শূল নষ্ট হইবে। শ্বাসরোধ বায়ুরুদ্ধিকর হেতু উহা শূল নাশক হইবে। এক্রপ ধারণা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়।

যুগশ্চ অন্তর্ধমে ভগ্ন্য করিয়া ঘটসহ পান করিলে হৃদয় এবং নিতম্ব শূল নষ্ট হয়।  
বাতপ্রধান অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য।

লৌহতক্ষণ জনিত অজীর্ণ শূল হইলে বকপত্রের রসদ্বারা বিড়ঙ্গচূর্ণ লেহন করিবে।  
হৃদয় শূলের লক্ষণ। যথা :—

রসধাতুদ্বারা কুপিত হৃদয়স্থ বায়ু. কফ ও পিত্ত কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে শূল জন্মায়, ইহাতে শ্বাস বদ্ধ হইয়া আইসে। এই ব্যাধি রস ও বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়। ইহাকে হৃচ্ছূল বলে।

পার্শ্ব শূলের লক্ষণ। যথা—

পার্শ্বস্থ বায়ু কক্ষকে নিগৃহীত করিয়া ( কেহ ২ বলেন কক্ষের সহিত মিলিত হইয়া ) পার্শ্বদেশে স্ফটীবেদনবৎ বেদনা জন্মায়, ইহাকে পার্শ্বশূল কহে। ইহাতে আগ্রাসন, মুখ দিয়া নিশ্বাস নির্গমন, অরুচি ও অনিদ্রা হইতে পারে।

বস্তিশূল লক্ষণ। যথা—

মল মূত্রাদির বেগ ধারণ জ্ঞাত কুপিত বায়ু বস্তিশৃঙ্খল আশ্রয় করিয়া তত্রস্থ নাড়ীতে শূল উৎপন্ন করে। ইহাতে বিষ্টা, মূত্র ও অধোবায়ু অবরুদ্ধ হয়। ইহাকেই বস্তিশূল কহে।

পথ্য—পুরাতন শালি ধাতোর অন্ন. উষ্ণ দুগ্ধ. খৈমণ্ড. পটোল. করোলা. কিস্-মিস্. পাকাআম. দাড়িম. বেদানা. নারিকেল. বিটলবণ. সচললবণ. শালিঞ্চশাক. গরমজল, লবঙ্গ এবং বেগুন. সজিনা, হরিতকী ইত্যাদি।

অপথ্য—মৈথুন, মত্ত, ডাল. গুরুপাক দ্রব্য, বেগ রোধ ও রুদ্ধদ্রব্য ইত্যাদি।

## পরিণাম শূল চিকিৎসা ।

ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম অবস্থায় অর্থাৎ আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় এই শূল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে পরিণাম শূল কহে। এই শূল পিত্ত প্রধান। ইহাতে উদরের পার্শ্বদেশে বস্তিতে, হৃদয়ে ও পৃষ্ঠদেশে অথবা পৃষ্ঠমূলে বেদনা হইতে পারে। বটিক ও শালিধাতুর

অগ্নে ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরিণাম শূলে তিক্ত ও মধুর রস দ্বারা বমন, বিরেচন ও বস্তিধান প্রশস্ত। শূল, আমাশয় সমুখ হইলে—বমন. পচ্যমানাশয় সমুখ হইলে—বিরেচন ও নিরুহ. পকাশয়স্থ হইলে—অনুবাসন হিতকর। ইহাতে অগ্নি অতিশয় দুর্বল হয় এবং যকৃতের ক্রিয়াও মন্দীভূত হইয়া থাকে। অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ ইহাতে ফলপ্রদ; বিশেষতঃ আমাশয় সমুখ হইলে অগ্নি দীপক ঔষধই একমাত্র অবলম্বনীয়।

### বিড়ঙ্গাদি মোদক।

বিড়ঙ্গশস্ত্র. ত্রিকটু. তেউড়ীমূল. দন্তীমূল, চিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ. পুরাতন গুড় সর্বচূর্ণের দ্বিগুণ। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিয়া ১০ তোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে গরম জল সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ পরিণ ম শূল মাত্রেই ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা কফশূলে ও প্রশস্ত।

### শশুকাচ ও গুড়িক (কফপ্রধানে)।

শশুক ভয় ত্রিকটু. পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ. কলহা শাকের সরস দ্বারা মর্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটী করবে। প্রাতঃকালে বা আহারান্তে গরম জলসহ সেবা।

### সামুদ্রাদাচূর্ণ।

করকচ সৈন্ধব. যবক্ষার, সচল লবণ, রোমক লবণ (অভাবে—শাস্তারি লবণ. ক্রমানদী হইতে উৎপন্ন লবণকে রোমক লবণ বলে)। বিটলবণ. দন্তীমূল, লৌহভস্ম. গোমূত্র শোধিত মণ্ডুর ভস্ম, তেউড়ীমূল. ওল প্রত্যেক সমভাগ। এই সকল দ্রব্য দধি গোমূত্র ও তৃষ্ণ মিলিত চূর্ণের ৪ গুণ দ্বারা পাক করিবে। চূর্ণবৎ হইলে নামাইবে। মাত্রা অগ্নিবলানুসারে ১০—১০ সিকি পর্য্যন্ত। অনুপান গরমজল। ইহা দ্বারা নাড়িশূল. যকৃতশূল. গুল্মশূল. গ্ৰীহশূল ও অষ্টীলা আরোগ্য হয়।

### নারিকেল লবণ (বা কাল লবণ)।

জলযুক্ত সুপক নারিকেলের অভ্যন্তর সৈন্ধব লবণপূর্ণ করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত ও মুখবদ্ধ করিয়া ঘুঁটের আগুনে দ্বারা গজপুট বিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে লবণ বাহির করিয়া লইবে। মাত্রা ১০—১০ সিকি তোলা পিপুলচূর্ণসহ সেবা। এই লবণ অন্তসহ সেবনে বা নারিকেল জলসহ পানে সর্বপ্রকার পরিণাম শূল নষ্ট হয়। ইহা অগ্নাগ্ন শূলে বিশেষতঃ বাতজশূলে ব্যবহৃত হইতে পারে। গরমজল সহ এই লবণ, তীব্র বেদনার সময় সেবন করিলে অচিরে বেদনা উপশমিত হয়। সৈন্ধব. জৈত পাতা দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ নারিকেল অভ্যন্তরে পূর্ণ করিলে বিশেষ ফল হইয়া পাকে।

পিত্তপ্রধান পরিণাম শূলে মর্টার কলায়ের যুগ দ্বারা যবের ছাতু পান করিলে উপকার হয়। ইহাতে পূর্ণোক্ত শস্ত্রাত্নলৌহ, শতাবরীশস্ত্র ও শত্রীলৌহ ব্যবহার করা যায়।

### খণ্ডামলকী ।

সুসিদ্ধ ও বস্ত্র নিপিড়িত স্বপক্কয়াণ্ড শস্য ৫০ পল, ভজ্জনার্থ ঘৃত ১/২ সের, পাকার্থ—  
আমলকীরস ১/৪ সের উক্ত ষ্ট্র কুয়াণ্ড রস ১/৪ সের, চিনি ৫০ পল উপযুক্ত সময়ে পিপুল,  
জীরে ও গুঁঠ প্রত্যেক ২ পল, মরিচ ১ পল, তালৌশপত্র, ধনে, চাঃজাতক, মুতা প্রত্যেক  
২ তোলা মিশাইবে শীতল হইলে ১/২ সের মধু মিশাইয়া ঝিঙ্কড়াগে রাখিবে। মাত্রা  
১০ তোলা। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

### লৌহাস্মৃত ( বাতপ্রধান পরিণাম শূলে )

অতিশয় পাতলা লোহার পাত, স্বেত আকন্দ মূলের কক দ্বারা বা সর্বপক্কদ্বারা  
পুনঃ ২ প্রলিপ্ত ও সূর্য্যাকিরণে শুষ্ক করতঃ আঙুনে পোড়া দিয়া, পুনঃ পুনঃ ত্রিফলার  
কাথে নির্বাণিত করিবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ জারিত না হয় তাবৎ এইরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়।  
সেবনোপযোগী হইলে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঔষধ ৩ রতি মাত্রায় ঘৃতমধু দ্বারা  
লেহন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে ১/৮ পোয়া ছাগদুগ্ধ, অভাবে—গবাদুগ্ধ অনুপান করিবে।  
এই ঔষধ ব,বহার কালে আম্লপমাংস ও কক'রাদি দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ।

### নারিকেল খণ্ড । ( বাত পৈত্তিক পরিণাম শূলে )

সুপিষ্ট নারিকেল ১/১ সের, ভজ্জনার্থ ঘৃত ১ পল, পাকার্থ—নারিকেল জল ৪ সের,  
চিনি ১ পল, গুড়বৎ পাক করিবে। আদ্র পাকে—ধনে, পিপুল মুতা, বংশলোচন, জীরে,  
কৃষ্ণ জীরে, চতুর্জাতক প্রত্যেক ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহা দ্বারা অল্পপিত্ত,  
অরুচি, বমন, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও শূল আরোগ্য হয়।

## অন্নদ্রব শূল চিকিৎসা।

ইহাতে আমাশয় ও পকাশয় পরিশুদ্ধির জন্য বমন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। আম-  
পকাশয় শুদ্ধ না হইলে, এই শূল প্রশমিত হইতে পারে না। তদনন্তর অল্পপিত্তের ন্যায় এবং  
পিত্তশূলের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ইহাতে ঘৃত, মাষকলাই, চিনি, দুগ্ধ, যবমণ্ড, ছোলার ছাতু, গম ও পটোল পত্রের ঘূষ  
হিতকর। শূলধিকারে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে নারিকেল খণ্ড,  
নারিকেল লবণ, লাভ্রীলৌহ, চিত্তানারিণ, চতুর্মুখ, পুগখণ্ড  
ও বীজ গুরাদ্য অন্তর্ভুক্ত। অন্নদ্রব শূলে এবং কফ প্রধান পরিণাম শূলে ও  
যক্ণ শূলে শাঃজাতি চূর্ণ, ও পরিণাম শূলে ত্রিগুণাখা রস অতীব হিতকর।

### শাঃজাতি চূর্ণ।

শঙ্খভস্ম ১ পল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সোহাগার ঝুই, জাতিফুল, গুলফা, যমানী, হিং ও  
ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল। মাত্রা—১/০ এক আনা। অনুপান—গরম জল।

## ত্রিগুণাখ্য রস।

সোহাগার ঝই, মৃগশৃঙ্গভঙ্গ, স্বর্ণ, গন্ধক, রসসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ, আদার রসে একদিন মর্দন করিয়া এবং ৭ বার ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা—৩ রতি। অন্নপান—ঘৃত ও মধু। ঔষধ সেবনের কিছুক্ষণ পর সৈন্ধব, জীরে ও হিং পরিমিতরূপ গ্রহণ করিয়া ঘৃত ও মধুদ্বারা লেহন করিবে। এই ঔষধ অবস্থা বিশেষে বাত প্রধান শুলেও ব্যবহার করা যায়।

অন্নপিত্ত হইতে পরিণাম শূল উৎপন্ন হইলে পরিণাম শূলের জ্বায় চিকিৎসা করিবে। অন্নপিত্তহর শোগ, অন্নপিত্তান্তক চর্চী ইহার আণ্ড নিবৃত্তি কারক।

## অন্নপিত্তহর চর্চী।

সোরা ১/ এক পোয়া, নিশাদল ১/ এক ছটাক। প্রথমে সোরা জ্বালে গলাইয়া গাদ কাটিয়া নিশাদল মিশ্রিত করিবে। তৎপর পিত্তল পাত্রে ঢালিয়া চর্চী করিবে। নামাইতে বিলম্ব হইলে আগুন উড়িয়া মুখাদি দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। লৌহ পাত্রে এবং লৌহ হাতা দ্বারা পাক সমাধা করিতে হইবে। মাত্রা—১০—১০ আনা। অন্নপান—শীতল জল।

অন্নজ্ব শূলে ও পরিণাম শূলে প্রথমাবস্থায় অন্নপিত্তহর চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শূল রোগে কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ হরীতকীখণ্ড ব্যবহার করাইবে।

## হরীতকীখণ্ড।

চিনি ৩২ পল কিঞ্চিৎ জলসহ দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে হরীতকী চূর্ণ ৮ পল, ত্রিফলা, মৃত্তা, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচি, নাগকেশর, যমানী ত্রিকটু, ধনে, মৌরী, গুল্ফা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, তেউড়ী, সোনাযুখী প্রত্যেক ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া মোদকাকার করিবে। মাত্রা ১০—১ তোলা। অন্নপান—গরম দুগ্ধ। ইহাতে অন্নপিত্ত, শূল, কোষ্ঠগত বায়ু, কটী শূল ও আনাহ আরোগ্য হয়।

## শঙ্খা জঙ্ঘীর গুড়িকা।

তেঁতুলের খোসা ভঙ্গ ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, শঙ্খভঙ্গ ১২ পল, জঙ্ঘীর রস ১/৮ সের যথা বিধানে (মৃৎ পাত্রে) পাক করিবে। আসন্ন পাকে হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ১ পল, পারদ, গন্ধক, বিষ প্রত্যেক ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মোদকাকারে নামাইবে। পরে ৩ দিন জঙ্ঘীর রসে ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটী করিবে। অন্নপান—গরমজল। ইহা অতিশয় আগ্নেয়। ইহা দ্বারা পরিণাম শূল, উদর শূল, অজীর্ণ শূল, আমশূল, উদাবর্ত ও অন্নজ্বশূল নষ্ট হয়। অহাশঙ্খানলী অন্নজ্বশূল ও অজীর্ণ শূল উপশমের নিমিত্ত ব্যবহার করা যায়।

দেবদারু, বচ, কুড়, শুল্ফা, হিং, সৈন্ধব কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া গরম করতঃ পেটে প্রলেপ দিলে কুক্ষিশূল, আশ্মান ও বিষ্টকাজীর্ণ নষ্ট হয় ।

**শূলহরন শোণ**—(২য় প্রকার) যমানী /। পোয়া ও ধাঁরি লবণ /। পোয়া। দুইটা একত্র মিশাইয়া পান রসে ভাবনা দিবার পরে ধোলায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা অর্দ্ধভর্জিত করিবে। তৎপর নির্বীজ জঙ্গীহরীতকী /। পোয়া ও আমলকী /। পোয়া মৃৎপাত্রে ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবে। এই ৪টা চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহার মাত্রা—১০ সিকি। **অনুপান**—গরমজল। ইহা সকল প্রকার শূলেই ফলপ্রদ।

**শূলগজেন্দ্র মণ্ডুর**। (আমাশয় সমুখ শূলে)

শঙ্খভষ্ম, শম্বুকভষ্ম, তেঁতুলফলহৃৎভষ্ম, চালকুমড়ার লতাভষ্ম প্রত্যেক ১ তোলায় ত্রিকটু ৩ তোলা, ত্রিকলা ৩ তোলা, জীর্ণ মণ্ডুর ১১ তোলা জলদ্বারা মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। **অনুপান**—ডাবের জল।

**শূলহর বটী**।

বর্ণ, রোপা, মুক্তা, লৌহ—প্রত্যেক ১ তোলা, সোহাগা, ফিটকারী, অভ্র প্রত্যেক ১০ তোলা তেউড়া মূল গুড়ুচা চিনি, লবঙ্গ, দস্তামূল ও বঙ্গ প্রত্যেক ৩৬০ তোলা, ঘৃতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। **অনুপান**—চিনি ও দুগ্ধ। ইহা সর্বপ্রকার শূল নাশক।

**মুষ্টিশোণ**।

ডাব নারিকেলের খোসা ফেলিয়া তাহার মধ্যে আতপ চাউল, ধনে, জীরে, লবঙ্গ প্রভৃতি গরম মসলা ও কচিমাণ্ডগা ১টা ভরিয়া কলাপাতা দ্বারা মুখ বাধিয়া পুটপাক বিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে, নারিকেলের মধ্য হইতে ঔষধ বাহির করিয়া তিন দিন ভাতের সহিত সেবন করিবে। ইহা সর্ববিধ শূলনাশক। এই ঔষধ ব্যবহারে কোন ২ ব্যক্তির বেদনা প্রথমতঃ অধিক হইয়া পশ্চাৎ দীরে ২ বিলীন হয়।

এই ব্যাধিতে পরিপাক শক্তি খুব কম হইয়া থাকে সুতরাং ইহাতে অতিশয় লঘু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবে।

**উদাবর্ত ও আনাহ চিকিৎসা ।**

বেগ নিরোধ হেতু বায়ুর উর্দ্ধগতিই উদাবর্ত। যেরূপ শূলে বায়ুপ্রকোপ অবশ্যজ্ঞাবী, তদ্রূপ উদাবর্তেও বায়ু প্রকোপ অবধারিত। শূলের ঞ্চায় ইহাতেও বেদনা হয়। এই জন্ত শূল চিকিৎসার পর উদাবর্ত চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। এই রোগে বায়ুর উর্দ্ধগাত্ত্ব হেতু ভালরূপ মলমূত্রাদি নিঃসরণ হয় না। বায়ুর অনুলোমন ও ভেদক ঔষধদ্বারা মলমূত্র নিঃসরণ করাই ইহার চিকিৎসা। এইরোগ সত্ত্বর চিকিৎসিত না হইলে গুল্ম,



উদর প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। হস্তীতলা খণ্ড, বজ্রফলন, ভাস্করলবণ, স্নেহলবণ, কল্যাণ লবণ, আশ্বাম কাঞ্জিক, তিস্তামণি চতুর্মুখ, ব্রহ্মবাতচিত্তামাণ, অভ্রাস্যমৌদিক, বিম্বুতৈল, নারায়ণতৈল প্রভৃতি বাতাত্ত্বলোমক এবং ভেদক ঔষধ সমূহ ইহাতে ব্যবহার্য। শুল্কের দ্বারা ইহাতেও ডাল একেবারে পরিত্যজ্য। গ্রাম্য আনুপ মাংস, মৎস্য, কিস্মিস, বেদানা, পেস্তা, দুগ্ধ এবং বিরেচক দ্রব্য ইহাতে পথ্য।

বায়ু নিরোধজনিত উদাবর্তে রোগীকে স্নিগ্ধ শিথল করিয়া আস্থাপন ব্যবস্থা করিবে। স্নিগ্ধক্রিয়া সম্পাদনার্থ দ্রাক্ষা, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য সেবন এবং বিম্বু ও নারায়ণ প্রভৃতি তৈলের অভ্যাস করিবে। ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করান কঠন্য নহে। কারণ অগ্নিমান্দ্য হেতু রোগী উহা পরিপাক করিতে অক্ষম। মাষকলাই তিল, মসিনা, লবণ প্রভৃতি বাতহর দ্রব্যদ্বারা অথবা বাতবার্ধবণিত স্নেহ দ্রব্যদ্বারা স্নেহ প্রদান করিবে। এইরূপে রোগী স্নিগ্ধ ও শিথল হইলে, বায়ুর অন্ত্রলোম হওয়ায় আস্থাপন ক্রিয়া ( নিরুহ ) দ্বারা মল নির্গমন অনায়াসকর হয়। নতুবা অনেক সময় আস্থাপন দ্রব্য বহির্গত না হওয়ায় উদরাগ্নান প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীর পরিণাম অন্ততঃজনক হইয়া থাকে। বাতপ্রধান উদাবর্তে অনেক সময় বিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন হয় না। তাদৃশ অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়; সুতরাং বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা আস্থাপন বস্তিই নিরাপদ। উদাবর্তে বায়ুর প্রাবল্য অত্যধিক হইলে রোগীকে স্নিগ্ধ শিথল না করিয়া কদাচ আস্থাপন বা বিরেচন প্রয়োগ করিবে না। অনেক সময় বিরেচক ঔষধ দ্বারা ফললাভ না হইলে আস্থাপন দ্বারা ফললাভ হয়। আস্থাপনই এই রোগের প্রধান ঔষধ। ক্ষারবস্তি অথবা বৈতরণিবস্তির আস্থাপন অথবা উদাবর্ত গুরুতর বিরেচক দ্রব্য ঘটিলে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে।

### স্লামাদিপান।

শ্যামমূলা, তেউড়ী, দস্তামূল, দ্রবস্তামূল বৃদ্ধকারক, মনসা, অরুণমূলাতেউড়ী, সপ্তলা ( চন্দ্রকণা ), শঙ্খিনা ( খেতবুড়া বা টোলকলদা ) খেত অপরাঞ্জিত। গোলাবুল ফল, লোধ, কমলাগুড়ি, করঞ্জ, স্বর্ণক্ষার। ইহাদের দ্বারা চূর্ণ, ঘৃত, তৈল, কাথ বা কক প্রস্তুত করিয়া বাতনিরোধক বা পুরীষক উদাবর্তে প্রয়োগ করিবে। ইহা বিরেচক এবং উদাবর্ত উদর, আনাহ ও গুল্মনাশক। ইহাদের তৈল ঘৃত পাক করিতে হইলে, ইহাদের কাথ কক দ্বারা যথাবিধি পাক করিবে। ইহানাম আস্থাপন ক্রিয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

### হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং ১ ভাগ, কড় ২ ভাগ, বচ ৪ ভাগ, সাচিকার ৮ ভাগ, বিটলবণ ১৬ ভাগ। মাত্রা— ১০ সিকি কাঁজিসহ পেয়। অভাবে গরম জলসহ পান করিবে। কাঁজি না হইলে এই ঔষধ তাদৃশ ফলপ্রদ হইবে না।

### নাক্ষাচ চূর্ণ ।

চিনি ১ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১ পল, পিপুল ২ তোলা । মাত্রা ৮—১০ সিকি ।  
আহারের পূর্বে মধুস্বারা মাড়িয়া সেব্য ।

অধোবায়ুর নিরোধজনিত উদাবর্তে স্নেহপান । শ্বেদ বাণ্ড ও ফলবস্তি বিহিত আছে ।  
কিছু ইদানীং ফলবস্তির প্রয়োগ অতি বিরল । এই উদাবর্তে এরও তৈলের বিবেচন ও  
ফলপ্রসূ । উদাবর্তে তৈলের মাত্রা ৪ তোলা হওয়া আবশ্যিক : অন্ত্রপা মল নিঃসৃত না হইয়া  
আত্মান হওয়ার সম্ভব । পুরীষজ উদাবর্তে পূর্বোক্ত ঔষধ এবং জল্যাবগাহন হিতকর ।  
ইহাতে মল ভেদনার্থ এরও তৈল, হরীতকীখণ্ড, অমলকী, বা  
ইক্ষাকোভেদী প্রয়োগ করিবে ।

### নিক্সাভেদী ।

পারদ, গন্ধক, সোতাগা পিপুল প্রত্যেক ১০ এক সিকি শোধিত জলপান করিবে ।  
১ তোলা । বটী ১ রতি । অনুপান—শীতল জল । শ্বেদ নিরোধের জন্য গমম চূর্ণ পান  
করিবে ।

### ত্রিভুজ গুড় । ( পুরীষজ উদাবর্তে )

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, তরীতকী ৫ ভাগ সর্বসম পুনাতন গুড় । মাত্রা ১০  
তোলা । অনুপান—উষ্ণ জল । ইহাতে বাতজপুরীষজ উদাবর্তে আনাহ ও প্লীহা নষ্ট হয় ।

### ভ্রূনেশ্বর ।

ত্রিফলা ১ ভাগ, যমানী ১ ভাগ, সৈন্ধব ১ ভাগ, আগাধম ১ ভাগ, ফলদ্বারা মাড়িয়া  
১০—১২ তোলা মাত্রায় শীতল জল সহ পান করিবে । এই ঔষধ পাচক, ভেদক ও পিত্ত  
অনুলোমক । ইহা গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয় ।

### গুড়দার্কক ।

ত্রিফল, পিপুলমূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল বক্তচিত্তমূল প্রত্যেক ১ ভাগ, পুনাতন গুড়  
গুড় ৭ ভাগ । মাত্রা ১০—১২ আনা । অনুপান—উষ্ণ জল । ইহাতে বাতপ্রধান প্লীহা,  
উদাবর্ত, আনাহ ও শোথ আরোগ্য হয় ।

উদাবর্ত ও আনাহ একজাতীয় ব্যাধি । কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠ কাটিলে অধিক থাকিলে  
আনাহ বলে । উদ্গারাবিকা প্রভৃতি উর্ধ্বগত নায়র জিয়া অধিক পরিস্রবিত হইলে  
উদাবর্ত কহে । উভয় ব্যাধিতেই ভেদক ও বাতানুলোমক ঔষধ আবশ্যিক । পুরীষজ  
উদাবর্তে যতপি কোষ্ঠবদ্ধতা অবশ্যস্বারী তথাপি উর্ধ্ববায়ব কিম্বা উদাসীদগাদি লক্ষণ অধিক  
বিদ্যমান থাকায় আনাহ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে । উদাবর্তে বাতানুলোমক ঔষধ অসহ-  
বস্তক । আনাহে ভেদক ঔষধ বিশেষ প্রয়োজন । অনেক সময় বায়ু অনুলোমক না  
হইলে বা বাতানুলোমক ঔষধ ব্যবহার না করিলে উদাবর্তে বিরুদ্ধক ঔষধে বিরুদ্ধ

হয় না ; কিন্তু আনাহে তাদৃশ ঔষধ কার্য্যকারী হয় । উদাবৰ্ত্তে বিরেচক ঔষধ অকৃতকার্য্য হইলে আশ্বান উৎপন্ন করিয়া থাকে । আনাহে আশ্বান হইলেও তাহা গুরুতর হয় না । এই উভয় ব্যাধিতে বায়ুই মূল কারণ । সুতরাং বায়ুরই চিকিৎসা করিবে । উদাবৰ্ত্তে যে সকল বিরেচক ঔষধ লিখিত হইয়াছে আনাহেও তাহাই ব্যবহার করিবে । এই উভয় ব্যাধিতে জয়গালঘটিত ঔষধ ও এরণ্ডতৈল সহসা ব্যবহার করা কর্তব্য নহে । পূর্বে বাতাস্থ-লোমক ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিবে । অবস্থা বিশেষে উদর-রোগের ভেদক অস্থলোমক ঔষধ সমূহ ও গ্ৰীবাধিকারের বালিশোষণ রস উদাবৰ্ত্তে ব্যবহার করিবে ।

## মূত্র নিরোধক উদাবৰ্ত্ত চিকিৎসা ।

জল মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে অথবা ছুরালভার স্বরস বা অর্জুন ছালের কাথ পান করিলে ইহা নিবারিত হয় । এই সকল মূত্রকারক ও বাতাস্থলোমক । ইহাতে মূত্র-কারক ও বাতাস্থলোমক ঔষধ প্রযোজ্য । মূত্ররুদ্ধ, মূত্রাশাত ও অশ্বরীর মূত্রকারক অস্থলোমক ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে । ইহাতে বায়ু কর্তৃক মূত্র উর্দ্ধে আরুহ হওয়ায় প্রস্রাব বদ্ধ হয় । তলপেটে লিম্বুওটৈলাদির অভ্যঙ্গ, লিঙ্গ্রাম্শোপ, স্বজ্জক্ষার ও স্বর্ণসিন্দূর প্রভৃতি ঔষধ সেবন হিতকর । কাঁকুড়ের বীজ ১০ আনা ১/৮ পোয়া নীতল জলে গুলিয়া ঈষৎ সৈন্ধব যুক্ত করিয়া পান করিলে প্রস্রাব হইয়া গীড়ার উপশম হয় । শ্যাল পর্বাণাদি পঞ্চমূলের কষায় অথবা তৃণ পঞ্চমূলের কষায় বা ত্রাকার কাথ পান করিলে গীড়ার শান্তি হয় । তৃণ পঞ্চমূলের কাথ বিশেষ উপকারী । লিঙ্গ্রাম্শোপ গোকুরের কাথ সহ বা হিমসাগর পাতার রস সহ বা তৃণপঞ্চমূলের কাথ সহ পান করিলে ইহা আরোগ্য হয় ।

### লিঙ্গ্রাম্শোপ ।

প্রবাল ভগ্ন ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা । মাত্রা ২ রতি । লেবুর রসযুক্ত মিশ্রিত পানক সহ বজ্জক্ষার পান করিলে বিশেষ উপকার হয় । কমলা লেবু, মিশ্রিত বা চিনির পানক, লেবুর রস প্রভৃতি উক্ত ত্রিবিধ উদাবৰ্ত্তে সুপথ্য ।

জৃম্ভ উদাবৰ্ত্তে স্নেহ ও শ্বেদ প্রয়োগ করিবে । ইহা হইতে মত্তান্তস্ত, শিরোরোগ প্রভৃতি যে রোগ উৎপন্ন হইবে, সেই ব্যাধিস্থানে যুক্তিপূর্বক স্নেহ মর্দন, স্নেহপান ও শ্বেদ প্রয়োগ করিবে । শ্বেদনার্থ বাতহর মসিনাদি ব্যবহার্য্য । মর্দনার্থ বাতহর লিম্বুওটৈলাদি এবং পানার্থ ছাপলাদ্য অমৃতাদি ব্যবহার করিবে । পরন্তু স্থানান্ত-সারে বিশেষ ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, স্থানিক রোগের বিশেষ চিকিৎসা করিবে । সর্বত্রই বাতহর বিধি অবলম্বনীয় । কর্ণরোগ উৎপন্ন হইলে বাতপ্রধান কর্ণরোগের চিকিৎসা

করিবে। **বিস্মৃতেল** বায়ুনাশক হইলেও সর্বত্র বাতপ্রধান রোগাদিতে ব্যবহার্য্য নহে।

অশ্রুবেগ ধারণ জনিত উদাবর্তে শিরোগুরুত্ব হইলে অশ্রুমোক্ষনস্য প্রভৃতি, চক্ষুরোগ হইলে অশ্রুমোক্ষ এবং বাত অভিঘনের চিকিৎসা করিবে। পীনস হ্রোগ প্রভৃতি হইলে বাত প্রবল তত্ত্ব রোগের চিকিৎসা করিবে। অশ্রুমোক্ষনার্থ তীক্ষ্ণাজনাদি হিতকর। ইহাতে নিদ্রা, মত্তপান ও প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ প্রভৃতি হিতকর।

ক্ষবধু ( হাঁচি ) বেগ ধারণ জনিত উদাবর্তে ক্ষবপত্র ( হিঁচুটী পাতা ) দ্বারা হাঁচি করাইবে। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে অল্প মাত্রায় ভূতরাজের ( চোতরা ) পাতার নস্য লইবে। ইহার নস্য ১ বার মাত্র গ্রহণ করিলে প্রায় ৫০ বার হাঁচি হয়। ইহাতে যথাবিধি শ্বেদ, ধূম প্রয়োগ ও নস্ত্র উপকারী। ইহা হইতে শিরঃশূল প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে বা ইন্দ্రిয়ের দৌৰ্ব্বল্য হইলে কণ্ঠার উপরিভাগে **বিস্মৃতেল**াদির অভ্যঙ্গ করিবে।

উদগার রোধ হেতু হিকা প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে **টম্বহিক** শুমপান করিবে। যথা—যব পেষণ করতঃ বার্ত্ত করিয়া গুরু করিবে, পরে উহার দ্ব্যন্ত ধূমপান করিবে। অল্পকুজন বা বাতর্নিরোধ প্রভৃতি উপাশ্রিত হইলে অম্বুলোমন ঔষধ **স্বর্ণসিন্দূর**, **ভাস্করলবণ**, **বজ্রক্ষার**, **চিষ্টামণি** **চতুর্মুখ**, **হহৎবাত-চিষ্টামণি**, **ভুবনেশ্বর**, **বিস্মৃতেল** প্রভৃতি ব্যবহার করিবে।

বমন নিরোধজনিত উদাবর্তে কুষ্ঠ, বিসর্প প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে সেই ২ ব্যাধির দোষ বিপরীত নস্য ও স্নেহাদি ক্রিয়াদ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং অবস্থাবিশেষে আশায়স্থ শুদ্ধির জন্ত দিনের মধ্যে ২১৩ বার ভোজন করাইয়া বমন করাইবে। আশায়স্থ বায়ু শোধনার্থ সুগন্ধ ধূম গ্রহণ করিবে। স্নেয়াক্ষপণার্থ যথাবিধি লজ্জন রুদ্ধপান এবং ব্যায়াম করিবে। বায়ুর অম্বুলোমনার্থ বিরচন ক্রিয়া করিবে। ইহাতে প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কুষ্ঠ, বিসর্প, কণ্ডু, কোঠ প্রভৃতিতে যথাবিধি রক্তমোক্ষণ করিবে।

শুক্রেবেগ ধারণ জন্ত উদাবর্তে শুক্র যুত্রমার্গে নিহত হইয়া শুক্রাশ্রয়ী উৎপন্ন হইলে বক্ষ্যমাণ শুক্রাশ্রয়ীর চিকিৎসা করিবে। শুক্রক্ষরণ, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উৎপন্ন হইলে, ভৃগু-পঞ্চমূলের দ্বারা **বীরতরাদিগণ** দ্বারা বা গোক্ষুর দ্বারা দৃঢ় পাক করিয়া পান করিবে। **বীরতরাদিগণ** অশ্রয়ী অধিকারে লিখিত হইবে। শুক্রক্ষরণ বা স্বপ্নদোষ উপস্থিত হইলে বাজীকরণোক্ত **করভান্দ গুড়িকা** এবং আমাদের **কল্পলতিকা** ও **সুবর্তীমোহনরস** ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক ঔষধই রাত্রিতে শয়নের পূর্বে সেবন করিতে হয়।

ইহাতে ( স্বপ্নদোষ বা শুক্রক্ষরণ ) কুটুটবাংস, ত্রিফল, শালিধাতু, বভ্রিশেণে **বিস্মৃতেল**াদির অভ্যঙ্গ ও অধগাহন হিতকর। রাত্রিতে শয়নের পূর্বে হাত, মূখ, পা

ও অণুকোষ শীতলজলে ধৌত করিয়া শয়ন করিবে। সুনিদ্রা ও দুগ্ধপান আশুরোগ-  
নিবৃত্তিকর। মাস্তক এবং পেট গরম হইয়াও স্বপ্নদোষ হইতে পারে ; তাদৃশ স্থলে মাথায়  
এবং পেটে ঠাণ্ডা জল প্রক্ষেপিত করিবে এবং বায়ুশান্তকর সুশীতল সুগন্ধি পানক  
প্রভৃতি পান করিবে। কোষ্ঠ পারকার না হইলে প্রায়শঃ রোগের উপশম হয় না।  
অতঃপর মলতেনন্য দ্রব্য হস্তাধার করিবে। হস্তাধার করিয়া ও অভ্যাসে দ্রব্য  
প্রভৃতি অল্পমাত্রায় ভোজন করিবে। হস্তাধারে দ্রব্য ও বেদনা প্রভৃতি উপশম।  
আত্মরক্ত ভোজন, রাএজাগরণ, আশ্রয় দ্রব্য এবং গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ আইতকর।

মূত্ররোধ বা মূত্রাশয়ের বেদনা হইলে মূত্রাশ্রাবোক্ত মূত্রাশ্রাবকারক ঔষধ ব্যবহার  
করিবে। এই অবস্থায় চানর জল নহে ঔষধের উপকার।

বাস্তদেশে, অণুকোষে বা শুষ্কদ্বারে শোথ হইলে বক্ষ্যমাণ বাতজ শোধের চিকিৎসা  
করিবে।

ক্ষুধা বেগ ধারণ ক্ষমতা তদ্রূপ, শ্রাস্ত বা দৃষ্টিশক্তির হানতা উপস্থিত হইলে দুগ্ধ বা  
মাংসযুক্ত সেবন করাইবে। হস্তাধারে বেদনার রোগ বিশেষ উপকার।

তৃষ্ণাবিষয়ীভূত মূত্ররোধ, প্রবণ শীতল হীনতা ও হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে  
শীতল যবাগু বা মধুপান করিবে। হস্তাধারে দুগ্ধপান বিশেষ উপকার।

শ্রান্ত ব্যক্তির নিশ্বাসরোধ বাটনে হৃদ্রোগ, মোহ বা গুন্ধ্য হইতে পারে। প্রমথাসপীড়িত  
ব্যক্তিকে সুব্রাহ্মণ্য করিয়া মাংসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করাইবে। এই অবস্থাতে দুগ্ধ,  
যোনি, শীতল জল এবং অণুশীতল দ্রব্য আইতকর।

নিদ্রার ব্যাধি পাতকানত চক্ষুর বা মস্তকের জড়তা, তদ্রূপ, জড়তা, অঙ্গমর্দন বা অজ্ঞান উপদ্রব  
উপস্থিত হইলে নিদ্রাও দুগ্ধপান আইতকর। নিদ্রাজনক মাহিমদুগ্ধ বিশেষ উপকার। উহা  
শ্লেষ্মা প্রধান ব্যক্তিতে প্রযোজ্য নহে।

নিদ্রাবিগ্ন রোগে বস্ত্র প্রক্ষেপে নিদ্রার অর্থাৎ হইলে অন্য নানান্নাশন তৈল,  
মহা নানান্নাশন তৈল, হিন্দুসাগর তৈল, চিত্তান্নাশন চিত্তান্নাশন  
প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করিবে। হস্তাধারে অরুতকাষ্য হইলে নিদ্রালু তৈল ব্যবহার্য।

### নিদ্রালু তৈল।

কুর্কটিক তৈল ৮ সের, সুন্দর শাকের রস ৮ সের, মাহিমদুগ্ধ ৮ সের, কাঁজি ৮ সের,  
হিমসাগর পাতার রস ৮ সের, শতমূল্যের রস ৮ সের, ইক্ষুর রস ৮ সের, দধির মাত ৮ সের,  
ভূপপনুলের কাণ ৮ সের, কুমড়ার জল ৮ সের, ভূমি কুম্ভাণ্ড রস ৮ সের, আতপ চাউল  
ধোরা জল ৮ সের। কন্ডার্প—ভূপ পঞ্চনুল, সুবর্ণি, শতমূল্য, যষ্টিমধু, জীবন্তী, কাকোলী,  
কর্ণাণ্ডকোলী, ভূমিকুম্ভাণ্ড মিশ্রিত ১০ সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল  
অতিশয় নিদ্রাজনক এবং উন্মাদ, মুচ্ছা ও অপমাননাশক।

রুক্ষাদি ক্রিয়া দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া মুত্র ও পুরীষবহ শ্রোত সমূহকে উত্তেজিত করিলে অতি কষ্টে মুত্র ও পুরীষ নির্গম হয় । ইহা নিবারণার্থ হিঙ্গুদি চূর্ণ ব্যবহার করিবে ।

### হিঙ্গুদি চূর্ণ ।

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, কুড় ৪ ভাগ, সচললবণ ৮ ভাগ, বিট লবণ ১৬ ভাগ । মাত্রা ১০—১০ আনা । অল্পপান, শূত শীতল জল বা কাঁজি । ইহা দ্বারা আনাহ, বিহুচী— গুহ্ম ও উর্দ্ধবায়ু নষ্ট হয় ।

### লচাদি চূর্ণ ।

বচ, হরীতকী, রক্ত চিতেমূল, যবক্ষার, পিপুল, আতৈষ, কুড় প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ১০ হইতে ২০ আনা । উষ্ণজল সহ সেব্য । ইহা দ্বারা আনাহ প্রভৃতি নষ্ট হয় ।

### পাকলবণ ।

হরীতকী ১ তোলা, দস্তীমূল ১ তোলা, তেউড়ীমূল ১ তোলা, হিং ১ তোলা, আকন্দ মূল ১ তোলা, দশা মূল মিলিত ১০ দশ তোলা, মনসা মূল ১ তোলা, রক্ত চিতে মূল ১ তোলা, পুনর্গবা ১ তোলা, পঞ্চলবণ মালত ১৮ তোলা । এই সমস্ত দ্রব্য চতুঃস্নেহ ( ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ) দ্বারা অভাবে—কেবল ঘৃত ও তৈল দ্বারা মর্দন করিবে । পশ্চাৎ গোমূত্র দ্বারা মর্দন করিয়া ( কেহ ২ পূর্বে গোমূত্র দ্বারা মর্দন ও শুষ্ক করিয়া পশ্চাৎ স্নেহাক্ত করিতে উপদেশ দেন এবং তাহাই সমীচীন ) জর্জরিত করিবে । তৎপর শরাববদ্ধ এবং মূনিপ্ত করিয়া গজপুটে পাক করিবে । এই লবণ অন্ন বা পানীয় দ্রব্য সহ সেবনীয় । মাত্রা ১০ আনা পর্য্যন্ত । ইহা পাচক, ভেদক, আনাহ ও উদর-বেদনা নাশক ।

আনাহ রোগে পূর্কোক্ত হিঙ্গুদিচূর্ণ, লচাদিচূর্ণ, পাকলবণ, ভাস্কর লবণ, ইচ্ছাভেদনা, দস্তী হরীতকী, হরীতকী খণ্ড, অভ্রা বেনাদিক এবং অগ্নিতপাচক ও ভেদক ঔষধ ব্যবহার করিবে । সাধু আনাহে পাচক ঔষধ এবং লজ্জন প্রশস্ত । উপার লিখিত হিঙ্গুদি চূর্ণ প্রভৃতি পরিপাকার্থ ব্যবহার করিবে । বতাদনের বাতপ্রধান উদাবর্তে শুষ্ক মূলাদ্য স্নাত এবং বিমূঢ় বাতে স্থিরাঙ্গ্য স্নাত হিতকর ।

### শুষ্ক মূলাদ্যস্নাত ।

স্নাত ১৪ সের, কাপার্থ—শুক মূল, আদা, পুনর্গবা, বিছাদি পঞ্চমূল, শোণালুফল মজ্জা মিলিত ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কর্কার্থ—পূর্কোক্ত শুষ্ক মূলাদি মিলিত ১০ সের । মাত্রা ১০ তোলা ১ পোয়া উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবনীয় । ইহা বায়ুর অহুলোমক ।

### স্থিরাণ্য শূত।

স্থত /৪ সের, কাথার্থ— শান পর্ণ্যাদি পঞ্চমূল, পুনর্ণবা. শোণালুফল মজ্জা, নাটাকরঞ্জ-  
মূলের ছাল প্রত্যেক ২ পল. জল ১৬ সের, শেষ /৪ সের। এই স্থত অকক। যাত্রা  
এবং অল্পপান পূর্ববৎ।

এই রোগে উদর রোগের এবং বাতব্যাধির ঔষধ অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে।

পথ্য—পেঁপে, কমলালেবু, বেলের পানা. ডাঙ্গা. আতাফল, আনারস, নিচু, পুরাতন  
তেঁতুল, আলুখরার টক্. লেবুর রস. মিশ্রি বা, চিনির পানক, অন্নমধুরফল, আম. ক্ষুদ্র  
মৎস্তের ঝোল. পুরাতন ধাতের লবু অন্ন. জাঙ্গল মাংসের ঘূষ ইত্যাদি।

অপথ্য—অনিদ্রা, হৃশ্চিক্তা. বেগধারণ. গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ. ঝাল, উত্তাপ, ডাল, শাক,  
মৈথুন, অধিক আহার, অজীর্ণে ভোজন ইত্যাদি।

## শূলুচিকিৎসা।

শূলোও আনাহ হয় এবং আনাহ হইতেও শূল্য হইতে পারে। এই কার্য্যাকরণ  
তাবহেতু আনাহের অনন্তর শূল্য চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে। এই ব্যাধি শুড়কাকার  
বলিয়া ইহার নাম শূল্য অথবা শূলোব ত্রায় ইহার অবয়ব বলিয়া ইহার নাম শূল্য  
হইয়াছে। এই ব্যাধি বাতপ্রধান। অথবা. বাতপ্রধান বলিলে অবস্থাবিশেষে হীনোক্তি  
হয়; যেহেতু, উৎসেধযুক্ত পিণ্ডাকার কেবল বায়ুই শূল্য নামে অভিহিত। ইহাতে যাবতীয়  
বায়ুনাশক উপক্রম করিবে। এইরোগে বা ইহার পূর্বরূপে আনাহ হয়। কোষ্ঠ কাঠি-  
ন্যই ইহার প্রধান উপসর্গ; স্মৃতরাং শূল্য চিকিৎসায়, কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ সতত ব্যবহার্য্য  
কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে শূল্য আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। এই রোগে দন্তী হলী-  
তকী অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। জয়পাল ঘটিত কোনও ঔষধ শূল্যে ব্যবহার্য্য নহে।  
তাহাতে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া পারিণাম অন্ততজনক হইতে পারে। এই রোগে পথ্যের প্রতি  
বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। উদাবর্ত্তে যাহা পথ্যাপথ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও  
তাহাই পথ্যাপথ্য। বিশেষ পথ্যাপথ্য পরে লিখিত হইবে।

রোগীকে প্রথমতঃ হবুশাদ্য শূতাদি দ্বারা শ্লিষ্ট করিয়া এবং শূল্য স্থানে  
বিস্মৃতৈলাদির অত্যঙ্গ করিয়া কুস্তী, পিণ্ড, বা নাড়ীশ্বেদ দিবে। ভদ্রদা-  
কাদিগণের কাথ দ্বারা কুস্তী বা নাড়ীশ্বেদ দিলে বিশেষ উপকার হয়। উৎশ্লিষ্ট  
বস্ত্রবন্ধ মাষকলায়াদির পিণ্ডদ্বারা পিণ্ডশ্বেদ দিবে। অনেক সময় বোতলশ্বেদ দেওয়া হয়,  
কিন্তু তাহা জলদ্বারা সম্পন্ন না করিয়া, বায়ুনাশক কাথ দ্বারা সম্পন্ন করা বিধেয়। শ্বেদ-  
দ্বারা—ছোটের যুহুতা হয়, বায়ুপিণ্ড ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে, বায়ুর অহুলোম হয়  
এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূরীভূত হয়। শূল্যস্থানে বাতব্যাধির উপশম, শাশ্বতশ্বেদ

এবং বেশবান্ধি বেদ হিতকর। গুণ্য হইলে শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকে সুতরাং ইহাতে অনুলোমন এবং পুষ্টিকরদ্রব্য আহার করা কর্তব্য। গুণ্য অচঞ্চল হইলে দোষপ্রশমন চিকিৎসা দ্বারা তাহার উপশম না হইলে, অথবা দোষ প্রশমনার্থে বৈদ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা গুণ্যস্থানের রক্তদূষিত হইলে সেই স্থিরগুণ্যস্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আছে।

## অন্য বাতগুণ্য চিকিৎসা।

বাতপ্রধান গুণ্যে, সুর্যমণ্ডে অতাবে কাঁজিতে টাবালেবুর রস, হিং, দাড়িমরস, বি-ট লবণ ও সৈন্ধব পরিমিতরূপ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। গুঁঠ ১০ তোলা, নিম্বষ কৃষ্ণতিল ২ পল, ইক্ষুগুড় ১ পল, উষ্ণদুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া উষ্ণদুগ্ধ সহ পান করিবে। রোগী দুর্বল, অগ্নাগ্নি, বা মূহুধাতু হইলে হীনমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতগুণ্য, উদাবর্ত্ত ও বোনিশূল নষ্ট হয়। কোষ্ঠ পরিকারার্থে পিত্তাভুগ বাতগুণ্যে দুগ্ধসহ এরণ্ডতৈল পান করিবে। এরণ্ডতৈলের মাত্রা ৩ তোলা হইতে ১০ এক ছটাক পর্যন্ত গ্রহণ করিবে।

### দন্তীহরীতকী।

জল ৬৪ সের, স্লথ পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টী, দন্তীমূল ২৫ পল, রক্তচিত্তেমূল ২৫ পল একত্র মৃৎপাত্রে পাক করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং হরীতকীগুলি নির্বীজ এবং পেষণ করিয়া ৮ সের তৈলে ভাজিয়া তৎপর কাথসহ পাক করিবে। পাককালে তেউড়ীমূল চূর্ণ ৩২ তোলা এবং গুড় ২৫ পল মিশাইবে। আসন্ন পাকে গুঁঠ ও পিপুল মিলিত ৮ তোলা ও চাতুর্জাতক মিলিত ৮তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। ইহা চ্যবনপ্রাশের ত্রায় লেহ হইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ। ঔষধ সেবনান্তে ১টী হরীতকী ভক্ষণ করিবে। এইরূপ করিতে হইলে হরীতকী নির্বীজ এবং পেষণ করা কর্তব্য নহে। কেহ ২ এই ঔষধে মাত্র ২৫টী হরীতকী গ্রহণ করেন, কিন্তুতাহা সমীচীন নহে।

হরীতকী কম দিলে অতীষ্ট সিদ্ধির, আশাও কম। ইহা সুখবিরেচক এবং গুণ্যনাশক। এই ঔষধে ৮ সের মধু মিশাইবার উপদেশ আছে। ইহাতে গ্ৰীহা, শোথ, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, বিষমজ্বর ও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। গুণ্যে বিরোচনার্থে হরীতকীখণ্ড ও ব্যবহার করিবে।

সাচিকার, যবকার ও কুড় একত্র পেষণ করিয়া তিলতৈল সহ ১০ আনা মাত্রায় অথবা কে ৫কী জটাভয়ের দ্বার ১০ তোলা মাত্রায় তিলতৈল সহ অথবা উভয়ের মধ্যে যে কোন যোগ এরণ্ডতৈল সহ সেবন করিলে বাতগুণ্য নষ্ট হয়।



গুণ্ডে বমন নিষিদ্ধ । তবে অত্যন্ত প্লেগপ্রবল গুণ্ডে অবস্থা বিশেষে বমন ব্যবস্থেয় । ইহাতে বজ্রক্ষার, চিন্তামনি তেতুমূল, ভাস্কর লবণ, রহত বাতচিন্তামনি, কাক্কাসন গুড়িকা, গুণ্ডশাদ্দুল রস, খাত্রী-ষট্টিপলক ঋত ও হবুশাদা ঋত প্রয়োগ করিবে ।

### কাক্কাসন গুড়িকা ।

শটী, কুড়, দস্তীমূল, রক্তচিতেমূল, অড়হর, শুঁঠ, বচ প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ১ পল, হিং ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অন্নবেতস ২ পল, যমানী, জীরে মরিচ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরে, বনযমানী প্রত্যেক ৪ তোলা । এই সমস্ত চূর্ণ টাবালেবুর রসে মর্দন করিয়া ১০ সিকি পরিমাণ বটিকা করিবে । আবণ্ডক হইলে ২ বটী একযোগে ব্যবহার করিবে । অল্পপান—ঈষদুষ্ণ জল, কাঁজি, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি । ইহা দ্বারা নানাবিধ গুণ্ড, অর্শঃ ও ক্রিমি আরোগ্য হয় । অনেকে টাবালেবুর রস দ্বারা বটিকা না করিয়া ইহাকে চূর্ণ অবস্থায় রাখেন, কিন্তু তাহা শ্রেয়স্কর নহে । অন্ততঃ টাবালেবুর রসে ভাবনা দিয়া রাখা উচিত । গুড়িকা ঔষধ, চূর্ণ ঔষধ অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী এবং অধিক কার্যকারী । টাবালেবুর রস বাতনাশক, এজন্য বাতগুণ্ডে উহার ভাবনা বিশেষ উপযোগী । ইহা গোমূত্রসহ কফ-গুণ্ড, দুগ্ধসহ পিত্তগুণ্ড (এই অবস্থায় লেবুর ভাবনা দেওয়া কর্তব্য নহে) কাজিসহ বাত-গুণ্ড, ত্রিফলা কাথ মিশ্রিত গোমূত্রসহ সারিাপাতিক গুণ্ড, উদ্বীদুগ্ধসহ রক্তগুণ্ডানাশক ।

### হবুশাদা ঋত ।

হবুশা, ত্রিকটু, কৃষ্ণজীরে, চই, চিতেমূল, সৈন্ধব, বনযমানী, পিপুলমূল, যমানী মিলিত ১১ সের, ঘৃত ৮ সের । কাথার্ধ—কুলঁ শুঁঠ ১২ সের জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের । এইরূপ গুণ্ড মূলকের কাথ ৮ সের, দাড়িমের স্বরস ৮ সের, দধি ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের । ইহা বাতগুণ্ড, শূল, আনাহ, গ্রহণী, বস্তিশূল ও পার্শ্বশূলনাশক ।

### খাত্রীষট্টিপলক ঋত ।

ঘৃত ৮ সের, আমলকীর স্বরস ১৬ সের । কথার্ধ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, শুঁঠ, যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল, প্রক্ষেপার্ধ—চিনি ৮ পোয়া, সৈন্ধব ৮ পোয়া । ইহা বাতগুণ্ডানাশক । ইহা পিত্তপ্রধান গুণ্ডেও প্রযুক্ত হয় । স্বরসের অভাবে কাথদ্বারা কার্য্য নিৰ্বাহ করিবে ।

### গুণ্ডশাদ্দুল রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, গুণ্ডগুণ্ড, অম্বখছাল তেউড়ীমূল, পিপুল, শুঁঠ শটী, ধনে, জীরে প্রত্যেক ১ পল, শোধিত জয়পাল বীজ ৪ তোলা, ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—আদারস ও গরমকন । ইহা ভেদক । ইহাতে গুণ্ড, রক্তগুণ্ড, বহুৎ, প্লীহাযুক্ত গুণ্ড, উদর ও শোথ আরোগ্য হয় ।

### রসাহ্বনান্নত লৌহ।

চিনি ১৬ পল বা ১/২ সের, ত্রিফলার কাথ ১৬ সের, গোঁড়ালেবুর রস ১/২ সের একত্র মৃৎপাত্রে পাক করিয়া ঘনোভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা মূত্রা, বিড়ঙ্গ, জীরে, কৃষ্ণজীরে, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, সচললবণ, সৈন্ধব, অন্ন প্রত্যেক ২ তোলা, উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১৬ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করতঃ লৌহ পাকের আয় পাক সিদ্ধ হইলে ১১ সের ঘৃত মিশাইয়া নামাইবে। কেহ ২ কাণাদি সহ ঘৃত পাক করেন। লৌহ পাকে তাহাই শ্রেয়ঃ। মাত্রা ছুই আনা হইতে ১০ আনা। অল্পপান—উষ্ণ দুগ্ধ বা উষ্ণ জল। ইহা দ্বারা গুল্ম, কামলা, পাণ্ডুরোগ, উদর রোগ, বক্রং ও জীর্ণ অর প্রশমিত হয়।

### শিখিলাড়ন রস।

পারদ, গন্ধক, অন্ন, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, যবক্ষার প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিহ্নের মূলের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—পান রস। ইহা দ্বারা বাত গুল্ম, প্লীহা, বক্রং ও উদর রোগ আরোগ্য হয়।

### হিঙ্গাদি চূর্ণ ( কফান্বিত বাতগুল্মে )

হিং, ত্রিকটু, আকনাদি, হবষা, হরীতকী, শটী, বনযমানী, যমানী, পুরাতন হেঁতুল, অম্লবেতস, দাড়িম খোসা, কুড়, ধনে, জীরে, রক্তচিহ্নেমূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্কার সৈন্ধব, সচললবণ, চই প্রত্যেক সমভাগ মাত্রা ১০ আনা। এই ঔষধ গরম জল সহ আহারের অব্যবহিত পূর্বে সেবা। টাণা লেবুর রসে এই চূর্ণ ভাবনা দিয়া ১০ আনা পরিমাণ গুড়িকা করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা পার্শ্ব শূল, মূত্রশূল, বস্তিশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, আনাহ, গ্রহণী, প্লীহা, শ্বাস ও হিকা আরোগ্য করে।

### ক্ষীরা ষট্‌পলক ঘৃত।

ঘৃত ১/৪ সের, পাকার্থ—দুগ্ধ ১/৪ সের। কক্ষার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিহ্নেমূল, শুঠ, যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ—জল ১২ সের। ইহা দ্বারা অর, প্লীহা, কাস, গ্রহণী ও গুল্ম আরোগ্য হয়। এই ঘৃত সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাতশ্লৈশ্মিক গুল্মে উষ্ণজল-পূর্ণ বোতলস্বেদ এবং অগ্ন্যাগ্ন বাতকফনাশক স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

### ভার্গীকটুপলক ঘৃত।

ঘৃত ১/৪ সের, কক্ষার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঠ, চিহ্নেমূল, যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল, দশমূল, এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথ ১/৮ সের, দধি ১/৬ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের। এই ঘৃত কফাধিক বাতগুল্ম ও উদররোগ নাশক।

গ্রহণীয় আশ্রাম কাণ্ডিক. কুষ্মাণ্ড গুড় কল্যাণক, উদর রোগে  
সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, নারায়ণ চূর্ণ অবস্থা বিশেষে অত্যন্ত ভেদক । পটৌ  
লাদি চূর্ণ, গুদ স্থানে বর্দনার্থ রসোনতৈল, বাতব্যধির বিস্মৃৎ তৈল,  
নারায়ণ তৈল প্রভৃতি বাতগুণে প্রয়োগ করিবে । মহাবিন্দু দ্ব্যত  
বাতগুণে বিরচনার্থ প্রযুক্ত হয় । বাতকফাত্মক গুণে শ্লেষ্মবর্দ্ধক দ্রব্য অপথ্য ।  
উদাবর্ত রোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহাতেও তাহাই পথ্যাপথ্য  
জানিবে ।

### বাতপৈত্তিক গুণ্য চিকিৎসা ।

পিত্তগুণে বা রক্তগুণে বিরচনার্থ দ্রাক্ষার কাথ ইক্ষু গুড় সহ পান করিবে ।

### রোহিণী দ্ব্যত ।

দ্ব্যত ॥ সের, কটকী, নিম. যষ্টিমধু, নির্বীজ ত্রিফলা. বলা ডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা,  
পটোলপত্র, তেউড়ীমূল চূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, মহুর ২ পল, পাকার্থ জল—/৪ সের । মাত্রা  
১ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য । ইহাতে পৈত্তিকগুণ্য, জ্বর, পিপাসা ও শূল নষ্ট হয় । এই  
গুণে ব্রহ্মহাতচিস্তামণি, রসায়নামৃতলৌহ, কাক্ষাসন  
গুড়িকা. নারায়ণ তৈল. দস্তীহরীতকী, কুষ্মাণ্ড গুড়  
কল্যাণক হিতকর ।

### দ্রাক্ষা মাণাদ্য দ্ব্যত ।

দ্ব্যত ॥ সের. বলাডুমুরের কাথ ১/১ সের, কক্কার্থ—কটকী. মূতা. বলাডুমুর, দুর্লাভা,  
ভূষামলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্ত চন্দন. উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা, আমলকীর  
রস ১/১ সের, দুগ্ধ ১/১ সের, জল ১/৪ সের । এই দ্ব্যত পিত্তগুণ্য, বিসর্প, পৈত্তিকজ্বর.  
রক্তপিত্ত ও কামলা নাশক । ইহা দৃষ্টফল ঔষধ ।

### দ্রাক্ষাদ্য দ্ব্যত ।

দ্ব্যত ॥ ৪ সের, কাথার্থ—দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, খজুর, ভূমিকুস্মাণ্ড, শতমূলী, পুরুষফল. ত্রিফলা  
প্রত্যেক ১ পল, জল ১/৬ সের, শেষ ১/৪ সের । আমলকীর রস ১/৪ সের, ইক্ষুরস ১/৪ সের  
দুগ্ধ ১/৪ সের । কক্কার্থ—হরীতকী ১/১ সের । পাকাস্ত্রে প্রক্ষেপার্থ—চিনি ॥ সের  
ও মধু ॥ সের । আজকাল চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখা হয় না । এই দ্ব্যত পিত্তগুণ্য  
এবং নানাবিধ পিত্তবিকৃতি নাশক । মাত্রা ১ তোলা, উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেব্য ।

চরকের মতে অবস্থাবিশেষে পৈত্তিক গুণ্য পাকিতে পারে । যদি পাকে, তবে  
তাহা অন্তর্বিদ্রুধি মধ্যে গণ্য হয় । ফলতঃ গুণ্য পাকিলেও তাহার চিকিৎসা অন্তর্বিদ্রুধির  
ন্যায় হইবে । ইহাতে পিত্তবর্দ্ধক বাবতীর দ্রব্য অপথ্য ।

## সন্নিপাত গুল্ম চিকিৎসা ।

এই গুল্ম অসাধ্য । তবে, অচিরোৎপন্ন হইলে কখন ২ আরোগ্য হইতে দেখা যায় ।

### বচাদিচূর্ণ ।

বচ, হরিতকী, হিং, সৈন্ধব, অন্নবেতস, যবক্ষার, যমানী প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ৮০ আনা, গরম জল সহ সেব্য । এই ঔষধ বাত কফাধিক গুল্মে প্রযোজ্য । ইহা আশ্ববর্জক ও বেদনা নাশক ।

ত্রিফল, কাথ ও গোমূত্রসহ কাস্কাস্মন গুড়িকা সেবন করিলেও সন্নিপাত গুল্ম আরোগ্য হয় । ইহাতে সত্ত্বর কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং কোষ্ঠ বদ্ধ হয় । সুতরাং দস্তী-হস্তীতকা প্রভৃতি পূর্বোক্তা বিরেচক ঔষধ মধ্যে ২ ব্যবহার করিবে । বায়ুর অহু-লোমনার্থ পেটে মহাবলাতৈল বা মহাবলু তৈল মালিশ করিবে । নারায়ণ চূর্ণ, বজ্রক্ষার, মকরধ্বজ, চতুর্মুখ, দ্রাক্ষাশূত, মট্‌পলক শূত প্রভৃতি ব্যবহার করিবে । দোষের বলাবল অহুসারে পথ্যাপথ্য নির্দেশ করিবে ।

## রক্ত গুল্ম চিকিৎসা ।

এই গুল্ম ত্রালোকদিগের তল পেটে গর্ভাকারে উৎপন্ন হয় । সুতরাং দশ মাস অতীত হইলে ইহার চিকিৎসা করিবে । গর্ভের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে প্রকাশ পায় । এমন কি স্তনে দুগ্ধ পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে । ব্যাধিসাধর্ম্য হেতু এই রোগ যত পুরাতন হয় ততই অসাধ্য হয় । ঋতুকালে ভালরূপ রক্তস্রাব না হওয়া অথবা ঋতু একেবারে বদ্ধ হওয়া এই রোগের কারণ । বায়ুর ত পিণ্ডিত রক্তই রক্তগুল্ম । রক্তগুল্ম হইলে ঋতু বদ্ধ থাকে এবং রক্ত, গুল্মে সঞ্চিত হইয়া গুল্মকে বান্ধিত করে । রক্তপিণ্ড ভেদ করাই রক্ত গুল্মের চিকিৎসা । ইহার চিকিৎসা অনেকটা পিত্তগুল্মের আয় । দ্রাক্ষাশূত পান করাইয়া প্রথমতঃ রোগিণীকে শ্লব্ধ করিবে এবং তলপেটে বসন্ততৈল প্রভৃতি মালিশ করিয়া তথায় মাধকলাইয়ের স্বেদ দিবে । এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা তল পেট কোমল হইলে সংশমন ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী হইবে । গুল্‌ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামুনহাটী ও পিপুল মিলিত চূর্ণ বা কঙ্ক ১০ তোলা, তিলের কাথে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তগুল্ম সত্ত্বর আরোগ্য হয় । তিলের কাথে ত্রিফল, হিং ও বামুনহাটী মিলিত ১০ সিকি তোলা ও ইক্ষুগুড় ১০ সিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তগুল্ম নষ্ট হয় এবং আর্দ্র শোণিত নির্গত হইয়া থাকে ।

এই সমস্ত ত্রিফলা দ্বারা রক্তগুণ্য প্রশমিত না হইলে গুণ্যভেদনার্থ যত্নবান হইবে ।  
যক্ষসহ যবক্ষার ১০ ও ত্রিকটু মিলিত ১০ আনা পান করিলে গুণ্যভেদ হয় ।

বজ্রক্ষার ৪ ভাগ, সর্পাসিন্দূর ১ ভাগ সহ পেষণ করিয়া ১০ আনা মাত্রায়  
শীতলজল অথবা কাঁজিসহ সেবন করিলে রক্তস্রাব হইয়া থাকে ।

পলাশক্ষারজলসাধিত ঘৃত পান করিলে রক্তগুণ্য ভিন্ন হয় । ঘৃত ৮ সের, অশ্বধূমে  
পলাশছাল ভক্ষ ৮ সের, জল ৯৬ সের, শেষ ৩২ সের । এই জল ২১ বার পরিশ্রুত  
করিয়া পরে তৎসহ ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত অকল্প । ইহা রক্তগুণ্যের অত্যাৎকষ্ট  
ঔষধ । ইহা রক্তস্রাবক বিধায় নষ্টাৰ্ত্তবা দ্বীকে ও ব্যবহার করান যাইতে পারে ।

শনোহর চূর্ণ । যথা—হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ী মূল, খিট, সৈন্ধব, যবক্ষার,  
গুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, কিঞ্চিৎ ঘৃতে ক্ষেপ্ত ভজিত করিয়া যবের কাথ সহ ১০ আনা মাত্রায়  
সেবন করিলে উপকার হয় । এই ঔষধ অগ্ন্যাগ্ন গুল্মেও হিতকর । কাঙ্ক্ষাস্থন  
গুড়িকা উষ্ট্রী হৃদ্রসহ অথবা নারায়ণ চূর্ণ কুল গুঁঠের কাথ সহ পান করিলে  
রক্তগুণ্য আরোগ্য হয় । আয়ান কাঁজিক, অভ্রা লবণ, কল্যাণ  
লবণ, হহং গুণ্য কালানল রস ও গুণ্যশাদ্দুল রস অবস্থা  
বিশেষে রক্তগুণ্যে প্রয়োগ করা যায় ।

অধিক রক্তনির্গম হইলে রক্তপিত্ত (অধোগত) এবং রক্তপ্রদরের দ্বারা চিকিৎসা  
করিবে । অধিক রক্তস্রাব হেতু বাতাক্রান্ত হইলে বাতব্যাদির চিকিৎসা হিতকর ।

আয়্যাপান এবং দুর্বার রস ১ সের, তৎসহ ১০ পোয়া তিক্তকঘৃত (কুষ্ঠোক্ত) মিশা-  
ইয়া যোনিদ্বায়ে পিচকারী দিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয় । এই কার্যে বরফ প্রয়োগ করা  
হিতকর ।

### ক্ষার ঘৃত ।

তৈল তৈল ১৬ সের, ঘৃত ১৬ সের, পলাশক্ষার ১৬ সের, জল ৩ মণ ১৮ সের যথাবিধি  
পাক করিয়া ব্যবহার করিবে ।

### অগদক্ষার ।

দেবদারু, তেউড়ী, দস্তী, কটকী, পঞ্চকোল, সাচিক্ষার, যবক্ষার, ত্রিফলা, আকনাদি,  
রুক্ষজারে, কুড়, নাকুলী, প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল । এই সমস্ত চূর্ণ  
তৈল, বসা, দধি ও ঘৃত দ্বারা মর্দিত ও আগ্নুত করিয়া নূতন ঘটে অশ্বধূমে পাক করিবে ।  
ঘট অগ্নিবর্ণ হইলে নামাইয়া দক্ষক্ষার গ্রহণ করিবে । মাত্রা ১০ হইতে ১০০ । অনুপান  
—ঘৃত, হৃদ্র বা ঘোল । ইহাতে সর্পপ্রকার গুণ্য, উদার্ত্ত, উদর, শ্লীহা, যোনি  
দোষ, অশ্রু, ইঁটর বিষ ও সর্পাবিষ নষ্ট হয় । ইহা রক্তগুণ্য নাশক ।

### হিঙ্গাদিচূর্ণ ।

হিং, পিপুলমূল, ধনে, জীরে, বচ, চই, চিতে, আকনাদি, শটী, অন্নবেতস, করকচ, বিট ও সৈন্ধব লবণ, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিকার, দাড়িম খোসা, হরীতকী, কুড়, ধৈকল, হবুধা, কৃষ্ণজীরে প্রত্যেক সমভাগ । আদারসে ৭ বার এবং ছোলদলেবু রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে । মাত্রা ১০ আনা । অস্থপান—গরমজল । এই ঔষধ উদর, উদাবর্ত, গুল্ম, আগ্নায়, প্রত্য্যাগ্নান, শূল, তুণী, অষ্টীলা প্রভৃতি নাশক ।

### ক্ষারশোণ ।

পলাশক্ষার, মনসাক্ষার, আপাংক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দক্ষার, তিলনালেরক্ষার, অম্বথ ক্ষার, যবক্ষার, সাচিকার ও মোহাগা প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ১০ আনা । গরমজল সহ সেব্য । ইহা অত্যন্ত পাচক এবং গুল্ম, উদর, প্লীহা, শূল, অষ্টীলা ও আগ্নায় নাশক ।

### শল্লপুষ্কা লেবন ।

শরপুষ্কের ক্ষার দ্বারা লবণ প্রস্তুত করিয়া তাহার ১ ভাগ ও হরীতকী ১ ভাগ । মাত্রা ১০ আনা, উষ্ণজলসহ সেব্য । ইহা গুল্ম ও শূলনাশক ।

### বজ্রক্ষার ।

করকচ, সৈন্ধব, কাচলবণ, যবক্ষার, সচললবণ, মোহাগা ঐষ, সাচিকার প্রত্যেকচূর্ণ সম-ভাগে গ্রহণ করিয়া মনসা এবং আকন্দক্ষীরে পৃথক্ ৩ বার ভাবনা দিয়া আকন্দপত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্বক নূতন হাড়ীর মধ্যে অন্তর্ধূমে (হাড়ী অগ্নিবর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত) পাক করিবে । পরে ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরে, চিতেমূল প্রত্যেক সমভাগ, পূর্বোক্তক্ষার সর্বচূর্ণসম মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০ আনা । অস্থপান বাতে—ঈষদৃষ্ণজল, পিষ্টে—দুত, কফে—গোমুত্র এবং ত্রিদোষজে—কাঁজি । ইহাতে গুল্ম, শূল, অজীর্ণ, শোথ, উদর, উদাবর্ত ও প্লীহা আরোগ্য হয় । ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । আমরা সচরাচর যে বজ্রক্ষার ব্যবহার করি তাহা ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার ।

যবক্ষার ও ত্রিকটু দুতসহ লেহন করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয় । ইহার পথ্যা-পথ্য উদাবর্তের নাশক । ইহাতে আলু প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য একেবারে বর্জনীয় । ডাল খাওয়া নিত্য প্রয়োজন হইলে মাষকলাই বা কুলখ কলাইয়ের ঘূষ অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে ।

রক্তগুল্মে কাঞ্জিক ও দাড়িমাди দ্বারা অগ্নীকৃত দুত পান, বাতনাশক দুত-তৈল ব্যবহার, তিস্তিরি ও কুকুট প্রভৃতি পক্ষীর মাংসঘূষ বিশেষ উপকারী ।

রোগিণীর পীড়ার উপশম হইলে জীবনীস্বাস্থ্য ত পান করা কর্তব্য ।

### জীবনীস্বাস্থ্য ত ।

দুত ১৪ সের, জীবনীস্বাস্থ্য ১৬ সের এবং কক্ক ১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিবে । ইহা বল্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ ।

## অপ জ্বদ্রোগ চিকিৎসা ।

হৃদয় গুল্মের স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং স্থান সাম্যাহেতু গুল্মের পর জ্বদ্রোগ চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে । গুল্মে যেমন বায়ু প্রধান, জ্বদ্রোগেও তদ্রূপ বায়ু প্রধান ; তথাপি, হৃদয় প্লেয়স্থান হেতু ইহাতে বাতপ্লেয়িক চিকিৎসা করা কৰ্ত্তব্য । এই রোগে প্রায়শঃ কুসু ফুসের প্লেয়া ও বায়ু দূষিত হইয়া বেদনা উৎপাদন করে, তজ্জন্ত বন্ধঃস্থলের বাম ভাগে বেদনা হইয়া থাকে । কুসুফুসের প্লেয়া দূষিত হওয়ায় যান্ত্রিক ক্রিয়ার লাঘব হয় বলিয়া স্পন্দন ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, কোথাও ধীরে ২ স্পন্দন হয়, কোথাও বা নিলম্বে স্পন্দন হয়, কোথাও বা বক্রভাবে স্পন্দন হয় ইত্যাদি । কুসুফুসা-ক্রান্ত জ্বদ্রোগ হইতে সত্তর যক্ষ্মা বা শোষ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং এই রোগ সত্তর প্রশমনে চেষ্টিত হইবে । জ্বদ্রোগে বমন নিষিদ্ধ, তবে প্রথমাবস্থায় অবস্থা বিশেষে কফ নিঃসরণের নিমিত্ত মৃদু বমন করান যাইতে পারে । বমনে বন্ধঃস্থল আলোড়িত হওয়ায় বায়ু বৃদ্ধি হইয়া অধিক বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে ।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন । কারণ, হৃদয় প্রধান ত্রিমর্ষের মধ্যে অন্যতম মর্ষ স্থান । প্রধান মর্ষে যে কোনও পীড়ার উৎপত্তি হইলে তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর এবং দুঃসাধ্য হইয়া থাকে । নূতন অবস্থায় অনেক সময় এই রোগ সুখসাধ্য হয় কিন্তু পুরাতন হইলে আরোগ্য হওয়া সুকঠিন । দোষের প্রাধান্য অনুসারে অনেক সময় জ্বদ্রোগে বাতপৈথিক উপক্রমও বিহিত হইতে পারে । যেহেতু হৃদয়ের অংশ বিশেষে ( প্লেয়ার ভায় ) পিত্তের স্থানও বটে ।

জ্বদ্রোগে অজুন রক্ত অতি প্রসিক্ত ঔষধ । সুতরাং সকল প্রকার জ্বদ্রোগেই অজুনরক্তসাধিত ঔষধে ফল লাভ হইয়া থাকে । অজুনরক্তবৎ শিলাজতুও বিশিষ্ট-কল্পনা সহযোগে প্রযোজিত হইলে উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করে । ক্রিমিজ জ্বদ্রোগে ক্রিমির বিনাশ না হইলে অজুন রক্ত বা শিলাজতু কিঞ্চিন্নাত্রও কার্যকারী হইবে না । জ্বদ্রোগ মাত্রাই হৃদয়স্থ রস দূষিত না হইলে উৎপন্ন হইতে পারে না । সুতরাং রস শোধক এক তত্ত্ব দোষনাশক ঔষধ সর্বথা প্রযোজ্য । নিদানে জ্বদ্রোগ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে ; নিম্নে জ্বদ্রোগের বিশেষ ২ কতিপয় অবস্থাতেই এবং তাহার চিকিৎসা ক্রম প্রদর্শিত হইল ।

### আবরণিক জ্বদ্রোগ ।

আমবাত, রক্তদোষ, ( মূত্র-যন্ত্রের ক্রিয়া বৈষম্য ) ‘শীতল’ বা ‘আর্দ্র’ বস্তু সেবন হেতু জ্বকোষ্ঠের আবরণী ( আবরণক চর্ম ) পীড়িত হইলে, অপথ্যভোজীব্যক্তির সেই আবরণীতে প্রদাহ, উষ্ণতা, শোথ, গুরুতা, মহতী ব্যথা ও জ্বকোষ্ঠে কম্পন উপস্থিত হয় । এই অবস্থা

বিশেষ ভগ্নিবার পর রোগীর কাস, শ্বাসরুদ্ধতা, দৌর্বল্য, নাসাধারা রক্তস্রাব, অগ্নিমান্দ্য, হাতে পায়ে শোথ এবং নাড়ীর গতিবৈষম্য হয়। এই অবস্থা উৎপন্ন হইবা মাত্রই চিকিৎসা করিবে, কদাচ কালহরণ করিবে না।

হৃদ্রোগের এই অবস্থা পিত্ত এবং কফপ্রধান। সুতরাং ইহাতে পিত্তপ্লেয়নাশক চিকিৎসা করা কৰ্তব্য। ইহাতে মলগিঃসারক এবং মূত্রকারক ঔষধ হিতকর। মূত্রাধাতের সুবুদ্ধিমান দ্বারা ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি কাস-শ্বাস কম থাকে এবং নাসা দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে তবে বিন্দারী দ্রুত প্রয়োগ করিবে। এইরোগে চ্যাননপ্রাশ, লোক্ষ্যরসাস্রন, অগস্ত্যহরীতকী, পিত্তাধিকো অজুনদ্রুত ফলপ্রদ। অরুণপ্রাশ সামান্ততঃ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়।

যদি রক্তস্রাব এবং দাহ না থাকে তবে, বৃকে পুরাতন দ্রুত বা আমাদের কালদ্রুত মালিশ করিয়া “ক্লানেলের” মৃদুস্বেদ দিবে।

হৃদ্রোগ মাত্রই বক্ষস্থল আকন্দের তুলা। ক্লানেল বা গরম বস্ত্রদ্বারা আবৃত রাখা কৰ্তব্য। অবস্থা বিশেষ হৃদ্রোগ নাশক যোগবাহী ঔষধ সকল ব্যবহার করিবে। ইহাতে শীতবীৰ্য্য কোনও ঔষধ প্রযোজ্য নহে। অভ্যন্তরস্থ শোথ প্রশমনার্থ শোখাধিকারের শোথ ও হৃদ্রোগ প্রশমক ঔষধও ব্যবহৃত হয়। গোক্ষুরদ্রুত ইহাতে ফলপ্রদ।

### কোষ্ঠিক হৃদ্রোগ।

আমবাত বা বন্ধস্থলে অভিঘাত হেতু অথবা পূৰ্বোক্ত আবারণিক ব্যাধি হইতে হৃৎকোষ্ঠে শোথ জন্মে। এই অবস্থা বিশেষ উৎপন্ন হইলে পরিশেষে তাহা হইতে অর, দাহ, অরুচি, কম্প, বিবৰ্ণতা, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, মূৰ্ছা, আক্ষেপ ও প্রলাপ উৎপন্ন হয়। এই রোগে কোষ্ঠে পূয় জন্মিতে পারে। জন্মিলে, তাহা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া শীঘ্র প্রাণনাশক হয়। ইহাতে নারীর গতিবৈষম্য হয়। এই ঘোরতর ব্যাধি হইতে অদৃষ্ট বশে কচিং কোনও ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে।

মেদ এবং শোথনাশক প্রতিক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। শোথনাশক পুনর্জীবনলেনহ, কংসহরীতকী এবং রহত শুষ্ক ছালাদাতৈল ইহাতে ব্যবহার করিবে। হৃদ্রোগের পূৰ্বোক্ত ঔষধসমূহ ইহাতে অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে।

লোভী ব্যক্তির অবিহিত আহার বিহার হেতু হৃৎকোষ্ঠে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ব্যাহত হইলে সেই কোষ্ঠস্থ, পেশী, সকল স্থলতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থার পরিণামে হৃৎকোষ্ঠে পদন কোষ্ঠস্থ পেশীতে বেদনা, বোগীয় শ্বাসরুদ্ধতা, দৌর্বল্য, ভ্রান্তি, মূৰ্ছা এবং কার্যো অনিচ্ছা জন্মে। মেদ এবং মেয়াই এই ব্যাধির নিদান।



সুতরাং মেদহর এবং কফহর ঔষধ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। নবক গুগ্গুলু, শিলজতু প্রয়োগ, অরুণপ্রভা এবং কফহ্রদ্রোগবর্ণিত ঔষধ সকল ইহাতে ব্যবহার্য্য।

### আশ্বাশ্বক্য হ্রদ্রোগ ।

অবস্থাবিশেষে ইহাতে জ্বকোষ্ঠের প্রসার বন্ধিত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় শ্বাস, মূৰ্ছা, ভ্রম, শোথ, জ্বকম্প, অগ্নিমান্দ্য, জ্বলোদর, অনিদ্রা এবং বলমাংসক্ষয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে এই জাতীয় অগ্নাত্ত লক্ষণও প্রকাশিত হইতে পারে। হ্রদ্রোগের ঔষধ সকল ইহাতে প্রয়োগ করিবে। বাতব্যাধির বলাতৈল<sup>১</sup> জদয়ে মালিশ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ থাকিলে মহাশ্বাস<sup>২</sup> এবং শ্বাস, মূৰ্ছা, ভ্রান্তি ও দাহাদি থাকিলে বাতরক্তের ষষ্ঠ্যাহ্রশতপাকতৈল ব্যবহার করিবে। এই তৈল বাতরক্তাধিকারে লিখিতে হয় নাই সুতরাং নিম্নে লিখিত হইল। ইহা বাতরক্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### ষষ্ঠ্যাহ্রশতপাক তৈল ।

তিলতৈল ১৬ সের, কাথার্থ—বষ্টিমধু ১২½ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কক্কার্থ—শালপাণি, ভূমামলকী, দুর্ধা, ক্ষীরবিদারী, শতমূলী, রক্তচন্দন, অণুর, হংসপদী, জটায়াংসী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, গুলফা, ঋদ্ধি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবন্তী, জীবক, ঋষভক, দারুচিনি, তেজপাত, নগী, বালী, গুণ্ডুরিয়া কাষ্ঠ, মন্ত্রিষ্ঠা, অনন্তমূল, রাখালশা<sup>৩</sup>সা, কৈবর্তমূলক প্রত্যেক ৮ তোলা। এই তৈল উক্ত কাথাদি দ্বারা শহবার পাক করিলে ষষ্ঠ্যাহ্রশতপাক তৈল হয়। ইহা বাতরক্ত, পিত্তদাহ, হ্রদ্রোগ ও জ্বর নাশক।

এই রোগে অরুণপ্রভা এবং অবস্থাভেদে বাতব্যাধির ঔষধ সমূহ প্রযুক্ত হইতে পারে।

### অথ পরীক্ষক হ্রদ্রোগ ।

বাতীয় ক্ষয়কর দ্রব্য সেবন বা ক্ষয়কর ক্রিয়া দ্বারা কোষ্ঠস্থ পেনী সকলের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় জ্বকম্প, অঙ্গাবসাদ, দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, ভ্রম এবং ক্রমশঃ শোথ উৎপন্ন হয়। ইহাতে এইজাতীয় অগ্নাত্ত লক্ষণও উৎপন্ন হইতে পারে।

এই অবস্থা বাতপ্রধান সুতরাং বাতপ্রধান হ্রদ্রোগের ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা কর্তব্য। ক্ষয়নিবারক, মাংসবর্দ্ধক ও ষাণ্ডুপোষক ঔষধ ইহাতে ব্যবহার করিবে। বৃহৎছাগলাগ্ন্যত এবং বাতহ্রদ্রোগের ঔষধ সমুদায় ইহাতে হিতকর। অরুণপ্রভা, বৃহৎবাত চিন্তামণি ও রসরাজ রস, অর্জুন, ছালের কাথসহ প্রয়োগ করিবে। বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত পান এবং অশ্বগন্ধাতৈল, মহামামতৈল, বলাতৈল, পুষ্পরাজপ্রসারণী তৈল প্রভৃতি দ্বন্দয়ে মর্দনার্থ ব্যবহার করিবে।

### মেদসূত্র হ্রদ্রোগ।

ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের পেশীহ্রদ্রসমূহে ক্রমশঃ বিলুপ্ত ২ মেদ সঞ্চয় হইতে পারে। হৃৎকোষ্ঠাবরণীর হঠাৎ ভেদ হইলে রোগীর সহসা মৃত্যু হওয়া সম্ভব। কোষ্ঠের পেশী-হ্রদ্রসমূহে মেদবৃদ্ধিহেতু অথবা বন্ধস্থলে অত্যন্ত আঘাত হেতু আবরণী ভিন্ন হইতেও দেখা যায়। এই অবস্থায় নাড়ীর গতি মৃদু হয়। ইহাতে হৃৎকম্প, অঙ্গাবসাদ, ভ্রম, মূৰ্ছা ও শায়র বলক্ষয় হইয়া থাকে। এই ব্যাধি উৎপন্ন হইবা মাত্রই চিকিৎসা করিবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাধি। মেদোনাশক ক্রিয়াই ইহার প্রধান চিকিৎসা। অল্পপ্ৰভা বধুসহ সেবনে বিশেষ ফল লাভ হয়। কফজ হ্রদ্রোগের ঔষধসকল ইহাতে ব্যবহার করা যায়।

### অথ বিক্ষেপিকা হ্রদ্রোগ।

ইহাতে হৃৎকোষ্ঠের আক্ষেপ হইতে পারে। এই অবস্থা ত্রিদোষজ হইলেও বাতভূয়িষ্ঠ। ইহা উৎপন্ন হইলে হৃৎকোষ্ঠপ্রদেশে, বন্ধস্থলের অন্তর নীচে, বামস্কন্ধস্থিতে, বামকরে, গ্রীবায়, পৃষ্ঠদেশে এবং বক্ষস্থানে তীব্র বেদনা জন্মে এবং ঐ সকল স্থানে হৃদীবেদনবৎ বেদনা, বিদারণবৎ বেদনা, আকর্ষণবৎ পীড়া ও দাহ উৎপন্ন হয়। এই রোগে মুহূৰ্থ হৃৎস্বাসরোধ, স্বকের শীতলতা, ঘর্ম্ম, আশ্বান, আনাহ; মোহ, বিবর্ণতা ও অরুচি প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। রোগী অবিহিত আহার বিহারী হইলে ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস ও মৃত্যু হইয়া থাকে। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন।

এই ব্যাধির চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষরূপ বর্ণিত হয় নাই। আক্ষেপ বাতব্যাধির চিকিৎসা এবং বাতজ হ্রদ্রোগের চিকিৎসা ইহাতে অবিরুদ্ধ। বেদনা স্থানে মালিসের জন্য হংসাদি সূত্র ব্যবহার করিবে। স্বাস নিবারণার্থ স্প্রাসচিস্তা-মণি, সর্কাজমুন্দর ও ভার্গীশর্করাবলেহ প্রয়োগ করিবে। পিত্তাধিক অবস্থায় বৃহৎবাতচিস্তামণি ও অর্জুন সূত্র ব্যবহার করা যায়। অল্পপ্ৰভা ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহা বধাযোগ্য অল্পপানে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ ও জীর্ণকারক ঔষধ ( ভাস্কর লবণাদি ) ব্যবহার করা কর্তব্য।

### উল্লস্ফোহ হ্রদ্রোগ।

বন্ধস্থলে জলসঞ্চয়কে উরশ্চায় হ্রদ্রোগ বলে। জলসঞ্চয় এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বেও হইতে পারে। এই রোগে স্বাসকষ্ট, কফনির্গম, ওষ্ঠে এবং মুখে নীলবর্ণতা, পাদশোথ, নাড়ী ক্ষুদ্র, বিষম এবং বেগবৃত্তী, অল্প ২ মূত্রনির্গম, শয়নে কষ্টবোধ এবং উপবেশনে অথ বোধ হয়।

এই রোগে মূত্রকারক ও প্লেগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শীতলজল পান,

শীতল বায়ু সেবন, এবং অভিব্যক্তি দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ। জলের পরিবর্তে দুগ্ধ পান হিতকর। অত্যন্ত পিপাসায় মুরামাংসীসাধিত ঔষধ জল পান করিবে। প্রস্রাব কম হইলে, মূত্রকৃচ্ছ বা মূতাস্বাতোক্ত ঔষধ দ্বারা প্রস্রাব করাইবে। প্রস্রাব কম হইলে শীতল জল পান করিলে বা অভিব্যক্তি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এই পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় স্বাক্ষারযুক্ত খেত পুনর্বার রস পান করিলে এই পীড়ার উপশম হয়। অবস্থানসারে পূর্বোক্ত অরুণপ্রভা, কফপ্রধান হৃদ্রোগের ঔষধ এবং কাস, শ্বাস ও শোথের ঔষধ ইহাতে প্রয়োগ করা যায়। সুশ্রুতে এই পীড়ার জন্য অত্র চিকিৎসা বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে।

এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়াও ১ বৎসর কাল মধ্যে মৈথুন, পথপর্যটন, ব্যায়াম, শীতলজল, দিবানিদ্রা, শোক, ক্রোধ, অন্ন, শাক ও ক্লেদিদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

## উরোগ্রহ (অগ্রমাংস বা পাত।)

কাঁচাকলা, অন্নও লবণ প্রকৃতি অভিব্যক্তিদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, দুগ্ধিত জল-গুরুদ্রব্য, পচা দুগ্ধকদ্রব্য এবং মংস্তাদি ভক্ষণ করুণ এবং প্ৰাহার মাংস বৃদ্ধি হইলে বায়ু এবং শ্লেষ্মা উভয়ের অগ্রভাগে এবং বকের নিম্নদেশে উরোগ্রহ রোগ উৎপাদন করে। ইহা বাম বা দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হয় না—বকের মধ্যদেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই রোগে বৃক্কদেশের শিরাসমূহ পাতলা এবং কৃষ্ণবর্ণ বা পাতবর্ণে প্রতিভাত হয়। ইহার আকৃতি জিহ্বা বা কচ্ছপদৃশ্য। অর, অরুচি, পিপাসা ও শোথ ইহার উপদ্রব।

এই রোগ কফবাতজ। যাবতীয় কফবর্জক দ্রব্যই ইহার অসংখ্য এবং কফ নাশক দ্রব্যই সংখ্য। কফ প্রধান করুণ প্ৰাহার চিকিৎসাই ইহার চিকিৎসা।

স্থান সাধর্ম্য হেতু এই রোগ হৃদ্রোগের মধ্যে লিখিত হইলেও ভুল্যানিদান হেতু করুণ প্ৰাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য অধিক ; সুতরাং চিকিৎসাও করুণ প্ৰাহার আশ্রয়।

অভক্ষা লবণ, চিত্রকাদি লৌহ, ব্রহ্ম লোকনাথ রস প্রভৃতি ইহার অহৌষধ।

উষাকালে ঘুঁটের ছাই বা মুখের লাল দ্বারা উর্দ্ধদিকে টানিলে এই পীড়ার উপকার হয়।

প্ৰীহা বা বক্রভের দোষে এই রোগ উৎপন্ন হয় আবার ইহার দোষেও করুণ বা প্ৰীহা বর্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার পরস্পর সুষমক বিশিষ্ট এবং এইজন্যই একের প্রশমনে অন্যের উপশম হইতে থাকে। এইব্যাদি সচরাচর বালকেই অধিক বৃষ্ট হয়। করুণ প্ৰাহার পথ্যাপথ্যই ইহার সংখ্যাসংখ্য।

### হৃদ্রোগের কতিপয় সুস্তিযোগ ও ঔষধ।

হৃদ্রোগে অর্জুন ছালের কাথ, চিনি সহ পান করিলে, অথবা স্বল্পপঙ্কমূলী এবং হৃদ্রোগ দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনি সহ পান করিলে পৈত্তিক বা বাত পৈত্তিক হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

সুত, তুষ্ণ অথবা ইক্ষুগুড়ের জল সহ অর্জুনছাল চূর্ণ সেবন করিলে পৈত্তিক বা বাত-পৈত্তিক হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। ইহা সোণবাড়ী উৎকর্ষে ইক্ষু।

পঙ্কমূলচূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, ক্ষয়, জ্বর নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রয়োজ্য অর্থাৎ প্রয়োজ্য।

দশমূলের কাথে আধআনা সৈন্ধব এবং আধআনা যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ ও শুষ্কশূল আরোগ্য হয়। এই ঔষধ শ্বাসে ও শূলে বিশেষ উপকারী। ইহা বাতকফাধিক আবস্থায় ব্যবহার্য।

গোধূম, অর্জুন ছাল প্রত্যেক ১ ছটাক, ছাগছক ১৥ সের, গব্যযুত অর্দ্ধছটাক, চিনি ১৮ পোয়া এই সমস্ত দ্রব্য মোহন ভোগের ন্যায় পাক করিয়া শীতল হইলে উপযুক্ত মধু মিশ্রিত করিয়া পরিমিত রূপে প্রত্যহ সেবন করিলে বাতপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান নানাবিধ হৃদ্রোগ ও ত্রিদোষজ পুরাতন হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়।

অর্জুন ছাল চূর্ণ অথবা গোরক্ষচাকুলের মূল চূর্ণ অবস্থাতেই হৃদ্রোগ সহ সেবিত হইলে নানাবিধ হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

### হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং, বচ, বিটলবর্ণ শুঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, রক্তচিত্তেমূল, যবক্ষার, সচল লবণ, কুড় প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ১০ আনা। ইহা যবক্ষারের সহিত পান করিলে শূল ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ বাতশ্লৈশ্মপ্রধান হৃদ্রোগে ও শূলে প্রয়োজ্য।

### শাঠাদিচূর্ণ

আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, তুরালভা, রক্তচিত্তেমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শটী, কুড়, তেঁতুল, দাড়িম, মাতুলঙ্গমূল প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা হইতে ১০ আনা উষ্ণজল সহ সেবা। এই ঔষধ ব্যাধিপ্ৰত্যাহারী স্ততরাং নানাবিধ হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা বাতপ্রধান হৃদ্রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

### শুষ্কভক্ষ্য।

হিঙ্গাদি চূর্ণ অথবা হিঙ্গা, কুড়, হরীতকী, রক্তচিত্তেমূল, যবক্ষার, সচল লবণ, কুড় প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ১০ আনা। ইহা যবক্ষারের সহিত পান করিলে শূল ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ বাতশ্লৈশ্মপ্রধান হৃদ্রোগে ও শূলে প্রয়োজ্য।

ক্রিমিক হৃদ্রোগে কদাচ বমন করাইবেনা। ইহাতে বিরেচনার্থ বিড়ঙ্গ এবং কুড় মিশ্রিত গোমূত্র পান করাইবে। তদনন্তর বিড়ঙ্গপ্রগাঢ় কাঁজি পান করাইবে। রোগীর পথ্যের নিমিত্ত বিড়ঙ্গসাধিত জলদ্বারা যবের পেয়াদি প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ক্রিমিরোগোক্ত বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ, পলাশাদিচূর্ণ, পাল্লিভদ্রাবলেহ, ত্রিফলচূর্ণ, কীটমর্দন রস, কীটমর্দন রস, ত্রিফলা সূত, বিড়ঙ্গ সূত অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে।

বজ্রভদ্রাত ( বাতপ্রধান হৃদ্রোগে )।

হরীতকী ৫০ টী। সচল লবণ ১/১ পোয়া, ঘৃত ১/৪ সের, জল ১৬ সের।

হৃচ্চিস্তামণি।

রসসিন্দূর, অত্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিতেম্বলের রসে মর্দন করিয়া হাতিঙাড়ের পাতার রসে ৫ বার ভাবনা দিয়া ২২ রতি বটী করিবে। অম্বুপান—ঈষদুষ্ণজল। ইহাতে উরস্তোয়, বক্ষোবাত, হৃদ্রোগ এবং নানাবিধ ফুসফুস সংক্রান্ত গ আরোগ্য হয়।

বলান্য সূত ( পৈত্তিক হৃদ্রোগে )

ঘৃত ১/৪ সের, কাথার্ধ—বেড়োলা, গোরক্ষ চাকুলে, অর্জুন ছাল মিলিত ১/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১ সের ; কর্কার্ধ—বটীমধু ১/১ সের। শেষ পাকার্ধ জল ১৬ সের। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

অরু প্রভা।

স্বর্ণ, হীরক, বৈজ্ঞান্য, বজ্র, অত্র, রস, গন্ধক, প্রত্যেক সমভাগ লৌহ ভস্ম সর্বসম। অর্জুন ছাল ও যবের কাথে পৃথক ২ ৭ বার ভাবনা দিয়া, পরে ষড়্ভুজারীর রসে ৩ বার ভাবনা দিবার পরে পিণ্ডাকার করিয়া অর্জুন পত্রে বেষ্টন করতঃ ধান্যের মধ্যে ৩ রাত্রি রাখিবে, তৎপর উঠাইয়া ২ রতি বটী করিবে। অম্বুপান—অর্জুন ছালের কাথ, যব বা গোমের কাথ, ঘৃত, অথবা কাঁজি। ইহাতে অম্বুপান ভেদে সর্ববিধ হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। ইহা হৃদ্রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাতে ক্রিমিক হৃদ্রোগ, পূর্বোক্ত আবরণিকাদি হৃদ্রোগ এবং যক্ষ্মা আরোগ্য হয়। হৃদ্রোগোক্ত ঔষধের মধ্যে এই ঔষধ অতুলনীয়।

গোক্ষুরান্য সূত।

ঘৃত ১/৪ সের, কাথার্ধ—গোক্ষুর, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়োলা, গাভারী ছাল, গন্ধত্বপ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, শ্লষভক্, (অভাবে বংশলোচন) শালপাণি প্রত্যেক ১ পল জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, হৃদ্ধ ১৬ সের। কর্কার্ধ—আলকুশী বীজ, শ্বভক, মেদ, (অভাবে অশ্বগন্ধা) জীবন্তী, জীরে, শতমূলী, ঋদ্ধি, (অভাবে বেড়োলা) দ্রাক্ষা, চিনি, মুণ্ডিরী, মৃণাল মিলিত ১/১ সের। এই ষড়্ভুজ বাতপৈত্তিক হৃদ্রোগ, শূল, মূত্রক্, প্রমেহ ও ক্লম নাশক।

### জাম্বাদি বটী । ( বাতশ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে )

শিলাজতু, পারদ, গন্ধক, অত্র, লৌহ, বঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ আনা, রৌপ্য ১০ আনা, রক্তচিতে মূলের কাথে, ভৃঙ্গরাজের স্বরসে ও অজুঁন ছালের কাথে পৃথক ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে । অল্পপান—গোধূমের কাথ । ইহাতে নানাবিধ হৃদ্রোগ, ফুসফুসগত রোগ, প্রমেহ ও শ্বাস আরোগ্য হয় । ইহা উৎকৃষ্ট

### হৃদস্বল্প বটী ( শ্বাসাশ্বিত হৃদ্রোগে ) ।

হিরাকস, সৈন্ধব ও অত্র সমভাগ, গোধূম ও অজুঁন ছালের কাথে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অল্পপান—যবের কাথ বা ঘৃতাদির অল্পতম স্নেহ পদার্থ । এই ঔষধ শ্বাসাশ্বিত হৃদ্রোগে ব্যবহার করিবে ।

### হৃদস্বল্প রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, প্রবাল ও মুক্তা সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । বটিকা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে । এই ঔষধ ঘৃত ও অজুঁন ছালের কাথসহ সেবনীয় । ইহা অল্পপানভেদে সর্ববিধ হৃদ্রোগেই ব্যবহার করা যায় ।

### ল্যোমন বটী ( শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে )

পারদ, গন্ধক, উৎকৃষ্ট অত্রভঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, অজুঁন ছালের কাথে ২১ বার ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে । অল্পপান—মধু । ইহাতে ক্রিমিজ এবং ত্রিদোষজ হৃদ্রোগও আরোগ্য হয় ।

### নাগাজুঁনাভ্র ।

সহস্র পুটের বজ্রাভ্র, অজুঁন ছালের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে । ২ রতি বটী । অল্পপান—মধু ও অজুঁন ছালের কাথ । ইহাতে কাস, শ্বাস, ক্লম, সর্বপ্রকার হৃদ্রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

### অজুঁন মৃত । ( ব্যাধি প্রত্যনিক )

অজুঁন ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । ককার্থ—অজুঁন ছাল ১ সের, ঘৃত ১৫ সের । হৃদ্রোগে অজুঁন ঘৃত প্রসিদ্ধ । ইহা সর্ববিধ হৃদ্রোগ নাশক । এই ঔষধ পুরাতন হৃদ্রোগেই বিশেষ কার্যকারী ।

### শিলাজতু প্রস্রোগ ।

শোধিত শিলাজতু ৩৪ রতি মাত্রায় অজুঁনছালের কাথসহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয় । ইহা নানাবিধ অল্পপানে নানাবিধ কল্পনায় ব্যবহৃত হইতে পারে ।

## ক্রমশঃ দ্রব্যাদি।

স্বত ১৪ সের, বাহিষদধি ১৪ সের, পাকার্থজল - ১৬ সের। ককার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, জাফা, গাভারী, পুরুষফল, আকনাদি, কণ্টকারী, গোক্ষুর, খেতবেড়োলা, পাতবেড়োলায়ল, মেদ, মহামেদ, ছোটএলাচি, ভূমায়লকী, আলকুশীবীজ, ছোটএলাচি, মৌলকুল, যদিমধু শালপাণি, শতমূলী, জীবক, চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা মধুসহ সেবা। ইহাতে বাতপ্রবল জন্মোগ ভাংগে হইবে। ইহা নিদ্রাকরক। যেস্তর অতিশয় ক্ষীণ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ্য।

জনন তৈল। পাতভেড়োলাগে।।

তৈল ৪ সের, গোময় ৮ সের, জল ৮ সের। ককার্থ—সৈন্ধব ১ সের।

## পুনর্জন্মাদি তৈল।

তৈল ১৪ সের, ককার্থ—পুনর্জন্ম, দেবদারু, বিষাদিপঞ্চমূল, রাঙ্গা, যব, বেলগুঁঠ, কুলথকলাই, কুলগুঁঠ মিলিত ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই তৈল অকক। ইহা অভ্যঙ্গে ও পানে বাবহার্য্য।

উরঃক্ষেতে যে সকল ঘৃত ও গুড়িকা বলা হইয়াছে, পিত্তজন্মোগেও তদ্বৎ ঔষধ প্রযোজ্য। চ্যাবনপ্রাশ খাসাবিত জন্মোগে ব্যবহৃত হইতে পারে।

## অদকাবলেহ।

যজ্ঞভূমুর, বট, অম্বথ, অর্জুন—ইহাদের ছাল মিলিত ১১ সের, জল ১৮ সের, শেষ ১২ সের, পলাশ ছাল রোহিতক ছাল ও খদির কাষ্ঠ মিলিত ১১ সের, শেষ পূর্ববৎ। উভয় কাণ মিশাইয়া পুনর্জন্মের পাকে চাপাইবে। তাহাতে তেউড়ীমূল চূর্ণ ১১ সের, ত্রিকটু চূর্ণ মিলিত ১১ সের মিশাইয়া পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইবে। যাত্রা ১০ তোলা, উষ্ণজল সহ সেবা। ইহা সর্ষপ্ৰকার অদোগ নাশক।

জন্মোগে অগস্ত্যা হরীতকী, জাফা রসাহন ও আমলকী রসাহন বিশেষ ফল দায়ক।

## জন্মোগে ও শূলে বিরেচক দ্রব্যের নিরূপণ।—

যদি শূল আহারের পর আরম্ভ হইয়া আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলে প্রশমিত হয়, তাহা হইলে দেবদারু, কুড়, লোধ, সৈন্ধব, সচললবণ, বিড়ঙ্গ আদ্য ১০ আনা মাত্রায় গরম জল সহ পান করিবে। কেহ কেহ বিরেচনার্থ এই ঔষধ সহ তেউড়ীমূল চূর্ণ প্রস্তুত বায় ১০ আনা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন। ইহা অল্প সমর্থনীয়। অল্প, বিরেচন হইবার সম্ভাবনা খুব কম। সংশমনার্থ প্রযোজ্য হইলে তেউড়ীমূল মিশ্রিত করা অনাবশ্যক। আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলে যদি শূল আরম্ভ হয়, তবে এরূপ তৈল দ্বারা মেহ বিরেচন কর্তব্য। যদি ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময় শূল আরম্ভ হয়, তবে ইহাও

প্রভৃতি ফল-বিরেচক দ্রব্য দ্বারা বিরেচন করাইবে। যদি সর্বদাই শূল থাকে তবে ভেউড়ী প্রভৃতি মূল-বিরেচন দ্রব্য দ্বারা ভীষ্ম বিরেচন করাইবে।

**হৃদ্রোগের পথ্য।**—পুরাতন দাদকাণি চাউলের অন্ন, জাঙ্গল মৃগপক্ষীর মাংস-  
যম. কুলথ ও মূগের যম. পটোল, উচ্ছে, কচি বেগুন, সুপক কয়াণ্ড, দাড়িম, হরীতকী,  
দ্রাক্ষা. ঘোল. সৈন্ধব।

**অপথ্য।**—বেগদারণ. মৈথুন. ব্যায়াম. রাত্রিজাগরণ. মেঘহৃৎ, ক্রেদিদ্রব্য,  
অন্ন. শাক. গুরুভোজন. অজীর্ণে ভোজন ইত্যাদি।

## অন্য মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

একশত সাতটী মর্ষ. তন্মধ্যে স্তন্য বান্ধ ও শিরঃ এই তিনটী প্রধান। স্তন্যমর্ষগত  
চিকিৎসা বলা হইয়াছে; অধুনা. বস্তিমর্ষগত মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা বলা হইবে। এই  
রোগ ৮ ভাগে বিভক্ত।

### বাতপ্রধান মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

বস্তিগত ব্যাধি মাত্রেই শিলাজতু বিশেষ ফলপ্রদ। এইরোগে উপযুক্ত অনুপানে  
শিলাজতু প্রয়োগ করিবে। শিলাজতু প্রস্রাবকারক. কৃচ্ছ্র. প্রমেহ. মেদঃ ও স্নেহনাশক,  
বলকর এবং ধাতুপোষক। বাতকৃচ্ছ্র তৈলাভাঙ্গ. স্নেহপান, উপনাহ ও উত্তরবস্তি  
(পিচকারী) হিতকর। ইহাতে অম্লতাদি কষায় ও গোক্ষুরাদি ক্কাথ  
হিতকর।

**অম্লতাদি কষায়।** যথা—গুলঞ্চ. তুঁট. আমলকী, অম্বগন্ধা ও গোক্ষুর।

**গোক্ষুরাদি ক্কাথ।** যথা—গোক্ষুর. সোণালুফল মজ্জা, কুশমূল. কাশমূল. ছরালতা,  
পাথরকুচিপাতা ও হরীতকী। ইহাদের কাথে মধু ১০ সিক প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে  
ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী আরোগ্য হয়। শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ্য।

গোরক্ষচাকুলের মূলের কাথ পান করিলে বাতকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

### এলাদিচূর্ণ। (১ম প্রকার)

ছোট এলাচি. পাথরকুচ. শিলাজতু ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ ১০ এক আনা মাত্রায় সিদ্ধ  
চাউল ধোয়া জল সহ সেব্য। লেহনার্থ ইক্ষুগুড় প্রযোজ্য।

### এলাদিচূর্ণ। (২য় প্রকার)

ছোটএলাচি. পাথরকুচ. শিলাজতু, পিপুল. কাঁকড়বীজ, সৈন্ধব. কুঙ্কুম প্রত্যেক সমভাগ।  
মাত্রা ১০ আনা সিদ্ধ তুল-জল সহ পান করিবে।

১০ প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র ই গোক্ষুর শ্রেষ্ঠ ও মহোপকারী



যব্কার ১০ সিকি ও চিনি ১০ আনা জল সহ পান করিলে বাতজরুচ্ছ আরোগ্য হয়।  
মূত্রাধাতের শুকুমার কুমারক শূত ইহাতে ব্যবহৃত হয়।

### গোক্ষুরাদ্য দ্রব্যত।

দ্রব্য ১/৪ সের, গোক্ষুর কাথ ১/৪ সের, এরণ্ড মূলের কাথ ১/৪ সের, কুশাদি পঞ্চমূলের  
কাথ ১/৪ সের, শতমূল্যের স্বরস ১/৪ সের, ভূমিকুয়াণ্ড স্বরস ১/৪ সের, ইক্ষুস্বরস ১/৪ সের।  
এই দ্রব্য অকক। অল্পপান—ইক্ষুগুণ্ড ও দ্রব্য।

### পুনর্ণবাদি মিশ্রক।

পুনর্ণবা, এড়গমূল, শতমূলী, রক্তচন্দন, শ্বেত পুনর্ণবা, বেড়েলা মূল, পাণ্ডুরকুচি, দশমূল,  
কুলথ কলাই ও যব। এই সকল দ্রব্যের কাথ ১৬ সের, সৈন্ধবসহ কক মিলিত ১/১ সের।  
পাকার্থ—দ্রব্য, তৈল, শুকর বসা, ভল্লুক বসা প্রত্যেক ১/১ সের। এই মেষ পান করিলে  
বেদনায়ুক্ত বাতজ মূত্ররুচ্ছ আরোগ্য হয়।

### এলাদি ক্রমঃ।

বড় এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাণ্ডুরকুচি, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল। ইহাদের  
কাথে শিলাজতু ১০ আনা ও চিনি ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী ও মূত্ররুচ্ছ  
আরোগ্য হয়।

মূত্রপ্রবর্তক প্রলেপ। যথা—গোক্ষুর ফল ও মূল এবং কাঁকড় বীজ সমভাগে  
লইয়া কাঁজি দ্বারা পেষণ করতঃ তলপেটে প্রলেপ দিলে যাবতীয় মূত্র রোধ ও মূত্ররুচ্ছ  
আরোগ্য হয়।

### গোক্ষুরাদ্য লেহ।

গোক্ষুর ১০০ পল, দশমূল, ৫০ পল, পাণ্ডুরকুচি ৮ পল, এরণ্ডমূল ৮ পল, শতমূলী  
১০ পল, পদ্মমূল ২০ পল, অশ্বগন্ধা ২০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ছাঁকিয়া তাহাতে  
দ্রব্য ১/৪ সের, শিলাজতু ১/২ সের মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহাতে  
তালমূলী, গুলকা, ত্রিকটু, ত্রিকলা, ছোট এলাচি, বালা, নাগকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, জৈত্রী,  
দারুচিনি, যষ্টিমধু, বেণামূল, তেউড়ী, রক্তচন্দন, কটকী, যব্কার, সোহাগা, কাঁকড়াশূলী,  
শটী, দেবদারু, সীসক, লৌহ ও বঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা মিশাইয়া নামাইবে। এই লেহ পান  
করিলে মূত্রাধাত, মূত্ররুচ্ছ, অশ্মরী, প্রমেহ, গুরুদোষ, ধাতুকর ও উষ্ণবাত প্রভৃতি আরোগ্য  
হয়। মাত্রা ১০ তোলা শীতল জল সহ সেব্য। ইহা দৃষ্ট ফল ঔষধ।

মুষ্টিশোণ।—চিনির সহিত কাঁকড়বীজ ও শঁসার বীজ বাটিয়া ধাইলে অথবা  
স্থলপদ্মপত্রের পান করিলে কিম্বা স্থলপত্রের ডাঁটা ভিজান জল চিনি সহ পান করিলে  
সর্বপ্রকার মূত্ররুচ্ছ উপশম হয়।

সর্বতোভদ্রা বটী ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, অন্ন, লৌহ, শিলাজতু, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, বরুণ ছালের রসে মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে । ইহা দ্বারা রক্তজ ( মূত্রযক্ষ ) এবং বস্তিক পীড়ার উপশম হয় । অস্থপান—বরুণছালের কাথ বা গোক্ষুরের কষায় ।

মুকুন্দার কুমারক পুনর্নবাবনেহ ।

● পুনর্নবা মূল ১২২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । শতমূলী, দশমূল, বেড়োলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, ( বা ভূমিকুয়াণ্ড ) গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও বেঁতবেড়োলা প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পুনর্নবামূলের কাথে মিশাইয়া পুনঃ পাক করিবে । তন্মধ্যে ঘৃত ৮ সের ও এরণ্ড তৈল ৩৮ সের মিশাইবে । আসন্ন পাকে—যষ্টিমধু, শুঁঠ, ত্রাণা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক ১ পোয়া, যমানী ১১ সের, ইক্ষুগুড় ৩৮ সের মিশাইবে ( কেহ উক্তদ্রব্য সহ যমক রেহ পাক করেন ) যাত্রা ১০ তোলা শীতলজল সহ পান করিবে । ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র, মেদ, ঘোনিশূল ও বাতরক্ত প্রভৃতি আরোগ্য হয় । ইহা মল ভেদক ।

বলাশ্বত ।

বেড়োলামূল, কুল আঠির শাঁস, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, শতমূলী, মৃণাল, কেণ্ডুর, গোক্ষুর-বীজ, দুর্বা, শালপাণি, ভূমিকুয়াণ্ড, অশ্বগন্ধা, চাকুলে, গোরক্ষচাকুলে ও স্ত্রুতোক্ক হুংহনীস্রগণ ( কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মৃগানি, মাষাণী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকড়াশুদী, বংশলোচন, পয়কার্থ, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ত্রাণা, জীবন্তী, যষ্টিমধু ) মিলিত ১২ সের, ঘৃত ৮ সের, দুগ্ধ ৩২ সের, গুড় ১২২ সের । প্রথমে ৩২ সের দুগ্ধ, ৬৪ সের জল, গুড় ও দ্রব্যগুলি পাক করিবে এবং ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । এই কাথজলসহ এবং উক্ত কক্কদ্রব্য সহ ঘৃত পাক করিবে । যাত্রা ১০ তোলা কিকিৎ মধু ও ১৮ পোয়া দুগ্ধ সহ পান করিবে । ইহা বাতমূত্রকৃচ্ছ্র, নাশক ও রসায়ন ।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস । ( বাতকৃচ্ছ্র )

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, বৈক্রান্ত (দক্ষহীরক অভাবে --বরাটভয়) প্রত্যেক সমভাগ, চাণালী এবং রাক্ষসীর রসে ২ প্রহর মর্দন করিয়া গোলাকার এবং শুষ্ক করিয়া ষ্ট্রুটের আঙুনে ১ দিন মহাপুটে পাক করিবে । যাত্রা ২ রতি । অস্থপান—মধু ।

## তারকেশ্বর রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, বঙ্গ, ছুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ। কুম্মাণ্ডের জলে, তৃণ পঞ্চমূলের কাথে, গোক্ষুরের কাথে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২ রতি বটা করিবে। মধুঘারা মর্দন করিয়া সেবা। ঔষধ সেবনান্তে পক যজ্ঞডুগ্ম ফলচূর্ণ ১০ আনা মধুঘারা লেহন করিবে।

পথ্য—ছাগ দুগ্ধ, চিনি, ইক্ষুরস প্রভৃতি। ইহাতে বাতবর্দ্ধক যাবতীয় দ্রব্য অপথ্য।

## পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

ইহাতে সেক, অবগাহন, শীতল প্রলেপ, সশর্করমস্ত, উত্তর-বস্তি, দুগ্ধবিকৃতি, দ্রাক্ষ ভূমিকুম্মাণ্ড রস, ইক্ষুরস ও ঘৃত প্রভৃতি হিতকর।

তৃণ পঞ্চমূলের কষায়—পান করিলে পিত্তজকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়। এই কষায়ঘারা উত্তরবস্তি দেওয়ার বিধান আছে। তাহাতে বস্তি শিথিল হয়।

## শতমূল্যাদি কষায়।

শতমূলী, কুশমূল, কাশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুম্মাণ্ড, শালিমূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর ইহাদের কাথে মধু ১০ সিকি ও চিনি ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তজকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

## হরিতক্যাদি। (কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকিলে)

হরীতকী, গোক্ষুর, শোণালুফল মজ্জা, পাথরকুচি ও ছুরালভা, ইহাদের কাথে ১০ তোলা মধু মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিলে দাহ এবং বেদনামুক্তমূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়।

মুষ্টিশোপ। যথা।—গুড় ও আমলকী সমভাগ শীতলজল সহ কিম্বা কাকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। ১০ আনা মাত্রায় তণ্ডুলোদক সহ, অথবা কেবল দারুহরিদ্রার চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় আমলকীরস (অভাবে আমলকী ভিজান জল) ও মধুসহ পান করিলে পিত্তজমূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

## শতাবলী সূত।

ঘৃত ১৪ সের। ককার্ধ—শতমূলী, কুশমূল, কাশমূল, গোক্ষুর, ভূমিকুম্মাণ্ড, ইক্ষুমূল, আমলকী মিলিত ১১ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, জল ১৬ সের। দুগ্ধ ও চিনি অল্পপান ১০ তোলা মাত্রায় সেবনীয়।

## ত্রিনেত্রাখ্য রস।

বঙ্গ, পারদ ও গন্ধক সমভাগ, দুর্কা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুল মূলের রসে লৌহপাত্রে মর্দন করিয়া গোলক করিবে এবং শুষ্ক করতঃ মুণ্ডাবদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে মিলিত ঐ সমস্ত দ্রব্যের কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটা করিবে। অল্পপান—ঐ সকল দ্রব্যের কাথ। প্রাতঃকালে শুশাণতল জল পান করিবে।

### বরুণাদ্য লৌহ ।

বরুণ ছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অত্র ২ তোলা, জল দ্বারা মাড়িয়া ১০ আনা বটী করিবে। শীতল জল বা অত্যন্ত মূত্রকারক দ্রব্যের রস বা কাথ সহ সেব্য। এই ঔষধ আমাদের মনোনীত নহে। ইহা মূত্ররোধ ও অগ্নরী নাশক বলিয়া লিখিত আছে।

ব্রহ্ম ধাত্রাদি কষায়—আমলকী, ডাঙ্গা, যষ্টিমধু, ভূমিকুয়াণ্ড, কুশমূল, গোক্ষুর, কৃষ্ণকুমূল ও হরীতকী। ইহার কাথে ১০ তোলা চিনি মিশাইয়া পান করিবে। ইহা অতিশয় মূত্রকারক।

নিম্নলিখিত কাথসহ স্বর্ণসিন্দূর ২ রতি করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। যথা—ভূমিকুয়াণ্ড, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও নাগকেশর। ইহাদের কাথে মধু ১০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও ফল লাভ হয়। পূর্কোক্ত গোক্ষুরাদি লৌহ ও ইহাতে প্রয়োগ করিবে। মূত্রাঘাতে এবং অগ্নরীতে বক্ষ্যমাণ ঔষধ অবস্থাভেদে মূত্রকৃচ্ছ ও প্রযুক্ত হইতে পারে।

ইহাতে যাবতীয় পিত্তবর্জক দ্রব্য অপথ্য।

### কফপ্রবান মূত্রকৃচ্ছ চিকিৎসা।

মধু ও কদলীমূলের রসের সহিত ছোটএলাচি চূর্ণ ৩ রতি মাত্রায় পান করিলে কফকৃচ্ছ নষ্ট হয়।

বোলসহ শালিকশাক বীজ চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় তুলাদক, পাথরকুচির পাতার রস অথবা গোক্ষুর কাথ সহ বিদ্রকম শোণ ৩ রতি মাত্রায় কিম্বা গোক্ষুর ও গুঠের কাথ পান করিলে কফকৃচ্ছ আরোগ্য হয়। বিদ্রকম শোণ সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাতে অল্পপান ভেদে ব্যবহৃত হইতে পারে।

### বিদ্রকম শোণ।

স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা ও প্রবাল ১ তোলা। মাত্রা ৩ রতি। কেহ ২ স্বর্ণসিন্দূর স্থানে রসসিন্দূর ব্যবহার করেন।

### এলাচি কাথ।

এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল। ইহাদের কাথে শিলালক ৩ রতি ও চিনি ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফকৃচ্ছ ও অগ্নরী আরোগ্য হয়।

## এলাক্ষীল।

ছড় ১/১ পোয়া। ঘৃত ১০ তোলা, শোধিত হিং চূর্ণ ১ রতি, ছোট এলাচি চূর্ণ ৩৪ রতি একত্র মিলাইয়া পান করিবে। ইহাতে কফরুদ্ধ, মেহ, ঔপসর্গিক মেহ, মূত্র ও শুক্র দোষ প্রশমিত হয়।

## ত্রিকটাদি গুণগুণলু।

ত্রিকটু, ত্রিকণা, মূতা, গুণগুণলু, স্বর্ষ্যমাস্কিক প্রত্যেক সমভাগ, জলে মর্দন করিয়া ৪৫ রতি বটী করিবে। অল্পপান—গোক্ষুরের কাথ। কেহহ স্বর্ষ্যমাস্কিক স্থানে মধু প্রয়োগ করেন কিং তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে প্রমেহ, প্রদর, মূত্ররুদ্ধ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী আরোগ্য হয়।

পূর্বোক্ত গোক্ষুরাদ্য লেহ, এলাদি চূর্ণ ও সর্বতোভদ্রাবটী কফরুদ্ধ প্রয়োগ করা যায়। মারিত-পুটিত লৌহভয় ৫ রতি লৌহ পাত্রে মধুঘারা মর্দন করিয়া ৩ দিন লেহন করিলে কফরুদ্ধ নষ্ট হয়। কণ্টকারীর স্বরস মধুসহ পান করিলেও ফল লাভ হয়।

## সারসাস্থি শোণ।

সারসাস্থি, ইন্দীবর বীজের শাঁস, গোক্ষুর, ত্রিকটু, ছোট এলাচি প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ১০ সিকি। মধু ঘারা মাড়িয়া গোমূত্র সহ সেবন বিধি। কেহহ ছোট এলাচি স্থানে বিভ্রঙ্গ ও ইন্দীবর বীজ স্থানে কুলের বীজ প্রদান করেন।

অংস্থাবিশেষে শোণের আবকারক ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে। তাহাতে বস্তির এবং লিঙ্গের শোণও প্রশমিত হইবে। শিলাজতু ঘটত পূর্বচন্দ্র রস কফজ রুদ্ধে, তৃণপঞ্চমূলের কাথ সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। এইরোগে কফবর্জক দ্রব্য অপথ্য।

অভিঘাতজ মূত্ররুদ্ধে, বাতজ মূত্ররুদ্ধের গার চিকিৎসা করিবে। বাতব্যধির নানাস্থান তৈলাদি বস্তিদেহে মালিশ করিবা যবক্ষার ঘটত মূত্রকারক ঔষধ পান করিলে অভিঘাতজ রুদ্ধে আরোগ্য হয়।

পুরীষজ মূত্রাঘাতে বায়ুনাশক বেন, বিরেচক চূর্ণ প্রয়োগ, বিষু তৈলাদির অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়া হিতকর। ইহাতেও বাতজ মূত্ররুদ্ধের চিকিৎসা করিবে। পেটে আশ্বান বা বেদনাইহলে ভাষ্করলবণ, বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বিরেচক ঔষধ বিশেষ উপকারী। গোক্ষুর বীজের কাথে যবক্ষার ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পুরীষজ রুদ্ধে আরোগ্য হয়।

অশ্মরী ও শর্করা জনিত মূত্ররুদ্ধে, বাতজ ও কফজ মূত্ররুদ্ধের চিকিৎসা করিবে। অশ্মরী ও শর্করা নিবারক ঔষধ ইহার মহৌষধ। পাথর কুচির কাথ পান করিলে অশ্মরীজ মূত্ররুদ্ধে আরোগ্য হয়।

### গোক্ষুরাদি ক্রান্ত ।

গোক্ষুর, শোণালুফল মজ্জা, কুশম্বল, কাশম্বল, দুয়ালতা, পাথরকুচিপাতা ও হরীতকী ইহাদের কাথে ১০ তোলা মধু মিশাইয়া পান করিলে অশ্বরী ও শর্করাজমূত্ররুদ্ধ আরোগ্য হয় ।

রক্তজমূত্ররুদ্ধে পিত্তজমূত্ররুদ্ধে র আয় চিকিৎসা করিবে ।

শুক্ৰনিবদ্ধজনিত মূত্ররুদ্ধে শিলাজতু মধু সহ লেহন করিবে । অশ্বরী ও মূত্রাঘাতের ঔষধ ইহাতে প্রযোজ্য ।

## অন্য মূত্রাঘাত চিকিৎসা ।

মূত্রগত-ব্যাদিসাধন্য হেতু মূত্ররুদ্ধের অনন্তর মূত্রাঘাত চিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে । এই ব্যাদি অত্যন্ত বাতপ্রধান এবং মূত্রাশয়স্থিত কুপিত বায়ুই ব্যাদির প্রধান হেতু । যাহাতে বস্তিদেশস্থ বায়ুর অনুলোমন হয় ইহাতে তাহা অবগ্ৰ কৰ্তব্য । ইহাতে তৈলাভ্যঙ্গ বিশেষ উপকারী । মূত্রাঘাতে, মূত্রবদ্ধতা অধিক—রুদ্ধত্ব কম, মূত্ররুদ্ধে রুদ্ধত্ব অধিক—মূত্র বিবদ্ধতা কম । ইহার চিকিৎসা প্রায় সমান । এই ব্যাদি ত্রয়োদশ প্রকার ।

ইহাতে উত্তর বস্তি, বস্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন হিতকর । অবস্থা বিশেষে বাতজ মূত্ররুদ্ধের ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে । মূত্রপ্রবর্তক অথচ বায়ুনাশক সমস্ত ক্রিয়াই ইহাতে হিতকর ।

অশ্বরীর, বীরতরাদিগণের কাথ সহ শিলাজতু পান করিলে মূত্রাঘাত আরোগ্য হয় । গোয়ালিয়ালতামূল, রুত, তৈল ও বোল সহ পান করিলে মূত্রসংঘাত ভিন্ন হইয়া প্রস্রাব হয় । জলদ্বারা অশোকবীজ এবং বোলদ্বারা রুদ্রজটা ( শিবজটা ) মূল বাটিয়া বোল সহ পান করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্বরী আরোগ্য হয় ।

লিঙ্গের রন্ধে কোমল দুর্কাণ্ড দ্বারা কর্পূর রুচ্য প্রবেশ করাইয়া দিলে আন্ত প্রস্রাব হইয়া পাকে । তেলাচুচার মূল কাঁজি দ্বারা বাটিয়া বস্তি এবং নাভিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্রবিবদ্ধতা নষ্ট হয় । কাঁজি এবং সৈন্ধব অল্পপানে স্বর্ণসিদ্ধুর পান করিলে মূত্রাঘাত আরোগ্য হয় । ৪ তোলা কুম্ভাণ্ড রসে ১০ আনা যবক্ষার ও ১/১০ আনা পুরাতন ইক্ষুগুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্বরীর শান্তি হয় ।

### শিলাজতু শোণ ।

দশমূলের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত কুণ্ডলিকা, বাতবস্তি ও অষ্টীলা আরোগ্য হয় । বস্তিদেশে নারায়ণ তৈলাদির অত্যঙ্গ বিশেষ উপকারী ।

### শ্వాশ্ব্যগোক্ষুর মৃত।

ধনে ও গোক্ষুর এই উভয়ের কাথ ও কক দ্বারা যথারীতি মৃত পাক করিয়া পান করিলে মৃত্যুঘাত এবং মূত্র ও শুক্রদোষ আরোগ্য হয়।

### উশীরাণ্য তৈল।

তৈল ১৪ সের, কাথার্থ—ফল-পত্র-মূল সহিত গোক্ষুর ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, বেণামূল ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘোল ১৪ সের। ককার্থ—বেণামূল, তগরপাঙ্কা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পদ্মকান্ঠ, উৎপল, অনন্তমূল, বেড়েল, অখগন্ধা, দশমূল শতমূলী, ভূমিকুয়াণ্ড, কাকোলী, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, খেত বেড়েলামূল ও মৌরী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল বস্তিদেহে মাশিশ করিলে মৃত্যুঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র, আরোগ্য হয়। ইহা বাতপিত্ত নাশক।

### সুবুঝার কুমারক মৃত।

মৃত ১৮ সের, এরণ্ড তৈল ১৪ সের, শুড় ১৩৮ সের, কাথার্থ—পুনর্নবা ১০০ পল, দশমূল, শতমূলী, বেড়েল, অখগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, গোরক্ষ চাকুলে, গুলঞ্চ, খেতবেড়েলামূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ২ দ্রোণ, শেষ ৩২ সের। ককার্থ—যষ্টিমধু, আদা, ড্রাক্স, সৈন্ধব, পিপুল প্রত্যেক ২ পল, যমানী ১৥ সের। এই মৃত—মৃত্যুঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, মেদ্র, শূল, যোনিশূল, কোটিশূল ও মলকাঠিতে প্রযোজ্য। ইহাতে অশ্মরীর বহুলাংশ তৈল, উশীরাণ্য তৈল, বহুলাংশ মৃত ও কুলশ্ৰাদ্য মৃত এবং বাতব্যাধির চিকিৎসায় চতুর্ন্যুথ প্রভৃতি উপকারী। মূত্রকৃচ্ছ্র রসঘটিত ঔষধ অবস্থাবিশেষে ইহাতে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতবর্ধক, ধারক ও শুক্রপাক দ্রব্য অসংখ্য।

## অষ্টীনা চিকিৎসা।

ইহাতে কুপিত বায়ু কর্তৃক মূত্রাশয় ও শুক্রনাড়ী ক্ষীত ও বদ্ধ হইয়া গ্রন্থি উৎপাদন করে। অষ্টীনা পূর্বোক্ত শিলাজতুযোগ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বহুলাংশ চিনির জল বা কাঁজি সহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। বস্তিদেহে নারান্ন তৈল ও উশীরাণ্য তৈল মর্দন, এবং বহুলাংশ চিকিৎসায় প্রভৃতি ঔষধ সেবন হিতকর। ইহাতেও অবস্থানিশেষে মূত্রকৃচ্ছ্র ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যদি উপরি লিখিত ক্রিয়া দ্বারা মূত্রমল নিঃসরণ না হয়, তবে উত্তর বস্তি, বস্তি এবং স্নিগ্ধ বিরোচন ক্রিয়া দ্বারা নিঃসারিত করিবে। বস্তিদেহে তীব্র বেদনা থাকিলে, সৈন্ধব লবণ কাঁজিতে গুলিয়া গুরু করতঃ তদ্বারা বোতল স্বেদ দিবে। সৈন্ধব লবণের পটি বিশেষ হিতকর। শতমূলী, পাণবকুচি প্রভৃতি মূত্রকারক দ্রব্যের রস সহ ঔষধ সেবন করিবে।

## বাতবস্তি চিকিৎসা ।

মূত্র বেগ ধারণ জন্ম ইহাতে একেবারেই মূত্রসংরোধ হয় । ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক । ইহার চিকিৎসা অঙ্গীলার ঞায় । ইহাতে বাহু প্রলেপ, তৈল মর্দন, মৃদুশ্বেদ প্রভৃতি হিতকর । সৈন্ধবলবণ কাঁজিতে গুলিয়া বস্তিদেলে তাহার পটি লাগাইলে বিশেষ উপকার হয় । সোরা এবং গের্ণা তুলের পাতা কাঁজি সহ পেষণ করিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নষ্ট হয় । সৈন্ধব, ত্রিফলা ও কাঁকড়বীজ সমভাগে চূর্ণ করিয়া ১০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সহ প্ৰাণ করিলে মূত্র নিঃসরণ হয় । বাহু প্রয়োগে প্রস্রাব না হইলে তারকেশ্বর প্রভৃতি ঔষধ শতমূলীর রস প্রভৃতি সহ ব্যবহার করিবে ।

## মূত্রাতীতচিতিৎসা ।

দীর্ঘকাল মূত্রবেগ ধারণ করিলে প্রস্রাব সম্ভব হয় না অথবা ধীরে ধীরে হইলে তাহাকে মূত্রাতীত বলে ।

শিলাজতু—চিনি ও কপূর সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে মূত্রাতীত ও মূত্রজঠর আরোগ্য হয় । এই রোগ অত্যন্ত কঠিন বা কষ্ট দায়ক নহে । কিন্তু উপেক্ষিত হইলে কালান্তরে ইহা হইতে অগ্নাশ্র মূত্রাঘাত উৎপন্ন হইতে পারে বিধায় সাবধান হওয়া কর্তব্য । ইহাতে বেগ ধারণ একেবারে নিষিদ্ধ । বাতকুলিকার প্রস্রাবকারক ঔষধ সমূহ ইহাতে যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে । মূত্রোৎসর্গের চিকিৎসা ও এই চিকিৎসার অনুরূপ ।

## মূত্রজঠর চিকিৎসা ।

মূত্রের বেগ রক্ষা করিলে অপান বায়ু দৃষ্ট হইয়া উদরকে পরিপূর্ণ করতঃ নাভির নিম্নদেশে তীব্র যাতনা উপস্থিত করে ।

ইহার চিকিৎসা বাতবস্তির তুল্য । মূত্রাতীতের শিলাজতু যোগ ইহাতে প্রয়োগ করিবে । বেগরোধ হেতু এই ব্যাধি উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাতে বেগধারণ একেবারে নিষিদ্ধ । মূত্রাঘাত মাজেই কমলা লেবুর রস, এবং কাগজিলেবুর রস মিশ্রিত মিশ্রির পানক অতীব হিতকর ।

## মূত্রক্ষর চিকিৎসা ।

এই রোগ বাতপিত্তজ দাহ ও বেদনা যুক্ত । ইহাতে বস্তিদেলে উশীরাদি তৈলে অত্যঙ্গ করিয়া নাভিদেশ পর্য্যন্ত শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবে । শ্বেতচন্দনযথা চিনিযুক্ত করিয়া তণ্ডুলোদক সহ পান করিবে । শূতশীতল দ্রব্য সহ অন্ন ভোজন করিবে । পিত্তয় শূলীতল যাবতীয় ক্রিয়াই ইহাতে হিতকর । মৃণাল, মিশ্রির জল, শতমূলীর রস, বেদনারস, কিস্মিস্ প্রভৃতি সুপথ্য । ইহাতে ভজাবহ ঘৃত ও বিদারী মূত্র বিশেষ উপকারী ।



## ভদ্রালহ অত ।

স্বত ১৪ সের. কাথার্ধ—আকন্দাদি, পারুলছাল. শ্বেত পুনর্নবা. রক্ত পুনর্নবা, ভূমিকুয়াণ্ড, কুশমূল, কাশমূল, ইক্ষুমূল. গোক্ষুর. পাষণভেদী. বারাহীকন্দ (অভাবে ভূমিকুয়াণ্ড) শালিমূল. শরমূল, ভদ্রাতক (অভাবে—রক্তচন্দন) শিরীষ মূলের ছাগ মিলিত ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কক্কার্ধ—শিলাজতু, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শঁসার বীজ, কুয়াণ্ড ও কাঁকড় বীজ মিলিত ১১ সের। ইহাতে মূত্রক্ষয় ও উষ্ণবাত আরোগ্য হয়।

## বিদারী অত ।

স্বত ১৪ সের, কাথার্ধ—ভূমিকুয়াণ্ড, বাসক, যুঁই মূল, টাবালেবুর মূল, গন্ধভূগ, পাষণ ভেদী, কন্তুরী. আকন্দমূল (অথবা বকফুল) গজপিপুল. চিতামূল. পুনর্নবা, বচ. রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেণ্ডুর, মৃণাল. পাণিফল, ভূম্যামলকী, শালপর্ণ্যাদি-পঞ্চমূল ও তৃণপঞ্চমূল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের. শতমূলীরস ১৪ সের আমলকীর রস ১৪ সের. দুগ্ধ ১৮ সের। কক্কার্ধ—যষ্টিমধু, পিপুল, ভ্রাক্ষা, গাভারী, পক্ষফল, ছোটএলাচি, ছুরালতা, রেণুক, কুঙ্কুম. নাগকেশর এবং জীবনীয়াষ্টক প্রত্যেক ২ তোলা। অল্পপান—চিনি ও দুগ্ধ। ইহাতে মূত্রক্ষয়, উষ্ণবাত এবং যাবতীয় পিত্তপ্রধান মূত্রাঘাত আরোগ্য হয়। ইহা যোমিদোষ, শুক্রদোষ ও রজোদোষেও ফলপ্রদ। ইহাতে শতমূলীর রস সহ লহহলাত চিত্তামনি বিশেষ উপকারী। মূত্রাঘাত ও মূত্রক্লেষের মূত্রকারক শীতল যোগ সকল ইহাতে প্রয়োগ করিবে। উষ্ণবাত চিকিৎসা ও এই ব্যাধির অল্পরূপ—কোনও ভেদনাই।

## মূত্র গ্রন্থি চিকিৎসা ।

অস্তবস্তি মুখে শুড়কাকার সংহতরক্তই মূত্রগ্রন্থি। তদ্বাস্তরে ইহাকে রক্তগ্রন্থি বলে। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। ইহার চিকিৎসা পিত্তজঅগ্নরীর ভায়। ইহাতে অগ্নরীর বরুণ অত ও কুশাদ্য অত বিশেষ ফল প্রদ। রসসিদ্ধরযুক্ত বজ্রক্ষার কাঁজি সহ পান এবং রক্তগুণের যথাযোগ্য ঔষধ ইহাতেও কর্তব্য। মূত্রক্লেষের গোক্ষুরাদ্যবলেহ ও উশীরাদি তৈলেন্ন অত্যঙ্গ প্রয়োগে ফললাভ হইবার সম্ভাবনা। নিশাদল, সোরা, বজ্রক্ষার, বা সৈন্ধবের পটি বস্তিদেহে ধারণ করিলে উপকার হয়। ইহাতে আঘের দ্রব্য সেবন এবং আঘের ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

## মূত্র শুক্র চিকিৎসা ।

মূত্রবেগ অবস্থায় জীসঙ্গম করিলে শুক্রবায়ু কর্তৃক স্থান চ্যুত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়।

ইহাতে শুক্র দোষিত হয়, স্মৃতরাং শুক্রদোষ নাশক ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। পূর্নোক্ত বিদারী অত ইহার ঔষধ।

চিত্রকান্দ অত। ( শুক্রদোষ, যোনিদোষ ও মূত্রদোষ নাশক। )

স্বত ১৬ সের, ককার্থ—চিতেমূল, অনন্তমূল, বেড়েলা, তগরপাছকা, ড্রাক্সা, রাখালশঁসা, পিপুল, চিত্রফলা, ( রাখালশঁসাতেদ অভাবে—রাখাল শঁসা ) যষ্টিমধু, আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, দুধ ৬৪ সের, মাত্রা ১০ তোলা। অমুপান—বংশলোচনচূর্ণ ১০ আনা, চিনি ১০ আনা ও দুধ ১৮ পোয়া। ইহাতে বাতরেতঃ, পিত্তরেতঃ, শ্লেষ্মরেতঃ, রক্তরেতঃ, গ্রহিরেতঃ, শুক্রদোষ, যোনিদোষ, মূত্রদোষ, প্রদর ও মূত্রশুক্র আরোগ্য হয়। ইহা জীবনীয়, বৃষ্য ও গর্ভপ্রদ। মৈথুনাধিক্য হেতু জ্রীগমনের পর যাহাদের লিঙ্গধার হইতে রক্তস্রাব হয় তাহারা মৈথুন ত্যাগ করিয়া জীবনীয় ও বৃহনীয় এই স্বত পান করিবে। বিন্দালী অত এই অবস্থায় ফলপ্রদ।

এইরোগে পূর্ণচন্দ্র রস ও সর্বতোভদ্রাবটী প্রয়োগ করিবে

ইহাতে শ্বেত চন্দনের কাথ চিনি সহ পান করিলে উপকার হয়।

এই রোগে জ্রীগমন, বেগধারণ—বিশেষতঃ মূত্রবেগ হইলে জ্রীগমন অতীব দুঃখীয়।

## মূত্রসাদ চিকিৎসা।

যদি পিত্ত বা কফ অথবা পিত্ত ও কফ বায়ু কতৃক গাঢ় হয় তবে নানা বর্ণের ঘন মূত্র স্রবস্ত কষ্ট ও দাহ সহকারে অল্প পারমাণে নির্গত হইতে থাকে।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। এই ব্যাধি ত্রিদোষজ হইলেও পিত্ত ও শ্লেষ্মার অংশই কলঙ্কিত হয়। মূত্রকে তরলাভূত করার দোষ প্রশমন করাই ইহার চিকিৎসা।

রোগে আগ্নেয় দ্রব্য বা আগ্নেয় ঔষধ, গাঢ়—অথবা কঠিন দ্রব্য সেবন একেবারে

ইহাতে ব্রহ্ম গোক্ষুরাদি লেহ প্রমেহের কুশাদি লেহ ও মেহ-লাস্তক রস হিতকর।

গোক্ষুর ও শতমূলীর কষায়—শ্বেতচন্দন-গোক্ষুর ও শতমূলীর কাথ—বেনামূল, গোক্ষুর, দপাত ও শ্বেতচন্দন—ইহাদের কষায় পান কারবে।

হহদ্বাতচিশ্তামনি বা অকল্লম্বজ উক্ত কাথ সহ পান করিলে এবং শীলারদি তৈল বাস্তদেহে মালাশ কারণে ফললাভ হয়। মূত্রক্লেদুর রস ত ঔষধ ইহাতে যথাযোগ্য ব্যবহার কারবে।

## বিড় নিস্রাত চিকিৎসা।

ইহাতে কোষ্ঠ বন্ধ হইয়া বিঠা উদ্ধগামী হইয়া থাকে এবং মলাশয় স্তম্ভিত হয়।

রোগ উর্দ্ধগত বায়ুর কার্য্য। সূতরাং বায়ুকে অধোগত করাই ইহার চিকিৎসা। বায়ুর লোমনার্থ উদাবর্ত কথিত ঔষধ সকল যথাযোগ্য প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠ শুদ্ধির

নিমিত্ত দন্তী হরীতকী, হরীতকী খণ্ড প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। বায়ুর অহুলামনার্থ তলপেটে, মাথায় এবং পেটে নানান্ন তৈল বা ডালিয়ার তৈল মাশিষ করিবে। চিত্তামনি চতুর্শ্লুখ, ব্রহ্ম বাত চিত্তামনি বা ভাস্কর লবণ এবং কাঁজি সহ বজ্রক্ষার প্রভৃতি অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে। প্রস্রাবের জন্ত মূত্রকারক ও বায়ুনাশক দ্রব্যগ্রহণে তারকেশ্বর রস, বিক্রম শোণ বা শর্না সিন্দূর ব্যবহার করিবে। ইহাতে কদাচ কৃষ্ণ-দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। পরিপাক শক্তি থাকিলে অবস্থা বিশেষে গোক্ষুরাদি অত ব্যবহার করা যায়। ইহাতে দুগ্ধ, ঘোল, মিষ্টান্নাদ দধি, ইক্ষুর রস, মিশ্রি পান্য, বেদনার রস, নানাবিধ সুমিষ্ট সুপক ফল, কিসামস, আলু বোধারার টক ও কাগজি লেবু, কমলা লেবু, পেঁপে প্রভৃতি সুপথ্য।

## বন্তিকুণ্ডল চিকিৎসা।

ইহাতে বন্তি স্বস্থান হইতে উর্দ্ধগত হয় এবং পার্শ্বে গমন করে। এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এবং দুঃসাধ্য। প্রায়শঃ অভিঘাত, পীড়ন, অতিশয় বেগে পথ পর্যটন ও অতিরিক্ত আগ্রাসে এইরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা বাতপ্রধান পিত্তাঘাত হইলে দাহ ও মূত্রবিদগ্ধতা থাকে; শ্লেষ্মাঘাত হইলে বন্তিদেহে শোথ এবং মূত্র শুভ্র ও ঘন হয়। বন্তিকুণ্ডলাভূত হইলে—পিপাসা, মোহ ও শ্বাস হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাঘাতা বন্তিমূখ অবরুদ্ধ হইয়া উহার মধ্যে বায়ু কুণ্ডলাকারে অবস্থিতি করিলে ঐ অবস্থাকে কুণ্ডলাভূতবাস্ত বলি যায়।

এই রোগে নাভির অধোদেশে পীড়ন করিলে অল্প মূত্র নির্গম হইয়া থাকে।

কাকডুমুরের মূল ও তৈলকন্দ (কন্দজাতীয় বৃক্ষ বিশেষ, বৃক্ষের মূল এবং যবক্ষার, কাজলা ইক্ষুর রসে পেষণ করিয়া কাজলা ইক্ষুর রস সহ পান করিলে বন্তিকুণ্ডল আরোগ্য হয়।

### তারকেশ্বর রস।

রসসিন্দূর, অত্র, গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ মধুদ্বারা ১ দিন মর্দন করিয়া ৩ রতি বটা করিবে। অহুপান—মধু। ঔষধ সেবনাগ্রে পাকা যজ্ঞডুমুর-ফল চূর্ণ ৥০ তোলা মধুদ্বারা লেহন করিবে। ইহাতে বাতকুণ্ডলিকা ও বন্তিকুণ্ডল প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

### লক্ষ্মণোক্তেশ্বর রস।

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ৪ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া কড়ির মধ্যে পুরিবে। পরে পারদের চতুর্থাংশ সোহাগা, দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্বারা কড়ির মুখ অবরুদ্ধ করতঃ শরাবদ্বয় (শরা) মধ্যে পুরিয়া মুখ বদ্ধ করতঃ পুটপাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া

ঔষধ পেষণ করতঃ ৪ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিবে। এই ঔষধে কেহ পানদ্রব্যে রসসিন্দূর গ্রহণ করেন। ইহা যুক্তিযুক্ত হইলেও কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠ দৃষ্ট হয় না। আমরা রসসিন্দূর গ্রহণ করিয়া থাকি। অম্বুপান—মরিচ, জাতীমূল, জাতিফল ও চিনি একত্র পেষণ করিয়া ছাগদুগ্ধ সহ পান করিবে। এই ঔষধ কফান্নুগত বস্তুকুণ্ডলে প্রযোজ্য। ইহা অল্প প্রকার অম্বুপানে যাবতীয় মূত্রাঘাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

সৈন্ধব, কাঁজি ও ত্রিফলাজল সহ রসসিন্দূর পান করিয়া দ্রুত অম্বুপান করিলে বস্তুকুণ্ডল ও মূত্রাঘাত আরোগ্য হয়।

গোকুর, এরণ্ডমূল ও শতমূলীসামিত অথবা তৃণপঞ্চমূলসামিত দুই ইক্ষুগুড় মিশাইয়া পান করিলে বিশেষ ফলোদয় হয়।

মূত্ররুদ্ধে যে সকল পথ্যাপথ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহাতেও তাহাই পথ্যাপথ্য। ইহাতে যাবতীয় বায়ুবর্জক অম্বুপান ও ক্রিয়া অহিতকর।

## অশ্মরী চিকিৎসা।

অশ্মরী ৪ প্রকার। এই রোগ মাত্রেই কফাশ্রয়।

### বাতাশ্মরী চিকিৎসা।

বরুণ ছাল, শুঠ ও গোকুর ইহাদের কাথে যবক্ষার ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতাশ্মরী আরোগ্য হয়।

বীরতরাদিগণের ক্রাথ অথবা তদ্বারা দ্রুত, তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও শর্করা আরোগ্য হয়।

বীরতরাদিগণ। যথা—শরমূল, পীতকিটী, নীলকিটী, উলমূল, রামা, নলমূল, গুলঞ্চ, (অথবা হোগল মূল) কুলমূল, কাশমূল, পাথর কুচি, ইক্ষুমূল, শ্রোণাক, হাতিগুড়, গুলটে, বকপুষ্প, গণিয়ারী, নীলপদ্ম, গোকুর ও কড়ই ছাল।

কেহ বীরতরাদিগণ পাঠ না করিয়া বীরতরাদিগণ পাঠ করেন এবং বীরতর শব্দে অর্জুন বৃক্ষ অর্থ করিয়া থাকেন। বাগ্ভটে—যে বীরতরাদিগণ লিখিত আছে তাহার সহিত ইহার ঐক্য হয় না, কিন্তু ইহা চক্রবর্ত্তে উদ্ধৃত আছে।

শুভ্রাদিক্রমঃ। যথা।—শুঠ, গণিয়ারী, পাষণ্ডভেলী, সজিনা ছাল, বরুণ ছাল, গোকুর, হরীতকী ও শোণালুফলেক্রমজ্জা—ইহার কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে হিং ১ রতি, যবক্ষার ২ রতি, সৈন্ধব ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে অশ্মরী, মূত্ররুদ্ধ ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ শৈল্পিক অশ্মরীতে বিশেষ উপকারী।

এই রোগ তরুণাবস্থায় ঔষধ-সাধ্য, কিন্তু প্রবৃদ্ধ এবং কঠিন হইলে অস্ত্রপ্রয়োগ ভিন্ন আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। অশ্মরীর পূর্বরূপে স্নেহাদি জিয়া হিতকর। তাহাতে ব্যাধির মূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

### পাশ্চাত্য ভেদাদ্য অত।

যন্ত ১৪ সের. পাথরকুচি, আকন্দ (মতান্তরে বক পুশ) গুলটে, (মতান্তরে রক্তা-পামার্গ) আমরুল. শতমূলী. গোক্ষুর. বৃহতী. কণ্টকারী. কটভীষক, আগড়া. (মতান্তরে হোগলমূল) কাঞ্চন. বেণামূল, গুলঞ্চ. রান্না. শোণাক. বরুণছাল, শাকজ ফল. শেগুণ ফল (এই বৃক্ষ প্রায়শঃ মরুদেশে উৎপন্ন হয়) যব. কুলথ কলাই, কুলশুঠ ও নিম্বলী ফল, ইহাদের কাথ ১৬ সের. কাথার্থ—উষকাদিগণ মিলিত ১১ সের।

উষকাদিগণ। যথা—ক্ষারমৃত্তিকা সৈন্ধব. হিং, ধাতুকাসীস. পুশকাসীস, গুগ্গুলু, শিলাজতু ও ভূতে। এই দ্রব্য গুলির মধ্যে হীরাকস (কাসীস হয়) হিং ও ভূতে উত্তমরূপে শোধন করিয়া লইবে। নড়বা বমন হইয়া ঔষধ পরিয়া যাইবে। কষায়ে যে সকল দ্রব্য লিখিত হইল উষাদিগকে বাতনাশক পাশ্চাত্য ভেদাদ্যগণ কহে। সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রাব, যবাগ, পেয়া. কষায় ও দুগ্ধ পাক করিয়া বাতশ্মরীতে প্রয়োগ করিবে। ক্ষারপান করিতে হইলে লব্ধিশোষণ-দ্রব্য। যথা—দধিমাংস. কঁজি প্রভৃতি সহ পান করিবে। ক্ষাবোদক পান করিতে হইলে ক্ষারভস্ম ১ তোলা জল ৬ তোলা বহবার পরিস্কৃত করিয়া পান করিবে। কেহ বলেন ক্ষার ৪ তোলা জল ২৪ তোলা বহবার পরিস্কৃত করিয়া পাক করতঃ ৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিবে।

যদি পূর্বোক্ত কল্পনায় ক্ষার অত্যন্ত মৃদুবীৰ্য্য হয় তবে শোষোক্ত কল্পনায় পান করিবে।

মুষ্টিশোণ।—পুরাতন কুয়াণ্ড রস ও যবক্ষার শুষ্ক সংযুক্ত করিয়া পান করিলে অশ্মরী. শর্করা ও মূত্রবিবন্ধতা নষ্ট হয়। গোক্ষুর বীজ চণ ১০ আনা মাত্রায় মধু ও মেন দুগ্ধ সহ পান করিলে সপ্তাহ কাল মধ্যে অশ্মরী আরোগ্য হয়।

বরুণ মূলের ছালের কাথে ১০ তোলা বরুণ মূলের ছালের কক মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয়।

মুঠ. বরুণ মূলের ছাল. গোক্ষুর. পাশাণভেদী. কটভী ইহাদের কাথে শুষ্ক ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয়। পাশাণ শোণ। যথা—বরুণ মূলের ছাল. পাশাণ ভেদী শুঠ ও গোক্ষুর ইহাদের কাথে যবক্ষার ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা গোক্ষুর, এবণ্ডপত্র. শুঠ ও বরুণ মূলের ছাল ইহাদের কাথ পান করিলে অশ্মরী পতিত হয়।

গোক্ষুর মূল, কোকিলাক্ষ মূল. একড়মূল, বৃহতীমূল. কণ্টকারী মূল মিলিত ১০ তোলা দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া অনন্তদধি দ্বারা আলোড়ন করিয়া ৭ দিন পান করিলে অশ্মরী পতিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ।

### বরুণাদি কষাণ্ড।

বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, তালমূলী, কুলথ কলাই ও তৃণপঞ্চমূল ইহাদের কাথে যবক্ষার ১০ আনা ও চিনি ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে অশ্বরী, মূত্রাঘাত ও বস্তিশূল নিবারিত হয়।

### এলাদি কষাণ্ড।

এলাচি, পিপুল, যষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেণুক, গোক্ষুর, বাসকছাল, একড়মূল ইহাদের কাথে শিলাজতু ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্বরী, শর্করা ও মূত্ররুদ্ধ আরোগ্য হয়। ইহা কফজ মূত্ররুদ্ধে ও অশ্বরীতে প্রযুক্ত হইতে পারে।

### পাশাদি ভেদাদ্য চূর্ণ।

পাথরকুচি, বাসক, গোক্ষুর, আকনাচি, হরীতকী, ত্রিকটু, শটী, দস্তীমূল, হিংস্রা (ওকড়া) বীজ, বনযমানী, শালিখ বীজ, কাঁকড় বীজ, তরমুজ বীজ (মতান্তরে শঁসার বীজ) রুম্বাকীরে, তিং, অল্পবেতস, বৃহতী, কণ্টকারী, হব্বা, বচ প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা, জল সহ সেবা।

### কুলথাদ্য স্নাত।

স্নাত ১৪ সের, কাপাৰ্গ—বরুণ ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্গ—কুলথ কলাই, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গশাঁস, চিনি, তগরপাটকা, যবক্ষার, পুরাণ কুম্ভাণ্ড বীজ, গোক্ষুর বীজ মিলিত ১১ সের। এই স্নাতপানে মূত্রাঘাত ও অশ্বরী সত্তর আরোগ্য হয়।

### বরুণাদ্য স্নাত।

স্নাত ১৪ সের, বরুণ ছাল ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্গ—বরুণ ছাল, কদলী মূল, বেলশুঁঠ, তৃণপঞ্চমূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, তরমুজ বীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশ ক্ষার, যুঁই মূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে দধির স্নাত ও পুরাতন গুড় একত্র ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অশ্বরী, শর্করা ও মূত্ররুদ্ধ আরোগ্য হয়।

### বীরতরাদ্য তৈল।

বধাদিকারের তিলতৈল সাপিত সৈন্ধবাদ্য তৈল ১৪ সের, তুঙ্গ ৮ সের, বীরতরাদিগণের কাথ ১১৬ সের, সৈন্ধবাদি তৈলের কক, সৈন্ধব, মদনফলাদি মিলিত ১১ সের, জল ১১৬ সের। ইহা বস্তি দেশে মালিশ করিলে অশ্বরী ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয়।

### বরুণাদ্য তৈল।

তক, পত্র, পুষ্প ও মূল সহিত বরুণ ও গোক্ষুরের কাথ ১১৬ সের, তৈল ১৪ সের এই তৈল অকক। ইহা পূর্ববৎ গুণকারক।

## নারিকেল শোপ ।

নারিকেল কুস্থম ৪ মাষা, যবক্ষার x মাষা, জল দ্বারা বাটিয়া জল সহ সেবন করিলে অশ্মরী পতিত হয় ।

## আনন্দ শোপ ।

তিলনালভয়, আপাং ভয়, কদলী কাণ্ড ভয়, পলাশ কাণ্ড ভয়, আমলকী কাণ্ড ভয় মিলিত ১/২ সের, জল ১১৬ সের একত্র লিয়া ২১ বার বস্ত্রপরিষ্কৃত করিয়া লইবে । পরে পাক করিয়া চূর্ণরূপে ক্ষার প্রস্তুত করিবে । এই ঔষধ ২ রতি মেষ বা ছাগমূত্র সহ পান করিলে অশ্মরী ও শর্করা নষ্ট হয় । দ্রব্যগুলি অন্তর্ধূমে ভয় করিলে অধিক ক্ষার প্রস্তুত হইবে । নতুবা অত্যন্ত হইবে ।

## পাশান ভিন্ন রস ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, শিলাজতু ২ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া যথাক্রমে স্বেত পুনর্গবা, বাসক ও স্বেত অপরাজিতার রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া ভাণ্ড মধ্যে বদ্ধ করিয়া দোলাগল্পে স্থির করিবে । বটী ২ রতি । অহুপান ভূম্যামলকীর ফল ও রাখাল-শশার মূল দুইয়ের সহিত পেষণ করিয়া এবং তুন্ধে গুলিয়া তৎসহ ঔষধ মারিয়া সেব্য । অথবা এই ঔষধ কুলথকলাইয়ের কাথ সহ সেবন করিবে ।

## বল্লভক গুড় । ( সাধারণ অশ্মরীতে )

মিষ্ণু ও তরুণ বরুণ মূলের ছাল ১২২ সের, জল ৫০ সের, শেষ ১২২ সের, গুড় ১২২ সের লইয়া একত্রে পাক করিবে এবং ঘন হইলে প্রক্ষেপার্ধ শুঁঠ, কাঁকুর বীজ, গোক্ষুর, পিপুল, পাথর কুচি, তগরপাদ্রকা, কুম্মাণ্ডবীজ, তরমুজ বীজ, বহেড়া বীজ, কুচিলা, বেতোশাকের বীজ, সজিনা, কিস্মিস্, এলাচি, শিলাজতু, হরীতকী, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা । ইহাতে নানাবিধ অশ্মরী পতিত হয় ।

## পিত্তজ অশ্মরী চিকিৎসা ।

## কুশাদি সূত্র ।

পঞ্চমূল, গুলঞ্চ, পাথরকুচি, ইকড়, ভূমিকুয়াণ্ড, বারাহীকন্দ, ( অভাবে চামার আলু ) শালিধাতুমূল, গোক্ষুর, নাওশোণা, পাকুল ছাল, আকনাদি, শালিঞ্চ শাক, গীতকিন্টী, রক্ত পুনর্গবা ও স্বেত পুনর্গবা, শিরোষ ছাল ইহাদের কাথ ১৬ সের, কন্ধার্ধ—শিলাজতু, যষ্টিমধু, নালপদ বীজ, তরমুজ বীজ, কাঁকড় বীজ, ইহাদের কন্ধ ১ সের, ঘৃত ৪ সের । এই ঘূতের কাথ্য দ্রব্য গুলিকে কুশাদিগণ বলে । সূত্রাং ইহা দ্বারা ক্ষার, পেয়া, কণায় ও দুগ্ধ পাক করিয়া পিত্তজ অশ্মরীতে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়

### শরাদি স্রুত।

স্রুত ১/৪ সের, শরাদি পঞ্চ মূলের (তৃণপঞ্চ মূল) কষায় ১/১৬ সের, ককার্থ—গোক্ষুর ১/১ সের। পাকান্তে ১/১ পোয়া চিনি মিণাইয়া ব্যবহার করিবে। ইহা দ্বারা পিত্তজ অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ ও শুক্রদ্বারের বেদনা নষ্ট হয়।

### বীরতরাদি তৈল।

তৈল ১/৪ সের, কাথার্থ এবং ককার্থ—অজ্জুন বৃক্ষ, পাষণ ভেদা, গণিয়ারী, শ্রোণাক, পারুল, গুলঞ্চ, সহা, এরণ্ড মূল, শ্রোণাক, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, কুশমূল, কাশমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল, মল্লিকা, কুলেখাড়া, শতমূলী, গোক্ষুর, দারুচিনি, বেতস, কটভী, গাম্ভারীমূল ও গাম্ভারী। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া বাতপিত্তপ্রধান পীড়ায় প্রয়োগ করিবে ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ আরোগ্য হয়।

পূর্বোক্ত বরুণ স্রুত, বরুণাদিগণ ও পাম্বান ভিন্ন রস পিত্তজ অশ্মরীতে প্রয়োগ করিবে। বরুণ ছালের কাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ অশ্মরী আরোগ্য হয়।

বাতাশ্মরীতে যে সকল পাতন শোণ লিখিত হইয়াছে তাহা অবস্থা বিশেষে পিত্তাশ্মরীতেও ব্যবহার করিবে।

## অথ শ্লেষ্মজাশ্মরী চিকিৎসা।

ইহাতে উষকাদিগণ অতীব উপকারী। কিন্তু দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে বিভক্ত হওয়া আবশ্যিক। ইহা দ্বারা মেদঃ, অশ্মরী, শর্করা ও কফশূল্য নষ্ট হয়।

### বরুণাদ্য স্রুত।

স্রুত ১/৪ সের, কাথার্থ—বরুণাদিগণ ১/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ককার্থ—গুগ্গুলু, এলাচি, রেণুক, কুড়, মূতা, মরিচ, চিতেমূল, দেবদারু ও উষকাদিগণ মিলিত ১/১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া কফজ অশ্মরীতে ব্যবহার করিবে।

কফজ অশ্মরীতে বরুণাদিগণ দ্বারা কাথ, ক্ষার, দুগ্ধ, যবাগু, পেয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে।

বরুণাদিগণ যথা—বরুণ, খাগড়া, সজিনাছাল, জরশামূল, রক্তসাজিনা, মেঘশৃঙ্গা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, তেলাকুঁচা, গণিয়ারী, ইক্ষুমূল, পীতাকণ্ঠী, নিলকণ্ঠী, গুলটে, উলুমূল, শতমূলী, বককুল, রক্তচিতে মূল, বেল গুঁঠ, অজশৃঙ্গা, বহতা ও কটকারী। এই গণ কফ ও মেদঃ নাশক। ইহাতে শিরঃ শূল, আভ্যন্তর বিদ্রুধি ও শূল্য আরোগ্য হয়। পূর্বোক্ত শিগু (সাজনা) মূলের কাথ পান করিলেও কফজ অশ্মরী আরোগ্য হয়।



এলাদি কষায়, ত্রিকণ্টকচূর্ণ, বরুণশূত, লৌহতলাদ্যতৈল ও বরুণাদ্যতৈল অবস্থাবিশেষে কফজ অগ্নীতে ব্যবহার করিবে। আনন্দ-শোণ, পাশ্চাত্য ভিন্নরস ও ত্রিবিক্রমরস ইহাতে হিতকর।

### ত্রিবিক্রমরস।

শোধিত তামা এবং তামার সমান ছাগদুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ নিঃশেষ হইলে ঐ তাহার সমান পারদ ও গন্ধক পেষণ করিয়া নিসিন্দার স্বরূপে ১ দিন ভাবনা দিয়া গোলক কারয়া ১ প্রহর বালুকাবস্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা—২রতি। টাবালেবুর মূল জলে বাটিয়া এবং জলে গুলিয়া ছাকিয়া তৎসহ ঔষধ সেবন করিবে। কেহঃ মধু দ্বারা ঔষধ সেবন করিয়া পরে উক্ত দ্রব্য অল্পপান করেন।

গন্ধক, জাঁরে, বৃহত্তীফল ইহাদের চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় জলসহ পান করিলে কফজ অগ্নী ও শুক্রাশ্মরী আরোগ্য হয়।

### পুনর্জবাতিতৈল।

তৈল ৮ সের, ককার্থ—পুনর্জবা, গুলঞ্চ, শতমূলী, যবক্ষার, সৈন্ধব, সচলবর্ণ, বিটলবর্ণ, শটী, কুড়, বচ, মুতা, রান্না, কটফল, কুড়, যমানী, হবুবা, হিং, গুল্ফা, বনখমানী, বিড়ঙ্গ, অতৈষ, যষ্টিমধু এবং পঞ্চকোল প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা। পাকার্থ—গোমূত্র ৮ সের, কাঁজি ৮ সের। ইহাতে বাতকফাশ্মরী ও অগ্নিবৃদ্ধি আরোগ্য হয়।

ব্রহ্মাধিকারে যে সৈন্ধবাদিতৈল তাহা তিলতৈল সাধিত হইলে কফাশ্মরীতে ফলপ্রদ হইতে পারে। সর্বপ্রকার অগ্নীতেই বাতশীতলাদিগণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা অগ্নীর শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অগ্নীতে দ্বত, চূর্ণ, ক্ষার ও তৈল উপকারী। রসযুক্ত ঔষধ বিশেষ কার্যকারী নহে।

## অগ্নি শুক্রাশ্মরী চিকিৎসা।

শুক্রাশ্মরীই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। অথচ ইহার বিশেষ কোন চিকিৎসা লিখিত নাই। অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পূর্বোক্ত ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিবে। কফজ অগ্নীর চিকিৎসাই ইহার সাধারণ চিকিৎসা। পূর্বোক্ত যবক্ষারাবিত কুস্তাশুশোণ ইহাতে ফলপ্রদ। নিয়ে যে কয়েকটা ঔষধ লিখিত হইল তাহা অবস্থা বিশেষে সাধারণ অগ্নীতে এবং শুক্রাশ্মরীতে ব্যবহার করিবে।

### তিলাদিক্কাথ।

তিল, আপাং, কদলীমূল, পলাশ, যব, বেলগুঠি, ইহাদের কাথ মেঘমুত্রযুক্ত করিয়া পান করিলে অগ্নী ও শর্করা আরোগ্য হয়।

### পাষণভেদকমোগ ।

পাষণভেদী. গোক্ষুর. ভেরেঙামূল, বৃহত্তী. কণ্টকারী এবং কুলেখাডামূল প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে ॥• তোলা দুইদ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে অগ্নরী ও শর্করা পতিত হয় ।

### বরুণাদি চূর্ণ ।

বরুণ ছালের ক্ষারজল ১৬ সের, যবক্ষার ৮ সের. বরুণ ছালের চূর্ণ ৮ সের. একত্র পাক করিয়া দ্রবাংশ নিঃশেষিত হইলে নামাইবে । এই চূর্ণ ঔষধ গুড়সহ ভক্ষণ করিলে অগ্নরী, প্লীহা. গুল্ম এবং বাস্তগত রোগ আরোগ্য হয় । ইহা শুক্রাশ্মরীতে বিশেষ ফলপ্রদ ।

### পুনর্ণবাদি বটী ।

পুনর্ণবা. লৌহ. হরিদ্রা, গোক্ষুর. প্রিয়ঙ্গু. প্রবাল ও উল্লুঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ জল দ্বারা বাটিয়া ৪ রতি বটী করিবে । এই ঔষধ দুই. সুমিষ্ট আমের রস ও ইক্ষুর রস এই তিনদ্রব্য সহ পান করিবে । ইহাতে অগ্নরী ও শর্করা আরোগ্য হয় ।

### ত্বন পঞ্চমূলান্য মৃত ।

কাথার্থ—ত্বনপঞ্চমূল ৮৬ সের, গোক্ষুর ৮১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । মৃত ৮ সের. কন্ধার্থ—গুড় ৮ সের. গোক্ষুর ৮ সের । এই মৃত মূত্র শোধক, মূত্রকারক ও অগ্নরী নাশক । পিত্তপ্রধান শুক্রাশ্মরীতে এই মৃত উপকারী ।

### কুলান্য তৈল ।

তৈল ৮ সের, কন্ধার্থ—কুশ. গণিয়ারী. ঝিণ্টী, নলমূল, উল্লমূল, ইক্ষুমূল. গোক্ষুর, কটুভী, বকপুষ্প, গুলটে. শতমূলী, শরমূল. ধাইফুল, শোণাক, পরগাছা. শিরীষ, পাষণভেদী ইহাদের কক মিলিত ৮ সের এবং ইহাদের কাথ ১৬ সের । ইহাতে শুক্রদোষ, শুক্রাশ্মরা. প্রদর ও যোনিশূল আরোগ্য হয় ।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, ত্রীকরিণী বৃক্ষের ফলের বীজ, মথিত ( নির্জল ঘোল ) দ্বারা বাটিয়া মথিত সহ পান করিলে অথবা ঐ বৃক্ষের শাক ভক্ষণ করিলে অগ্নরী নিশ্চয় আরোগ্য হয় ।

পূর্বেক্ত বরুণ ও বরুণক গুড় শুক্রাশ্মরীতে ব্যবহার করিবে ।

যদি এই সকল ক্রিয়া দ্বারা শুক্রাশ্মরী আরোগ্য না হয় তবে অভিজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা অস্ত্র প্রয়োগ আবশ্যক ।

## অপ শর্করা চিকিৎসা ।

গুক্রান্তরী বায়ুদ্বারা অল্পশ বিভিন্ন মূর্ত্তি ইহলে তাহাকেই শর্করা বলা যায়। সুতরাং গুক্রান্তরীর চিকিৎসাই শর্করার চিকিৎসা। ইহাতে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যাদি তৈল পরম হিতকর।

**মুষ্টিযোগ।**—গুড়যুক্ত কাঁজির সহিত কাঁচা হরিদ্রাচূর্ণ পান করিলে শর্করা নষ্ট হয়। নঁসার বীজ বা নারিকেলের ফুল, দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিলে শর্করা আরোগ্য হয়।

পাৰাণভেদী, গুঠ, গোকুর, ইহাদের কাণ্ডে ১০ সিকি যবক্ষার ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা নষ্ট হয়।

মূত্রাঘাতে এবং মূত্রক্লেমে যে সকল দ্রব্য অপথ্য তাহা এবং আনুপমাংস, মৎস্য ও প্লেয়কর দ্রব্য অশরীর অপথ্য।

বাতাশুলোমক এবং প্লেয়া নাশক দ্রব্য, স্নাত, দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য।

## অপ প্রমেহ চিকিৎসা ।

ইদানীং যে সকল ব্যাধি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, প্রমেহ তাহাদের মধ্যে অন্ততম। অনেকের ধারণা প্রমেহ এবং মেহ বিভিন্ন পদার্থ। কিন্তু তাহা ভ্রম; তবে ঔপসর্গিক মেহ, এই বিশতিপ্রকার মেহ হইতে বিভিন্ন।

মূত্রাঘাতাদির ন্যায় এই রোগও বহুবিস্তৃত। শাস্ত্রে লিখিত আছে “মূত্রাঘাতঃ প্রমেহাশ্চ গুরুদোষস্তথৈবচ। মূত্রাদোষাশ্চ যে বাপি বস্তৌচৈব ভবন্তি হি।” অর্থাৎ মূত্রাঘাত, প্রমেহ, গুরুদোষ এবং মূত্রদোষ বস্তিদোষে উৎপন্ন হয়। ঔপসর্গিকমেহ নিদানে লিখিত হয় নাই। কারণ উহা আধুনিক। সুতরাং তাহার সংক্ষিপ্ত নিদান লক্ষণ লিখিত হইতেছে। এই সকল নিদান লক্ষণ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। যথাঃ—বহুসন্তোষ এবং সঙ্করসন্তোষ দ্বারা নারীজাতির জননেদ্রিয়ার অভ্যন্তরভাগ ক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া উঠে। এইরূপ যোনিদোষসম্পন্ন স্ত্রীর সহিত সঙ্গমে, পুরুষের মূত্রনালীর অভ্যন্তরস্থ প্লেয়বহা ত্বকে ক্ষত হইয়া পুঁয়াদি নিঃসৃত হয়। ইহাকে ব্রণমেহ বলে। ঔপসর্গিক মেহ এবং আগন্তক মেহ ইহার নামান্তর। সঙ্গমরাত্রি হইতে সপ্তম রাত্রির মধ্যে কেবল এক সময়ে প্রায়শঃ পীড়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পীড়ায় শিল্পের অগ্রভাগে কণ্ডু এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উত্থান হইয়া থাকে। বারং প্রস্রাবের বেগ এবং তীব্রবেদনার সহিত বারং মূত্র প্রবৃত্তি, সিল্পে শোধ এবং লৌহিত্য, কোষ এবং কুচকিতে বেদুর্ভা, কখনং নিঃসৃত ক্লেদ দ্বারা মূত্র দ্বারক্লম হওয়ার অভি যাতনায় মূত্রনির্গমন, কখন বা দাঁহের সহিত দ্বিধারে মূত্র প্রবৃত্তি, কখন বা মূত্র্যাগ কালে যেত্ৰ হইতে রক্ত নির্গম, প্রথমতঃ কিছুদিন পাওলা ক্লেদ

নিঃসরণ পশ্চাৎ ঘন ক্লেদ-নিঃসরণ, ক্ষতগুরুক্লেদের পীঃ বর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে । এই ব্যাধি পুরাতন হইলে ঝাতনার লাঘব এবং দুর্দমনীয় হইয়া উঠে । এই রোগ হইতে পরিণামে আমবাত, গুরুতারলা, ধ্বজতঙ্গ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, মূত্রনালীতে মাংসাত্মক এবং চক্ষুরোগাদি উৎপন্ন হইতে পারে ।

কণু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইলে কেহ ইহাকে ঔপসর্গিক মেহ না বলিয়া উপদংশ বলিয়া থাকেন এবং তাহাই শাস্ত্রসঙ্গত । যদি ক্ষত না হয় তবে ইহা উপদংশের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ।

প্রমেহের উৎপত্তিস্থান বস্তি । বস্তিগতরোগসাধন্যাহেতু মূত্রাঘাতের অনন্তর প্রমেহ চিকিৎসা বলা হইয়াছে । ইহাতে শিলাজতু এবং শিলাজতু ঘটত ঔষধ বিশেষ উপকারী । শিলাজতু মেদঃ কফনাশক, মূত্রস্রাবক, বস্তিশোধক, মূত্র ও গুরুশোধক এবং ধাতুপোষক । কফজ মেহে শিলাজতু অমৃতসদৃশ হিতকর । প্রমেহ, বস্তিস্থানস্থ কুপিত কফজাত । মেদঃ মাংস এবং শরীরজ ক্লেদ, এই ব্যাধির দূষাপদার্থ, এতন্মধ্যে মেদই প্রধান দূষ । মেদ দূষিত না হইলে কোন মেহই উৎপন্ন হইতে পারে না ।

সকল মেহই প্রথমতঃ কফজ হয় পশ্চাৎ পিত্ত বা বায়ুদূষিত হইয়া পিত্তজ বা বাতজ মেহ বলিয়া পরিগণিত হয় । এই জন্তই সকল মেহেরই প্রথম অবস্থায় মেদঃকফনাশক ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে এবং এই জন্তই এই রোগে যব উৎকর্ষ পথাক্রমে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কফ ও মেদের মাধুর্য্যাহেতু সকল প্রমেহেতেই মধুরতা অন্তর্নিবিষ্ট থাকে এবং কালান্তরে সকল প্রমেহই মধুমেহে পরিণত হইতে পারে । কফ ও মেদের মাধুর্য্য, অনন্তবনীর হইলেও মেহ যাবত্রেই মধুমেহ নামে অভিহিত হইতে পারে । বাতানীত ওজো ধাতুঘারা প্রমেহ মধুমেহতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অশ্রুর স্রব্য প্রমেহে অত্যন্ত অহিতকর ।

যদিও এই রোগে কফকে প্রধান নোব বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তথাপি পিত্ত এবং বায়ুও দোষের মধ্যে গণনীয় । পূর্কৌজ দূষাপদার্থ ভিন্ন, মূত্র, রস, রক্ত, মজ্জা, গুরু, ওজঃ, বসা এবং লসীকাও ( বৃক্ক ও মাংসের অন্তঃস্থস্থিতজনীয় তাপ ) দূষাপদার্থ । কারণ, প্রমেহে ঐ সকল পদার্থ দূষিত হইয়া থাকে ।

বিংশতি প্রকার প্রমেহের মধ্যে কফজ মেহ দশ প্রকার, পিত্তজ ছয় প্রকার এবং বাতজ ৪ প্রকার । উদক, সাল্প, পিষ্ট, গুরু, সিকতা, শীত, শৈবঃ, লাল, ইক্ষু ও মুরা এই দশ প্রকার কফজ মেহ; সাধ্য । সূক্ষ্মতে লবণ মেহ এবং কেমমেহ লিখিত হইয়াছে কিন্তু লীত ও লাল মেহ পঠিত হয় নাই ।

কার, কাল, নীল, হরিদ্রা, মাসিষ্ঠ ও রক্ত এই ছয় প্রকার পিত্তজ মেহ, সাধ্য । বসা, মজ্জা, কৌজ ও হস্ত এই চারি প্রকার বাতজ মেহ অসাধ্য ।

প্রমেহ যথাকালে চিকিৎসিত না হইলে পরিণামে দশ প্রকার পিড়কা উৎপন্ন হইতে পারে। পিড়কা হইলে রোগ প্রায়শঃ অসাধ্য হয়। কুলজ মেহও অসাধ্য। যদি মেদঃ অতিশয় দূষিত না হয়, তবে ষাণ্ডা পিত্তজ মেহও সাধ্য হয়। নিদানক্রমেজাত অসাধ্য বাত মেহও সাধ্য হয়। যে মেহ উৎপত্তি মাত্রেই বাতজ তাহাই অসাধ্য। পিত্তজ মেহ কফ সংশ্লিষ্ট হইলে অথবা প্রমেহের পূর্বরূপ প্রকাশ করিয়া উৎপন্ন হইলে সাধ্য হয়। পূর্বরূপ প্রকাশ করিয়া উৎপন্ন হইলেই নিদানক্রমেজাত বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্তূতরাং প্রকারান্তরে নিদানক্রমেজাত পিত্তজ মেহ সাধ্য। যাহা স্বকারণে উৎপত্তি মাত্রেই পিত্তজ, তাহাই ষাণ্ডা।

সকল প্রকার প্রমেহেই আমলকী ও কাঁচা হরিদ্রার রস একত্রে উপকারী। ইহা ব্যাধি বিপরীত ঔষধ। প্রমেহ নাশক ঔষধের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বতোগামী। এই ঔষধে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করা বিধেয়।

আমলকী এবং কাঁচা হরিদ্রা দ্বারা নানারূপ কল্পনা করিয়া প্রমেহে ব্যবহার করিবে।

### উদক মেহ চিকিৎসা।

পালিধা ছালের কাথে ১০ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরিতকী কট্ফল, মূতা ও লোধ—ইহাদের কাথে ১০ তোলা মধু মিশাইয়া পান করিলে উদক মেহ আরোগ্য হয়। শোধনার্থ প্রমেহীকে বিরেচন ঔষধদ্বারা শুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ঔষধ প্রয়োগ করা ই প্রেরঙ্কর। স্থূল ও বলবান রোগীকে পপ পর্যটনাদি ক্রিয়াদ্বারা এবং রুক্ষ ভোজনাদি দ্বারা ক্লেশ করা বিধেয়। স্থূল ব্যক্তির পক্ষে যব অর্থাৎ উপকারী; কারণ উহা মেদোদ্র, প্রমেহনিবারক এবং ধাতুসমতা কারক। উদকমেহ প্রায়শঃ স্থূলব্যক্তিরই হইয়া থাকে।

এই রোগে সোমনাথ রস, সোমেশ্বর রস, ব্রহ্মলক্ষেশ্বর, প্রমেহ সেতু, বসন্তকুমুদা কর রস, দেবদারু লিষ্ট এবং পুরাতন অবস্থার প্রান্তস্তর দ্ব্যত পান করিবে।

### সোমনাথ রস।

পালিধাপত্রের রসে শোধিত তিস্রলোখ পারদ এবং রঙা রসে (ইঁদুরকানি পানার রসে) শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, উত্তরে ক্ষুণ্ণী করিয়া তাহার ৪ তোলা গ্রহন করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ৮ তোলা লৌহভ্রম মিশ্রিত করিয়া দ্ব্যতকুমারী রসে উত্তমরূপ মর্দন করিয়া উহার সহিত অন্ন, বঙ্গ, রৌপ্য, ধূপ ৫, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণভষ্ম প্রত্যেক একতোলা মিশাইয়া দ্ব্যতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ৭ বার ভাবনা দিবে। তৎপর খুলকুড়ির রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ ব্রতি নটী করিবে। অল্পপান—মধু। ইহাতে প্রমেহ, সোমরোগ.

বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, মধুমেহ, মূত্রদোষ, ইক্ষুমেহ এবং হস্তিমেহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।  
অড়হর পাতার রস অথবা বিঞ্চে পোড়ার রস প্রভৃতি সহও অবস্থা বিশেষে এই ঔষধ  
ব্যবহার্য্য।

### সোমেশ্বর রস ।

শাল মূলের ছাল, অর্জুন মূলের ছাল, লোধ, কদম্ব মূলের ছাল, অঙ্কুর, রক্তচন্দন,  
গণিয়ারী মূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িম্ব বীজ, গোক্ষুর বীজ, জামের  
মূলের ছাল, বেণা মূল প্রত্যেক ৪ তোলা। পারদ, গন্ধক, ধনে, মূতা, এলাচি, তেজপাত,  
গন্ধকাঠ, লৌহ, রসায়ন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা, জীরে প্রত্যেক ১০ তোলা, গুগ্গুলু  
৪ তোলা, ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া ৮ রতি বটী করিবে। অল্পপান—ছাগদুগ্ধ, দুগ্ধ এং  
যবের কাথাদি। এই ঔষধ উদকমেহে বিশেষ উপকারী।

### ব্রহ্ম বজ্রেশ্বর রস ।

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অন্ন প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেক ১০  
তোলা, কেশরাজের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। পূর্বোক্ত অল্পপানে সেন্য  
ইহাতে প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, মধুমেহ ও ধাতুহজর আরোগ্য হয়।

### পূমেহ সেন্তু ।

রসসিন্দূর, অন্ন সমভাগ, বটের আঠার ২ গ্রহর মর্দন করিয়া সুবাবদ্ধ করতঃ পুটপাক  
করিবে। পরে ৩ রতি বটী করিবে। ইহার সাধারণ অল্পপান ত্রিফলার কাথ ও মধু।  
কিন্তু উদক মেহের প্রশান্তির নিমিত্ত উদক মেহের কষায় সহ পান করিলে ভাল হয়।

### বসন্তকুসুমাকর রস ।

স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ ( কেহ রৌপ্য স্থানে কর্পূর ব্যবহার করেন ) বঙ্গ, সীসক,  
লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অন্ন, প্রবাল, মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমস্ত একত্র উত্তমরূপ  
মর্দন করিয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুবস, বাসক ছালের রস লাকার কাথ ( লাক্ষা ২ তোলা,  
জল ১১ সের, শেষ ১/৮ পোয়া ) বালার কাথ, কদলী মূলের রস, কদলী ফুলের রস,  
( মোচার রস ) পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস ( অভাবে কাথ ও মৃগনাভী দ্বারা ( কন্তুরী  
সর্ব দ্রব্য সম, জল ৭ গুণ, কাচ পাণ্ডে রানিতে ভিজাইয়া মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিবে পরদিন  
সেই জল দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে, ১ দিনে ভাবনা অসম্ভব হইলে, বিভাগ করিয়া লইবে। )  
পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—ঘৃত, মধু ও চিনি। ইহা শ্লেষ্মজ  
ও বাতজ মেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা দ্বারা কয়, কাস, শ্বাস প্রভৃতিও আরোগ্য হয়।  
এই ঔষধ বহুমূত্রে বিশেষ হিতকর। চিনি ও রক্তচন্দনের সহিত ব্যবহার করিলে  
অন্নপিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

## দেবদারু ঙ্গিষ্ঠ ।

দেবদারু ১/৬। সের, বাসক ছাপ ১/২॥ সের, মঞ্জিষ্ঠা, উল্লম্বন, দন্তীমূল, তগরপাত্ৰকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রান্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষছাল, ঋষিরনাষ্ঠ, অর্জুনছাল প্রত্যেক ১/১। সের, যমানী, কুটজছাল, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটকী, চিত্তেমূল প্রত্যেক ১/১ সের, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ, নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তাহাতে ধাইফুল ১/২ সের, মধু ১/৩৭॥ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ১/১। পোয়া, ত্রিজাতক ( দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত ) প্রত্যেক ১/১। সের, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল, নাগকেশব ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ মিলাইয়া আলাড়ন করতঃ ১ মাস স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। তৎপর ছাঁকিয়া ব্যবহার করিবে। মাত্রা ৩ তোলা। ইহা ত কক্ষ মেহ আরোগ্য হয়। এই ঔষধে কেহ ১ দিকটু মিলিত ১/১। পোয়া ও ত্রিজাতক মিলিত ১/১। সের প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। ইহা বৃদ্ধিযুক্ত।

## শাস্ত্রমতঃ স্নান ।

দশমূল, নাট্যকরঞ্জ বীজ, ডহরকরঞ্জ বীজ, দেবদারু, তশীকী, শ্বেত পুনর্ণবা, বক্রণ-ছাল, দন্তীমূল রক্তচিত্তে, বক্রপুনর্ণবা মনসাসীকমূল কেশিকমূল ( কাহানো মতে ভূমি কদম্ব ) কদম্বছাল, বেগুণ্ড তন্নাতক, ( অতাবে—বক্রদম্ব ) শনী পুষ্কমূল পিপুলমূল প্রত্যেক ১০ লক্ষ পল ( দশমূলেরও প্রত্যেক ১০ পল লইতে হইবে ) যব কলসুষ্ঠ ও কলথ কলাই প্রত্যেক ১/২ সের, জল ৩ দ্রোণ শেষ ৪৮ সের। কক্কার্থ—‘হস্তলবজ, ত্রিফলা, বাবুনহাটী, গন্ধতূণ গন্ধপিপুল গুণ্ড, বিড়ঙ্গ, বচ কমলা গুণ্ডি মিলিত ১/১ সের যত ১/৪ সের।

“পৃথক্ তোষণার্থে তত্র পাচ্যে স্রব্যাৎ শতং শতং ।

শতত্রয়াধিকে ভোয় মুৎসর্গক্রমাতো ভবেৎ ॥” ইতি পরিভাষা ।

অর্থাৎ প্রতি ১০০ পল কাষাঙ্গব্য ১ দ্রোণ জল দিয়া পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইবে। কিন্তু কাষাঙ্গব্য ৩০০ পলের অধিক হইলে ৮ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইবে। এই নিয়মানুসারে এখানে ৩ দ্রোণ জল ক’প করা হইয়াছে। যদি পল শব্দদ্বারা প্রবোধ মান-নির্দিষ্ট না হয় তবে শেণোক্ত নিয়মে কাপ করিতে হয়। পল শব্দদ্বারা মান-উল্লিখিত হইলেও যদি ১০০ পলের কম হয় তাহা হইলেও শেণোক্ত নিয়মে কাপ করিতে হইবে।

## সান্দ্রমেহ ভিন্ধিৎসা ।

ছাতিম ছালের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, তগরপাত্ৰকা, বিড়ঙ্গ ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সান্দ্রমেহ প্রশমিত হয়। ইহাতে ছাতিমাদি গুণ, গুলু, শিলাজতু প্রকোপ, এলাচি চূর্ণ,

সোণেশ্বর রস, পূর্ণ চন্দ্র রস, মেহকেশরী ও উপরিদ্রবিত কাথসহ  
ব্রহ্মজ্বর প্রয়োগ করবে ।

### ত্র্যম্বাদি গুণগুণসু ।

ত্রিকটু ৩ তোলা ত্রিকলা ৩ তোলা, গুণগুণ ৬ তোলা, গোকুরের কাথে ৭ দিন  
ভাবনা দিয়া ৯ রতি বটী করবে । অম্বপান—গরম জল । সাত্রমেহে ছাতিম ছালের  
রস ও মধুসহ ব্যবহার করিলে অথবা সাধারণ চিকিৎসায় যে দ্রব্যাদি কাম্য  
এবং ফলত্রিকাদি কাম্য লিখিত হইবে তৎসহ পান করিলে বিশেষ ফললাভ  
হয় ।

### শিলাজতু প্রয়োগ ।

শিলাজতু শালসারাদিগণের কাথে ৭ বার ভাবিত করিয়া ১০—১০  
আনা মাত্রায় ব্যবহার করিবে । অম্বপান—সাধারণ মেহে শালসারাদিগণের কাথ ।  
বিগত মেহ হইয়া এই ঔষধ ব্যবহার করবে ।

শালসারাদিগণ । যথা—শালবৃক্ষের সার, অমন বৃক্ষের সার ( ইহা  
শাল জাতীয় ), খদির বৃক্ষের সার, খেত খদির বৃক্ষের সার, তমাল বৃক্ষের সার, ওপুটির  
মূলের ছাল, ভূজপত্র, মেঘনাদা, তিনিশ বৃক্ষের সার ( ইহাকে জাকুল গাছ বলে ) রক্ত  
চন্দন, খেতচন্দন, শিশপা বৃক্ষের সার ( ইহাকে শিশুগাছ বলে ) শিরীষ ছাল, পীতশালের  
সার, অর্জুনছাল, তালবৃক্ষের হাল সেগুন বৃক্ষের সার, নাটাকরঞ্জ ফল, ডহরকরঞ্জের ফল,  
অথকর্ণালের সার অণ্ড প ৩৫ চন্দন । শালসারাদিগণে যে সকল সারের উল্লেখ হই-  
য়াছে, উহারা প্রত্যেকেই মেহ, বক্র প্রভৃতির মতে শ্রেষ্ঠ । কাথ করিবার পূর্বে সারসমূহ  
চূর্ণ করিয়া ভিজাইয়া রাখবে । শিলাজতুর সমান কাথদ্রব্য গ্রহণ করিয়া ৮ গুণ জলে  
পাক করিয়া অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তদ্বারা ঔষধ ভাবিত করিবে । আজ  
কাল বিগত শিলাজতু বড়ই দুর্লভ সুতরাং উহা বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া লইবে ।

স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা । স্বর্ণমাক্ষিকও শালসারাদিগণের কাথে ভাবিত  
করিয়া শিলাজতুসহ প্রয়োগ করা যায় ; কিন্তু ইহার মাত্রা ৩ রতির অধিক নহে । বাহা-  
দের প্রস্রাব অতিরিক্ত হয় তাহাদের পক্ষে শিলাজতু অপেক্ষা স্বর্ণমাক্ষিক অধিক  
উপকারী ।

### এলাচিচূর্ণ ।

এলাচি, শিলাজতু পিপুল ও পাথর কুচি ইহাদের চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় তুলোদক  
সহ পান করিলে প্রমেহ নষ্ট হয় । সাত্রমেহে কাথসহ সেব্য । ইহা প্রস্রাবকারক ।

### পূর্ণচন্দ্ররস ।

রসসিন্দুর, অত্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সমভাগ জল দ্বারা মর্দনাতে



৬ রতি বটী করিবে। অহুপান—স্বত, মধু বা দুগ্ধ। প্রমেহে প্রমেহনাশক তত্ত্ব অহুপান সহ ব্যবহার্য। এই ঔষধ অন্যান্য পুস্তকে রসায়নাধিকারে লিখিত হইয়াছে।

### মেহকেশরী :

বঙ্গ, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোটএলাচি, তেজপত্র, নাগকেশর, প্রত্যেক সমভাগ, স্বতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। এই ঔষধে পারদ সম গন্ধক মিশাইতে হইবে। কেহ বা পারদস্থানে রসসিন্দূর ব্যবহার করেন। এই ঔষধ শুক্রমেহে অতিশয় উপকারী। ইহাতে দুগ্ধার পথ্য। সাক্ষমেহে কাথ সহ ব্যবহার্য।

## পিষ্টমেহ চিকিৎসা ।

হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, খদির সার ও ধব ( ধাওয়া ) ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিষ্টমেহ নষ্ট হয়। ইহাতে সোমেশ্বর রস, সর্বেশ্বর রস, ব্রহ্মকেশ্বর রস, মেহবজ্র ও চন্দ্রপ্রভা বাটিকা দ্রব্যপ্রদ।

### সর্বেশ্বর রস :

স্বর্ণমাক্ষিক, সোহাগা, স্বর্ণ, রোপ্য, খর্বর, গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ, তাম্র, প্রবাল, মুক্তা, শিলাজতু প্রত্যেক দুই ভাগ, বঙ্গ, লৌহ, সীসক, রসসিন্দূর, অত্র, বৈক্রান্ত ও কান্তলৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ। বষ্টিমধু, ত্রিফাতক, মুতা, বেণামূল, ত্রিফলা, বাসক, গুলঞ্চ, শর্টা, স্বতকুমারী, ভূমিকুম্বাণ্ড, শতমূলী, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও তালমূলীরসে পৃথক ২ যথাবিধি ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করতঃ উহাতে কান্তলৌহ সম কস্তুরী মিশাইয়া ২ রতি মাত্রায় পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিবে। এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয় কিন্তু ইহার ন্যায় দৃষ্টফল ঔষধ এই অধিকারে বিরল।

### মেঘনাদ রস :

রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, অত্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, খেতআকড়া, জীরে, কার্পাসবীজ, হরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ, রক্তচিতির কাথে ২০ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান—মধু। ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক।

### স্নানাদি ঔষধিকা ।

স্বর্ণ, রস, গন্ধক, লৌহ, অত্র, শিলাজতু, ছোটএলাচি, ত্রিফলা, জাতিফল, কর্পূর, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক সমভাগ, ইহাতে প্রমেহ ও বহুমূত্র আরোগ্য হয়।

### মেহরজু ।

রসসিন্দুর, কাঙ্কলোহ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেলগুঁঠ, জ্বারে, কয়েদবেল, গুঁঠ, হরিদ্রা প্রত্যেক সমভাগ । ভৃঙ্গরাজরসে ৩০বার ভাবনা দিয়া ৮ রতি বটী করিবে । অল্পপান—যথু । হস্তমেহে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ঔষধ সেবনান্তে মহানিষের বীজ ৥ তোলা তুলনৈদিক দ্বারা পেষণ করিয়া ৮ আনা ঘৃত ও ২ তোলা তুলনৈদিক সহ পান করিবে । কেহ কেহ সাধারণ মেহেও এই অল্পপান ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

### চন্দ্রপ্রান্তা বাটিকা ।

সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আতৈব, পিপুলমূল, চিতেমূল, তেউড়ী, দস্তামূল, তেজপাত, দারুচিনি, ছোটএলাচি, বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা, ধনে, ত্রিফলা, চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সচিক্ষার, সৈন্ধব, সচল-লবণ, বিটলবণ প্রত্যেক ৥ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, চর্নি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা, গুগ্গলু ১৬ তোলা একত্র মর্দন করিয়া ৮ রতি বটী করিবে । যথোপযুক্ত অল্পপানে ইহা ব্যবহার্য্য । পিষ্টমেহে কাথ সহ ব্যবহার্য্য ।

ইহাতে ব্রহ্মদ্রবিশ্রম ও দেবদারুশ্লিষ্ট ফলপ্রদ ।

## অন্য শুক্রমেহ চিকিৎসা ।

এই মেহই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় । ইহা কক্ষের বেতনিকগুণ হইতে উৎপন্ন হয় ইহাতে শুক্রের অংশ সংশ্লিষ্ট থাকে । যদি এই মেহে কেবল শুক্রই পতিত হয়, তবে ইহাও অসাধ্য হইতে পারে ।

দুর্কর্ণান্নি কক্ষাশ্র । যথা—দুর্কর্ণ, কেশুর, নাটাকরঞ্জের ছাল, পানা, শেওলা ও কৈবর্ত মূলক—ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয় । ইহা শুক্রমেহে প্রযোজ্য ।

দেবদারুর্নি কক্ষাশ্র । যথা—দেবদারু, কুড়, অগুরু ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয় । ইহা মিশ্রিত শুক্র শুক্রমেহে উপকারী । কেহ কেহ অগুরু ধানে অর্জুন ছাল গ্রহণ করেন ।

খেত খদির সারের কাথ পান করলে শুক্রমেহ আরোগ্য হয় । ইহা অনির্গত শুক্র শুক্রমেহে প্রযোজ্য ।

অর্জুন ও চন্দনের কষায় পান করিলে শুক্রমেহ নষ্ট হয় । ইহা সাধারণ শুক্রমেহে উপকারী এবং কেবল শুক্রস্রাব নিবারক ।

ইহাতে বঙ্গেশ্বর, প্রমেহ চিস্তামণি, মেহবারণ সিংহরস, শিলাজতু প্রয়োগ, বৃহৎকামচুড়ামণি, স্বর্ণবঙ্গ, চন্দ্রপুষ্টি রস, বঙ্গাষ্টক, চন্দ্রকলা, মেহ কেশরী, ইন্দ্রবটী, স্বরসুন্দরী বটী, শাল্মলী ঘৃত, বঙ্গাভ্রজতু, চন্দনাসব ও প্রমেহ গজসিংহ ঘৃত প্রয়োগ করিবে। শুক্রমেহে বঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এমন কি কেবল বঙ্গ সেবনে শুক্রমেহ আরোগ্য হইতে পারে। শুক্রমেহে শুক্র মিশ্রিত স্রাব বা কেবল শুক্রস্রাব হইলে বঙ্গের ত্রায় হিতকর ঔষধ দ্বিতীয় নাই। বঙ্গ ধাতুগোষক, শুক্রের গাঢ়তা সম্পাদক এবং প্রভাবে মেহ নাশক।

### বঙ্গেশ্বর।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ—ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। কেহ কেহ বটী না করিয়া চূর্ণই প্রয়োগ করেন। সাধারণ অল্পপান—মধু। শুক্রমেহে ঘৃতকুমারী, শিমুলমূলের রস, গঁদ ভিজান জল, হরিদ্রা, আমলকীর রস প্রভৃতি নানাবিধ অল্পপানে যোগ্যতা অল্পসারে প্রয়োগ করিবে।

### প্রমেহ চিস্তামণি। ১

স্বর্ণসিন্দূর, লৌহ, অন্ন, যুক্তা, প্রবাল, বঙ্গ, সীসক, বরাট প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ সিকি—ঘৃতকুমারী রসে মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু। ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### মেহবারণ সিংহ রস। ১

বঙ্গ, জাতিফল, খদির, কর্পূর, লৌহ, অন্ন, যুক্তা, রোপ্য, সীসক জলস্রাব মাড়িয়া বৃটপ্রমাণ বটী করিবে। অল্পপান—ঘৃত চিনি ও মধু। ইহা বহুমূত্রের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### স্বর্ণবঙ্গ।

লৌহ বা যুক্তরপাত্রে বঙ্গ অগ্নিসস্তাপে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গ সমান পারদ মিশ্রিত করিবে। তৎপর পারদ সমান গন্ধক চূর্ণ মিশ্রিত করণানন্তর গন্ধক সম নিশাদল চূর্ণ মিশাইয়া মর্দন করতঃ নির্মলচূর্ণ করিবে। তৎপর বোতলে পুরিয়া মকরধ্বজ পাকের ত্রায় বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ ৪ প্রহর কাল মধ্যাৰ্দ্ধিতে পাক করিলে স্বর্ণরেণু সদৃশ স্বর্ণবঙ্গ নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ রসায়ন, বলকর, কাণ্ডজনক, স্মরণ শক্তি বর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও প্রমেহ নাশক। মাত্রা ২১০ রতি। অল্পপান—সাধারণতঃ মাখন ও মিশ্রি। অবস্থা বিশেষে অজ্ঞাত পুষ্টিকর অথচ মেহ নাশক দ্রব্যের অল্পপানে প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ ক্ষয় নিবারক ও স্নিগ্ধ। যে স্থলে রোগী শুক্র

ক্ষয় হেতু অত্যন্ত শীর্ণ, রুক্ষ দেহ, হীনবীর্য্য সেই স্থলে এই ঔষধ প্রযোজ্য । ইহা শাতুক্ষয়  
জন্ম কুপিত বাত নাশক ।

### স্বর্ণবঙ্গ । ( দ্বিতীয় প্রকার )

পারদ ১ তোলা, পদ্মরাং পত্র ১ তোলা, ১ প্রহর মর্দন করিয়া ১৥০ তোলা নিশাদল  
ও ৩ তোলা গন্ধক সহ ৩ প্রহর মর্দন করিয়া বোতলে পূর্ববৎ পাক করিবে ।

### চন্দ্রপুষ্টি রস ।

রসসিন্দূর ১ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, যুক্তা ৩ ভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ১ ভাগ, লৌহ, অন্ন, ধূপ, বঙ্গ  
প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ ঘৃতহুমারী ও বিশ্বপত্র রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে ।  
সাধারণ অস্থপান—মাখন, মিশ্রি, শিমুলমূলের রস ইত্যাদি ।

### প্রমোহ গজসিংহ স্তুত । ১

ঘৃত ৮ সের, চিনি ৮ সের, মধু ৮ সের, ছন্ধ ১৬ সের, কঙ্কার—হরীতকী,  
আমলকী, মুতা, তেজপাত, ধাইফুল, দারুচিনি, এলাচি, গোক্ষুর, বেড়েলামূল, লবঙ্গ,  
লৌহ, প্রত্যেক ৮ তোলা, শেষ পাকার্থ জল ১৬ সের । ইহাতে গুক্রমেহ, গুক্রক্ষীণতা ও  
পিত্তজ মেহ আরোগ্য হয় ।

### বঙ্গাষ্টক ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, ধূপ, অন্ন তাহ প্রত্যেক সমভাগ, বঙ্গ সর্বসম,  
গজপুটে পাক করিবে । মাত্রা ২ রতি । মধু অথবা হরিদ্রার্চ এবং আমলকা রস ও মধু  
সহ এই ঔষধ সেব্য । ইহাতে বিষমজ্বর, মূত্রাতিসার, আমদোষ, সোমরোগ ও পিত্ত  
নষ্ট হয় । এই ঔষধ পিত্তজ মেহেও প্রযোজ্য ।

### চন্দ্রকলা ।

রসসিন্দূর, অন্ন, বঙ্গ, পারদ ভস্ম ( অভাবে রসসিন্দূর ) প্রত্যেক সমভাগ । গুলফের  
কাথে ও শিমুলমূলের কাথে পৃথক ৭ বার ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে ।  
অস্থপান—মধু । এই ঔষধ গুক্রের গাঢ়তা সম্পাদক ও গুক্রপ্রাব নিবারক ।

### ইন্দ্রবটী ।

রসসিন্দূর, বঙ্গ, অর্জুনছাল, শিমুলমূলের রসে ১ দিন ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে  
অস্থপান—মধু ও শিমুলমূল চূর্ণ । ইহাতে মধু মেহও আরোগ্য হয় ।

### সুরসুন্দরী বটী । ১

স্বর্ণ, লৌহ, অন্ন, শিলাজতু, গুগ্গলু ও সোহাগার খই কেশরাজের রসে ৫ দিন

ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অল্পপান শেওলার রস। অবস্থাবিশেষে অস্ত্রাঙ্ক অল্পপানেও ব্যবহার্য্য।

### বজ্রাভ্রজতু। ১

বঙ্গ, অত্র ও শিলাজতু একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অল্পপান—শিমূল মূলের রস প্রভৃতি।

### শাল্মলী স্নাত। ১

স্বত ৮ সের, শিমূলের রস ৮ সের, ছাগ দুগ্ধ ৮ সের, কক্কার্থ—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রান্না, তালমূলী, গুঁঠ, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ৮ সের। মৃৎপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ ধাতুকর্য্য নিবারক, দাহুপোষক এবং ক্রৈব্যা, শোথ, কাস ও প্রমেহ নাশক। ইহা শুক্রমেহে বিশেষ ফলপ্রদ।

### চন্দনাস্নান।

শ্বেতচন্দন, বালা, গোক্ষুর, মূত্। গাভারী, নীলোৎপল, মোরী, শিরীষ, পদ্মকার্থ, তেজপাত, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকনাদি। বটছায়া অশ্বখছাল, দেবদারু, শটী, ক্ষেত্রপর্পটী, যষ্টিমধু, রান্না, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল, মোচরস প্রত্যেক ১ পল, ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, চিনি ১২৥ সের, গুড় ৮ সের। এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্র মৃৎপাত্রে ২৮ সের জল সহ ১ মাসকাল ঢাকিয়া রাখিবে, পরে কক্ ত্যাগ করিয়া দ্রব্যংগ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বলকর, পুষ্টিকর, সুস্বাদু অগ্নিদীপক ও শুক্রমেহ নাশক।

### প্রমেহ ত্রিমধের অনুপান নিরূপণ।

বজ্রভূষ, যতকুমারী, হরিদ্রা, আমলকারস, মধু, শিমূলের রস, অর্জুনছাল, গুলঞ্চ, সারবৃক্ষের সার, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, শেওলা, কেশরী, বড় এলাচ ও মধু। ইহার শুক্রমেহ নাশক। তালমূলী, শিমূলমূল, গুলঞ্চ, যতকুমারী, দুগ্ধ, অশ্বগন্ধা এবং বিজল জাতীয় অস্ত্রাঙ্ক স্বাদু পদার্থ শুক্রবর্দ্ধক। এনামুনা, শিমূলমূল ও তেজাকুচার মূল শুক্রের ঘনতা কারক। আথের পদার্থ, (মরিচাদি) অত্যন্ত তিক্তপদার্থ, (নিম্বাদি) অত্যন্ত কষায় পদার্থ (হরীতকী প্রভৃতি) এবং ক্ষার পদার্থ শুক্র নাশক। এই সমস্ত পদার্থের বিষয় বিবেচনা করিয়া শুক্রমেহের চিকিৎসা করিবে।

### অথ সিকতা মেহঃ

শোধিত রক্তচিত্তে মূলের কাথ মধু সহ পান করিলে অথবা চই, চিতেমূল, হরতকী ও ছাতিম ছালের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সিকতা মেহ নষ্ট হয়। দারুহারদ্রা গণিয়ারী, ত্রিফলা ও আকনাদি ইহাদের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও সিকতা

মেহ নষ্ট হয়। নিম্নচালের কষায় পান করিলে সিকতামেহ নষ্ট হয়। কেহ কেহ নিম্নের ছালের পরিবর্তে সার গ্রহণ করেন।

ইহাতে মেহনাদ রস, মেহবজ্র, ব্রহ্ম বজ্রেশ্বর, চন্দ্র-প্রভাবতী, দেবদারু-রিষ্ট ও শুক্রমাতৃকাবতী প্রয়োগ করিবে।

শুক্র মাতৃকাবতী।

গোক্ষুর বীজ, ত্রিফলা, তেজপাত, এলাচি, রসায়ন, ধনে, চই, জীরে, তালীশ পত্র, সোহাগা, দাড়িমবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, গুগ্গলু ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। দাড়িম রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। ঔষধ স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। অল্পপান—দাড়িমের রস, ছাগছন্ধ বা জল, সিকতামেহে কাথ সহ সেব্য।

## অন্য শীতমেহ চিকিৎসা।

আকনাদি, মূর্ধা ও গোক্ষুরের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা আকনাদি ও গোক্ষুরের কষায় পান করিলে শীত মেহ প্রশমিত হয়। দারুহরিদ্রা, গণিয়ারী, ত্রিফলা, ও আকনাদি ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলেও শীতমেহ আরোগ্য হয়। উদকমেহ প্রশান্তির নিমিত্ত যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা কাথ সহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ সোমরোগের ঔষ ইহার চিকিৎসা করিতে উপদেশ দেন। বাহাইউক অবস্থাবিশেষে উত্তর পথই অবলম্বনীয়। এই মেহ কক্ষের শৈত্য গুণ হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং উষ্ণবীর্য ঔষধ ইহাতে ব্যাধিবিপরীত ও রোগ প্রশমক হইবে। ইহাতে লোপ্তা রস বিশেষ হিতকর।

লোপ্তা রস।

লোধ, শটী, পুষ্করমূল, এলাচি, মূর্ধামূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, যমানী, চই, প্রিয়ঙ্গু, গুণাক, রাখাল-শদামূল, টাটকা, কটকা, বাবুয়া, তগবপাহক, চিতেমূল, পিপুলমূল, কুড়, আতৈষ, আকনাদি, কৃষ্ণহাল, নাগকেশর, ইন্দ্রযব, নধী, তেজপাত, মরিচ, কৈবর্ত মুক্তক প্রত্যেক ২ তোলা, জল ১৪ সের, শেব ১৬ সের ছাঁকিয়া প্রত্যেক ১৮ সের মধুসহ মুখ ঢাকিয়া ১৫ দিন রাখিবে। তৎপর ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে কক্কজ মেহ বা কফ-পিত্তজ মেহ আরোগ্য হয়।

## অন্য শীতমেহ চিকিৎসা।

যদিও কাথ (যদিবার বিশেষ উপকারী) মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অথবা যমুনী, বেণামূল, হরীতকী ও গুণাক ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে

অথবা ত্রিফলা ও গুলঞ্চের কষায় পান করিলে শনৈর্মেহ প্রশমিত হয়। মুর্ঝামূল, গোক্ষুর ও আকনাদি ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে শনৈর্মেহ নষ্ট হয়।

এই মেহ কফের মন্দগুণ হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং তীক্ষ্ণ গুণাবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা উপকার লাভ করা যায়।

ইহাতে এলাদি চূর্ণ, শিলাজতু যোগ, মেহবজ্র, মেহ কেশরী, চন্দ্র-প্রভাবটী, মেহ মুদগর বটিকা, দেবদার্বরিষট ও ত্রিকণ্টকাণ্ড- ঘৃত ও তৈল ব্যবহার করিবে।

### মেহ মুদগর বটিকা।

রসাজ্ঞন, বিটলবর্ণ, দেবদারু, বেলগুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, দাড়িম বীজ, চিরতা, পিপুল মূল, গোক্ষুর, ত্রিফলা, তেউড়ী মূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ভস্ম সর্বসম, গুগ্গুলু ৮ তোলা, ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে। অল্পপান—ছাগদুগ্ধ বা জল। শনৈর্মেহে কাথ সহ বা গোক্ষুরের কাথ সহ পান করিবে।

### ত্রিকণ্টকাণ্ড ঘৃত ও তৈল।

গোক্ষুর, আমরুলি, শ্বেতখদিরের সার, শোধিত তল্লাতক (অভাবে রক্তচন্দন) আতৈষ, লোধ, বচ, পলতা, অর্জুন ছাল, নিম, মূতা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকান্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা আকনাদি, অগুরু, রক্তচন্দন ইহাদের কন্ধ মিলিত ১/১ সের, তৈল বা ঘৃত ১/৪ সের, ১/১৬ সের জল সহ যথাবিধি পাক করিবে। ইহার তৈল ব্যবহারে বাতকফাধিক মেহ ও ঘৃত পানে পিত্তজ মেহ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা স্নানক পানক করিয়া ব্যবহার করিলে ত্রিদোষজ মেহ আরোগ্য হয়। ঘৃত ১/২ সের ও তৈল ১/২ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করাকে স্নানক বলে। যদিও পিত্তজ মেহে ঘৃত বিহিত হইয়াছে তথাপি শনৈর্মেহে ফলদায়ক হেতু প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

## অথ লালনা মেহ চিকিৎসা।

এই মেহ কফের পিচ্ছিল গুণ হইতে উৎপন্ন হয় সুতরাং ইহাতে বিশদ ও রুক্ষ গুণাবিশিষ্ট দ্রব্য বিশেষ উপকারী। জামছাল, হরীতকী, চিতেমূল ও ছাতিম ছাল ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অথবা ত্রিফলা, শোণালুফল মজ্জা ও দ্রাক্ষার কষায় পান করিলে অথবা যমানী, বেণামূল, হরীতকী, গুড়ুচী ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে লালনা মেহ আরোগ্য হয়। শেষোক্ত যোগটী শনৈর্মেহেও লিখিত হইয়াছে।

সুতরাং উহা শনৈর্মেহ ও লালামেহ প্রশমক । ইহাতে ১ম যোগটাই বিশেষ ফলপ্রদ ।

ইহাতে ব্রহ্ম বৈষ্ণব, মেঘনাদ রস, মেহ বজ্র, মেহ কেশরী, সুরসুন্দরীবাটী, পূর্ণচন্দ্র রস ও বিদ্যাবাগীশ রস অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে ।

### বিদ্যাবাগীশ রস ।

রসসিন্দূর, অভ্র, সীসক, স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, মহানিমের ছাল চূর্ণ সর্বসম, মাত্রা ১০ এক আনা । অল্পপান—মধু । ঔষধ সেবনান্তে হরিদ্রা চূর্ণ ১০ আনা আধ তোলা মধু সহ সেবন করিবে । কেহ এই ঔষধে মহানিমের বোজের চূর্ণ গ্রহণ করেন এবং তাহাই সমীচীন । কারণ প্রমেহে নিম ও করঞ্জের বাজই গ্রহণীয় । ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ লালামেহে অতীব হিতকর ।

## অথ ইক্ষু মেহ চিকিৎসা ।

এই মেহ কফের মাধুর্য্যগুণ ইহাতে উৎপন্ন হয় । তিক্ত দ্রব্য ও উষ্ণবীৰ্য্য দ্রব্য ইহাতে হিতকর ।

আকনাদি, বিড়ঙ্গ, অর্জুন, ছুরালতা, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা জয়ন্তীর কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে কিম্বা নিমবীজের কষায় পান করিলে ইক্ষু মেহ আরোগ্য হয় । ২য় যোগটাই বিশেষ ফলপ্রদ । এই মেহে শীতল ও মধুর দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ । উদকমেহে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থিত ইহা আছে ইহাতেও তত্তৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে । সোমনাথ রস, সর্বেশ্বর রস, বিদ্যাবাগীশ রস, ব্রহ্ম সোমনাথ রস ও বসন্তকুম্মাকর রস বিশেষ ফলদায়ক । বিদ্যাবাগীশ ত্রিপ্রত্যেক ঔষধই কাথ সহ সেবন করিবে ।

## অথ সুরামেহ চিকিৎসা ।

ইহা পিত্তসংসর্গিকফারক । ইহাতে প্রশ্রাবে মদের গন্ধ হয় এবং মূত্রের উপরিভাগ স্বচ্ছ ও অধোভাগ ঘন হয় ।

কদম্ব ছাল, শাল মূলের ছাল, অর্জুন ছাল ও যমানী ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা মধুযুক্ত নিমের কাথ পান করিলে কিম্বা শিমূল মূলের কষায় পান করিলে সুরামেহ আরোগ্য হয় ।

ইহাতে সোমেশ্বর রস, ইন্দ্রবাটী, শাক্যলী স্নাত, বজ্রাষ্টক, লোভ্রাসব ও মেহকেশরী অবস্থানুসারে ব্যবহার করিবে ।



## অথ কুশান্তক ফেন মেহ চিকিৎসা ।

ত্রিফলা, শোণালু, বজ্রা, দ্রাক্ষা ইহাদের কষায়ে ঋধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ফেন-মেহ আরোগ্য হয় : যদি পিত্তসংসর্গী হয়, তবে ইক্ষুগুড় সহ সেবন করাইবে। এই মেহের সহিত লালামেহের চিকিৎসাসাদৃশ্য আছে। লালামেহেও ঋধু ভিন্ন এই যোগ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং লালামেহ এবং ফেনমেহ এক জাতীয়। এই জন্তই চরকে ফেনমেহের পরিবর্তে লালামেহ পঠিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাধি পরস্পর পৃথক। লালামেহে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে অবস্থা বিশেষে ফেনমেহে তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ ইহাতে এলাচি চূর্ণ, ফেনহ কুলান্তক রস, লহং পূর্ণচন্দ্র রস ও মুরের্দ্রাবিনোদ রস হিতকর।

মেহ কুলান্তক রস ।

বঙ্গ, অন্ন, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুল ল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাজন, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলগুঠি, গোক্ষুর বাঙ্গ দাড়িম বাঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজহু ৮ তোলা। বনকাকুড়ের রসে মর্দন করিয়া ৪ রাত বটী করিবে। অল্পপান—ছাগ দুগ্ধ, জল, আমলকী রস, কুলথ কলাইয়ের কাথ প্রভৃতি।

কেহং প্রস্রাব সরল করিবার জন্ত কর্কটী বাজাদি চূর্ণ, ব্যবহার করেন। যথা—কাকুড়বীজ চূর্ণ, সৈন্ধব, ত্রিফলা প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ১০ আনা। অল্পপান গরম জল।

## অথ কুশান্তক লবণ মেহ চিকিৎসা ।

এই মেহে প্রস্রাব অত্যন্ত শুষ্ক হয় এবং মূত্রের আশ্রয় লবণ ভাবাপন্ন হয়। এই মেহ বিদগ্ধককারক। কফবিদগ্ধ হইলে লবণতা প্রাপ্ত হয়। অকিনাদি ও অণুরুর কষায় পান করিলে লবণমেহ আরোগ্য হয়। ইহাতে মোক্ষনাথ রস, লহং লঙ্গেশ্বর, মতান্তরায় লহং বজ্রেশ্বর, মেহ কেশরী ও আনন্দভৈরব রস ব্যবহার করিবে।

মতান্তরীক লহং বজ্রেশ্বর ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ক প্রত্যেক সমভাগ। স্নতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ২ রাত বটী করিবে। এই ঔষধ রক্তমূত্রের আশ্রয় ফলদায়ক। লবণ মেহে কাথ সহ ব্যবহার্য।

### আনন্দভৈরব রস ।

বঙ্গ, স্বর্ণ, রসসিন্দুর প্রত্যেক সমভাগ । মধু দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে ।  
অহুপান—মধু বা প্রমেহ নাশক কাথাদি । কেহ ২ লবণমেহে দেবদার্বারিষ্ট  
ব্যবহার করেন ।

## রক্তমেহ চিকিৎসা ।

পিণ্ডী খেজুর, গাভারা ফল, গাবের আঠি ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথে ১০ তোলা মধু  
মিশাইয়া পান করিলে রক্তমেহ আরোগ্য হয় । শুঠ, অর্জুন ছাল, গুলঞ্চা, নীলোৎপল—  
ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা পলতা, নিমছাল, আমলকী, গুলঞ্চ  
ইহাদের কাথ মধুবৃত্ত করিয়া পান করিলে রক্তমেহ প্রশমিত হয় । কেহ ২ কেবল  
রক্তচন্দনের কষায় মধুদহ পান করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন । ইহাতে শ্যগ্রোষাদি  
চূর্ণ, কুশাবলেহ, দেবদার্বারিষ্ট, স্বর্ণবঙ্গ, হরিশঙ্কর রস  
আনন্দ ভৈরব, চন্দনাসব, মেহ কেশরী, ইন্দ্রবতী ও  
অবস্থা বিশেষে সোমনাথ রস এবং মেহ কুলাস্তক ব্যবহার করিবে ।

### শ্যগ্রোষাদি চূর্ণ ।

বট, বজ্র ডুমুর, অম্বথ, শ্রোণাকছাল, সোন্দাল, অশন, ( পীতশাল ) আমের আঠি, জামের  
আঠি, কয়েদবেল, পিয়াল, অর্জুন, ধব, ( ধাওয়া ) মৌলফুল, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণছাল,  
পালিধা ছাল, পলতা, মেঘশূলী, দস্তীমূল, চিতেমূল, অড়হর পত্র, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুটজ,  
ভল্লাতক প্রত্যেক সমভাগ । অহুপান—মধু । ঔষধ সেবনান্তে ত্রিফলার কাথ বা ত্রিফলা  
ভিজান জল পান করিবে । ইহা দ্বারা মূত্র বিস্তৃত হয় এবং প্রমেহ পিড়কা উৎপন্ন  
হয় না ।

### কুশাবলেহ ।

কুশমূল, কাশমূল, বেণামূল, কৃষ্ণকুমূল, খাগড়মূল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শ্বেত  
৮ সের ছাঁকিয়া তাহাতে ষণ্ড ( অতাবে—চিনি ) ১২ সের মিশাইয়া পুনর্বার পাকে  
চাপাইবে । লেহন হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কঁকড়বীজ, কুমুড়াবীজ, শঁসাবীজ, বংশলোচন,  
আমলকী, তেজপাত, দারুচিনি, এলাচি, নাগকেশর, বরুণছাল, গুলঞ্চ, প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ  
২ তোলা মিশাইয়া আলোড়ন করিয়া রাখিবে । ইহাতে নানাবিধ মেহ ও মূত্ররুদ্ধ  
আরোগ্য হয় । ইহা প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### হরিশঙ্কর রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, আমলকীর রসে মর্দন  
করিয়া এবং ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । ইহাতে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট  
হয় । ইহা পিত্তজ মেহে বিশেষ ফলপ্রদ ।

## মাজ্জিষ্টমেহ চিকিৎসা ।

এই মেহে মূত্র, মজ্জিষ্ঠাভিজ্ঞান জলের ত্রায় লালবর্ণ হয় । এবং মূত্রে দুর্গন্ধ থাকে । মজ্জিষ্ঠা ও রক্তচন্দনের কাথ পান করিলে এই মেহ প্রশমিত হয় । বেণামূল, লোধ, দেবদারু ও রক্তচন্দনের কষায়ে মধু মিশাইয়া পান করিলে অথবা লোধ, বালা, কালীয়ক ( দারু হরিদ্রা ) ও ধাইফুল ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মাজ্জিষ্টমেহ নষ্ট হয় । রক্তমেহে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে অবস্থা বিশেষে ইহাতে তত্তৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে ।

## হারিদ্ৰমেহ চিকিৎসা ।

এই মেহে মূত্র হরিদ্রা বর্ণ হয় ও মূত্রভাগ কালে দাহ হইয়া থাকে । সোন্দালের আঠার কষায় পান করিলে অথবা বেণামূল, মূতা, আমলকী ও হরীতকী ইহাদের কষায় কিম্বা মূতা, হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ ও কুটজ ইহাদের কষায় মধু মিশাইয়া পান করিলে হারিদ্ৰমেহ আরোগ্য হয় । যে সমস্ত ঔষধ রক্তমেহে ব্যবস্থিত হইয়াছে অবস্থা বিশেষে তাহাই হারিদ্ৰমেহে প্রয়োগ করিবে । ইহাতে কাঁচা হরিদ্রার রস অতিশয় উপকারী ।

## ক্ষারমেহ চিকিৎসা ।

পিত্তজ মেহের মধ্যে ক্ষার মেহ অত্যন্ত কঠিন ও কষ্ট দায়ক । ত্রিফলার কাথ পানে এই মেহ প্রশমিত হয় । ত্রিফলার কাথ ক্ষারত্ব নাশক । মূতা, হরীতকী, কুড় ও কুটজ ইহাদের কাথ পান করিলে অথবা বেণামূল, লোধ, অর্জুনছাল ও রক্তচন্দনের কষায়ে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও ক্ষারমেহ নষ্ট হয় । ইহাতে শ্যগ্রোহাদি চূর্ণ ইন্দ্রবতী, স্র্ণবজ্র মতান্তরীয় বৃহৎ বজ্রেশ্বর ও সোমনাথ রস ব্যবহার করিবে ।

## নীলমেহ চিকিৎসা ।

অখণ্ড কষায় পান করিলে এই মেহ প্রশমিত হয় । পলতা, নিমছাল, আমলকী ও গুলফের কষায় পান করিলে অথবা নিমছাল, অর্জুন ছাল, হরিদ্রা, নীলোৎপল, আমড়া-ছাল ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে নীলমেহ নষ্ট হয় । কফাত্মক নীল মেহে আলসান্নাদি কক্ষা পান করিলে বিশেষ উপকার হয় । ইহাতে অবস্থা বিশেষে ক্ষারমেহ নাশক ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিবে ।

## অথ কাল মেহ চিকিৎসা ।

লোধ, বালা, দারুহরিজা, ধাইফুল—ইহাদের কষায় পান করিলে অথবা বেণামূল, মুতা, আমলকী, হরীতকী ইহাদের কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে কালমেহ আরোগ্য হয় । ইহাতে ক্রামেহ নাশক ঔষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে । রক্তমাজ্জিত ও হারিদ্রমেহ একজাতীয় এবং ক্রার, নীল ও কালমেহ অপর একজাতীয় । সুশ্রুতে অন্নমেহ নামে এক প্রকার পিত্তজ মেহ পঠিত হইয়াছে কিন্তু কালমেহ পঠিত হয় নাই । উভয়ব্যাধি পরস্পর বিভিন্ন ।

## অথ সুশ্রুতোক্ত অন্নমেহ চিকিৎসা ।

ইহা তে মূত্র ৩:৬ প । এই মেহ বিদগ্ধপিত্তজাত । ইহাতে তিত্ত ও মধুর জব্য হিতকর ।

শ্যগ্রোবাদি নেল কষায় মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অন্নমেহ আরোগ্য হয় । শ্যগ্রোবাদিগণ । যথা—বট, যজ্ঞডুমুর, অম্বথ, পাকুড়, মৌলফুল, (অভাবে যষ্টিমধু) শিরীষ ছাল, অজুন ছাল, আমছাল, কোশাভ্র, (কেওড়া) চোরপুলী, তেজপাত, জামছাল, গোলাপজাম ছাল, পিয়াল ছাল, যষ্টিমধু, কটকী, বেত, কদম্ব, কুলপত্র, (বদরীপত্র) গাবের আঠি, শাল সার, লোধ, সাবর লোধ, ভল্লাতক ও পলাশ ছাল । অন্নমেহে শ্যগ্রোবাদিগণ দ্বারা চূর্ণ, লেহ, স্নাত প্রভৃতি নানারূপ করনা করিয়া ব্যবহার করিবে । এই মেহে শ্যগ্রোবাদিগণের চূর্ণ এবং ক্রামেহোক্ত ঔষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ করিবে ।

কুশের কন্দবৎ যে মূল হয়, সেই মূল কাথ করিয়া পান করিলে সর্ববিধ পিত্তজ মেহ আরোগ্য হয় । বিশেষতঃ উহা ক্রাদিমেহে বিশেষ উপকারী ।

যে প্রকার কুশোদক সর্বপ্রকার পিত্তজমেহে উপকারী, তজ্জপ তুল্যভাগ মধুদক (মধু ও জল) সর্ববিধ কফজ মেহে হিতকর ।

## অথ বাতজ মজ্জমেহ চিকিৎসা ।

যদিও বাতজ মেহ অসাধ্য, তথাপি প্রকারান্তরে তাহাকে সাধ্য বা যোগ্য বলা হইয়াছে । সুশ্রুতে এই মেহ সর্পিমেহ নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহাতে মজ্জা স্বতন্ত্রে নির্গত হয় । ইহা আণ্ড প্রাণনাশক ।

## পাটাদি চূর্ণ।

আকনাদি, কুটজছাল, হিং, কটকী, কুড় ইহাদের চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় গুলঞ্চ ও চিত্তে-  
মূলের কষায় সহ পান করিলে মজ্জমেহ প্রশমিত হয়। ইহাতে চন্দ্রপ্রভা,  
দাড়িম্বাদ্যস্থত, পুর্ণচন্দ্র রস, বৃহৎ দাড়িম্বাদ্যস্থত, প্রমেহ-  
মিহির তৈল, শাল্মলীস্থত এবং রক্তমেহোক্ত ঔষধ সমূহ অবস্থা বিশেষে  
ব্যবহার করিবে। বাতব্যাধির ক্ষতজ্বরে এবং চতুঃস্নেহ মজ্জমেহ শান্তির  
নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে।

## চন্দ্রপ্রভা।

রসসিন্দূর, অত্র, গোধ, সীসক, বঙ্গ, এলাবীজ, লবঙ্গ, জাতিফল, জৈত্রী, মৌলসার,  
বষ্টিমধু, আমলকী, ত্রিনি, কর্পূর, খদিরসার, গুলুফা, কণ্টকারী ও অন্নবেতস প্রত্যেক  
সমভাগ, শোধিত জৈশলাঙ্গলার কাথে মর্দন করিয়া একবার ভাবনা দিবে, পরে  
যথাক্রমে মেঘ (ভেড়ার) ছুঁড়ে ও পানের রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া কুল  
আঠির ত্রায় বটিকা করিবে। আমলকী ও পটোল পত্রের কষায়ে গুলঞ্চচূর্ণ বা তাহার  
পালো ১০ সিকি ও মধু ১০ সিকি মিশাইয়া ঔষধ সেবনান্তে অল্পপান করিবে। পূর্কোক্ত  
অল্পপানে বা গুলঞ্চের রস সহ এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে বসামেহও আরোগ্য হয়।

## দাড়িম্বাদ্য স্থত।

সুগন্ধ দাড়িম্বফল (খোসা রহিত) ১/২ সের, যব ১/৪ সের, কুলথকলাই ১/৪  
সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, স্থত ১/৪ সের, দুগ্ধ ৬৪ পল বা ৮ সের।  
শতমূলীরস ১/৮ সের, ককার্ধ—জাফা, খজুর, কাকোলী, দন্তী, দাড়িম্ববীজ, জীরে,  
মেদ, মহামেদ, ত্রিফলা, দেবদারু, রেণুক, রাখালসার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,  
মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, বিড়ঙ্গ, ভূমিকুয়াণ্ড, শ্রামালতা, এলাচি প্রত্যেক ২ তোলা। এই স্থত  
পিত্তজ ও বাতজ মেহে প্রযোজ্য।

## বৃহৎ দাড়িম্বাদ্য স্থত।

স্থত ১/৪ সের, কাধার্ধ—সুগন্ধদাড়িম্ব (খোসা রহিত) ১/২ সের, জল ১৬ সের,  
শেষ ১/৪ সের, যবতণ্ডুল ১/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, কুলথকলাই ১/২  
সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের, শতমূলীরস ১/৪ সের, দুগ্ধ ১/৪ সের, ককার্ধ—খজুর,  
ত্রিফলা, রেণুক, অষ্টবর্গ, দেবদারু, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাচি, ভূমিকুয়াণ্ড, বেড়োলা,  
শিলাজতু, দারুচিনি, বেণামূল, কৃষ্ণালভয় প্রত্যেক ৩ তোলা। এই ঔষধ কফাধিক  
বাতমেহে প্রযোজ্য।

## প্রমেহ মিহির তৈল।

তৈল ১/৪ সের, ককার্ধ—গুলুফা, জীবন্তী, বষ্টিমধু, দেবদারু, যুতা, হরিদ্রা,  
দারুহরিদ্রা, জাফা, শৈলজ, অশুর, কুসুম, গোকুর, চন্দন, কুড়, শচী, এলাচি, নাটামূল,

নাগকেশর, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, ভগরপাহুকা, অৰুগন্ধা, রান্না, শতমূলী, দারুচিনি, পুনর্নবা, শালপাণি, যজ্ঞিষ্ঠা, গুলঞ্চ, কুটজছাল, মূর্খামূল, লোধ, ধনে প্রত্যেক ২ তোলা । শতমূলীরস ৮ সের, লাকার রস ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের ।

মজ্জমেহে ষোড়শতন্ত্র স্নাত, চরকোক্ত অমৃতশ্রাশ স্নাত, হহৎ ছাগলাদ্য স্নাত, রাজীকরণ স্নাত ও লাক্ষাকাজিক তৈল ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে ।

## ক্ষৌদ্র ও বসামেহ চিকিৎসা ।

বিটধদিরকাঠ, ধদিরকাঠ ও সুপুри ইহাদের কাথ পান করিলে অথবা সুপুри ও গুয়েবাবলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা চাদেরী ও মেদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে ক্ষৌদ্রমেহ নষ্ট হয় ।

গণিয়ারী কাথ পান করিলে বসামেহ উপশমিত হয় । ক্ষৌদ্রমেহে ও বসামেহে মজ্জমেহোক্ত ঔষধ সকল প্রয়োগ করিবে । মজ্জমেহ এবং বসামেহ প্রায়শ দৃষ্ট হয় না ।

## অণু হস্তিমেহ চিকিৎসা ।

ইহাতে শরীরের যাবতীয় লসীকা অংশ মূত্রসহ ক্ষরিত হইয়া থাকে । যদিও সোমরোগে শুক্রই তরলীভূত হইয়া ক্ষরিত হয়—লসীকাভাগ মূত্রসহ ক্ষত হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি উভয় রোগ একজাতীয় বিধায় বক্ষ্যমাণ সোমরোগের ঔষধ সমূহ ইহাতে প্রয়োগ করিবে । আমাদের বিবেচনায় সোমরোগেও লসীকাভাগ নিঃসৃত হইয়া থাকে ; কারণ যদি ঐ মূত্রপ্রবাহ কেবল দ্রবীভূত শুক্রময় হইত তাহাহইলে রোগী ২০ বৎসর কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারিত না । ইহাতে জল পান বা তরল দ্রব্য ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ । এই মেহের প্রয়ুজ্যবস্থায় অন্নাহার নিষিদ্ধ । সোমরোগের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য । পুরাতন যবের ময়দা ও বিগুন্ধ স্নতে ভাজা লুচি, টানা দুধ ও যব বিশেষ পথ্য । কেহ২ এই রোগে অহিকেন সেবন অভ্যাস করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন । নিরুপায় পক্ষে এই উপদেশ অবশ্য গ্রহণীয় ।

পাতাদি কষ্মাহ্ন । যথা—আকনাদি, শিরীষছাল, ছুরালভা, মূর্খামূল, পলাশ, কয়েদবেল, গাবো আঠির গুঁঠ, এই সাতটি দ্রব্য দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া হস্তিমেহে প্রয়োগ করিবে ।

তেলাকুঁচার কন্দবৎমূল পূর্নদিন পাথরের পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন সকালে সেই মূলের রস এক ছটাক পরিমাণ পান করিলে প্রায়শঃ ২০ মাসে এই মেহ

এবং সোমরোগের উপশম হয়। পুরাতন অবস্থায় এই মূষ্টিযোগ ফলপ্রদ নহে। হস্তিমেহ এবং সোমরোগ প্রায়শঃ স্থূল ব্যক্তিরই উৎপন্ন হয়।

### কন্তুরী মোদক।

কন্তুরী, প্রিয়ঙ্গু, কণ্টকারী, ত্রিফলা, জীয়ে, কৃষ্ণজীয়ে, ছোটএলাচি, দারুচিনি, ষষ্টিমধু, মৌরী, বালা, গুলফা, কুড়, আমলকী, মূতা, জুপক কলাবাটা, পিণ্ডিথেজুরবাটা, কৃষ্ণতিলবাটা, কোকিলাক্ষ বীজ, ( তালমাখনা ) বাটা প্রত্যেক ৭০ আনা, চিনি সর্ব-চূর্ণের ষিগুণ। পাকার্থ—আমলকী রস, দুগ্ধ ও কুশ্মাণ্ডের স্বরস প্রত্যেক সমস্ত চূর্ণের ৪ গুণ। যথাক্রমে পাক করিবে। মোদক পাকান্তে কন্তুরী মিশাইয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। পাক কালীন কন্তুরী দেয় নহে। ইহা মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। মাত্রা ১০ সিকি। অহুপান—দুগ্ধাদি। ইহাতে সোমরোগ, হস্তিমেহ, মূত্রাভীসার, গ্রহণী, উদকমেহ, শীতমেহ, কামলা, কুন্ত কামলা ও পাণ্ডু আরোগ্য হয়। ইহা বৃষ্য, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও হৃদয়।

ইহাতে সোমনাথ রস, বসন্তকুস্ত্রমাকর রস, বৃহৎ বজ্রেশ্বর, সোমরোগের তালকেশ্বর, হেমনাথরস, কদল্যাদিমূত, কদল্যাদি যোগ, ত্রিফলাদি কষায় ও মাষাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

## সাধারণ মেহ চিকিৎসা।

যদি উপরি লিখিত চিকিৎসা দ্বারা প্রমেহ প্রশমিত না হয় অথবা প্রমেহের স্বরূপ নির্ধারণ করা কঠিন হয়, তবে নিম্নলিখিত ঔষধ সকল অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে।

**ফলত্রিকাদিকষাক্ষ।** যথা—ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাধাংশসার মূল ও মূতা ইহাদের কাথে সিকি তোলা কাঁচা হরিদ্রা চূর্ণ ও একসিকি মধু মিশাইয়া পান করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়।

**দারুগাদিকষাক্ষ।** যথা—দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ত্রিফলা ও মূতা ইহাদের কাথে পান করিলে বিংশতিপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

আমলকীর স্বরসের সতিত কাঁচাহরিদ্রা চূর্ণ ও মধু মিশাইয়া পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ নষ্ট হয়।

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু, হরীতকী ও গুলফের স্বরস—এই পাঁচটি যোগের মধ্যে যে কোনও ১টী মধুসহ লেহন করিলে মেহ আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত ত্রিফলা বাতমেহে, গুলফ পিত্তমেহে, লৌহ, শিলাজতু এবং হরীতকী ক্ষয়মেহে প্রশস্ত।

শ্বেতখদিরের সার অথবা শালাদি বৃক্ষের কোন একটীর সারের কাথে পান করিলে মেহ

। ইহা কক্ষমেহে বিশেষ হিতকর।

শিমূল মূলের রস সর্ববিধ মেহ নাশক । বিশেষতঃ ইহা শুক্রমেহে হিতকর ।

সজল কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে পুরাতন শুক্রমেহ আরোগ্য হয় ।

দুগ্ধসহ শতমুলীরস পান করিলে মেহ আরোগ্য হয় । বিশেষতঃ ইহা শুক্রমেহে এবং স্বল্পমূত্রমেহে প্রশস্ত ।

বেণামূল, দারুচিনি, এলাচি, অশুরু ও ঋতচন্দন, ইহাদের দ্বারা অঙ্গ বিলিণ্ড করিলে মেহ আরোগ্য হয় ।

কফমেহনাশক দ্রব্যের কাথ দ্বারা স্নাত পাক করিয়া কফমেহে এবং পিত্তমেহ নাশক দ্রব্যের কাথ দ্বারা স্নাত পাক করিয়া পিত্তমেহে প্রয়োগ করিবে । এই সকল স্নাত অকর ।

পূর্বোক্ত শালিধাতু সান্নাদিগণের বনীবৃত্ত কাথে হরীতকী, দস্তী, লোধ, কান্তলৌহ ও তাম্র প্রক্ষেপ দিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে । ইহা মধুসহ লেহন করিলে সকল প্রকার মেহ আরোগ্য হয় । প্রক্ষেপ্যদ্রব্য কাথ্যদ্রব্যের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে ।

### নাগাজতু ।

সীসক, অন্ন ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । এই ঔষধ হস্তিমেহ ভিন্ন সকল প্রকার মেহে প্রয়োগ করা যায় । ইহা যথাযোগ্য অল্পপানে ব্যবহার করিবে ।

### নাগজতু ।

সীসক ও শিলাজতু দ্বারা ৩ রতি বটী । অল্পপানভেদে সকল প্রকার মেহে প্রয়োগ করা যায় ।

### বজ্র জতু ।

বজ্র ও শিলাজতু দ্বারা বটী ৩ রতি । ইহা সর্বপ্রকার মেহনাশক, বিশেষতঃ ইহা শুক্রমেহে হিতকর ।

এই তিনটি ঔষধ সচরাচর মধু ও আমলকীর রসের সাহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যাহাদের প্রভাব কম হয় তাহাদের পক্ষেই এই তিনটি ঔষধ ফলপ্রদ । ইদানীং ঔষধ কয়েকটির ব্যবহার অতিবিরল দৃষ্ট হয় । সাধারণ মেহে বজ্রেশ্বর, বজ্রাষ্টক, ব্রহ্ম বজ্রেশ্বর, প্রমেহ চিকিৎসা, মেহবার্ণা সিংহরস ও সোমনাথরস ব্যবহৃত হয় ।

পথ্য—শালিধাতু ও ষষ্টিক ধাতুর চাউলের অন্ন, যব, গোধূম, ছোলা, অড়হর, মুগ ও কুলথকলাই । এই সকল দ্রব্য পুরাতন অর্থাৎ অন্ততঃ বৎসরাতীত হওয়া আবশ্যক । মাংসের মধ্যে জাঙ্গল মাংস, শাকের মধ্যে ত্রাস্ত্রী প্রভৃতি তিক্তশাক এবং যবশস্তু, মধু ও পরিশ্রম হিতকর ।

অপথ্য—নূতন ধাতুর চাউলের অন্ন, রসবর্জক দ্রব্য, মাষকলাই, শাক, অন্ন, দধি, মিষ্টদ্রব্য, দুগ্ধ, মৎস্য, বিষ্ণুফল, কয়েদবেল, চালিতা, স্নাত, ক্রেদিদ্রব্য, একস্থানে উপবেশন, দিবানিদ্রা, মদ্য, পিষ্টক, ইক্ষুরস, তিলতৈল ইত্যাদি ।



## পিড়কা চিকিৎসা ।

শরাবিকা প্রভৃতি পিড়কার চিকিৎসা শোধের ন্যায় করিবে এবং পাবিলে ত্রণ-বৎ চিকিৎসা করিবে। ত্রণ শোধনার্থ বটের কাথ বা ছাগমূত্র প্রয়োগ করিবে। এলাদিগণ দ্বারা ত্রণলোপন টৈতল পাক করিয়া ব্যবহার করিবে।

এলাদিগণ। যথা—ছোটএলাচি, তগরপাছকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধভূগ, দারুচিনি, তেজপাত, নাগকেশর, প্রিয়দ্ব, রেণুক, ব্যাভ্রনখা, বিহুক ভয়, চোরপুন্দ্রী, পেঁঠেলা, সরল নির্ঘাস, চোচ, ( দারুচিনিভেদ ) পুকাশাক, বালা, গুগ্গলু, ধুনা, শিলা-রস, কুল্লুকখোচী, অশুর, স্পৃকা, বেণামূল, দেবদারু, কুছুম, পুমাগকেশর।

প্রমেহের আনোগোক্ত লক্ষণ। যথা—

“প্রমেহিগাং যদা মুত্র মনাবিলমপিচ্ছিলং ।

বিশদং কটুতিক্তক তদারোগাং বিনির্দিশেৎ ॥”

অস্বার্থঃ—যখন প্রমেহ রোগীর মুত্র নির্মল ও অপিচ্ছিল হইবে এবং মুত্র বিশদবর্ণ, কটু ও তিক্তাস্বাদ বিশিষ্ট হইবে তখন ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে জানিবে।

## আগন্ত বা উপসর্গিকমেহ চিকিৎসা ।

উপসর্গিক মেহে ক্রীসহবাস নিষিদ্ধ। কারণ, তাহাতে পীড়ার বৃদ্ধি হয় ও উপগত ক্রীস পীড়া জন্মিয়া থাকে। সংক্রামক রোগের মধ্যে প্রমেহ অগ্রগণ্য; তন্মধ্যে উপসর্গিক মেহ শ্রেষ্ঠ। যে সমস্ত অন্নপান ও ঔষধ বাতাস্থলোমক, ক্ষতর ও মূত্রকারক, ইহাতে তাহাই প্রয়োগ করিবে এবং উগ্রক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে।

জাতিপত্র বা ত্রিফলার উষ্ণকাথে লিঙ্গ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম ও ব্যাধির শক্তিহীন হয়। লিঙ্গমুণ্ড স্কীত ও বেদনারিত হইলে জয়ন্তীপাতার পটী প্রয়োগ করিবে। বাবলার আঠা ভিজান জল যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অথবা সজল কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে এই মেহ প্রশমিত হয়।

### মুষ্টিশোণ।

অনন্তমূলের কাথে যবক্ষার ৪ রতি ও নিশাদল ৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

উৎকৃষ্ট বিরজা ১/২ সের অগ্নিতে গলাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া ১ মণ জলে ৩৪ দিন জাল দিবে । ১০ সের জল থাকিতে নামাইয়া বিরজা উঠাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে । মাত্রা ১০ আনা । বুটচূর্ণ ১০ আনা সহ সেব্য । ইহাতে পুষ্ণ নির্গমন ও দাহ সত্ত্বর নিবারিত হয় ।

শ্রামালতা, অনন্তমূল, কটুকী, গোক্ষুর বীজ ইহাদের কাথে আল্লাগা গন্ধক ২ রতি ও নিশাদল ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঔপসর্গিক মেহের শান্তি হয় ।

কেবল কাবাবচিনি ৮০ আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে ফল লাভ হয় ।

ত্রিফলা, বাবলা ছাল ও অথখ ছাল ইহাদের কাথ দ্বারা পিচকারী দিলে অভ্যন্তরস্থ ক্ষত আরোগ্য হয় । কেহ ২ এই কষায় পানার্থ এবং অল্পপানার্থ ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

ইহাতে প্রাণদাবটী, সুরেন্দ্রবিনোদ রস, বলাদি গুণঃগুণ্য, শোণেশ্বর রস, চন্দ্রসংজ্ঞত রস এবং রহদ্বৈজেশ্বর রস ব্যবহার করিবে ।

### প্রাণদাবটী ।

কাবাব চিনি ১০ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, গঁদ ১০ তোলা, মিশ্রি ১০ তোলা, চা খড়ি ১০ তোলা । জল দ্বারা মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে । প্রাতঃকালে ও বৈকালে চিনির জল সহ সেবনীয় । ইহাতে পুষ্ণব সত্ত্বর আরোগ্য হয় । ইহা সিদ্ধফল ঔষধ । এই ঔষধ ১৪ দিন ব্যবহার করিবে ।

### সুরেন্দ্রবিনোদ রস ।

পারদ, গন্ধক, প্রবাল, স্বর্ণ, গেরিমাটী, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, শঙ্খ, মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ । বটের ছালের কাথে ও বাবলাছালের কাথে পৃথক ৫ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—ত্রিফলার কাথ, কাবাব চিনির কাথ, অর্জুন ছালের কাথ অথবা বাবলা ছালের কাথ । সাধারণতঃ কাবাব চিনির চূর্ণ ও মধু বা বাবলা ছালের রস বা কাথ ও মধুসহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অভ্যন্তরে অধিক ক্ষত হইলে বটের ছালের কাথসহ সেবন করাই বিধেয় ।

### শোণেশ্বর রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, সীসক, কড়িভগ্ন, বঙ্গ, অন্ন, তাম্র প্রত্যেক ১ ভাগ, ছোট এলাচি বীজ, তেজপাত, যুতা, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুক, আমলকী, পিপুলমূল প্রত্যেক ২ ভাগ, আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ছোলের ন্যায় বটী করিবে । পূর্কোক্ত অল্পপানে এই ঔষধ সেবনীয় । ইহাতে নানারিধ প্রমেহ, বহুমূত্র, অশ্বরী, মূত্ররুদ্ধ, ত্রণ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ভগন্দর আরোগ্য হয় । ইহা নৈমিত্তিক প্রমেহে বিশেষ উপকারী ।

## চন্দ্রসংজ্ঞক রস।

রসকর্পূর ১ তোলা, এলাচি, জায়ফল, লৈজী, লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। পানরসে মাড়িয়া ২ রতি বটা করিবে। অল্পপান—উষ্ণকৃষ্ণ কিম্বা বিরৈচক কোনও দ্রব্য। ইহাতে উপদংশ, হৃষ্টব্রণ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও ভগন্দর প্রকৃতি নষ্ট হয়।

মেহোক্ত স্মুল্লসুন্দরী বটী, বরাদি গুণগুণু ও আমাদের অর্কমূলাদ্য অত ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার পথ্যাপথ্য উপদংশের পথ্যাপথ্যের ভায়।

## অথ সোমরোগ চিকিৎসা।

ইহার নিদান নিদানে লিখিত হয় নাই। ভাবমিশ্র, ভাবপ্রকাশে ইহার নিদান ও চিকিৎসা লিখিয়াছেন। তিনি এই রোগকে জ্বররোগের মধ্যে গণনা করেন; কিন্তু রসেন্স সংগ্রহকার গোপালকৃষ্ণ প্রমেহ অবিকারের পরেই সোমরোগের চিকিৎসা লিখিয়াছেন এবং ইহাকে মেহবিশেষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ইহা জ্বররোগভেদে ব্যাধি। ভাবমিশ্রের মতে সোমরোগ পুরুষের হইতে পারেনা; কিন্তু এই রোগ পুরুষেরই অধিক পরিমাণে হুঁই হয়। কেহ কেহ বলেন পুরুষের সোমরোগকে সোমরোগ না বলিয়া বহুমূত্র নামে নির্দিষ্ট করা উচিত; কিন্তু আমরা কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকে বহুমূত্র নামক কোন ব্যাধির বর্ণনা দেখিতে পাই নাই। সোমরোগে মূত্র বহু পরিমাণে ক্ষরিত হয় একত্র উহাকেই বহুমূত্র বা মূত্রাতিসার বলা বাইতে পারে। সুতরাং সোমরোগ, বহুমূত্র ও মূত্রাতিসার, একই পদার্থ। এই রোগের প্রথম অবস্থাকে সোমরোগ, মধ্য অবস্থাকে মূত্রাতিসার শেষ অবস্থাকে বহুমূত্র বলা যায়। এই ব্যাধিতে হস্তমেহের ন্যায় শরীরের লসীকা ভাগ ক্ষরিত হয় কিন্তু লসীকা অংশ শুষ্ক মিশ্রিত থাকে। এই পীড়ার পরিণামে পিষ্টক উৎপন্ন হইতে পারে, তাদৃশ অবস্থার ব্যাধি অসাধ্য হয়।

সোম শব্দের অর্থ জলীয় ধাতু। এই রোগে উহা বিকৃত ভাবে ক্ষরিত হয় বলিয়া ইহাকে সোমরোগ বলা যায়। জলীয় ধাতু জ্বর পুরুষ উভয়েরই ক্ষরিত হইতে পারে। জ্বালোকের শুষ্ক অপেক্ষাকৃত তরল এবং প্রায়শঃ রক্ত মিশ্রিতভাবে বিস্তারিত থাকে।

জ্বালোকের সহিত অতিশয় রমণ, শোক, অতিশ্রম, আভিচারিক ক্রিয়া, (হারণ, উচাটন, স্তম্ভন, প্রকৃতি বেদোক্ত ক্রিয়াকে আভিচারিক ক্রিয়া বলে। ইহাতে প্রথমতঃ চিত্ত তৎপর দেহ ভাগিত হয়, অনন্তর মানব কালগ্রাসে পতিত হয়। শ্রেনাদি বজ্রে ইহার বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।) পরপ্রয়োগ, (সংযোগজ, বিককে পর বলে) এবং শরীর-কোষকর অজ্ঞাত ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত শরীরের জলীয় ধাতু সকল ক্ষুভিত ও বহান চ্যুত হইয়া মূত্রমার্গে গমন করে, অনন্তর প্রত্নাবরণে বহুপরিমাণে নির্গত হয়। এই

প্রাণ নির্মল, শীতল, নির্গন্ধ ও শুভ্রবর্ণ হয়। ইহাতে কোনরূপ বেদনা হয় না। এই রোগ উৎপন্ন হইলে দৌর্বল্য, গতিহীনতা, (গমনে কষ্ট বোধ) মস্তিষ্কের শিথিলতা, মুখ ও তালুশোব, মুচ্ছা, জ্বা, প্রলাপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং শরীরের স্বকৃৎক হয়—তন্মাত্রব্য, তৌল্যাত্রব্য ও পেরপদার্থ দ্বারা রোগী ভুঞ্জিলাভ করে না। সোমগুণভূয়িষ্ঠ শরীরের জলীয় বাতু ও আত্মসজিক সোমকর হেতু ইহাকে সোমরোগ বলে। সোমরোগ বহুদিনের হইলে মুহুমুহঃ প্রক্রাব করিতে হয় এবং ধারণাশক্তি আদৌ থাকে না। জলীয় বাতুর ক্রয় হেতু রোগী অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া জলপান করিতে থাকে এই অবস্থাকে বুজাতিসার বলে। কেহ ২ নিম্নোক্ত লক্ষণটি পাঠ করেন। যথা—

বহুমূত্ররোগের প্রবৃদ্ধ অবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই অবস্থা হইলে, রোগী প্রায়শঃ অনন্তনিদ্রায় শায়িত হয়। যথা—শরীর অত্যন্তকীর্ণ, শরীরে অত্যন্ত বর্ণ, চুর্ণক, হাভ, পা, জিহ্বা, চক্ষু এবং কর্ণে দাহ, কাস, শরীরের শিথিলতা, অকৃতি, প্রমেহোক্ত পিড়কা, (পিড়কাই বিশেষ অসাধ্য লক্ষণ) কঠ, তালু ও ওষ্ঠ শোব, ক্রমশঃ শরীরে জালা, শরীরের ওত্রতা, শ্রান্ততা ও গীতমূত্রতা প্রভৃতি। এই অবস্থায় প্রক্রাবে মক্ষিকা প্রভৃতি বসে এবং তাহাতে অনেকলক্ষণ থাকে। এই রোগ প্রায়শঃ মূল ব্যক্তিদেহই হইয়া পাকে, কারণ তাহাদের শরীরে জলীয় ভাগ অধিক।

এই রোগ অভিযয় কঠিন। ইহাতে প্রথম অবস্থায় তেলাকুঁচার কন্দবৎ মূলরস পূরোক্ত নিয়মে পান করিলে ২৩ মাসে রোগ আরোগ্য হইতে পারে। ইহাতে বাবতীর জলীয় ত্রব্য খানাহার একেবারে নিষিদ্ধ।

প্রবৃদ্ধ অবস্থায় অন্নাহার করাও বিধেয় নহে। অসহ্য হইলে দিনে খুব পুরাতন তুলের অন্ন ও রাত্রিতে পুরাতন যবের রুটী বা লুচি খাইবে। মাখনটানা দুধ ইহাতে বিশেষ উপকারী। জলের পরিবর্তে টানা দুধ খাইবে। অসহ্য হইলে নির্মল জল খুব জাল দিয়া শীতল করতঃ অল্পমাত্রায় পান করিবে। দারুহরিদ্রা, মুতা ও জিফলা ইহাদের অর্দ্ধশূভ কষায় পান করিলে বহুমূত্রের পিপাসার শান্তি হয়।

এই রোগে কোনও ঔষধে উপকার লাভ না করিলে শেষে অহিফেন অভ্যাস করিবে। তাহাতে কিয়ৎকালের জন্ত জীবন লাভ করা যায়। ইহাতে মৈথুন অত্যন্ত অনিষ্টকর। রোগী সংযত চিত্ত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধে ফললাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু শেথোক্ত লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইলে ঔষধ প্রয়োগ বিড়ম্বনা যাত্র।

অড়হর পত্রের রস ৩ তোলা পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে মধু সহ পান করিলে সোম রোগ, বুজাতিসার, বহুমূত্র, উদকমেহ ও কামলা সহর আরোগ্য হয়। ইহা দৃষ্ট ফল ঔষধ।

পাকা কলা ১ টা, আমলকীর রস ২ তোলা, চিনি ১০ তোলা, মধু ১০ তোলা, দুগ্ধ ১/১ পোয়া একত্র মিশাইয়া পান করিলে বুজাধিক্য নিবারিত হয়।

পাকা কলা, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূল প্রত্যেক সমভাগ দুই সহ পান করিলে সোমরোগ প্রশমিত হয় ।

মধুর সহিত আমলকীর রস অথবা যবক্ষারের সহিত বাসক রস পান করিলে বহুমূত্র আরোগ্য হয় ।

কচি তাল শাঁস, খেজুর মাথি ( কেহ ২ পিণ্ডি খেজুর দিয়া থাকেন ) ও পাকা কলা দুইয়ের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে রোগের উপশম হয় ।

### শাসাদি চূর্ণ ।

মাবকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুয়াণ্ড ইহাদের চূর্ণ ১০ সিকি মাত্রায় চিনি মধু দ্বারা মাড়িয়া দুইয়ের সহিত সেবন করিলে রোগের উপশম হয় । এই যোগে চিনি থাকিলেও সোমরোগে চিনি উপকারী নহে । পূর্বযোগে শতমূলী থাকিলেও সোমরোগে উহা হিতকর নহে । সংযোগশক্তির প্রাধান্ত হেতু ঐ সকল দ্রব্য তৎস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে ।

### ত্রিফলাদি শোণ ।

ত্রিফলা, বাশপাতা, মুতা আকনাদি ইহাদের কষায় মধু ও ঘৃতযুক্ত করিয়া পান করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয় ।

### বহুমূত্রান্তক লৌহ ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, বঙ্গ প্রত্যেক অঙ্ক তোলা, স্বর্ণ ১০ আনা, কদলী পুষ্পের রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অমুপান— গুলঞ্চের রস । ইহাতে বহুমূত্র, মূত্রাতিসার, সোমরোগ, মেহ, মধুমেহ আরোগ্য হয় । এই ঔষধ উদকমেহে ও হস্তিমেহে প্রযুক্ত হইতে পারে ।

### তালকেশ্বর রস ।

রসসিন্দূর, লৌহ অন্ন বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ২ রতি । এই ঔষধ সেবনান্তে পাকা যজ্ঞ ডুম্বরের ফল চূর্ণ ১০ তোলা মধু সহ লেহন করিবে ।

### তালকেশ্বর রস ।

অন্ন, বঙ্গ, লৌহ, পারদ, গন্ধক, হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ৪ রতি । অমুপান মধু । ঔষধ সেবনান্তে পাকা যজ্ঞডুম্বর চূর্ণ ১০ তোলা মধুসহ লেহন করিবে ।

### বঙ্গাদিবটী ।

বঙ্গ, অন্ন, রসসিন্দূর, তাম্র, রসাজন প্রত্যেক সমভাগ, কালকেণ্ডার রসে ৭ বার এবং পুরাতন অড়হর পত্রের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অমুপান— অড়হর পত্রের রস ও মধু । ইহা সোমরোগ ও বহুমূত্র নাশক ।

### হেমমাথ রস ।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, কর্পূর, প্রবাল, বঙ্গ প্রত্যেক ১০ তোলা, অহিকেনের জলে, মোচার রসে, পাকা যজ্ঞডুম্বরের রসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২

রতি বটী করিবে । ইহা যথাযোগ্য অল্পপানে ব্যবহার করিবে । এই ঔষধ প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে । ইহাতে প্রমেহ, বহুমূত্র, শ্বাস, কাস ও উরঃকত নষ্ট হয় ।

### বসন্তকুমুমাকর রস ।

বৈক্রান্ত ১ ভাগ, ( দক্ষহীরককে বৈক্রান্ত বলে ) স্বর্ণ, অত্র, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বঙ্গভঙ্গ ৩ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য গোড়ালেবুর রসে, গব্যছত্বেবেণামূলের কাথে, বাসকছালের রসে, ইক্ষুরসে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—মধু । ইহা দ্বারা সোমরোগ, মূত্রাতিসার, প্রমেহ, দাহ, তাম্বুশোথ, তৃষ্ণা প্রশমিত হয় এবং কয়, শ্বাস ও জর্ণজরে উপকার হয় । ইহা রসায়ন ।

এই রোগে—মানতাকুমুমাকর, পল্লবসার তৈল, প্রমেহ-মিহির তৈল, সোমনাথ রস, সোমেশ্বর রস, কস্তুরী মোদক, বৃহৎ বজ্রেশ্বর ও বসন্তকুমুমাকর রস প্রয়োগ করিবে ।

### কদল্যাদি স্নাত ।

স্বত ৮ সের,—কদলী পুষ্প ( মোচা ) ১২৥ সের, পাকার্ধ কদলী মূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, কদ্বার্ক—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসা, কদলী মূল, এলাচি, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েদবেল, উদককন্দ ( পদ্ম মূল, কেণ্ডুর মূল, পাণফল মূল ইত্যাদি ) ও ন্যাগোষাদিগণ ( পূর্বোক্ত ) মিলিত ৮ সের । ইহাতে সোমরোগ, প্রমেহ, ওজমেহ, ওজদোষ, বহুমূত্র ও মূত্রাতিসার আরোগ্য হয় ।

### ব্রহ্মকাজী স্নাত ।

স্বত ৮ সের, পাকার্ধ—আমলকার রস (অভাবে কাথ ৮ সের) ভূমিকুয়াণ্ড রস ৮ সের, শতমূলী রস ৮ সের, দ্রুক্ষ ৮ সের, তুণ পঞ্চমূলের কাথ ৮ সের । কদ্বার্ক—এলাচি, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েদবেল, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলী মূল, সুঁদিমূল প্রত্যেক ৭১০ তোলা, পাকান্তে ছাঁকিয়া ষষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার, বৃদ্ধদারকমূল প্রত্যেক ১ পল, চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে । শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশাইয়া উত্তমরূপে মগ্ধন করিবে এবং স্নিগ্ধতাও রাখিবে । এই স্নাত ১০ তোলা মাত্রায় দ্রুক্ষ সহ সেব্য । ইহাতে সোমরোগ, তৃষ্ণা, দাহ ও বহুমূত্র আরোগ্য হয় । এই স্নাত মূত্রক্লেদে পান করিবার ব্যবস্থা আছে । ইহা ওজ্জ্বলিকর । বিনা কষ্টে পাক করিলে ইহাকে ব্রাহ্মী স্নাত বলে ।

পাণ্ড্য—পুরাতন চাউল, পটোল, মৃগ, অড়হর, ছোলা, যবের লুচি, যজ্ঞডুমুর, যব, গোম, মাংস, মাঠা, গব্যস্বত, ব্যায়াম ও ভ্রমণ হিতকর ।

অপাণ্ড্য—মাহিষাদি স্নাত, শাক, অন্ন, দধি, মিষ্টদ্রব্য, জলপান, কাচাফল, মৈথুন, চিত্তা, ক্রোধ, অত্যন্ত ব্যায়াম, শোক, লবণ, মৎস্ত, আনু, জলীয় তরকারী ( লাউ প্রভৃতি ) বেজ্ঞন, একস্থানে কেবল উপবেশন ইত্যাদি ।

## অথ উদর রোগ চিকিৎসা।

উৎসেধসাধন্য হেতু এই রোগ মেনোরোগের পর পঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে মেনো রোগ লিখিত হইল না, সুতরাং সোমরোগের সহিত ইহার কোন সাধন্য না থাকিলেও তৎপর ইহার অভিধান হইতেছে। এই ব্যাধি ৮ প্রকার।

এই ব্যাধি উদরগত। বিশেষতঃ ইহাতে উদরক্ষীত হয়। একন্য ইহাকে উদর রোগ বলে। সাধারণে ইহাকে **উদরী** বলিয়া থাকে। এই রোগ বাতপ্রধান এবং অত্যন্ত কঠিন। ইহা অষ্টবিধ মহাব্যাধির অন্তর্গত।

এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্লীণ, দুর্বল ও নীরস্ত হইলে আদৌ জীবনের আশা থাকে না। শুষ্কের ন্যায় এই রোগে কোষ্ঠবদ্ধতা বলবতী থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে কোনও ঔষধ ফলদায়ক হয় না। ইহাতে শুষ্কের ন্যায় সত্তত বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যে সমস্ত ঔষধ শুষ্কে বিরেচনার্থ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তত্তৎ ঔষধ ব্যবহার্য।

### ইক্ষ্বাভেদী।

গুঁঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিতজ্বরপালবীজ ৩ ভাগ জলে পেষণ করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—চিনির জল। ঔষধ সেবনাতে বস্ত গণ্ডুব চিনির জল পান করিবে ততবার দান্ত হইবে।

ইহাতে বিরেচনার্থ গোমূত্র কিম্বা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরূপ তৈল পান করাইবে।

এইরোগে অগ্নিমান্দ্য অবশ্যস্তাবী সুতরাং উদ্দীপক ঔষধ ও লঘুপানার ব্যবহার করিবে।

ইহাতে **আণমশু** বিশেষ কলপ্রদ। বিশেষতঃ রোগের প্রযুক্তাবস্থার সর্ববিধ উদর রোগেই কেবল **আণমশু** প্রয়োগ করিবে।

### আণমশু।

পুরাতন মাগচূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণিত আতপ তণ্ডুল ২ তোলা, জল ২১ তোলা, হুঙ্ক ২১ তোলা একত্রে পাক করিয়া মণ্ডবৎ করিবে। ইহাই আহারার্থ ব্যবহার করিবে। ইহাতে ক্ষুধার শাস্তি না হইলে পুনর্বার পাক করিয়া দিবে। একবারে ঐ পরিমাণের অধিক আহার করা কর্তব্য নহে।

## অথ বাতৌদর চিকিৎসা।

বাতৌদরে রোগী বলবান থাকিলে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন করাইবে। মল নির্গম হইয়া উদর কোমল হইলে, বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া তাপিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। তাহাতে স্থানাতাব হেতু বায়ু পুনঃ আগ্রান জন্মাইতে পারিবে না। সর্বপ্রকার উদরেই এই নিয়ম অবলম্বন করা কর্তব্য। বিরেচনের পর উপযুক্ত

দোষনাশক ত্র্যম্বা দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিবে। বাতোরদরে পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত ঘোল বিশেষ উপকারী। বক্ষামাণ চূর্ণের সহিত পিত্তোদরাদিতেও ঘোল উপকারী। উদর রোগে তত্র ঘোল পরমৌষধ।

বাতোরদরে বলজননার্থ অন্ন ২ ছুঙ্ক পান অভ্যা করিবে। অধিক ছুঙ্ক পান করিলে আন্নান হইতে পারে। এরও তৈল মিশ্রিত দশমূল্যের কাথ দ্বারা পিচকারী দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে ভাদ্রদা-কর্কাদিগণের কাথ ও কক (কেহ ২ কেবল কক গ্রহণ করেন) দ্বারা ১৬ সের কাঁজি সহ ১/৪ সের এরও তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের অল্পবাসন দিলে উদবর্ত্তাধিত বাতোরদর প্রশমিত হয়।

### সামুদ্রাদ্য চূর্ণ।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, ববন্ধার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, রক্তচিতে মূল, শুঠ, হিং, বিটলবণ প্রত্যেক সমভাগ, মাত্রা ১০—১০ আনা। এই ঔষধ দ্ব্যত সংযুক্ত করিয়া অন্নের প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে প্রবল উদর ও গুচ্ছ আরোগ্য হয়।

বাতোরদরে যে শোধ হয় তন্নাশার্থ দশমূল্যের কাথে গোমুত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

### নারাংগ চূর্ণ।

যমানী, হবুশা, ধনে, ত্রিকলা, কুম্বজীয়ে, ক্ষুদ্র কুম্বজীয়ে, পিপুল মূল, বনযমানী, শটা, যচ, গুলকা, জীয়ে, ত্রিকটু, স্বর্ণকারী, রক্তচিতে মূল, সাচিকার, ববন্ধার, পুঙ্কর মূল, (অভাবে—কুড়) পঞ্চলবণ, কুড়, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ (১ ভাগ) দস্তী ৩ ভাগ, তেউড়ীমূল ২ ভাগ, রাখাল ম'সামূল ২ ভাগ, চর্ম্মকবা ৪ ভাগ। মাত্রা ১০ আনা। এই ঔষধ অল্পপান ভেদে নানারোগে ব্যবহৃত হয়। বধা—উদরে ঘোল সহ, গুচ্ছ কুলশুঠের কাথ সহ, আনাহ বায়ুতে—সু্যাসহ, বাতরোগে—প্রসন্ন (সু্যামগু) সহ, কোষ্ঠবদ্ধতার—দধির মাতসহ, অর্শে—দাড়িমের কাথ সহ, অজীর্ণে—গরম জল সহ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সকল প্রকার উদরেই প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা উদরের অতি প্রসিদ্ধ ঔষধ। কেহ ২ এই ঔষধ ব্যাধিপ্রত্যনীক বলিয়া নির্দেশ করেন। এই ঔষধ ভেদক। হস্তোগ প্রভৃতিতেও ইহা বধাবোগ্য অল্পপানে প্রযুক্ত হইতে পারে।

### ত্রৈলোক্য সুন্দর রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র, অত্র, সৈন্ধব, বিধ, কালজীয়ে, বিড়ঙ্গ, গুলকের চিনি, চিতে, যমানী, ববন্ধার প্রত্যেক ২ তোলা, নিসিন্দা রসে, চিতেমূলের রসে, ও চাবালেবুর রসে এক ২ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটা করিবে। অল্পপান—দ্ব্যত। ঔষধ সেবনান্তে নিম্নলিখিত ঔষ্মত পানের বিধি আছে। কিন্তু ইদানীং তাহার ব্যবহার নাই। দ্ব্যত ১/৪ সের, ককর্ষ—চিতেমূল ১/১ পোয়া এবং ববন্ধার ১/১ পোয়া, পাকর্ষ—গোমুত্র ১৬ সের। মাত্রা—১০ তোলা।

উপরি লিখিত ঔষধে শোধ দূরীভূত না হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।



## শোথোদহারি লৌহ।

যেত পুনর্বা, গুলঞ্চ, চিতেমূল, গোরক্ষকর্কটী, পুরাতন মাণ, সজিনায়ুলেরছাল, হড়হড়মূল ও আকন্দমূল প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে লৌহ ভস্ম ৮পল, দ্রুত ৮পল, আকন্দের আঠা ২ পল, মনসাকীর ৪ পল, গুগ্গলু ২ পল, গন্ধক ১ পল, পারদ ৪ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করিয়া) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে—জয়পাল বীজ, তাম্রভস্ম, অত্রভস্ম, কজুট, চিতেমূল, বনওল, শরপুঙ্খমূল, ষটকর্ণ (ষেঁটকোন), পলাশবীজ, ক্ষীরকুই, তালমূলী, ত্রিফল, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, হড়হড়মূল, রাখাল শঁশার মূল, যেত-পুনর্বা ও হাড়বোড়া মিলিত ১০ সের। যথাবিধানে পাক সমাধা করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১০ সিকি। কোষ্ঠ-বলাবল বুদ্ধিয়া মাত্রা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অন্ত্রপান—গরমজল অথবা পুনর্বার রস প্রভৃতি। ইহা উদর ও শোথের মহৌষধ।

## বাজেশ্বরক।

রসসিন্দূর, বঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, গন্ধক, তাম্র প্রত্যেক ৪পল, আকন্দের আঠার ১ ষার ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করিয়া ২ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিবে। অন্ত্রপান—দ্রুত। অবস্থা বিশেষে যেতপুনর্বার রস প্রভৃতি সহ সেবন করিবে।

প্ৰীহাধিকারের লৌহমুক্তাঙ্কুর রস ২৩ দিন পর নিম্নপত্র রসের সহিত সেবন করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। ইহা ভেদক। বাতোদরে অজীর্ণ নাশার্ণ ভাস্করনবণ ও বজ্রক্ষার ব্যবহার করা যায়।

এবল শোধ হইলে পুনর্বাষ্টক কাক্ষাক্ষে এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

পুনর্বাষ্টক কাক্ষাক্ষে। যথা।—যেতপুনর্বা, নিমছাল, পলতা, গুঁঠ, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী। ইহা সর্ববিধ শোধ নাশক।

## দশমূলষট্টিপলক যত।

দশমূল ৫০ পল বা ১৫ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, দ্রুত ৮ সের, মন্ত ১৬ সের। কঙ্কার—পঞ্চকোল ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। এই দ্রুত বাতোদর ও বাতশূল নাশক।

## বিন্দুযত। (বিরেচক)

দ্রুত ৮ সের, আকন্দকীর ২ পল, মনসাকীর ৬ পল, হরীতকী, কমলাগুড়ি, তামমূল, তেউড়ী, শোণালুম্বজা, যেত অপরাতিভ, বননীলমূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, শঙ্খিনী, (তোল কলমী কাহারও মতে কালমেঘ) রক্তচিতেমূল প্রত্যেক ১ পল, পাকার্ণ—জল ১৬ সের। আকন্দকীর এবং মনসাকীর কিছুকণ পাণ্ড্রে রাখিয়া দিলে

ନୀଚେ ସେ ଆଠାର ଛାୟ ଏକପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଖମେ ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିয়া ଉପରେର ତରଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣବଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଯାତ୍ରା—୧ ଯାବା ବା ୨ ଯାବା । ଇହାଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟବିଧ ଉଦର ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ । ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅତି ଶ୍ରୀକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଥୁବ କମ । ଶାସ୍ତ୍ରେ ଲିଖିତ ଯାହା ଇହାର ୧ ବିନ୍ଦୁ ପାନେ ୧ ବାର ଭେଦ ହୁଏ ।

### ପଟୋଲମୁଳାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପଟୋଲମୂଳ, ହରିଜା, ବିଢ଼ଙ୍ଗ, ତ୍ରିଫଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ ତୋଳା, କମଳାଂଗୁଡ଼ି ୫ ତୋଳା, ବନନୀଳମୂଳ ୬ ତୋଳା, ଡେଉଡ଼ିମୂଳ ୮ ତୋଳା, ଯାତ୍ରା—୧/୨୦ ଆନା । ବିରେଚକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧେର ଯଥା ଇହାହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଇହାର ନ୍ୟାୟ ଭେଦକ ଔଷଧ ଅତି ବିରଳ । ଇହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂରକୋର୍ଟେ ଶ୍ରେୟୋଗ କରିବେ ।

ଶୋଥ ଶ୍ୱାସ୍ମିଦୂଳ ଗ୍ରସ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଶ୍ରମଣାର୍ଥ ଶ୍ରେୟୋଗ କରିବେ । ଶୋଥ-ଶ୍ୱାସ୍ମିଦୂଳ ତୈଳ ଓ ଶୁକ୍ଳମୂଳାନ୍ତ ତୈଳ ଶୋଥ ହାଲେ ଯାଲିଶ କରିବେ । ମରୀଚିକା ବେଦନା ଥାକିଲେ ଗ୍ରସ୍ତମାନ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ବାତୋଦରେର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷେ ଚିତ୍ତାନ୍ତାଚିତୁର୍ଥ ଶ୍ରେୟୋଗ ବାୟୁନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାହିତେ ପାରେ ।

## ଅମ୍ଳ ପିତ୍ତୋଦର ଚିକିତ୍ସା ।

ଅମ୍ଳ ଯରିଚ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଯିମ୍ବିତ ଏବଂ ଶର୍କରା ଦ୍ୱାରା ସୁସିଦ୍ଧ ସୁସ୍ୱାଦୁ ତରଳ ପାନ କରିଲେ ପିତ୍ତୋଦର ଶ୍ରମଣିତ ହୁଏ । ଇହାତେ ଉଦରେ ଦାହ ଥାକିଲେ ଶ୍ୱେଦ ନିଷିଦ୍ଧ । ଏହି ପୌଢ଼ାୟ ଏରଞ୍ଜକ ସାଧିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଡେଉଡ଼ିମୂଳ ସାଧିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରା ବିରେଚନ କରାହିବେ । ବିରେଚନାର୍ଥ—ପଟୋଲାଦି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ହିତକର । ଇହାତେଓ ନାଲୀଛାଉଁଶ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିନ୍ଦୁସ୍ଥାପନ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଏ । ଶ୍ୱେଦ ଓ ଦାହ ଥାକିଲେ ବୃହତ୍ ବା ଚିତ୍ତାନ୍ତାଚିତୁର୍ଥ ଶ୍ରେୟୋଗ କରିବେ । ଇହାତେ ଶୋଥଦୂଳାନ୍ତ ଲୋହି ଶ୍ରେୟୋଗ ନିଷିଦ୍ଧ । ଶୋଥଶ୍ୱାସ୍ମିଦୂଳ ଗ୍ରସ୍ତ ଶ୍ୱାସ ଶ୍ରମଣାର୍ଥ ଶ୍ରେୟୋଗ କରିବେ । ଇହାତେ ଅତିସାର ଥାକିଲେ ପିମ୍ବଲ୍ୟାନ୍ତ ଲୋହି ଉପକାରୀ ; ତଦବସ୍ଥା ନାଲୀଛାଉଁଶ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟୋଗ ନାହିଁ ।

### ପିମ୍ବଲ୍ୟାନ୍ତ ଲୋହି ।

ପିମ୍ବଲ ମୂଳ, ଚିତେମୂଳ, ଅମ୍ଳ, ତ୍ରିଫଳା, ତ୍ରିଞ୍ଜାତ, ତ୍ରିଫଳା, କର୍ପୂର, ସୈନ୍ଧବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମତାମ୍ନ, ଲୋହିତ ଶର୍କରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସମ । ଯାତ୍ରା—୫ ରତି । ଶ୍ୱାସୋଗ୍ୟ ଅଳ୍ପପାନେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ।

### ହବୁକ୍ଷାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ ।

ହବୁକ୍ଷା, ଶର୍ବକୀରୀ, ତ୍ରିଫଳା, କଟୁକୀ, ବନନୀଳମୂଳ, ବଳାଘୃୟ, ସାତଳା, (ଚର୍ମକବା) ଡେଉଡ଼ିମୂଳ, ବଟ, ସୈନ୍ଧବ, କାଳବର୍ଣ୍ଣ, ପିମ୍ବଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମତାମ୍ନ । ଅଳ୍ପପାନ—ଦାଢ଼ିସେର

রস, উষ্ণজল, গোমূত্র, প্রভৃতি । মাত্রা—১০ সিকি । ইহাতে গুণ্ডা, উদর, প্লীহা, বিষমায়ি ও শোথ নষ্ট হয় । ইহা ভেদক এবং বায়ু পিত্ত ও প্লেগ্নার সমতা কারক ।

## কফোদর চিকিৎসা ।

কফোদরী, যমানী, সৈন্ধব, জীরে । একটু ও মধু মিশ্রিত নাত্তি তরল ঈষদন্ন তক্রপান করিবে । দাড়িমাতির রস দ্বারা অগ্নাস্বাদ করা কৰ্ত্তব্য ।

প্রলেপ । যথা—দেবদারু, পলাশফল, আকন্দমূল, গজপিপুল, সর্জিনাছাল, অম্বগন্ধা প্রত্যেক সমভাগ, গোমূত্রে বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে ।

### চিত্রক স্নাত ।

স্নাত ৮ সের, পাকার্থ—জল ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের, কঙ্কার্থ—চিত্তেমূল : পল, ধবন্ধার : পল ।

### নীলিনীছল্লকাদ্য চূর্ণ ।

বননীল মূলের ছাল, ত্রিকটু, ক্ষারদ্রব্য, পঞ্চলবণ, চিত্তেমূল প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ১০ আনা, ঘৃতসহ লেহ্য । সাধারণতঃ ইহা গরমজল সহ ব্যবহৃত হয় । এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘৃত পাক করিয়াও ব্যবহার করা যায় ।

### পিপ্পল্যাদ্য ক্ষার ।

পিপুল, রক্তলোহ, হিং, শুঠ, গজপিপুল, ভল্লাতক, সর্জিনা বীজ, ত্রিকলা, কটুকী, দেবদারু, হরিত্রা, দারুহরিত্রা, এলাচি, আতৈষ, শালপাণি, কুড়, মুতা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগ । এই সমুদায় চূর্ণ বসা, মজ্জা, ঘৃত ও তৈল (অভাবে ঘৃত তৈল) দ্বারা মর্দন করিয়া পশ্চাত্ দধি দ্বারা মর্দন করতঃ মৃৎপাত্রে অস্তৃপ্ত্যে ভগ্ন করিবে । মাত্রা ১০ আনা । আহারের পর দধিমণ্ড, উষ্ণজল, অরিষ্ট বা আসব সহ পান করিবে । ইহাতে গুণ্ডা, উদর, প্লীহা, উদাঘর্ষ, বাতাক্ষীলা ও বাতজ অন্রোগ আরোগ্য হয় । ইহাতে বিরেচনার্থ পূর্বোক্ত যোগসমূহ এবং শমনার্থ নান্নাস্ত্রনাচূর্ণ প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে ।

## জলোদর চিকিৎসা ।

এই রোগই সচরাচর দৃষ্ট হয় । ত্রিকটু চূর্ণসহ তক্রপান করিলে জলোদর প্রশমিত হয় । প্রবৃদ্ধ জলোদরে জলস্রাব এবং বিহিত শস্ত্রকণ কৰ্ত্তব্য । ইহাতে জ্বদ্রব্য পানকরা একেবারেই নিষিদ্ধ । মলভেদক এবং মুত্রকারক ঔষধ ব্যবহারে রোগ সত্ত্বর দমিত হয় । ইহাতে জলপান বড়ই অনিষ্টকর । কেহ ২ বলেন মুরামাংসী দ্বারা জল পাক করিয়া

সেই অর্দ্ধশত জল উষ্ণ অবস্থায় অল্প ২ পান করিতে দেওয়া যায়। হৃৎ ও বোল পান নিষিদ্ধ নহে। জলের তায় লবণও একান্ত পরিহার্য। নিত্যন্ত আবশ্যক হইলে মাগরসে সৈন্ধব ভর্জিত করিয়া অল্প মাত্রায় সেবন করিবে। কফোদরে যে এলেপ লিখিত হইয়াছে তাহা ইহাতেও ব্যবহার করিবে। পূর্বোক্ত পুনর্নালীষ্টক কক্ষাস্ত্র ও আণামণ্ড ইহাতে মহোপকারী। মূত্র নিঃসরণার্থ গোক্ষুরের কাথ সহ বিক্রমম্বেগে ব্যবহার করিবে। নাল্লাস্রণ চূর্ণ গোমূত্রসহ পান করিবে।

পুনর্নালীষ্টক কক্ষাস্ত্রে শিলাজতু বা গুগ্গলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে যথাক্রমে প্রস্রাব ও মলভেদ হইয়া জলোদরের শাস্তি হয়।

পূর্বোক্ত পিপ্পল্যাচ ক্ষার গোমূত্র সহ অথবা পুনর্নালীষ্টক কক্ষাস্ত্র সহ পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। পূর্বোক্ত শোথোদরারি লৌহ, শোথশাস্তিদূল রস প্রভৃতি শোণ শাস্তির নিমিত্ত প্রয়োগ করিবে।

### আজক ক্ষার।

৮ গুণ গোমূত্রশতছাগকরীষের ক্ষার অথবা জল সম্পাদিত ছাগ করীষের ক্ষার ১০ তোলা, পিপুল মূল, পিপুল, পঞ্চলবণ, চিত্তেমূল, শুঠ, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, বচ, ক্ষার-ষয়, সাতলা, দস্তামূল, স্বর্ণক্ষীরী, অজম্বী প্রত্যেক ১০ তোলা, পাকার্থ—গোমূত্র সর্বদ্রব্যের ৮ গুণ। পাকান্তে ১০ আনা গুড়িকা করিবে। অস্থপান—সৌবীর (অভাবে কাঁজি বা উপযুক্ত কাথ)। এই ঔষধ শোথ, জলোদর ও অপরিপাকের মহৌষধ। ইহা মলভেদক।

পুনর্নালী মণ্ডুর, রসপপটী, শোথাদিকারোক্ত দশমূল হরী-তকী অহিফেন ঘটত দুই বটি ও ক্ষীরবটি যথোক্ত নিয়মানুসারে ব্যবহার করিলে জলোদর আরোগ্য হয়। জলোদরে জ্বর থাকিলে পুটিপাকবিশম-জ্বলান্তক লৌহ বা স্নর্গপপটী ব্যবহার করিবে।

জলোদরে মল ভেদনার্থ গুল্মোক্ত ঔষধ এবং ইচ্ছাভেদী রস প্রশস্ত। জয়-পালঘটিত ভেদক ঔষধ শীঘ্র জলোদর প্রশান্তি কারক।

ইহাতে তৈল ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ পান নিষিদ্ধ। এমনকি তৎসাধিত দ্রব্য ভক্ষণও শ্রেয়স্কর নহে।

শোথাদিকারোক্ত দশমূলঘটিত ব্রহ্ম গুল্মমূল্য তৈল ও পুনর্নালী তৈল মর্দন করিতে কেহ ২ উপদেশ দেন; কিন্তু প্রবৃদ্ধ অবস্থায় তাহা সমাচীন নহে।

প্রবৃদ্ধ জলোদরে দুই দিন অন্তর ২ জলমোক্ষণ করা বিধেয়। কদাপি একযোগে সমস্ত জল নিহরণ করা কর্তব্য নহে। যেস্থলে ঔষধে ফললাভ হয় না সেইস্থলে শস্ত্রপ্রয়োগ অহুর্থেয়। খেত মাকালের মূল ধারণ করিলে জলোদর এবং শোথ আরোগ্য হয়। ইহা পরীক্ষিত। জলোদরে বস্ত্রদ্বারা উদর বন্ধন হিতকর।

ইহাতে ৬ মাসের মধ্যে অন্নাহার এবং জল লবণ ব্যবহার করা উচিত নহে । যেসময়  
তব্য শোধে অপথ্য ইহাতেও তাহাই অপথ্য ।

কোনও ঔষধে ফললাভ না হইলে শেধে ক্ল্যাম্পস্‌ ট্রাই ইহার চরম ঔষধ ।

উদররোগের শেষ চিকিৎসা বিধ ; যখন কোনও প্রক্রিয়া দ্বারা ফললাভ হয় না তখন  
রোগীর আত্মীয়গণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শোধিত সর্পবিষ অর্দ্ধসর্বপ মাত্রায় পানভোজ-  
নের সহিত প্রয়োগ করিবে । ইহা দ্বারা অনেক সময় স্তম্ভল ফলিয়া থাকে । বিষক্রিয়া  
ভিন্ন রোগীর মৃত্যু অবশ্যসম্ভাবী । বিষপ্রয়োগে দোষ সংঘাত ভিন্ন হইয়া রোগী প্রকৃতিস্থ  
হইতে পারে । হৃদদোষ রোগীকে শীতল জল পরিষেচিত করিয়া ছুৎপান করাইবে ।  
এইরূপ ১ মাস ছুৎপান প্রশস্ত । সর্পদষ্ট ফল ভক্ষণেও তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে ।  
তাহার পথ্যও উক্তরূপ ।

## প্ৰীহোদর চিকিৎসা ।

প্ৰীহা অত্যন্ত বর্ধিত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয় । সুতরাং প্ৰীহানাশক চিকিৎসাই  
ইহার চিকিৎসা ।

গুঁঠ, বচ, গুল্‌ফা, কুড়, সৈন্ধব, যধু এবং তৈলযুক্ত তক্র পাম করিলে প্ৰীহোদর  
আরোগ্য হয় ।

### শিগ্ৰু প্রলেপ ।

সজিনা ছাল ও রাই সর্বপ একত্র বাটিয়া গরম করতঃ প্ৰীহস্থানে প্রলেপ দিলে প্ৰীহা  
এবং প্ৰীহোদর আরোগ্য হয় ।

প্ৰীহোদনে গোমূত্র অতীব হিতকর । ইহার বেদ ও পান প্রশস্ত ।

### অর্কলবণ ।

একটা নূতন হাঁড়িতে পরিণত (বাতি, পাকা) আকন্দপাতা সাজাইয়া সেই স্তরের উপর  
সৈন্ধবচূর্ণ সাজাইয়া পুনঃ তাহার উপর আকন্দপাতা সাজাইয়া ও তদুপরি সৈন্ধবচূর্ণ সাজাইয়া  
হাঁড়ির মুখ বন্ধ করতঃ অগ্ন্যধুমে পাক করিবে । আকন্দপাতা গুলি সহজে চূর্ণ হইবার  
উপযুক্ত হইলেই নামাইবে । একেবারে ভস্মীভূত হইলে ঔষধের শক্তিহীন হইবে ।  
কেহ প্রথমেই সৈন্ধব লবণের স্তর বসাইবার উপদেশ দেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত । সৈন্ধব ও  
ও আকন্দ পাতা সমভাগ গ্রহণ করিবে । যাত্রা ৮০ আনা । অনুপান—দধিরমাত । কিন্তু  
অধুনা শীতল জল সহ ব্যবস্রত হয় । ইহা স্নকুমার ব্যক্তির পক্ষে শূন্য পেটে প্রযোজ্য নহে ।  
তাহাতে বিবমিষা এবং উদরজ্বালা হইতে পারে । সম্ভব হইলে, শূন্যোদরে ঔষধ ব্যবহার  
করাই কর্তব্য । এই ঔষধ যক্ষুদানুদরে ব্যবহার্য্য নহে । বাতপ্রধান বা কফপ্রধান  
প্ৰীহার বা প্ৰীহোদরে ব্যবহার্য্য । নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা প্ৰীহার বাতাদিতে পরিজ্ঞাত  
হইবে । যথা—

উদাবর্ত, প্রীহদেশে বেদনা, এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দ্বারা বাতপ্রধান, প্রীহস্থানে বা শরীরে দাহ, মোহ, পিপাসা ও অর দ্বারা পিত্তপ্রধান, শরীরের গুরুতা, (ভারবোধ) অকৃচি, প্রীহার কঠিনতা বা স্থূলতা দ্বারা কফপ্রধান, পিত্তলক্ষণ এবং অতিশয় পিপাসাদ্বারা রক্তপ্রধান (অর্থাৎ প্রীহাতে রক্তসঞ্চার হইয়াছে) বুঝিতে হইবে। সমস্ত দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সন্নিপাত প্রীহা নির্দেশ করিবে।

বাতশ্লেষ্মজ প্রীহার সন্নিহা ছাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া গরম করতঃ প্রীহস্থানে প্রলেপ দিবে। অত্যন্ত কঠিন প্রীহাতে গোমূত্রে স্বেদ হিতকর। কেহঃ সন্নিহামূল বাটিয়া প্রীহস্থানে প্রলেপ দিতে উপদেশ দেন; কিন্তু তাহা অতি তীব্র বিধায় জ্বালা হইয়া থাকে এবং ফোস্কা পড়ে। ইহা সহ্য করা কঠিন, কিন্তু সহ্য করিতে পারিলে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। ইহাতে রক্তমোক্ষণ কার্যের ফল হয়। বাত পিত্তপ্রধান প্রীহার এই সকল আঘের কর্ম কর্তব্য নহে।

কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে প্রীহা সহ্য আরোগ্য হয় না। হরীতকী ১ তোলা, পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে অথবা ক্রারপ্রধান ভেদক ঔষধ অথবা লবণাদি সেবন করিলে প্রীহা এবং প্রীহোদর সহ্য আরোগ্য হয়।

গুণ্ডোক্ত ঝট, পল্লব, তপানে পুরাতন বাত প্রধান প্রীহা উপশমিত হয়। প্রীহনাশক দ্রব্যের মধ্যে পিঙ্গলী ও রক্তচিতে মূল শ্রেষ্ঠ।

পিঙ্গল্যাদি চূর্ণ।

পিপুল, গুঁঠ, দস্তীমূল, রক্তচিতেমূল, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী ২ তোলা, মাত্রা ১০ সিকি। অল্পপান—গরম জল।

পিঙ্গল্যাদি চূর্ণ। (দ্বিতীয় প্রকার)

পিপুল, গুঁঠ, দস্তীমূল, শোধিত হিং, হরীতকী প্রত্যেক ১ তোলা, বিড়ঙ্গ ১০ তোলা। মাত্রা এবং অল্পপান পূর্ববৎ।

বিড়ঙ্গক্ষার।

বিড়ঙ্গ, রক্তচিতেমূল, গুঁঠ, সৈন্ধব, বচ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ দ্বিত দ্বারা মর্দন করিয়া মৃৎপাত্রে অস্তধূমে ভস্ম করিবে। মাত্রা ৮০ আনা। অল্পপান—দুগ্ধ ১০ এক ছটাক। ইহাতে প্রীহোদর ও গুণ্ড আরোগ্য হয়।

প্রীহাধিকারে যে সমস্ত ভেদক ও আঘের ঔষধ লিখিত হইবে তাহা প্রীহোদরে প্রয়োগ করিবে।

বৃক্কদ্বাদ্যদের চিকিৎসা প্রীহোদরের ন্যায়। কিন্তু ইহাতে ক্ষারাদি আঘের ক্রিয়া প্রশস্ত নহে। ইহাতেও ভেদক ঔষধ প্রযোজ্য।

ইহাতেও শিগ্ৰু, প্রলেপ বিশেষ ফল দায়ক। এই রোগে রোহিতকাদিচূর্ণ, গুড়ুচ্যাদি চূর্ণ, প্রীহাশক ও প্রীহারি রস হিতকর।

### রোহিতকাদি চূর্ণ।

রোহিতক ( রয়না বা পিঙ্গুরাজ ) ছাল, যবক্ষার, নিশাদল, কটকো, কালমেথ, চিরতা, মুতা, আতৈব. ঊর্ধ্ব প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা ১০ আনা। গীতল জলসহ সেব্য।

যক্ষ্মালুদরে ও প্লীহাদরে শোথাদির উপশমার্থ তত্ত্ব ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আবশ্যক হইলে যক্ষ্ম প্লীহাধিকারোক্ত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

### প্লীহারি রস।

হরিভাল ( সব বা রসমানিকা গ্রাহ ) ২ তোলা, স্বর্ণ ১০ তোলা, উৎকৃষ্ট তাম্র ভস্ম ৪ তোলা, অত্রভস্ম ৪ তোলা, অম্বধূমে ভস্মীকৃত মৃগচর্ম ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলচূর্ণ ২ তোলা একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। শোধিত চিতে মূলচূর্ণ ১ রতি ও মধুসহ সেব্য। ইহাতে প্লীহা, যক্ষ্ম ও পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়।

## অগ্ন বন্ধোদর চিকিৎসা।

এই উদরে হবুধা, যমানী, জ্বরে ও সৈন্ধব লবণ সহ তরুপান করিবে। ইহাতে অনুলোমন, অন্নপান এবং তীক্ষ্ণবিরেচন হিতকর। যে যে কারণে বন্ধোদর উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট করাই ইহার প্রধান চিকিৎসা। যদি অন্ন সংশ্লিষ্ট কোন পদার্থ ভক্ষণ হেতু পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার বহির্গমন করণার্থ অবস্থা বিশেষে নিকর বা তম্বুবাসন বস্তি প্রয়োগ কর্তব্য। বস্তি প্রয়োগের পূর্বে রোগীর উদরে শ্বেদ দেওয়া আবশ্যক। বস্তিদ্রব্যের সহিত বা কাথের সহিত তীক্ষ্ণবিরেচন দ্রব্য, গোমুত্র, তিল তৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করা আবশ্যক। যদিও বন্ধোদর, ছিদ্রোদর ও জলোদরে বস্তিপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। তথাপি অবস্থা বিশেষে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে। বন্ধোদরে বাতানুলোমক ঔষধ ও বাতপ্রধান উদরের ঔষধ সমূহ প্রযোজ্য। ইহাত বাতানুলোমক অন্নপান হিতকর।

## ছিদ্রোদর চিকিৎসা।

ছিদ্রোদরে পিপুল ও মধুসূক্ত তরুপান বিধি। ইহাতে অন্ন ক্ষত হয় সুত্তরাং ক্ষত নাশক কষায় পান ও ক্ষতনাশক ঔষধ সমূহ হিতকর। ইহাতেও পূর্ববৎ ভেদক ঔষধ ব্যবহার্য। এই উদরে শ্বেদ দেওয়া কর্তব্য নহে। তাহাতে ক্ষতের ক্লেদ বর্দ্ধিত হয়। ইহার চিকিৎসা কক্ষ উদরের জায়, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ ঔষধ ব্যবহার্য নহে। ইহা প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না। কদাচিৎ ২১১টী রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বন্ধোদর ও ছিদ্রোদর কদাচিৎ হইয়।

সারপাতক উদর অসাধ্য বিধায় চিকিৎসা লিখিত হইল না ; কিন্তু কোন কোন সংহিতায় ইহার চিকিৎসা দেখিতে পাওয়া যায় । তদনুসারে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধব যুক্ত তরুপান হিতকর । পটোলানা চূর্ণ এবং অন্নাত্ত ত্রিদোষ প্রশমক ভেদক ঔষধ ব্যবহার করিবে । গুণ্ডা ও উদাবর্তনাশক ঔষধ সমূহ অবস্থাবিশেষে উদর রোগে ব্যবহার্য ।

## অথ প্লীহযক্ৰং চিকিৎসা ।

প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে পরিণামে প্লীহোদর এবং যক্ৰং অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে পরিশেষে যক্ৰদাল্যুদর উৎপন্ন হয় । সুতরাং উদরের পর প্লীহযক্ৰং চিকিৎসা লিখিত হইয়া থাকে । উদর রোগে যে সকল প্লীহা ও যক্ৰং নাশক ঔষধ লিখিত হইয়াছে এই অৱস্থাতেও তৎসমুদায় প্রযুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু তাহা অত্যন্ত তাক্ষবীর্য্য সুতরাং প্রথমা-  
বস্থায় উহা প্রযোজ্য নহে । তাহাতে পরিণামে প্লীহযক্ৰংকরজনিত পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে ।

### যমান্যাদিচূর্ণ ।

যমানী, রক্তচিতেমূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, দস্তীমূল, পিপুল প্রত্যেক সমভাগ । মাত্রা ১০ আনা । অল্পপান—উষ্ণজল । ইহাতে নানাবিধ প্লীহা আরোগ্য হয় । এই ঔষধ যক্ৰতে প্রশস্ত নহে ।

পিন্নলী প্লীহনাশক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ধাতুদ্রব্যের মধ্যে তাম্র শ্রেষ্ঠ । ধাতুঘটিত ঔষধ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ ঔষধই প্লীহযক্ৰং রোগে ফলপ্রদ ।

### বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ ।

বিড়ঙ্গ, শোধিত রক্তচিতে মূল, যবণক্তু, বচ ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতাক্ত করিয়া নুতন মৃৎপাণে অস্তর্ধূমে দক্ষ করণে । (যেন পুড়িয়া ভষ্ম করিতে না হয়) পশ্চাৎ চূর্ণ করিয়া ১০ আনা মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিবে । ইহা প্লীহনাশক ; এই ঔষধ যক্ৰতেও ব্যবহৃত হইতে পারে ।

তালজটা অস্তর্ধূমে ভষ্ম করিয়া ১০—১০ আনা মাত্রায় সম পরিমাণ পুরাতন ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে প্লীহা নষ্ট হয় । ইদানিং এই যোগটী লোকনাথ রস প্রভৃতি প্লীহনাশক ঔষধের অল্পপানরূপে ব্যবহৃত হয় ।

### রোহিতক কষায় ।

রোহিতক ( রয়না বা পিত্তরাজ ) ছাল ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, মিলিত উভয় দ্রব্যের কষায়ে ৩ রতি পিপুলচূর্ণ ও ৩ রতি যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহা আরোগ্য হয় ।

রোহিতক প্রলেপ । যথা—রোহিতক ছাল গোবৃজে সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যক্ৰং আরোগ্য হয় । পুষ্কোক্ত শিগু প্রলেপও প্লীহা যক্ৰতে ব্যবহার করিবে ।



রোহিতকছাল, রক্তচিতে মূল, তালজটা ও হরীতকী ইহারাও পিঙ্গলীর আয় প্রীহার হিতকর ।

### মুক্তিশোপ ।

সবুজ গুড়ি ৩০ এক আনা, দুধ সহ পান করিলে প্রীহা প্রশমিত হয় ।

সজিনাছালের কাথে শোধিত রক্তচিতে মূল ২ রতি, সৈন্ধব ২ রতি ও পিপুলচূর্ণ ৩ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রীহার শাস্তি হয় ।

পলাশকার মিশ্রিত যবকার সেবন করিলে বাতজ ও শ্লেষ্মজ প্রীহা আরোগ্য হয় ।

কাজিক দ্বারা সপ্তধা পরিষ্কৃত নাটাকরজ মূলের ক্ষারজল. ৩৪ তোলা বিটলবণ ও পিপুলচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত করিয়া পান করিলে যকৃৎ ও প্রীহারোগ আরোগ্য হয় । এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয় । ইহা যকৃৎরোগের মহোপকারী ঔষধ । নাটাকরজ যকৃৎরোগে শ্রেষ্ঠ ।

সজিনাছাল, রোহিতকছাল, পুরাতন মাণ ইত্যাদি জব্য এবং লোকনাথ রস, আশাদ্য গুড়িকা, রোহিতকাদি চূর্ণ, চিত্রকাদি লৌহ ইত্যাদি ঔষধ প্রীহা ও যকৃৎ রোগ নাশক ।

যদিও যকৃতের চিকিৎসা প্রীহার আয় বলিয়া কথিত আছে, তথাপি অত্যন্ত তীব্র ঔষধ কেবল যকৃতে হিতকর নহে । প্রীহা ও যকৃৎ উভয় রোগ যুগপৎ বিদ্যমান থাকিলে অহিতকর নহে ।

নির্দোষ তাত্র ভক্ষ প্রীহা এবং যকৃৎ উভয় রোগেই গুণকারক ।

যেরূপ স্বর্ণ বায়ুতে, রৌপ্য পিত্তে, অভ্র কফে, বঙ্গ মেহে, লৌহ জীর্ণ ক্তরে, শিলাজতু মূত্রকৃষ্ণে, হরিতাল কুষ্ঠে শ্রেষ্ঠ—তদ্রূপ প্রীহয়কৃতে তাত্র শ্রেষ্ঠ । তাত্রধাতু কফনাশক । নির্দোষ তাত্র অমৃত সদৃশ এবং সদোষ তাত্র বিষ সদৃশ জানিবে ।

### আশাদ্য গুড়িকা ।

পুরাতন মাণ. আপাং, গুলঞ্চ, বাসকছাল, শালপাণি, রক্তচিতে মূল, সৈন্ধব, গুঁঠ তালজটা ভস্ম প্রত্যেক ৬ তোলা, বিটলবণ, সচললবণ, যবকার, পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা, পার্কার্ণ গোমূত্র ১৬ সের । পাকান্তে নামাইয়া গুড়িকা করিবে । মাত্রা ১০ তোলা উষ্ণজল সহ সেব্য । ইহা প্রীহা, যকৃৎ, প্রীহোদর, যকৃদাব্যদর ও গুল্মনাশক, মলতেন্দ্রক ও অগ্নি-দীপক । শোধাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী ।

### বৃহৎ আশকাদি গুড়িকা ।

পুরাতন মাণ. আপাং মূল ভস্ম, শাল পাণি, রক্তচিতে মূল. সিজকার, গুঁঠ, সৈন্ধব, তালজটাভস্ম. বিড়ঙ্গ. হবুখা, চই, বচ. বিটলবণ. সচল লবণ. যবকার, পিপুল, শরপুখমূল,

( বননৌল মূল ) জ্বরে, পালিধামূলেরছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্ধ গোমূত্র ২৪ সের একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে জ্বরে, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড়, শটী, দন্তী-মূল, তেউড়ীমূল, রাখালশ'সার মূল, প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহাতে তপন মধু মিশাইবার বিশান আছে কিন্তু আমরা গোমূত্র বা হিং মিশ্রিত ঔষধে মধু মিশ্রিত করা সমীচীন মনে করি না। মাত্রা ৥০ তোলা। অল্পপান—উষ্ণজল। ইহা পূর্ববৎ গুণকারক এবং শোথ, কৃষ্ণিশূল ও জীর্ণ বিষম জ্বর নাশক। এই ঔষধ পাণ্ডু ও কামলার অবিরোধী এবং ভেদক। ইহা কেবল যকৃতে প্রযোজ্য নহে।

### অভয়ালবণ।

পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দছাল, সীজছাল, মূল-পত্র ও শাখা সহিত আপাং ও রক্তচিতে, বরুণছাল, গণিয়ারীছাল, সমূল শাখাপত্র বাস্তুকশাক, ( বেতোশাক ) গোক্ষুর, রহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাঁপর মালী, ( ইহাদের অগ্রভাগ গ্রাহ ) কুটজছাল, ঘোষালতা, পুনর্গবা শাক, এই সকল দ্রব্য সমভাগ গ্রহণ করতঃ কুটিয়া নুতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। পশ্চাৎ নিয়ে তিনকাঠের জ্বাল দিয়া ভস্মীভূত করিবে। ( কেহ ২ অঙ্কধূমে ভস্ম করিতে উপদেশ দেন। তাহাই সমীচীন ) এই ভস্ম ১২ সের লইয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পুনর্ব্বার পাকে চাপাইয়া তাহাতে সৈন্ধব ১২ সের, হরীতকী ১ সের, গোমূত্র ১৬ সের মিশাইয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া তাহাতে জ্বরে, ত্রিকটু, শোধিত হিং, যমানী, কুড়, শটী, প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ৥০ তোলা মাত্রার গরমজল সহ সেবন করিবে। ইহা প্লীহা রোগের সর্বপ্রধান ঔষধ। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, উদর, গুল্ম, আনাহ, অষ্টীলা, শর্করা, অশ্মরী, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠগত বায়ু আরোগ্য হয়। ইহা মল ভেদক। এই ঔষধ কেবল যকৃতে ও শোথে প্রযোজ্য নহে। অভয়ালবণ প্লীহা জনিত শোথে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা পাণ্ডু ও কামলার বিরোধী।

### গুড় পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাতিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চিতেমূল, গজপিপুল, কৃষ্ণজীবে, তালজটাত্ম, কুম্মাণ্ডাটাত্ম, আপাংক্ষার, তেঁতুলের খোসাত্ম প্রত্যেক সমভাগ, পিপুলচূর্ণ সর্বচূর্ণ সম, পিপুলচূর্ণ সহ সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড়, একত্র মর্দন করিয়া মোদকাকার করিবে। মাত্রা—১০—১০ তোলা। অল্প-পান—গরমজল। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, জীর্ণজ্বর, শোথ ও কাস আরোগ্য হয়। এই ঔষধ বালকদিগের প্লীহা যকৃতে, পরম হিতকর। শ্লেষ্মপ্রধান ষাভূতেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

## বৃহৎ গুড় পিঙ্গলী ।

গুড়পিঙ্গলীর বিড়ঙ্গাদি তেঁতুলের খোসা ভস্মাস্ত্র দ্রব্য এবং চই প্রত্যেক সমভাগ । সর্ব-  
চূর্ণের দ্বিগুণ পিপুলচূর্ণ এবং পিপুলচূর্ণ সম পুরাতন ইক্ষুগুড় একত্র মাড়িয়া মোদকাকার  
করিবে । ইহার মাত্রা ও অম্বুপানাদি পূর্ববৎ । এই ঔষধ বালকে প্রযোজ্য নহে ।  
পুরাতন পিপুল ঔষধে প্রশস্ত ।

প্রাতঃকালে গোমূত্র গণ্ডুষপান কেবল গ্ৰীহার পক্ষে অতীব হিতকর । কঠিন গ্ৰীহার  
গোমূত্রশ্বেদ উপকারী । গোমূত্র ভেদক । রাইসর্ষপ বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ  
দিলে গ্ৰীহা সঙ্কচিত হয় । গ্ৰীহস্থানে অত্যন্ত বেদনা হইলে -শোধিত হিং, ত্রিকটু, কুড়,  
বন্ধার ও সৈন্ধব মিলিত চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় টাবালেবুর রসসহ সেবন করিলে  
আন্ত বেদনা নষ্ট হয় । কেবল গ্ৰীহাতে হিং অত্যাৎকৃষ্ট ঔষধ । কেবল হিং সেবন  
করিয়া অত্যন্ত কঠিন গ্ৰীহা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে ।

নাতিশঙ্খভস্ম ১০ আনা জ্বীর রস সহ পান করিলে বাতজ গ্ৰীহার শাস্তি হয় ।

কেহৎ পূর্বোক্ত অর্কলবণের সহিত নাতিশঙ্খ মিশাইয়া ব্যবহার করেন ।

অপামার্গন্ধার ও সৈন্ধব ১০ মাত্রায় উষ্ণজলসহ পান করিলে গ্ৰীহা আরোগ্য হয় ।  
আপাং ভস্ম করিয়া ১৬গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া  
পুনঃপাক করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে । সর্বত্রই এই নিয়ম ।

কদলী বৃক্ষের বা পক ফলের আবরণ ভস্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া-সেই ক্ষার  
পাণ্ডুরের বা কাচের পাত্রে পূর্বরাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই ক্ষার জল দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি  
সাধিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফলোদয় হয় ।

গ্ৰীহরোগে ক্ষারের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ বিরল । গুড়পিঙ্গলীর ভস্ম স্থানে তন্তৎ  
দ্রব্যের ক্ষার ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয় ।

রক্তচিভেমূল ১ রতি কলার মধ্যে পুরিয়া গিলিয়া খাইলে গ্ৰীহা আরোগ্য হয় । অশোধিত  
চিভেমূল ব্যবহার করিবে না ।

শিমূলকুল সিদ্ধ করিয়া রাত্রি পর্য্যুষিত করতঃ পরদিন রাইসর্ষপসহ বাটিয়া জলসহ  
পান করিলে গ্ৰীহা ও বৃক্কৎ আরোগ্য হয় । এই ঔষধ বৃক্কতে কার্য্যকারী ।

স্বপক ও স্মৃমিষ্ট আমের রস মধুসহ লেহন করিলে বাতপ্রধান গ্ৰীহা আরোগ্য হয় ।  
ইহার শক্তি যুৎ ।

তিল, তিসি, এরণ্ডবাজ ও রাইসর্ষপ একত্র বাটিয়া বৃক্কতে প্রলেপ দিবে । এই  
প্রলেপ অবস্থা বিশেষে গরম করিয়াও ব্যবহৃত হয় । পূর্বোক্তা শিগ্ৰু, প্রলেপ ও বৃক্কতে  
প্রয়োগ করা যায় ।

শোধিত রক্তচিভেমূল ১ রতি, পুরাতন ইক্ষুগুড় প্রগাঢ় করিয়া ব্যবহার করিলে  
বৃক্কৎ আরোগ্য হয় ।

### অগ্নিপ্রভাবতী ।

সৈন্ধব, নিশাদল, যবকার, বিটলবণ ও রসসিন্দূর, পটোল মূলের রসে মর্দন করিয়া ৩৪ রতি বটী করিবে এবং ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে । অল্পপান—কুলেখাড়ার রস । ইহা ভেদক, অগ্নিদীপক, যকৃৎ নাশক ও কোষ্ঠস্থবায়ু এবং প্লীহার উপশমক । এই ঔষধ প্রাতঃকালে ব্যবহার্য্য ।

### মহাদেহি লৌহ ।

লৌহ ৪ তোলা, অন্ন ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছালের চূর্ণ ৮ তোলা, অশ্বধূমে ভষ্মীকৃত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম ৮ তোলা জলে মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে । ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও কাস আরোগ্য হয় । উদ্ভিদ চূর্ণ দ্বিটিত ঔষধ ৬ মাসের অধিক হইলে হীন শক্তি হয় স্মতরাং এই সকল ঔষধ পুরাতন হইলে অব্যবহার্য্য । অল্পপান—মধু । অবস্থা বিশেষে ইহা অন্যান্য যকৃৎ নাশক দ্রব্যের সহিত ব্যবহার করা যায় ।

কালমেঘ যকৃতের অমোঘ ঔষধ । জ্বরযুক্ত যকৃতে কালমেঘের অল্পপানে ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল লাভ হয় । ইহা ভেদক, পাণ্ডু ও কামলা নাশক ।

### রোহিতক তৈল ।

রোহিতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১০ তোলা, মাত্রা ১০ আনা । অল্পপান—পিপুলচূর্ণ, মধু, রোহিতক ছাল রস, ইত্যাদি ।

নবায়স লৌহ, গুড়ুচ্যাতি লৌহ ও রোহিতক লৌহ প্রায় একই রকম ঔষধ । স্মতরাং এই তিনটি ঔষধ যকৃতে উপকারী । এইজন্যই নবায়স লৌহ যকৃতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এক মাত্র নবায়স লৌহ দ্বারা গুড়ুচ্যাতি লৌহ ও রোহিতক লৌহের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে । কিন্তু যথাক্রমে গুলঞ্চ ও রোহিতক রস সহ ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে । নবায়স লৌহ শোথে ও জ্বরে বিশেষ কার্য্যকারী ।

### রসরাজ রস ।

গন্ধক সংযোগে জারিত তাম্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ ১০ তোলা—ওলের রসে মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে । শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি মাত্রায় মধুসহ সেবন করিবে । ইহা প্লীহা ও যকৃৎ নাশক । ইহাতে যকৃৎ শূল ও জ্বর আরোগ্য হয় । অবস্থা বিশেষে অস্ত্রান্ত্র অল্পপানেও ঔষধ ব্যবহার করিবে । ওল প্লীহা যকৃতের উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পথ্য ।

### প্লীহারি বটিকা ।

হীরাকস, মুসকর, তক বর্জিত রত্নন একত্র সমভাগে মর্দন করিয়া ৩৪ রতি বটী করিবে । অল্পপান—উষ্ণজল ।

## প্লীহান্তক রস।

তাম্র, রৌপ্য, লৌহ, অত্র, যুক্তা, হিঙ্গুল, রসাজন, পারদ, গন্ধক, গুগ্গলু, ত্রিকটু, রান্না, জয়পাল বীজ, ত্রিফলা, কটকী, দস্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী, যবক্ষার, এরণ্ড তৈল দ্বারা মর্দন করিয়া ২রতি বটী করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহাতে আনাহ, জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ ও পাণ্ডু নষ্ট হয়।

## প্লীহাশাদ্দূল রস।

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, এই পঞ্চদ্রব্যের সমান তাম্রভস্ম, মনঃশিলা, কড়িভস্ম, শোধিত তুতে, হিং, লৌহ, রয়নাছাল, জয়ন্তী, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিটলবণ, চিতেমূল ও জয়পাল প্রত্যেক পদ পারদের সমান। তেউড়ী, চিতে, পিপুল ও আদা দ্বারা পৃথক ২ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—মধু ও পিপুলচূর্ণ। ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, জ্বর, অগ্রমাংস ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ইহা উষ্ণকটু ঔষধ।

## লৌহ স্নাত্ত্যুগ্ধরস রস।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, মনঃশিলা, তাম্র, শোধিত কুচিলা, কড়িভস্ম, তুতে, শঙ্খভস্ম, রসাজন, জাতিফল, কটকী, সাচিকার, যবক্ষার, জয়পাল, ত্রিকটু, হিং, সৈন্ধব, প্রত্যেক ১ তোলা। হুড়হুড়ে রসে ও বিলপত্র রসে ভাবনা দিয়া পশ্চাৎ হুড়হুড়ে রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—মধু ও বিলপত্র রস। ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, অগ্রমাংস, শোথ প্রভৃতি সত্ত্বর আরোগ্য হয়। এই ঔষধের তুতে ও তাম্রা ভালরূপ শোধিত না হইলে বমি হইয়া থাকে।

## স্নাত্ত্যুগ্ধরস লৌহ।

পারদ, গন্ধক, অত্র প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, সাচিকার, যবক্ষার, সোহাগা, বিটলবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতেমূল, হরিতাল, মনঃশিলা, কটকী, হিং, রোহিতক ছাল, তেউড়ীমূল, তেঁতুলক ভস্ম, গোরক্ষচাকুলে মূল, শ্বেত ধদিরকাঠ, অঙ্কোঠ, ( কাল ওকড়া ) আপাং ক্ষার, তালজটা ভস্ম, পুরাতন তেঁতুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জয়পাল, তুতে, রোহিতক, রসাজন প্রত্যেক ১ ভাগ, আদা ও গুলঞ্চের স্বরসে পৃথক ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহাতে প্লীহা জ্বর, কাস, বিষমজ্বর, প্লীপদ, শোথ প্রভৃতি সত্ত্বর আরোগ্য হয়। অল্পপান—সাধারণতঃ মধু ও বিলপত্ররস। এই ঔষধ দৃষ্টফল। ইহা মৃৎ ধাতুতে প্রযোজ্য নহে।

## লোকনাথ রস।

পারদ, গন্ধক, অত্র প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, তাম্রভস্ম প্রত্যেক ২ তোলা, কড়িভস্ম ৬তোলা পানরসে মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করতঃ শীতল হইলে উদ্ধত করিবে।

মাত্রা—২১০ রতি । অল্পপান—অবস্থাভেদে পিপুলচূর্ণ ও মধু, পুরাতন গুড় ও হরীতকী বাটা, গোবৃত্র অথবা জীরেচূর্ণ ও পুরাতন গুড় । সাধারণতঃ হরীতকী বাটা, জীরেচূর্ণ ও মধুসহ ব্যবহৃত হয় । ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, জ্বর ও পাণ্ডু আরোগ্য হয় । এই ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হয় ।

### বৃহৎ লোকনাথ রস ।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে । পশ্চাৎ উহার সহিত ১ তোলা অন্ন মিশাইয়া স্নাতকুমারীর রসে মাড়িবে । তৎপর ২ তোলা লৌহ, ২ তোলা তাম্র ও ২ তোলা কড়িভস্ম মিশাইয়া কাকমাচী রসে মর্দন করিয়া গোলক করিয়া গজপুটে পাক করিবে । মাত্রা—২১০ রতি । অল্পপান—মধু । সচরাচর পূর্কোক্ত অল্পপানে ব্যবহৃত হয় । ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস, জীর্ণজ্বর, কামলা ও শোথ নষ্ট হয় ।

### বৃহৎ লোকনাথ রস । ( মতান্তরীয় ) ।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অন্ন ১ তোলা, পূর্ববৎ স্নাতকুমারীর রসে মর্দন করিবে । পশ্চাৎ তৎসহ তাম্র ২ তোলা ও লৌহ ২ তোলা মিশাইয়া কাকমাচী রসে মর্দন করিবে । অনন্তর উহার সহিত ২ তোলা গন্ধক ও ২ তোলা কড়িভস্ম মিশাইয়া জম্বীররসে মর্দন করিয়া গোলক করতঃ গুঁড় করিয়া পোড়া মাচী ও সৈন্ধব দ্বারা শরাবের মুখ বন্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে । অল্পপান ও মাত্রা পূর্ববৎ । এই ঔষধ গোবৃত্র সহ পান করিলে বিশেষ ফললাভ হয় । ইহার গুণ পূর্ববৎ । এই ঔষধ গজপুটে পাক না করিয়া লবণ যন্ত্রে পাক করিলে অথবা লবণপূর্ণ ভাণ্ডে স্থাপন করিয়া গজপুটে পাক করিলে বিশেষ ফলোদয় হয় । ইহা পরীক্ষিত । লবণযন্ত্রে পাক করা চক্রপাণি দত্তের অল্পমোদিত । পৃথক ২ রসে মর্দন করিয়া প্রত্যেক বারেই গুঁড় করিয়া লইবে । এই ঔষধে ২ তোলা স্থানে ২ তোলা কড়িভস্ম মিশ্রিত করিবার উপদেশ আছে । পূর্কোক্ত বৃহৎ লোকনাথ রস ও লবণযন্ত্রে পাক করা যাইতে পারে । লবণযন্ত্রে পাক করিতে হইলে ৪ প্রহর মধ্য অগ্নিতে পাক করা কর্তব্য । কেহ ২ দ্বিপ্রহর কাল পাক করেন ।

প্লীহাধিকারের ঔষধের মধ্যে বৃহৎ লোকনাথ রস, প্লীহাশর্দূল, অভয়া-লবণ, স্নাতকুমারী লৌহ, গুড়পিপ্পলী ও চিত্রকাদি লৌহ এই ছয়টা ঔষধ শ্রেষ্ঠ । যকৃতের ঔষধের মধ্যে যকৃৎশূলমর্দিনী বটীকা, গুড়চ্যাদি চূর্ণ, রোহিতকাদি চূর্ণ ও যকৃদরি লৌহ এই চারিটা ঔষধ উৎকৃষ্ট । প্লীহারি রস ও যকৃতে বিশেষ ফলপ্রদ ।

প্লীহাতে বজ্রক্ষার ও যকৃতে নিশাদল ষটি শুভ্রপর্ণা বিশেষ হিতকর ।

## শুভ্রপর্পটী ।

সোরা ১/। পোয়া, নিশাদল ১০ ছটাক, লৌহ কটাহে লৌহ হাতাধারা পাক করিয়া গিঙলপাত্রে ঢালিয়া চটী করিবে । মাত্রা—১০—১/০ আনা । গরমজল ও চিনিসহ সেব্য । ইহা অগ্নিনিবারক ও পরিপাচক ।

## চিত্রকাদি লৌহ ।

চিত্তেমূল, শুঠ, বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটা ভগ্ন, আপাংমূল ক্ষার, (অভাবে, ভগ্ন গ্রাহ্য) পুরাণ মাণ প্রত্যেক চূর্ণ ৫ তোলা, লৌহ, অভ্র, পিপুল, তাম্র, যব-ক্ষার, পঞ্চলবণ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা । পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের, নুতন হাঁড়ীতে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে । শীতল হইলে ২ পল মধু মিশাইবার বিধান থাকিলেও উহা মিশ্রিত করা হয় না । পাকে ঔষধ অত্যন্ত ঘন হইলেই নামাইবে । (যেন পুড়িয়া না যায়) । লোহার বা কাঠের হাতা দ্বারা আলোড়ন করিবে । মাত্রা—১০—১১ তোলা, অল্পপান—গরমজল । ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, গুল্ম, গ্রহণী, জ্বর, কামলা, পাণ্ডু ও উদর আরোগ্য হয় । রক্তচিত্তেমূল গ্রহণ না করিলে ঔষধে উপকার হইবে না । ইহা যকৃৎ ও প্লীহার অদ্ব্যংকষ্ট ঔষধ ।

## উদরাময়কুস্তিকেশরী । ( অতিসারাদি যুক্ত )

পারদ, গন্ধক, তাম্রভগ্ন, ত্রিকটু, যবক্ষার, সচিক্কার, সোহাগা, পিপুলমূল, চই, চিত্তেমূল, পঞ্চলবণ, যমানী, হিং প্রত্যেক সমভাগ, জম্বীর রসে ভাবনা দিয়া ২৪ রতি বটী করিবে । অল্পপান—জল বা অতিসার নাশক দ্রব দ্রব্য । ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, ক্রিমি, অগ্রমাংস, অতিসার যুক্ত জ্বলোদর ও আমাজীর্ণ আরোগ্য হয় । এই ঔষধ ধারক । এই অবস্থায় অহাংশ প্রাণী বিশেষ ফলপ্রদ ।

## যকৃৎ প্লীহারি লৌহ ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র, মনঃশলা, হরিত্রা প্রত্যেক ২ তোলা, জয়পাল, সোহাগা, শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, চিত্তেমূল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা, ভূজরাঙ্গ ইহাদের পৃথক ২ কাপে বা স্বরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু । ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, শোথ, পাণ্ডু, আরোগ্য হয় । এই ঔষধ ভেদক ।

পাণ্ডু রোগাধিকারের পুনর্জল অগ্নুন্ন প্লীহারোগে, প্লীহোদরে ও তৎসংস্থষ্ট শোথে বিশেষ ফলপ্রদ ।

শল্যদ্রাবক প্রভৃতি কয়েকটা দ্রাবক আছে তাহা প্লীহায় পরম হিতকর । কিন্তু তাহার প্রস্তুত প্রণালী অত্যন্ত কঠিন বিধায় ইদানীং প্রায়শঃ প্রস্তুত হয় না । উহা উপযুক্ত

চিকিৎসকের নিকট হইতে আনিয়া ব্যবহার করিবে। মহাজ্বাবকের মাত্রা ৭।৮ বিন্দু, জল সহ সেব্য। ইহাতে গুল্ম এবং জ্বরাদিও আরোগ্য হয়। শঙ্খ জ্বাবকের মাত্রা ১০।১২ বিন্দু, জল সহ সেব্য। ইহাতে বিন্শ্চী, উদর, অজীর্ণ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। জ্বাবক মাত্রেই আহারান্তে সেব্য। নতুবা উদরেচ্ছালা হইতে পারে। ইহা অত্যন্ত আশ্রয় ও তীক্ষ্ণ।

প্লীহায় যে দ্ব্যুতাদি ব্যবস্থিত আছে তাহা ইদানীং ব্যবহৃত হয় না। পুরাতন প্লীহা যুক্ত জীর্ণজ্বর কেবল অট্‌পলকহৃত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কফবর্জকদ্রব্য মাত্রেই প্লীহায় বা যকৃতে অসংখ্য। পরিপাকদ্রব্য মাত্রেই হিতকর। বিশেষতঃ ওল, মাণ, পেঁপে, ডুমুর, মুগ, বুট সুসংখ্য। প্লীহা যকৃতের প্রযুক্তাবস্থায় মংস্ত, দুহ্ম, ও মাংস বর্জনীয়। নিদানে প্লীহা ও যকৃতের নিদান লক্ষণ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; স্মৃতরাং উহার লক্ষণাদির বিশেষরূপ অবগতির নিমিত্ত নিম্নে বিশেষ বিশেষ বিষয় বর্ণিত হইল।

হৃদয়ের নিম্নে, দক্ষিণ ভাগে যকৃতের স্থান। ঐ যকৃতে বহুবিধ কষ্টকরব্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। যকৃৎ স্নান অর্থাৎ কার্য্যকারণশক্তিহীন হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অল্পপিত্তযুক্ত মল নির্গম, শরীরের পাণ্ডুতা বা কর্দম বর্ণতা, পিপাসা, মূত্রের আবিলতা, উদগার, অবসন্নতা, আশ্বান, বমন বেগ, বমন, প্রাতঃকালে মুখ তিত্তবোধ, নাড়ীর কঠিনতা, অগ্নিমান্দ্য, জিহ্বার মলিনতা, দেহের মৃতিকা বর্ণতা, যকৃতে আকর্ষণবৎ বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

যকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাতে বেদনা হয়। হৃদয়ের অস্থিতে দক্ষিণ স্বন্ধে এবং দক্ষিণ সন্ধিতে (উরুতে) বেদনা হইতে পারে। দক্ষিণ বাহুর জড়তা, মুখে তিত্তাবাদ, মলের বিবর্ণতা, কাস, রক্তমূত্রতা, অসুস্থচিত্ততা, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধতা ও চক্ষুর পীতবর্ণতা হয়। রোগী বামপার্শ্বে শয়ন করিতে ভাল বাসে। স্ফটাবদ্ধবৎ বেদনা, ভেদবৎ ব্যথা, দাহ, কামলা, নিদ্রানাশ, পিপাসা, শোথ ও বলক্ষয় ইত্যাদি উপসর্গ হইয়া থাকে। যকৃতে বিদ্রুপি হইলে কদাচিৎ ২।১টা রোগী আরোগ্য হয়।

অতিশয় মত্তপান, অত্যাধিক বা গুরুপাক দ্রব্যভক্ষণ, মলমূত্রের বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অতি মৈথুন, অতিশয় ভারবহন, অতিপথপর্যটন, অভিঘাত এবং অজ্ঞান উগ্রক্রিয়া দ্বারা যকৃৎরোগ উৎপন্ন হয়। যকৃতে বিদ্রুপি হইলে হিকা, শ্বাসকষ্ট এবং যকৃৎস্থানে বিদ্রুপির দ্বায় বেদনা হয়।

### প্লীহার বিশেষ ২ বিষয়। যথা—

জ্বর, বিষমজ্বর ও দুর্জলজ্বর হইতে প্লীহায় বেদনা ও রক্তসঞ্চয় হইতে পারে। রক্তসঞ্চয় হইলে রক্ত মোক্ষণ বিধি। রক্ত সঞ্চিত হইলে দেহ শীর্ণ ও দুর্বল, বিষ্ঠা কৃষ্ণ বর্ণ, রক্তক্ষয়, জিহ্বার লিপ্ততা, মূত্রের বিবর্ণতা, কার্য্যে অলুৎসাহ, অসুস্থচিত্ততা ও



প্রত্যহ অন্ন ২' জর হয়। এই রোগ সম্বর প্রতিরূত না হইলে কালক্রমে পাদাদিতে শোধ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে রোগ হুঃসাধ্য হয়। এই রোগের পরিণামে জলোদর, দণ্ডপাত, শরীরের স্রোতঃ সমূহ হইতে বক্তনির্গম, বিশেষতঃ দাঁতের গোঁড়াদিয়া রক্তস্রাব, অরুচি ও বলাভাদ হইলে প্রায়শঃ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

গ্রীহার স্থানে উষ্ণ গোমূত্র স্বেদ ও প্রাতঃকালে উহার পীড়ন হিতকর। সজিনাছাল বাটিয়া (গোমূত্র দ্বারা ব্যবহার) উষ্ণ করতঃ গ্রীহস্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। প্রত্যহ অন্ন বিরেচন অগ্নিদীপক ঔষধ, জরনাশক অন্নপান এবং অন্ন, লবণ, দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি অভিষান্দি দ্রব্য ত্যাগ করা গ্রীহারোগে বিধেয়।

## শোথ চিকিৎসা।

উদরে শোথ হয় স্মৃতরাং গ্রীহা যকৃতের পরে শোথ চিকিৎসা কথিত হইয়া থাকে।

শোথ ২ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষজ, বাতপিত্তজ, বাত শ্লেষজ, পিত্তশ্লেষজ, সন্নিপাতজ, অভিঘাতজ ও বিষজ। শোথ মাত্রেই শ্লেষা প্রবল হইয়া থাকে। স্মৃতরাং ইহাতে শ্লেষনাশক অন্নপান হিতকর। বাত প্রধান শোথ দিনে অধিক হয় এবং পীড়ন করিলে উন্নত হয়। কক প্রধান শোথ রাত্ৰিতে অধিক হয় এবং পীড়ন করিলে নিম্ন হয়। অভিঘাতজ শোথ বিসর্পী।

সমুদ্রের বাতাসে স্নানাতক রসম্পর্শে এবং আলকুশীর শুকদ্বারা যে শোথ উৎপন্ন হয় তাহাও অভিঘাতজ শোথের অন্তর্গত।

যে শোথ পুরুষের পাদে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ মুখপ্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীলোকের মুখে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ সর্ধোগত হয় তাহা অসাধ্য।

স্বনিদানজাত শোথও কাহানো মতে অসাধ্য; কিন্তু তাহা সমীচীন নহে। তবে তাহা কষ্টসাধ্য বটে।

পাথুরোগ প্রভৃতিতে যে শোথ হয় তাহা অসাধ্য নহে। উপদ্রবযুক্ত শোথ অসাধ্য। উপদ্রব। যথা—(‘ছর্দিভৃক্ষারুচিঃস্বানো জরোতিসার এবচ। সপ্তকোয়ং সদৌর্জল্যঃ শোথোপ-দ্রবসংগ্রহঃ’) অস্ত্যার্থঃ—বমন, পিপাসা, অরুচি, শ্বাস, জ্বর, অতিসার ও দুর্বলতা এই সাতটি শোথের উপদ্রব। ইহাতে ক্ষার, অন্ন, লবণ, দধি, শাক, যাবতীয় কফবর্দ্ধক দ্রব্য, শীতল জল অহিতকর। দুগ্ধ, বাঁধা চিকিৎসায় হিতকর।

মৎস্ত, মাংস, দিবানিদ্ৰা, গুরুপাক দ্রব্য, নবান্ন ও মৈথুন অপথ্য মধ্যে গণনীয়। লবণের মধ্যে করকচ ও সান্তারী লবণ অতিশয় অনিষ্টকর।

অপারগ পক্ষে সৈন্ধব লবণ মাণরসে ভাজিয়া অন্নমাসায় ব্যবহার করিবে।

ইহাতে পুরাতন মাগ, ও পুনর্গবা শাক পল্ল্য অপথ্য।

বাতজ শোথে লিম্বাদি জ্বাথ ও দশমূলেন্ন জ্বাথ অত্যাব কলপ্রদ ।

লিম্বাদি । যথা—ভুঁঠ, পুনর্ণবা, এণ্ডুল, বেলছাগ, নাওশোণা, গাম্ভারী, পাকল, গণিয়ারী । দশমূল বাতনাশক এবং সমস্ত শোথ নাশক । শোথ মাত্রেই প্রস্তাব কারক ঔষধ উপকারী । স্নতরাং শোথে লিঙ্গম্ভোগ গোক্ষুরের কাথ সহ প্রয়োগ করিবে ।

### বিদ্রব্ধ মোগ ।

প্রবাল ১ তোলা, রসসিন্দূর ১ তোলা । মাত্রা ৩৪ রতি । অল্পপান—অবস্থা বিশেষে গোক্ষুরের খাস, পাথর কুচির পাতার রস ইত্যাদি ।

কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ইচ্ছাভেদী বা অন্য ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠপরিষ্কার রাখা আবশ্যক ।

শোথে অতিসার উৎপন্ন হইলে কেহ ২ নিম্নোক্ত সাদাচর্চী ব্যবহার করেন ।  
উহা সংগ্রাহক এবং মূত্রকারক ।

### সাদাচর্চী ।

সোরা ১/১ পোয়া, ফিটকারী ১/০ ছটাক । সোরা লৌহ কটাহে দ্রবীভূত করতঃ ফেনা কাটিয়া ফিটকারী চূর্ণ মিশাইয়া পিতল পাত্রে ঢালিয়া চটী করিবে । লৌহ হাতা দ্বারা কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে । এই ঔষধ চিনি ও জল সহ এক আনা মাত্রায় ব্যবহার করিলে বাতজ অতিসার আরোগ্য হয় । ইহা পরিপাচক ও আশ্বাস নিবারক ।

শোথরক্ত বাতাসিসারে চিনি ও জলের পরিবর্তে শ্বেতপুনর্ণবার রস বা কুল্ল খাড়ার রস সহ ব্যবহার করা বিধেয় ।

শোথের প্রলেপ । যথা—ভাজা বালুকা, পুরাতন সৰ্প খল, সজ্জিমাছাল, মসিনা ও পিপুল, গোবুজ দ্বারা বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিবে । শ্বেত পুনর্ণবা, দেবদারু, ভুঁঠ, সজ্জিনার ছাল, শ্বেত সৰ্প কাঁজিতে পেষণ করিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলেও সৰ্ব্ববিধ শোথ আরোগ্য হয় ।

এই রোগে স্নান করা বিধেয় নহে । নিত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিলে জটাযাগী বা ঘুরামংগী সাধিত জলদ্বারা স্নান করা কর্তব্য ।

পাণুরোগাধিকারোক্ত পুনর্ণবা মণ্ডুর শোথের মহৌষধ । উহা ককপ্রধান শোথে ব্যবহার করিবে ।

পুনর্ণবাস্থিক কক্ষায়া । যথা—শ্বেতপুনর্ণবা, নিমছাল, পটোল পত্র, ভুঁঠ, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী । ইহাতে সৰ্ব্বাঙ্গশোথ, উদর ও পাণু আরোগ্য হয় ।

দশমূলের কাথে গুণ্ণুলু ১০ সিকি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লেষ্মপ্রধান অস্তিসারে ফললাভ হয় ।

## মুষ্টিশোথ।

পুরাতন মাণের চূর্ণ ১০ আনা দ্রব্ধ সহ পান করিলে গ্ৰীহা ও শোথ আরোগ্য হয়। ইহা গ্ৰীহাবৃদ্ধ শোথে ফলপ্রদ।

উদরেকণ্ঠিত আনান্দ্র শোথের সর্বোৎকৃষ্ট পথা ও ঔষধ।

কেবল যেত পুনর্বার কাথ পান করিলে শোথ প্রশমিত হয়। যেত পুনর্বার শোথের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা শোধক।

কুলেখাড়ার ক্ষার বা উহার ভস্ম ১/১০ আনা জলসহ পান করিলে শোথ আরোগ্য হয়। কুলেখাড়া পাতার রস শোথে ঔষধের অল্পপান রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রকারক। দেবদারু, যেত পুনর্বার ও শুঠ সাধিত দ্রব্ধ শোথে হিতকর।

## ক্ষার গুড়িকা।

মূলক ভগ্নীভস্ম ৩২ সের, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ২ দ্রোণ, ছাঁকিয়া পুনঃ পাকে চাপাইয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে ক্ষারধর, লবণচতুষ্টয়, লৌহ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, বনযমানী, দেবদারু, বিষমূলের ছাল, ( বা বেলশুঠ ) ইন্দ্রযব, চিতেমূল, আকনাদি পাতা, যষ্টিমধু, আতৈষ ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল এবং শোধিত হিং ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ১০--১১ তোলা। এই ঔষধ গুড়াকার করিয়া উত্তমরূপ গুকাইয়া রাখিবে। অল্পপান—গরমজল। ইহা শোথের পরমৌষধ এবং গ্ৰীহাদর ও গ্ৰীহার বিশেষ ফলপ্রদ। উদররোগ মাত্রেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে।

তিল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ভ্রম্মাতকজ শোথ আরোগ্য হয়।

পুনর্বার, নিমপাতা, শিমপাতা, পালিধাছাল—ইহাদের অথবা আপাং, কুলেখাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তীপাতা—ইহাদের পোটলী স্বেদ দিলে শোথ প্রশমিত হয়।

## পুনর্বারবলেহ।

যেত পুনর্বার, দেবদারু, গুলঞ্চ ও দশমূল মিলিত ১/৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আদার স্বরস ১/৪ সের, গুড় ১২১ সের একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে তাহাতে ত্রিকটু, ভেজপাতা, এলাচি, দারুচিনি ও চই প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নামাইবে। মাত্রা ১০ তোলা। অল্পপান—গরমজল প্রভৃতি। শীতল হইলে এই ঔষধে ১/১১ সের মধু মিলাইবার বিধি আছে। ইহা কফ প্রধান শোথে উপকারী।

## দশমূল হরীতকী।

দশমূল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের; তাহাতে হরীতকী ১০০ একশতটী এবং শুড় ১২৥ সের প্রক্ষিপ্ত করিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে তাহাতে ত্রিকটু ও যবক্ষার মিলিত ৪ পল, দারুচিনি এলাচি, তেজপাত প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করতঃ নাশাইবে। শীতল হইলে ১/২ সের মধু মিশাইবার বিধি আছে। প্রতিদিন ১টী হরীতকী ও ১০ তোলা লেহ দুগ্ধ বা গরম জল সহ পান করিবে। এই ঔষধের অপর নাম কংস হরীতকী। ইহা দ্বারা প্রবল শোথ, জ্বর, মেহ, পাণ্ডু ও উদররোগ আরোগ্য হয়।

পাণ্ডুরোগে নবাস্ত্রস লৌহ পুনর্ব্বার বা বেলপাতার রস সহ পান করিলে দুর্গিব্যার শোথ উপশম প্রাপ্ত হয়। অতিসারযুক্ত শোথে—লস পর্পটী, জ্বরাসার যুক্ত শোথে—পঞ্চাঙ্গুত পর্পটী এবং প্রবল রসাধিক শোথে—দুধবতী বা লাল শুড়া ব্যবহার করিবে। এই সকল ঔষধ ব্যবহার কালে জল এবং লবণ বর্জনীয় এবং দুগ্ধান্ন পথ্য। অসহ্য তৃষ্ণায় ডাবের জল এবং মুরামাংসী সাধিত জল পান করিবে। নিত্যন্ত আবশ্যক হইলে কেশরাজের রস সহ সৈন্ধব ভাজিয়া অন্ন মাত্রায় ব্যবহার করিবে। জ্বরাসারযুক্ত শোথে পুটিপাক লিঙ্গন জুরাস্তক লৌহ বিশেষ কার্য্যকারী। রোগীর প্রীতি বর্দ্ধন থাকিলে লোকনাথ লস, রোহিতক লৌহ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য। গ্রহণীতে যে সকল শোথ নাশক ঔষধ লিখিত হইয়াছে, অবস্থা বিশেষে তাহা ব্যবহার করিবে।

### দুধবতী। (সাতিসারে)

শোধিত বিষ ১২ রতি আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি, অন্ন ৬০ রতি দুগ্ধ দ্বারা বর্দ্ধন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অল্পপান—দুগ্ধ। রোগ আনোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য। লবণ ও জল অবশ্য বর্জনীয়।

### দুধবতী। (অতিসার রহিতে)

বিষ, কক্ক ধুস্তুর বাজ, হিজুল প্রত্যেক সমভাগ, কক্কধুস্তুর পত্র রসে বর্দ্ধন করিয়া যুগের ত্রায় বটী করিবে। দুগ্ধ সহ সেব্য।

### লাল শুড়া।

উৎকৃষ্ট বংশলোচন ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, মাত্রা ৩ রতি। অল্পপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ।

### কল্পলতা বটী (গ্রহণীযুক্ত শোথে)

বিষ, হিজুল, ধুস্তুরাবীজ প্রত্যেক ১২ রতি, আফিং ৩৬ রতি, দুগ্ধে বাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। অল্পপান—দুগ্ধ। পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ।

### শোথশার্দীল রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্ন, সোহাগা, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈন্ধব, গজপিপুল, ইন্দ্রযব, চতেমূল প্রত্যেক সমভাগ, ষ্ঠেত পুনর্গবার স্বরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে ।  
অল্পপান—ষ্ঠেত পুনর্গবার রস ও মধু । ইহাতে শোথ জ্বর, কাস, শ্বাস ও প্লীহা আরোগ্য হয় । এই ঔষধে পুনর্গবার ভাবনা না দিয়া জল দ্বারা মাড়িয়া ১ রতি বটী করিলে তাহাকে শোথকালানল রস কহে । শোথশার্দীল শোথাদিকারের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ । ইহার লৌহ, অন্ন ও রক্তচিত্তমূল অত্যুৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক । ভাবনার ঔষধে ভাবনা ভাল না হইলে ঐরূপ কোন ঔষধই ভালরূপে ক্রিয়া প্রকাশ করে না । শোথে জ্বর শান্তির নিমিত্ত স্বতন্ত্র ঔষধ প্রযোজ্য হইলে অবস্থা বিশেষে নবায়স লৌহ, পুটপাক বিষম জ্বরাস্তক লৌহ, মহালক্ষ্মাবিলাস, বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব, সততারি রস, চুড়ামণি রস বা বৃহৎ জ্বর চুড়ামণি ব্যবহার করিবে ।

ত্রিশলাদি লৌহ । ( বাত শোথে )

ত্রিকটু ও যবক্ষার মিলিত ৪ তোলা, লৌহতাম্র ৪ তোলা, মাত্রা ৩ রতি । অল্পপান—ত্রিকটুর উষ্ণ কাথ । অগ্ন্যন্ত শোথেও অগ্ন্যন্ত অল্পপানে ব্যবহৃত হইতে পারে ।

অগ্নিমুখ ঝণ্ডুর । ( প্লীহাশোথে )

পুরাতন ঝণ্ডুর ১২ পল, পার্কার্ণ—গোমূত্র ১২ সের, মৃৎপাত্রে পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে পার্কেপার্ণ—পঞ্চকোল, দেবদারু, মূতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, মাত্রা ১০ তোলা তক্র সহ পের । তক্রাভাবে গরম জল সহ সেবনীয় । ইহা সেবনে তক্রপান প্রশস্ত । জ্বর থাকিলে তক্র ব্যবহার্য্য নহে । প্রবৃদ্ধ শোথে জল ও লবণ ত্যাগ করিবে ।

শুক মূল্যাত্ত তৈল । ( রক্তশোথে )

তৈল ৮ সের, জল ১৬ সের, কঙ্কার্ণ—শুকমূলা, ষ্ঠেত পুনর্গবা, দেবদারু, রান্না ও গুঁঠ মিলিত ১১ সের । ইহা শোথ প্রশমক ।

বৃহৎ শুকমূল্যাত্ত তৈল । ( জীর্ণশোথে )

তৈল ৮ সের, শুকমূলের কাথ ৮ সের, সন্ধিনা ছালের কাথ ৮ সের, কৃষ্ণধূতুর পত্রের রস ৮ সের, পালিধাপত্রের রস ৮ সের, ষ্ঠেতপুনর্গবার রস ৮ সের, করঞ্জপাতার রস ৮ সের, বরুণছালের কাথ ৮ সের, নিসিন্দা পাকার রস ৮ সের, দশমূলের কাথ ৮ সের । কঙ্কার্ণ—গুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্গবা, কাকষাটী, চালিতা ছাল, পিপুল,

গজপিপুল, কটফল, কুড়, কাকড়াশঙ্গী, রান্না, ছুরালভা, কুম্ভজোরে, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্রামালভা, অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা।

### শোধ শার্দূল তৈল।

কটু তৈল ৮, কষার্থ—ধূতুরাফল, দশমূল, নিসিন্দা পাতা, জয়ন্তী পাতা, পুনর্গবা ও করঞ্জ প্রত্যেক ৮ তিন পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কষার্থ—রান্না, পুনর্গবা, দেবদারু, শুক মূল, ৩০. পিপুলমিলিত ৮ সের। ইহার গুণ পূর্ববৎ।

### পুনর্গবাদি তৈল।

শেত পুনর্গবা ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, তিল তৈল ৮ সের, কষার্থ—ত্রিকটু, ত্রিকলা, কাকড়াশঙ্গী, শনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকান্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্গবা, যমানী, কুম্ভজোরে, এলাচি, দারুচিনি, লোধ, তেজপাত, নাগকেশর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতেমূল, গুলফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রান্না, ছুরালভা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা শোধ, জীর্ণজ্বর, প্রীহা, কামলা, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস ও উদর রোগ নাশক। এই তৈল প্রায়শ ব্যবহৃত হয় না।

উর্দ্ধকায়ে শোধ হইলে বিরেচন দ্বারা এবং অধঃকায়ে শোধ হইলে বমন প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কেহ ২ বলেন যে উর্দ্ধকায়ে শোধে বমন এবং অধঃকায়ে শোধে বিরেচন প্রযোজ্য। আমাদের মতে পূর্ব কল্পই সমীচীন। যেহেতু উর্দ্ধকায়ে শোধে বমন দ্বারা দোষ উৎক্লিপ্ত হইয়া শোধ বর্ধিত হইবার সম্ভাবনা। ভারত প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় পদ্মধর কবিরাজ মহাশয় পূর্বরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

অধুনা আমরা এই নিয়মানুসারে চিকিৎসা করি না। শোধ মাত্রেই অধোবিরেচক ও মূত্রকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি এবং প্রায়শঃ তাহাতেই ফললাভ হয়।

### পুনর্গবারিষ্ট।

শেত পুনর্গবা, রক্ত পুনর্গবা, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে ছাল, আকনাড়ি পাতা, বাসক ছাল, গুলফা, রক্তচিতেমূল, কটকারী প্রত্যেক ৩ পল, জল ৪ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ ছাঁকিয়া লইবে। তাহাতে পুরাতন গুড় ২৫ সের ও মধু ২ সের মিলাইয়া নুতন মৃতপাত্রে (ঘুতাক্ত) মুখ বদ্ধ করিয়া ১ মাস রাখিবে। পশ্চাৎ যবের পাতা দ্বারা ঢাকিয়া ১ মাস রাখিয়া তাহাতে চূর্ণীকৃত নাগকেশর, দারুচিনি, এলাচি, মরিচ, বালা ও তেজপাত প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ১০ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। ভূক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলেই ঔষধ সেবন প্রশস্ত। ইহা দ্বারা শোধ, পাণ্ডু, প্রীহা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

## ফল ত্রিকারিষ্ট ।

ত্রিকলা, শোধিত রক্তচিত্তেমূল, পিপুল, যমানী, বিড়ল, লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ৮/৮ সের, মধু ১/১ সের, পুরাতন গুড় ১২ ৥ সের স্নাত্ত ভাঙে ১ মাস সুখ বদ্ধ করিয়া যবের মধ্যে রাখিবে পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা—পূর্ববৎ । ইহা বাতশোথে বিশেষ ফলপ্রদ ।

শোধিত শিলাজতু ৮/০ আনা মাত্রায় ত্রিকলা কাথসহ পান করিলে ত্রিদোষজ শোণ আরোগ্য হয় ।

## অগ্নিকার স্নাত ।

স্নাত ৮/৪ সের, জল ৩২ সের । ককার্থ—শোধিত রক্তচিত্তেমূল ৮/৮ সের ও যবক্ষার ৮/৮ সেব । ইহা কৃষ্ণবাতশোথে ফলপ্রদ । মাত্রা—৮/০ তোলা ; ত্রিসহ সেব্য ।

## চিহ্নক স্নাত ।

চিত্তেমূল লিপ্ত কুন্তে দুধ রাখিয়া দধি করিবে । সেই দধি মগ্ন করিয়া স্নাত বাহির করতঃ উহার ৮/৪ সের, পাকার্ণ তক ১৬ সের, রক্ত চিত্তেমূল ৮/১ সের । এই স্নাত ব্যবহারে দুঃসাধ্য শোণ প্রশমিত হয় ।

শোণে পিড়কা হইলে যষ্টিমধু, স্নাত, শ্বেতচন্দন ও কয়েদু বেলের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে । পথ্য—পটোল পত্র, পটোল, মূলক, বেত্রাগ্র, নিমপাতা, পুনর্নবা কাকমাটী শাক, ভুলটে, পুরাতন যব, পুরাতন মাগ, ওল, পুরাতন হৈমন্তিক ধাতু ।

## অথ বুদ্ধি চিকিৎসা ।

শোধ সাধন্য হেতু শোধের পথ বুদ্ধি চিকিৎসা ( এক শিরা ) কথিত হইয়া থাকে । পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় অনাহার, একাদশী পালন, বস্ত্র বন্ধনী দ্বারা কোষবন্ধন এবং শোধের জায় আহারবিহারা ইত্যাদি হিতকর ।

পরিভ্রমণ, মৈথুন, বেগবাণ, শীতল দ্রব্যভক্ষণ, শৈত্যক্রিয়া, যানারোহন ও ব্যায়াম অহিতকর । পথ্যাপথ্য মানিয়া চলিলে পীড়া খুব কম থাকে ।

কদম পাতা দ্বারা কোষ বাধিয়া রাখিলে উপকার হয় । কথিত আছে, আফুলা চালিতা গাছের মূল কোমরে ধারণ করিলে এই রোগ আরোগ্য হয় বা বর্ধিত হইতে পারে না । পায়ের রক্তাঙ্গুলিতে শাভুনির্মিত অঙ্গুরীয়ক ( আট হওয়া আবশ্যক ) ধারণ করিলেও পূর্ববৎ ফল হয় । যে দিকের কোষে পীড়া, সেই দিকের পায়ের অঙ্গুলীতে আংটি ধারণ বৃক্তিসুজ্ঞ । এই পীড়ায় কেহ কেহ “ল্যাঙট” ব্যবহার করেন, তাহা হিতকর । তামাক পাতা দ্বারা কোষ বন্ধিয়া রাখিলে শোধ ও বেদনার হ্রাস হয়, কিন্তু এই প্রয়োগ মূছাফু

ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য নহে. কারণ ইহাতে বমন বা বিবমিষা হইয়া থাকে। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে পীড়া খুব কম থাকে। বিরোচনার্থে দুগ্ধ মিশ্রিত এরও তৈলই শ্রেষ্ঠ। গুগ্গুলু, মহালক্ষ্মীবিনাস, রামবাণ, বর্জাচিস্তামণি, শোণা-শার্দূল রস, ব্রহ্ম সৈন্ধবাদি তৈল, অগ্নিমুখ মণ্ডুর, পুনর্ন-বাদি গুগ্গুলু, ব্রহ্ম বাত গজাঙ্কুর, সিংহনাদ গুগ্গুলু, শিবা গুগ্গুলু, সর্বাঙ্গসুন্দর, ব্রহ্মিহর রস অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে।

### ব্রহ্মিহর রস।

পারদ, গন্ধক, ধিষ, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ, ববক্ষার, সাচিকার সোহাগা, শোধিত জয়পাল বীজ প্রত্যেক সমভাগ। রক্তচিহ্ন মূলের রসে মর্দন করিয়া : রতি বটী করিবে। অহু-পান—দুগ্ধ। ইহাতে বৃদ্ধি ও বাঘী আরোগ্য হয়।

### ব্রহ্ম সৈন্ধবাদি তৈল।

তিলতৈল ৮ সের, কন্ধার্ব—সৈন্ধব, মদন ফল, কড়, গুলফা, বেতস, বচ, বালা, যষ্টি-মধু, বামুন হাটী, দেবদারু, শুঠ, কটফল, গুরু মূল, (অভাবে কড়) মেদ, চৈ, চিতামূল, শট, বিড়ঙ্গ, আঠেব, তেউড়ী, রেণুক, শালপাণি, বেগুণ, বনযমানী, পিপুল, দস্তীমূল, রাস্না মিলিত ১১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল কফবাত নাশক। ইহা-দ্বারা বৃদ্ধি, ব্রহ্ম ও আমবাত নষ্ট হয়।

## অপ ব্রহ্ম চিকিৎসা। (বাঘী)

এই রোগ মাধব মিদানে লিখিত হয় নাহি, কিন্তু ঔষধের ফলশ্রুতি অনুসারে ইহা অবশ্য স্বীকার্য ব্যাধি। সাধারণ লোকে ইহাকেই কুচ্চি ফুল বা বাঘী বলে। কেহবা বাঘীকে বিদ্রুপি বলে। ফলতঃ ক্ষুদ্র বাঘীর নাম ব্রহ্ম এবং বড় বাঘীর নাম বিদ্রুপি। উভয়ই একজাতীয় ব্যাধি এবং চিকিৎসাও একই প্রকার। বিদ্রুপি নাশক যে সকল প্রলেপ ও ঔষধ আছে তাহা ইহাতেও অবস্থান্তরসারে ব্যবহার্য। গন্ধ বিরঞ্জার পটী প্রথম অবস্থায় লাগাইলে ব্রহ্ম প্রায়শঃ বসিয়া যায়। না বাসিলে পাকাইবার জন্ত মসিনার পোলটিস্ ব্যবহার করিবে। তাহাকে কৃতকার্য্য না হইলে তোপমার পটী লাগাইবে। যদি তাহাতেও না পাকে তবে মাণকচুর শিকর সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া গরম গরম লাগাইবে এবং তাহাতে নিশ্চয়ই পাকিবে। এই প্রয়োগ প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। তেঁতুলের পাতার পোলটিসেও বাঘী সত্তর পাকিয়া থাকে। ইহা বাতপ্রধান অবস্থায় প্রযোজ্য। স্নাত গরম করিয়া পটী লাগাইলেও অনেক সময় পাকিয়া থাকে! ছোটবাগী হইলে যজ্ঞ ডুব্বের আঁটা ও লিন্দুর একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।



অহিফেন ও মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অনেক সময় বাধা বিলীন হয় ।  
বটের আঠা লেপন করিলেও ত্রয় আরোগ্য হইয়া থাকে ।

ইহাতে অহা লক্ষ্মীবিলাস ও সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশেষ উপকারী ।  
ইহার ঔষধ ও পথ্যাপথ্য বৃদ্ধি রোগের ঞায় ।

ছাগদুগ্ধে গোধুম বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে অথবা কৃষ্ণজীরে, হরুবা, কড়,  
গোধুম ও কুল গুঠ কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ত্রয় আরোগ্য হয় ।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্কবুদ ও শ্লীপদ (গোদ) রোগ প্রায়শঃ আরোগ্য হয় না ।  
ইহাদের চিকিৎসা লিখিত হইল না । আবগুক হইলে শোথ ও বৃদ্ধিরোগের ঔষধ সমুহ  
প্রয়োগ করিবে। শোথ ও বৃদ্ধিরোগের পথ্যাপথ্যই ইহার পথ্যাপথ্য । দস্তীমূল, চিত্তেমূল,  
মনসাকীর, আকন্দাকীর, ভল্লাতকবীজ, ধাতুকাম্বীশ ও পুরাতন গুড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে  
শ্লীপদ ও গ্রন্থি আরোগ্য হয় ।

সাচিকার, মূলকাকার ও শঙ্খচূর্ণ একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্কবুদ রোগ  
আরোগ্য হয় ।

## অপ বিদ্রুপি চিকিৎসা ।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় জলোকা (জোক) দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিলে বিশেষ  
উপকার হয় । এই ক্রিয়া দ্বারা বল হ্রাস হয় এবং অনেক সময় আরোগ্যও হয় ।  
ইহাতে বিরোচন অতিশয় উপকারী । পিত্তজ ভিন্ন বিদ্রুপিতে শ্বেদ দেওয়া যাইতে পারে ।  
দশমুলের কক্ক, দ্রুত তৈল ও বসা দ্বারা আশ্রুত করিয়া জৈবদুগ্ধ করতঃ ঘন প্রলেপ দিলে  
বাতবিদ্রুপি আরোগ্য হয় । সজিনামূলের উষ্ণপ্রলেপ দিলে বাতপ্রধান বিদ্রুপি ক্রমশঃ  
উপশমিত হয় ।

স্ববাদি প্রলেপ । স্বধা—বব, গোম, মুগ একত্র বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ  
দিলে অপক বিদ্রুপি বসিয়া যায় । ইহা পক বিদ্রুপিতে প্রয়োজ্য নহে । পিত্তজ পক  
বহলের কক্ক দুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া দ্রুতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা যষ্টিমধু, অনন্তমূল,  
দুর্ধী, নলমূল ও চন্দন দুগ্ধদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রুপি নষ্ট হয় । আমবাতে যে  
ভীক্ষ প্রলেপ লিখিত হইয়াছে কক্ষজ বিদ্রুপিতে তাহাই প্রয়োগ করিবে ।

সজিনামূল জলে ধৌত করিয়া জৈব পেষণ করতঃ রস বাহির করিবে । সেই রস  
॥০ তোলা যধু সহ পান করিলে অন্তবিদ্রুপি আরোগ্য হয় ।

শ্বেতপুনর্নবার মূল অথবা বরুণমূল কথিত করিয়া পাম করিলে অপক বিদ্রুপি নষ্ট হয় ।  
রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রুপির চিকিৎসা পিত্তজ বিদ্রুপির ঞায় ।

**বরুণাদি ক্কাথ** । যথা—পূৰ্বোক্ত বরুণাদিগণের কাথ করিয়া তাহাতে উৰুকাদিগণ মিলিত ১০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অগ্নক অন্তর্বিদ্রুধি নষ্ট হয় । ইহা সংশয়ন যোগ ।

পাঠামূল, ( আকনাদি ) তণ্ডুলোদক দ্বারা পেষণ করিয়া মধুদ্বারা মাড়িয়া তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে অন্তর্বিদ্রুধি আরোগ্য হয় ।

বক্ষ্যমাণ ত্রণশোধে যে সকল প্রলেপ পুলটিশ প্রভৃতি কণিত হইবে এবং ত্রয়ে বাহা কথিত হইয়াছে তাহা অবস্থানুসারে বিদ্রুধিতে ব্যবহার করিবে ।

অন্তর্বিদ্রুধি পাকিয়া তিন্ন হইয়া উৎকৃষ্ট হইলে আরোগ্য হওয়া শ্রুত । বিদ্রুধি পাকিলে ত্রণবৎ চিকিৎসা করিবে । বরুণাদিগণের কাথ অথবা রক্তসজিনা মূলের কাথ কাঁজি সহ পান করিলে ক্ষত অন্তর্বিদ্রুধি নষ্ট হয় ।

### প্রিয়ঙ্গুাদি তৈল । ( রোপণার্থ )

তৈল ১৪ সের, কক্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কটফল ও তিনিশ মিলিত ১১ সের, ( তিনিশ বৃক্ষ মুখুরা অঞ্চলে জন্মে ) জল ১৬ সের ।

বরুণাদিগণের কাথ সহ ৩১৪ রতি কজ্জলী সেবন করিলে বাহু এবং আভ্যন্তর বিদ্রুধি নষ্ট হয় । এই রোগে বরুণাদিগণ দ্বারা যতাদি নানারূপ কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিবে ।

### গাছত্বাদি কক্কাক ।

খদিরকাঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, কটকা, যষ্টিমধু প্রত্যেক ১০ আনা, তেউড়ীমূল ১১ রতি, পটোলমূল ১০ রতি, নিস্তূষ মস্তুর ১০ আনা, জল ১১ সের, শেষ ১১ ছটাক । কেহ ২ বলেন খদির প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যেক ১০ আনা, তেউড়ী মূল ১০ আনা এবং পটোলমূল ১০ আনা, নিস্তূষ মস্তুর ১০ আনা, জল ১১ সের, শেষ ১১ ছটাক । পূর্বেকল্পে অত্যন্ত ভেদ হইলে ২য় কল্প অবলম্বন করিবে । ইহাতে নানাবিধ ত্রণ, বিদ্রুধি, গুণ্ডা, বীসর্প, দাহ, জ্বর, মুচ্ছা, রক্তপিণ্ড ও কামলা আরোগ্য হয় ।

পারদ তিন ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম ২১ ভাগ আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে বিদ্রুধির ত্রণ স্থলে শস্ত্রের আঘ লেখন হয় ।

কানীশ, ( হিরাকস ) সৈন্ধব, শিলাজতু ও তিং প্রক্ষেপিত বরুণছালের কাথ পান করিলে আভ্যন্তর বিদ্রুধি এবং সেচন করিলে বাহু বিদ্রুধি আরোগ্য হয় । এই প্রয়োগ অগ্নক বিদ্রুধিতে প্রযোজ্য ।

## অগ্ন ত্রণশোধ ও নাড়ীত্রণ

### চিকিৎসা ।

ত্রণ শোধ ( কৌড়া ) হইলে প্রথমতঃ রক্তাবসেক করিবে । ত্রণশোধের ৭ প্রকার উপক্রম । যথা—১ম বিম্বাপন অর্থাৎ শোধ রূসাইবার জন্ত প্রলেপাদি প্রয়োগ, ২য় অব

সেচন অর্থাৎ ব্রণ শোধনের শক্তি হ্রাস করিবার জন্য বিরেচন ও রক্ত মোক্ষণাদি ক্রিয়ার উপক্রম, ৩য় উপন্যাস অর্থাৎ পাকাইবার জন্য প্রলেপ পুলটিশ প্রভৃতি প্রয়োগ, ৪র্থ ব্রণ ভেদন, ( শস্ত্র বা ঔষধ দ্বারা ) ৫ম ব্রণ শোধন, ৬ষ্ঠ রোপণ, ৭ম সর্গ সন্ম্পাদন ।

বধাক্রমে উক্ত ৭ প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে । কিন্তু দ্রুত ব্রণ পূর্বেই শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যিক ।

### বিদ্যাপান । ( বাতশোথে )

টাবা লেবুর মূল, গণিয়ারা মূলের ছাল, দেবদারু, শুঁঠ, অহিংস্রা ( কানিয়া কড়ামূল, কাহারো মতে ওঁকড়া ) ও রাঙ্গা একত্র বাটিয়া গম্বুম করতঃ পুষ্টিযুক্ত ঝাঙ্কিতে লেপ দিবে ।

শেওড়ার ছাল কাঁজতে বাটিয়া কাঁকড় ঘৃত মিশ্রিত কবিয়া ঔষদ্রুপ করতঃ প্রলেপ দিলেও বাতশোধ আরোপ্য হয় ।

কফ বাতজ ব্রণশোথে পুনর্গণ্য, দেবদারু, সজিনাছাল, দশমূল ও শুঁঠ একত্র বাটিয়া উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিবে ।

যবশলু, যষ্টিমধুচূর্ণ, ঘৃত ও চিনি ইহাদের প্রলেপ সন্মিশ্রে ব্যবহার্য্য ।

বাতকফজ বা কফজ ব্রণশোথে সিন্ধির উষ্ণ প্রলেপ বিশেষ হিতকর, তৎসহ মরিচ যোগ করিলে আশু বেদনা আরোগ্য হয় ।

বসাইবার জন্য যে সকল উপক্রম লিখিত হইল তাহা উদ্যোগ প্রায়শঃ ব্যৱহৃত হয় না ।

মশিনার পুলটিশের ২ গুণ আছে । ১ম বসান, ২য় পাকান । এষ্ট জন্তই ব্রণশোথে মশিনার পুলটিশ আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বসিবার উপযুক্ত হইলে বসিয়া যায় এবং পাকিবার উপযুক্ত হইলে পাকে । ইহা অত্যন্ত বেদনা নিবারক বিশেষতঃ আবাত জনিত বেদনার বিশেষ ফলপ্রদ । এই সকল ক্রিয়া দ্বারা ফললাভ না হইলে ত্রু-বিদ্যাপক ঔষধ অবস্থাবিশেষে ব্যবহার করিবে ।

### উপন্যাস । ( পাকাইবার )

যবশলু জলে পাক করিয়া পিষ্টাকৃতি করিবে, তৎ পর তৈল বা ঘৃতসহ অথবা ঘৃত তৈলসহ উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিবে । বাতোত্তরে তৈলসহ এবং পিত্তোত্তরে ঘৃতসহ ব্যবহার সমীচীন ।

ব্রণ ভেদনার্থ মশিনার পুলটিশ, তোপমারগটী, গলাশফার, পারাবন্ত বিঠা বা চিতে মূল প্রয়োগ করিবে । ইহাতে ব্রণ ভিন্ন না হইলে শস্ত্র প্রয়োগ কবিবে ।

গরুর দাঁত জলে বসিয়া প্রলেপ দিলে শোধ পাকে এবং স্রবঃ ভিন্ন হয় ।

যে ব্রণ বাতপ্রধান এবং অত্যন্ত দাহ ও বেদনাদ্রুত তাহাতে ঔষৎ ভর্জিত ক্লকতিল বা মশিনা, দুই নির্কাপিত করিয়া ও সেই দুইকে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্রবঃ পাকিয়া ব্রণ শোধ আরোগ্য হয় ।

প্রলেপের শিক্ষা।

রাত্রিতে প্রলেপ দেওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষ আবশ্যক হইলে আয়েষ প্রলেপ রাত্রিতে ব্যবহার করা যায়। প্রলেপ শুষ্ক হইলে উঠাইয়া পুনঃ প্রলেপ দেওয়া উচিত নহে। আকর্ষণিক প্রলেপ হইলে বহু সময় পর উঠাইবে।

ত্রণ ভিন্ন হইলে বা অল্প করা হইলে ত্রণ এবং বিদ্রবির ত্রায় চিকিৎসা করিবে। বিহিত ক্রিয়াধারা ক্ষত আরোগ্য না হইলে নিম্ন ও পটোল পত্রের কষার পাস করিবে এবং উহাধারা ক্ষত ঘোত করিবে। ইহাধারা ত্রণ বিড়ক হয়।

প্রলেপ। (শোধনার্থ) যথা—তিলকঙ্ক, সৈন্ধব, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ামূল, যষ্টিমধু, নিমপাতা ও ঘৃত। ইহা শোধক এবং রোপক।

যষ্টিমধুষ্টিম ও তিলকঙ্কের সহিত নিমপাতা ও মধু মিশাইয়া অগ্নিতে ঘৃত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে রোপণ ও শোথন উভয়বিধ কার্য সম্পন্ন হয়।

পুরাতন মনুষ্য মস্তক কপালাস্থি গোমূত্রে দ্বারা ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত রোপণ হয়। ইহা অসাধা ক্ষত রোপক।

পঞ্চবকলচূর্ণ ৫ ভাগ, বদরীকচূর্ণ ১ ভাগ একত্রে ক্ষতে অবচূর্ণন করিলে অথবা ধাই ফুল ও লোধচূর্ণ একত্রে প্রয়োগ করিলে ক্ষতরোপণ হয়।

পিত্তপ্রধান বিদ্রুপি ও বীসর্পে যে সকল লেপ বলা হইয়াছে, তাহা অগ্নিদ্রব ত্রণে প্রয়োগ করিবে। পুরাতন ঘরের পচা খড়্গ চূর্ণ প্রয়োগে ক্ষত বিশেষতঃ দক্ষত্রেণ ক্ষত আরোগ্য হয়।

পুরাতন ঘৃত শত ধৌত করিয়া খেত ধূপচূর্ণসহ উত্তমরূপ ফেনাইয়া ক্ষতে লাগাইলে সাধারণ ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহার সহিত মোম মিশ্রিত করিলে বিশেষ উপকার হইয়া পাকে।

গৌরাদ্য স্রুত।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটাংগী, যষ্টিমধু, পুণ্ড্রিয়াকাষ্ঠ, বালা, ভদ্রমূলক, চন্দন, জাতিফুলের পাতা, নিমপাতা, পটোলপাতা, করঞ্জছাল, যষ্টিমধু, কটকী, মোম মহামেদ মিলিত ১০ সের, ঘৃত ১০ সের পঞ্চবকলের কাণ ১৬ সের, জল ১৬ সের। ইহা ঘাঙ্গা ত্রণের শোধন ও রোপণ হয়।

### দুর্বাদ্য দ্রব্য । ( যোগক )

দ্রব্য ১৪ সের, দুর্বার স্বরস :৬ সের কমলা গুড়ি ১৥ সের, দারুহরিদ্রা স্বক ১৥ সের। এই সকল দ্রব্যদ্বারা তৈল পাক করিলে তাহাকে দুর্বাদ্যতৈল কহে। ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### সবর্ণকর প্রলেপ।

শোধিত হরিতাল, মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা একত্র বাটিয়া দ্রুতমধুসহ প্রলেপ দিলে স্বক্ স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে।

লৌহভস্ম, হিরাকস, হরীতকী ফুল, আমলকী ফুল, বহেড়া ফুল ( অভাবে ত্রিফলা ) ইহাদের প্রলেপ সবর্ণতাজনক।

রুচরূপ স্থানে রোম অক্ষুরিত না হইলে চতুষ্পাদ রুজুর চর্মভস্ম, ধৌমভস্ম, খুরভস্ম শূলভস্ম ও অস্থিভস্ম একত্র তৈলাক্ত করিয়া অবচূর্ণন করিবে। ইহাতে রোম অক্ষুরিত হয়।

নারিকেল তৈল ও ত্রণের তল একত্র ফেনাইয়া লাগাইলে অগ্নিদগ্ধত্রণের দাহশক্তি হয়।

### মুষ্টিদ্রব্য ।

ত্রণশোধের প্রথম অবস্থায় সৈন্ধবসহ ধুতুরা তল বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলে ত্রণশোধ সহজ প্রাপ্য হয়।

সর্পের খোলস ভস্ম করতঃ কটু তৈলাক্ত করিয়া লাগাইলে ত্রণের উপচয় নষ্ট হয় এবং ক্ষাতিয়া যায়। ইপারমালীর আঠা ক্ষতে বা নালীতে লাগাইলে ক্ষত আরোগ্য হয়।

তিক্তাদ্য দ্রব্য, জাতাদ্য দ্রব্য, ব্রহ্মজ্ঞাতিকাদি তৈল, ও ব্রহ্মজ্ঞাতি নারিকেল তৈল কতের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### তিক্তাদ্যদ্রব্য ।

দ্রব্য ১৪ সের, কঙ্কার্থ—কটকী, মোম, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, ডহর করঞ্জার ফল ও পত্র, পটোল পত্র, মালতীপুষ্প ও নিম্ব পত্র মিলিত ১১ সের। এই দ্রব্য কতে লাগাইবে।

### জাতাদ্যদ্রব্য ।

দ্রব্য ১৪ সের, কঙ্কার্থ—জাতি পত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, কটকী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেনামূল, মোম, তুতে, যষ্টিমধু, ডহর করঞ্জাবীজ মিলিত ১১ সের। এই দ্রব্য কতে লাগাইবে।

### ব্রহ্মজ্ঞাতিকাদি তৈল ।

তৈল ১৪ সের, কঙ্কার্থ—জাতিপত্র, নিম্বপত্র, জাতীপত্র, ডহর করঞ্জপত্র, মোম, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটকী, মালতী, পদাকর্ষ, লোধ, হরীতকী, পদাকেশর, তুতে,

অনন্তমূল, ডহর করঞ্জবীজ মিলিত ১/১ সের। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত, দক্ষ, বীষপ, কুষ্ঠ, প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

### ত্রণরাফসতৈল।

কটুতৈল ১১ সের, ঘৃত ১১ পোয়া। পাকার্থ—আকন্দপাতার রস ১/৩ সের, কক্কার্থ—চিত্রপাতা ৮ তোলা আবৃত পাত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে তাহাকে পারদ ১০ তোলা, গন্ধক : তোলা, ( উভয়ে কঙ্কনী করিয়া ) শ্বেত ধূপ, মেটে সিন্দূর, শোধিত হরিভাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা, গেড়িমাটি, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতসর্ষপ, প্রত্যেক : তোলা মিশাইয়া আবৃত পাত্রে রাখিবে। প্রয়োগ কালে উত্তপ্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত, বর্ণ, বিচক্ষিকা পামা, ( পাঁচড়া ) দক্ষ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, শিথিল, কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ক্ষত হইলে এই রোগে যে সকল সেবনাথ ঔষধ আছে তাহা তাদৃশ ফলপ্রসূ নহে। স্তব্ধতাং আবণ্ডক হইলে অবস্থা বিশেষে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বীষপ রোগের ঔষধ ব্যবহার করিবে। তন্মধ্যে মাণিক্যরস, রসমাণিক্য, অম্লসার গন্ধক, অমৃতাকুর লৌহ, কৈশোরগুণ্ণুলু, ও মহাপদ্মকয়ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রাশঙ্খ ক্ষতের মহৌষধ। মুদ্রাশঙ্খ ষটিত “ক্ষতান্তক মলমর্জী” ক্ষত বিশেষ উপকারী।

### ক্ষতান্তক মলম।

ঘৃত ১০ ছটাক, মোম ১ তোলা, শ্বেতধূপ ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১০ তোলা, যথাক্রমে হাতায় পাক করিবে। প্রয়োগের সময় গরম করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে নানাবিধ ক্ষত ও পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

শতধৌত পুরাতন ঘৃত ক্ষতরোগে বিশেষ উপকারী।

## নাড়ীত্রণ বা নালীয়া চিকিৎসা।

ক্ষতের শেষ কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহা শলাকা দ্বারা স্থির করিয়া শব্দদ্বারা সেই স্থান পর্য্যন্ত বিন্যাস করিবে। তৎপর পূয়াদি নিঃসারণ, শোধন ও রোপণ প্রভৃতি ত্রণ শোধনের চিকিৎসা করিবে।

বাতজ নালীতে—আপাংবীজ ও তিল, পিত্তজ—মঞ্জিষ্ঠা, হাতিগুঁড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্লেষ্মিক নালীতে—রুমতিল, যষ্টিমধু, দস্তী, নিম, সৈন্ধব, শল্যজ নালীতে—তিল, মধু ও ঘৃত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে এবং তুলাদ্বারা উত্তমরূপ বাঁধিয়া রাখিবে।

হাঁপরমালীর বা চক্ষিকার আঠা নালীর উপরের চর্ম্মের উপর লাগাইলে নালী আরোগ্য হয়। কদম পাতা দ্বারা রাত্রিতে নালী বাঁধিয়া রাখিলে ক্লেদ মিগত হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

## হংসপাদী তৈল।

হংসপাদী রস, নিম্বপত্ররস ও জাতীপত্র রস ইহাদের মিলিত রস ১৬ সের এবং কক্ক মিলিত ১১ সের, তৈল ৮ সের। ইহা নালী ঘায়ের শোধক ও রোপক।

খেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির একত্র ঘাড়িয়া প্রলেপ দিলে ত্রণনালী আরোগ্য হয়।

## গুগ্গুলু প্রলেপ।

গুগ্গুলু, ত্রিফলা, ত্রিকটু একত্রে পেষণ করিয়া ঘৃত মিশাইয়া ত্রণের উপর প্রলেপ দিবে। ইহাতে চুষ্ট্রণ ও নালী আরোগ্য হয়।

## বিভীতক প্রলেপ।

বহেড়া, আশ্রবীজ, বটাছুর, রেণুক, চৌরকাচ, কীবীজ চূর্ণ, বরাহবিষ্ঠাচূর্ণ একত্র তিলতৈলে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে নালী আরোগ্য হয়।

## মেষতৈল।

ভয়ীভূত মেষরোম ১৮ পোয়া, তিতলাউ ১৮ পোয়া, তৈল ১১ সের, জল ৮ সের, বধাস্থি পাক করিয়া তুলা ভিজাইয়া লাগাইলে নালী আরোগ্য হয়।

আকন্দ আঠা, মনসা আঠা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের দ্বারা বস্তি করিয়া প্রয়োগ করিলে নালী আরোগ্য হয়।

## সপ্তাদি গুগ্গুলু।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসম গুগ্গুলু ঘৃতে ঘাড়িয়া ৬ রতি বটা করিবে। অল্পপান—হৃৎ বা গরম জল। ইহাতে চুষ্ট্রণ ও নালী আরোগ্য হয়।

## শ্যামাছত।

ঘৃত ৮ সের, হৃৎ ১৬ সের, কঙ্কার্ধ—অনন্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুটলছাল মিলিত ১১ সের। ইহা নালীর ক্ষত রোপক।

## কুষ্ঠীকাদ্য তৈল।

কাংধাৰ্ধ—কুম্ভিরা লতার মূল, খজুর, কয়েদবেল, বেল, বট, অম্বথ, যজ্ঞডুমুর, ইহাদের অপক্কল শুষ্ক করিয়া গুঁঠ করিবে। খেজুরের গুঁঠ করিবার আবশ্যক নাই। এই সকল দ্রব্য ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। তৈল ৮ সের, কঙ্কার্ধ—যুতা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ক, অনন্তমূল, যোচরস, নাগকেশর, লোধ, চিতেমূল, খাইমূল মিলিত ১১ সের। ইহাতে নালী আরোগ্য হয় এবং ত্রণ শুষ্ক হয়।

## কর্করতৈল।

তৈল ৮ সের, শটীর স্বরস ১৬ ঘের, কঙ্কার্ধ শোধিত গুগ্গুলু ১ পোয়া ও মেটে সিঁদুর ১ পোয়া। ইত্যাদি পাচড়া। চুষ্ট্রণ। নালীখা প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

### নিম্ণ প্রোটেল ।

মূল পত্র ও শাখার সহিত নিম্নোক্ত স্বরস ১৪ সের, তৈল ১৪ সের। ইহা দ্বারা নালী বিস্তার ও আরোগ্য হয়।

### ত্রণরোপক তৈল ।

যজ্ঞডুমুর, বটছাল, পাকুড়ছাল, জামছাল, বনজামছাল, অর্জুনছাল, পিপুল, কদম্বছাল, পলাশবীজ, লোধ, গাবছাল, যষ্টিমধু, আমছাল, শ্বেতধুনা, বদরীছাল, পদ্মকেশর, শিরীষবীজ, কেতকীমূল মিলিত ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল ১৪ সের। ইহা ত্রণরোপক।

কৃত বন্ধনে রক্ষের পাতা। যথা—কদমপাতা, অর্জুনপাতা, নিমপাতা, অম্বথপাতা, পাকুলপাতা ও আকম্পপাতা। কেহ ২ জাম পাতা দ্বারা কেহ বা আকনাদির পাতা দ্বারা কেহ বা পান পাতা দ্বারা কৃত বন্ধন করিতে উপদেশ দেন। কদমপাতা, অম্বথপাতা ও পান পাতাই কৃত বন্ধনে শ্রেষ্ঠ।

অর্জুনছাল, যজ্ঞডুমুর, অম্বথ, লোধ, জাম ও কটুফল ইহাদের চূর্ণ কৃতস্থানে অবচর্চন করিলে হৃৎ উৎপন্ন হয়। এই রোগের পথ্যাপথ্য পূর্বনং।

অপথ্য। কৃত অবস্থায় মৎস্ত, স্ত্রী, অন্ন, দধি, মাংস ও ক্লেদিপদার্থ একান্ত অহিতকর।

## অপ ভগনন্দর চিকিৎসা ।

প্রলেপ। যথা—বটের কচিপাতা, জলেপযুক্ত ইষ্টকচূর্ণ, গুঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পিড়কা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে ত্রণ শোধন চিকিৎসা করিবে। নালী হইলে অঞ্জনা দ্লেপ উপকারী।

অঞ্জনা দ্লেপ । ( নালীতে ) যথা—রসাজন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিমপাতা, ভেউড়ীমূল, লতাকটুকী ও দস্তীমূল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

তিলাদিলেপ । যথা—কৃষ্ণতিল, হরীতকী, কুড়, নিমপাতা, হরিদ্রাষয়, বচ, কুড় ও অগারধূম ( তুল ) একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নালী, উপদংশ ও ছটত্রণ আরোগ্য হয়। এই প্রলেপে কুড়দ্বয়স্থানে বিবিধ লোধ গ্রহণ করাই প্রশস্ত।

ইহাতে পঞ্চতিক্তমৃত, পঞ্চতিক্তমৃত গুগ্গলু, মাণিক্যরস প্রভৃতি প্রযোজ্য।

ইহাতে অগ্ৰোধানিগণের কঁক কষায় দ্বারা তৈল বা মৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। ইহার কষায় দ্বারা কৃতস্থান ধৌত করা বা পান করা হিতকর।



## করবীরাণ্ড তৈল ।

শ্বেতকরবীর মূল, হরিদ্রা, দস্তীমূল, শোধিত ঈশলাঙ্গলা মূল, চিত্তেমূল, টাবালেবু মূল, শ্বেত আকন্দমূল, কুটজছাল ও সৈন্ধব মিলিত ১/১ সের, তৈল ১/৪ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক কাথ্যা ব্যবহার করিলে ভগন্দরের ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহা কফ প্রধান ভগন্দরে প্রযোজ্য।

## অর্কতৈল ।

তৈল ১/৪ সের, কক্কার্থ—আকন্দক্ষীর, হরিদ্রা, সৈন্ধব, চিত্তেমূল, শুগা গুলু, শ্বেত করবীর মূল ও কুটজছাল মিলিত ১/১ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ক্রোড় ভয়িষ্ট ক্ষতে ব্যবহার করিবে।

## ভগন্দরহর রস ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্নাতকুমারীর রসে ৩ দিন মাড়িয়া সর্বসমান লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া ২ প্রহর শুষ্ক দিবে। পরে, কাগজী লেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুটদিবে। মাত্রা—১ রতি অল্পপান—দ্রত, মধু।

এই রোগে চন্দ্রসংক্রান্ত রস বিশেষ হিতকর।

অপথ্য—ইহাতে ব্যায়াম, মৈথুন ও অগ্নাদি ভক্ষণ বর্জনীয়।

## পদংশ চিকিৎসা ।

এই রোগ ইদানীং প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বাতাদি ভেদে ইহা ৬ প্রকার; কিন্তু তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় তাহা সংহিতায় বা নিদানে লিখিত হয় নাই। উহা ঔপসর্গিক উপদংশ বা বিষোপদংশ নামে অভিহিত। এই রোগ দূষিত স্নো সহবাসে উৎপন্ন হয়। ইহার বিষ সাতিশয় তীক্ষ্ণ। ইহার বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে, স্বকের বিকৃতি, নেত্ররোগ, কেশ ও লোমক্ষয়, স্থানে ২ গ্রন্থির উৎপত্তি, পীনস, আমবাত ও কুষ্ঠ ইত্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। এই ব্যাধি পুরুষ হইতে স্ত্রীতে এবং স্ত্রী হইতে পুরুষে সংক্রমিত হয়। বংশানুক্রমেও এই রোগে সংক্রমিত হইতে দেখা যায়—তাহা অতীব দুঃসাধ্য।

সহবাসের পরক্ষণেই যে জননেত্রিয়ে ক্ষত উৎপন্ন হইবে এরূপ নহে। প্রায়শ ৩ সপ্তাহের মধ্যে যে কোনও সময় রোগ প্রকাশিত হইতে পারে। রোগ প্রকাশ পাইতে যত বিলম্ব হয় পীড়া ততই কঠিন হইয়া থাকে। স্নোলোকেব যোনিদ্বারে এবং যোনির ওষ্ঠে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রায়শঃ এই রোগের প্রকোপের সময় জ্বর ও বাগী হইয়া থাকে। বাহাতে উপ-

দংশের ত্রণ না পাকে তৎপ্রতি যত্নবান্ হইবে । ত্রণ উৎপন্ন হইলে ত্রিফলার কাথ বা ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা ত্রণ প্রক্ষালন করা বিধেয় ।

**প্রলেপ ।** যথা—ত্রিফলা অন্তর্ভূমে ভষ্ম করিয়া মধু সহ প্রলেপ দিলে উপদংশকৃত আরোগ্য হয় ।

শিরীষ ছাল অথবা হরীতকী পেষণ করিয়া তৎসহ কিঞ্চিৎ দার্কীরসাজন মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে উপদংশিক কৃত আরোগ্য হয় ।

মধুতে রসাজন ঘষিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয় ; কিন্তু উহা বিষোপদংশে প্রযোজ্য নহে ।

জয়ন্তী বা জাতিফুলের পাতার কাথ করিয়া ক্ষত ধোত করিলে বিশেষ উপকার হয় । উপদংশের বেদনায়ুক্ত শোধ রোগে জয়ন্তীর পটী বিলক্ষণ ফলপ্রদ ।

দারু হরিদ্রার ছাল, শঙ্খনাভি, দার্কীরসাজন, লাক্ষা, গোময়রস, তিল তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শোধ ও দাহ নষ্ট হয় ।

রসকর্পুরের আয় উপদংশের ঔষধ বিরল । বিশেষতঃ উহা বিষোপদংশে অমৃত তুল্য । অশোধিত পারদজাত রস কর্পুর ব্যবহার করিলে পরিণামে গাত্রে পিড়কা, ক্ষোটক, কোঠ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, আমবাত, কণ্ডু প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ।

রসকর্পুর ১০ তোলা, ফুলখড়ি ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ২ রতি বটী করিবে । ময়দার চুনের মধ্যে রাখিয়া জল সহ সেবন করিবে ।

কেবল রস কর্পুর অর্দ্ধ রতি যাত্রায় তোপ চিনি চূর্ণ সহ সেবন করিলেও উত্তম ফল হয় ।

রসকর্পুর ষটি ও চন্দ্রসংজ্ঞক উপদংশের অবশ্য ঔষধ ।

### চন্দ্রসংজ্ঞক উপদংশ ।

এলাচি, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেক ১০ তোলা, রসকর্পুর ১০ আনা, পান রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—উষ্ণ দুগ্ধ । ইহাতে উপদংশ, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, নাড়ীত্রণ প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

### পীতদ্রব ।

২০ তোলা চুণের জলে ২ রতি রসকর্পুর মিশ্রিত করিলে পীতদ্রব প্রস্তুত হয় । তদ্বারা উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করিলে অথবা তাহাতে বস্ত্র সিক্ত করিয়া ক্ষতে লাগাইলে উপদংশ আরোগ্য হয় । দাহযুক্ত উপসর্গিক উপদংশে যোগাঙ্গপঞ্চকচূর্ণ অধিক উপকারী ।

### যোগাঙ্গপঞ্চক চূর্ণ ।

খেত চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, লবঙ্গ, রসকর্পুর প্রত্যেক সমভাগ, যাত্রা ২ রতি অল্পপান—শীতল জল, কাঁচা হরিদ্রা রস, খদির কাঠের কষায়, দুগ্ধ ইত্যাদি ।

প্রত্যহ কোষ্ঠ ওদ্ধি না থাকিলে এই পীড়ার বৃদ্ধি হয় সুতরাং প্রত্যহ বৃদ্ধি বিরোধিতকর।

মাণিক্যরস, রসমাণিক্য, অমৃতানুর লৌহ, তালকেশ্বর রস প্রভৃতি উপদংশে হিতকর।

শরপুঞ্জাদি কষায়, অমৃতাদি কষায়, বৃহৎ অমৃতাদি কষায় এবং নবকার্ষিক কষায় ইহার পরম ঔষধ।

আম্রাসা গন্ধক ১০ আনা মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিলে পারদ বিকৃত ও উপদংশ আরোগ্য হয়। তোপচিনি ইহার মহৌষধ। কেহ কেবল তোপচিনি ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

গুড়ুচাদি তৈল, আগারধুন তৈল, কোশাতকী তৈল, ভুনিম্বাদি মৃত, করঞ্জাদি মৃত, মহাতিক্ত মৃত, কন্দপ সার তৈল, বাসারুদ্র গুড়ুচী তৈল প্রভৃতি এই রোগের অবস্থা বিশেষে ব্যবহার করিবে। বিপন্নীত মল্লতৈল ক্ষতস্থানে দিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

বিপন্নীত মল্ল তৈল। যথা—তিল তৈল ১৪ সের, কঙ্কার্ধ—সিন্দূর, হিং শোধিত বিঘ. কুড়. রসোন, রক্তচিতে মূল, শরপুঞ্জমূল, ঈশলাঙ্গল। মূল মিলিত ১১ সের। পাকার্ধ—জল ১৬ সের।

উপদংশহর কষায়। যথা—অনন্তমূল, তোপচিনি, খেত আকন্দ মূল, কাঁচা হরিদ্রা প্রত্যেক ১০ সিকি, জল ১১ সের, শেষ ১১ সের, ছাঁকিয়া গীতল হইলে তাহাতে লতা সালসার সার এক ছটাক মিশাইবে। ২ আউন্স স্পিরিট মিশাইয়া বোতলে রাখিলে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও বৈকালে অর্ধ ছটাক মাত্রায় সেবন করা যায়। কোষ্ঠ পরিষ্কারার্থ অমৃত ঔষধ ব্যবহার্য। এই ঔষধ ব্যবহার কালে গরমে থাকা আবশ্যক। কেহ ২ এই ঔষধে এলোপ্যাথি “পটাশ অব আয়োডাইড” মিশ্রিত করিতে উপদেশ দেন। আয়োডাইড শ্লেষ্মা আনয়ন করে। এই ঔষধের মধ্যে অনন্তমূল রক্তশোধক, তোপ চিনি উপদংশ নাশক, খেত আকন্দ মূল—পারদ দোষ সংশোধক, কাঁচা হরিদ্রা উপদংশিক দোষ নিবারক, লতা সালসার সার—বলকর, রক্তশোধক এবং ক্ষত নাশক এবং আয়োডাইড উপদংশিক বিষহারক।

শরপুঞ্জাদি কষায়। যথা—বনমৌল মূল, কটকী, দারু হরিদ্রা, পারসীয়া যম্বানী, চাউল মুগরা, মৌরী, গেঁঠোলা, তেজবল, গুড়ুচী, নিমছাল, জঙ্গী হরিতকী, মুর্ধা-মূল, সাচিকরাস, চিরতা, অখগন্ধা, রান্না, বাসকছাল প্রত্যেক ১০ আনা, কুমুড়িয়ালতামূল ১০ তোলা, শোণামুখী ১০ তোলা, অনন্তমূল ১০ আনা, তোপ চিনি ১০ তোলা, রেউ চিনি ১০ সিকি, কাবাব চিনি ১০ সিকি, কুড় ১০ আনা। জল ১১ সের, শেষ ১১ পোয়া একবারে এই কষায় না সেবন করিয়া ২১৩ বারে সেবনীয়।

বদরীকার্ঠের অঙ্গারের অগ্নিতে খেত ধূপ চূর্ণ ও শোধিত হিকুল প্রক্ষেপ দিয়া তাহার ১ম নাগাইলে উপদংশিক কৃত আরোগ্য হয় ।

ত্রণ শোধে যে সুকল প্রলেপ লিখিত হইয়াছে অবহা বিশেষে ইহাতেও তাহা প্রয়োগ করিবে ।

### ভূনিম্বাদ্য স্নাত ।

স্নাত ১৪ সের, কাধার্ঘ—চিরতা, নিমপাতা, ত্রিফলা, গটোল পত্র, করঞ্জবীজ, জাতিপত্র, খদির কাঠ ও পীতশাল মিলিত ১৫ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । উল্লিখিত কাধা দ্রব্যের কক মিলিত ১১ সের, জল ১৬ সের । ইহা সর্বপ্রকার উপদংশ নাশক ।

### করঞ্জাদ্য স্নাত ।

স্নাত ১৪ সের, কাধার্ঘ—করঞ্জবীজ, নিমপাতা, অজুনচাল, শালছাল, জামছাল ও বটাদিপঞ্চ বৃক্ষের ছাল । ইহাদের পূরোক্তরূপ কক কষায় দ্বারা যধারীতি স্নাত পাক করিবে । ইহা উপদংশ-কৃত রোপক, দাহ, শ্রাব ও রক্তমা নাশক । এই স্নাত সাদরে গৃহীত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

### কোশাতকী তৈল ।

তৈল ১৪ সের, তিক্ত বিঞ্জেবীজ, তিক্ত লাউবীজ ও ৩৪ মিলিত ১১ সের, জল ১ সের । ইহাতে উপদংশ ও দুষ্টত্রণ নষ্ট হয় ।

### আগারপুন্ড্রাদ্য তৈল ।

৬৪ তোলায় ওজনে তৈল ১৪ সের, ককার্ঘ—গৃহের সুল ১০৮/৩ রতি, কাঁচা হরিদ্রা ২১১/০ আনা ; সুরা বীজ ৩১৮৮/২ রতি, পাকার্ঘ জল ৬৪ তোলায় ওজনে ১৬ সের । এই তৈল দ্বারা উপদংশের কণ্ড, শোণ ও বেদনা নষ্ট হয় এবং ক্ষত শুদ্ধ হয় । ইহাতে রক সর্ববর্তা প্রাপ্ত হয় । ইহা ক্ষত শোধক । এই তৈল সচরাচর ব্যবহৃত হয় ।

উপদংশের সূক্ষ্মলোপ । পুরাতন শুভ ১ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, মুদাশল ১ তোলা জল দ্বারা মাড়িয়া বুট প্রমাণ বটী করিবে । বুট ভিজান জল সহ সেবা ।

বাতরক্ত এবং কুষ্ঠে যাহা পথ্যাপথ্য ইহাতেও তাহাই পথ্যাপথ্য । কোম্প জল এই রোগে সর্বকথা হিতকর । ইহাতে স্ত্রী সংসর্গ একান্ত অহিত কর । যথা—

“পাপপ্রমোহী বাতাস্ত্রী কৃষ্ণী পাপোপদংশবান্

ন ভজেদঙ্গনাং নাপি তদগদিগুজনা নরং ।”

অর্থাৎ ঔপসর্গিকমেহবান্, ঔপসর্গিক উপদংশবান্, বাতরক্ত রোগাক্রান্ত ও কৃষ্ণী ইহারা স্ত্রীসহবাস করিবে না । এই সকল রোগাক্রান্ত নারীও পুরুষসংসর্গ করিবে না ।

## কুষ্ঠ চিকিৎসা ।

ব্রণ-সাধন্য হেতু উপদংশের পর কুষ্ঠ চিকিৎসা বলা হইয়া থাকে। কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার। তন্মধ্যে কাপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল, শ্বযাজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিদ্ধ ও কাকণ এই ৭ প্রকার কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ বলে। এককুষ্ঠ, চর্ম্মকুষ্ঠ, কিটিম, বৈপাদিক, অলসক, দক্ষ, চর্ম্মদল, পামা, কচ্ছ, শতরু ও বিচর্চ্চিকা এই ১১ টীকে ক্ষুদ্রকুষ্ঠ বলে। কেহ ২ বিশ্ফোটক নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠ পাঠ করেন। তন্মধ্যে কচ্ছ পামায় অন্তর্নিবিষ্ট হইবে। জ্বর, বাতব্যাধি এবং প্রমেহের গ্রাধ কুষ্ঠও সচরাচর দৃষ্ট হয়। মহাকুষ্ঠ অত্যন্ত কঠিন, উহা মহাব্যাধির মধ্যে পরিগণিত।

পথ্যাপথ্য—এই রোগে মাংস, লবণ, শাক ও অন্নদ্রব্য একেবারে পরিত্যাজ্য। ঘৃতপক্ মুগাদির ডাল, তিক্ত তরকারী, সৈন্ধব এবং পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন সুপথ্য। ক্লেদিত্রব্য ভক্ষণ, স্ত্রী গমন, দিবানিদ্রা, তিল, গুড়, মূলক, সিম, প্রভৃতি অহিতকর।

এই রোগে হক, রক্ত, মাংস ও লসিকা দৃশ্য পদার্প। কাপালকুষ্ঠে বাতপ্রধান, ঔড়ুম্বর পিত্তপ্রধান, মণ্ডল কফপ্রধান, বিচর্চ্চী ও শ্বযাজিহ্ব বাতপিত্তপ্রধান। চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, কিটিম, সিদ্ধ, অলসক ও বৈপাদিকা বাতকফপ্রধান, দক্ষ ও শতরুঃ পিত্তকফপ্রধান, পুণ্ডরীক, বিশ্ফোট, পামা ও চর্ম্মদল ইহারাঃ কফপিত্তপ্রধান বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। কাকণ কুষ্ঠ ত্রিদোষজ। কেহ ২ কাপাল, ঔড়ুম্বর, মণ্ডল, কাকণ, পুণ্ডরীক, শ্বযাজিহ্ব ও দক্ষ এই সাতটীকে মহাকুষ্ঠ বলেন। দক্ষকে মহাকুষ্ঠের মধ্যে গণনা করা শ্রেয়ঃ নহে। সিদ্ধ ২ প্রকার। ইহার এক প্রকারকে ছুলি কহে। উহা মহাকুষ্ঠে গণনীয় নহে। বান্ধালা ভাষায় বিচর্চ্চীকে বিধাজ ও পামাকে পাঁচড়া কহে। শ্বিত্র ও কিলাস নামক আরও একটি ব্যাধি আছে। উহাকেও কুষ্ঠের মধ্যে গণনা করা হয়; বান্ধালাভাষায় উহাকে খেতী বা ধবল রোগ বলে। প্রথম অবস্থায় উহা যখন তাম্র বা রক্তবর্ণ থাকে তখন উহাকে কিলাস এবং শেষে শুভ্র হইলে শ্বিত্র কহে। যে সকল কারণে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয় শ্বিত্রও সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয় এবং এককারণজাত বলিয়াই কুষ্ঠে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। যে শ্বিত্রে রোম শুভ্রবর্ণ এবং একধাণা অন্তর্ধানার সহিত মিলিত হয় তাদৃশ পুরাতন শ্বিত্র অসাধ্য।

অগ্নিদগ্ধজ শ্বিত্র, গুহ, হস্ত, ওষ্ঠ ও পাদতল জাত শ্বিত্র অসাধ্য। কুষ্ঠ সংক্রামক, স্নাতরাং কুষ্ঠ রোগীর সহিত একত্র উপবেশন, একশয্যায় শয়ন, একবস্ত্র পরিধান প্রভৃতি নিষিদ্ধ। কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ, যক্ষা, নেত্রাভিব্যন্দ ও ভূতোপসর্গজরোগ সংক্রামক। যথা—

“কুষ্ঠং জরশ্চ মেহশ্চ ( শোষণশ্চ ) নেত্রাভিব্যন্দ এবচ

ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরানুব্রত ॥” ইতি।

কুষ্ঠে নানা প্রকার চিকিৎসার বিধান আছে; কিন্তু ইদানীং কষায়, ঘৃত, তৈল, বটী ও মলম ভিন্ন অল্প প্রক্রিয়ার অমুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বিরচন অতিশয় উপকারী।

কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকিলে কৃষ্ঠ সত্ত্বর প্রশমিত হয় না।। বাতরক্তে যে সকল ঔষধ, লিখিত হইয়াছে ইহাতেও অবস্থাভেদে তত্ত্ব ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। অম্মতাদি কষায়, ব্রহ্ম ও অম্মতাদি কষায় ও নববার্ষিক কষায় কৃষ্ণে বিশেষ ফলপ্রদ।

### কৃষ্ঠ হর প্রলেপ।

মনঃশিলা, কুটজছাল, কুড়, ধাতুকাশীশ, চাকুন্দেবীজ, করঞ্জবীজ, ভূর্জগ্রহি ও খেত করবীরমূল প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা কাঁজি বা পলাশ ক্যারোদক ১/২ সের একত্র যুগ্মপাত্রে পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইবে। ইহার প্রলেপে দক্ষ প্রভৃতি ক্ষুদ্রকৃষ্ঠ আরোগ্য হয়।

### দক্ষ গজেন্দ্র সিংহ প্রলেপ।

খুনা, চাকুন্দেবীজ, হরীতকী, পাস্তা ভাত প্রত্যেক সমভাগ, পাস্তা ভাতের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।।

গন্ধতূণ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বা উহার চূর্ণ ভক্ষণ করিলে দক্ষ নষ্ট হয়। গন্ধক দক্ষর মহৌষধ, উহার বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রয়োগ হইয়া থাকে। গন্ধক, মাজুফল, তুতে ও চিনি একত্রে কটুতৈল সহ মসিরা লাগাইলে দক্ষ নষ্ট হয়। আয়াসা গন্ধক ১০ আনা মাত্রায় তুতসহ পান করিলে কলশাত হয়। মসিরা চাউনি তৈল, তুতক তৈল, মহাতুতক তৈল মালিশ করিলে দক্ষ আরোগ্য হয়।

### সিদ্ধ চিকিৎসা।

খেত চন্দন ঘষা ও সোহাগার খই একত্রে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে সিদ্ধ (ছাল) আরোগ্য হয়। ইহা ৩ দিন ব্যবহার্য। এই প্রযোগে ১৫১৬ দিন মধ্যে রোগ অন্তর্হিত হয়। কেহহ লেবুর রস সহ মাড়িয়া এই প্রলেপ ব্যবহার করেন। ইহাতে কখনও রোগের পুনরাগম দৃষ্ট হয়।

শোধিত গন্ধক ও যবকার কটুতৈল সহ প্রলেপ দিলে সিদ্ধ আরোগ্য হয়।

সোঁদাল পাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সিদ্ধ আরোগ্য হয়।

### কঙ্কালীর তৈল।

তৈল ১/৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কঙ্কার্প - খেতকরবীর মূল ৪ পল, শোধিত বিব- ৪ পল। ইহাতে সিদ্ধ, চর্ণদল, পামা, বিস্ফোট, ক্রিমি ও কিটম আরোগ্য হয়।

পঞ্চনিম্ব, একবিংশতিক গুগ, গুলু এবং বাতরক্তের অম্ম- তাদি গুগ, গুলু ইহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহাতে সেবনের ঔষধ অপেক্ষা বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ অধিক উপকারী। বহুদিনের ব্যাধি হইলে অভ্যন্তর ও দ্বির নিমিত্ত ঐ সকল ঔষধের প্রয়োগ করিবে।

## বিচর্চিকা চিকিৎসা।

সীজের কাণ্ডমধ্যে গর্ত করতঃ গৃহস্থ ও সৈন্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া শরাবদ্বয়ে রাখিয়া অল্পধমে দ্রব করিবে, পরে ঐ তরল কটুতৈল সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

## হহন্ অন্নিচ্যাদি তৈল।

তৈল ১৬ সের, গোমূত্র ৬৪ সের, কঙ্কার্ধ—মরিচ, তৈউড়ীমূল, দস্তীমূল, আকন্দকীর, গোময় রস, দেবদারু, হরিদ্রাঘন, জটামাংসী, কুড়, চন্দন, রাখাল শস্যার মূল, খেত করবীর মূল, হরিভাল, মনঃশিলা, শোধিত চিতেমূল, ঙ্গেলামূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দে বীজ, শিরীষ ছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, ছাতিমছাল, সীজের আঠা, গুলঞ্চ, সোঁদালের পাতা, করঞ্জবীজ, মুতা, খদির কাষ্ঠ, পিপুল, বচ, লতাফটকী প্রত্যেক ১ পল, বিষ ২ পল, নুংপাত্রে বা লৌহপাত্রে পাক করিবে। ইহা দ্বারা পামা, দ্রু, বিচর্চিকা, কণ্ড, বিস্ফোট, নীলী ও ব্যঙ্গ আরোগ্য হয়।

## অন্নিচ্যাদি তৈল।

কটু তৈল ৮ সের, পাকার্ধ—গোমূত্র ১৬ সের, কঙ্কার্ধ—মরিচ, হরিভাল, মনঃশিলা, মুতা, আকন্দকীর, করবীর মূল, জটামাংসী, তৈউড়ীমূল, গোময় রস, রাখাল শস্যার মূল, কুড়, হরিদ্রাঘন, দেবদারু, চন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা, শোধিত বিষ ৮ তোলা। ইহাতে দ্রু, বিচর্চিকা, শিথ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ইহাতে নিষতৈল ব্যবহার করা যায় কিন্তু অন্নিচ্যাদি তৈল ও নিষতৈল একজাতীয় নিষায় উহা উদ্ধৃত হইল না।

## সোমনার্জী তৈল।

কটু তৈল ৮ সের, তৈল ১৬ সের, কঙ্কার্ধ—সোমনাজী, হরিদ্রাঘন, নেতসর্পপ, সোঁদালের পাতা, কুড়, করঞ্জবীজ, চাকুন্দে বীজ মিলিত ৮ সের। ইহাতে নানাবিধ কণ্ড, দ্রু, ত্রণ, নালী ঘা, নীলিকা, ব্যঙ্গ, গস্ত্রী বাতরু, কণ্ড, ত্রু, কঙ্ক ও পামা আরোগ্য হয়। ইহা বিচর্চিকার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই রোগে গুলঞ্চের রস সহ আনিকারস ব্যবহার্য।

## পামা চিকিৎসা। ( পাচড়া )

মহিষী দুগ্ধজাত নবনীত সহ সিন্দূর ও কিঞ্চিৎ মরিচ চূর্ণ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে পামা আরোগ্য হয়।

## পামার অলতা।

দ্রু ২ তোলা লোহান হাতাঘ খুব গরম করিয়া তাহাতে ১০ সিকি মোম মিশ্রণ

করিবে। পশ্চাৎ ঋতধূপ চূর্ণ ১০ সিকি মিলাইবে। তৎপর ১/০ আনা সিন্দূর মিলাইয়া নামাইবে। মলম লাগাইবার সময় গরম করিয়া লাগাইতে হয়। ৩ দিন ৩ বার লাগাইলে পামা আরোগ্য হয়।

ইহাতে পুরোজ কলবীরা তৈল বিশেষ উপকারী। মরিচ্যাংদি তৈল, সোমরাজী তৈল প্রভৃতি ইহাতে ব্যবহৃত হয়।

### মহাসিন্দূরাদ্য তৈল।

তৈল ৮ সের, কক্কার্—সিন্দূর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রাষয়, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদির কাঠ, বচ, জাতিপুষ্প পাতা, আকন্দক্ষীর, তেউড়ীমূল, নিম-পাতা, করঞ্জবীজ, বিষ, কৃষ্ণবেত, (অভাবে অনন্তমূল) লোধ, চাকুন্দে বীজ মিলিত ১২ সের। ইহাতে পামা, বিচচী, কড়ু, বিসর্প ও বাতপিত্তপ্রবণ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়।

পঞ্চকষোণ ও মাণিক্য রস এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অম্লতাদি কষায় ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

## বৈপাদিক কুষ্ঠ চিকিৎসা।

ইহাতে হাত এবং পা কাটিয়া যায় এবং তাহাতে ক্ষত ও বেদনা হয়।

প্রলেপ। যথা—ঋত ধুনা, সৈন্ধব, গুড়, মধু, স্নাত, মহিষাঙ্গ গুগ্গু ও গেরি-মাটী হাতায় অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ স্নতে গরম করিয়া পাচড়ার মলমের ত্যাগ পাক করিবে।

সজলশস্ত নারিকেল মূধো চাউল পচাইবে। তৎপর উহা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনের বিপাদিকা নষ্ট হয়। মাণের ডাঁটার দ্বারা করিয়া তাহার জল প্রস্তুত করিবে। ঐ জল ১৬ সের, কটুতৈল ৮ সের ও ধূর্যাবীজ কক ১ সের। এই তৈলের অভ্যাঙ্গে বিপাদিকা সহর আরোগ্য হয়। দধি ও পামাতে সে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে বিপাদিকাতেও অবস্থানুসারে তত্তৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

## কিটিম চিকিৎসা।

এই রোগে যে ত্রণ হয় তাহা ক্ষুদ্র ২ প্রাবর্ণ, খরস্পর্শ ও রুক্ষ। ইহা বাতবহন। পুরোজ কলবীরা তৈল, বিষতৈল, বৃহৎ মরিচ্যাংদি তৈল ও সোমরাজী তৈল ইহাতে ব্যবহার করিবে। চাকুন্দেবীজ চূর্ণ সীজ আঠায় ভাবিত করিয়া পশ্চাৎ গোমূত্র দ্বারা দ্রবীভূত এবং রবিতাপে উত্তপ্ত করিয়া লাগাইলে কিটিম নষ্ট হয়। ইহাতে পঞ্চনিহ্ন ও মাণিক্যরস উপকারী



## চর্মকুষ্ঠ চিকিৎসা ।

ইহাতে চর্ম হস্তিচর্মের আয় কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণ ও স্থূল হয় । ইহাতে বৃহৎ সোমরাজী তৈল বিশেষ উপকারী ।

বৃহৎ সোমরাজী তৈল ।

কটু তৈল ১৬ সের, কাথার্ঘ—সোমরাজী ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চাকু ন্দেবীজ ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কন্ধার্ঘ—চিতে মূল, ঈশলাঙ্গলা মূল, শুঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনঃশিলা, হাঁফরমালী, আকন্দমূল, করবীর মূল, ছাতিম মূলের ছাল, গোময় রস, খদির কাষ্ঠ, নিমপাতা, মরিচ ও কাসমর্দ ( কালকাস্মন্দে ) প্রত্যেক ২ তোলা । ইহাতে কিটিম, দক্ষ, কণ্ডু, চর্মকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, দ্রুগত রোগ ও বৈবর্ণ্য আরোগ্য হয় । এই রোগে মাণিক্যরস ব্যবহার করা যায় ।

## এককুষ্ঠ চিকিৎসা ।

ইহাতে ব্যাধিস্থানে ঘর্ম হয় না এবং ব্যাধিস্থান মৎস্ত ত্বকের ন্যায় শুষ্ক বিশিষ্ট হয় । তথাকার চর্ম ঈষৎ উচ্চ নীচ লক্ষিত হয় । ইহাতে বৃহৎ সোমরাজী তৈল, মাণিক্যরস, অমৃতাস্থুর লৌহ, বাসারুদ্রগুড়ুচী তৈল, বৃহৎ গুড়ুচী তৈল, কন্দর্পসার তৈল, গন্ধকযোগ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য ।

অলস চিকিৎসা । ইহার চিকিৎসা দক্ষর আয় ।

চর্মদল চিকিৎসা । ইহার চিকিৎসা প্রায় বাতরক্তের আয় । ইহাতে এককুষ্ঠের ঔষধ সমূহ ব্যবহার করা যায় ।

কচ্ছ চিকিৎসা । ইহার চিকিৎসা পামায় আয় । তীব্রদাহ থাকিলে চর্মদলবৎ চিকিৎসা করিবে ।

## বিস্ফোট চিকিৎসা ।

ইহার চিকিৎসা প্রথমতঃ ব্রণের আয়, তদনন্তর বাতরক্তের আয় । শেষে কুষ্ঠের আয় চিকিৎসা করিবে । ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা নিতান্ত আবশ্যক । মাণিক্যরস গন্ধকযোগ, অমৃতাদি কষায়, নবকার্ষিক কষায়, বিষতৈল, করবীরতৈল, বৃহৎ সোমরাজীতৈল ইহাতে হিতকর ।

শতাবৃত্ত চিকিৎসা ।—ইহার চিকিৎসা দক্ষর আয় । বৃহৎ সোমরাজী তৈল ইহার মহৌষধ ।

## অণু মহাকুষ্ঠ চিকিৎসা ।

বাতপ্রধান কাপালকুষ্ঠে পঞ্চনিম্ব, মাণিক্যরস, মহাভল্লাতক গুড়, বৃহৎ সোমরাজীতৈল, কন্দর্পসারতৈল, নবকার্ষিক কষায়, ও পটোলাদি কষায় ব্যবহার্য্য। কুষ্ঠ মাত্রাই তিক্তদ্রব্য সেবন হিতকর। কাপালকুষ্ঠ বাতপ্রধান হইলেও গুলঞ্চ, বেত্রাগ্র, পলতা, পটোল ও নিম্মুপথ্য। কুষ্ঠ নাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির সর্ব শ্রেষ্ঠ। খদির কাষ্ঠের কষায়দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করা আবশ্যক। কেবল কষায় পানে মহাকুষ্ঠ প্রশমিত হয় না সুতরাং তিক্তষট্টিপলক স্নাত, মহাতিক্ত স্নাত এবং মহাখাদিরস্নাত তৎকালে ব্যবহার করিবে। কাপাল কুষ্ঠ অত্যন্ত দুষ্চিকিৎস।

### পঞ্চনিম্ব ।

নিমের ফুল, নিমের ফল, নিমের ছাল, নিমের মূল ও নিমপাতা প্রত্যেক ২ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ তোলা, ব্রাহ্মী, গোক্ষুর, ভল্লাতক, চিত্তেমূল, বিড়ঙ্গশস্ত্র, বারাহীকন্দ, (অভাবে—চামারালু) লৌহভস্ম, গুলঞ্চ, হরিদ্রাদ্বয়, সোমরাজী, সোণালুপাতা, চিনি প্রত্যেক ১ তোলা, কুড়, ইজ্জব, আকনাদি পাতা প্রত্যেক ১ তোলা ; এই সকল দ্রব্য খদির কাষ্ঠ, পীতশাল ও নিমের ঘনভূত কাথে পৃথক পৃথক ৭ বার এবং ভৃঙ্গরাজ স্বরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সিকি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অল্পপান—মধু, তিক্তষট্টিপলক স্নাত, খদির বা পীতশালের কাথ। অভাবে—উষ্ণজল।

### পঞ্চনিম্ব । (২য় প্রকার)

নিমের ফুল, ফল, মূল, ছাল ও পাতা সমভাগে মিলাইয়া ১০ আনা মাত্রায় ঘৃত মধু সহ লেহন করিবে। অবস্থাবিশেষে আমলকীর রস বা দুগ্ধ সহ পান করা যাইতে পারে।

পথ্য—ঘৃত, যুগ যুষ অথবা দুধ ভাত। পঞ্চনিম্ব কুষ্ঠের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাপাল কুষ্ঠে প্রথমোক্ত পঞ্চনিম্বই ফলপ্রদ। পঞ্চনিম্ব ব্যবহারে সর্ববিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বীসর্প আরোগ্য হয়।

### মাণিক্যরস ।

শোধিত হরিতাল ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ৪ তোলা, পারদ, সীসক, ভাঙ্গ, অন্ন ও লৌহভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য বটের আঠায় মর্দন করিয়া ৩ দিন নিমের কাথে ভাবনা দিবে। ১ তৎপর তাহাতে গুলঞ্চ, বালা, হস্তাল, আলকুশীবীজ, নীলঝিট্টী, সজিনা ছাল, মুরাংগাসী, জীরা, নিসিন্দা ও করবীর মূল প্রত্যেক ১০ তোলা মিলাইয়া দৃঢ় মৃৎপাত্রদ্বয়ে কাপড় ও মাটীদ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া খোলা জায়গায় রাত্রিতে

২ প্রহর নির্ধূষ অগ্নিতে পাক করিবে । প্রাতঃকালে শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে । নিমকাক্টের অথবা অল্প কোন তিক্তবৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা ঔষধ পাক করা ব্যবহৃত হয় । তাহাতে ঔষধের গুণাধিক্য হয় । ইহার মাত্রা ২ রতি । অল্পপান—ঘৃত বা মধু । এই ঔষধ নিম, গুলঞ্চ প্রভৃতি অল্পপানেও ব্যবহৃত হয় । পাক শীতল ছাগদুগ্ধ ঔষধ সেবনান্তে পান করিলে রোগী সত্ত্বর প্রকৃতিস্থ হয় । ইহাতে সর্ববিধ মহাকুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া থাকে । ইদানীং এই ঔষধ প্রায়শঃ যথারীতি প্রস্তুত হয় না ।

### মহাতল্লাতক গুড় ।

এই ঔষধ ইদানীং প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না । ভল্লাতক শোধন প্রণালী অত্যন্ত কঠিন এবং ভালরূপ শোধিত না হইলে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয় । এক্ষণে এই ঔষধ প্রায়শঃ প্রস্তুত হয় না । ভল্লাতকের পরিবর্তে রক্তচন্দন ব্যবহার করা যায় ; কিন্তু তাহা এই ঔষধে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । কাহারো মতে রক্তচন্দন ব্যবহার করা অবिवেচনার কার্য্য নহে । যেহেতু উহা রক্তদোষ ও কুষ্ঠ নাশক । কাথার্থ—নিমছাল, গ্রামালতা, আতৈষ, কটকী, বলাড়ুমুর, ত্রিফলা, মূতা, ক্ষেত্রপর্ণী, চাকুন্দেবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদির কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঠ, শটী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুটজছাল, শোধিত বৃদ্ধদারক বোজ, রাখাল শশার মূল, মূর্খামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, শোধিত বিষ, চিতে মূল, হস্তিকর্ণপলাশের মূল, গুলঞ্চ, ঘোঁড়ানিমের ছাল, পলতা, হরিদ্রাদ্বয়, পিপুল, সোঁদালফলমজ্জা, ছাতিম ছাল, ( বা কৃষ্ণবেত ) ষ্বেত গুজ্জাফল, ওল, চিনাঘাস, মাজ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তালমূলী, প্রিয়দ্রু, কটফল, শরপুষ্ক, শিরীষছাল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, শোধিত ভল্লাতক তিন হাজারটি, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । উত্তর কাথ একত্র করিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২৥ সের, শোধিত ভল্লাতকমজ্জা এক হাজার মিশাইয়া পাক করিবে । ঘন হইলে প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, সৈন্ধব, মূতা, যমানী প্রত্যেক ১ পল, চতুর্জাতক মিলিত ১ পল, আন্নাসাগন্ধক ৪ পল যথাবিধি মিশাইয়া নামাইয়া ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে । মাত্রা ১০—১০ তোলা । অল্পপান—গুলঞ্চের কাথ বা দুগ্ধ । ইহা দ্বারা কাপাল কুষ্ঠ, খিজি, ঔড়ুম্বর, কুষ্ঠ, দ্রুণ, ঋতুজিহব, কাকণ, পুণ্ডরীক, চন্দ্রকুষ্ঠ, বিস্ফোট, মণ্ডলকুষ্ঠ, কণ্ডু, পামা, বিপাদিকা, বাতরক্ত ও পাণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

পটোল্যান্দি কষ্মাস্ত্র । যথা—পলতা, খদিরকাষ্ঠ, নিমপাতা, ত্রিফলা ও কৃষ্ণবেত ( অভাবে অনন্তমূল ) ইহাদের কাথ পান করিলে এবং রোগী তিক্তভূয়িষ্ঠ আহার সেবী হইলে সত্ত্বর কুষ্ঠ প্রশমিত হয় ।

### কন্দর্পসার তৈল ।

কটু তৈল ৮ সের, কাথার্থ—ছাতিমছাল, কালিয়াকড়ামূল, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষ ছাল, ঘোড়ানিম, জয়ন্তীপাতা, তিতলাউ, রাখার শশার মূল, হরিদ্রা প্রত্যেক ১০ পল, জল

৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের, পাকার্ধ—সোঁদালপাতা, জয়ন্তীপাতা, ভুঙ্গরাজ, ধূতুরাপাতা, সিদ্ধিপাতা, চিতেপাতা, হরিদ্রা, খেজুরপাতা, গোময় রস, আকন্দপাতা, সৌজ-পাতা প্রত্যেকের স্বরস ১৪ সের, কঙ্কার্ধ—মাকাল, বচ, ব্রাহ্মী, তিতলাউ, চিতেমূল, দ্ব্যত-কুমারী, শোধিত কুচিলা, পলতা, হরিদ্রা, মুতা, পিপুল মূল, সোন্দালপাতা, আকন্দশীর, কাল কান্দেমূল, ঈষলাকুলে, আঁচকুলের মূল, যজ্ঞিষ্ঠা, কালমেঘ, রাধাল শশামূল, বিছাতি মূল, করঞ্জমূল, হাঁফরমালী, মূর্খামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুটজ, নিম, মহানিম, গুলঞ্চ, চাকুন্দেবীজ, সোমরাজী, হাকুচবীজ, ধনে ভুঙ্গরাজ, যষ্টিমধু, গুল, কটকী, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গেঁঠেলা, অগুরু, পুষ্করমূল, কর্পূর, কটফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাচি, বাসক, বেণামূল প্রত্যেক ২ তোলা । ইহা কুষ্ঠ নাশক তৈলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা দ্বারা অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, গলিত কুষ্ঠ, ষ্ঠেরক্ত কুষ্ঠ, বিপাদিকা, পামা, বিস্ফোট, নীলিকা, রক্তক্রিমি, দদ্র, মসুরী, কিটিম, রক্তমণ্ডল, ঔড়ম্বর, পদ্মকুষ্ঠ, মহাপদ্মকুষ্ঠ, ভগন্দর এবং নানাবিধ ক্ষত আরোগ্য হয় ।

### তিক্তমটপলক দ্ব্যত ।

নূতন দ্ব্যত ৪৮ তোলা, কাথার্ধ—নিমছাল, পলতা, দারুহরিদ্রা, হুরালভা, কটকী, ত্রিফলা, ক্ষেত্রপর্পটী, বলাড়ুম্বর প্রত্যেক ৪ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ ১২ সের, কঙ্কার্ধ—রক্তচন্দন, চিরতা, কটকী, পিপুল, বলাড়ুম্বর, মুতা, ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ তোলা । ইহা দ্বারা বাতপ্রধান কুষ্ঠ, জ্বর, পামা, বীসর্প ও কণ্ডু আরোগ্য হয় । ইহা যোগবাহী ।

### মহাতিক্তক দ্ব্যত ।

দ্ব্যত ১৪ সের, আমলকী রস ১৮ সের, জল ৩২ সের, কঙ্কার্ধ—ছাতিমছাল, আঁঠৈন, শোণালুফলমজ্জা, কটকী, আকনাদি, মুতা, বেণামূল, ত্রিফলা, পলতা, নিমছাল, ক্ষেত্রপর্পটী, হুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রাদ্বয়, বচ, রাধাল শশার মূল, শতমূলী, অনন্ত মূল, শ্রামালতা, ইন্দ্রযব, বাসকছাল, মূর্খামূল, গুলঞ্চ, কটকী, যষ্টিমধু, বলাড়ুম্বর মিলিত ১১ সের । ইহাতে বাতপ্রধান এবং পিত্তপ্রধান কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, বীসর্প, পাণ্ডু, বিস্ফোট, পামা, কামলা, জ্বর, কণ্ডু, পিড়কা ও রক্তপ্রদর আরোগ্য হয় ।

### মহাখদির দ্ব্যত ।

দ্ব্যত ১৬ সের, কাথার্ধ—খদিরকাষ্ঠ ৫ তুলা ( ১২৥ সেরে ১ তুলা ) শিংশপা, ( শিশু ) ও পীতশাল প্রত্যেক ১ তোলা, ডহর করঞ্জবীজ, নিমছাল, বেত, ক্ষেত্রপর্পটী, কুটজছাল, বাসকছাল, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রাদ্বয়, শোণালুছাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, ছাতিমছাল প্রত্যেক ১৬ সের ; জল ১০ দ্রোণ, শেষ অষ্টমভাগ, আমলকীর রস ১৬ সের, কঙ্কার্ধ—মহা-তিক্তক প্রত্যেক ১ তোলা কঙ্কার্ধ প্রত্যেক ১ পল । এই দ্ব্যত উল্লিখিত মানে প্রস্তুত কর :

কঠিন। স্নাত্তরাং অল্পরূপে জ্বাসহ ১/৪ সের স্নাত্ত পাক করা বিধেয়। ইহা কুষ্ঠরোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা অভ্যঙ্গেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

### মধ্বাসব ।

মধু ১/৪ সের, খদিরসার ১/১ সের, দেবদারুসার ১/১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের একত্র মিশাইয়া তাহাতে লৌহ ভস্ম ১/১ সের, ত্রিফলা, এলাচি, দারুচিনি, মরিচ, তেজপাত, নাগ কেশর প্রত্যেক ২ তোলা ; মৎস্যগুকা—( অভাবে চিনি ) ১/২ সের মিশাইয়া লৌহ ভাণ্ডে ১ মাস মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। পশ্চাৎ ছাঁকিয়া ১ তোলা মাত্রায় ব্যবহার্য্য। ইহাতে কুষ্ঠ ও কিলাস আরোগ্য হয়।

### কনকবিন্দুরিষ্ট ।

খদির সারের কষায় ৬৪ সের স্নাত্ত ভাবিত কুস্তে রাখিবে। পশ্চাৎ তাহাতে ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, মূতা, বাসক, ইজ্জব, শোণালুছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৬ পল মিশাইবে। মুখ ঢাকিয়া ১মাস ধাত্তরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া প্রাতঃকালে ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনে ১মাসে মহাকুষ্ঠ, ১৫ দিনে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কিলাস ও ভগন্দরনাশক এবং রক্ত পরিষ্কারক। ইহা সেবনে শরীর কনকের জায় কান্তিবিশিষ্ট হয় বলিয়া ইহার নাম কনকবিন্দু।

### ত্রিফলা স্নাত্ত ।

স্নাত্ত ১/৪ সের, ত্রিফলা, নিম, পলতা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, বচ ও হরিদ্রা ইহাদের কাপ ১৬ সের এবং কক ১/১ সের সহ যথারীতি স্নাত্ত পাক করিয়া বাতোষ্ণকুষ্ঠে প্রয়োগ করিবে।

### গন্ধক যোগ ।

এই ঔষধ চরকে লিখিত আছে। শোধিত আল্লাসা গন্ধক ৭০ আনা মাত্রায় আমলকীরস ও মধু সহ সেবন করিলে কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইদানীং এই ঔষধ দুইসহ ব্যবহৃত হয়। মহাকুষ্ঠে আমলকী রস সহ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ইহা গলৎ কুষ্ঠ নাশক।

### অমৃতাস্কুর লৌহ ।

অগ্নি শোধিত পারদ ( ইদানীং সাধারণ ভাবে শোধিত পারদ গ্রহণ করা হয়। কেহ২ বিত্তক পারদ অগ্নি অর্থাৎ চিহ্নগুলের রসে ভাবিত করিয়া গ্রহণ করেন ) ১পল, শোধিত গন্ধক ( আল্লাসাগন্ধক হইলে ভাল হয় ) ৪পল, একত্র কঙ্কলী করিবে। অনন্তর

উহার সহিত লৌহ ১পল, উৎকৃষ্ট তাম্রভস্ম ১পল, শোধিত ভল্লাতক মজ্জা ১ পল, অত্র ১ পল, শোধিত গুগ্গুলু ১ পল, ঘৃত ৮ পল একত্র মিশাইয়া ৮/৪ সের ত্রিফলার কাথে পাক করিবে। (ত্রিফলা মিলিত ৮/২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮/৪ সের) আসন্নপাকে হরীতকীচূর্ণ ২ তোলা, বহেড়া চূর্ণ ২ তোলা, আমলকী চূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিবে। লৌহ পাত্রে পাক করিবে। অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যখন শব্দ হইবে না এবং সূক্ষ্মবস্ত্রে নিপীড়ন করিলে বহির্গত হইবে না তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। ইহার মাত্রা ১ হইতে ২১৩ রতি। অল্পপান—ঘৃত ও মধু। ইদানীং মধু ও নিমছালের রসসহ প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়। প্রাতঃকালে লৌহ পাত্রে লৌহ দণ্ডদ্বারা মাড়িয়া ঔষধ সেবন করাই শাস্ত্রসিদ্ধ। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ বা নারিকেল জল পান করিবে। ইহাতে নানাবিধ কঠ, বাতরক্ত ও আমবাত আরোগ্য হয়। ইহা বল্য, রম্য ও গুণবর্দ্ধক। এই ঔষধ ব্যবহার কালে শাক, অন্নদ্রব্য ও স্ত্রী গমন নিষিদ্ধ। ঘৃতভৃষ্ট পক্ষিমাংস ভক্ষণ করিলে দুর্বল দেহধাতু পুণ্ড্র হয়। জলচর বা অনুপ পক্ষী ব্যবহার্য্য নহে। এই ঔষধে পারদস্থানে রক্ত বৈজ্ঞগণ রসসিন্ধুর ব্যবহার করেন। কেহ বা পাতনযন্ত্রসাধিত হিন্দুলোথ পারদ গ্রহণ করেন। কেহও গন্ধকমাত্র ১পল গ্রহণ করেন, তাহাও সর্ববাদি সম্মত নহে।

## ঔষ্মর কুষ্ঠ চিকিৎসা ।

ইহা দেখিতে যজ্ঞডুম্বরের ন্যায়। ইহাতে বেদনা, কণ্ডু, জ্বালা ও রক্তিমতা থাকে। ইহার চতুর্দিকের রোমসকল পিঙ্গল বর্ণ হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত পটোলাদি কষায়, পঞ্চনিম্ব, মাণিক্যরস, অমৃতাকুর লৌহ, পঞ্চতিক্ত ঘৃত ও মহাতিক্তক ঘৃত ব্যবহার করা যায়। কন্দর্পসার তৈল ইহার উপযোগী। ইহার চিকিৎসা অনেকটা বাতরক্তের ন্যায় স্তবরাং বাতরক্তের ঔষধ সমূহ অবস্থাবিশেষে ইহাতে প্রযুক্ত হয়। বাতরক্তের অমৃতাদিকষায়, নবকার্ষিক, ব্রহ্ম ও গুড়চী তৈল ও বাসারুদ্র গুড়চী তৈল বিশেষ উপকারী। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকি নিতান্ত আবশ্যক। কোষ্ঠ বদ্ধতায় নবকার্ষিক অতীষ্ট ফলপ্রদ।

### পঞ্চতিক্ত ঘৃত ।

নিম, পলতা, কটকারী, গুলঞ্চ, বাসক (এই পাঁচটাকে পঞ্চতিক্ত বলে) প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঘৃত ৮/৪ সের, ককার্ণ—ত্রিফলা ৮/১ সের। ইহা দ্বারা নানাবিধ কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, কণ্ডু, পামা প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই ঘৃত ব্যবহারে প্রথমতঃ কণ্ডু, পামা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, পশ্চাৎ কমিতে থাকে। অভ্যস্তর হইতে ব্যাধি বহির্গত করিয়া উপশম করাই এই ঔষধের ধর্ম্ম। মাত্রা ৥০ তোলা।  
অল্পপান—দুগ্ধ।

## তিক্তক ঘৃত ।

ঘৃত ১৪ সের, কাথার্ধ—ত্রিফলা, হরিদ্রাষয়, বাসক, ছরালভা. কৈত্রপপটি. পলতা. বলাড়মুর. কটকী, নিমছাল প্রত্যেক ২ পল জল ৬৪ সের. শেষ ১৬ সের। কন্ধার্ধ—পিপুল, মূতা. রক্ত চন্দন. বলাড়মুর, ইঞ্জয়ব, ৭০ তা মিলিত ১ সের। ইহা পঞ্চতিক্ত ঘৃতেষা ঞ্চারণ কারক ; বাতরক্ত ও বী ইহা প্রযোজ্য ।

## বজ্রক ঘৃত ।

ঘৃত ১৪ সের, বাসক. গুলঞ্চ, ত্রিফলা, পলতা, করঞ্জবীজ, নিমছাল, পীতশাল ও কুম্ভবেত ইহাদের কক কষায় দ্বারা ঘৃত পাক কবিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার কুষ্ঠ ও গলং কুষ্ঠ আরোগ্য হয় ।

পটোল পত্র অথবা দারুহরিদ্রার কক কষায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পিত্ত প্রধান কুষ্ঠে ব্যবহার করিবে ।

## মণ্ডল কুষ্ঠ চিকিৎসা ।

ইহা গানে মণ্ডলাকারভাবে প্রকাশিত হয়। সোমরাজী তৈল, বৃহৎ সোমরাজী তৈল, তিত্তেক্ষ্ণাকু তৈল, কন্দর্পসার, কনকক্ষীরী তৈল, পঞ্চনিম্ব, অমৃত গুগ্গলু, পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্গলু, মহা ভল্লাতক গুড় ও ব্রহ্মরস কফপ্রধান কুষ্ঠে বিশেষতঃ মণ্ডল কুষ্ঠে ব্যবহার করিবে ।

## তিক্তেক্ষ্ণাকু তৈল ।

সর্ষপ তৈল ১৪ সের. কন্ধার্ধ—তিতলাউ বীজ. তুতে, রসাজন, রোচনা, হরিদ্রাষয়. বৃহতী ফল, এরণ্ডমূল. রাখাল শঁসার মূল. চিতেমূল, মূর্ক্ষামূল, হিরাকস. হিং. সজিনাছাল. ত্রিকটু. দেবদারু. ধনে. বিড়ঙ্গ, দশলাঙ্গলা মূল, কুটজ ছাল ও কটকী মিলিত ১ সের. গোমূত্র ১৬ সের। ইহাতে বাতকক প্রধান কুষ্ঠ ও কঙ্ক আরোগ্য হয় ।

## কনকক্ষীরী তৈল ।

কনক ক্ষীরী মূল, ( শেয়াল কাঁটা মূল ) মনঃশিলা. বায়ুনহাটী, দস্তী বীজ. দস্তী মূল. জাতীমুলের পাতা. প্রবাল ভষ্ম. খেতসর্ষপ. রসুন, বিড়ঙ্গ. করঞ্জছাল, ছাতিম ছাল. আকন্দ পাতা, আকন্দ মূল. আকন্দছাল. নিমছাল. চিতেমূল. ইক্ষরমালী. গুঞ্জা মূল. এরণ্ড মূল, বৃহতী, মূলক. ভুলসী. ভুলসী বীজ. কুড়, আকনাদি. মূতা. ধনে, মূর্ক্ষামূল. বচ. পিপুল মূল, চাকুন্দে বীজ. কুটজ ছাল. সজিনাছাল. ত্রিকটু. ভল্লাতক, হিচুটী, হরিভাল, চোরপুস্পী, তুতে, কমলাগুঁড়ী, গুলঞ্চ. ধর্পর. ফিটকারী. হিরাক. দারু হরিদ্রা ছাল,

সেদ্ধব মিলিত ১১ সের. করবীর মূল ও পল্লবের কষায় ১৪ সের. গোমূত্র ১৬ সের. কটু তৈল ১৪ সের. যথাবিধি পাক করিয়া ভিতলাউয়ের ভাঙে রাখিবে । ইহা মণ্ডল কুষ্ঠের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা দ্বারা ক্রিমি ও কণ্ডু আরোগ্য হয় ।

### পঞ্চতিল্ল স্নাত গুগ্গুলু ।

স্নাত ১৪ সের, কাথার্থ—নিম ছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোল পত্র, কটকারী প্রত্যেক ১০ পল, শ্লথপোটুলীবদ্ধ গুগ্গুলু ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের ছাঁকিয়া লইবে এবং গুগ্গুলু ঐ কাথে গুলিয়া দিবে । এই কাথ দ্বারা স্নাত পাক করিবে ।  
কদ্ধার্থ—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপুল, যবক্ষার, সাতিকার, শুঁঠ, হরিত্রা, শুল্কা, চই, কুড়, লতাফটুকী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জ্বারে, চিতেমূল, কটুকী, ভল্লাতক, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আঠৈষ, ত্রিফলা, বনযমানী প্রত্যেক ২ তোলা । মাত্রা—১০ তোলা, গরম দুগ্ধসহ সেব্য । ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, নাড়ীত্রণ ও বিদ্রাবি আরোগ্য হয় ।

### ব্রহ্মরস ।

মূর্ছিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক, চিতেমূল, সোমরাজী ও ব্রহ্মযন্তির বীজচূর্ণ প্রত্যেক ১২ ভাগ, ইক্ষুগুড় ৩০ ভাগ, মধুদ্বারা মাড়িয়া এক সিকি মাত্রায় ব্যবহার করিবে । ইহাতে মণ্ডলকুষ্ঠ ও কুষ্ঠের সুপ্ততা নষ্ট হয় । ঔষধ সেবনান্তে পাতাল গরুড়ীর মূল জল দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিবে । হিন্দুভাষায় পাতালগরুড়ীকে ছেউড়া বলে । ইহা একপ্রকার লতা বিশেষ ।

### অম্লতা গুগ্গুলু ।

গুলঞ্চ ১২৥ সের, দশমূল ১২৥ সের, আকনাদি, মুর্কীমূল, বেড়েলা, কটুকী, দারুহরিত্রা, এরণ্ডমূল প্রত্যেক ১০ পল, শ্লথপোটুলীবদ্ধ বহেড়া ১০০টী, আমলকী ১০০টী, হরীতকী ২০০টী, দোলাস্থ শ্লথপোটুলীবদ্ধ গুগ্গুলু ১২ সের, জল ২ দ্রোণ, অষ্টমভাগ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । পরে ঐ কাথে গুগ্গুলু গুলিয়া দিবে । হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার বীজ ফেলিয়া নির্মল বাটিয়া ১২ সের ঘূতে ভাজিবে, অনন্তর ঐ কাথ সহ পাক করিবে । আসন্ন পাকে গুলঞ্চের পালো ২ পল, শুঁঠ ২ পল, পিপুল, ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । মাত্রা ১০ তোলা । অম্লপান—দুগ্ধ বা গরম জল । ইহাতে নানাবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত ও প্লীহা আরোগ্য হয় । এই ঔষধ বাতরক্তে মহোপকারী ।

### অথ শ্রম্যজিহন চিকিৎসা ।

ইহা দেখিতে হরিণের জিহবা সদৃশ খরম্পর্শ ও বেদনাযুক্ত । ব্যাধির ধামে রক্তিম



ধাকে এবং মধ্যভাগ জ্বাবর্ণ হয় । ইহা বাতপিত্তজ । ঔষুধর কুষ্ঠে যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে ইহাতেও তৎসমুদায় অবস্থাবিশেষে প্রয়োগ করিবে ।

## অথ পুণ্ডরীক চিকিৎসা ।

ইহা শ্লেষ্মপিত্তজ, দেখিতে রক্তগদ্যের পাতার জায় এবং উন্নতাকার । ইহার প্রাপ্ত দেশে সর্ষেতরক্তবর্ণ এবং মধ্যদেশে সর্ষেত আরক্তবর্ণ । ত্রিফলাদি ক্রাথ । যথা ।— ত্রিফলা, নিমছাল, পলতা, মঞ্জিষ্ঠা, কটকী, বচ ও হরিদ্রা । ইহাদ্বারা কফপিত্তজ কুষ্ঠ আরোগ্য হয় । পঞ্চানিস, অমৃতগুগ্গলু, মহাভল্লাতক গুড়, পঞ্চতিক্তমৃত গুগ্গলু, অমৃতাকুর লৌহ ও মাণিক্যরস এই রোগে ব্যবহৃত হয় প্রযুক্ত অবস্থায় কন্দর্পসার তৈল ব্যবহার করিবে ।

## কাকণ কুষ্ঠ চিকিৎসা ।

ইহা অসাধ্য, তবে প্রতিকারার্থ কন্দর্পসার তৈল, মহাখদির মৃত, মহাতিক্তক মৃত, মহাভল্লাতক গুড় ও কনকবিন্দুরিক্ত ব্যবহার করিবে ।

মারিত হীরক ও শোধিত শিলাজতু সহ শোধিত পারদ মিশ্রিত করিয়া ১ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে যাবতীয় কুষ্ঠ আরোগ্য হয় । ইহাদ্বারা কাকণ কুষ্ঠও সাধ্য বা বাপ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

গন্ধক ( আল্লাসা ) ও স্বর্ণমাক্ষিক যোগে মারিত পারদ সেবনেও পূর্ববৎ ফললাভ হয় । এই দুইটী ঔষধ চরম অবস্থায় প্রযোজ্য । অনুপান—নিমছালের রস বা দুগ্ধ ইত্যাদি । এই যোগদ্বয় চরক হইতে উদ্ধৃত হইল ।

## গলক কুষ্ঠ চিকিৎসা ।

ইহাতে মাংস সকল পচিয়া ক্লেদ ও পুয়সম্মিত ও বর্ণাংশ হইয়া পতিত হইতে থাকে । ইহাতে পোকা জন্মিয়া থাকে । কন্দর্পসার তৈল ও কৃষ্ণওষ্প তৈল ইহার মহৌষধ ।

কৃষ্ণওষ্প তৈল ।

মল্লক, পুচ্ছ ও অন্ত্র বর্জিত মৃত কৃষ্ণসর্পের অন্তর্ধ্বংসতত্ত্ব, সোমরাজী তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যাধিস্থানে লাগাইলে গলককুষ্ঠ আরোগ্য হয় । কেহও অর্থাবিধ কৃষ্ণওষ্প তৈল

পাক করেন। যথা—মস্তক, পুচ্ছ ও অন্ন বর্জিত কৃষ্ণসর্প ৪টী, জল ১৬ সের, শেব ৮ সের, পাকার্থ—জল ১৬ সের, সোমরাজি তৈল ৮ সের, কন্ধার্থ—আম্রাসা গন্ধক ৮ সের, পাকান্তে ৪ তোলা আম্রাসা গন্ধকের কজ্জলী মিশাইয়া রাখিবে এবং আবশ্যক মত ব্যাধি স্থানে মালিশ করিবে।

অম্রসার গন্ধকের নিম্নলিখিত চূর্ণ ৮০ আম্র মাত্রায় দুগ্ধ সহ পান করিলে ফললাভ হয়।

### গলৎ কুষ্ঠারি রস ।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, গুগ্গুলু, শোধিত শিলাজতু, চিতেমূল, কুচিলা ও বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, অন্ন ও করঞ্জবীজ প্রত্যেক ৪ ভাগ একত্র মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে। অল্পপান—ঘৃত ও মধু অথবা নিমছালের রস প্রভৃতি। ইহাতে কুষ্ঠ ও কিলাস আরোগ্য হয়।

এই রোগে আণিক্যরস ও মহাতিক্তক স্রুত ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাতে মৎস্ত, মাংস, অন্ন ও লবণ ত্যাগ্য।

## অন্য শিথ্র চিকিৎসা ।

প্রলেপ—শোধিত গন্ধক, শোধিত চিতেমূল, হিরাকস, হরিভাল ও ত্রিফলা একত্র মর্দন করিয়া নিম্নলিখিত রূপে বাটিয়া ব্যাধি স্থানে প্রলেপ দিবে।

### শ্বেতারি ।

পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, হাকুচবী, ভজ্রাতক বীজ, কৃষ্ণতিল, নিমবীজ প্রত্যেক সমভাগ, ভৃঙ্গরাজরসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ৪৫ রতি বটী করিবে। অল্পপান—ঘৃত মধু।

### কুষ্ঠরাক্ষস তৈল ।

কটুতৈল ৮ সের, কন্ধার্থ—পারদ, গন্ধক, কুড়, ছাতিমছাল, চিতেমূল, মেটেসিন্দুর, হরিভাল, হাকুচবীজ, রসুন, সোন্দালবীজ, জারিত তাম্র, মনঃশিলা প্রত্যেক ২ তোলা সহ রৌদ্রপক করিবে। ইহাতে শিথ্র, ঔদুগ্ধরকুষ্ঠ, কচ্ছ, বিচর্জিকা ও পামা আরোগ্য হয়।

### বিষতৈল ।

তৈল ৮ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কন্ধার্থ—ডহর করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দাঁকুহরিদ্রা, আকন্দমূল, তগরপাত্কা, করবীরমূল, বচ, কুড়, হাকুচবীজ, রক্তচন্দন, মা

নিসিন্দাপত্র, বজ্রিষ্ঠা, ছাতিমছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ৮ তোলা। ইহাতে শিত্র ও দূষিত ত্রণ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

### শিত্র পঞ্চানন তৈল ।

কটু তৈল /৪ সের, গোমূত্র, ছাগমূত্র, দধিরমাত, দুগ্ধ প্রত্যেক /৪ সের, ককার্থ—  
এরণ্ডবীজ, তুলসীবীজ, হাকুচবীজ, চাকুন্দেবীজ, তিতবিক্রেবীজ, পিপুল, আঁকড়াবীজ,  
মনঃশিলা, হিরাকস, হরীতকী কড়, বিড়ঙ্গ মিলিত /১ সের। শিত্রস্থানে ঈষৎ ঋণ  
করিয়া এই তৈল লাগাইতে হয়।

### আরগ্‌বধাতু তৈল ।

তৈল /৪ সের, ককার্থ—সোন্দাল বীজ, ধাওয়াছাল, কুড়, হরিভাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা-  
দয় মিলিত /১ সের। ইহা শিত্রনাশক।

### খদিরারিষ্ট । ( ব্যাধি বিপরীত )

খদিরকার্থ /৬ সের, দেবদারু /৬ সের, সোমরাজী বীজ ১২ পল, দারুহরিদ্রা ২০ পল,  
ত্রিফলা মিলিত ২০ পল, জল ৮ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ, স্নিগ্ধ ঘৃতভাগে রাখিয়া তাহাতে  
মধু ২৫ সের, চিনি ১২৥ সের, ধাইফুল ২০ পল, কাঁকলা, জায়ফল, লবঙ্গ, নাগকেশর,  
এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ১ পল ও পিপুল ৪ পল প্রক্ষেপ দিয়া মুখ ঢাকিয়া  
১মাস রাখিবে। তৎপশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ২৥০ তোলা। ইহাতে সর্ববিধ কুষ্ঠ,  
পাণ্ডু ও হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রক্ত পরিষ্কারক।

### পথ্যাপথ্য ।

কুষ্ঠরোগী মৎস্ত, মাংস, মত্ত ও দ্রী পরিত্যাগ করিবে। অন্ন, লবণ মাষকলাই, প্রভৃতি  
ক্লেদিপদার্থও পরিত্যাজ্য এবং পুরাতন (অন্ততঃ বৎসরাতীত) শালিধান্ন, যব,  
ভিজ্ঞ শাক (ব্রাহ্মী প্রভৃতি উপাদেয় শাক) ও জালমাংস (শবকাদির মাংস)  
ব্যবহার করিবে। নুগ, অড়হর, মন্দর, মধু, পটোল, রসোন, পাকাতাল কুষ্ঠে শ্রেষ্ঠ  
মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, ইক্ষু, তিল মূলা ও গুড় কুষ্ঠে অহিতকর।

## অথ শীতপিক্ত চিকিৎসা ।

শীতল বায়ু বা শীতল জল সংস্পর্শে প্রদুষ্ট বায়ু ও কফ সঞ্চিত পিত্তের সহিত মিলিত  
হইয়া বোলতা দংশনের ভায় যে শোথ উৎপন্ন করে তাহাকে শীতপিক্ত এবং উহারই

অবস্থান্তরকে উদর্দ ও কোঠ বলে। শীতপিত্ত অল্প সময়ে গরমে বিলীন হয় এবং হঠাৎ ঠাণ্ডায় পুনঃ আবির্ভূত হয়। কোঠ বা উদর্দ শীতপিত্তের জ্বাশ্ব ক্ষণস্থায়ী নহে। এই রোগ হইতে ক্রমশঃ কুষ্ঠ উৎপন্ন হইতে পারে। এই রোগ পিত্তপ্রধান। ব্যাধি সাধন্য হেতু শীত ক্রিয়ায় ইহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, এজন্য ইহাকে শীতপিত্ত কহে।

অমৃতাদিকষায় ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে নবকার্ষিক কষায় হিতকর। ইহাতে কটুতৈলের অভ্যঙ্গ এবং গরম জলের সেক হিতকর। দুর্ঙ্গা এবং কাঁচা হরিদ্রা বাটিয়া কটু তৈল সহ উদ্ভবর্তন করিলে শীতপিত্ত পামা ও কচ্ছু আরোগ্য হয়। ইহা কচ্ছুতে দৃষ্ট ফল।

ইহাতে কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্ত ঘৃত, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, গুড়ুচ্যাতি তৈল, পিত্তাস্তক রস, অমৃতাস্কুর লৌহ ও গুড়ুচ্যাতি লৌহ হার করা যায়।

যবক্ষার, সৈন্ধব ও কটু তৈল একত্র মিশাইয়া গাত্রে মাশিশ করিলে বাতপ্রধান শীতপিত্ত আরোগ্য হয়।

সুশ্রুতোক্ত এলাদিগণের চূর্ণ সহ কটু তৈল মিশাইয়া গাত্রে মাশিশ করিলে কফ-প্রধান শীতপিত্ত আরোগ্য হয়।

রসসিন্দূর ২ রতি, যমানীচূর্ণ ৪ রতি, একত্রে গুড় সহ সেবন করিয়া কটু তৈলের অভ্যঙ্গ করিলে শীতপিত্ত নষ্ট হয়।

### হরিদ্রা খণ্ড ।

হরিদ্রা ৮ পল, ঘৃত ৬ পল, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১৬ সের, প্রক্ষেপার্ধ—ত্রিকটু, ত্রিজাতক, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগকেশর, মৃত্তা, লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মৃদু অগ্নিতে মৃগ্নয় পাত্রে পাক করিবে। ইহাতে শীতপিত্ত, উদর্দ, কোষ্ঠ ও কণ্ডু আরোগ্য হয়।

### হরিদ্রা খণ্ড । ( দ্বিতীয় প্রকার )

হরিদ্রা চূর্ণ ১৮ সের, তেউড়ীমূল ৪ পল, হরীতকী চূর্ণ ৪ পল, চিনি ১৬ সের, প্রক্ষেপার্ধ—দারুহরিদ্রা, মৃত্তা, যমানী, বন যমানী, চিতে, কটুকী, কৃষ্ণজীবে, পিপুল, শুঠ, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, কুড়, ত্রিফলা, চই, ধনে, লৌহ, অল্প প্রত্যেক ১ তোলা। মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে পাক করিবে। অল্পপান—উষ্ণজল। ইহা প্রায়শঃ দুগ্ধসহ ব্যবহৃত হয়।, মাত্রা ১০ তোলা। ইহা দ্বারা শীতপিত্ত, উদর্দ, কোষ্ঠ, কণ্ডু, পাণ্ডু, ক্রিমি ও শোথ আরোগ্য হয়। পিত্তপ্রবল অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার করিবে।

### শ্লেষ্মাপিত্তাস্তক রস।

রস সিন্দূর, ভাত্র, লৌহ, গন্ধক, সোহাগা, চিতে, চিরতা, ইন্দ্রযব, রান্না, গুলঞ্চ, পদ্মকান্থ প্রত্যেক সমভাগ, ক্ষেত্রপল্লীর রসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি বটী করিবে।  
অল্পপান—মধু। ঔষধ সেবনান্তে হরীতকী, পিপুল, শুঠ ও গুড় একত্রে ১০ হইতে ১০০ তোলা সেবন করিবে। কফ বা বায়ুর আধিক্য থাকিলে দাড়িম, শুঠ ও গুড় অল্পপেয়।

### অথ স্পর্শবাত লক্ষণ।

স্পর্শবাতে অঙ্গে হঠাৎবেধবৎ বেদনা, স্পর্শ শক্তির নাশ ও মণ্ডলেৎপত্তি হয়।

#### রসাদিগুড়ী।

পারদ ৮ ভাগ, শোধিত কুচিলা ১০ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ, ত্রিকটু, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, কাগজিলেবুর মূল, চিতে, মূতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, বিষ, কুড়, পিপুলমূল নাগকেশর প্রত্যেক ১ ভাগ, গুড় ২৪ ভাগ, কুল প্রমাণ বটী করিবে। ইহাতে স্পর্শবাত নষ্ট হয়। বাতব্যাধির ঔষধ সকল অবস্থা বিশেষে স্পর্শবাতে ব্যবহৃত হইতে পারে।

শীতপিতে অবস্থা বিশেষে শীতল অথবা উষ্ণ অল্পপানীয় ব্যবহার করিবে। কুষ্ঠোক্ত পথ্যাপথ্য ইহার পথ্যাপথ্য।

### অথ অল্পপিত্ত চিকিৎসা।

পিত্ত অল্পভাবাপন্ন হইলে এবং উদগার ও দাহাদি জন্মাইলে ঐ পিত্তকে অল্পপিত্ত কহে। অল্পপিত্তে কফের সম্বন্ধও থাকে কিন্তু উহা গোণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ইহাতে যাবতীয় অল্পদ্রব্য, খাল, পর্যুষিত বা প্রহৃত্ত দ্রব্য, ভূষ্টদ্রব্য, ষোল, মজা, বৃহৎ, মৎস্য, মাংস আশুধাত্ত, মাষকলাই, খেসারি কলাই এবং অজ্ঞাত গুরুপাক দ্রব্য এবং স্ত্রী সংসর্গ প্রভৃতি অস্পৃশ্য।

তিলক দ্রব্য, যব, গোম, পুরাতন শালিধাত্ত, পটোল, বেত্রাগ্র, পলতা, মধুর, কাঁচামুগের যব, দ্রুণ, ধই, ডাঙ্গা, স্মিষ্ট ভাত, আদুর প্রভৃতি স্পৃশ্য।

পটোলাদি কষায়। যথা—পলতা, শুঠ, গুলঞ্চ, কটকী ইহাদের কাথ কফান্নিত অল্পপিত্তে হিতকর।

অমৃতাদি কষায়। যথা—গুলঞ্চ, নিমছাল, পলতা ও ত্রিফলা—ইহাদের কাথ মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে অল্পপিত্ত আরোগ্য হয়।

অল্পপিত্তে অল্পমাত্রায় রক্তপিত্তে বাসায়ত, কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্তক সূত, পরিণাম

শুলোক পিপ্পলী মৃত, ব্যাধিকারে বক্ষ্যমাণ গুড়কুশ্মাণ্ডক এবং খণ্ডামলকী প্রয়োগ করা যায়। মধুসহ পুরাতন পিপুলচূর্ণ লেহন করিলে অন্নপিত্ত নষ্ট হয়। বাতপ্রধান অন্নপিত্তে স্বায়ংকালে সুপক্ব স্মিষ্ট জম্বীর স্বরস পান করিলে উপকার হয়।

বিদম্বাজীর্ণে কাঞ্জিকস্থিৎ যে হরীতকীর বিষয় লিখিত হইয়াছে তৎ সেবনে যাবতীয় অন্নপিত্ত নষ্ট হয়।

আহারের পরক্ষণেই যে রোগীর অম্লোদগার হইতে থাকে তিনি আহারের সময় জলপান না করিয়া আহারান্তে ২ গ্রাস সুশীতল সুবাসিত জল পান করিবেন।

গুড়, পিপুল ও হরীতকা দ্বারা মোদক পাক করিয়া ব্যবহার করিলে পিত্তশ্লেষ্ম প্রধান অন্নপিত্ত আরোগ্য হয়। ইহার প্রত্যেক পদ সমভাগ লইবে।

### ক্ষুধাবর্তী গুড়িকা। ( প্রসিদ্ধ ঔষধ )

অন্ন ২ পল, লৌহ ১ পল, মণ্ডুর অর্দ্ধপল ইহাদিগকে খানকুনি, শ্বেত হড়হড় ও তালমূলী ইহাদের রস মিলিত ৩২ পল দ্বারা প্রথম স্থালী পাক করিবে। শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ও কাঁটানটের মিলিত ৩০ পল রসে দ্বিতীয় স্থালী পাক করিবে। ত্রিফলা মিলিত ২১ তোলা, মৃত ৭ তোলা, জল ৮ গুণ, শেষ অষ্টম ভাগ, এই কাথ দ্বারা তৃতীয় স্থালী পাক করিয়া ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। ( স্বরস বা কাথ দ্বারা ঔষধ মাখিয়া স্থালীতে করিয়া ঐ স্বরস বা কাথকে ধীরে ২ গৃহ তাপে গুহ করাকে স্থালী পাক কহে। মৃৎস্থালীতে স্থালী পাক করা বিধেয় ) তদনন্তর কজ্জলা ১ পল মিশাইবে। পরে উহার সহিত বচ, চই, যমানী, জীরে, গুল্ফা, ত্রিকটু, মৃত, বিড়ঙ্গ, পিপুল মূল, আপাংমূল, তেউড়ী মূল, চিতে মূল, দস্তীমূল, শ্বেত হড়হড় মূল, ভৃঙ্গরাজ, মাণকন্দ, ঘেঁটকোল, ( খানকুনি ) ডান কুনি, কেশরাজ, কালিয়াকড়া মূল, কাকড়াশুঙ্গী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, ত্রিফলা মিলিত ১২ তোলা একত্র মিশাইয়া লৌহ পাत्रে আদারসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পরে আদারসে শিলায় পেষণ করতঃ ৪৫ রতি বটী করিবে। অম্লপান—কাঁজি। পথ্য—পাস্তাভাত ও অন্নকাঁজি। এই ঔষধ সেবন করিলে মধুর দ্রব্য, হৃৎ ও নারিকেল কদাচ ভক্ষণ করিবেন না। ইহাতে অন্নপিত্ত, পরিণাম শূল, শোথ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এই ঔষধ যোগবাহা এবং অন্নপিত্তে বিশেষ শক্তিশালী। বৎসরাতীত ঔষধ পরিত্যজ্য।

### অবিপত্তিকর চূর্ণ। ( বিরোচক )

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মৃত, বিটলবর্ণ, বিড়ঙ্গ, এলাচি, তেজপাত প্রত্যেক ১ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪৪ তোলা, চিনি ৬৬ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র

মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১০ আনা। অন্নপান—শীতল জল। ইহাতে অন্নপিত্ত, মলমূত্র রোধ, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ ও অর্শঃ নষ্ট হয়।

### অন্নপিত্তাস্তক গুড়িকা।

কধলা লেবুর খোসা, সৈন্ধব, মৌরী, যমানী, নিশাদল প্রত্যেক ১ তোলা, বিটলবণ ১০ তোলা, পাতিলেবুর রসে মর্দন করিয়া ৬ রতি বটী করিবে। আহাৰাস্তে এই ঔষধ শীতল জল সহ সেব্য।

### পিপ্লীলেহ বা বৃহৎ পিপ্লীখণ্ড।

পিপুল ১৥ সের, ঘৃত ১১ সের, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ১১ সের, আমলকীর রস ২ সের, ছন্ধ ৮ সের একত্র পাক করিয়া লেহবৎ হইলে প্রক্ষেপার্থ—ত্রিজাতক, হরীতকী, কৃষ্ণজীরে, ধনে, মুতা, বংশলোচন, আমলকী প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা; জীরে, কুড়, শুঠ, নাগকেশর প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। পাকান্তে ণাতল হইলে, জায়ফল, মরিচ, মধু প্রত্যেক ৩ পল মিশাইবে। মাত্রা ১০ সিকি। অন্নপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা দ্বারা অন্নপিত্ত, বমন, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। ইহা পিত্তপ্রধান অন্নপিত্তে প্রশস্ত।

### খণ্ড কুস্মাণ্ডক।

পুরাতন কুস্মাণ্ডের রস ১২৥ সের, ছন্ধ ১২৥ সের, আমলকী চূর্ণ ১১ সের, চিনি ১১ সের, ঘৃত ১১ পোয়া। চ্যবনপ্রাশের জ্বায় লেহবৎ পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহা অন্নপিত্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### অন্নপিত্তাস্তক মোদক।

শুঠ ১১ সের, পিপুল ১১ সের, শুপারি চূর্ণ ১১ সের, ঘৃত ৮ সের, ছন্ধ ৮ সের। যথাবিধি পাক করিয়া লেহবৎ হইলে প্রক্ষেপার্থ—লবঙ্গ, নাগকেশর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরে, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রান্না, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপাত, এলাচি, দারুচিনি, সৈন্ধব, হবুয়া, শটী, মদন ফল, কটুফল, জটামাংসী, অভ্র, বঙ্গ, রোপ্য, তালিশপত্র, পদ্মকাকী, মূর্খামূল, বরাক্রান্তা, বংশলোচন, পিপুল মূল, গুল্‌ফা, শতমূলী, পাতিনিষ্ঠীমূল, জায়ফল, জৈত্রী, কঁকলা, মুতা, পিপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, আপাংবীজ, গোক্ষুরবীজ, রক্তচন্দন, ঘোষা, লৌহ এবং কাংশ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা। মাত্রা ১০ সিকি। অন্নপান—দুগ্ধ। ইহাতে অন্নপিত্ত, বমন, দাহ, মূর্ছা, কাস, শ্বাস, শূল, প্রমেহ, অগ্নিমান্দ্য ও মূত্ররুদ্ধ আরোগ্য হয়। ইহা অন্নপিত্তজনিত শূলে বিশেষ ফলপ্রদ।

## অগ্নিপিত্তাস্তক লৌহ ।

রসসিন্দুর, অত্র, ( কেহ ২ অত্র স্থানে তাম্র গ্রহণ করেন তাহা সমীচীন নহে, কারণ তাম্র বমন কারক হেতু অগ্নিপিত্তে অপ্ৰশস্ত ) লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী সর্বসম একত্রে মর্দন করিয়া ৫৬ রতি বটী করিবে। অহুপান—মধু। ইহা বাতপ্রধান অগ্নিপিত্তের ঔষধ ।

## লীলা বিলাস রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, আমলকী ও বহেড়ার রসে (অভাবে কাথে) পৃথক ২ তিন বার মর্দিত ও শুষ্ক করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অহুপান হৃৎ, কুশ্মাণ্ড রস অথবা চিনি ও আমলকী রস। ইহাতে অগ্নিপিত্ত, বমন, বৃকজালা ও শূল আরোগ্য হয় ।

## ধাত্রী লৌহ ।

আমলকী চূর্ণ ৮ পল, লৌহ ভস্ম ৪ পল, যষ্টিমধু চূর্ণ ২ পল, আমলকীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। কেহ ২ আমলকীর পরিবর্তে গুলঞ্চের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া থাকেন। আমলকীর কাথে ভাবিত ধাত্রী লৌহ শূলে সমধিক কার্যকারী। এই ঔষধ কেহ চূর্ণাবস্থায় কেহ বা বটিকাকারে প্রস্তুত করেন। ১০ আনা মাত্রায় বটী করাই শ্রেয়ঃ। এই ঔষধ স্নাত মধু সহ সেব্য। ইদানীং অগ্নিপিত্তে শীতল জল বা হৃৎ সহ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রক্তপিত্ত, অগ্নিপিত্ত ও অনেক প্রকার শূল নষ্ট হয়। এই ঔষধ বিশেষ ফল প্রদ বিধায় সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

## পিত্তাস্তক রস ।

জায়ফল, জৈত্রী, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ( কাহারো মতে মনঃশিলা ) প্রত্যেক সমভাগ, রৌপ্যভস্ম সর্বসম, জল দ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহা পিত্ত রোগ নাশক, বিশেষতঃ ইহাতে পাণ্ডু, হলীমক, অর্শঃ, রক্তপিত্ত ও দাহ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ অগ্নিপিত্তে ও শূলে ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

এই ঔষধে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্তে স্বর্ণ ভস্ম প্রয়োগ করিলে অগ্নিপিত্তাস্তক রস হস্ত, ইহা বাবতীয় পিত্তবিকার নাশক ।

অগ্নিপিত্তে কয়েকটি স্নাতের প্রয়োগ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে কিন্তু এই রোগে স্নাত ব্যবহৃত হয় না, তথাপি আবশ্যক বোধে ২১১টী স্নাত উদ্ধৃত হইল।



## শতাবরী ঘৃত ।

ঘৃত ১৪ সের, শতমুলীর রস ১৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কঙ্কার্থ—শতমূলী ১ সের। ইহাতে অগ্নিপিত্ত, রক্তপিত্ত ও দাহাদি নষ্ট হয়।

## নারায়ণ ঘৃত ।

ঘৃত ১৫ সের, কাপার্থ—পিপুল ১২ সের, জল ২০ সের, শেষ ১৫ সের। গুলঞ্চের কাপ ১৪ সের, আমলকীর কাপ ১৭ সের, কঙ্কার্থ—দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোল পত্র, শুঠ, কটকী, বচ প্রত্যেক ৮ তোলা। এই ঘৃত অগ্নিপিত্ত, দাহ ও বমন নিবারক।

অগ্নিপিত্ত দাহে ও অগ্নিপিত্ত শূলে যথাস্থানে মর্দনার্থ ত্রিবিধ তৈল ব্যবহার করিবে। ইহা গ্রহণী এবং হৃতিকা রোগেও ব্যবহৃত হয়।

## ত্রিবিধ তৈল ।

তিল তৈল ১৪ সের, কাপার্থ—কচি বেল শুঠ ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আমলকীর রস ১৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৮ সের, কঙ্কার্থ—আমলকী, লাঙ্গা, হরীতকী, মৃত্তা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, কুড়, এলাচি, তগরপাছকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপাত, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, গুল্ফা, পুনর্নবা। ইহা অগ্নিপিত্ত শূল, হৃতিকা, গ্রহণী, হিকা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বর নাশক।

অগ্নিপিত্তারি চূর্ণ বা শ্বেত চূর্ণ সেবনে আশু বৃক জালা ও অম্লোদগার নিবারিত হয়; কিন্তু ইহার ফল অল্পকাল স্থায়ী।

## অগ্নিপিত্তারি চূর্ণ ।

সোরা ১। পোয়া, নিশাদল ১০ ছটাক, শুভ্রপর্পটী প্রস্তুত বিধানে প্রস্তুত করিবে। নিশাদল মিশ্রিত হইবামাত্র নামাইবে। মাত্রা ১০—১০ আনা। গীতল জল সহ সেব্য।

ভাস্কর লবণ, বজ্রাকার, বৃহৎ অগ্নিকুমার প্রভৃতি ঔষধ অগ্নিপিত্তের অজীর্ণ নাশার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কেহ ২ বলেন আহারের সময় জল পান না করিলে ও আহারান্তে অত্যুচ্চ জল পান করিলে অগ্নিপিত্ত উপশমিত হয়।

অথ বিসর্প, বিস্ফোট, মসুরিকা ও ক্ষুদ্ররোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা।

বিসর্প রোগ অতি বিরল দৃষ্ট হয়, ইহা পিত্তপ্রধান। বিসর্পের স্ফোটক বা ক্ষত নিবারণার্থ বটাাদি পঞ্চবৃক্ষের বঙ্গল বাটিয়া ঘৃত সহ প্রলেপ দিবে। মর্দনার্থ দুর্ব্বাঘৃত অতীব উপকারী।

দুর্কৃত্যাদ্যত। যথা—রত ১২ সের, দুর্কার স্বরস ৮ সের। ইহা বীসর্পে দৃষ্ট ফল উৎপাদক। এই রত অকল্প।

পলতা, নিমপাতা, গ্রিফলা, খদিমধু, উৎপল ইহাদের দ্বারা প্রকালন জন, রত, চূর্ণ ও প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে ত্রণ রোপণ হয়। ইহা দৃষ্টফল উৎপাদক।

মুতা, নিমপাতা ও পলতা ইহাদের কাথ পান করিলে বীসর্প উপশমিত হয়। অনন্তমূল, আমলকী, বেণামূল ও মুতা ইহাদের কষায় পান করিলে বীসর্প বেগ আশু হীনবল হয়।

### নবকষায় গুগ্গুলু।

গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, নিমছাল, ত্রিফলা, খদিরসার, শোণালুম্জা মিলিত ১ তোলা, জল ১৮ সের, শেষ ১৮ পোয়া। প্রক্ষেপার্থ—গুগ্গুলু ১০ সিকি। ইহা বীসর্প ও কুষ্ঠ নাশক।

### অমৃতাদি কষায়। ( প্রসিদ্ধ )

গুলঞ্চ, বাসকছাল, পলতা, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত, (অভাবে অনন্তমূল) নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা। ইহা বীসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, মন্সরিকা, শতপিত্ত ও অরুনাশক। এই কষায় বাতরক্ত, দাহ প্রভৃতি যাবতীয় পিত্তবিকারে এবং পারদদোষ নিরাকরণার্থ সর্বদা সাদরে ব্যবহৃত হয়। অনেকে আবশ্যিকমত বিরোচক পদ, রক্ত পরিকারক পদ এবং উপদংশে তোপচিনির সংযোগ করেন, তাহাতে অনেক স্থলে ফলাধিক্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে পঞ্চাতিত্ত্ব ঘৃত এবং মহাতিত্ত্বক ঘৃত অণুব উপকারী। পিত্তান্তক রস, অমৃতাকুর লৌহ, মারিক্য বস ও গুড়্ঢ্যাদিলৌহ বীসর্পে প্রযুক্ত হইতে পারে।

ইহাতে শশক বা হরিণের মাংস তিন্ন যাবতীয় মাংস, মৎস্য, অন্ন, ঝাল প্রভৃতি অপথ্য। এইরোগ অত্যন্ত কঠিন স্তববাৎ অতিক্রম চিকিৎসক অতি দীর্ঘতার সহিত ইহার চিকিৎসা করিবেন।

### বিস্ফোট চিকিৎসা।

ইহার চিকিৎসা বীসর্পের দ্বারা। প্রথমতঃ এবং চিকিৎসা করিবে। পশ্চাৎ কষায়াদি প্রয়োগ করিবে। অমৃতাদি কষায় ইহার বিশিষ্ট ঔষধ।

কপূর, ত্রিভাতক ও বস সিন্দূর, প্রত্যেক সমভাগ, জল দ্বারা মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা গুলঞ্চ ও অনের মিলিত কাণ সহ অথবা খাদির কাষ্ঠ ও হলধবের কাথ সহ পান করিলে সত্ত্বর বিস্ফোট আরোগ্য হয়।

## কালান্ধিররূপ রস।

পারদ, অত্র, লৌহ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, বনকাকরোরের রসে মর্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে উহা বন কাকরোরের কন্দমধ্যে স্থাপন করিয়া ঘৃত্তিকা লিপ্ত করতঃ গজ পুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া ঔষধের দশমাংশ বিষ মিশ্রিত করতঃ দুই রতি বটি করিবে। অল্পপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু। এই ঔষধ ১০ দিন সেবনে বিসর্প ও বিস্ফোট আরোগ্য হয়। ইহার সখ্যা সখ্যা বিসর্পের ঞায়।

## মসুরিকা চিকিৎসা। (বসন্ত চিকিৎসা)

এই রোগের আকার মসুরের ঞায় বলিয়া ইহার নাম মসুরিকা। বাঙ্গলাভাষায় ইহাকেই বসন্ত কহে। মসুরের ডাল এইরোগে পরম উপকারী। ইহাতে নিমের পাতা সেবন, নিমের বাতাস, নিমজল সেবন প্রভৃতি নিমের খাবতীয় ক্রিয়া পরম হিতকর। ইহাতে অস্ত্রতাদি কক্ষাশ ও বীসপোক্ত ক্রিয়া মহোপকারী।

এই রোগের প্রথমে প্রবলভর তয় ও শরীরে অত্যন্ত বেদনা হয়। তৎপরে ক্রমে শুষ্কী দেখা যায়। বসন্তের প্রাদুর্ভাবের সময় খুব সাবধানে থাকিবে এবং এতরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইলে ত্বর ও বেদনাদি নিবারণের জন্য কেম অথবা দি কদাচ সেবন করিবে না।

মসুরিকায়ে খেতচকন ঘসা ও হেলেকা শাকের রস একত্রে সেবন করিলে অথবা কেবল হেলেকা শাকের রস সেবন করিলে রোগের শেষ করিয়া যাব এবং রোগ ক্রমশঃ আরোগ্য হইতে থাকে। হেলেকা শাকের রস এই রোগে পরম মঙ্গল দায়ক।

ব্যাদি উৎপন্ন হইবা মাত্র রোগাকে নিজ গৃহে রাখিবে। শীতল জল বা গরম জল, শীতল ক্রিয়া বা গরম ক্রিয়া তত্বতে আনষ্টকর। গরম জল ক্রমশঃ থাকিতে পান করিতে দিবে।

অত্যন্ত দাহ ব্যাঘাতনার উৎপত্তি হইলে পাণিকল বা স্তম্বক পোঁতে অথবা স্তম্বিক বেদনা থাইতে দিবে। ১৫ দিনের পূর্বে কদাচ অন্যত্র কারতে দেখা কর্তব্য নহে। এই সময়ের মধ্যে দাবু রূপ দাবু, মিশ্র, অবস্তাবিশেষে স্তম্বিক রকী হেলাকার কোল, মসুরের যুগ, পটোল, বেগাও ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে।

এই রোগে বাতিরের দাবু সেবনাননিচ্ছনা ও স্তম্বিক রোগে সংকলনক স্তম্বিক রোগকে স্পর্শ করা বা তাহার নিকট থাকি গমনাগমন করিবে না।

উচ্চ পাতার রস ত্রিদিবাচর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান কালো মসুরী, বোম্বায়া (হাম) বিস্ফোট ও অগ্র আরোগ্য হয়।

মকরধ্বজ ২ রতি মধু দ্বারা মাড়িয়া উচ্চ পাতার রস ১০ তোলা মিশাইয়া সেবন করিলে সস্তর স্তর, মসুরী ও বোম্বায়া আরোগ্য হয়। ইহা দুটুকল।

পারদ ১ ভাগ, আয়াসা গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া ২ রতি মাত্রায় উচ্ছেদ্য হেলাঞ্চ রসের সহিত পান করিলে মস্তুরী, রোমান্ধী ও জ্বর আরোগ্য হয়।

বটাদি পঞ্চবৃক্ষের বকুলের প্রলেপ বা অবচর্ণন মস্তুরীকতে সমধিক উপকারী। যদি মস্তুরিকা অন্তরীণ থাকে অথবা বাহির হইয়া অন্তরীণ হয় তবে তাহা নির্গত করণার্থ নিম্নোক্ত কক্যা পান করিবে।

নিম্নোক্ত কক্যাঃ। যথা-নিমজ্জাল, ক্ষেতপীপড়া, আকনাদ পাতা, পলতা, কটকী, বাসকজাল, তুরাগভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ইহাদের কষায়, ১০ তোলা চিনি প্রক্লিপ্ত করিয়া সেবন করিলে মস্তুরী, বীসর্প ও জ্বর আরোগ্য হয়। এই কষায় উপদংশে এবং উপদংশিক বিষ ও বীসর্প নাশার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মস্তুরী রোগী তৈল স্পর্শ করিবে না এবং সম্পর্ক আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তৈল ব্যবহার করিবে না।

চৈতন্যমোহিত কক্যাঃ পান করিলে মস্তুরী হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

নিম্নোক্ত কক্যাঃ। যথা-ভেলাকুচাপাণ্ড, বাসকজাল পাতা, অশোক পাতা, পাকড়, পাতা ও বেতপাতা - ইহাদের কাপ, গুণ মিত করিয়া পান করিবে।

স্ক্রীলোকৈব, বাম তাকৈ এবং পুরুষের দাঁড়ান হাতে কীতকীবীক (কাহারো মতে মগলাস্ত্রী) নাসন করিলে বসন্ত হয় না। কটিকাণ্ডের মূল ১০ সিকি ও ২১টা মরিচ একত্রে বাটিয়া শীতল জল সহ পান করিলে বসন্তের নেশা বসন্ত হয় না। এই শ্বেতোক্ত উপধতি প্রণেয় প্রসিদ্ধি আছে।

কুসুমচূর্ণ, মরিচচূর্ণ সহ পর্বণিক তৈল সহ পান করিলে ৩ দিনে বসন্তের উপশম হয়।

বসন্তের অন্তরূপ শীতলা নামক বোম্বে (বা শীতলা বসন্তে চিকিৎসা উদ্ভাবনা করিবে না। প্রবল ক্ষরেও পিপাসায় শীতল জল পান করিবে। অর্থাৎ হইয়া কদাচ রোগীর নিকট যাইবে না বা বোগীকে পান করিবে না।

শীতলা পাকিলে বন শতৈল তৈল প্রয়োগ করিবে। নিম্নের দ্বারা মক্ষিকা নিবারণ করিবে। নিম্ন পাতার বাতাস করিবে এবং গৃহের চতুর্দিকে নিম্নপাতা বাধি রাখিবে। স্ফোটকে দাত হইলে শুষ্ক গোময় তৈল প্রক্ষেপ দিবে। তাহাতে উত্তা শুষ্ক হইবে এবং পাকিবে না।

১০১ অঙ্কুরণ।

রসসিক্ত, শ্বেতবেড়েলমূল, শীতবেড়েল, পিপল, আমলকী, কুসুম, যুত ও মধু একত্র মাড়িয়া ১ রতি বটী করিবে। শীতলজল বা হেলাঞ্চর রস সহ সেবা। ইহাতে সর্ববিধ মস্তুরী ও রোমান্ধী আরোগ্য হয়।

## খদিরারিষ্ট। (প্রসিদ্ধ)

খদিরাকঠ, ত্রিফলা, নিম, পটোলপাতা, গুলঞ্চ ও বাসকছাল মিলিত ১/১ সের, জল ১/৮ সের, শেষ ১/১ সের, এক মাস নূতন মৃৎপাত্রে মৃৎ ঢাকিয়া রাপিলে। পশ্চাৎ চাঁকিয়া অরিষ্ট গ্রহণ করিবে। মাত্রা ১০ হইতে ১০ ভোলা। অতুপান—শীতল জল। ইহা রোমান্তী ও মন্দরীনাশক।

প্রাথমিক মন্দরীতে অষ্টোক্তা লেনেহেল ও বনদারণ (আদি রস সর্গ) এবং পশ্চাৎ স্নাত পানের ব্যবস্থা আছে। ইহাতে পুনা এবং অন্যান্য স্তর্গন্ধ দ্রব্যের ধূম প্রয়োগ হিতকর।

পথ্যাপথ্য। মৎস্য, মাংস, ঝাল, অম্ব, তৈল, দার, ক্রেদি দ্রব্য ইত্যাদি অমথ্য। হেলঞ্চা, উচ্ছেপাতা, উচ্ছে, পটোল, পলতা, নিমপাতা, বেণাগ্র, মণ্ডবীদাল ইত্যাদি পথ্য।

## ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা।

ক্ষুদ্ররোগ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি ভিন্ন অন্যগুলির চিকিৎসা লিখিত হইল না।

## অগ্নিচিহ্ন (আঙ্গুলহাড়া) চিকিৎসা।

লৌহপাত্রে হরিদ্রার স্বরস দ্বারা হরাতকী দর্শণ করিয়া চিহ্ন স্থানে বার ২ প্রলেপ দিবে। ইহাতে রোগ প্রশমিত না হইলে বেগুনের ভিতর পরিমিত ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যে কৃষ্ণ অঙ্গুলী প্রবেশ করাষ্টয়া রাখিবে।

## যুবনে পিড়কা চিকিৎসা।

প্রায়শঃ ইহা যুবকদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে। সাধারণে ইহাকে বয়োরূপ বলিয়া থাকেন। গোরোচনা ও মরিচ একত্র পেষণ করিয়া অথবা শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে এই বোগ আরোগ্য হয়। বাহারী যৌবনারম্ভে অন্যান্যরূপে স্তম্ভ বায় করে তাহাদিগেরই অধিক পরিমাণে এই রোগ দৃষ্ট হয়। শাঙ্কলী-কণ্টক ছুঁই দ্বারা পেষণ করিয়া তদ্বারা অথবা মন্ডরের ডাল ছুঁই দ্বারা পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্নাত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ আরোগ্য হয় এবং মুখ কান্তিব্যক্ত হয়।

### কুঙ্কুমাদ্য তৈল ।

তৈল তৈল ১৭৭ সের. কাপাৰ্শ - রক্তচন্দন. লাক্ষা. যজ্ঞিষ্ঠা. যষ্টিমধু. কলিষাকাষ্ঠ. বৈশাম্বল, পদ্মকাষ্ঠ. নীলোৎপল, বটেরকাঠ, পাকুড় পাতের শুষ্ক। পদ্মকেশর. দশমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ১৬ সের. শেষ ১৪ সের, কক্কার্শ—যজ্ঞিষ্ঠা. যষ্টিমধু. লাক্ষা. রক্তচন্দন. মৌলফুল, ( অভানে - যষ্টিমধু ) প্রত্যেক ২ তোলা, ভাগ শুষ্ক ১০ সের । ইহাতে ৮ তোলা কুঙ্কম মিলাইয়া রাখিবে । এই তৈল সালিশ্য করিতে যুথের নানাবিধ ত্রণ. নীলিকা। মেতেতা। প্রভৃতি আনোণা ৩৫ এবং যুথমণ্ডল পরমরমণীয় কাঙ্ক্ষিত হয় । এই রোগে আত্মদুরীণ ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক হইলে অগ্নিসিদ্ধ রস বা অমৃত-কুল লিপি ব্যবহার করিবে ।

### অমৃত-কুল লিপি ।

পারদ. গন্ধক. লৌহ. মন, বিম, শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ. শুল্কের রসে মাড়িয়া ১০ রতি বটী করিবে । ইহা আমলকী রস সহ সেবা । ইহা দ্বারা নানাবিধ ক্ষুদ্ররোগ. জীর্ণজ্বর ও প্রমেহ আরোগ্য হয় ।

রসসিন্দূর বা সর্গসিন্দূর অথবা অমৃতপানে ক্ষুদ্রবোণে ব্যবহৃত হইতে পারে । কিন্তু এই রোগে তৈল ঔষধই শ্রেষ্ঠ ।

## নীলিকা। নাক্ষ ও নাক্ষ চিকিৎসা ।

উক্ত কুঙ্কুমাদ্য তৈলেন এই রোগত্রয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ । বটগজ এবং মন্থর একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগের আরোগ্য হয় । কামকল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ফল লাভ হয় ।

### হরিদ্রাণ্য তৈল ।

তৈল ১৪ সের. কক্কার্শ—হরিদ্রা. দাক্ষহরিদ।. যষ্টিমধু. কালিষাকাষ্ঠ. রক্তচন্দন. পুণ্ডরিকা. কাষ্ঠ. যজ্ঞিষ্ঠা, পদ্ম. পদ্মকাষ্ঠ. কুঙ্কম. কয়েদ বেগের পাতা, পাকুড়পাতা, বটপাতা, বালা পাতা মিলিত ১০ সের, শুষ্ক ১৪ সের. জল ১৬ সের. ইহাঃ অভ্যঙ্গে জটুল. ( ছট ) নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিল ও মুখত্রণ নষ্ট হয় । ইহাতে আত্মদুর ক্রিয়া ফলদায়িনী নহে ।

## অমৃত ইন্দ্রলুপ্ত ( ভাক্ ) চিকিৎসা ।

ইহা প্রায়শঃ অধিক চিন্তাশীল ব্যক্তির চক্ষিভাঙ্গ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । এই ব্যাধি বাতপিত্তঃ । ইহাতে অগ্নি নীতল ঔষধ প্রয়োজ্য । যখন কেশ সমূহ পতিত

হইতে আরম্ভ হয় এবং মস্তিষ্ক গরম বোধ হয় তখন মস্তকমুণ্ডন করিয়া আমলকী এবং আমের আঠির মজ্জা একত্র পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিবে। গজপুটে ভগ্নীকৃত হস্তিদন্ত ও ধাতুরসাজন একত্র সমভাগে ছাগী দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে কেশ উৎপন্ন হয় ।

আলোচ্য তৈল ।

তৈল ৮৪ সের । ককার্থ—ভৃঙ্গরাজ্য করবার মনের ছাল, শোধিত চিতে মূল ও ডহ্বরকরঞ্জবীজ মিলিত ১১ সের, জল ১৬ সের । ইহাতে কেশ অঙ্কুরিত হয় ।

চন্দ্রনাদ্য তৈল ।

তৈল ৮৪ সের, পাকার্থ—ভৃঙ্গরাজ্য রস ১৬ সের, ককার্থ—রক্তচন্দন, গষ্টিমধু, নুর্কামূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, মৃণাল, বটাবরোহ, গুলঞ্চ, লৌহভগ্ন, ভূতকেশী, অনন্তমূল ও গ্রামালতা মিলিত ১১ সের । এই তৈল গৃহ অগ্নিতে পাক করিবে । ইহাতে কেশ অঙ্কুরিত, ঘনকঙ্কিত, দৃঢ়মূল, ক্রমঃ ০ স্তিক হয় । ইত্যন নম্বে অকাল পক্ষা আবেগা হয় । ইছাই কেশের উৎকৃষ্ট তৈল ।

## অন্য পলিত চিকিৎসা ।

মহানীল তৈল ।

ককার্থ—হাড়হুডে মূল, নীলবির্কী মূল, তুলসীগত্র, ককশোণেত দা । ভৃঙ্গরাজ্য, কাকমাচা, গষ্টিমধু, দেবদারু প্রত্যেক ১০ পল, পিপুল, ত্রিফলা, রসায়ন, গাঁড়ারিধাকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাঙ্গুর, নীলোৎপল, আমের আঠির শাখা, পঞ্চমূলক ককশর্ষ স্বশীতল মস্তিকা, মৃণাল, রক্তচন্দন, বননীল মূল, ককাতক মৃৎসা, ( অভাবে রক্তচন্দন ) ভীরাকস, কা)-মল্লিকা ফুল, সোমরাজী, পীতশাল, বাস লৌহ ভগ্ন, কৃষ্ণচৈতপুষ্প, মদন ফল, ককপুষ্প, চিতে মূল, অর্জুন ফল, পাছারী ফুল, আমফল, আমফল প্রত্যেক ৫ পল বহেড়ার তৈল ১৬ সের, ( বহেড়ার তৈলেই অত্যন্ত ঘটাৎ হইলে বহেড়ার কাণ ৫৪ সের এবং কৃষ্ণ তিল তৈল ১৬ সের গৃহণ করিবে ) । পাকার্থ—আমলকীর রস ( অভাবে কাণ ) ৫৪ সের, শেষ পাকার্থ জল ৫৪ সের । লৌহপাণ্ডে যথানীতি পাক করিবে । ইছা দ্বারা পলিত কেশ অচিরে এক্ষরৎ হয় এবং শিরোবোগ আরোগ্য হয় । চন্দ্র-নাদ্য তৈলে ও ভৃঙ্গরাজ্য তৈলে পলিত রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে ।

## অরুণমিকা (খুস্কি) চিকিৎসা ।

পুরাতন খটল গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা কড় দ্বয় ভাজিয়া চূর্ণ কৃতঃ তৈলসহ মিশাইয়া মাথায় মালিশ করিলে অরুণমিকা নষ্ট হয় ।

### হাল্লড্রাদ্য তৈল ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, ত্রিফলা, নিম, রক্তচন্দন মিলিত ১১ সের, তৈল ১৪ সের, জল ১৬ সের । ইহা মালিশে অরুণা নষ্ট হয় । পাদহর্ষে বা পাদদাহে নাগকেশর চূর্ণ শতধৌত দ্বত দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে ।

## শয্যামূত্র চিকিৎসা ।

সায়ংকালে তেলাকচাম্বুলের রস ২ তোলা, একসিকি চিনিসহ পান করিলে শয্যামূত্র আরোগ্য হয় ।

## দন্ত, জিহ্বা, নাসা ও কর্ণরোগের সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা ।

ঋদিকার্ণাদি নটি । (দন্তরোগে)

ঋদিকার্ণ ১২॥ সের, তৈল ১৪ সের, শেষ ৮ সের, ইহাতে তৈজসী, কর্ণর, গুপারিচূর্ণ, কাকলা, জায়ফল প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া ১ রাত বটা করিবে । ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ, দিম্বারোগ ও তালরোগ আরোগ্য হয় ।

দশনকাণ্ডিচূর্ণ ।

পচা গুপারি ভস্ম ১০ তোলা, হরীতকী ভস্ম ২ তোলা, মাজুফলচূর্ণ, কর্ণর, ফিটকারী, দারুচিনি, লবঙ্গ, রেউচিনি প্রত্যেক ১০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে ।

দন্তসংক্ষার চূর্ণ ।

শুঁঠ, হরীতকী, মুতা, ঋদিকার্ণ, কর্ণর, গুপারিভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রত্যেক সমভাগ, সপ্তসম কুলখড়িচূর্ণ । এত চূর্ণ ব্যবহার করিলে যাবতীয় দন্তরোগ ও মুখরোগ আরোগ্য হয় ।

দন্তকাল নটি ।

আমছাল ১২॥ সের, নিমছাল ১২॥ সের, ঋদিকার্ণ ১২॥ সের, অশনছাল ১২॥ সের, প্রত্যেক দ্রব্যে ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নাড়াইয়া পৃথক্ ২ কাণ্ড করিবে । পরে ৪ কাণ্ড একত্র করিয়া পুনর্বার পাকে চাপাইবে । কাণ্ড বন হইলে খেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, গেরিমাটি, লবঙ্গ, ষাটফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ,



লায়কল, শ্রামালতা, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, নাগকেশর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বটের রুরি, বজ্রিষ্ঠা, জটামাংসী, নুতা, বিটলবণ, ত্রিকটু, লৌহ, কর্পূর প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া ৩৪ রতি বটা করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে কঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুর ক্ষতাদি আরোগ্য হয় এবং দন্তের স্থিরতা, মুখে কচি ও স্তগন্ধ উৎপন্ন হয়।

### বকুলচৈতন্য তৈল ।

তৈল ১৪ সের কাথার্ণ—বকুলফল, লোধ, হাড়বোড়া, নীলঝিটী, সোঁদাল পত্র, বাবলাছাল, শালছাল, গুয়ে বাবলা ছাল ও অশ্বনছাল মিলিত ১২২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধার্ণ—কাথা ত্রণ মিলিত ১ সের। এই তৈল যথেষ্ট ধারণ করিলে দন্তের স্থিরতা জন্মে এবং চক্ষুদন্ত স্থির হয়।

জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হইলে মুখক্ষত নিম্নদেহীচূর্ণ ব্যবহার করিবে। এই রোগ প্রায়শঃ শীতকালে হইতে দেখা যায়।

### মুখক্ষত নিম্নদেহীচূর্ণ ।

• হরিতাল ২ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, সর্গসিন্দূর (অভাবে রত্নসিন্দূর) ১ তোলা, এই চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে অত্যন্ত পীড়া নিঃসৃত হইয়া ব্যাধি আরোগ্য হয়।

জিহ্বায় ঘৃত মালিশ করিলে অথবা চক্ষের কবল করিলে কিম্বা পর্যাপ্ত চক্ষু ও ঘৃত সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়। জিহ্বায় ক্ষত হইলে ভেড়ার চক্ষের কবলে উহা আরোগ্য হয়। সোহাগাধই ও গধু একত্রে মাড়িয়া লাগাইলে বালকদের মুখক্ষত আরোগ্য হয়।

বকুলছালের অর্দ্ধশতভলে ফিটকারী মিশাইয়া গরম ২ কবল করিলে নানাপ্রকার দন্তগত, জিহ্বা ও তালুগত রোগ আরোগ্য হয়। মুখ রোগে বাতরক্তের গ্রাস পথ্যাপথ্য জানিবে। ইহাতে কফজনক ক্রিয়া অতিতকর।

## অন্য নাসারোগ চিকিৎসা ।

### চিত্রক হরীতকী ।

শোধিত রক্তচিত্তমূল, আমলকী, গুলঞ্চ ও দশমূল প্রত্যেক দ্রব্য ১০২ সের, ৬৪ সের ভলে ইহাদের পৃথক ২ কাণ করিবে, পরে সমস্ত কাণ একত্র করিয়া তাহাতে ১০২ সের শুদ্ধ জলিয়া ছাঁকিয়া গটাবে। তৎপর তাহাতে ১৮ সের হরীতকী চূর্ণ মিশাইয়া পুনর্বার

পাকে চাপাইবে এবং ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু ও ত্রিজাতক মিলিত ১২ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা বিশাইয়া নামাইবে। মাত্রা ১০—১০ তোলা। গরমজলসহ সেব্য। এই ঔষধ যমু ভায়া মাড়িয়াও ব্যবহার করা যায়। ইহা নাসারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ পীনসরোগে বিশিষ্ট ফলপ্রদ।

### নাসানাস্তি ।

নিম্বক বিম্ববীজ ১/০ আনা, লবঙ্গ চূর্ণ ১/০, খেতধূপ ১ তোলা, কাগজে বর্জি করিয়া ধূমপান করিবে। ইহাতে নাসা ও গলক্লত আরোগ্য হয়।

### লোম্বাদি গুড়িকা ।

ত্রিকটু, চিত্তেমূল, তালীশপত্র, পুরাতন তেঁতুল, অন্নবেতস, চই, জীরে প্রত্যেক ১ তোলা, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ১০ সিকি, পুরাতন গুড় সর্বচূর্ণসম। একত্র মাড়িয়া ১২ রতি বটি করিবে। এই ঔষধ গরম জলসহ সেব্য। ইহা পীনস, শ্বাস ও কাস নিবারক।

### লোম্বাদি গুড়িকা । ( বাগ্‌তটসম্মত )

ত্রিকটু হইতে জীরে পর্য্যন্ত প্রতিদ্রব্য ২ পল, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাত প্রত্যেক ৪ তোলা, পুরাতন গুড় ৫০ পল। প্রথমতঃ গুড় পাক করিয়া পশ্চাৎ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মোদকাকারে পাক করিবে। মাত্রা ১০ সিকি। গরমজলসহ সেব্য। ইহা পূর্ববৎ ফলদায়ক।

যন্ত্রাধিকারোক্ত সস্পি গুড় পকপীনসে প্রয়োগ করা যায়। দুগ্ধ সাধিত বৃহৎ পঞ্চমুলের কাথ পানেও পীনস আরোগ্য হয়।

### পাত্তাদি তৈল । ( পকপীনসে )

কটুতৈল ১/১ সের, কন্ধার্ব—আকনাদিপাতা, হরিদ্রাঙ্ঘ্র, মূর্খামূল, পিপুল, জাতিপাতা ও দস্তীমূল মিলিত ১/১ পোয়া, পাকার্ব জল ১/৪ সের—ইহার নস্ত গ্রহণ করিবে। ইহা বাতাদিক অবস্থায় ফলপ্রদ।

### ব্যাক্রীতৈল ( পুতিনস্ত্রে )

কটুতৈল ১/১ সের, পাকার্ব—জল ১/৪ সের, কন্ধার্ব—কণ্টকারী, দস্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, সৈন্ধব মিলিত ১/১ পোয়া। ইহার নস্ত গ্রহণ করিবে।

### শিঙ্গুতৈল ।

কটুতৈল ১/১ সের, জল ১/৪ সের। কন্ধার্ব—সজিনাবীজ, দস্তীবীজ, বৃহতীবীজ, ত্রিকটু, সৈন্ধব মিলিত ১/১ পোয়া, বিম্বপত্ররস ১/৪ সের। ইহার নস্ত্রে পুতিনস্ত্র আরোগ্য হয়।

## কলিউদিচুর্ণ।

ইক্ষব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কটকল, কুড়, বচ, সজিনাছাল, বিড়ল ইহাদের মত গ্রহণে পুত্তিনত। পীনস ও প্রতিজ্ঞার আরোগ্য হয়। ইহার পথ্যাপথ্য পূর্ববৎ।

## অথ কর্ণরোগ চিকিৎসা।

এই রোগে কর্ণে তৈল পূরণ প্রধান ক্রিয়া। বাত প্লেম্বিক কর্ণরোগে অহী-লক্ষ্মীবিলাস প্রয়োগ করিবে। সাধারণতঃ উর্দ্ধজক্রগত রোগ যাত্রেই প্রায়শঃ বাত প্লেম্ব প্রধান হইয়া থাকে ; কারণ জক্রমূলের উর্দ্ধভাগ প্লেম্বার প্রধান স্থান। এই জন্ত মুখা রোগ যাত্রেই অহালক্ষ্মীবিলাস, কক্ষচিস্তামণি প্রভৃতি বাতপ্লেম্ব নাশক ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কর্ণনাদ—বাতপ্রধান, বাধিৰ্য্য বাতজ বা বাতককজ হইয়া থাকে।

ক্ষারতৈল। ( কর্ণনাদাদিতে )

তৈল ৮ সের, যধুগুস্ত ১৬ সের, টাবালেবুর রস ১৬ সের, কদলীর রস ১৬ সের।  
কর্কার্ণ—বালার ক্ষার, মূলারক্ষার, শুঠেরক্ষার, শোধিত হিং, শুঠ, গুলফা, বচ, কুড়, দেব-দারু, সজিনাছাল, রসাজন, সচল লবণ, যবক্ষার, সাতিক্ষার, সান্তারিলবণ, সৈন্ধব, ভূজ-পত্র, বিটলবণ, মূতা ও পিপুলমূল, মিলিত ৮ সের। ইহা দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ বাধিৰ্য্য, পুয়ত্রাব প্রভৃতি কর্ণরোগ অচিরে আরোগ্য হয়।

অশ্বশুভ্র প্রস্তুত প্রণালী। যথা—জহীর রস ৩২ পল, পিপুলমূল ৪ পল, যধু ৮ পল, নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া মুখ বদ্ধ করিয়া ১ মাস ধানের মধ্যে রাখিয়া পশ্চাৎ ছাঁকিয়া লইবে।

আকন্দের পকপত্র শুভ্রাঙ্ক করিয়া আঙুনে ঝলসাইয়া রস বাহির করতঃ গরম ২ কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল সত্ত্বর প্রশমিত হয়।

ক্লেদবাহি কর্ণশূলে সৈন্ধব প্রক্ষিপ্ত ছাগমূত্র কর্ণে পূরণ করিবে।

শশ্বুকাদিতৈল।

কটুতৈল ৮ সের, শব্বকমাংস ৮ সের, ধুতুরার রস ৮ সের, ছাগমূত্র ৮ সের, দশমূল কাথ ৮ সের, ভৃঙ্গরাজ রস ৮ সের, কর্কার্ণ—গন্ধক, হরিতাল, করকচ লবণ, সোহাগাখই, রসুন, সোমরাজী, হিং, এলাচীবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কাণ পাকা আরোগ্য হয়।

কর্ণনাদে কটুতৈল পূরণ হিতকর। বাতপ্রধান বাধিৰ্য্য এবং কর্ণনাদাদিতে বাত-ব্যধির আশ্রিতৈলাদিহীন পুষ্কল হিতজনক। বাতপ্লেম্বিক কর্ণরোগে বা ক্লেদ

বাহিকর্ণরোগে, শিরোরোগে বক্ষ্যমাণ হ্রহদদংশমূল তৈল পূরণ কলপ্রাণ ।  
বাতপ্রধান বা পিত্তপ্রধান কর্ণনাদাদিতে বাতব্যাধির চিকিৎসামনি ক্লম ব্যবহার  
করা যায় । বাতপ্রধান কর্ণরোগে বিশেষতঃ বাধির্ঘো মৈথুন ও কৃক্কাদি সেবন একে  
বারে নিষিদ্ধ ।

### দংশমূলতৈল । ( বাধির্ঘো )

তৈল /৪ সের, দংশমূলের কাথ ১৬ সের, দংশমূলের কক /১ সের । মালতী ফুলের  
পাতার রস মধু যুক্ত করিয়া অথবা গোমূত্র যুক্ত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পুতিকর্ণ  
আরোগ্য হয় ।

হরিভাল গোমূত্রে বসিয়া কর্ণ পূরণ করিলেও উক্ত পুতিকর্ণে উপকার হয় ।

শুভ্র পপ্‌তি নির্মল চূর্ণ করিয়া ফুৎকার দ্বারা কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিলেও  
পুতিকর্ণ, পুয়কর্ণ ও তজ্জনিত বেদনার শান্তি হয় ।

### বিজ্ঞতৈল । ( বাতকফাধিক বাধির্ঘো )

তৈল /৪ সের, গোমূত্রে গিষ্টবেগ শুঁঠ /১ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের । ইহাতে বাধির্ঘো  
আরোগ্য হয় ।

### শশ্মুকাদ্যতৈল । ( কর্ণনালীতে )

তৈল /৪ সের, শশ্মুকমাসের কক /১ সের, জল ১৬ সের ।

### ধূস্ত্রাদ্যতৈল । ( কৌটয়ুক্ত কর্ণনালীতে )

হরিজা, গন্ধক, প্রত্যেক ৮ তোলা, ধূতুরাপাতার রস /৪ সের, তৈল /১ সের ।  
ধূস্ত্র রস সাধিত দংশমূলতৈলে পূরণেও এই নালী আরোগ্য হয় ।

রসাজন নারীদুগ্ধে বসিয়া মধুযুক্ত করতঃ কর্ণে পূরণ করিলে পুতিকর্ণ প্রশমিত হয় ।

### কুষ্ঠাদ্যতৈল । ( পুতিকর্ণে )

তৈল /৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ককার্থ—কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, গুলকা, শুঁঠ ও  
লৈঙ্গব বিলিত /১ সের । পথ্যাদি পূর্ববৎ ।

## অথ নেত্ররোগ চিকিৎসা ।

নেত্ররোগ বহুসংখ্যক এবং ইহার চিকিৎসাও কঠিন । এতলে অভ্যাবতকীর  
কয়েকটা নেত্ররোগের চিকিৎসা লিখিত হইল ।

### অভিব্যন্দ চিকিৎসা । ( চক্ষুঃউঠা )

পাকা আমলকীর রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথবা দার্কীরসাজন তত্ব দুগ্ধে বসিয়া  
চক্ষুতে পূরণ করিলে অভিব্যন্দ আরোগ্য হয় ।

স্বেদ, প্রীলপ, তিক্তদ্রব্য, চক্ষুঃ পূরণ, দিন চতুষ্টয় লজ্বন এই কয়েকটা অভিঘ্নের আম পরিপাচক ও অধিকাংশ চক্ষুরোগের প্রথমাবস্থায় হিতকর।

চক্ষুরোগ, উদরাময়, প্রতিশ্রাব, ( সর্দি ) জ্বর, ( নব ) ও ব্রণ এই কয়েকটা রোগে লজ্বন অতিশয় ফলপ্রসূ। প্রায়শঃ ৫ দিন লজ্বন দিলেই ইহার আরোগ্য বা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অত্যন্ত বেদনা, শোথ, রক্তিমতা, স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শূল ও অশ্রুমোক্ষ এই কয়েকটা আঘাত অভিঘ্নের লক্ষণ। আঘাতিত চক্ষুরোগে অঙ্কন, স্নাতপান, কষায় পান, গুরুভোজন এবং স্নান পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে মৎস্ত, অন্ন ও কফবর্জক দ্রব্য একান্ত অহিতকর।

বাতপ্রধান চক্ষুরোগ—সিক্তোষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা। পিত্তপ্রধান—মৃদুশীতল ক্রিয়াদ্বারা। কফপ্রধান—তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রুদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হয়। অধিকাংশ রোগেই এই বিধি অবলম্বনীয়। চক্ষুরোগ উর্দ্ধজক্রগতহেতু এবং গ্রেয়াক্রমণীল হেতু ইহাতে অধিকাংশ স্থলেই বাতপ্রেয়নাশক ক্রিয়ায় উপকার হইয়া থাকে এবং এই জন্যই মহালক্ষ্মী-বিলাস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

লোথ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, যুতা ইহাদিগকে ঈষৎ পিষ্ট করিয়া ১ ভাগের সমান চিনি সহ শূণীতল নির্মূল জলদ্বারা কাচ বা প্রস্তর পাत्रে পূর্বদিন রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া ইহাতে ১ খানি পরিষ্কার পাতলা কাপড় ভিজাইয়া ঈষৎ নিঙ্ড়াইয়া তদ্বারা সর্বদা চক্ষু আবৃত রাখিবে যেন চক্ষু আদ্র থাকে। ৩৪ দিন এইরূপ করিলে অভিঘ্নদ আরোগ্য হয় ; কিন্তু ইহা আঘাতিত চক্ষুতে প্রযোজ্য নহে।

সর্ববিধ অভিঘ্নে সকল অবস্থাতেই বিজ্ঞান উপকারী। ইহা সিদ্ধ ফল।

### বিষাঞ্জন। ( অভিঘ্নে )

বজ্রপূতবিষপত্ররস ৥০ তোলা, সৈন্ধব ২ রতি, স্নাত ৪ বিন্দু, এই সকল দ্রব্য তাম্র পাत्रে গৈঠে কড়ি দ্বারা যে পর্য্যন্ত ঘন না হয় তাবৎ ঘর্ষণ করিবে। তৎপর ঘূঁটের আঙনে ধূসিত করিয়া এবং নারী হৃৎ তরল করিয়া চক্ষুঃপূরণ করিবে।

ত্রিফলা চক্ষুরোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা দ্বারা নানারূপ কলনা করা বাইতে পারে।

শাল্যমধু দৃষ্টিপ্রসাদক এবং প্রভাবে চক্ষুরোগ নাশক।

দাক্ষীণ্যসাঞ্জন চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর। দাক্ষহরিদ্রার ঘনীভূত কাথ দ্বারা যে প্রসাঞ্জন প্রস্তুত হয় তাহাকেই দাক্ষীণ্যসাঞ্জন কহে। ইহা চক্ষুর মল নিঃসারক ও দৃষ্টিপ্রসাদক।

পুরাতন স্নাত চক্ষুরোগের পরমহিতসাধক ; স্নাতরং চক্ষুরোগের স্নাত পাক করিতে পুরাতনস্নাত ব্যবহার করিবে।

### অড়জ গুগ্‌গুলু ।

ত্রিফলা, পলতা, নিম, বাসকছাল ইহাদের কাথে ১০ তোলা গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অভিষ্যন্দ, শোথ, চক্ষুশূল ও কর্ণ পাকা আরোগ্য হয় ।

অভিষ্যত, কীটপতন বা সূর্য্যদর্শনাদি আগন্তুকারণে চক্ষু অভিহত হইলে বজ্রোন্মাদা দ্বারা চক্ষুতে স্বেদ দিবে এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে নারীদ্বক বা ত্রিফলার নীত কবায় দ্বারা চক্ষুপূরণ করিবে ।

## অথ শুক্ররোগ চিকিৎসা ।

### সুখাবর্তী বর্ত্তি ।

নির্ম্মলীফল, শঙ্খভস্ম, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাজন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা এবং কুকুটাণ্ডের খোসা সমভাগে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে । উৎকৃষ্ট মধুসহ মাড়িয়া পায়রার পালক দ্বারা চক্ষুতে লাগাইবে । ইহাতে শুক্র, কাচ, কণ্ডু, ক্লেদ পটল, ও তিমির আরোগ্য হয় । ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

### অটোনাদ্য স্রুত ।

স্রুত ১৪ সের, কাথার্থ—পলতা, কটকৌ, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেতপাঁপড়া, বলাড়ুমুর প্রত্যেক ৮ তোলা, আমলকী ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কথার্থ—চিরতা, ইন্দ্রযব, মুতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পিপুল মিশ্রিত ১১ সের, ইহা পান করিলে স্রবণ ও অত্রণ শুক্র আরোগ্য হয় । ইহা চক্ষুর হিতকর ।

## অথ তিমির চিকিৎসা ।

### চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ ।

হরীতকী, বচ, কুড়, মরিচ, পিলল, বহেড়ামজ্জা, শঙ্খনাভি, মনঃশিলা ছাগছথে পেষণ করিয়া বর্ত্তি করিবে । পূর্ববৎ ব্যবহার্য্য । ইহা পূর্ববৎ গুণকর । বিশেষতঃ রাত্র্যন্ধতা, পুণ্ড ও অধিমাংস নাশক । ইহা স্নেহাধিক তিমির নাশক । পিত্তাধিক তিমিরে সুখাবর্ত্তী বর্ত্তিঃ ব্যবহার্য্য ।

### কুমারিকা বর্ত্তিঃ ।

তিলপুপ ৮০ টী, পিপুলের দানা ৬০ টী, জাতিপুপ ৫০ টী, মরিচ ১৬ টী একত্র জলদ্বারা পেষণ করতঃ বর্ত্তি করিবে । এই বর্ত্তি পূর্ববৎ ব্যবহার্য্য । ইহা বাতপ্রধান তিমির নাশক । দাবতীয় অভিষ্যন্দ রোগের শেষ অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় । ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

## চন্দ্রপ্রভা বস্তিঃ ।

রসাত্মন, সজিনাবীজ, পিপুল, বটিমধু, বহেড়াষজা, শম্মনাতি ও মনঃশিলা ছাগহৃৎ পেষণ করতঃ বস্তি করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে । পূর্ববৎ ব্যবহার্য্য । ইহা

। দন্দ্রাক্ষর ৩৭ বিশিষ্ট । বিশেষতঃ অৰ্জুন, রক্তরাজিকা ও আদ্যনাশক ।

মরিচ—দধি দ্বারা পেষণ করিয়া অল্পন দিলে অথবা পানের সহিত জোনাকী গোকা খাইলে কিম্বা পুঠিমাছের কায় দ্বারা অল্পন দিলে রাত্র্যকৃত্তা আরোগ্য হয় ।

## মহা ত্রিফলাদা স্নাত ।

দ্রুত /৪ সের, ত্রিফলা কাথ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজ রস /৪ সের, বাসক মূলের কাথ /৪ সের, শতমূলী রস /৪ সের, আমলকী কাথ /৪ সের, গুলঞ্চ কাথ /৪ সের, ছাগহৃৎ /৪ সের, কঙ্কার্থ—পিপুল, চিনি, জ্বালা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, বটিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ, কটকারী মিলিত /১ সের । ইহাতে সর্কাবিধ নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ও দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হয় ।

## ত্রৈফল স্নাত ।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, জ্বালা, বটিমধু, কটকী, পুণ্ডরিয়া কাঠ, ছোট এলাচি, বিড়ঙ্গ, নাগ-কেশর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিত্রাঘর প্রত্যেক ২ তোলা, দ্রুত /৪ সের, ত্রিফলার কাথ ১২ সের, দ্রুত /৪ সের । এইস্নাত পানে তিমির প্রভৃতি চক্ষুরোগ, ইন্দ্রজ্বর, অকালপকতা ও কেশপতন আরোগ্য হয় ।

## সপ্তাস্নাত লৌহ ।

ত্রিফলাচূর্ণ, বটিমধু ও লৌহভয় প্রত্যেক ১ তোলা, মধু ১ তোলা একত্র ধল করিয়া পশ্চাৎ দ্রুত দ্বারা ধল করিবে । এই ঔষধ /০ আনা মাত্রায় সায়ংকালে মধু ও দ্রুত সহ সেবন করিবে । ইহাতে তিমিরাদি নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ।

## নারুনাস্নাত লৌহ ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশুলী, শঠী, রান্না, শুঠ, জ্বালা, নীলোৎপল, কাকোলী, বটিমধু, খেতবেড়োমূল, কেশরাজ, কটকারী ও বৃহতী মিলিত ১ পল, লৌহ ৪ তোলা, অন্ন ৪ তোলা, ত্রিফলার কাথে ও ভৃঙ্গরাজের দ্বারসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া কুলের প্রমাণ বণী করিবে । অত্রপান—ত্রিফলাচূর্ণ ও মধু ইত্যাদি । ইহাতে বাবতীর নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ।

## ক্ষতশূলহর গুণঃ স্নাত ।

লৌহ, বটিমধু, ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ তোলা, গুণঃ স্নাত সর্কসহ, একত্র মাড়িয়া নিকি মাত্রায় দ্রুতমধু সহ সেবন করিবে । ইহাতে তিমির ও কাচ আরোগ্য হয় ।

### নেত্রাংশনিরূপণ ।

অন্ন, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রসায়ন, আয়াসা গন্ধক প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকলা ও ভৃঙ্গরাজ রসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহাতে পিপুলমূল, বটিকম্বু, ছোট এলাচি, পুনর্নবা, দেবদারু, আকনাদি, ভৃঙ্গরাজ, শটী, বচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ৮০ আনা মিশাইয়া মধু ও ঘৃতদ্বারা লৌহপাত্রে লৌহ দণ্ডদ্বারা মর্দন করিয়া ৮০ আনা পরিমাণ বটা করিবে । এই ঔষধ উষ্ণজলসহ সেব্য । ইহা দ্বারা রাত্ৰ্যাক্ততা, তিমির, অভিশ্রুত প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

নেত্ররোগে চন্দ্রোদয়াবর্তি প্রভৃতিই বিশেষ হিতকর । আত্যন্তর দোষ-প্রশমনার্থ বিবেচনা পূর্বক এই সমস্ত ঔষধ অথবা ঘৃতের ব্যবস্থা করিবে । দৃষ্টিশক্তির অল্পতায় ঘৃতই শ্রেষ্ঠ । অনেক বঙ্গদেশীয় লোক হঠাৎ মৎস্ত ত্যাগ করিয়া চন্দ্রোদয়াক্ত হইলেন । তাঁহারা ঘৃত দুগ্ধ ও মৎস্ত উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবহার করিলেই পুনঃ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকেন । শারিরিক শক্তির অল্পতাবশতঃ যাহাদের দর্শনেজ্রিরের শক্তিক্লাস হইবে, তাহারা মাগুর, কই প্রভৃতি মৎস্য ও জ্বল মাংস সেবন করিবেন ।

### মাক্ষিকাদিবটা ।

স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, পারদ, গন্ধক, অন্ন প্রত্যেক ৮০ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ৮০ সিকি, কাকমাটীর রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি বটা করিবে । অনন্তর বটাগুলি পদ্মপত্রে বেটন পূর্বক ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে । পশ্চাৎ বখাবোগ্য অস্থানে ব্যবহার করিবে ।

### নেত্রবর্তিঃ ।

শোধিত ভূতে ১ তোলা, কাঁচা সোহাগা ১ তোলা, সোরা ১ তোলা, অগ্নিদ্বারা ঘৃষ্যে দ্রবীভূত করিয়া ৮০ আনা কর্পূর মিশাইবে । পরে শীতল হইলে বর্তি প্রস্তুত করিবে । ইহা অল্প মাত্রায় নেত্রে লাগাইলে নেত্রের বেদনা আন্ত দূরীভূত হয় । কক্ষাধিক বেদনাদিহ নেত্ররোগে ইহা ব্যবহার্য্য ; অভিঘান্দেও ব্যবহৃত হইতে পারে । বর্তিমধ্যে চন্দ্রোদয়া, কুমারিকা ও চন্দ্রপ্রভাবর্তি সর্বশ্রেষ্ঠা ।

পথ্য—ঘৃতপান, পদঘ্রণ পরিষ্কৃত রাখা, মুগেরযুগ, বব, কুকুট ও কচ্ছপ মাংস, রসুন, গটোল, বেগুন, কাকরোল, করোলা, মোচা, কচি মূলা, জাকা, সৈন্ধব, ত্রিকলা, নারীহুদ, রক্তচন্দন, কর্পূর, হুদ, রোহিত মৎস্তের মাথা, পাঁঠার মেটে ইত্যাদি ।

অপথ্য—ক্রোধ, শোক, ক্রীসংসর্গ, ক্রন্দন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ক্ষুদ্রবস্ত্র দেখিবার জন্ত দৃষ্টিবিজ্ঞাস, নান. দ্রব্যমাজ্জর্ন, রৌদ্র উপভোগ, মূলি ও ধূম উপভোগ, অন্ন, দধি, ভরমূল, অধিক জল পান, বিরুদ্ধ ভোজন, যন্ত. পান, উষ্ণ দ্রব্য প্রভৃতি ।



## অথ শিরোরোগ চিকিৎসা।

প্রধান ত্রিবিধ মর্শের মধ্যে মস্তক অগ্রতম। শিরঃ অর্থাৎ মস্তকের রুজাই (বেদনা) শিরোরোগ। যাহাতে প্রধান মর্শের বিকৃতি না হয় তাহা অবগ্ন কর্তব্য। মর্শস্থানের ব্যাধিমাত্রেই কঠিন, কষ্টদায়ক ও পরমায়ু ক্ষয়কর; সুতরাং প্রধান মর্শ রক্ষা করিবার জন্য সতত সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। শিরোরোগমাত্রেই বায়ু প্রধান। পিত্তাধিক্য হইলে মস্তকে জালা হয় এবং নাসিকা ও কর্ণ দ্বারা ধূম নির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। কফাধিক্যে মস্তক ভার বোধ হয় ও অক্ষিগোলক ফুলিয়া উঠে।

কুড় ও এড়ু মূল কাঁড়িসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতপ্রধান শিরোবেদন আরোগ্য হয়।

যুচুকন্দ কুল কাঁড়িপিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিলেও কল লাভ করা যায়। শত ধৌত ঘূতের অভ্যঙ্গ করিলে দাহাদি নষ্ট হয়। ইহা পিত্তপ্রধান শিরোরোগে প্রযুক্ত হয়।

তগরপাছুকা, উৎপল, শ্বেতচন্দন, কুড় একত্র পেষণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে মস্তক বেদনা নিবারিত হয়। শিরোরোগে তৈলই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

### বাড়লিন্দু তৈল।

এরু মূল, তগরপাছুকা, গুল্ফা, জীবন্তী, রান্না, সৈন্ধব, চাকুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, শুঁঠ মিলিত ১১ সের, কৃষ্ণ তিল তৈল ৮ সের, ছাগ দুগ্ধ ৮ সের, (গব্যদুগ্ধও ব্যবহৃত হয়) ভুঙ্গরাজের স্বরস ১৬ সের। এই তৈলের ৬ বিন্দু প্রত্যেকবারে নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিবে (নস্ত্র লইবে)। এই জন্ত এই তৈলের নাম বাড়লিন্দু। ইহা বাত প্লেগ-প্রধান শিরোরোগের ঔষধ। ইহাতে কেশপতন, অকালপকতা ও দণ্ডের শিথিলতা নষ্ট হয় অবস্থা বিশেষে এই তৈল মাথায় বা ললাটপ্রান্তে মালিশ করিতে পারা যায়।

দশমূল্যের কাথে ৮০ আনা ঘৃত ও ৮০ আনা সৈন্ধব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে অর্দ্ধাবভেদক, সূর্য্যাবর্ত ও অনন্তবাত আরোগ্য হয়।

বাত প্রধান বা বাতপিত্তপ্রধান শিরোরোগে লিসুওতৈল, নারায়ণ তৈল, অম্ম্যাম নারায়ণ তৈল প্রভৃতি ঔষধ ও আবগ্নক হইলে চতুর্ম্মুখ, ব্রহ্ম-বাত চিস্তামণি, নোপেহন্দ রস প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁড়ি দ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃত তৈল মিশ্রিত করতঃ ঔষধীয় অবস্থায় প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত প্রশমিত হয়।

যদি সূর্য্যাবর্ত বা অর্দ্ধাবভেদক বাতপিত্ত প্রধান হয় তবে সশর্কর নারিকেল জলের বা সশর্কর জলীতল জলের কিম্বা সশর্কর দুগ্ধের নাসাপান হিতকর।

এই রোগ ( অর্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত ত্রিদোষজ হইলেও অর্ধাবভেদক প্রায়শঃ বাতজ বা বাতশ্লেষজ এবং—সূর্য্যাবর্ত্ত প্রায়শঃ বাতকফাধিক হয় । ) বাতপ্রধাম হইলে বাতব্যাধি অধিকারের বিস্কুও তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । শ্লেষ্মার প্রাবল্য থাকিলে নারিকেল জল প্রভৃতির নস্তু হিতকর নহে ।

শিরোরোগের মধ্যে শিরোভিতাপ, অর্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, কয়লজ ( বাতুকয় জনিত ) শিরোরোগও সচরাচর দেখা যায় । অনন্তবাত, শঙ্খক ও ত্রিমিজ শিরোরোগ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না । বায়ু কুপিত হইরা শ্বয়ং বা কফসহ মস্তকের অর্ধভাগ আক্রমণ করিলে তাহাকে অর্ধাবভেদক বা আধকপালে কহে । ইহাতে ক্র, রগ, নেত্র ও ললাটে অসহ্য বেদনা হয় । রোগী অন্ধকার ও নিজ্জন ভালবাসে । ক্ষুধার সময় অতীত হইলে বা কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে প্রায়শঃই এই পীড়া উপস্থিত হয় । বরফ প্রয়োগে অনেক সময় এই রোগের উপশম হয় । সাধারণতঃ রাত্রিতে এই বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে ।

সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথার বেদনা আরম্ভ হইয়া বেলা যতই অধিক হইতে থাকে বেদনাও ততই বৃদ্ধি হয় আবার সূর্য্য অস্তের সঙ্গে সঙ্গে বেদনাও দূর হইয়া থাকে । এইরূপ শিরোরোগকে সূর্য্যাবর্ত্ত কহে ।

বাতশ্লেষ্মাধিক শিরোভিতাপ অর্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্তে ব্রহ্মদ্রবমূল তৈল ও নিরোক্ত বা পূরোক্ত মহালক্ষ্মীবিলাস রস ব্যবহার করিবে ।

### ব্রহ্মদ্রবমূল তৈল ।

কটুতৈল ১৪, কাথার্ঘ—দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আদারস ১৪ সের, নিসিন্দারস ১৪ সের, কড়ার্ঘ—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতেমূল, শুঠ, ত্রিকটু, জীরে, কৃষ্ণজীরে, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা, পাকের জল ৮ সের । ইহা অভ্যঞ্জে, নস্ত্রে ও কর্ণ পূরণে প্রযোজ্য । ইহা দ্বারা অর্ধাবভেদক, সূর্য্যাবর্ত্ত, শ্লৈষ্মিক শিরোভিতাপ ও কর্ণরোগ আরোগ্য হয় ।

### মহালক্ষ্মীবিলাস ।

লৌহ, অত্র, বিব, যুতা, ত্রিকলা, শোধিত ধুতুরবীজ, শোধিত বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধি-বীজ প্রত্যেক সমভাগ, গোক্ষুরবীজ ২ ভাগ, পিপুলমূল ১ ভাগ, ধুতুরপত্র রসে তাবনা-দিয়া ২ রতি বটা করিবে । অল্পপান—আদারস ও যধু ।

### মহাদ্রবমূল তৈল ।

কটুতৈল ১৬ সের, কাথার্ঘ—দশমূল ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ধুতুরাপত্রের রস ১৬ সের, গোড়ালবুর রস ১৬ সের, আদারস ১৬ সের, কড়ার্ঘ—পিপুল, জলক,

দারুহরিদ্রা, শুল্ফা. পুনর্ণবা, সজিনাছাল, পিপুল, কটুকী, করঞ্জবীজ, রুক্ষজীরে, খেতসর্ষপ, বচ, শুঠ, পিপুল. চিতেমূল. শটী, দেবদারু. বালা, রান্না, হড়হড়ে. কটুকল. নিসিন্দা, চই, পেরিমাটী, পিপুলমূল, মূলা শুঠ, যমানী, জীরে. কুড়, বনযমানী, বর্জদারক বীজ প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা স্নেহাধিক শিরোরোগের মহৌষধ। ইহা সূর্য্যাবর্তে ও কক্ষসংযুক্ত বাতাদিক শিরোরোগে প্রশস্ত।

### দশমূল তৈল।

ভিল তৈল ১৪ সের. দশমূলের কাথ ১৬ সের. দুগ্ধ ১৬ সের, দশমূলের কক্ষ ১১ সের। ইহার নস্ত্রে অকালপলিত. জ্বর ও অরুচি এবং অভ্যঙ্গ বাতাদিক সূর্য্যাবর্ত, অর্দ্ধাবভেদক ও বাবতীয় শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

### রক্ততৈল। (সূর্য্যাবর্তে)

কটুতৈল ১৬ সের. জয়পাল, দ্রোণ পুষ্পা. ধুস্তুর, সজিনা. সিদ্ধ, হড়হড়ে ও আকন্দ ইহাদের প্রত্যেকের পত্ররস ১৬ সের. গোড়া লেবুর রস ১৬ সের. আদারস ১৬ সের. কঙ্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা. মঞ্জিষ্ঠা, কটুকল, রুক্ষজীরে. ত্রিকটু. পিপুলমূল. অনন্তমূল. শ্রামালতা. বিড়ঙ্গ, রান্না. দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মূতা. রক্তচন্দন ও পরশুদ্র. ( ইহা কোদালিয়া কুড়ুলিয়া নামে খ্যাত ) সীজমূল. মূর্খামূল, আপাংমূল মিলিত ১১ সের। মৃৎপাত্রে তাম্র অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাতে উষ্ণগত স্নেহা. বাতকক্ষাধিক শিরোরোগ. স্নীপদ ও গলগণ্ড আরোগ্য হয়। ইহা বাতস্নেহাধিক শিরোরোগ ও সূর্য্যাবর্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সূর্য্যাবর্ত বীজ, ( হড় হড়ে বীজ ) হড় হড়ের পাতার রসে পেষণ করিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত ও অর্দ্ধাবভেদক আরোগ্য হয়। ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে লইয়া সূর্য্যে উত্তপ্ত করতঃ নস্ত্র গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত আরোগ্য হয়।

### রহংকিঞ্চনী তৈল।

কটুতৈল ১৪ সের, হড়হড়ের কাথ ১৪ সের. নীল ঝিণ্টীর কাথ ১৪ সের, কালধুতুরার কাথ ১৪ সের. নিসিন্দার কাথ ১৪ সের, কঙ্কার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল. মূতা, গন্ধক. কুড়. ছুরালতা, কীকড়াশুলী. হড়হড়ে বীজ, ধুস্তুরবীজ, রান্না, মোরী, জৈশলাঙ্গলামূল, বিব. মৌলমূল, ( অথবা উভয়ের পরিবর্তে গিমেশাক ) মঞ্জিষ্ঠা, সজিনাছাল প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা বাতস্নেহনাশক। ইহাতে সূর্য্যাবর্ত. অর্দ্ধাবভেদক ও অভিভাপ আরোগ্য হয়। এই তৈল পুতিকর্ণ, কর্ণপ্রাব. কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, কর্ণকণ্ডু, হ্রাধির্ঘা, মস্তাভ্রত ও গলগ্রহ নাশক। ইহা কর্ণরোগে সাদরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## অথ অনন্তবাত চিকিৎসা ।

দশমূলতৈল গ্রীবার পশ্চাৎভাগে মালিশ করিবে । অত্যন্ত বাতপ্রধান হইলে পূৰ্বোক্ত বাতব্যাদির তৈল মাথায় ও ঘাড়ে মালিশ করিবে এবং ততৎ ঔষধ সেবন করিবে । বৃহৎবাতচিস্তামণি ও মহাপিত্তাস্তক রস যথা-  
যোগ্য অনুপানে প্রয়োগ করিবে । এইরোগে ৪৫ বৎসর পর প্রায়শঃ রক্তদূষিত হয় । রক্ত দূষিত হইলে হস্তদ্বয়ের উপরিস্থ শিরাদ্বয় বিন্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে । রক্ত নিঃসৃত হইলে তন্মূহর্ত্তেই রোগী শান্তিলাভ করিবে । রক্ত মোক্ষণ ক্রিয়া ব্যতীত এইরূপ অবস্থায় অনন্তবাত প্রশমিত হয় না । দূষিত রক্তবর্ণ রক্ত নির্গত হইয়া গেলে সূশীতল জল বা বরফ প্রক্ষিপ্ত করিয়া রক্ত বদ্ধ করিবে । ইহাতে সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত দশমূলের নাসাপান এবং বাতপিত্তহর ঔষধ ও আহাৰাদি হিতকর ।

## ক্ষয়জ শিরোরোগ চিকিৎসা ।

নানাপ্রকারে বীৰ্য্যক্ষয় হেতু বা দেহের ক্ষয় হইতে এই শিরোরোগ উপস্থিত হয় ।

ইহাতে ছাগাদিমৃত, অমৃতপ্রাশ মৃত, দশমূল ষট্‌পলক মৃত, অশ্বগন্ধা মৃত, গোধূমাঢ় মৃত, বৃহৎচন্দ্রনাতি তৈল, ত্রিশতী প্রসারণী তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল, বিষ্ণু তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, বিহঙ্গিষ্ণু এবং ত্রীগোপাল তৈল, মকরধ্বজ, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, বৃহদ্বাত চিস্তামণি, চিস্তামণি চতুর্মুখ ও যোগেন্দ্র রস বিশেষঃ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োগ করিবে । এই সকল ঔষধ বায়ুনাশক, ক্ষয় নিবারক, রুচ্য ও বিন্ধ শীতল । রুচ্য, বায়ুনাশক, বিন্ধ ও শীতল ঔষধ মাত্রেই ক্ষয়জ শিরোরোগে উপকারী ।

অভিঘাত ও চিস্তাশোকাদি কারণে যে সমস্ত শিরোরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের চিকিৎসাও এইরূপ । বিশেষতঃ তাহাতে মহানারাক্ষণ ও হিমসাগর তৈলাদি প্রশস্ত । মৃতাদি প্রয়োগ অপ্রশস্ত । অত্যন্ত বাত প্রবল হইলে চিস্তামণি চতুর্মুখ, ত্রৈলোক্য চিস্তামণি প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য ।

## ক্রিমিজ শিরোরোগ চিকিৎসা

ইহাতে রক্তের নষ্ট অতীব উপকারী । রক্তের গন্ধে ক্রিমি সকল আলোড়িত হইয়া মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে আসে । অনন্তর ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ও সজিনাবীজ ছাগ-

দ্রুত পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইবে। অথবা বিড়ঙ্গ ছাগ মূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইবে। ইহাতে ক্রিমি পতিত হয়। এই রোগ অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টনায়ক।

### অপাংগ তৈল।

তিলতৈল ১৪ সের, ককার্থ—আপাংবীজ, ত্রিকটু, হরিত্রা, হিঁচুটা, হিং ও বিড়ঙ্গ মিলিত ১১ সের, পাকার্থ—গোমূত্র ১৬ সের। কেহ ২ পূর্ণমাত্রায় ১১ সের তৈল ব্যবহার করেন এবং গোমূত্র স্থানে ছাগমূত্র ব্যবহার করেন, তাহা সমীচীন। যেহেতু ছাগমূত্রই ক্রিমিবিনাশার্থ শ্রেষ্ঠ। আপাংবীজ অধিক সংগ্রহ করা দুষ্কর। ইহার নস্যে ক্রিমি আরোগ্য হয়। পথ্যাপথ্য—ক্রিমিরোগবৎ।

## অন্য শঙ্কাক চিকিৎসা।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন এবং আশু মারাত্মক সূতরাং উৎপন্নমাত্রেই ইহার চিকিৎসা আবশ্যিক। ইহাতে কদাচ ষেদপ্রয়োগ করিবেনা। সুশীতল জল সেচন এবং ক্ষীরবৃক্ষের শীতল প্রলেপ ইহাতে হিতকর। শতমূলী, রুক্ষতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দুর্ধ্বা ও পুনর্গবা সমভাগে জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্রমশঃ পীড়ার শক্তিব্রাস হয়।

ইহাতে প্রলেপাদি দ্বারা চিকিৎসাই আশুফলপ্রদ। অপরাজিতা ফলের রস অথবা উহার মূলের রস দ্বারা নস্য লইলে শিরোবেদনা আরোগ্য হয়। পুরাতন শিরোরোগে মস্তুরাদ্য দ্ব্যত উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ।

### মস্তুরাদ্য দ্ব্যত।

দ্ব্যত ১৪ সের, কাথার্থ—দশমূল প্রত্যেক ৩ পল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, রান্না প্রত্যেক ৩ পল, ময়ূর মাংস ৩২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দ্রুত ১৪ সের, ককার্থ—জীবক, ঋষভক, বেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানি, মাধাণি প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা বাতপ্রধান শিরোরোগ ও অর্ধিত নাশক। ময়ূর মাংসের পরিবর্তে কুক্কট, হংস বা শশকের মাংস অবস্থা বিশেষে গ্রহণীয়। তাহাতে যথাক্রমে কুক্কটাদ্য ও শশকাদ্য দ্ব্যত প্রস্তুত হইবে।

### পথ্যাপথ্য।

বাবভীয় বাতপ্রকোপক জব্য, ঝাল, উত্তাপ, অনিদ্ৰা, মৈথুন প্রভৃতি অপথ্য। নিম্ন শীতল আহারীয় জব্য, দ্রুত, দ্ব্যত, মাখন, ছানা, ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল, কোষ্ঠওজি, স্নপক পেঁপে, আম, নারিকেল, লিচু, সজিনা, পটোল এবং লঘুপাক জব্য পথ্য।

## অণু প্রদর চিকিৎসা ।

দোষ দূষিত আর্তব শোণিতের নিঃসরণকেই প্রদর বা অশ্বকদর কহে। ভোজন দোষ, উপবাস, অতিরিক্ত মৈথুন, গর্ভপাত প্রভৃতি দ্বারা ঋতু শোণিত দূষিত হইয়া প্রদর জন্মিয়া থাকে। ইহা লোহিত, কৃষ্ণ, নীল, শুভ্র ও পীতভেদে নানাপ্রকার। কোন ২ আর্তব শব-চূর্ণকি তাহা অসাধ্য। এই ব্যাধি স্ত্রীগত। ইহা পুরুষের হইতে পারে না সুতরাং ইহাকে জ্বরোগ বলা যায়। বৃদ্ধি, উপদংশ প্রভৃতি পুরুষগত ; কিন্তু ঔপসর্গিক উপদংশ স্ত্রীলোকেরও হইতে পারে। শ্বেতপ্রদর হইলে শুক্রমেহের সহিত ত্রাস্তি হইতে পারে কিন্তু উভয় ব্যাধি এক জাতীয় বিষয় শুক্রমেহের ঔষধে উপকার হইয়া থাকে। ত্রাস্তি হইলে বিজ্ঞলতা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। কেহ ২ বলেন স্ত্রীলোকের পৃথক শুক্র না থাকায় শুক্রমেহ হইতেই পারে না—উহা পুরুষনিয়ত ব্যাধি। ইহা সমীচীন নহে। কারণ ভাব প্রকাশ ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন। পরন্তু, শুক্র না থাকিলে স্ত্রীলোক ষড়্ভাষ্য হইয়া যায়। আর্তব শোণিত ধাতুরূপে গমনীয় নহে, তবে উপধাতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

যে আর্তব শবকের রক্তের ঋতু লোহিত বর্ণ, যাহা ধৌত করিলে বস্তু হইতে উঠিয়া যায় তাহাই বিগুহ আর্তব শোণিত। আর্তবের বিসদৃশতাই প্রদরের লক্ষণ। অধিকাংশ স্থলে অতিরিক্ত সম্ভোগে প্রদর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋতুকালীন রক্তস্রাব ৭৮ দিন ব্যাপী হইলে তাহাকেও প্রদর বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

যে সকল স্ত্রীলোকের রীতিমত ঋতু পরিষ্কার হয় না বা অনেক দিন বন্ধ থাকে তাহাদের শরীরে আগ্নেয় ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া মুর্ছা, আক্ষেপ ও অপস্মার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

রক্তপ্রদরে অধোগত রক্তপিত্তের এবং রক্তাতিসারের চিকিৎসা হিতকর। ইহাতে অশোক ও লক্ষ্মণাচুল সন্ধ্যা ২:২। শ্বেতপ্রদরে লক্ষ্মণাচুল সমধিক উপকারী। অশোক প্রদরের ব্যাধি বিপরীত ঔষধ। বিশেষতঃ ইহা রক্তপ্রদরে হিতকর।

### অশোক ক্রান্তি।

অশোকছাল ২ তোলা—কীরপাকা বাধ অনুসারে পাক করিয়া ব্যবহার করিবে। ইহা প্রদরনাশক। বিশেষতঃ রক্তপ্রদরে অব্যর্থ।

দারুকাদি কাম্বায়। যথা—দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, মুতা, চিরতা, বেলগুঁঠ, রক্তচন্দন ও কুমুদ ( সাঁপলা ) যুগ্মাবীতি ইহাদের কাথ করিয়া নিম্নলিপিষ্ট রসায়ন ১০ আনা ও মধু ১০ তোলা মিশাইয়া সেবন করিবে। ইহা কৃষ্ণ, পীত ও নীল প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কেহ ২ উক্ত কাথ সহ অজাত ঔষধ ব্যবহার করেন। কাঁটানটের মূল ১০ সিকি,

আতপ চাউল ধোয়া জলসহ বাটিয়া এবং ঐ জলে তরল করিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎমধু মিশাইয়া পান করিলে নানাবিধ প্রদর আরোগ্য হয় । ইহা শ্বেত এবং রক্ত প্রদরেই বিশেষ উপকারী এবং প্রায়শঃ ঔষধের অনুপানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

উক্ত বিধি অনুসারে কুশমূল, বেড়েলামূল ও ডুমুরের কলনা করিবে ।

### পুষ্যানুগ চূর্ণ ।

আকনাদি, আমের এবং জামের আঠির শাঁস, পাথর কুচি, রসাজন, অম্বষ্ঠা, ( লক্ষণামূল বা দক্ষিণাপথে খ্যাত লতা বিশেষ, উভয়ের অভাবে আকনাদি গ্রহণ করিবে ) মোচরস, বরাকান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আঠৈষ, মূতা, বেলগুঠ, লোধ, স্বর্ণগৈরিক, ত্রিফলা, মরিচ, গুঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাওশোণা, ইক্ষয়ব, অনন্তমূল, ধাইকুল, যষ্টিমধু, অভূর্নছাল, এই সকল দ্রব্য পুষ্যা নক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া স্তম্ভ চূর্ণ করিবে । মাত্রা ৮০ আনা মধু দ্বারা মাড়িয়া আতপ চাউল ধোয়া জল সহ সেবন করিবে । ইহা রক্তপ্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা শ্বেত, নীল, পীত প্রদরেও ব্যবহৃত হয় । এই ঔষধ যোনি দোষ ও রজোদোষ নিবারক ।

### উৎপলাদি চূর্ণ ।

রক্তোৎপলেয় কন্দ, রক্তকার্পাস মূল, করবীর মূল, লালজবা মূল, বকুল মূল, গন্ধ-মাত্রা, জীরে ও রক্তচন্দন—ইহাদের স্তম্ভ চূর্ণ করিবে । পুষ্যানুগ চূর্ণের মাত্রায় ও অনুপানে ব্যবহার্য্য । মূত্র অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইলে এবং যোনি, কোষ্ঠ ও উদরে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রযোজ্য ॥

### অশোক স্নাত । ( রক্ত প্রদরে প্রশস্ত )

স্বত ৮ সের, কাথার্থ—অশোকছাল ৮ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮ সের, ঐরূপ জীরের কাথ ৮ সের, আতপচাউল ধোয়া জল ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের, কেশরাজ রস ৮ সের, কঙ্কার্থ—জীবনীয়দশক, পিয়াল সার, বা বীজ, পরুষফল, রসাজন, যষ্টিমধু, অশোক মূলের ছাল, দ্রাক্ষা, শতমূলী, কাঁটানটে মূল প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকাস্তে ৮ সের চিনি মিশাইবে, ( ইদানীং মিশিয়া রাখা হয় না ) মাত্রা ১০ তোলা, ছাগদুগ্ধ সহ সেব্য । অভাবে গব্যদুগ্ধ সহ । এই স্বত প্রদরে অতি প্রসিদ্ধ ও ফলপ্রদ । ইহাতে শ্বেত, রক্তাদি বাবতীয় প্রদর এবং কোষ্ঠশূলাদি নষ্ট হয় । ইহা রক্তপ্রদরে বিশেষ হিতকর । কেহ কেহ এই স্বত বাথকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন ;

### শীতকল্যাণ স্রুত। (শ্বেত প্রদরে প্রশস্ত)

স্রুত /৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কঙ্কার্থ—কুমুদফুল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, গোম, রক্তশালি-মূল, মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গাভারী ফল, যষ্টিমধু, বেড়েলা মূল, গোরক্ষচাকুলে মূল, উৎপল, তালের মাখী, ভূমিকুশ্মণ্ড, শতমূলী, শালপাণি, জীরে, ত্রিফলা, তরমুজবীজ, অপক কলা প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকার্থ জল /৮ সের। উক্ত নিয়মে সেব্য। ইহা শ্বেত প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

### ব্রহ্ম শতাবরী স্রুত।

স্রুত /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৮ সের, কঙ্কার্থ—জীবনীরাষ্টক, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গোকুর, শোণিত আলকুণা বীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে মূল, শাল-পাণি, চাকুলে, ভূমিকুশ্মণ্ড, শ্রামালতা, অনন্তমূল, চিনি, গাভারীফল প্রত্যেক ৪ পল। ইহাতে রক্তপ্রদর, দাহ ও মূত্রকৃচ্ছ আরোগ্য হয়। যাহাদের ঋতু অধিককাল স্থায়ী হয় বা মাসে ২১৩ বার হয় তাহাদের পক্ষে এই স্রুত বিশেষ ফলপ্রদ।

### অগ্নোদ্রাদ্য স্রুত।

স্রুত /৪ সের, কাপার্থ—বট, অম্বথ, অর্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, নাওশোণা, বজ্রডুমুর, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বেত, গাবআঠি, রোহিতক, চন্দন, কদমছাল প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শালিধাত্তের কাথ /৪ সের, আমলকীর রস /৪ সের, কঙ্কার্থ—যষ্টিমধু, মৌলফুল, ধর্জুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তীফল, গাভারী ফল, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, শ্বেত চন্দন, রক্তচন্দন, রসাজন, অনন্তমূল প্রত্যেক ৬ পল যথা-বিধি পাক করিবে। মাত্রাদি পূর্ববৎ। ইহা সর্ববিধ প্রদর নাশক। যদি যোনির অভ্যন্তরে ক্ষত থাকে বা শ্বেতরক্ত মিশ্রিত স্রাব হয় অথবা ব্যাধি অভ্যন্ত পিত্তপ্রবল হয় কিম্বা রোগী পিত্তজরোগগ্রস্ত হয় তাহা হইলে এই স্রুতসম্বন্ধ উপকারী।

প্রদর রোগে বটিকা ঔষধ অপেক্ষা স্রুত, অবলেহ ও চূর্ণ ঔষধ অধিক ফলপ্রদ। বাদ প্রদরে অতিশয় রক্তস্রাব হয় অথবা রোগীর উদরাময় থাকে তবে পূর্বোক্ত কুটজাষ্টক বা প্রদরারি লৌহ প্রয়োগ করিবে। কুটজাষ্টক অত্যন্ত রক্তস্রাব নিবারক।

### প্রদরারি লৌহ।

কুটজ ছাল ১২½ সের, জল ৬৪ সের শেষ /৮ সের, ছাঁকিয়া পুনঃ পাকে চাপাইবে। বনভূত হইলে বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেল ওঠ, মুতা, ধাইফুল, আঠৈব, অন্ন ও লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ হইতে ১ তোলা। কুশম্বল বাটিয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া তৎসহ ঔষধ সেব্য। ইহাতে রক্ত শ্বেতাদি নানাবিধ



এদের আরোগ্য হয়। ইহা রক্তপ্রাব নিবারক ও অতিসার নাশক। খেতপ্রদরে ও কতযুক্ত প্রদরে পূর্বোক্ত রহঃ বজেশ্বর রস ও প্রদরাস্তক রস ব্যবহার করা যায়।

### প্রদরাস্তক রস ।

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রোপা, স্বর্ণ, কড়িতম্ব প্রত্যেক ১০ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, দ্রুত-কুমারীর রসে মর্দন করিয়া ( ১ দিন ) ২ রতি বটি করিবে। মধু ও আতপ তড়ুলোদক সহ সেবা।

### দ্বাদশাঙ্গ রস ।

স্বর্ণ, মুক্তা, অন্ন, সীসক, বঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণমাক্ষিক, রোপা, হীরক, লৌহ, হরিতাল ও ( হরিতালের পরিবর্তে হরিলাল সত্ত্ব এবং অভাবে রসমাণিক্য ব্যবহার হয় ) স্বর্ণর প্রত্যেক সমভাগ। কদলীমূল রসে, কাকোলীর কাথে, বাসক রসে, সুঁদি ফুলের রসে ও কর্ণুরের জলে ভাবনা দিয়া ১ দিন উত্তমরূপ মাড়িয়া ১ রতি বটি করিবে। অনুপান— বেড়েলার কাথ, উষ্ণ দুগ্ধ, অথবা কেশরাজের রস ও মধু। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবা। ইহাতে সর্ববিধ জ্বরোগ নষ্ট হয়। ইহা বলা, রুঘা ও রসায়ন। ইহার অপর নাম **রক্তপ্ৰভা**। ইহা জ্বরোগে রক্তস্বরূপ। যাহাদের প্রস্রাব অধিক হয় তাহাদের পক্ষে ইহা অনুপোষক। মেহ রোগাধিকারের **বসন্তকুমুমাকর রস** এই অবস্থায় বিশেষ উপকারী। কিন্তু রক্তপ্রদরে বা পিত্তপ্রবল অবস্থায় প্রযোজ্য নহে। অবস্থাবিশেষে অস্ত্রাঙ্গ অনুপানেও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। সোমরোগাধিকারের **বসন্তকুমুমাকর রস** ও এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### অশোকাকারিষ্ট ।

অশোক ছাল ১২৥ সের, জল ৪ দ্রোণ, শেষ ১ দ্রোণ। কাথ ছাঁকিয়া নূতন মৃণ্ময়পাত্রে রাখিবে। পরে উহাতে শুষ্ক ২৫ সের গুলিয়া দিবে। তৎপশ্চাৎ তাহাতে থাইফুল ১৬ পল, কুম্বীয়ে, নুতা, শুঠ, দারুহরিদ্রা, সুঁদিমূল, ত্রিকলা, আমের আঠির শাঁস, জীয়ে, বাসকমূলের ছাল, রক্ত চন্দন প্রত্যেক . পল প্রক্ষেপ দিবে এবং ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর ছাঁকিয়া ২১০ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। দিবসে ২৩ বার সেবা। ইহা রক্ত প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রদরে তৈল ব্যবহার হয় না; তবে আবশ্যক বোধ করিলে প্রিয়ঙ্গুদি তৈল ও সুধাকর তৈল ব্যবহার করিবে।

### প্রিয়ঙ্গুদি তৈল ।

তৈল ৮ সের, পার্কার্থ—দধিরমাত, দারু হরিদ্রার কাথ, ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৮ সের।  
কর্কার্থ—প্রিয়ঙ্গু, সুঁদির মূল, যষ্টিমধু, ত্রিকলা, চন্দনদ্বয়, কাকোলীদ্বয়, পিপুলদ্বয়, রসায়ন,

মঞ্জিষ্ঠা, গুল্ফা, ধূনা, সৈন্ধব, মুতা, মোচরস, অনন্তমূল, কাকমাচী, বেলগুঠ, বালা মিলিত ১/১ সের। শেষে গন্ধদ্রব্যদ্বারা গন্ধপাক করিবে। ইহার অভ্যঙ্গে প্রদর, যোনিব্যাপদ, অতীসার ও গ্রহণী নষ্ট হয়। ইহা—গর্ভ সংস্থাপক।

### সুশাকর তৈল।

তৈল ১/৪ সের, বেড়েলা, কেশরাজ, দুর্ধা, ধাওয়া, পালিধা ও পদ্ম, ইহাদের যথা-সম্ভব কাথে ও স্বরসে, দধির মাত, তণ্ডুল জল, লাক্ষার জল ও কাঁজি প্রত্যেক ১/৪ সের, কঙ্কার্থ—আমলকী, ধনে, মুতা, কাকোলীদ্বয়, জীবকদ্বয়, হুঁদিমূল, অম্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসাজন, মুরামাংসী, ছুরালতা মিলিত ১ সের। শেষে গন্ধপাক করিবে। ইহা জ্বরোগ নাশক, কামজনক, বল্য, বৃষ্য, রসায়ন ও আয়ুষ্য।

### স্রাববর্তি।

হিরাকম্ভস্ব, সোহাগা খই ও ধুস্তুর সারাংশ প্রত্যেক ১ ভাগ, আমের আঠির শাস, চূর্ণ ৪ ভাগ, ঘৃতদ্বারা মর্দন করিয়া স্থূল স্ফাগ্র কোমল বর্তি করিবে। ইহা সত্ত্ব ২ প্রস্থত করিয়া (৬ রতি মাত্রায়) যোনিতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে স্রব রক্তস্রাবাদি দূরীভূত হয়। জরামুগ্ধল ও যোনিব্যাপদেও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—কৃত্তর, পুষ্টিকর ও লব্ধপাক দ্রব্য পথ্য। অন্নদ্রব্য, ক্লেদিত্রব্য আশ্বেয় দ্রব্য, উত্তাপ, জাগরণ, গুরুপাক দ্রব্য ইত্যাদি অপথ্য।

## অপ যোনিব্যাপদ চিকিৎসা।

যোনি ব্যাপদ ২০ প্রকার। তন্মধ্যে উদাবর্তা, বন্ধ্যা, পুত্রয়ী ও শ্লেষ্মলা এই চারিটি সচরাচর দৃষ্ট হয়। যোনিব্যাপদ মাত্রেই বাতপ্রধান সূত্রাং বাতনাশক ক্রিয়া উপকারী।

### উদাবর্তা চিকিৎসা।

ইহা অত্যন্ত বাতপ্রধান এবং ইহাতে ভালরূপ আর্তব শোণিত নির্গত হয় না। আর্তব নিঃসরণার্থ জবাফুল কাঁজিতে বাটিয়া এবং কাঁজিতে গুলিয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। ইহা বাত নাশক ও আর্তবস্রাবক। লতা ফটকীর কোমল পাতা ঘূতে ভাজিয়া খাইলে উপকার হয়।

### বজঃপ্রবর্তিনী বটী।

সোহাগার খই, শোধিত হিং, হীর্যকস্ ও মুসকর প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতহুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে। শীতাজল সহ সেব্য। ইহা আর্তব স্রাবক ও কোটীশলাদি নাশক।

রসসিন্দূর ও বজ্রক্ষার একত্র সমভাগে মর্দন করিয়া ১০ আনা মাত্রায় কাঁজিসহ সেবন করিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়।

### ফলকল্যাণ দ্রব্য।

দ্রব্য ১৪ সের, শতমূলীর রস ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের, কঙ্কার্থ—মজ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলামূল, মেদা, ক্ষীরবিদারী, ক্ষীরকাকোলী, অগ্নগন্ধামূল, বন-বমানী, হরিদ্রাঘয়, হিং, কটুকী, রক্তোৎপল, কুমুদ, জাফা, কাকলা, ক্ষীর কাকলা, চন্দন ঘয়, লক্ষণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই দ্রব্যে এক বর্ণা যে গাভীর বৎস মরে নাই সেই গাভীর দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্য গ্রাহ্য। কেহই অভাব বশতঃ লক্ষণামূল গ্রহণ করেন না এবং সাধারণ দ্রব্য দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করেন। বস্তুতঃ—উল্লিখিত প্রকারে দ্রব্য এবং লক্ষণামূল গ্রহণ না করিলে অভীষ্টরূপ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এই দ্রব্য বনগুটের আঙুনে পাক করা ব্যবস্থেয়। ইহাতে বোনিদোষ, রজোদোষ এবং গর্ভদোষ নিরাকৃত হয়। প্রায়শঃ এই দ্রব্য মৃৎবৎসা দোষ নিবারণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা গর্ভজনক।

পুত্রপ্ৰাপ্তিতে এই ফলকল্যাণ দ্রব্য এবং কুমার কল্পদ্রব্য দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। দ্রব্যই বোনিব্যাপদের প্রধান ঔষধ। যে সকল ঔষধ উদাবর্ত্যে লিখিত হইয়াছে বক্ষ্যতেও তৎ সমুদায় প্রয়োগ করিবে।

শ্লেষ্মলা বোনিতে নিয়োজিত প্রক্রিয়া অথবা উপকারী। যথা—

রেশম নির্মিত অতি স্থূল বস্ত্র ধুও রোহিত মৎস্তের পিত্তদূর ২১ বার ভাবিত করিবে। পশ্চাৎ উহা বর্জিত করিয়া বোনিতে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে।

### গর্ভপ্রদ তৈল।

অগ্নগন্ধামূল ২ তোলা, জল ১ সের, দুগ্ধ ১ পোয়া, শেষ ১ পোয়া, প্রক্ষেপার্থ—দ্রব্য ১ তোলা, প্রাতঃকালে সেব্য।

### কুমার কল্পদ্রব্য দ্রব্য।

দ্রব্য ৮ সের, কাংথার্থ—ছাগ মাংস ৬ সের, দশমূল ১৬ সের, জল ১০০ সের, শেষ ১২৫ সের, দুগ্ধ ৮ সের, শতমূলী রস ৮ সের, কঙ্কার্থ—কুড়, শটী, মেদাঘয়, জীবকঘয়, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, ত্রিজাতক, শতমূলী, গাভারীকল, যষ্টিমধু, ক্ষীর কাকলা, মৃত্তা, পদ্ম, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকলা, আমালতা, অনন্তমূল, শ্বেত বেড়েলামূল, শরপুষ্কমূল, কুম্মাণ্ড, ভূমিকুম্মাণ্ড, মজ্জিষ্ঠা, শালপাণি, চাকুলে, নাগেশ্বর, দেবদারু, হরিদ্রা, রেণুক, লতাফটুকীমূল, চোরকাকটী, নীলমূল, বচ, অগুরু, দারুচিনি, অগুরু, কুঙ্কুম প্রত্যেক ২ তোলা, মৃগয়পাত্রে বা তাম্রপাত্রে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে পারদ, গন্ধক ও অল প্রত্যেক ২ তোলা এবং মধু ১২ সের মিশাইবে। (মধু মিশ্রিত করিয়া রাখা ব্যবহার নাই) তৎপর মৃগয়, কাচ বা প্রস্তর পাত্রে স্থাপন করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ছাগদুগ্ধ অভাবে—গব্য

দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে বক্ষ্যাদোষ, রজ্যাদোষ ও গুরুদোষ নষ্ট হয়। ইহা ঋতুকারক ও গর্ভ সংস্থাপক।

বাধক নামে যে কয়েক প্রকার রোগ আছে উহা যোনিব্যাপদের মধ্যে গণনীয়। স্তত্রাং যৌবনে যথায়থ রূপে পুরুষ সংসর্গ না হইলে প্রায়শঃ বাধকের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। উহাতে যোনিব্যাপদের ঔষধ সকল ব্যবহৃত হইতে পারে। বাধকের মধ্যে অঙ্কুর, রক্তমাদ্রী ও যষ্টি প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়।

**অঙ্কুর লক্ষণ।** যথা—

অঙ্কুর নামক বাধকে—উদ্বেগ, দেহের গুরুতা, অধিক রক্তস্রাব ও নাভির অধো-দেশে বেদনা হয়। ইহাতে কখন২ ৩৪ মাস ঋতু বন্ধ থাকে এবং হস্ত পাদে দাহ উপস্থিত হয় এবং রোগিনী ক্লান্ত হইতে থাকে।

**যষ্টি লক্ষণ।** যথা—

যষ্টিবাধকে—নেত্রে, হস্তে এবং যোনিতে জ্বালা হয় ও লাল্য সংযুক্ত রক্তস্রাব হয়; কখন২ মাসের মধ্যে ২ বার ঋতু হয়। ইহাতে যোনি মলিন ও রক্তবর্ণ হয়। **রক্ত-মাদ্রী** বাধকে—কটীতে, নাভির নিম্নে, পার্শ্বে ও স্তনে বেদনা হয় কখন২ এক বা দুইমাস ব্যাপিয়া ক্রমিক রক্তনিঃসরণ হইয়া থাকে—ইহা সন্তানোৎপত্তিবাধক।

**জলকুমারক লক্ষণ।** যথা—ইহাতে স্ত্রীর দেহ শুষ্ক ও রক্তশূন্য হয়। যদিও ইহাতে গর্ভোৎপত্তি হয় কিন্তু শূল উপস্থিত হইয়া তাহার পতন হয়। কখন২ ইহাতে বহুকাল ব্যাপিয়া ঋতু হয় কিন্তু অল্প পরিমাণে স্রাব হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ক্লান্ত রোগিনী শূল্যাক্ষী, গুরুস্তনী ও অল্পরক্তা হয়।

## অথ বাধক চিকিৎসা।

ওলট কঙ্কলের মূল ১০ দিকি ও মরিচ ১০ আনা একত্র বাটিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে বাধক আরোগ্য হইয়া গর্ভোৎপত্তি হয়। ওলট কঙ্কল বাধকের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রসায়ন, বিটলবণ ও রক্তচিত্তমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। মাত্রা ১০—১০ আনা, শীতল জল সহ সেব্য। ইহাতে বাধক আরোগ্য হয়।

**বজ্রাঙ্কুর**, ওলটকঙ্কল ও মরিচ সহ ব্রহ্মহোত চিত্তানলি বাধকে ফলপ্রদ। **ফলকল্যাণক** শূত, **অশোক** শূত ও **কুমার-কল্পদ্রুম** শূত অবস্থাবিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বেদনা সময়ে সিদ্ধ তণ্ডুলোদক ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, কাঁটা নটের রস ১ তোলা, কাঁচা হরিদ্রারস ১ তোলা একত্র পান করিবে। ইহাতে বাধক আরোগ্য হয়।

## ত্রিফলাসূত ।

ঘৃত ১৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, কঙ্কার্থ—ত্রিফলা. তেউড়ী. শুঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, ভূমি-  
কুম্মাণ্ড, হরিদ্রাদ্বয়, রান্না, মেদ, শতমূলী মিলিত ১১ সের । ইহাতে যোনিরোগ ও বাধক  
আরোগ্য হয় ।

## জীৱকাদি মোদক ।

জীৱে, কৃষ্ণজীৱে, পিপুল, শ্রামালতা. অনন্তমূল. হরিদ্রাদ্বয়, বাসক, সৈন্ধব, হরীতকী,  
যবক্ষার, যমানী প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ. সমস্ত চূর্ণ কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃতে ভাজিয়া দ্বিগুণ চিনিতে  
যথাবিধি মোদক পাক করিবে । মাত্রা—১০ তোলা উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য

## জ্বররোগ চিকিৎসা ।

১ মাসে গর্ভ বেদনা হইলে—শ্বেত চন্দন, গুল্‌ফা, চিনি ও মল্লিকাফুল একত্র সমভাগে  
চাউলধোয়া জলদ্বারা বাটিয়া ১০ তোলা মাত্রায় দুগ্ধে গুলিয়া পান করিলে বেদনার শাস্তি  
হয় ।

২য় মাসে বেদনা হইলে পদ্ম, পাণিফল ও কেন্দুর—তগুল জলদ্বারা বাটিয়া ১০ তোলা  
তগুল জলসহ পান করাইবে । তাহাতে শূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হইবে ।

৩য় মাসে কাঁকলা, ক্ষীর কাকল, আমলকী একত্র পেষণ করিয়া গরম জলসহ পান  
করাইবে অথবা পদ্ম, নীলোৎপল ও শালুক চিনির জলসহ পেষণ করতঃ দুগ্ধে আলোড়ন  
করিয়া সেবন করাইবে । ইহাতে গর্ভশূল নিবৃত্ত হইয়া গর্ভ স্থির হইবে ।

৪র্থ মাসে উৎপল, শালুক, কটকারী ও গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, রহতী, বালা,  
নীলোৎপল দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিবে ।

৫ম মাসে নীলোৎপল ও ক্ষীর কাঁকলা দুগ্ধপেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত  
পান করিবে ।

৬ষ্ঠ মাসে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান  
করিবে ।

৭ম মাসে শতমূলী ও পদ্ম মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিবে ।

৮ম মাসে ধনে তগুল জলে নির্মূল পেষণ করিয়া তগুল জলসহ পান করিবে ।

৯ম মাসে কাঁকলা ও এরণ্ডমূল শীতল জলে পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিবে ।  
অথবা পলাশ বীজ, কাঁকলা ও বাঁটামূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া কাঁজিসহ সেবন করিবে ।  
এরণ্ডমূল সামান্য বিরেচক ।

১০ম মাসে নীলোৎপল, গটিমধু, দুগ ও চিনি জলদ্বারা পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ পান  
করিবে ।

কেণ্ডুর, পাণিকল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, যুগানি, যষ্টিমধু—হৃৎ ও চিনিসহ সেবন করিলে গর্ভস্রাব পীড়িতা রমণীর রোগ শাস্তি হয় এবং শরীর পুষ্ট হয়।

বায়ুকর্ষক গর্ভ শুষ্ক হইলে বা গর্ভিণী ক্লশাদী হইলে অথবা বালক শুষ্ক হইতে থাকিলে যষ্টিমধু ও গাঙ্গারীফল দ্বারা হৃৎ পাক করিয়া চিনিসহ পান করাইবে। ইহা পুষ্টিকর। প্রসবান্তে অধিক রক্তস্রাব হইলে আতপ চাউল ধোয়া জল বা দুর্কার রসসহ অকল্পিত ব্যবহার করিবে।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেনামূল, অনন্তমূল, পদ্মকান্ঠ, তেজপাত—ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসহ পান করিলে অথবা এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ইহাদের কাথ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর আরোগ্য হয়।

আমছাল ও জামছালের কাথে ঝইচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর অতিসার গ্রহণী নষ্ট হয়। পাটপাতা, সৈন্ধব, জীরে, ধনে, মুতা, গুল্ফা, হরীতকী, যমানী ইহাদের চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায় নীতল জলসহ সেবন করিলে গর্ভিণীর উদরাময় প্রশমিত হয়।

গর্ভপিষুস্ববল্লীলস। (বহু গর্ভচিন্তামণি)

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রক্ততমাকিক (অভাবে রোপ্য, কেহ ২ রক্তত এবং স্বর্ণতমাকিক দেন) হরিতাল, বঙ্গ, অন্ন, ব্রাহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেত্ৰপপটী ও দশমূল্যের যথাসম্ভব স্বরসে ও কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি বটা করিবে। ইহাতে গর্ভিণীর জ্বরাদি আরোগ্য হয়।

গর্ভবিলাসতৈল।

তৈল ৮ সের, কঙ্কার্থ—ভূমিকুশ্মাণ্ড, দাড়িমছাল, তেজপাত, কাঁচা হরিদ্রা, ত্রিফলা, পাণিকলপত্র, জ্বাতিকুল, শতমূলী, নীলোৎপল, পদ্মকুল মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের। ইহা রক্তস্রাব ও গর্ভশূল নিবারক এবং গর্ভ সংস্থাপক।

গর্ভাবস্থায় হরিতাল এবং তামা ব্যবহার করা যায়; কিন্তু উহা উৎকৃষ্টরূপে শোধিত হওয়া আবশ্যক, অন্ত্যায় গর্ভ পাত হইবার সম্ভাবনা।

বিষ, রক্তচিতেমূল, কুঁচিলা এবং অন্ত্যায় উগ্র আগ্নেয় ঔষধ গর্ভাবস্থায় প্রযোজ্য নহে।

গর্ভিণীর বহুৎ, গ্ৰীহা, শোথ, অতিসার প্রভৃতিতে তত্তৎ অধিকারের মুহূর্ত্তে ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অথ স্মৃতিক চিকিৎসা।

স্মৃত প্রসবান্তে এই রোগ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে স্মৃতিকারোগ বলে। অঙ্গমর্দ, জ্বর, কম্প, পিপাসা, গুরুগাত্রতা, শোথ, গুল ও অতিসার এই রোগ সমষ্টিকে স্মৃতিকা বলে। জ্বর, শোথ ও অতিসার এই রোগের প্রধান লক্ষণ—জ্বর ও অতিসার, ইহাদের

অন্ততঃ না থাকিলে সূতিকার বলিয়া গণনা করা হয় না। সম্ভব হইলে পর্যাপ্ত স্তন্যপায়ী থাকে তাৎকালিক সূতিকা বলিয়া নির্দেশ করা হয়। সম্ভব হইলে গেল দেড় বৎসর পর্যাপ্ত সূতিকা নির্দেশ। কেহ ২ বলেন ঋতু হইলে সূতিকা দোষ নষ্ট হয়, কিন্তু তাহা কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিত হয় নাই। এই মত পোষণার্থ কেহ ২ ঋতুরির দোষাই দিয়া ১টা শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করেন বস্তুতঃ উহা ঋতুরির নহে। তবে ঋতু হইলে রোগ অনায়াসসাধ্য হয় তাহা অবশ্য স্বীকার্য এবং তাহার অনেক কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

সূতিকারোগে বাতনাশক ক্রিয়া সর্বথা আচরণীয়। ইহাতে দশমূল ও কণ্ঠী সাতিশয় উপকারী।

সূতিকাদশমূল কষায়। যথা—শালপর্ণ্যাদি পঞ্চমূল, নীলকণ্ঠী, গুলঞ্চ, শুঠ, গন্ধতালু ও মুতা। ইহাতে জ্বর ও দাহযুক্ত সূতিকা আরোগ্য হয়।

সহচরাদি। যথা—কণ্ঠীমূল, মুতা, গুলঞ্চ, গন্ধতালু, শুঠ ও বালা। ইহাতে জ্বর ও শূলাদি সত্তর আরোগ্য হয়।

কেবল কণ্ঠীর কাথ পানেও সূতিকা আরোগ্য হয়।

দশমূলের কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সূতিকা আরোগ্য হয়। জ্বরবস্থায় ঘৃত প্রক্ষেপ দেওয়া কটব্য নহে।

কীবেলাদি কষায়। (প্রবল অতিসার যুক্ত)।

বালা, সোঁদাল, রক্তচন্দন, বেড়োলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণামূল, হরালতা, ক্ষেত্র-পর্ণী ও আতৈষ : ইহাতে নানাবিধ অতিসার, রক্তশ্রাব ও জ্বর আরোগ্য হয়।

চক্রদত্তে যে অমৃতাদি কষায় আছে উহাই গ্রন্থান্তরে সূতিকাদশ-মূল নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং উপরের সূতিকাদশমূল ও অমৃতাদি কষায় অভিন্ন। কেহ ২ এই কাথে মধু প্রক্ষেপ দেন।

বাতপ্রধান অবস্থায় বাজুকার্ণিক বিশেষ উপকারী।

বাজুকার্ণিক। (অজীর্ণ ও আশ্বানাদিতে)।

কাঁজি ১১ সের, পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঠ, যমানী, জীরে, কৃষ্ণজীরে, হরিত্রাঘর, বিটলবর্ণ ও সচলবর্ণ মিলিত ৬ তোলা, জল ৮ সের, শেষ ১ সের। ইহা পানে আম-বাত ও অজীর্ণ আরোগ্য হয়। অতিসারের প্রবল অবস্থায় বা অধিক জ্বর থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে।

পঞ্চজীর্ণক গুড় (অতিসার নিবারণার্থ)।

গুড় ১২১ সের, ঘৃত ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের, আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ—জীরে, হুবুয়া, ধনে, গুলঞ্চ, কুলশুঠ, যমানী, কালসর্ষপ, বংশপত্রী, (বাশপাতা ঘাস) কালকান্দে মূলের

ছাল, পিপুল, পিপুলমূল, বনযমানী, রাইসর্ষপ, চিতেমূল প্রত্যেক ৮ তোলা। কেতুর, শুঁঠ, কুড় ও জীরে প্রত্যেক ৩২ তোলা। জ্বর থাকিলে ইহা প্রযোজ্য নহে।

### প্রসারনীলেহ।

গন্ধভাঙ্গুলে ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চিনি ১৩৮ সের, আসন্নপাকে প্রক্ষেপার্থ—ইন্দ্রযব, ধনে, মুতা, বেণামূল, বেলশুঁঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, আঠৈষ, জটামাংসী, বালা, চুরালতা প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা। ইহাতে স্মৃতিকা এবং সংগ্রহ গ্রহণী আরোগ্য হয়। আমবাত, শোথ ও আমসংস্থিত স্মৃতিকায় ইহা সমধিক উপকারী।

### জীরকাদি মোদক।

জীরে ৮ পল, শুঁঠ ৩ পল, ধনে ৩ পল, শুল্কা, যমানী, কৃষ্ণজীরে প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৬ সের, স্নাত ৮ পল, আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাচি, তেজপাত, বিড়ঙ্গ, চই, চিতেমূল, মুতা, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা স্মৃতিকার অতিসার প্রশমনার্থ প্রযোজ্য।

পূর্বোক্ত রূহে জীরকাদি মোদক স্মৃতিকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### সৌভাগ্য শুভী।

কেতুর, পাণিফল, গয়বোজ, মুতা, জীরে, কৃষ্ণজীরে, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগকেশর, তেজপাত, দারুচিনি, শটী, ধাইফুল, এলাচি, শুল্কা, ধনে, পিপুল, গজপিপুল, মরিচ, শতমূলী প্রত্যেক ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৮ পল, মিশ্রিচূর্ণ ৩ পল, স্নাত ৮ পল, দুগ্ধ ৮ সের, যথায়োতি পাক করিবে। মাত্রা ১০—১১ তোলা। দুগ্ধসহ সেব্য। ছাগদুগ্ধ হইলে ভাল হয়। ইহা অগ্নিদীপক এবং অতিসার ও গ্রহণীনাশক। রোগিনীর যদি অগ্নিমান্দ্য থাকে এবং শরীর আমরসাক্ত হয় অথচ পেট বা মাথা গরম না থাকে তবে এই ঔষধ সমধিক ফলপ্রদ।

### রূহে স্মৃতিকারি রস।

সোহাগ, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, এলাচি, ধাইফুল, কুটজছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, কাকড়াশুঙ্গী, শুঁঠ, বনযমানী প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধভাঙ্গুলে রসে মর্দন করিয়া ৪ রতি বটী করিবে। প্রাতঃকালে গন্ধভাঙ্গুলে রস সহ সেব্য। ইহা অতিসার এবং জ্বরযুক্ত স্মৃতিকায় প্রযোজ্য। ইহাতে জীর্ণজ্বর, শোথ, গ্রহণী, প্লীহা এবং কাস আরোগ্য হয়।

### মহা স্মৃতিকাবল্লভ রস।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাস্কিক, অন্ন, কপূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন, জায়ফল, জৈত্রী প্রত্যেক সমভাগ। মুতা, বেড়েলা ও শিমুলমূলের স্বরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী



করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহার্য। ইহাতে প্রবল অতিসারযুক্ত হৃতিকা আরোগ্য হয়। এই ঔষধ জল ও লবণ বন্ধ করিয়া ব্যবহার করাইলে শোধ প্রশমিত হয় এবং বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা গ্রহণী ও জরনাশক।

### স্বর্ণাঙ্গনজল রস ।

স্বর্ণ. প্রবাল. লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ. কর্পূর, কস্তুরী, অহিফেন, জাতিফল, লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, রসসিন্দূর ৮ তোলা, ঘৃতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। ইহাতে হৃতিকা, গর্ভিণী জর ও অতিসার আরোগ্য হয়।

### হহং স্মৃতিকাবিনোদ রস । ( ব্যাধি বিপরীত )

পারদ, গন্ধক. সোহাগা. জায়ফল, জৈত্রী. হরীতকী, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১০ তোলা, রৌপ্য সর্ব তুলা। স্বর্ণ—১০ সিকি। বন সর্ষপপত্র রসে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। অনুপান—মধু, নীলকিণ্টৌর রস ইত্যাদি। ইহা সর্ববিধ হৃতিকানাশক।

### হহং রসশাস্ত্রীল । ( প্রসিদ্ধ )

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ. অষ্টবাতুল প্রত্যেক ১ ভাগ, (স্বর্ণ. রৌপ্য. তাম্র. কাংস্ত, পিত্তল. সীসক. বঙ্গ ও লৌহ এই ৮ টাকে অষ্টবাতু বনে) ব্রাহ্মী. জয়ন্তী. নিসিন্দা. যষ্টিমধু, শ্বেতপুনর্গবা. নালুকা, অপরাজিতা. আকন্দ. কুমধুস্তুর, ছুরালতা, বাসক. ও কাকমাচীর যথাসম্ভব স্বরসে বা কাপে ভাবনা দিয়া ২ রতি বটি করিবে। মধু বা যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহার্য। ঔষধ ব্যবহার কালে উষ্ণজল ব্যবহার করা কর্তব্য। উষ্ণ জলানুপানেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহা সর্বপ্রকার হৃতিকার মহৌষধ। চরম অবস্থায় একমাত্র ইহাই অবলম্বন।

হৃতিকায় শিরোরোগ থাকিলে হৃতিকা দশমূলের কাথ ও কঙ্কদ্বারা তৈল পাক করিয়া মাথায় মালিশ করিবে। ইহাকে স্মৃতিকান্দশমূল তৈল কহে।

মহাবলাতৈল হৃতিকার উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিস্মৃততৈল, নারায়ণ তৈল, বাসুছায়া সুরেন্দ্র তৈল ও ত্রিশতীপ্রসারনী তৈল অবস্থানুসারে মাথায় মালিশ করিবে।

### ধনেশাঙ্গি তৈল । ( ব্যাধিবিপরীত )

কাপাৰ্ধ—গুলঞ্চ, গুঁঠ, নুতা. বালা. নাগরমুতা. বেলছাল, নাওশোণা. গাস্তারী. পাকুল গণিয়ারী মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১ সের, ধনেশ পক্ষীর মাংস ৮২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৮৪ সের। তিলতৈল ৮৪ সের, কক্কার্ধ—গন্ধভাতুলে. নিসিন্দা. চৈ, নীলকিণ্টৌ, ত্রিফলা. যমানী, দাড়িম, ধনে, কুটজ. বরাহক্রান্তা, কাকজন্ডবা. বেড়েলা. শ্বেতবেড়েলা. রাঙ্গা, গুলফা. হরিদ্রা. দাকহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, কড়. জীরে. শ্যঙক. নুতা, দেবদারু, ভগর-

পাছকা, চক্রকেও ফুলের মূল, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, মোচরস, জীরে, কৃষ্ণজীরে, কাকোলী, কীরকাকোলী, রেণুক, নাগকেশর, ভুঁঠ প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা । ইহা হৃদিকা রোগের অব্যর্থ ঔষধ ।

সূতিকার যে কোন প্রকার অবস্থায় আমাদের সর্বজন প্রশংসিত “সূতিকাহেমান্ত্র সুন্দর” অব্যর্থ । ১ হইতে ৩৭ বটীতে সূতিকার যে কোন উপসর্গ অচিরে আরোগ্য হয় । এই ঔষধের প্রসাদে সহস্র ২ হতাশ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন । ইহার প্রতিবটী ১/২ হিসাবে বিক্রয় হয় । এই ঔষধটির প্রস্তুত প্রণালী আমাদের প্রকাশ করিবার নিয়ম নাই ।

হৃদিকার সময় অতীত হইলে স্বর্ণপদ্ম-প্রতি প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয় । স্বর্ণপদ্ম-টির নিয়মাবলী পূর্বে লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে অন্নপানাদির ব্যবস্থা করিবে । ইহা শোথ, অতীসার ও জ্বর নাশক ।

পথ্যাপথ্য—প্রবল জ্বর ও পেটের পীড়া না থাকিলে এক বেলা পুরাতন সরু সুসিদ্ধ চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র জীবিত স্তম্ভেশ্বর কোল, শুক্লা, বেগুন, পটোল, বেত্রাগ্র, হেলেকা । পেটের পীড়া না থাকিলে বন্ধা দুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য । শাক, অন্ন, দধি, কাল, উত্তাপ সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ ।

## অন্য স্তনরোগ চিকিৎসা ।

স্তন রোগের চিকিৎসা বিদ্রবির জায় । স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ করা এবং বাহ্যপ্রলেপ দেওয়া ইহার প্রথম উপক্রম ।

ধুতুরা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনের বেদনা আরোগ্য হয় । রাখাল-শসার মূলের প্রলেপ দিলেও স্তনরোগ প্রশমিত হয় । স্তনরোগে স্বেদ প্রয়োগ নিষিদ্ধ ।

জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং শীতবীৰ্য্য পিত্তদ্রব্য প্রয়োগ বিধেয় ।

### ক্ৰীপণীতৈল ।

গাভারীর কাথ ও কক্কদ্বারা তিল তৈল পাক করিয়া, তৈলে তুলা ভিজাইয়া স্তনোপরি লাগাইলে স্তন দৃঢ় ও স্থূল হয় এবং পতিত স্তন উত্তীত হয় ।

স্তন দুগ্ধ বায়ুদূষিত হইলে দশমূলের কাথ, পিত্তদূষিত হইলে গুলঞ্চ, পলতা, নিমপাতা, শতমূলী, রক্তচন্দন, অনন্তমূল ইহাদের কাথ এবং কফদূষিত হইলে ত্রিফলা, মূতা, চিরতা, কটকী, বায়ুনহাটি, দেবদারু, বচ, আমলকী ও আতৈষ ইহাদের কাথ পান করিবে । ইহার পথ্যাদি বিদ্রবির জায় ।

## অথ বালরোগ চিকিৎসা ।

শিশু মাত্রেই কফীয়ধাতু । সুতরাং শ্লেষ্মনাশক ঔষধাদি ইহাতে হিতকর । পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে যে সমস্ত ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা তীক্ষ্ণবিধায় বালকের ধাতুতে সহ হয় না । এই জন্যই বালকের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসা বলা হইয়াছে । কোন কোন ঔষধ অল্পমাত্রায় (পুটপাকাদি) বালকে ব্যবহৃত হইতে পারে । কেহ কেহ বলেন অতিশয় তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ তিন্ন সকল ঔষধই বয়ঃক্রমাত্মসারে অল্প মাত্রায় প্রযুক্ত হইতে পারে ।

### বালকল্যাণ রস ।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, সোহাগা, কটফল, রসসিন্দূর—আদারসে ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে । ইহা গ্ৰীহা ও জ্বর নাশক ।

### বালক রস । (নব জরে)

লৌহ পাত্রে পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও স্বর্ণমাক্ষিক অর্দ্ধ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া দৃঢ়থলে কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ ও নিসিন্দার স্বরসে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দন করিয়া ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটী করিবে । এই ঔষধ পান রস সহ সেব্য । ইহাতে জ্বর, কাস ও বেদনা নষ্ট হয় ।

মহালক্ষ্মী বিলাস, কফাচিন্তামণি, পুটপাক প্রভৃতি ঔষধ অবস্থাত্মসারে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে ।

### বালচতুর্ভদ্রাব লেহ । (উদরাময়ে)

মুতা, পিপুল, আতৈব, কাকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক সমভাগ, ২১০ রতি মাত্রায় মধু সহ লেহন করিবে । ইহা অন্ত্রাঘ্র অমুপানেও ব্যবহৃত হইতে পারে । ইহাতে জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস ও বমন নিবারিত হয় ।

### পুষ্করাদি চূর্ণ । (কাসে)

কুড়, আতৈব, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও হরালভা । মাত্রা ও অমুপান পূর্ববৎ ।

মুখে ক্ষত হইলে সোহাগার খই মধু সহ লাগাইবে ।

### লবঙ্গ চতুঃসম । (আমাতিসার)

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরে, সোহাগাখই । মাত্রা ৩৪ রতি । চিনি ও মধু সহ লেহন করিবে । ইহা আমাতিসার এবং বেদনা নাশক ।

অতিসারে লিখিত কুটুজাবলেহ ও কুটুজাষ্টক আমবেদনা ও রক্তস্রাব নিবারুণার্থ প্রয়োগ করিবে ।

বালকের প্রীহাযক্ৰতে পূৰ্ণোক্ত গুড়শিগ্ৰলী ও বিস্তৃত তাম্র তয় দ্বারা প্রস্তুত লোকনাথ লস ব্যবহার করিবে। নীল ও হিং গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রীহাযক্ৰ স্থানে প্রলেপ দিবে।

বালকের নাভি উঠিলে একখণ্ড মৃৎপিণ্ড অগ্নিসম্পৃক্ত এবং তাহা দুগ্ধসিক্ত করিয়া তদ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে। ইহাতে নাভিশোথ আরোগ্য হয়।

নাভি পাকিলে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও ষষ্টিমধু ইহাদের কক দ্বারা তৈল পাক করিয়া নাভিতে লাগাইবে এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভিদেশ অবচূর্ণিত করিবে।

বালরোগে সর্বত্রই অবস্থানুসারে তত্তৎ অধিকারোক্ত ঔষধ বয়ঃক্রমানুসারে অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

জননী আহারাদি সম্বন্ধে সতর্কতা না লইলে, বালকের রোগ আরোগ্য হয় না এবং অনেক সময় (বালকের স্তন্যপায়ী অবস্থায়) মাতাকে ঔষধ খাইতে হয়। তাহাতে শিশুর পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

বালকের অতিসারে কদাচ মাতার স্তন্য পান করাইবে না। তাহাতে পীড়া ভীষণ-কার ধারণ করে। সে অবস্থায় বার্লি, এরোকট এবং অল্পমাত্রায় জল সাধিত ছাগ দুগ্ধ দিবে।

স্বর্ণাসন্দ্র বা অকল্পধ্বজ বালকদের সর্বাধিক রোগে ষণ্মাষাধুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহাই বালকদিগের পরম হিতকর।

অতিসার যত অল্পবয়স্ক বালক বালিকার হইবে ততই সাংঘাতিক হইবে। সুতরাং অতি সতর্কতার সহিত বালাতিসারের চিকিৎসা করিবে।

শম্ভু তম্ব বালাতিসারে অতীব হিতকর। আমলকাসী ও মহাশঙ্খা বতী অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়।

পঞ্চকোশল চূর্ণ ২১২ রতি মধু লহ লেহন করিলে স্তন্য পানানন্তর বমন নিবারিত হয়।

বালকের কোষ্ঠবদ্ধতায় বর্ষি প্রয়োগ করিবে। অনেক সময় পানের বোটার কোষ্ঠ-শুদ্ধি হয়, উহা তৈলাক্ত করিয়া বর্ষি বৎ প্রয়োগ করিবে।

প্রস্রাব বদ্ধ হইলে পিপুল, মরিচ, ছোট এলাচি, সৈন্ধব, মধু ও চিনি সমভাগে লেহন করিবে।

বালকের চিকিৎসায় প্রায় প্রত্যেক পীড়াতেই—বিশেষতঃ জ্বর ও অতিসারে মধ্যে ২ এক মাত্রা ক্রিমির ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। যেহেতু, প্রায়শঃ ক্রিমির অভ্যুত্থান হইয়া পীড়া ভীষণাকার ধারণ করে। বালকের ক্রিমিবিকার অত্যন্ত কঠিন। আদ্য প্রভৃতি ক্রিমির উদ্ভেদক সুতরাং গুদ্বারা এবং অতিসারে অত্যন্ত তিক্ত দ্রব্য দ্বারা ঔষধ পান করিতে দেওয়া হয় না। আতশয় তিক্ত দ্রব্য মাত্রেই প্রায়শঃ কোষ্ঠের ক্লেদকর ও ভেদক।

## অর্থ বীৰ্য্যন্তস্ত ও স্বপ্নদোষ অধিকার ।

যে সকল ঔষধ বীৰ্য্যন্তস্তকর তাহাই স্বপ্নদোষ নিবারক । আকারকর ভাদি-  
গুড়িকা বীৰ্য্যন্তস্তে ও স্বপ্নদোষে প্রশস্ত ।

আকারকর ভাদি গুড়িকায় আফিং থাকায় উহা অত্যন্ত বীৰ্য্যন্তস্তকর  
অথচ অধিক উত্তেজক নয় । এজন্য ঐ ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু আফিং  
থাকায় সকলকে প্রয়োগ করা যায় না ।

অপ্রয়োজ্য স্থলে নিম্নলিখিত ঔষধ স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে ।

### স্বপ্নদোষ হরবটী ।

ত্রিফলা কাবাব চিনি, পুরাতন গুড় প্রত্যেক সমভাগ. ১০ সিকি পরিমাণ বটী করিবে ।  
রাত্রিতে শয়নের পূর্বে উষ্ণ দুগ্ধ সহ এই ঔষধ সেবন করিবে ।

স্বপ্ন দোষে কুকুটমাংসের যুগ. বাতপিত্তহর মণ্ডপান. শালিধাতু, তলপেটে বিম্বুটৈতলা-  
দিল্ল অত্যঙ্গ, অবগাহন ও বস্তিভুজিকর দ্রব্য ( তুণপঞ্চমূলাদি ) সাধিত দুগ্ধপান হিতকর ।

বাতাধিক্য অবস্থায় কুকুটমাংসযুগ প্রযোজ্য । যদি স্ত্রী প্রসঙ্গের একান্ত অভাব হেতু  
স্বপ্নদোষ উৎপন্ন হয়, তবে স্ত্রী প্রসঙ্গই পরম ঔষধ । মাথা, পেট, হাত, পা গরম হইলে  
বা কোন কারণবশতঃ স্নানাদি না হইলে প্রায়শঃ স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে, সুতরাং শয়নের  
পূর্বে হাত, পা, মাথা, পেট, লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ শীতলজন দ্বারা ভালরূপ ধৌত করিয়া শয়ন  
করিবে । যাহাতে স্নানাদি হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গি না আসে তাহার ব্যবস্থা করিবে । যাহা  
সুপাত্য তাহাই আহার করিবে, কদাচ গরম জিনীস—গুরুপাক দ্রব্য বা রাত্রিতে আহার  
করিবে না ।

জায়ফল গুরুন্তস্তকর দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

### আকারকর ভাদি গুড়িকা ।

আকর কড়া, গুঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জাতিফুল, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২  
তোলা, অহিফেন ৮ তোলা একত্রে মর্দন করিয়া ৩ রতি বটী করিবে । রাত্রিতে শয়নের  
পূর্বে এক ছটাক গরম দুগ্ধসহ ঔষধ সেবনান্তে যথাসাধ্য শীতল দুগ্ধ পান করিবে । ইহা  
বীৰ্য্যন্তস্তকর, রতিশক্তিবর্দ্ধক ও স্বপ্নদোষ নিবারক ।

### অথ ধ্বজভঙ্গাধিকার ।

এই রোগে ঝাল, অন্ন এবং আয়েষদ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ । পুষ্টিকর অথচ উত্তেজক ঔষধ  
ইহাতে কার্য্যকারী । বাজীকরণ অধিকারের ঔষধ সমূহ অবস্থাভূসারে ধ্বজভঙ্গে ব্যবহ্যেয় ।

ইহাতে অম্লতপ্রাশ অত, রহৎ ছাগাদ্য অত, রহৎ অশ্বগন্ধা  
ও হ্রস্ব অত প্রয়োগ করিবে । শ্রীমদনানন্দ মোদক, চন্দ্রোদয়

বা বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, মকরধ্বজ রাসাহন, পূর্ণ-  
চন্দ্র রস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, শ্রীমন্ন্যথাত্ররস ও কামদেব  
স্বত অবস্থানসারে প্রয়োগ করিবে।

### অমৃতপ্রাশ স্বত।

স্বত ৮৪ সের, ছাগমাংস ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ঐরূপ অম্বগন্ধার কাথ  
১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। মুর্ছার্থ—কুঙ্কুম ৪ তোলা, কঙ্কার্থ—বেড়েলামূল, গোম্ব, অম্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোকুর, কেণ্ডুর, ত্রিকটু, ধনে, তালানুর, ত্রিফলা, কন্তুরী, আলকুশীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাটকা, তালীশপত্র, ত্রিজাতক, নাগকেশর, জাতিফুল, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, জৈত্রী, ছোটএলাচি, উৎপল, অনন্তমূল, আকনাদি মূল, জীলন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, বজ্রদুগ্ধ প্রত্যেক ২ তোলা। দুগ্ধ ও চিনি সহ সেব্য। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ, প্রমেহ, নষ্টভুক্ত প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহা বল্য, ব্রব্য ও পুষ্টিকর। এই স্বত বিশেষ পরীক্ষিত।

চরকোক্ত অমৃতপ্রাশ স্বত বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়াছে তাহা ধ্বজভঙ্গের ও স্নায়বীয় দৌর্বল্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

### শ্রীমদনানন্দ মোদক।

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অন্ন ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাচি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপাত, লবঙ্গ, জীরে, কৃষ্ণজীরে, ষষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, মোহাগা, বায়ুনহাটী, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাকড়াশুঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতেমূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গজপিপুল, শটী, বালা, যুতা, গন্ধভাঙ্গুলে, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোকুর বীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শতমূলী রসে মর্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে সমুদায় চূর্ণের চতুর্থাংশ শিমূলমূল চূর্ণ এবং শিমূলমূল সহিত সমুদায় চূর্ণের অর্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ মিশাইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি দ্বারা যথারীতি পাক করিবে। পাকান্তে চতুর্জাতক, কর্পূর, ত্রিকটু ও সৈন্ধব দ্বারা অধিবাসিত করিবে। স্বত দ্বারা মাড়িয়া মোদক করিবে। মাত্রা ১০--১১ তোলা। অথুপান—গব্যদুগ্ধ ও চিনি। ইহা রতি শক্তিবর্দ্ধক, উক্রবর্দ্ধক, ধ্বজভঙ্গ, শ্বাস, ক্ষয়, বহুমূত্র, স্রুতিক ও গ্রহণীনাশক। এই প্রাসদ্ধ ঔষধ সায়ংকালে সেবন করিবে।

### হালুঙ্গা মোদক।

লতাসালসা ১০ তোলা, রেউ চিনি, কাষাব চিনি, দারুচিনি, কালাদানা, ষষ্টিমধু, শোণালুম্বা, মরিচ প্রত্যেক ২১০ তোলা, ছোট এলাচি ২তোলা, লবঙ্গ ২তোলা, জাতিফল,

জৈত্রী প্রত্যেক ১০, জুলাফা, ধনে প্রত্যেক ৫ তোলা, শোণামুখী, ঘোঁরী, জলী হরীতকী প্রত্যেক ১০ তোলা, দ্রুত ও মিশ্রি দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে।

### চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ।

জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ আনা, মৃগনাভি. ১০ আনা রসসিন্দুর ৪০ তোলা, একত্র মাড়িয়া ৪ রতি বটী করিবে। পানরস বা মাখন মিশ্রিসহ সেব্য।

### বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ

মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৩২ তোলা, জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ, কন্তুরী প্রত্যেক ১০ তোলা অথবা মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা, কন্তুরী ১০ তোলা, ২১৩ রতি বটী করিবে। শেবোক্ত ব্যাখ্যাই সমীচীন। কেহ কেহ মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ ও কন্তুরী প্রত্যেক ১০ তোলা গ্রহণ করেন। অহুপান—পান বা পানরস। অত্যাশ্রয় অহুপানেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ঘনীভূত দুগ্ধ, মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর এবং বলকর দ্রব্য পথ্য। ইহা প্রজ্ঞভঙ্গনাশক বলকর ও পুষ্টিকর। স্বপ্নদোষ বা আকস্মিক ওক্রূতিবশতঃ প্রজ্ঞভঙ্গ উৎপন্ন হইলে ত্রীমন্মথান্নরস ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

### ত্রীমন্মথান্ন রস ।

পারদ, গন্ধক, অন্ন প্রত্যেক ৪ তোলা, কর্পূর, বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র ১০ তোলা, লৌহ ২ তোলা, শোধিত বৃদ্ধদারকবোজ, জীরা, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়েল, মূল, শোধিত আলকুশীবীজ, আঠৈষ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা, যবানী প্রত্যেক ১০ তোলা, জলে মর্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে। উষ্ণহৃদ্য সহ সেব্য।

### বৃহৎ মকরধ্বজ ।

মকরধ্বজ ২ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ, জাতিফল প্রত্যেক ৮ তোলা, স্বর্ণ, মুক্তা, রৌপ্য, বঙ্গ, সৌন্দর্য, প্রবাল, লৌহ, অন্ন প্রত্যেক ২ তোলা, কন্তুরী ১০৪ রতি। ১০ রতি বটী করিবে। ইদানীং অর্দ্ধমাত্রায় ব্যবহার্য। এই ঔষধ পান রস সহ সেবনীয়।

বাহাদের শরীর এবং শিশু স্ত্রী, ভাহাদের পক্ষে বৃহৎ অশ্বগন্ধা স্নাত সমধিক উপকারী। ইহার দ্বারা পুষ্টিকর ঔষধ আর দৃষ্ট হয় না।

পিত্তপ্রধান বাতুতে বৃহৎ অশ্বগন্ধাযুতের পারিবার্তে কামদেব স্নাত ব্যবহার করিবে। উত্তর দ্বতই বাতব্যাদিতে লিখিত হইয়াছে।

## রুঘ্য দ্ব্যত । (দৃষ্টকল)

দ্ব্যত ১৪ সের, কাথার্ব—মাষকলাই, আলকুশীবীজ প্রত্যেক ১৮ সের, জীবক, ঋষভক, শালপাণি, মেদ, ঋদ্ধি, শতমূল্য, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা প্রত্যেক ১৮ সের, জল ১৬০ সের, শেষ ৪০ সের, ইক্ষুরস ১৪ সের, ভূমিকুয়াণ্ড রস ১৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের, পাকসিদ্ধ হইলে চিনি ১৮ সের, মধু ১৮ সের, বংশলোচন চূর্ণ ১৮ সের ও পিপ্পল চূর্ণ ৮ তোলা মিশাইবে । যাত্রা ১০ তোলা হইতে ১ তোলা । আহারের ১ ঘণ্টা পূর্বে এই দ্ব্যত সেবন করিবে । এই দ্ব্যত অকরক । ইহা গুরুজনক, গুরুতর গাঢ়তা সম্পাদক ও ধ্বজভঙ্গ নাশক ।

## পূর্ণচন্দ্র রস । (কর নিবারক)

শিলাজতু, রসসিন্দূর, লৌহ, অত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও বিড়ঙ্গ জলে মর্দন করিয়া ৪১৫ রতি বটী করিবে । অল্পপান—দুগ্ধাদি । ইহা বল্য, রুঘ্য, রসায়ন, প্রমেহনাশক, মূত্রকারক ও বস্তিশোধক । ধ্বজভঙ্গে লিঙ্গ ক্রমশঃ শুষ্ক ও হীনপ্রভ হইলে উথানার্ব অশ্বগন্ধা তৈল মালিশ করিবে ।

## অশ্বগন্ধা তৈল ।

তৈল ১৪ সের, কন্ধার্ব—অশ্বগন্ধা, শতমূল্য, কুড়, জটায়াংসী, বৃহতীফল মিলিত ১৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের । এই তৈল মর্দনে লিঙ্গ স্তন বর্দ্ধিত ও মাংসল হয় ।

ধ্বজভঙ্গে যত প্রকার বটিকা ঔষধ আছে তন্মধ্যে মকরধ্বজ রসায়ন সর্বাঙ্গেক্ষ অধিক ফলপ্রদ । উহা বাতব্যাধিতে লিখিত হইয়াছে । কেহ ২ উহাকে ১৪ পদী মকরধ্বজ নামে অভিহিত করেন । উহা অল্পপান ভেদে অরও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইতে পারে ।

ধ্বজভঙ্গে—গুরুভারল্য, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ও স্নায়বীয় দৌর্বল্য থাকিলে ত্রিফলা-বটী ব্যবহার করিবে ।

## ত্রিফলাবটী ।

ত্রিফলা, ক্ষেতপাঁপড়া, কটকী, বলাড়মুর প্রত্যেক ১ ভাগ, শোধিত কুঁচিলা সর্বসম, জলদ্বারা মাড়িয়া ২ রতি বটী করিবে । অল্পপান—দুগ্ধাদি । ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ পান করা আবশ্যক । এই ঔষধ আক্ষেপপ্রধান বাতব্যাধিতে ও স্নায়বীয় দৌর্বল্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।



# অথ বাজীকরণ ও রসায়নাধিকার ।

যে সকল ঔষধ দ্বারা শরীর ও জননেদ্রিয় উত্তেজিত হয় এবং জীতে অগ্নির জ্বালা রক্ষণ করিবার ক্ষমতা জন্মে তাহাকে বাজীকরণ ঔষধ বলে । এই সকল ঔষধ শুক্রবর্দ্ধক । ধ্বজভঙ্গাধিকারে ব্রূহৎ অশ্বগন্ধাফ্রাত প্রভৃতি যেসকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে তাহা সমস্তই বাজীকরণ সূত্রানুসারে বাজীকরণার্থ তত্তৎ ঔষধ ব্যবহার করিবে ।

যে সকল ঔষধ জরা ও ব্যাধি বিনাশক তাহা রসায়ন । বাল্যকালে বা মধ্যবয়সে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে । রসায়ন ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে বমন বিরেচনাदि দ্বারা শুদ্ধশরীর হওয়া আবশ্যক ।

অতিরিক্ত শ্রমাদিজনিত শরীরের ক্ষয় ইহাতে অকাল মৃত্যুর আশঙ্কা যথেষ্ট । সেই ক্ষয় পরিপূরণ বা নিবারণ জন্য এবং ব্যাধি হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রসায়ন বিধির অবলম্বন নিতান্ত বিধেয় । রসায়ন ঔষধে পরমায়ু বর্দ্ধিত হয় এবং শরীর দৃঢ় ও কার্যক্ষম হয় । অনেক রসায়ন ঔষধ আছে যদ্বারা অনেক রোগও প্রশমিত হয় । চ্যবনপ্রাশ রসায়ন ঔষধ অথচ উষা শ্বাস, কাস, উরঃক্লম ও হৃদ্রোগ নাশক ও ক্ষয়নিবারণক ।

## অথ ত্রাক্ষ্য রসায়ন ।

পঞ্চ পঞ্চমূল অর্থাৎ স্বল্পপঞ্চমূল, ব্রূহৎ পঞ্চমূল, তৃণ পঞ্চমূল, ( কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও শালি ধাতুমূল ) বল্লী পঞ্চমূল ( পুনর্নবা, মুগানি, মাষাণি, বেড়েলা মূল ও এড়ণ্ডমূল ) কণ্টকী পঞ্চমূল, ( জীবক, ঋষভক, মেদ, জীবন্তী, শতমূলী ) ইহাদের অন্তর্গত প্রত্যেক পদ ১০ পল, হরীতকী একহাজার, আমলকী ৩ হাজার, জল সমস্ত দ্রব্যের দশগুণ, শেষ দশম ভাগ, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেক ২ কাপড়ে পোটুলি বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে । অগ্ন্যাগ্ন কাথ্য দ্রব্যগুলি ঈষৎ পিষ্ট করিয়া নিক্ষেপ করিবে । পাকান্তে ন'মাইয়া হরীতকী ও আমলকী নির্বীজ করিয়া নির্মল পেষণ করিয়া লইবে । কাথ ছাঁকিয়া প্রত্যেক মূল বা প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া দিবে । তৎপর ৩২ সের তৈল এবং ৪৮ সের ঘূতে পিষ্ট হরীতকী ও আমলকী ঈষৎ ভজিত করিয়া কাথ সহ পাক করিবে । কাথ সহ ১৩৭ সের মিশ্রচূর্ণ গুলিয়া দিবে । আসন্ন পাকে নিম্নলিখিত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে । যথা—ধানকুনি, পিপুল, শঙ্খপুষ্পী, কৈবর্তমূলক, মুতা, বিড়ঙ্গ, রক্তচন্দন, অশুরু, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, বচ, নাগকেশর ও ছোটএলাচি প্রত্যেক চূর্ণ ১/২ সের । এই সকল দ্রব্য দ্বারা পূর্বাপর তাত্রপাত্রে পাক করিতে হইবে । চ্যবনপ্রাশের জ্বালা লেহবৎ হইলে নামাইবে । শেষ পাক অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে হইবে যেন পুরিয়া না যায় । পাকান্তে স্নাতকপাত্রে রাখিবে । মাত্রা চ্যবনপ্রাশের জ্বালা মধু ও দুগ্ধ সহ সেব্য । ঔষধ সেবনকালে পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য করিবে । উক্ত মাত্রায় ঔষধ পাককরা অসম্ভব বা অত্যন্ত কঠিন । সূত্রানুসারে ৮ম ভাগে পাক

করাই যুক্তিযুক্ত। ভাগ্নতায়, ঔষধেরও গুণগ্নতা হইবে ইহা অবশ্যসিদ্ধ। ইহার ভায় রসায়ন ঔষধ আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে যথেষ্ট দুগ্ধ সহ বটিক বা শাল্য ভক্ষণ করিবে। ইহা অত্যন্ত পরমায়ু বর্দ্ধক ও শ্বাস নাশক। পুরাকালে মহর্ষিগণ এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া অমিতাষ হইয়াছিলেন। চ্যবনপ্রাশ ও ব্রাহ্ম রসায়ন কুড়ী প্রাচৈনিক বিধি অনুসারেই ব্যবহার করা বিধি।

### মহা রসায়ন স্মৃত।

স্মৃত ৬৪ সের, হরীতকী, আমলকী. বহেড়া ও পঞ্চপঞ্চমূল চূর্ণ মিলিত ২৫৬ সের, জল আট গুণ, শেষ অষ্টমভাগ, ভূমিকুয়াণ্ড স্বরস ২৫৬ সের, দুগ্ধ ৫১২ সের। কঙ্কার্ধ—পিপুল, বটমধু, মৌলফুল, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, শোধিত আলকুশী বীজ, জীবক, ধ্বতক ও চামার আলু মিলিত ১৬ সের। ইহাও পূর্ববৎ ৮ম ভাগে প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—১০ তোলা হইতে ১ তোলা, দুগ্ধ সহ সেব্য। ঔষধ জীর্ণ হইলে স্মৃত এবং দুগ্ধ দ্বারা বটিক বা শালি ধাত্তের অন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহাতে গরম জল সেবন এবং কুড়ী প্রাচৈনিক বিধি বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা পরমায়ু বর্দ্ধক এবং শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক। গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া ঔষধ সেবন করাকে কুড়ী প্রাচৈনিক বিধি কহে। এই বিধিতে বায়ু, শৈত্য ও শীতল জলাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ। বাকীকরণ, রসায়ন ও ধ্বজভক্ষাধিকারোক্ত ঔষধ সেবন কালে ঘনীভূত দুগ্ধ, মোহনভোগ, লুচি, ছানা প্রভৃতি পুষ্টিকর স্নিগ্ধ ষাণ্ড ব্যবহার্য। অগ্ৰথা সম্যক ফল লাভ হয় না। এই সকল ঔষধ ব্যবহার কালে অন্ন এবং শাকাদি শুদ্ধ জব্য পরিত্যাগ করিবে।

### অথ ঐন্দ্র রসায়ন।

রাখাল শঁশার মূল, তণ্ডুলীয়ক মূল, ব্রাহ্মী, বচ, শুল্‌টে, পিপুল, সৈন্ধব ও শঙ্খপুষ্পী প্রত্যেক ১ যব, স্বর্ণভয় ২ যব, শোধিত সর্পবিষ ১ তিল, স্মৃত ৮ তোলা একত্র মিশাইয়া ৮ দিনে সেবন করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে স্মৃত ও মধু দ্বারা অন্নাহার করিবে। ইহা আয়ু্য এবং শিত্র, কুষ্ঠ, উদর, গুল্ম, প্রীহা ও বিষম জ্বর নাশক।

### ত্রিফলা রসায়ন।

ত্রিফলা—সৈন্ধব অথবা স্মৃত মধু কিম্বা স্বর্ণভয় সহ সেবন করিলে আয়ু্যবৃদ্ধি হয় এবং নানারূপ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা এক বৎসরকাল ব্যবহার্য।

### ঋতু হরীতকী।

বর্ষাকালে হরীতকী বাটা ৬০ আনা, সৈন্ধব ১০ আনা একত্র করিয়া খাইবে। শরৎকালে হরীতকী ১১০, চিনি ১০ তোলা শীতল জল সহ সেবন করিবে। হেমন্তে হরিতকী ১০, শুষ্ক ১০ আনা গরমজল সহ সেব্য। শীতকালে হরিতকী ১০ পিপুল ১০ আনা গরম জল

সহ সেব্য। বসন্তে হরিতকী ৥ তোলা, মধু ২ তোলা সহ লেহন করিবে। গ্রীষ্মে হরিতকী ৥ তোলা, ইক্ষুগুড় ২ তোলা সহ সেব্য। ইহাতে শরীর ব্যাধিমুক্ত, দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও কার্যক্ষম হয় এবং অত্র রোগাক্রান্ত হয় না। ইহাতে পরমায়া বর্দ্ধিত হয়।

### শিলাজতু রসায়ন।

উৎকৃষ্ট শিলাজতু এক সিকি বা ১/০ আনা মাত্রায়, দুগ্ধ সহ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে বিদাহিদ্ৰবা, ( ঝাল, অন্ন ইত্যাদি ) গুরুপাক দ্রব্য, বিশেষতঃ কুলথ কলাই পরিত্যাগ করিবে। শিলাজতু অল্পপানবিশেষে নানাবিধ ব্যাধি নাশক। বিশেষতঃ জন্মোগ, মূত্রকৃচ্ছ, শোথ, প্রমেহ ও ধাতু দৌৰ্বল্যনাশক। শিলাজতু ৪ প্রকার। যথা— হৈম, রাজত, তাম্র ও আরস। ইহাদের মধ্যে আরস শ্রেষ্ঠ। ইহা রক্তবর্ণ এবং গোমূত্রগন্ধি। তাম্র, ময়ূরের কণ্ঠের ঞায় চক্ৰকবিশিষ্ট। হৈম, জ্বাপুপ্পবৎ লোহিত ও রাজত শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট। সকল প্রকার শিলাজতুতেই গোমূত্র গন্ধ থাকে। পর্কতের খনিজ গিরিধাতু সূর্য্যাকিরণে দ্রবীভূত হইয়া নিষ্কৃত হয় ঐ ধাতু নিঃস্রবকেই শিলাজতু কহে। উহা ধাতুর স্বর্ণ বলিয়া কার্ণিত হয়; বস্তুতঃ ইহা ধাতুর মল বিশেষ। শিলাজতুতে তত্ত্ব ধাতুর গুণ দৃশ্যমান হয়।

রসায়নার্থ অষ্টাবক্র রস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, মহালক্ষ্মীবিলাস ও পূর্বোক্ত বসন্তকুস্তমাকর রস, মকরধ্বজ এবং মকরধ্বজ রসায়ন ব্যবহার করিবে। চাবনপ্রাশ যক্ষাধিকারে লিখিত হইয়াছে। কেহ ২ বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘৃত ও অমৃত-প্রাশ ঘৃত প্রকৃতি রসায়নার্থ উপযোগ করিতে উপদেশ দেন।

### অষ্টাবক্র রস।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য ১০ ভাগ, সীসক, তাম্রা, ধর্মর, বজ্র প্রত্যেক সিকি ভাগ, বটাদ্বয়ের রসে ও ঘৃতকুমারী রসে মর্দন করিয়া ( পৃথক ১ প্রহর ) শুক এবং চূর্ণ করিয়া বোতলে পুরিয়া মকরধ্বজ পাক প্রণালীতে বালুকাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। বোতলের নিম্নভাগ দাড়িম তুলের ঞায় রক্তবর্ণ হইলে নামাইবে। মাত্রা ২ রতি, পান রস সহ সেব্য। ইহা শুক্র বর্দ্ধক ও প্রমেহ নাশক।

### বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস।

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অত্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ, তাম্র, কাংস্য প্রত্যেক ১ তোলা, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, জীরক, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, মূত্রা প্রত্যেক ২ তোলা, ঘৃতকুমারী রসে মাড়িয়া ত্রিফলা কাথে ও এরও মূলের স্বরসে ভাবনা দিয়া এরও পত্র দ্বারা বেটন করতঃ ৩ দিন ধাতু রাশিতে

রাধিবে। পরে উঠাইয়া ছোলার জায় বটী করিবে। এই ঔষধ পান রস সহ সেব্য। ইহাতে আমবাত, প্রমেহ, অল্পপিত্ত ও জ্বাৰ জ্বর আরোগ্য হয়।

### নারদীয় মহালক্ষ্মীবিলাস।

কৃষ্ণাঙ্গ ১ পল, গন্ধক, পারদ, কর্পূর, জায়ফল, জৈত্রী, বৃদ্ধদারকবীজ, ধূতুরবীজ, সিদ্ধি বীজ, ভূমিকুয়াণ্ড, শতমূলী, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে, গোকুরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেক ২তোলা। পান রসে মাড়িয়া ৩ রতি বটী করিবে। ইহা পূর্বোক্ত মহালক্ষ্মীবিলাসের জায় গুণকারক। বিশেষতঃ নবজ্বরে ও বাতকফাধিক বাতব্যাধিতে এই ঔষধ হিতকর। ইহা বাতকফ নাশক।

বাতব্যাধি বর্ণিত শ্রীগোপাল তৈল রসায়ন ও বৃত্ত্য।

## অপ বিম্বাধিকার।

বিষ ২ ভাগে বিভক্ত। যথা।—স্বাবর ও জঙ্গম, জঙ্গমবিষ উর্দ্ধগতিশীল এবং স্বাবর বিষ, অধোগতিশীল। হরিতাল ও মনঃশিলাকে ধাতুবিষ বলে। উহা স্বাবরবিষের অন্তর্গত। স্বাবর বিষাক্ত ব্যক্তির পক্ষে বমন সর্বাগ্রে কর্তব্য। বিষাক্ত ব্যক্তির পক্ষে নীতল ক্রিয়াও হিতকর।

আকন্দক্ষীর, মনসাক্ষীর, ঈশলাঙ্গলা, বিমলাঙ্গলা, করবোরমূল, কুঁচ, আফিং ও ধুতুরা স্বাবর বিষের মধ্যে গণনীয়। ইহা ভিন্ন আরও অনেক স্বাবর বিষ আছে।

টোড়া প্রভৃতি কতকগুলি সর্প নিবিষ। গোকুর প্রভৃতি ফণাধারী সর্পের বিষ অত্যন্ত ভীক। ফণীতে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতের উপরিভাগে তাগা বাধিবে, যেন রক্ত উপরে চালিত না হয়। এক কণিকামাত্র বিষ রক্ত সহ সর্ব শরীরে চালিত হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু উহা উদরস্থ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইলে মৃত্যু হয় না। বিষ রক্ত সহ চালিত হয়। যদি দংশনে রক্ত নির্গত না হয় তবে শরীরে বিষ প্রবেশ করে নাই বুঝিতে হইবে। তাগা বাধিয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে রক্তসহ বিষ নির্গত হইবে। অথবা কার্বলিক এসিড দ্বারা কিম্বা উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা ক্ষতস্থান পোড়াইয়া দিবে। অশুবিধা বা সন্দেহ হইলে ক্ষতস্থান কাটিয়া বাদ দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়।

অমাবস্তা বা পূর্ণিমার পূর্বে ফণী দংশন করিলে মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী। যেহেতু ঐ সময় বিষ যথেষ্ট সঞ্চিত হয় ও ভীক হয়, এবং ঐ সময় উহারা বিষ ত্যাগ করিয়া থাকে।

সবিষসর্প দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সর্পকে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিবে। ইহাতে শরীর নির্বিষ হয় এবং সর্প মরিয়া যায়। এই ক্রিয়ায় সাহস না পাইলে তৎক্ষণাৎ যে কোনও জব্য দংশন করিবে। এই ক্রিয়ায় বিষ হীন বল হয়।

ଯଦି କୋନଓ କ୍ରିୟା ଫଳ ଲାଭ ନା ହୁଏ, ତବେ ରୋଗୀକେ ଯିଆ ବିଷ ଖାଉଆଇବେ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗେ ସର୍ପ ଚୈତ୍ତ୍ୱ ଯାଲିଷ କରିବେ । ପରମ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧଗତିବଶତଃ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷ ଜନ୍ମ ବିଷକେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ବିଷ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷକେ ନଷ୍ଟ କରିତେ ପାରେ । ହୁମ୍ପିଂ ବା ଯନ୍ତ୍ରିକ ବିଷାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଇଲେ ଜୀବନରକ୍ଷା ହଠାତ୍ ଅକ୍ଷତି ।

ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ, ଶେଷ ରାତ୍ରିତେ, ସନ୍ଧ୍ୟାହେ, ଅନ୍ଧାରରେ, ବନ୍ଧୁକ ସ୍ଥାନେ ଏବଂ ଦେବାଳୟେ ସର୍ପ-ଦଂଶନ କରିଲେ ପ୍ରାୟଶଃ ଅସାଧ୍ୟ ହୁଇଆ ଥାକେ । “କାର୍ବଲିକ ଏସିଡ” ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧୁକ ଓ ଆର୍ତ୍ତ କରିଆ ଗୃହେ ରାଖିଲେ ଉହାର ଗନ୍ଧେ ସର୍ପ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ କରିତେ ପାରେ ନା । ଶ୍ୱେତକରବୀର ବା ଲାଲ ଜବାହରର ପୂର୍ବଦିକେର ମୂଳ ସର୍ପେର ସନ୍ଧୁକେ ଧରିଲେ ସର୍ପ ଅବନତ ଯନ୍ତ୍ରକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ବଳିଆ ଶୁନା ଯାଏ ।

କେହ କେହ ବଲେନ କୁକୁଟେର କୋନ ସ୍ଥାନ କ୍ଷତ କରିଆ ସେହି ସରଜ୍ଜକ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ବସାୟା ଦିଲେ କୁକୁଟ ଯାଏ ଏବଂ ରୋଗୀ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଇତେ ଥାକେ । କୁକୁଟ ଯତବାର ଯାରିବେ ତତବାର ବସାୟା ହୁଇବେ ।

ବେଞ୍ଜିବାର୍ତ୍ତା ନାମେ ଏକପ୍ରକାର ଗାଈ ଆଛେ ଇହାର ପାତା ତୁଳସୀପାତାର ଛାୟା, ଗାଈ ଆଞ୍ଚ ହାତେର ଅଧିକ ହୁଇତେ ଦେଖା ଯାଏ ନା । ଇହାର କାଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦ୍ଯ । ଏହି ଗାଈ, ୩୫ଟି ଯାରିଚସହ ଘାଟିଆ ସେବନ କରିଲେ ବିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ।

କେହେ ବଲେନ ବିଷପାଥର କ୍ଷତସ୍ଥାନେ ବସାୟା ଦିଲେ ବିଷ ଆକର୍ଷଣ କରିଆ ନିର୍ହରଣ କରେ ।

ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ନରସୂତ୍ର ସେଚନ କରିଲେ ବିଷ ହୀନଶକ୍ତି ହୁଏ ।

### ସ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳୀବନ ଅଗଦ ।

ପିଞ୍ଜିଂଶାକ, କୈବର୍ତ୍ତସୂତ୍ରକ, ଗୈଠେଲା, ମୌରାସ୍ତ୍ରମୁକ୍ତିକା, ଶୈଲେୟ, ଗୋରୋଚନା, ତଗର-ପାହୁକା, ଗନ୍ଧତ୍ୱ, କୁକୁମ, ଜଟାୟାଂସୀ, ନିମିନ୍ଦା ଯଜ୍ଞରୌ, ଛୋଟ ଏଲାଚି, ହରିତାଳ, ଏଡାଞ୍ଜି, ବୁହତା, ଶିରୀଷପୁଷ୍ପ, ନବନୀତ ଖୋଟା, କୁସୁଡ଼ିଆ ଲତା, ରାଧାଳ ଶଂସାର ମୂଳ, ଦେବଦାରୁ, ପଦ୍ମକେଶର, ଲୋଧ, ରେଣୁକ, ମନଃଶିଳା, ଜାତିହୁଳ, ଆକନ୍ଦହୁଳ, ସର୍ପ, ହରିଦ୍ରା, ଦାରୁ ହରିଦ୍ରା, ହିଂ, ପିପୁଳ, ଲାଙ୍କା, ବାଲା, ଯୁଗାନି, ଶଂଷ୍ଟିଧୁ, ଯଦନ ଫଳ, ନିମିନ୍ଦା, ଶୋଣାଲୁଞ୍ଜା, ଲୋଧ, ( ଲାଲ ) ଆପାଂୟୁଳ, ପ୍ରିୟଙ୍କୁ, ରାନ୍ନା ଓ ବିଡ଼ଙ୍ଗ, ଏହି ସକଳ ଧ୍ରୁବ ପୁଷ୍ପାନୁକ୍ରମେ ଉଦ୍ଭୁତ କରିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେଷଣ କରତଃ ୧୦ ଡୋଳା ଯାତ୍ରାୟ ଘାଟିକା କରିବେ । ଏହି ଔଷଧ ଆତ୍ମାଣ, ଲେପନ, ଧାରଣ ଓ ଧ୍ୟାନହରଣରୂପେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ । ଯଦୁସହ ଘାଟିଆ ଲେହନ କରିଲେ ଓପକାର ହୁଏ । ଇହା ସର୍ବବିଧ ବିଷ ନାଶକ ଅରଣ୍ୟ ଓ ବିଷାଧିକାରେ ଇହା ଅଧିଷ୍ଠିତ ।

ଜୀରେ ( ସାଦା ) ଘାଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୈତ୍ରବସୁକ୍ତ କରିଆ ଔଷଧ୍ୟ କରତଃ ପ୍ରେଲେପ ଦିଲେ ବୁଦ୍ଧିକ ଦଂଶନ ଜନିତ ବେଦନା ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ ।

ଧୂସରଫଳ ଏବଂ ଯଜ୍ଞଦୁଧର ଫଳ ସମଭାଗେ ତତ୍ତ୍ୱଲୋଦକ ଦ୍ୱାରା ପେଷଣ କରିଆ ତତ୍ତ୍ୱଲୋଦକ

সহ পান করিলে অথবা ধুতুরাপাতার রস ২ তোলা, ঘৃত ২ তোলা, দুধ ২ তোলা ও শুড় ২ তোলা একত্র মিশাইয়া পান করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

### ভীমরুদ্র রস । (শৃগাল ও কুকুর দংশনে)

পারদ, গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, অত্র ২ তোলা, কান্তলৌহ ১ তোলা, গোরক্ষ-চাকুলে, বৃহতী, ব্রাহ্মীশাক, নীলোৎপল, সুমিষ্ট দাড়িম রস, ভৃঙ্গরাজ ও আলকুশী বীজের কাথে পৃথক ২ ভাবনা দিয়া ১ রতি বটী করিবে। এই ঔষধ শীতলজল সহ সেব্য। ইহাতে শৃগাল ও কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

শিরীষের, মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও বীজ গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়। অপরাজিতামূল সর্ববিষ নাশক। ইহা ঘৃত সহ সেবনে বৃগুগত, দুধ সহ সেবনে রক্তগত, কুড় চূর্ণসহ সেবনে—মাংসগত, হরিদ্রাচূর্ণসহ সেবনে অস্থিগত, কাকোলীচূর্ণসহ সেবনে—মেদোগত, পিপুলচূর্ণ সহ সেবনে—মজ্জাগত, চণ্ডালীকন্দসহ সেবনে—শুক্র ও রক্তগত বিষ নষ্ট হয়।

ঈশলাঙ্গলা মূল জলে পেষণ করিয়া নস্ত লইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

অহিফেন প্রভৃতি স্থাবর বিষ পান করিলে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। তুতে বা অশোধিত তাম্রভস্ম জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে বমন হয়। বমনের পর শীতলজল পরিবেচন ও অস্ত্রাশ্র শীতল ক্রিয়া করিবে। গরমজলে লবণ মিশ্রিত করিয়া পুনঃ ২ ঐ জল পান করাইবে। রোগী যাহাতে ঘুমাইতে না পারে তজ্জন্ত যথা বিহিত অবলম্বন করিবে।

### বিষহর বটী।

কালিয়াকড়ামূল, ছাতিমগুলের ছাল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা, দারুচুর্মূল বিষ ১০ আনা, আকন্দগুলের কাথে মাড়িয়া সর্বপের ত্রায় বটী করিবে। অম্লপান—দুধ। ইহা দ্বারা সর্পবিষ এবং বিষমজর নষ্ট হয়।

### বৃহৎ ভীমরুদ্র রস।

মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, দারুচুর্মূল, হিঙ্গুল, আপাংমূল, ধুতুরামূল, করবীর মূল, শিরীষমূল প্রত্যেকচূর্ণ সমভাগ, রুদ্রাক্ষকাথে এবং অপরাজিতার স্বরসে পৃথক ৫০ পঞ্চাশ বার ভাবনা দিয়া যুগের ত্রায় বটী করিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এই ঔষধ হিতকর। এই ঔষধ দুধ বা শীতল জল সহ সেব্য।

খেত করবীর মূল ১০ তোলা, মরিচ ২১ টা একত্র বাটিয়া জল সহ পান করিলে উন্মত্ত কুকুর দংশন জনিত বিষ নষ্ট হয়।

বাঘের সন্মুখের দাঁত ঘসা ১০ সিকি, ২৫ টা মরিচ সহ বাটিয়া জলসহ পান করিলে উন্মত্ত শৃগাল ও কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

## শিরীষ বিষ নাশক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

বৃহৎ ভীষ্ম রুদ্র রস, বিষহর বীজী ও মৃত সঞ্জীবন অগদ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োগ করা যায়। ফণীতে দংশন করিলে কেবল এই ঔষধের উপর নির্ভর করা কর্তব্য নহে। যেহেতু, তাহা সত্ত্বপ্রাণঘাতী। ওনা যায় ফণী দংশন করিলে রোগী লঙ্কার কটু স্ব অল্পভব করিতে পারে না।

পথ্যাপথ্য। যথা বিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরামিষ আহার করিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে মৎস্য, মাংস অন্ন ও শাকাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

## শুক্ৰতারল্য, স্নায়বীয়-দৌর্বল্য ও পারদ বিকৃতির , সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও চিকিৎসা ।

শুক্ৰতারল্য বাতপিড্ড ব্যাধি। অতিরিক্ত স্নায়ুসংসর্গ, স্বপ্নদোষ, পথপর্যটন ও চিন্তাই ইহার অন্ততম নিদান। ইহাতে শাল্মলী মৃত, কামিনী বিদ্রাবণ রস, মকরধ্বজ রস, শক্রবল্লভ রস, সর্পবক্ষ ও তালমূলী ফলপ্রদ। কেহ কেহ অশ্বগন্ধা, হম্বা মৃত, বৃহৎছাগলাদ্য মৃত ও অমৃত-প্রাশ মৃত ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বিজ্ঞবৎ পদার্থ মাত্রেই শুক্র বর্ধক ও তরলতানাশক।

অতিরিক্ত চিন্তা, শোক, ভাগরণ, পরিশ্রম, প্রমেহ, ধাতুচ্যুতি প্রভৃতি এই রোগের নিদান। ইহাতে রসরাজ রস, শোগেন্দ্র রস, সমীর গজ-কেশরী, ত্রিফলা বীজী, মকরধ্বজ রসায়ন, পল্লবসার তৈল, পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল, বৃহৎধাত্রী মৃত, ছাগাদ্য-মৃত, বৃহৎ অশ্বগন্ধা মৃত ও অমৃতপ্রাশ মৃত ব্যবহার করিবে। স্নায়বীয় দৌর্বল্যে কুঁচিলা ষটি ঔষধ বিশেষ উপকারী।

পারদ বিকৃতির চিকিৎসা কুষ্ঠ ও বাতরক্তের দ্বারা। পারদ সেবনে রক্ত দূষিত হয়। ইহাতে অমৃতাদি কষাক্ষ, বৃহৎ অমৃতাদি কষাক্ষ, মাণিক্য-রস, অমৃতাক্ষুর লৌহ, পঞ্চনিম্ব, পঞ্চতিক্ত বা মহা তিক্ত মৃত, গুড়ুচ্যাদি তৈল, মহারুদ্র গুড়ুচী তৈল, বৃহৎ সোমরাজী তৈল, নবনীতক শোগ, আগারধূমাদ্য তৈল, কন্দর্পসার তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করিবে। ইহার পথ্যাপথ্য বাতরক্ত ও কুষ্ঠের দ্বারা।

## শোধন আরও বিধি অধ্যায় ।

### পারদ শোধন বিধি ।

রসুনের রসে, পানের স্বরসে ও ত্রিফলার কাথে যথাক্রমে মর্দন করিয়া কাঁজিতে থোত করিয়া লইলে পারদ বিশুদ্ধ হয়। পারদের সহিত পানের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সন্ধক আছে। একত্রে কেহ কেহ পানের স্বরসে পারদ ৩ দিন ভাবিত করিয়া ব্যবহার করেন। কেহ বা কেবল রসুনের রসে ভাবিত করিয়া ঔষধার্থ প্রয়োগ করেন। বস্তুতঃ ঐরূপ পারদ আপাততঃ অনিষ্টকর না হইলেও পরিণামে যে অমঙ্গলজনক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পারদ উক্ত রসে মর্দন করিয়া লওয়া অপেক্ষা ভাবিত করিয়া লওয়াই সমীচীন। পারদ অবিশুদ্ধ হইলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে। অবিশুদ্ধ পারদের ক্রিয়া প্রথমতঃ দন্তমূলে ও জিহ্বার প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিয়া প্রকাশ হইবা মাত্র ঔষধ বন্ধ করিয়া পারদ বিকৃতি নাশক ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়। পারদ শোধনের নানাবিধ উপায় আছে। তন্মধ্যে ইহাই সহজ ও গুণকর বিবেচিত হওয়ায় লিখিত হইল।

### গন্ধক শোধন বিধি ।

লোহার হাতায় যত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপে ধরিবে এবং উত্তপ্ত হইলে তাহাতে গন্ধক-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলেই দুধে ঢালিবে। নিয়ে যে গন্ধক পতিত হইবে উহাই বিশুদ্ধ। এইরূপে পুনঃ পুনঃ গন্ধক গালাইয়া এক সময়ে অনেক গন্ধক শোধন করা যাইতে পারে। অবিশুদ্ধ গন্ধক ঔষধে ব্যবহৃত হয় না। ইহার মাত্রা ১০ আনা, দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে কুষ্ঠ, উপদংশ, পাচড়া, কণ্ঠ ও বিষ দোষ নষ্ট হয়।

### কজ্জলী বিধি ।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে খল করিয়া কজ্জলবৎ হইলে তাহাকে কজ্জলী কহে। কজ্জলী যতই সূক্ষ্মিত এবং মন্থন হইবে ততই গুণ দায়ক হইবে। পারদের কণা দৃষ্টি গোচর হইলে কজ্জলা হয় নাই বুঝিতে হইবে। কজ্জলীই রস ঘটিত ঔষধের প্রধান উপকরণ, সুতরাং কজ্জলী শোধনে বিশেষ মনোনিবেশ করিবে। পারদের উল্লেখ থাকিলেই উহা কজ্জলী করিয়া ব্যবহার করিবে। কেবল পারদ ঔষধে ব্যবহৃত হয় না। কোথাও বা কেবল পারদ স্থানে রসসিন্দূর ব্যবহৃত হয়। কজ্জলী—ক্ষত ও জ্বরনাশক, ধারক শোধক এবং আমবাতে ও শোথে হিতকর। মাত্রা ২ রতি, যথাযথ অমুপানে ব্যবহার করিবে।

### রসসিন্দূর প্রস্তুত বিধি ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, সীসক ১০ আনা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়া সীসক মিশাইয়া



মকরধ্বজ পাকপ্রণালী অনুসারে বোতলে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। বোতলের উর্দ্ধ-সংলগ্ন লোহিতবর্ণ পদার্থই রসসিন্দূর। রস অর্থ পারদ। উহা সিন্দুরাকৃতি ধারণ করে বলিয়াই উহাকে রসসিন্দূর বলা যায়। বস্তুতঃ রসসিন্দূর অবস্থান্তরিত পারদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহই ইহাতে সীসক মিশ্রিত করেন না। এই ঔষধ অল্পপান বিশেষে নানাবিধ ব্যাধিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা জ্বর ও জরানাশক। মাত্রা ২ রতি। সাধারণ অনুপান—আদাররস, পানরস, তুলসীপত্ররস ইত্যাদি। রসসিন্দূর যোগবাহী।

### রসকপূর প্রস্তুত বিধি।

ইহাও রসসিন্দূরের জ্বর অবস্থান্তরিত পারদ বিশেষ। ক্ষতে ও উপদংশে ইহা সমধিক কার্যকারী। পারদ ১পল, সোহাগা ঝই ১ পল, মেঘরোম ১ পল, ষ্ঠেতগুঞ্জা ১পল, লাক্ষাচূর্ণ ১পল ও মধু ১পল। যথাক্রমে পারদের সহিত দ্রব্যগুলি এক্রপ মিশ্রিত করিবে যেন পারদ অদৃশ্য হয়। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দন করতঃ (ভাবিত করিয়া) শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে উহা মৃত্তাণ্ডে স্থাপন করণানন্তর ভাণ্ডের মুখ সূদৃঢ়ভাবে অল্পজল শরাব দ্বারা এক্রপ বন্ধ করিবে যেন ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। তৎপর ভাণ্ডের গলদেশ হইতে শরাবের উপরিভাগ পর্য্যন্ত এবং ভাণ্ডের নিম্নভাগ মকরধ্বজ পাক প্রণালী অনুসারে প্রলিপ্ত করিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল পাক করিয়া নামাইবে। কেহ কেহ মুষা বালুকাযন্ত্রান্তর্গত করিয়া পাক করিয়া থাকেন এবং তাহাই যুক্তিযুক্ত। শীতল হইলে ধীরেই মুখ খুলিবে, যেন আঘাতে শরাবের উর্দ্ধসংলগ্ন ভস্মগুলি পড়িয়া না যায়। ঐ ভস্মকেই রসকপূর কহে। কপূরের জ্বর শুভ্র বলিয়াই ইহাকে রসকপূর বলা যায়। এই ঔষধ শিশির ভিতর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। ইহা ক্ষত, উপদংশ, কুষ্ঠ, বাতব্যাধি ও অর প্রভৃতিতে যথাযোগ্য অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। মাত্রা—সিকিরতি। সাধারণ অনুপান—পানরস।

### পীতভস্ম বিধি।

কজ্জলী ১পল, হস্তিগুণীরসে ও ভূম্যামলকীরসে পৃথক ৭ দিন ভাবিত করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে রসকপূরের জ্বর মুষাবন্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে ২৪ ঘণ্টা পাক করিবে। শীতল হইলে যন্ত্রের উর্দ্ধসংলগ্ন পীতবর্ণ ভস্ম গ্রহণ করিবে। ইহাও পূর্ববৎ পারদবিকৃতি বিশেষ। মাত্রা অর্দ্ধরতি। ইহাতে উদর, শোথ, কুষ্ঠ, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। অনুপান—পানরস। হীরকভস্ম—হীরক অত্যন্ত মূল্যবান বিধায় ইদানীং উহা ঔষধে ব্যবহৃত হয় না। প্রয়োজন হইলে রসজ্ঞসারসংগ্রহ হইতে প্রক্রিয়া অবগত হইবে। সচরাচর উহার স্থানে উৎকৃষ্ট গঁটে কড়িভস্ম ব্যবহৃত হয়। কয়লা হইতে হীরক উৎপন্ন হয় বলিয়া কেহই হীরকের অভাবে কয়লাচূর্ণ বা ভস্ম ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু হীরক অঙ্গারজ হইলেও

তাহার ক্রিয়া অন্যরূপ হওয়াই সম্ভব । রসসিন্দূর পারদজ হইলেও তাহার ক্রিয়া পারদের অনুরূপ নহে, সুতরাং শেথোক্তমত যুক্তিযুক্ত নহে এবং হীরকস্থানে অঙ্গারের ব্যবহারও নাই । বৈজ্ঞানিক অর্থ দ্রষ্টব্য হীরক । ইহার মারণ বিধিও হীরকের ন্যায় । অতাবে—বৈজ্ঞানিকস্থানে লব্ধাটিকা ভস্ম প্রয়োগ করিবে ।

### অন্ন মারণ বিধি ।

অন্ন ৪ প্রকার । তন্মধ্যে—রুমালই ঔষধে ব্যবহৃত হয় । বজ্রাল স্থানেও রুমাল ব্যবহৃত হয়, যেহেতু উৎকৃষ্ট বজ্রাল দুর্লভ ।  
রুমালের স্তর খুলিয়; গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে । পশ্চাৎ শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করতঃ শীতল হইলে পরদিন উদ্ধৃত করিয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্বক পুনরায় গজপুটে পাক করিবে । এইরূপ এক শত বার পুনঃ পুনঃ গজপুটে পাক করিলে অন্ন মারিত হয় । বিগুহ্ব অন্ন ঔষধে ব্যবহৃত হয় । দশপুটেও যদি অন্ন ময়ূণ ও নিশ্চক্ক হয় তবে তাহাও ঔষধে ব্যবহৃত হইতে পারে । শত পুটের অন্নও নিশ্চক্ক না হইলে ব্যবহার্য্য নহে । সহস্র পুটের অন্ন সর্কোৎকৃষ্ট । অন্ন যত অধিক পুটের হয় ততই ফলপ্রদ হইয়া থাকে । গজ পরিমিত পরিমি যুক্ত ও গভীর গর্তের অর্দ্ধাংশ ঘুঁটের দ্বারা পূর্ণ করিয়া ঔষধ যুক্ত বস্ত্র তত্বপরি স্থাপন করিয়া অবশিষ্টাংশ ঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করতঃ আঙুন দিবে, ঘুঁটে গুলি পুড়িয়া গেলেই পাক সিদ্ধ হইবে । এই প্রক্রিয়াকে পাক্ত পুটি কহে । শাস্ত্রে গজপুটের অগ্নিবিধ পাকক্রম বর্ণিত আছে কিন্তু তাহা অমুদ্রিত হয় না । অনেকেরও নানাবিধ মারণ বিধি লিখিত আছে তাহাও অননুষ্ঠেয় । সর্বশেষে রক্তকাঞ্চনের ছালের কাণেমারিড়িয়া অন্ন গজপুটিত করিলে বিশেষ স্রবিধা হয় । ইহাতে গোমূত্রের অংশ নষ্ট হইবে এবং অনেক বর্ণ উজ্জল হইবে । ইহার মাত্রা ২ রতি । অন্ন—কাস, শ্বাস ও শ্লেষ্মজনিত স্যাধি নাশক ।

### অথ ল্যাম্বিক্রমে অন্ন ভস্মের অনুপান ।

অন্ন—পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ ব্যবহার করিলে মেহ, দ্রুপ ও চিনি সহ ব্যবহার করিলে পিত্ত রোগ এবং বাসক রস সহ ব্যবহার করিলে কাস ও শ্বাস আরোগ্য হয় ।

### অথ লৌহভস্ম বিধি ।

লৌহ অনেক প্রকার । তন্মধ্যে কান্ত লৌহই প্রশস্ত । কেহ ২ ইম্পাতকে কান্তলৌহ বলিয়া নির্দেশ করেন । লৌহচর্ণ কিছুদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে বাটিয়া অনেকের ঠায় গজপুটে পাক করিবে । এইরূপ পুনঃ পুনঃ পাক করিলে লৌহ ভস্ম হইবে । দশ পুটের কমে লৌহভস্ম ঔষধে ব্যবহার করিবে না । লৌহও যত অধিক পুটের হয় ততই ফলদায়ক । সহস্রপুটের লৌহ সর্কোৎকৃষ্ট । লৌহ ভস্ম যত হালকা হইবে ততই

গুণদায়ক। যে লৌহ জলে নিক্ষেপ করিলে ভাসমান হয় তাহাই সর্কাপেকা শ্রেষ্ঠ। সর্ক-  
শেবে ত্রিকলার কাখে মাড়িয়া গজপুটিত করিবে। ইহাতে গোমুত্রের অংশ নষ্ট হইবে এবং  
লৌহের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। লৌহ অর. কয়, প্রমেহ, মূত্রদোষ ও পাণ্ডু নাশক এবং ইহা  
রসায়ন ও বাজীকরণ। যাত্রা—২।৩ রতি।

### অথ লৌহভস্মানুপান।

পুরাতন অরে—পিপুল চূর্ণ ও মধু; শলে—হিং, যত ও মধু; বাতে—ঘৃত ও রসোন;  
শাসে—ত্রিকটু চূর্ণ ও মধু; মেহে—ত্রিকলা ও মিশ্রিচূর্ণ; সন্নিপাতে—মধু ও আনারস;  
বাতজ্বরে—ঘৃত; পিত্তজ্বরে—মধু; পিত্তশ্লেষ্মজ্বর—আনারস; শীত্বাতে—নিমিস্কা পত্র রস;  
বায়ুতে শুষ্কচূর্ণ; পিত্তে—চিনি; কফে পিপুল; সন্ধিরোগে—ত্রিজাতক (তেজপত্র.  
এলাচি, দারুচিনি) ব্যবহার্য।

### তাম্রভস্ম বিধি।

হুস্ম তাম্রপাত ২ করিয়া একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহাতে অষ্টমাংস সৈন্ধব.  
চতুর্থাংশ গন্ধক চূর্ণ ও টাবালেবুর রস দ্বারা ডুবাইয়া রাখিবে। ২৪ ঘণ্টার পর উহা মুষা-  
মধ্যে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। এক্ষেপে তাম্র ভস্মীভূত হইলে, বাস্তিদোষ নিবারণার্থ  
ওলের মধ্যে স্থাপন পূর্বক মুখ বদ্ধ করিবে এবং ঐ ওল মুক্তিকা লিপ্ত করিয়া পুনঃ গজপুটিত  
করিবে। যে পর্যন্ত তাম্র বমন ভাব দূরীভূত না হয় তাবৎ ওলকন্ডে ঐ রূপ পাক করা  
কর্তব্য। এই ক্রিয়াকে **অমৃতীকরণ** কহে। ইহাতে তাম্র অমৃত তুল্য উপকারী  
হয়। বাস্তিদোষযুক্ত তাম্র সেবনে উপকারের পরিবর্তে কেবল অপকারই হইয়া থাকে।  
উহা কোনও ঔষধে মিশ্রিত করিলে তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় না। তাম্র ভালরূপ  
শোধিত না হইলে বিষের আয় অপকারী হইয়া থাকে। বিগুহ তাম্রভস্ম অমৃতের আয়  
উপকারক। গর্ভাবস্থায় অনিশ্চয় তাম্রভস্ম উদরস্থ হইলে প্রায়শঃ গর্ভপাত হইয়া থাকে।  
কেবল তাম্রভস্ম সেবন প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাম্রভস্ম গ্ৰীহা, যকৃৎ, শোণ ও উদর  
রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা কর্ণ ও কফনাশক।

### স্বর্ণভস্ম বিধি।

স্বর্ণপাত ১ তোলা ও পারদ ১ তোলা একত্রে ঝল করিয়া ২ তোলা গন্ধক সহ কজ্জলী  
করিবে। পরে মুষামধ্যে স্থাপন করতঃ ত্রিশখানি ঘূঁটে দ্বারা পুটপাক করিবে। এই-  
রূপে ১৪ বার পাক করিলে স্বর্ণ নিরুখ ভস্ম হইবে। প্রত্যেক বারেই ২ তোলা  
গন্ধক সহ ঝল করিয়া পুট দেওয়া বিধি।

### স্বর্ণভস্মের দ্বিতীয় বিধি।

স্বর্ণপাত ১ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা পূর্ববৎ কজ্জলী করিয়া

পূর্ববৎ পাক করিবে। ইহাতেও অগ্ন্যস্ত্র বারে স্বর্ণের ৪ গুণ গন্ধক দেওয়া বিধি আছে। শেষ পুটে গন্ধক মিশ্রিত করা কর্তব্য নহে। শাস্ত্রে স্বর্ণাদি ধাতুর শোধনবিধি লিখিত আছে। ভস্মীভূত ধাতুর দোষের অবিগ্নানতা কল্পনা করিয়া তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইল না, বস্তুতঃ শোধন করিয়া লইলে যে উৎকৃষ্টতর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উত্তম স্বর্ণপত্র গোমূত্রে ও ঘোলে ৭ বার নির্ঝাপিত করিলে সাধারণত বিগুচ্ছ হইয়া থাকে। স্বর্ণের আয় সমস্ত ধাতুতেই এই বিধি অবলম্বনীয়। বিগুচ্ছ স্বর্ণভঙ্গ রসায়ন, বন্য, চক্ষুবা, কাস্তিপ্রদ, আগ্নেয়বর্জক এবং ক্ষয়, উন্মাদ, কুষ্ঠ, জীর্ণজ্বর, বিষ ও বায়ুনাশক। মাত্রা ১ রতি।

### অথ স্বর্ণভস্মানুপান।

যক্ষ্মায়—হৃক্ষ, দৃষ্টিহানতায়—পুনর্নবার রস, বিষে—নির্ঝিষী রস, উন্মাদে ও ত্রিদোষে—গুঁঠ, লবঙ্গ ও মরিচ চূর্ণ। ইহা স্নাত সহ রসায়ন, হৃক্ষ সহ বলকর, কুক্ষুম সহ কাস্তি-কারক, বচ সহ স্মৃতিবর্জক, ভঙ্গরাজ রস সহ বৃষ্য ও মৎস্ত পিত্তসহ দাহ নাশক।

### অথ রৌপ্য মারণবিধি।

কাগজিলেবুর রসে হরিভাল ও গন্ধক মর্দন করিয়া তদ্বারা রৌপ্য পত্র লিপ্ত ও শুষ্ক করিবে। পশ্চাৎ মুধাবদ্ধ করিয়া স্বর্ণের আয় পাক করিবে। অন্যান্য বারে কেবল গন্ধক দেওয়া বিধি। রৌপ্যপাত ৪ তোলা, হরিভাল ও লেবুর রস দ্বারা লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া গন্ধক সহ পূর্ববৎ পাক করিলেও রৌপ্য ভঙ্গ হয়। রৌপ্য ভঙ্গ বাতপিত্ত নাশক ও স্তিতিকা রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। মাত্রা ২ রতি।

### অথ রৌপ্য ভস্মানুপান।

চিনি সহ—দাহ, ত্রিফলা সহ বাতপিত্ত এবং ত্রিজাতক সহ প্রমেহ আরোগ্য হয়।

### অথ বঙ্গ ভঙ্গ বিধি।

লৌহ কটাহে তীব্র অগ্নিতে প্রয়োজন মত বঙ্গ গলাইয়া, বঙ্গের সম পরিমাণ আপাং চূর্ণক্রমশঃ এক এক মুষ্টি করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং লৌহ হাতদ্বারা আলোড়ন করিবে। পূর্বের আপাং ভস্মীভূত হইলে আবার ঐরূপ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে আপাং চূর্ণ নিঃশেষিত হইলে, লৌহ হাতদ্বারা অনবরত বঙ্গ দৃঢ়মর্দন করিবে—ক্ষণকালও বিশ্রাম করিবে না। কারণ একটু অবসর পাইলে ভস্মীকৃত বঙ্গ পুনঃ তরল শব্দাকারে পরিণত হইবে। সুতরাং বঙ্গ সম্পূর্ণ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত অনবরতই দৃঢ় মর্দন বিধি। বঙ্গ ভস্মীভূত হইলে নামাইয়া শীতল হইলে, জলে ধৌত করিয়া নিষ্কল করিবে। পশ্চাৎ শুষ্ক করিয়া নূতন শরাবে আবদ্ধ করতঃ গজপুটিত করিয়া লইবে। ইহাই প্রশস্ত বঙ্গ ভঙ্গবিধি। হরিভা চূর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যে বঙ্গ ভঙ্গের বিষয় বর্ণিত

আছে তাহা ইহা জ্বর সন্ধান ও ফলপ্রদ নহে। ইহা মেদ, মেহ ও কফনাশক।  
মাত্রা—২ রতি।

### অথ বঙ্গ ভস্মানুপান।

ভূলসী পত্র রস সহ—প্রমেহ, য়ত সহ—পাণ্ডুরোগ, হরিদ্রা সহ—রক্তপিত্ত, খাঁদর কাথ সহ—চর্মরোগ, নিসিন্দা রস সহ কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ইহা কস্তুরী সহ—বীৰ্য্যাস্তম্ভকারক, জাতিফল সহ—পুষ্টিকারক ও মধু সহ—বলবর্দ্ধক জানিবে।

### অথ সীসক ভস্মবিধি।

মনঃশিলা ও বাসক রস দ্বারা সীসক পত্র প্রলিপ্ত করিয়া গজপুটে পাক করিবে।  
প্রায়শঃ ৭৮ পুটে সীসক ভস্মীভূত হয়। প্রত্যেক বারেই বাসক রসে মর্দন করা বিধি।  
সীসক ভস্ম বঙ্গের জ্বর গুণদায়ক ও অত্যন্ত বলকর। মাত্রা ২ রতি। ইহার অনুপানাদি  
বঙ্গের জ্বর।

### পিত্তল ও কাংশ্মারণ বিধি।

ইহাদের মারণাদি তাব্বের জ্বর। গুণ ও মাত্রা ও তদ্রূপ।

### খর্পরমারণ বিধি।

খর্পরচূর্ণ—সমাংশ পারদের সহিত বালুকাযন্ত্রে ১ দিন পাক করিলে ভস্মীভূত হয়।  
মাত্রা ৩ রতি। ইহা নেত্ররোগ ও ক্ষয়নাশক।

### স্বর্ণমাক্ষিক মারণ বিধি।

লৌহ কটাহে স্বর্ণমাক্ষিক ১০ সের গ্রহণ করিয়া ৪ সের টাবালেবুর রসে তাঁত্রার্থগতে  
পাক করিবে। অনবরতঃ লৌহ হাতা দ্বারা আলোড়ন করণানন্তর সিদ্ধূরবর্ণ হইলে  
নামাইয়া গজপুটে পাক করতঃ ঔষধে ব্যবহার করিবে। ইহার মাত্রা ২০ রতি। ইহা  
স্বর্ণের উপধাতু হেতু স্বর্ণের জ্বর গুণ কারক এবং স্বর্ণের অভাবে ব্যবহার্য। বিশেষতঃ  
ইহাতে কফ, পিত্ত, মেদ ও কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। কেহ কেহ ইহাকে পর্যায় নিবারক  
বলিয়া অভিহিত করেন।

### মণ্ডুরভস্ম বিধি।

ইহার মারণাদি নোহের জ্বর। ইহা লৌহের উপধাতু স্বতরাং লৌহের অভাবে  
ব্যবহার করা যায়। পুরাতন মণ্ডুরহ ঔষধে ব্যবহার্য। শতবর্ষের পুরাতন মণ্ডুর  
উৎকৃষ্ট। ইহা পাণ্ডু ও কামলারোগে বিশেষ উপকারী।

### অথ সংক্ষেপে স্বর্ণাদি মারণ বিধি।

সীসক ভস্ম সহ স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম সহ রৌপ্য, গন্ধক সহ তাম্র, মনঃশিলা সহ সীসক,

হরিভাল সহ বঙ্গ এবং হিন্দুলসহ লোহ ভগ্ন করে। ইহার মধ্যে ১ প্রত্যেক ধাতুই যথাবিধি পটপাক করিবে। বঙ্গ লোহ কটাহে লোহহাতা দ্বারা তাঁত্র অগ্নিতে ভগ্ন করিতে হইবে।

### শিলাজতু শোধন বিধি।

শিলাজতু লোহ পাত্রে করিয়া গোহুঙ্ক, এফলা কাথ ও ভঙ্গরাজ রসে ভাবিত করিলে বিস্কদ্ধ হয়। অত্যাধিক জলে উহা নিক্ষিপ্ত করিয়া ১ প্রহরপর ছাঁকিয়া তৃণপাত্রে রাখিবে। তৎপর রৌদ্রে স্থাপন করিলে উপরিভাগে যে সরের জ্বায় পড়িবে তাহাই বিস্কদ্ধ শিলাজতু। উহা পাত্ৰান্তরে রাখিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, ২ মাসকাল এইরূপে শিলাজতু গ্রহণ করিবে। বিস্কদ্ধ শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে পয়নির্গম হয় না। শেযোক্ত বিধিই প্রশস্ত। ইহা রসায়ন এবং ক্ষয়, শোথ, বস্তিকরোগ ও মেহনাশক। মাত্রা ১০ আনা। সাধারণ অনুপান—দুগ্ধ।

### হিন্দুল শোধন বিধি।

লেবুর রসে ভাবিত করিলে হিন্দুল বিস্কদ্ধ হয়। ইহাতে পারদের অংশ অন্তর্নিবিষ্ট থাকে। মুদ্রাংশ প্রা ও রসাত্ত্বের শূন্য হিন্দুলের স্যায়।

### স্থাবর বিষশুদ্ধি।

যথা।—বিষ গোমূত্রে ১ দিন ভিজাইয়া রাখিলে বিস্কদ্ধ হয়। উপরের ধোঁসা ত্যাগ করিয়া ভ্রষধে ব্যবহার করিবে।

### জঙ্গম বিষ শুদ্ধি।

যথা।—সর্বপ তৈলে এই বিষ দিয়া রৌদ্রে রাখিলে বিস্কদ্ধ হয়। বিস্কদ্ধ বিষ দানা হইবে।

হরিভাল, মনঃশিলা, সৈকো ও দারুচুর্ম চূণের জলে ভাবিত করিলে দোষহীন হয়। স্থান বিশেষে উহাদিগকে লেবুর রসে বিস্কদ্ধ করা হয়।

সিদ্ধিবীজ, ব্রহ্মদারুকবীজ, আলকুনী বীজ, শুল্কুর বীজ, গুণ্ডপাবীজ ও জরপাল বীজ হৃদ্রে সিদ্ধ করিলে বিস্কদ্ধ হয়। জরপালের অভ্যন্তরস্থ বিষপত্র ত্যাগ করিবে। অন্যান্য বীজের ধোঁসা পরিত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিবে।

নাঙ্গলীমূল ও রক্তচিতে মূল চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিলে নির্দোষ হয়।

অহিফেন গোহুঙ্কে ভাবিত করিলে বিস্কদ্ধ হয়। বরাট, প্রবাল, লজ্জা, শূন্য ও মুক্তা শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করা হয়। মুক্তা জয়ন্তী রসে দোলা-

বয়ে ১ গ্রহর পার্কি... লইলে বিগুজ হয়। মোহাঙ্গা খই করিয়া ব্যবহৃত হয়।  
কুচিলি ও হিই যুতে ভাজিলে বিগুজ হয়।

হীলকস ও তুতেল পরিবর্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করা বিধেয়। অন্যথা ভয়  
করিয়া ব্যবহার করিবে। শোধন বিধি অনুসারে উহা ঠিক বিগুজ হয় না। হীলক  
দক্ষ করিয়া কাঁজিতে ৭৮ বার নির্ধাপিত করিবে পশ্চাৎ পানরসে কার্পাস মূল পেৰণ  
করিয়া গোলক করিয়া তন্মধ্যে ঐ হীরক স্থাপন করিয়া গুজকরতঃ ঘূষাবদ্ধ করিয়া গজপুটে  
পাক করিবে, ৭৮ পুটে হীরক ভস্মীভূত হইবে। ইহাই হীলক ভস্মেল সন্নন  
উপায়।

গুগ ও সুল উক্কুকে গুলিয়া ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ছুকে ও ত্রিফলার কাণে  
ভাবিত করিলে বিগুজ হয়।

### রসমাণিক্য পুস্তত বিধি।

বংশপত্র হরিতাল শোধিত করিয়া গুজ করতঃ তড়ুলাকৃতি চূর্ণ করিবে। অনন্তর  
শরাবে স্থাপন করিয়া বদরী পল্লবের কঙ্ক দ্বারা সন্ধি লেপন করিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ির  
মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া তীব্র আল দিবে। হাঁড়ির নিম্নভাগ অরুণবর্ণ হইলে নামাইবে।  
শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা দেখিতে মাণিক্যের আয়। মাত্রা ২ রতি,  
স্বত মধুসহ লেহ্য। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, নালীত্রণ, উপদংশ, বিচর্জিকা ও  
নানাবিধ ক্ত আরোগ্য হয়। ইহাও অবস্তান্তরিত হরিতাল। হরিতালের পরিবর্তে  
রসমাণিক্যও ব্যবহৃত হয়।

### অথ মানভাষা।

৬ রতিতে ১০ আনা, ১২ রতিতে ১ মাষা বা ৭০ আনা। ৪ মাষায় ১ শান বা  
১০ তোলা, ২ শানে ১ তোলা, ২ তোলায় ১ কর্ষ, ৪ কর্ষে ১ পল, ৪ পলে ১ কুড়ব বা ১৥  
সের, ২ কুড়বে বা ৬৪ তোলায় ১ মানিকা বা ১ সের। ৮ সেরে ১ আঢ়ক, ৪ আঢ়কে  
১ দ্রোণ হয়। ১০০ পলে বা ১২৥ সেরে ১ তুলা।

### অভাবে দ্রব্য গ্রহণ বিধি।

জীবক অভাবে—গুড়চী বা শতমূলী : ঋষভকের অভাবে—ভূমিকুয়াণ্ড, বংশলোচন  
বা শতমূলী ; কাকোলী বা ক্ষীরকাকোলী অভাবে—শতমূলী বা ভূমিকুয়াণ্ড : মেদের  
অভাবে—অশ্বগন্ধা ; মহামেদের অভাবে—অনন্তমূল বা অশ্বগন্ধা ; ঋদ্ধির অভাবে—  
বেড়েল বা বারাহীকন্দ ; (চামার আলু) হৃদ্ধির অভাবে—গোরক্ষচাকুলে বা বারাহী-  
কন্দ।

মধুর অভাবে—পুরাতন গুড়, ভল্লাতক অভাবে—রক্তচন্দন, হীরকের অভাবে—  
কড়িভঙ্গ, যুক্তার অভাবে—গুজ্জি ভঙ্গ, কন্তুরীর অভাবে—লতাকন্তুরী বা গন্ধশচী বা

উপযুক্ত কটাহে মন্দ ২ অগ্নিসম্বাপে তৈল পাক করিবে। যখন ঐ তৈলের কেনা  
দূর হইবে তখন ৪ সের তৈলে হরিদ্রার রস ১০ ছটাক, মষ্টিষ্ঠা ১। এক পোয়া, লোধ,  
মুতা, নালুকা, ত্রিফলা, কেয়ার মূল, বটের ঝুড়ি, বালা প্রত্যেক এক ছটাক, পেষণ  
করিয়া দিবে। তৎপর পাকার্থ জল ১৬ সের দিয়া কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে



নামাইয়া সপ্তাহিক তৈল দ্বারা রাখিবে। পশ্চাৎ মুর্ছাদ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিয়া কঙ্কাদি সহ পাক করবে।

### কটু তৈলের মুর্ছাদ্রব্য।

৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা এক পোয়া, আমলকী, মৃত্যু, বেলছাল, দাড়িমছাল, হরিদ্রা, নাগকেশর, কৃষ্ণজীবে, বালা, নালকা, বহেড়া প্রত্যেক ২ তোলা শিলা পিষ্ট করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পাকার্থ জল ১৬ সের। অস্তান্ত বিধি পূর্ববৎ।

### এরও তৈলের মুর্ছাদ্রব্য।

৪ সের তৈলে—মঞ্জিষ্ঠা, মৃত্যু, ধনে, ত্রিফলা, ঔষষ্ঠীপাতা, বালা, বন ধেছুর, বটের বুড়ি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার মূল, দধি ও কাজী প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। অস্তান্ত বিধি পূর্ববৎ।

### মৃতের মুর্ছাদ্রব্য।

১৪ সের মৃত, হরিদ্রা রস, লেবুর রস, ত্রিফলা ও মৃত্যু প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের। অস্তান্ত বিধি পূর্ববৎ।

### পাকের কাল নিয়ম।

প্রথমে মুর্ছাপাক ৭ দিনে, মাংসাদি বা মাংসের পাক সত্তা, ছুঙ্কের পাক ২ দিনে, স্বরস ও কাথাদির পাক ৩ দিনে, দধি গোল বা কাঞ্জির পাক ৫ দিনে, মৃতের পাক ১ দিনে, তদনন্তর কঙ্কের পাক ৭ দিনে, তৎপশ্চাৎ গন্ধপাক ৫ দিনে সিদ্ধ হয়।

### গন্ধপাক দ্রব্য।

সাধারণ তৈলে কুঙ্কুম, শিলাজতু, নগী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাচি ও লবঙ্গ দ্বারা গন্ধ পাক করিবে। বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি বাতব্যাধির তৈলে এলাচি, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন, মুরামাংসী, কাকলা, জটামাংসী, শটী, তেজপাত, গেঠেলা, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, মৃগনাস্তি, খাটাসী, শিলারস, মৃত্যু, মেদি ও লবঙ্গাদি দ্বারা গন্ধ পাক করা হয়।

স্নেহপাকে কঙ্কের পরিমাণ অনুক্ত থাকিলে, উহা স্নেহের চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। কাথাদি দ্বারা পাক অভিহিত হইলে শেষে চতুর্গুণ জল দ্বারা শেষ পাক সম্পন্ন করিবে।

### অথ পাকসিদ্ধি বিজ্ঞান।

স্নেহ কক অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যখন বাতির আগ্নেয় হইবে এবং উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ে দগ্ধ হইবে তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া নামাইবে। পাক সিদ্ধ হইলে স্নেহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেও নিশ্চয়ে নিধুম অবস্থায় দ্রুত জলিয়া যায়।

## কীরপাক বিধি ।

২ তোলা জ্বা ১৬ তোলা চুই ও ৬৪ তোলা জল সহ পাক করিয়া ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে ।

মুহু, মধ্য ও ধর ভেদে পাক ৩ প্রকার । উন্নধ্যে নস্তকার্য্যে মুহু, অত্যন্নে ধর এবং মধ্যপাক সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত । দৃঢ় তৈল বা দ্রুত কদাচ ব্যবহার করিবে না ।

## মোদক পাক বিধি ।

মোদকে চিনি বা গুড়ের পরিমাণের উল্লেখ না থাকিলে, উহা সর্ব্বজ্ব্যের দ্বিগুণ গ্রহণ করিয়া পাক করিবে । প্রথমে কিঞ্চিৎ জল সহ গুড় বা চিনি আলে চাপাইয়া মোদক পাকের উপযুক্ত ঘন হইলে নামাইয়া চূর্ণ সমুদায় তাহাতে ক্রমে ২ এক্ষেপ দিয়া বৃঢ় আলোড়ন করতঃ মোদকাকার করিবে, পশ্চাৎ দ্রুত দ্বারা মাড়িয়া লইবে ।

তৈল ঔষধাদি ব্যবহারের উপযুক্ত থাকার কাল নির্ণয় ।

পকদ্রুত, মোদক, লেহ ও গুড়িকা ঔষধ এক বৎসরের পর নষ্ট হইয়া যায় । চূর্ণ ঔষধ ৬ মাসের পর নষ্ট হয় । পক তৈল, আসব. অরিষ্ট, পারদ ও লৌহাদি ধাতু জ্বা পুরাতন হইলেই অধিক ফলদায়ক হয় ।

## ঔষধে নূতন পুরাতন জিনীস নির্বাচন ।

সমস্ত কার্য্যেই নূতন জ্বা গ্রহণ করিবে । কিন্তু ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে গুড়, দ্রুত, মধু, ধাতু, পিপুল ও বিড়ঙ্গ পুরাতনই প্রশস্ত । সর্ব্বত্রই ইচ্ছাগুড় গ্রহণীয় । পাণ্ডু, কামলা ও নেত্র রোগের দ্রুত নূতন দ্রুত দ্বারা সম্পাদ্য । রসায়নে, ভোজনে, তর্পণে, শ্রান্তিতে ও বলকরে কদাচ পুরাতন দ্রুত ব্যবহার করিবে না ।

ধাতুকী ও লোধু লিপ্ত পাত্রে অরিষ্ট ও আসবের সন্ধান করিবে । বাহা কাথ দ্বারা সঞ্চিত হয় তাহাকে অল্লিষ্ট এবং বাহা অপক জ্বা জ্বা দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহাকে আসব কহে ।

## ভাবনা বিধি ।

কাথ দ্বারা ভাবনার উল্লেখ থাকিলে, ঔষধের সম পরিমাণ জ্বা গ্রহণ করিয়া আট গুণ জলে পাক করণানন্তর স্তম্ভম ভাগ থাকিতে নামাইয়া তদ্বারা ভাবনা দিবে । ভাবনার দ্বারের উল্লেখ না থাকিলে ৭ বার ভাবনা বিধি । জ্বা জ্বাব্যাদি মর্দন করিয়া সমস্ত দিন রৌদ্রে শুষ্ক এবং রাত্রিতে শিশির সিক্ত করাকে ভাবনা কহে । এই ক্রিয়াতে ঔষধের শক্তি বর্দ্ধিত হয় । ভাবনা ভাল না হইলে, ঔষধ হীনগুণ বা নষ্ট হইয়া যায় ।

## ভল্লাতক শোধন বিধি ।

ইহাকে চলিত কথায় ভায়লা বা ভেলার মুঠি বলে । আর্শোরোগে ইহা বিশেষ কার্যকারী । এই বিবাক্ত দ্রব্যের শোধন উত্তমরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন । একান্ত প্রায়শঃ ইহার পরিবর্তে রক্তচন্দনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যে ভল্লাতক জলে নিকেপ করিলে নিমিচ্ছিত হয় তাহাই ব্যবহার্য্য । ইষ্টক চূর্ণ সহ ঘর্ষণ করিলে ইহা বিশুদ্ধ হয় । রসেশ্র-মতে নারিকেল জলে ১ দিন ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয় । প্রথমতঃ ইষ্টক চূর্ণে ঘর্ষণ করিয়া উপরের অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পশ্চাৎ নারিকেল জলে ভিজাইয়া রাখাই কর্তব্য ।

## অথ পারিভাষিকশব্দ ।

জীবনীশ্ব দশক । যথা—জীবক, শ্বভতক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, দুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু । এই দশটি দ্রব্যকে জীবনীশ্ব দশক বা জীবনীশ্বগণ কহে ।

জীবকাদি অষ্টবর্ণ । যথা—জীবক, শ্বভতক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, ঋদ্ধি ও রুদ্ধি এই আটটি দ্রব্যকে জীবকাদি অষ্টবর্ণ বা জীবনীশ্বাষ্টক বা অষ্টবর্ণ বলে ।

বৃহৎ পঞ্চমূল । যথা—বিষমূলেরছাল, নাওশোণ, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল ও গনিয়ারীছাল ।

স্রঙ্গ পঞ্চমূল । যথা—খালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ।

দশমূল । যথা—বৃহৎ পঞ্চমূল ও স্রঙ্গ পঞ্চমূলের দ্রব্য সমষ্টিকে দশমূল কহে ।

ত্রিফল । যথা—হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া ।

ত্রিকটু । যথা—তুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ।

ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি । যথা—দারুচিনি, এলাচি, তেজপত্র, ইহার সহিত নাগকেশর যোগ করিলে চতুর্জাতক কহে ।

ত্রিমদ । যথা—বিড়ঙ্গ, মৃত্তা ও রক্তচিত্তমূল ।

তৃণ পঞ্চমূল । যথা—কুশমূল, কাণমূল, শরমূল, ইক্ষুমূল ও উলুখড়ের মূল ।

পঞ্চলবণ । যথা—করকচ, সৈন্ধব, বিট, সায়দ্র ও সৌবর্জলকে পঞ্চলবণ বলে ।

পঞ্চভিত্ত । যথা—নিম, পলতা, কণ্টকারী, গুলফ, বাসক এই ৫টিকে পঞ্চ-ভিত্ত বলে ।

পঞ্চপিত্ত । যথা—বরাহ, মহিষ, ছাগ, মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত ।

ক্ষারারষ্টক—পলাশ, সিদ্ধ, আপাঃ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাগ ও যব এই ৭টির কান ও অর্জিকাকার একত্রে ক্ষারারষ্টক নামে অভিহিত হয় ।





